মাছাল (আরবী প্রবাদ) সাহিত্য

পিএইচ. ডি. ডিগ্রী লাভের জন্যে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

GIFT

কলা অনুষদ 382348

তত্ত্বাবধায়ক
আবু তাহির মুহম্মদ মুছলেহ উদ্দীন
সহযোগী অধ্যাপক (সুপার নিউমারারী)
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Library
382348

গবেষক
আবুল বাশার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী
পিএইচ.ডি. গবেষক
আরবী বিভাগ
কলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আগষ্ট - ১৯৯৮ ইং
রবিউসসানী - ১৪১৯ হিজরী
ভাদ্র ১৪০৪ বাং

মাছাল (আরবী প্রবাদ) সাহিত্য

الأمـثـال الأدبـية

MATHAL (ARABIC PROVERBS) LITERATURE.

পি এইচ,ডি ডিগ্রীর জন্যে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক
আবুল বাশার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী
পিএইচ.ডি. গবেষক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ও
সহকারী অধ্যাপক
আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়,
কুষ্টিয়া।

382348

তত্ত্বাবধায়ক
আ.ত.ম. মুছ্লেহ উদ্দীন
সহযোগী অধ্যাপক(সুপার নিউমারারী)
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

আগষ্ট - ১৯৯৮ ইং।

Phone : Off. 500757
Res.

Dhaka University Institutional Repository

DEPARTMENT OF ARABIC
UNIVERSITY OF DHAKA
DHAKA-1000, BANGLADESH

No ....

Dated, the 8 th. September 1998

I have pleasure in testifying the research ability and critical acumen of *Mr. Abul Bashar Muhammad Saiful Islam Siddiqi,* Assistant Professor of Al-Quran and Islamic Studies Department in the Islamic University, Kushtia, Bangladesh. He completed thesis for Ph.D. Degree in Bengali in the Department of Arabic, University of Dhaka under my supervision. The title of the thesis is **"মাছাল (আরবী প্রবাদ) সাহিত্য"** While writing the thesis he worked hard and collected valuable materials from the original Arabic and non-Arabic sources and utilized a good number of hitherto untapped data. His research is founded partially on the comparative study of proverbs. This has brought to light some new concepts. His dissertation is quite rich in original thoughts and novel ideas.

I certify that the thesis is fit for submission for the Degree of Ph. D in the Department of Arabic, University of Dhaka.

I wish him success.

Muslehuddin
8/9/98

382348

(A.T.M. Muslehuddin)
Associate Professor
(Supernumerary)
Department of Arabic
University of Dhaka.
Dhaka-1000
Bangladesh..

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের পিএইচ. ডি. গবেষক জনাব আবুল বাশার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী কর্তৃক পিএইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্যে দাখিলকৃত 'মাছাল (আরবী প্রবাদ) সাহিত্য' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে ইতঃপূর্বে এ শিরোনামে বাংলা বা ইংরেজী ভাষায় পিএইচ. ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত কপি আদ্যান্ত পাঠ করেছি এবং পিএইচ. ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্যে অনুমোদন করছি।

(আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন)
সহযোগী অধ্যাপক (সুপার নিউমারারী)
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষনা পত্র

আমি এমর্মে ঘোষনা দিচ্ছি যে, 'মাছাল (আরবী প্রবাদ) সহিত্য' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার এ গবেষণা কর্মের পূর্ন অথবা আংশিক কোথাও প্রকাশ করিনি।

২৬।৮।৯৮

(আবুল বাশার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী)
পিএইচ. ডি. গবেষক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রেজি নং- ৩৭/১৯৯৩/৯৪ ইং
যোগদান ০৬.১০.১৯৯৩ ইং
ও
সহকারী অধ্যাপক
আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা

'মাছাল (আরবী প্রবাদ) সাহিত্য' শীর্ষক সন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ, সহকর্মী, সুহৃদ বন্ধু-বান্ধব, ছাত্রদের কেউ বা উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে কেউ বা তথ্য সংগ্রহে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করে রেখেছেন। যাঁদের কৃতজ্ঞতা না জানালে আমি চিরঋণী হয়ে থাকবো।

সর্বপ্রথমে আমি মহান রাব্বুল আলামীনের অশেষ শুকরিয়া জানাচ্ছি যিনি আমার এ দুরূহ কাজ সম্পন্ন করতে তৌফিক দিয়েছেন।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার এ গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক বিশিষ্ট সাহিত্যিক, গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় স্যার জনাব আ.ত.ম. মুসলেহ উদ্দীন এফ. এম, বি.এ. (অনার্স) এম. এ. ট্রিপল (আরবী, উর্দূ ও ফার্সী) -কে যাঁর যথোচিত তত্ত্বাবধান, উৎসাহ, প্রেরণা এবং পিতৃস্নেহ আমার উক্ত শিরোনামের অভিসন্দর্ভটি আজ দিবালোকের মুখ দেখতে পেরেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মুহম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান (পিএইচ. ডি. লন্ডন) বিভিন্ন সময়ের পরামর্শ, নির্দেশনা ও উৎসাহ দিয়ে আমার গবেষণা কাজকে ত্বরান্বিত করেছে আমি তাঁর এ ঋণ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমন্ডলী অধ্যাপক ডঃ মোঃ আবূ বকর সিদ্দীক (পিএইচ. ডি. আলীগঢ়), অধ্যাপক আ.ন.ম. আবদুল মান্নান খাঁন, অধ্যাপক নাজির আহমদ, অধ্যাপিকা ডঃ সাহেরা খাতুন (পিএইচ. ডি. ঢাকা), অধ্যাপক ডঃ আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক (পিএইচ. ডি. ঢাকা), সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মোঃ ফজলুর রহমান (পিএইচ. ডি. ঢাকা), সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মোঃ নুরুল হক (পিএইচ. ডি. হায়দরাবাদ), সহকারী অধ্যাপক আবু সাঈদ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, সহকারী অধ্যাপক মোঃ আবদুল মাবুদ সহ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যাঁরা সুপরামর্শ ও উৎসাহ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করে রেখেছেন। তাদেরকে আমি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক (অবঃ) ডঃ কাজী দীন মুহাম্মদ (পিএইচ. ডি. লন্ডন) শত ব্যস্ততার মাঝেও আমাকে 'বাংলা প্রবাদ' সম্পর্কে বিশেষ দিক নির্দেশনা দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন। আমি তাঁর কাছে চির কৃতজ্ঞ।

আমার সহপাঠী হাফেজ মোঃ রুহুল আমীন (সহঃ অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ইবি) ছাত্র মোঃ লোকমান হোসেন (প্রভাষক আল-কুরআন বিভাগ, ইবি ও পিএইচ. ডি. গবেষণারত, আলীগঢ়) ও মোঃ শফিকুল ইসলাম (এম.টি.আই.এস. ইবি, এম.এ. মালয়েশিয়া) -এরা বহির্বিশ্ব থেকে গ্রন্থ ও তথ্য সংগ্রহে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন । কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এদের ঋণের অমর্যাদা করতে চাইনে।

প্রবীণ ভ্রাতা জনাব আ.খ.ম. ওয়ালীউল্লাহ (সহকারী অধ্যাপক আল-হাদীছ বিভাগ, ইবি), সহপাঠী, সতীর্থ (পিএইচ. ডি.) ও সহকর্মী জনাব ফারুক আহমদ (সহকারী অধ্যাপক আল-কুরআন বিভাগ, ইবি)

Dhaka University Institutional Repository

সহপাঠী ও সহকর্মী এ.বি.এম. ফারুক (সহকারী অধ্যাপক, আল-কুরআন বিভাগ, ইবি) এবং আমার অগ্রজ মোহাম্মদ জোবায়দুল ইসলাম (কামিল ট্রিপল, এম.এ. ১ম শ্রেণী, প্রভাষক, সরকারী আশেক মাহমুদ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, জামালপুর) ও অনুজ মোঃ শফিকুল ইসলাম (এম.এ. (ইংরেজী) ফলপ্রার্থী, ইবি) এরা আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এদেরকে আর খাটো করতে চাইনে।

এরপর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কর্মকর্তাদের যারা আমাকে ফেলো নির্বাচিত করে কৃতার্থ করেছেন। তাদের স্কলারশীপ আমার গবেষণা কাজকে তরান্বিত করেছে।

সন্তান লালন, সংসার ধর্ম পালন তদুপরি নিয়মিত পাঠ চর্চা করেও আমার গবেষণা কাজে উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছেন আমার সহধর্মিনী শরীফা সুলতানা হাসনাত (এম.এ. (আরবী) অধ্যায়নরতা, ইবি) তাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তার ঋণের অবমূল্যায়ন করতে চাইনে।

আমি স্নেহার্ঘ অর্পণ করছি তরুণ উদ্যমী সৌরিণ কম্পিউটারের ডাইরেক্টর আমার ছাত্র মোহাঃ আমানুল্লাহ্ লিটু কে যে অমানুষিক পরিশ্রম করে এ অভিসন্দর্ভটি নির্ভূল কম্পোজ ও সৌন্দর্য্য বর্ধনে যথেষ্ট আন্তরিকতা দেখিয়েছে।

গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

আরবী বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণ

أ	=	আ
إ	=	ই
أ	=	উ
ب	=	ব
ت	=	ত
ث	=	ছ
ج	=	জ
ح	=	হ
خ	=	খ
د	=	দ
ذ	=	য
ر	=	র
ز	=	য
س	=	স
ش	=	শ
ص	=	স

ض	=	য/দ
ط	=	ত
ظ	=	য/জ
ع	=	‘
غ	=	গ/ঘ
ف	=	ফ
ق	=	ক
ك	=	ক
ل	=	ল
م	=	ম
ن	=	ন
و	=	ও/ভ/অ
ه	=	হ
ة	=	ঃ
ء	=	’
ي	=	য়

Dhaka University Institutional Repository

মাছাল (আরবী প্রবাদ) সাহিত্য

বিষয় সূচী **পৃষ্ঠা**

সংকেত সূচী	I-V
কিছু কথা	ক-ঘ
ভূমিকা	ঙ-ঝ

প্রথম অধ্যায় ঃ

মাছাল পরিচিতি ১-৯৪

ক.	মাছাল -এর শাব্দিক বিশ্লেষণ	১-৩
খ.	মাছাল -এর সংগা	৩-৭
গ.	মাযরাবুল মাছাল মাওরাদুল মাছাল ও যরবুল মাছাল	৭-৯
ঘ.	মাছাল -এর ব্যাবহার	৯-১২
ঙ.	মাছাল -এর সমার্থবোধক শব্দ	১৩-১৪
চ.	মাছাল ও হিকমা এর পার্থক্য	১৪-১৫
ছ.	মাছাল ও হিকমা-এর সম্পর্ক	১৫-১৬
জ.	মাছাল ও আরবদের প্রচলিত উক্তির পার্থক্য	১৬-২০
ঝ.	মাছাল-এর অর্থগত তারতম্য	২১-২৩
ঞ.	মাছাল-এর প্রকারভেদ	২৩-৩০
ট.	মাছালের শর্ত	৩১-৩১
ঠ.	মাছালের বৈশিষ্ট	৩২-৪৫
ড.	মাছালের বিভিন্ন রেওয়ায়েত	৪৬-৫২
ঢ.	আরবী সাহিত্যে মাছালের স্থান	৫২-৫৪
ণ.	মাছালের গুরুত্ব	৫৪-৫৮
ত.	মুওয়াল্লাদ মাছাল	৫৯-৬৩
থ.	আফ'আলু মিন জাতীয় মাছাল	৬৩-৭৬
দ.	লোগোক্তি	৭৭-৮৩
ধ.	কাব্যাকারে মাছাল	৮৪-৯০
ন.	মাছাল -এর উৎস	৯১-৯৪

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাছালের ক্রমবিকাশ ঃ ৯৫-২০১

ক. জাহিলী যুগ ঃ ৯৫-১১২

১. জাহিলী মাছাল চেনার উপায় ৯৫-১১৩

২. জাহিলী যুগের প্রধান প্রধান মাছাল রচয়িতা। ১১৪-১২৯

খ. ইসলামী যুগ ঃ ১৩০-১৫১

১. কুরআনী মাছাল ১৩০-১৩৫

২. কুরআনী মাছালের প্রকারভেদ। ১৩৫-১৪৯

৩. কুরআনী মাছালের উপরকারীতা ১৪৯-১৫১

৪. আমছালুল হাদীছ (আমছালুন নবভী) ১৫২-১৬৭

৫. সাহাবীদের মাছাল ১৬৮-১৭৫

৬. ইসলামী যুগের কিছু মাছাল । ১৭৫-১৭৬

গ. উমায়্যা যুগ ঃ ১৭৭-১৮৮

১. উময়্যা যুগের প্রধান প্রধান মাছাল রচয়িতা। ১৮০-১৮৮

ঘ. 'আব্বাসী যুগ' ঃ ১৮৯-২০১

১. আব্বাসী যুগের প্রধান প্রধান মাছাল রচয়িতা। ১৯০-২০১

তৃতীয় অধ্যায়

মাছাল সংরক্ষণ ও সংকলন ২০২-৩১১

ক. মাছাল সংরক্ষণ ২০২-২০৯

খ. মাছাল সংকলন ২০৯-৩১১

১. সাধারণ মাছাল সংকলন ২০৯-২৮৭

২. আমছালুল কুরআন সংকলন ২৮৭-২৯১

৩. আমছালুল হাদীছ সংকলন ২৯১-২৯৩

৪. আধুনিক সংকলন সমুহ (পাশ্চাত্যে) ২৯৪-২৯৮

৫. জার্নালসমূহ ২৯৮-২৯৯

৬. মাছালের গ্রন্থ ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থে মাছাল সংকলন ৩০০-৩১১

চতুর্থ অধ্যায়

একই অর্থে ব্যবহৃত আরবী, বাংলা ও অন্যান্য ভাষার প্রবাদের আলোচনা ৩১২-৫২০

উপসংহার ৩২১-৫২৫

গ্রন্থপঞ্জী ৫২৬-৫৩৭

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত সূচী

- অঘানী ঃ আল-ইস্‌পাহানী, আবুল ফরজ ঃ কিতাবুল অঘানী ।
- আগাসকার ঃ আগাসকার, ডঃ য়ুনুস ঃ উর্দূ কাহাঁওতী আওর উনকে সমাজী ও লিসানী পাহলু।
- আজমী ঃ আজমী, মওলানা নূর মুহম্মদ ঃ আঞ্চলিক প্রবাদ।
- আ.ত.ম ঃ মুছলেহ উদ্দীন , আ.ত.ম ঃ আরবী সাহিত্যের ইতিহাস।
- 'আবূদী ঃ আল-'আবূদী ঃ আল-আমছালুল 'আম্মিয়্যা ঃ।
- আল-আযহারী ঃ আল-আযহারী, আলাউদ্দীন ঃ আরবী বাংলা অভিধান।
- আল-ইত্‌কান ঃ আস্‌সুয়ূতী, জালালুদ্দীন ঃ আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন
- আল-ওসীত ঃ আল-ইস্‌কন্‌দরী, আহমদ ঃ তারীখুল আদবিল আরবী।
- আল-উমদা ঃ আল-কায়রোয়ানী, ইবন রশীক ঃ আল-'উমদা ফী মাহাসিনিশ শি'র ওয়া আদাবিহা ওয়া নকদিহী।
- আল-কাত্তান ঃ আল-কাত্তান, মান্না' ঃ আল-মাবাহিছু ফী উলূমিল কুরআন।
- আল-কালকাশান্দী ঃ আল-কালকাশান্দী, আবুল 'আব্বাস আহমদ আবূ আলী ঃ সুবহুল আ'শা ফী সানা'আতিল ইনশা।
- আল-কাশশাফ ঃ আয-যমখশরী, জারুল্লাহ ঃ আল-কাশশাফ 'আন-হাকাইকি গাওয়ামিযিত্‌ তানযীল।
- আল-ঘরভী ঃ আল-ঘরভী ঃ আল-আমছাল ফী কিতাবি নহজিল বালাঘাঃ।
- আল-জুন্দী ঃ আল-জুন্‌দী, ইন'আম ঃ আর রাইদ ফিল আদাবিল আরবী ।
- আত্‌তিরমিযী ঃ আততিরমিযী, আবূ ঈ'সা মুহাম্মদ ইবন ঈ'সা ঃ জামি'উত তিরমিযী।
- আদ-দব্বী ঃ আদ্‌দব্বী, আল-মুফাদদল ইবন মুহম্মদ ঃ আমছালুল আরব।
- আদ্‌দুররা আল-ফাখিরা ঃ আল-ইস্‌পাহানী, হামযা ঃ আদ্‌দুররা আল-ফাখিরা।
- আত্‌তামছীল ওয়াল মুহাযারাত ঃ আছছা'আলিবী ঃ আত্‌তামছীল ওয়াল মুহাযারাত।
- আল-ফিহ্‌রিসত ঃ ইবন নদীম, আল-ফিহ্‌রিসত ।
- আল-বুখারী ঃ আল-বুখারী, আবূ 'আব্‌দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ঃ সহীহুল বুখারী মা'আ শরহিহী ফতহিল বারী।
- আল-বগভী ঃ আল-বগভী, হুসায়ন ইবন মাস'উদ ঃ শরহুস্‌ সুন্না।
- আল-বকরী ঃ আল-বকরী ; আবূ 'উবায়দ ঃ ফসলুল মাকাল ফী শরহি কিতাবিল আমছাল।
- আল-বয়যাভী ঃ আল-বয়যাভী, কাযী নাসিরুদ্দীনঃ আন্‌ওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তা'ভীল।

Dhaka University Institutional Repository

- ❑ আল-বাকলী : আল-বাকলী, মুহম্মদ কিন্দীল : ওয়াহদাতুল আমছালুল 'আম্মিয়্যা ।
- ❑ আল-বুরহান : আয্‌যরকশী, বদরুদ্দীন মুহাম্মদ : আল-বুরহান ফীউলূমিল কুরআন।
- ❑ আল-মুনজিদ : আল-মুনিজদ ফিল্‌লুঘাতি ওয়াল 'আলাম (আরবী-আরবী)
- ❑ আল-মুফরাদাতঃ আল-ইস্‌পাহানী, আররাগিব : আল-মুফরাদাত।
- ❑ আল-মুসান্নাফ : শায়বা, ইবন আবী : আল-মুসান্নাফ ফিল হাদীছ ওয়াল আছার ।
- ❑ আল-মুসতাদরাক : আল-হাকীম, আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহায়ন।
- ❑ আল-মুসনাদ : ইবন হাম্বল, আহমদ : আল-মুসনাদ।
- ❑ আল-ময়দানী : আল-ময়দানী আবুল ফযল : মাজমা'উল আমছাল।
- ❑ আল-মু'জাম মুরাদ আব্‌দুল হামীদঃ মু'জাম আমছালিল আরব।
- ❑ আল-মু'জামুল কবীর আত্‌ তাবরানী : আল-মু'জামুল কবীর।
- ❑ আল-মু'জামুস সগীর : আত্‌ তাবরানী : আল মু'জামুস সগীর।
- ❑ আল-মুযহির : আস্‌সুয়ূতী, জালালুদ্দীন : আল-মুযহির ফী উলূমিল্‌ লুঘা ওয়া আনওয়া'ইহা।
- ❑ আল-মুস্‌তাক্‌সা : আয্‌যমখশরী, জারুল্লাহ : আল-মুস্‌তাকসা ফী আমছালিল আরব।
- ❑ আয্‌যয়্যাত : আয্‌যয়্যাত আহমদ হাসান : তারীখুল আদাবিল 'আরবী'।
- ❑ আযযাথবী : আয্‌যাহাবী শামসুদ্দীন মুহম্মদ : তায্‌কিরাতুল হুফফায।
- ❑ অফআতুল আ'য়ান : ইবন খল্লিকান : অফআতুল আ'য়ান।
- ❑ আবূ দাউদ : আবূ দাউদ, সুলায়মান ইবনিল আশ'আছ : সুনানু আবীদ দাউদ।
- ❑ আবশিহী, শিহাবুদ্দীন মুহম্মদ ইবন মাহমূদ : আল-মুস্‌তাতর্‌ফ ফী কুল্লি ফননিল মুসতাযরাফ ।
- ❑ আবিদীন : আবিদীন , ডঃ 'আব্‌দুল মজীদ : আল-আমছাল ফিন নছরিল আরবিইল কাদীম।
- ❑ আরযুল কুরআন : নদভী, সায়্যিদ সুলয়মান , তারীখ আরযিল কুরআন।
- ❑ ইবনুল আম্বরী : ইবনুল আম্বরী : নুযহাতুল আলবা ফী তবকাতিল উদাবা।
- ❑ ইবন আদী : ইবন আদী : আল-কামিল ফী যু'আফাইর রিজাল।
- ❑ ইবন আবী দুনিয়া : ইবন আবী দুনিয়া : কিতাবুস সিমত ।
- ❑ ইবন খায়র : ইবন খায়র : আল-ফিহ্‌রিস্‌ত।
- ❑ ইবন মাযা : ইবন মাজা : সুনানু ইবন মাযা।
- ❑ ইবন সাল্লাম : ইবন সাল্লাম, আবূ 'উবায়দ : কিতাবুল আমছাল।

Dhaka University Institutional Repository

- ইবন হিশাম ঃ ইবন হিশাম ঃ সিরাতুন নবভিয়্যা।
- কাজী ঃ ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ ঃ লোকসাহিত্যে ধাঁধাঁ ও প্রবাদ।
- কাজী থেকে ঃ ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ থেকে শ্রুত।
- কাতামিশ ঃ কাতামিশ, ডঃ আব্দুল মজীদ ঃ আল-আমছালুল আরাবীয়া।
- জালালাইন ঃ আস্‌সুয়তী, জালালুদ্দীন ও মহল্লী, জালালুদ্দীন ঃ জালালাইন।
- জুলহায়েম ঃ জুলহায়েম ঃ আল-আমছালুল 'আরাবিয়্যাতুল কাদীমা ঃ
- জাওয়াদ আলী ঃ জাওয়াদ আলী, অধ্যাপক ঃ আল-মুফাস্‌সল ফিল আরব কাবলাল ইসলাম।
- জাওয়াহিরুল আদব ঃ আল-হাশিমী, আহমদ ঃ জাওয়াহিরুল আদব।
- তারীখ বাগদাদ ঃ আল-বাগদাদী, আল-খতীব ঃ তারীখ বাগদাদ।
- নুতন ঃ নুতন বাংলা অভিধান।
- পাঠান ঃ পাঠান, হানিফ ঃ বাংলা প্রবাদ পরিচিতি।
- প্রবাদমালা ঃ জেমস লঙ, রেভারেন্ড ঃ প্রবাদমালা।
- প্রগল্প ঃ চক্রবর্তী, ডঃ বরুণ কুমার ঃ প্রগল্প।
- প্রবাদ প্রবচন ঃ দাস, শ্রী গোপাল ও সেন, সত্যরঞ্জন ঃ প্রবাদ প্রবচন।
- ফজরুল ইসলাম ঃ আমীন, ডঃ আহমদ ঃ ফজরুল ইসলাম।
- ফায়্যায ঃ ফায়্যায, ডঃ জাবির ঃ আল-আমছাল ফিল কুরআনিল করীম।
- বাংলা প্রবাদ ঃ সুশীল কুমার দেঃ বাংলা প্রবাদ ।
- বুগয়াতুল ও'য়াত ঃ আস্‌-সুয়ূতী, জালালুদ্দীন ঃ বুগয়াতুল ও'য়াত।
- ব্রুকলম্যান ঃ ব্রুকলম্যান,কার্ল ঃ তারীখুল আদাবিল আরবী।
- বিশ্বের প্রবাদ ঃ ইবনে ইমাম ঃ বিশ্বের প্রবাদ।
- ভট্টাচার্য ঃ ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ ঃ বাংলার লোকসাহিত্য ।
- মিযানুল ই'তিদাল ঃ শামসুদ্দীন মুহম্মদ,মীযানুল ই'তিদাল।
- মীখাঈল ঃ মীখাঈল না'ঈমা ঃ মাজমু'আতু মীখাইল না'ঈমা।
- মুসলিম দর্শনের ভূমিকা ঃ আলম, ডঃ রশীদুল ঃ মুসলিমদর্শনের ভূমিকা।
- মুসলিম ঃ আল-কুশয়রী, মুসলিম ইবন হাজ্জাজ ঃ সহীহ মুসলিম।
- মর্টন ঃ মর্টন, উইলিয়াম ঃ দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ।
- মুনজিদ ঃ আল-মুনজিদ (আরবী-উর্দূ)।

Dhaka University Institutional Repository

- ❑ য়াকূত ঃ য়াকূত, মু'জামুল উদাবা ।
- ❑ যয়দান ঃ যয়দান , জুরজী ঃ তারীখ আদাবিল লুঘাতিল আরাবিয়্যাঃ।
- ❑ সাঈদী ঃ সাঈদী ডিকশনারী (উর্দূ-উর্দূ)
- ❑ লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ঃ ভট্টাচার্য সুশীল কুমার ঃ উত্তর বঙ্গের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি।
- ❑ সরল ঃ সরল, চন্দ্র শ্রী ঃ বাংলা অভিধান।
- ❑ সুবল ঃ মিত্র, সুবল চন্দ্র ঃ বাংলা প্রবাদ ও প্রবচন।
- ❑ সফওয়াতুল বয়ান ঃ মাখলুফ, হুসয়ন মুহম্মদ ঃ সফওয়াতুল বয়ান লিমা'আনিইল কুরআন।
- ❑ সিদ্দীকী ঃ সিদ্দীকী, আশরাফ ঃ বাংলার লোক সাহিত্য ।
- ❑ হাবীব ঃ রহমান, মুহম্মদ হাবীবুর ঃ বচন ও প্রবচন।
- ❑ হুযালী ঃ হুযালী ,আব্দুল খালেক আদদাবাগ ঃ মু'জামু আমছালিল মুসিল।
- ❑ A.J. Arbery : Arbery, A.J. : The Seven Odes.
- ❑ Al-Maurid : Ba`labaki, Monir : Al-Maurid (English-Arabic)
- ❑ Brugman : Brugman. J: An Introduction of the History to Modern Arabic literature in Egypt.
- ❑ Burckhardt : Burckhardt, J.L: Arabic proverbs.
- ❑ Clement Huart : Huart, Clement : A History of Arabic literature.
- ❑ Dev : Dev, Ashutosh : Students Favourite Dictionary (English-Bengali).
- ❑ Fariq, K.A,History of Arabic literature.
- ❑ Hans : Wehr, Hans : A Dictionary of Modern written Arabic (Arabic –English)
- ❑ Haywood : Haywood, John. : Modern Arabic literature.
- ❑ Hitti : Hitti, P.K. History of the Arabs .
- ❑ Knappert : Knappert, Jahn : The A-Z of African proverbs.
- ❑ Magdi wahba : Wahba, Magdi : A Dictionary of literary Terms (Ara-Eng-Fran).
- ❑ Paul Lunde : Lunde, paul and wintle, Justin : A Dictionary of Arabic and Islamic proverbs (English).
- ❑ Santhi : Santhi : Santhis 150 proverbs.

Dhaka University Institutional Repository

- Siddique : Siddique, Dr. Abu Bakar : A Critical Study of Abu Mansur Al-Thaa`libis Contribution to Arabic literature.
- Singer : Singer, A. P: Arabic Proverbs.
- Wordsworth : Apperson, G.L : The Wordsworth Dictionary of proverbs.
- ND : No Date.
- তা,বি ঃ তারিখ বিহীন।
- ১২ঃ৩ ঃ ১২ সূরা ও ৩ আয়াত নাম্বার।
- ১৬/২/৬২৮ ঃ ১৬ খন্ড, ২ ভাগ ও ৬২৮ পৃষ্ঠা।
- ৪/১২০ ঃ ৪ খন্ড ও ১২০ পৃষ্ঠা।
- ১৪১০/১৯৯০ ঃ ১৪১০ হিজরী মোতাবেক ১৯৯০ খৃষ্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

কিছু কথা

মাছাল বা প্রবাদ আরবী গদ্য সাহিত্যের প্রাচীনতম সমৃদ্ধশালী নিদর্শন। জাহিলী যুগে আরবী গদ্য সাহিত্য বলতে ওসীয়ত[১] (অন্তিম উপদেশ), খুত্বা[২] (বক্তৃতা), হিকমা[৩] (প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী), কাহিন[৪] (গণক)-দের ভবিষ্যদ্বাণী ও

---

১. ওসীয়তঃ মৃত্যুর পূর্বে অথবা বিশেষ কোন সময়ে প্রিয়জনদের উদ্দেশ্যে যে উপদেশ প্রদান করা হয় তাই ওসীয়ত। এ ওসীয়ত প্রথা প্রাচীন আরবেও প্রচলিত ছিল। ভাষাবিদগণ এধরণের বহু ওসীয়ত সংরক্ষণ করেছেন। নমুনা স্বরূপ যুহয়র ইবন জনাব কলবী তাঁর সন্তানদেরকে যে ওসীয়ত করেছেন তা উল্লেখ করা হলো।

يا بني ، قد كبرت سني و بلغت حرسا من دهري ، فاحكمتني التجارب، والأمور تجربة و أخبار ، فاحفظوا عني ما أقول و عوه . إياكم و الخور عند المصائب ، و التواكل عند النوائب ، فإن ذلك داعية للغم ، و شماتة للعدو ، و سوء الظن بالرب . وإياكم أن تكونوا بالأحداث مغترين و لها آمنين و منها ساخرين ، فإنه ما سخر قوم قط إلا ابتلو، و لكن توقعوها ، فإن الإنسان في الدنيا غرض تعاوره الرماة ، فمقصر دونه و مجاوز لموضعه ، وواقع عن يمينه و شماله ، ثم لابد أن يصيبه .

"বৎসগণ! আমি বৃদ্ধ হয়েছি, কালের পরিবর্তণ দেখেছি এবং জীবনের অসংখ্য অভিজ্ঞতা আমাকে দৃঢ়তা দান করেছে। পরীক্ষা নিরীক্ষার অপর নামই জীবন ও জীবনের কার্যসমূহ। আমি যা বলছি মনোযোগ সহকারে শুন ও সংরক্ষণ কর। খবরদার,বিপদে ধৈর্যহারা হয়ো না এবং নিজের কাজ অন্যের উপর ছেড়ে দিও না, অন্যথায় তোমরা দুঃখ পাবে, তোমাদের দুশমন খুশী হবে এবং তোমরা প্রভুর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করবে। মনে রেখো, কালের পরিবর্তনকে হালকাভাবে দেখো না, কখনও এর পরিবর্তনকে অবহেলা করোনা এবং এ থেকে নিশ্চিত হয়ে থেকো না। কারণ যে জাতি কালের গতিকে অবজ্ঞা ভরে দেখেছে সে জাতি বিপদে পতিত হয়েছে। তোমরা সময়ের বিপর্যয়ের অপেক্ষা কর। মানুষ এই দুনিয়ায় তীরন্দাজের লক্ষ্যস্থলে কোন সময় পৌছে না, আবার হয়ত ডানে বা বামে চলে যায়, কিন্তু কোন না কোন সময় নিশ্চয় একটি তীর লক্ষ্যস্থল ভেদ করবে।" আহমদ হাসান আয-যয়্যাত ঃ তারীখুল আদবিল আরবী, ২৪ সংস্করণ, তা.বি, পৃ-২৪।

২. খুৎবাঃ খুৎবা বা বক্তৃতা জাহিলী আরবের গদ্য সাহিত্যের অন্যতম শাখা। সাধারণতঃ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন সময় বক্তৃতা প্রদান করতেন। যুদ্ধে গমন, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে, ধর্মীয় ব্যাপারে,বিয়ে-শাদীতে এবং মেলার সময় মোটকথা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য তারা দিতেন, যেগুলো আরবী গদ্য সাহিত্যের এক বিরাট সম্পদ হয়ে রয়েছে। জাহিলী যুগে যাঁরা বাগ্মী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন তাঁদের মধ্যে কাব ইবন লুওয়ায়, কায়স ইবন খারিজা, কুস্‌স ইবন সা'ইদা, 'আমর আল-ঘতফানী, 'আমর ইবন কুলছুম অন্যতম। কুস্‌স ইবন সা'ইদা সর্বপ্রথম তাঁর বক্তৃতায় أما بعد পরিভাষাটি ব্যবহার করেন। তাঁর বক্তৃতার কিছু নমুনা,

أيـــها النـــاس : اسمعـوا إنــــه من عاش مات ، و من مات فات ، وكل ما هـــو آت آت

Dhaka University Institutional Repository

মাছাল[৫] (প্রবাদ) কেই বুঝানো হতো। এর মধ্যে মাছালের স্থান শীর্ষে। কেননা ক্লাসিক আরবী সাহিত্যের কোন শাখাই উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও পূর্ণতা প্রাপ্তির দিক থেকে মাছাল শাখার ন্যায় স্পষ্ট ও বিস্তৃত নয়[৬]। আরবী সাহিত্যে মাছালের যে ভাণ্ডার[৭] আছে এবং আরব বিশ্ব ছাড়াও পাশ্চাত্যেও এর যে চর্চা হয়েছে বিশ্ব সাহিত্যের খুব কম সংখ্যক

হে লোক সকল ! শুনো আর স্মরণ রাখো। যে জন্মেছে সে মরবেই, যে মরবে সে দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে। যা হবার তা হবেই। জুরজী যয়দানঃ তারীখু আদাবিল লুঘতিল আরাবিয়্যাঃ ২য় সং- মিসর,১৯২৪,১/১৫৪ ০}

[৩] . *হিকমাঃ বিশেষ সময়ে বিশেষ পরিস্থিতিতে যেসব অমোঘ প্রজ্ঞাপূর্ণ সংক্ষিপ্ত বাক্য বলা হয় তাই হিকমা। নমুনা স্বরূপ আকসম ইবন সয়ফীর হিকমা উল্লেখ করা হলো ঃ* خير الأمور الصبر . العجز مفتاح الفخر ، آفة الرأي الهوى . *'ধৈর্য্য সবচাইতে ভাল কাজ, অপারগতা দারিদ্রের চাবিকাঠি, কুপ্রবৃত্তি সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য বিপদ স্বরূপ। ডঃ উমর ফররুখ ঃ তারীখুল আদবিল 'আরবী, ৫ম সংকরণ, বৈরুত- লেবানন, ১৪০৪/১৯৮৪,১/৮৯ : আহমদ আল ইস্কন্দরী ও মুসতফা 'আনানী ঃ আল-ওসীত, মিসর, ১৯২৮,পৃ-৩২; আহমদ আল-হাশিমী বিক ঃ জওয়াহিরুল আদব, মিসর, ১৯৩৭, পৃ-২৩২।*

[৪] . *কাহিনদের বাণীঃ এটি এক ধরনের বক্তৃতা । তবে এর বাক্য সংক্ষিপ্ত বিশেষ ছন্দে, দুর্বোধ্য বাক্যে রচিত। জাহিলী আরবের প্রখ্যাত গণকদের একজন হলো আয্যী সালামাঃ। তার একটি বাণী হলোঃ* و الأرض والسماء . و العقاب و الصقعاء واقعة ببقاء ... *পৃথিবী ও আসমানের শপথ, শাস্তি ও বাকপটুতার শপথ, যার অবস্থান স্থায়ী ....। ডঃ উমর ফররুখ, তারীখ ,১/৯০।*

[৫]. *মাছালঃ প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রঃ।*

[৬] . The Encyclopedia of Islam : J. knappert. Mathal article. vol-vi. Leiden. 1989. p. 816 ; *সম্পদনা পরিষদ ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ ঃ ঢাকা, ১৪১৬/১৯৯৬, ১৬ খণ্ড : ২য় ভাগ, পৃ-৬২।*

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যেই এর নজির পরিদৃষ্টি হয়। অথচ আমরা বাংলা ভাষা ভাষীরা এ সম্পর্কে একেবারেই অনবহিত। আমাদের দেশে মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে আরবী সাহিত্যের পঠন, পাঠন ও চর্চা হয় কিন্তু আরবী প্রবাদ সম্পর্কে এপর্যন্ত তেমন কোন সার্থক অধ্যয়ন বা আলোচনা হয়নি। তাই সাহিত্যের এগুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি গবেষণার জন্যে নির্বাচনে আমি আকৃষ্ট হয়েছি। বিষয়টি তথ্যবহুল হলেও আমাদের দেশে এর উপাত্তের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। আমার জানা মতে বাংলাদেশে বাংলাভাষায় আরবী প্রবাদের উপর রচিত কোন গ্রন্থ নেই।[৮] আমি আমার গবেষণা কার্য সম্পাদনের জন্যে বহির্বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশ (যেমন- ভারত, পাকিস্তান, মিসর, সৌদী আরব, লিবিয়া, কুয়েত, মালয়েশিয়া, আমেরিকা) থেকে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে বন্ধু-বান্ধব, ছাত্র এবং শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক সহযোগিতায় বেশ কিছু মৌলিক অথচ দুর্লভ ও অমূল্য গ্রন্থ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি।

এসব গ্রন্থের ভাবোদ্ধার সত্যি কষ্ট সাধ্য ব্যপার। কেননা অধিকাংশ মাছাল আপামর জনসাধারণের কথ্য ও আঞ্চলিক ভাষায় ব্যাকরণ বহির্ভূত নিয়মে রচিত। তদুপরি আরবীর মতো শব্দ সম্ভারে পূর্ণ[৯] এমন ভাষার প্রতিশব্দ ও পরিভাষা বাংলা ভাষায় বিরল।[১০] তাছাড়াও এসমৃদ্ধ বিদেশী ভাষার মাছালের উপর গবেষণা করা আমার মতো

---

৭ . আরবী সাহিত্যে মাছাল সংখ্যা ১৪,০০০ বলে বিশিষ্ট ভাষাবিদ আবূ 'উবায়দ উল্লেখ করেছেন। ডঃ আব্দুল মজীদ কাতামিশঃ আল-আমছালুল আরাবিয়্যাঃ দিরাসাঃ তারীখিয়্যাঃ তাহলীলিয়্যাঃ, দামিশক, ১৪০৮/ ১৯৮৮, পৃ-২৮১। (অন্য বর্ণনা মতে এ সংখ্যা বিশ হাজার)।

৮ . "আরবী প্রবাদ" নামে বিষয় ভিত্তিক কিছু প্রবাদ (বাংলায়) ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা 'অগ্রপথিকে-জুন,১৯৯৩ ৮ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রবাদগুলো জন ওরটাবেটের ইংরেজী সংকলন থেকে হুমায়ুন খান অনুবাদ করেন। এছাড়া ইবনে ইমাম 'বিশ্বের প্রবাদ' গ্রন্থে শতাধিক আরবী প্রবাদ উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটি নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা কর্তৃক দিল্লীতে ১৩৭২ বাং সনে প্রকাশিত হয় ।

৯ . ভাষাবিদদের মতে আরবীর শব্দ সংখ্যা ১,২৩,০৫০৫২ (এক কোটী তেইশলক্ষ পাঁচ হাজার বায়ান্ন) ডঃ জাওয়াদ আলী ঃ আল-মুফাস্সল ফী তারীখিল আরব কাবলাল ইসলাম, বৈরুত, ১৩৯৮/১৯৭৮, ৮ম খণ্ড, পৃ-৫৩৫। আরবী ভাষায় সিংহের ৩৫০টি,উটনীর ২৫৫ টি,পানির ১৭০টি,মদের ১০০টি, সাপের ১০০টি, বেঁটের ১৬০টি, দৈর্ঘের ৯১টি, কূপের ৮৮টি, বৃষ্টির ৬৪টি, মেঘের ৫০টি, অন্ধকারের ৫২টি, সূর্যের ২৯টি, বছরের ২৪টি,আলোর ২১টি ও দুধের ১৩টি প্রতিশব্দ রয়েছে। যয়দানঃ ১/৪৬-৪৭। মধুর ৮০টি ও তরবারীর ৫০টি প্রতিশব্দ রয়েছে। জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী ঃ আল- মুযহির ফী উলূমিল লুঘা ওয়া আনওয়াইহা, মিসর, তা,বি, ১ম খণ্ড, পৃ-৪০৫-৭।

Dhaka University Institutional Repository

অনভিজ্ঞ গবেষকের পক্ষে দুরূহ কাজ বৈ কি। তবুও অভিসন্দর্ভটিকে গ্রহনযোগ্য, তথ্য বহুল, সুন্দর ও সাবলীল করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আমি এযাবৎ দু'শতাধিক আরবী প্রবাদ-গ্রন্থ এবং প্রবাদ সংকলিন ও আলোচনা রয়েছে এমন আরো শতাধিক গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি।[১১-ক] এসব গ্র ন্থ আমি গভীর মনযোগের সাথে অধ্যয়ণ এবং তা থেকে প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহে সম্ভাব্য প্রচেষ্টা ব্যয় করেছি। আরবী ছাড়া অন্য ভাষার প্রবাদ সম্পর্কে লিখিত বেশ কিছু গ্রন্থ হতেও সাহায্য গ্রহণ করেছি।

আমি আমার গবেষণা কাজের সুবিধার্থে অভিসন্দর্ভটি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি। প্রথম অধ্যায়ে মাছালের পরিচিতি, দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন যুগে মাছালের ক্রমবিকাশ, তৃতীয় অধ্যায়ে মাছাল সংরক্ষণ ও সংকলন এবং চতুর্থ অধ্যায়ে একই অর্থে ব্যবহৃত আরবী বাংলা ও অন্যান্য ভাষার প্রবাদের আলোচনা করেছি। আমি ১১৮টি ভাষার[১১-খ] প্রবাদের সন্ধান পেয়েছি। আরবী[১২] ছাড়াও যেসব ভাষার প্রবাদ এতে স্থান পেয়েছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ঃ ফার্সী, তুর্কী, উর্দু, হিন্দী, মৌরিশ, মালটিশ, জার্মান, ইতালী, স্পেনীশ, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনামার, ফরাসী, বাদাগাদি, মালেয়ালম, তামিল, সর্বিয়া, পাঞ্জাবী, চাইনিজ, হিব্রু, তুর্কি, আর্মেনীয়, গ্রীক, ফ্রেন্স, ইংরেজী, আইরিশ, ইদ্দিশ, বেলজিয়াম, ডাচ, হাঙ্গেরিয়, বুলগেরিয়, উড়িয়া, অসমিয়া, মারাঠী, কাশ্মিরী, তেলুগু, কানাডা, পশতু, সাওয়াহিলী, ডামা, হাউসা, ল্যাটিন, মালেয়ী, দ্রাবিড়, আর্মেনীয়, সিংহলী, তেতিলা ও বুলগেরিয়া।

তবে আরবী প্রবাদের সাথে মিল আছে এমন ভাষার প্রবাদগুলো শুধু উল্লেখ করেছি। এতে মোট ১১৮টি বিষয়ের উপর আড়াই সহস্রাধিক প্রবাদ বিষয় ভিত্তিক উল্লেখ করেছি তন্মধ্যে "টাকা" সম্পর্কে ৬০ টি ভাষার ১০৬ টি প্রবাদ উল্লেখিত হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের সাথে প্রবাদগুলো কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা সংক্ষেপে আলোচনা করেছি এবং আরবী প্রবাদগুলোর সাথে এর সহজ সরল বাংলা অনুবাদ প্রদানের চেষ্টাও করেছি। নিজস্ব সংগ্রহ বেশ কিছু বাংলা প্রবাদ 'ইসলামপুর, জামালপুর' সংকেত দিয়ে উল্লেখ করেছি। এছাড়াও বাংলা প্রবাদের সাথে মিল আছে আমাদের দেশে এমন বহু আরবী, উর্দূ ও ফারসী প্রবাদও 'বহুল প্রচলিত' সংকেত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ অভিসন্দর্ভে মাছালের সকলযুগ ও সবদিক আলোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তা করতে হলে অনেক সময়ের প্রয়োজন। তাছাড়া এর কলেবরও বৃদ্ধি পাবে। তাই আমার আলোচনাকে শুধু আব্বাসী যুগ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রেখেছি। এবিষয়ে আরো গবেষণামূলক অভিসন্দর্ভ রচিত হতে পারে বলে বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ মনে করেন। সে কারণে শুধু প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখে এসন্দর্ভে কিছুটা পথিকৃতের ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করেছি। আল্লাহ আমার পরিশ্রম কবুল করুন। আমীন।

---

১০. ভাষাবিদদের মতে বাংলা ভাষা শব্দ সংখ্যা সোয়ালক্ষ। তন্মধ্যে পঞ্চাশ হাজার তৎসম, আড়াই হাজার আরবী-ফারসী, চার'শ তুর্কী, এক হাজার ইংরেজী, এক'শ পঞ্চাশ পর্তুগীজ ও ফরাসী, কিছু বিদেশী, বাদ বাকী শব্দ তদ্ভব ও দেশীয়। মাহবুবুল আলম ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ঢাকা, ৫ম সং, ১৯৯৪, পৃ-২৪।

১১-ক. তৃতীয় অধ্যায়ের "মাছাল সংকলন" পৃ -২০৯-৩১১ দ্রষ্টব্য।

১১-খ. বিস্তারিত দেখুনঃ ইবনে ইমামের 'বিশ্বের প্রবাদ', রেভারেন্ড জেমস্ লঙ -এর 'প্রবাদমালা' ২য় খণ্ড, Jon Knappert -এর The A-Z African Proverbs এবং Paul Lunde alnd Justin Wintle -এর A dictionary of Arabic and Islamic proverbs.

১২. যে সব দেশের রাষ্ট্র ভাষা আরবী সেগুলোর অন্যতম হলো ঃ সৌদী আরব, সংযুক্ত আরব আমীরাত, বাহরাইন, ইরাক, জর্ডান, কুয়েত, লেবানন, সিরিয়া, লিবিয়া, মরক্কো, আম্মান, কাতার, তিউনিস, সুদান, সোমালিয়া, ইরিত্রিয়া, মৌরিতানিয়া, নাইজেরিয়া, আলজিরিয়া, ইয়েমেন, কমরো দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকাঃ

وتـلك الأمـثـال نـضربـهـا للناس

وما يـعـقـلـهـا إلا العـٰلمون

আমি এ সমস্ত মাছাল মানুষের জন্যে
বর্ণনা করি।আলিমগণ ছাড়া আর কেউ
তা বুঝতে পারে না। (২৯ ঃ ৪৩)

মাছাল আরবী সাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা। মানুষের প্রাত্যাহিক জীবনে বিভিন্ন ব্যাপারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা অন্তরের গভীর অনুভূতি হতে উৎসারিত সহজ, সরল, সংক্ষিপ্ত ব্যঞ্জণাময় প্রচলিত বাক্য বা বাক্য সমষ্টিই মাছাল বা প্রবাদ।

আরবী ভাষায় মাছাল শব্দটি কবে কোথায় কিভাবে উৎপত্তি ঘটেছে এসম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলা সত্যি বড় কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবে মাছাল শব্দটি যে অতি প্রাচীন এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কেননা আরবী মাছাল مثل শব্দটি সামী[১৩] ভাবার সকল শাখা ভাষাতেই[১৪] পাওয়া যায়। যেমন আশুরী ও হিব্রু ভাষায় মাশাল مشل হাবশী ভাষায় মাসাল مسل সুরয়ানী ভাষায় মাতাল مثل শব্দগুলো বিভিন্নার্থে ব্যবহৃত হলেও সামী ভাষার সবগুলো ভাষায় এর প্রয়োগ ও ব্যবহার প্রচুর দেখা যায়।[১৫] তাই আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি সে সুদূর প্রাচীন কালেই মাছাল সামী ভাষা ভাষীদের নিকটশুধু পরিচিতই ছিলনা বরং বলা যায়, মাছাল তাদের নিজস্ব চিন্তাশক্তি ও সাহিত্য-সংস্কৃতির উন্নত নিদর্শনও বটে।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ,ভূয়োদর্শন, পারিবারিক, সামাজিক, সংঘাতলব্ধ স্বতঃস্ফূর্ত সংক্ষিপ্ত ব্যঞ্জণাময় অর্থজ্ঞাপক প্রজ্ঞাপূর্ণ বাক্যাবলী প্রবাদরূপে আদিকাল লেকে প্রচলিত। মানুষের সভ্যতার সাথে প্রবাদের ক্রমবিকাশের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে মানুষ নতুন নতুন অভিজ্ঞতাজাত সরস অর্থজ্ঞাপক কথার ব্যবহার শুরু করে। চার পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও মানব সমাজে প্রবাদের ব্যবহার ছিল।[১৬]

---

১৩ . হযরত নূহ (আঃ) এর পুত্র সাম এর বংশধরগণ সাধারণতঃ যে ভাষায় কথা বলতো সেটিই সামী ভাষা নামে পরিচিত। বিস্তারিত দেখুন আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন ঃ আরবী সাহিত্যের ইতিহাস , ১ম সংস্করণ, ঢাকা, ১৪০২/ ১৯৮২ পরিশিষ্ট, পৃঃ ২০৬-২৫০, তারীখ,পৃ-১৩।

১৪ . এভাষার শাখা ভাষা হলো, ইব্রাণী (হিব্রু), কিন'আনী, কালদানী, আশুরী, আরামী, সুরয়ানী ও আরবী । ডঃ আবদুল ওয়াহিদ ওয়াফি ঃ ফিকহুল লুঘা, মিসর, তা.বি. পৃঃ-১৫।

১৫ . দ্রঃ এ অধ্যায়ের ‘ গ ‘।

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাসে দেখা যায় খৃষ্টপূর্ব ৩৭০০ অব্দে মিসরে প্রবাদের প্রচলন ছিল। যা প্রাচীন মিসরের Book of the Dead[১৭] নামক গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে। আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৩৫৫০ অব্দে ke, gemni ও Ptah Hotep[১৮] তাঁর প্রচারিত উপদেশাবলীর মধ্যে বহু প্রবাদতুল্য বাক্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন। গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টটল[১৯] কর্তৃক সংগৃহীত প্রবাদ দু'হাজার বৎসর পূর্বে প্রাচীন গ্রীকদেশে প্রচলিত ছিল বলে মনে করা হয়।[২০] বাইবেলের পূর্ব খণ্ডে The book of proverbs নামে একটি অধ্যায়ে কয়েক'শ প্রবাদ পাওয়া যায়। যা নবী ও বাদশাহ সুলায়মান (আঃ) এর নামে আরোপিত।[২১]

মাছালের ব্যবহার সকল দেশে সর্বকালে মানুষের মাঝে চলে আসছে এবং চিরকাল এর প্রচলন থাকবে। এর আবেদন চিরস্থায়ী। কিন্তু সাহিত্যের এশাখাটির কবে কিরূপে প্রথম উদ্ভব হয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়না। নিরর্থক না হলেও এধরনের যদৃচ্ছাকৃত খণ্ড তুচ্ছ বাক্যগুলো কবিতা নয়,তত্ত্ব কথা নয়, নীতি প্রচারও নয়, অথচ লোক স্মৃতিতে চিরকাল প্রবাহিত হয়ে আসছে। এর আদি কথা যাই হোকনা কেন, খুব সম্ভব এপ্রবাহের প্রথম উৎস তখনই মানুষের মনে স্বতঃ উৎসারিত হয়েছিল যখন তার প্রত্যক্ষতা বা অনুভূতি আপন সরস বেগে ও সহজ ভাষায় নিঃসৃত হয়েছিল। এগুলো রচনার জন্যে কেউ রচনা করেনি। দৈনন্দিন জীবনের মানুষের সুখ দুঃখ ঘাত-প্রতিঘাতকে কেন্দ্র করেই মানুষের মনে আপনা আপনি জন্মেছে এবং মানুষের মুখে প্রচলিত হয়েছে।[২২]

মাছালের আদি রচয়িতা সাধারণ মানুষ, যার সাধারণ বুদ্ধির বহুদর্শিতা প্রথমে মাছালের উপকরণের পরে মাছালের সৃষ্টি ও প্রচলন করেছিল। এর রচয়িতার নাম আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হলেও তার চটকদার বাক্য সাধারণের প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা বাস্তব অনুভূতির নির্যাস হিসেবে জন প্রিয়তার কষ্টি পাথরে উত্তীর্ণ হয়ে লোক পরম্পরায় প্রচলিত

---

16 . *শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলার লোক সাহিত্য, কলিকাতা,১৯৭২, ৬খণ্ড,পৃ-৪৯৭।*

17 . *Book of the Dead. নামক প্রাচীন মিসরের উপদেশ গ্রন্থটি Kegan paul কর্তৃক ১৮৯৯ সনে গ্রেট ব্রিটেনে প্রথম প্রকাশিত হয়। রিভিউসহ একখণ্ডে ১৯২৩ সনে Roulledege এবং Kegan paul কর্তৃক প্রকাশিত হয়।এর পর ১৯২৭,১৯৩৮,১৯৪৮,১৯৫০,১৯৫৩,১৯৫৬,১৯৬০,১৯৬৯,১৯৭৪ ও ১৯৭৭ সনে পূণর্মূদ্রণ হয়। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৭৩। তম্মেধ্যে Introduction হলো C C V (২০৫) পৃষ্ঠা।গ্রন্থটির একটি কপি ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ,ঢাকা লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।*

18 . *Ptah Hotep প্রাচীন মিসরের বয়ঃবৃদ্ধ উযীর ছিলেন। মুহম্মদ আয়েশ উদ্দীনঃ রাষ্ট্র চিন্তা পরিচিতি, ঢাকা, ১৯৮১,পৃ-২৫।*

19 . *বিশ্ববিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক। খৃষ্টপূর্ব ৩৮৪ অব্দে থ্রেসের স্ত্যাজাইরাতে তাঁর জন্ম। ১৭ বছর বয়সে তিনি পিতৃমাতৃহীন হন এবং জন্মভূমি ত্যাগ করে এথেন্সে এসে প্লেটোর বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। পরবর্তীকালে তিনি এবিদ্যালয়ের অধ্যাপকও ছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। ন্যায়শাস্ত্র, অধিবিদ্যা, প্রকৃতি বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, মনস্তত্ত্ব, শরীরতত্ত্ব, পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি, ব্যাকরণ, আলংকার শাস্ত্র,কাব্যশাস্ত্র, সাহিত্য-সমালোচনা ইত্যাদি সহ এমনকোন বিষয় নেই যার আলোচনা তিনি করে যাননি। তিনি ৩২২ খ্রীঃ পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন। ফরহাদ খানঃ প্র তীচ্য পুরান,ঢাকা,১৯৮৪,১ম সং, পৃ-১৭।*

20 . *সুশিল কুমার দেঃ বাংলা প্রবাদ, কলিকাতা,১৩৯২ বাং, পৃ-১৮।*

21 . *The Holy Bible: New york,1942.p.p.583-605; পবিত্র বাইবেল, ঢাকা, ১৯৮৬ পৃঃ ৯৫৮-৯৮৫ : কিতাবুল মুকাদ্দস, লন্ডন, ১৮৬৬, পৃঃ ৮৪-১১৫। এ প্রবাদগুলো সুলায়মান (আঃ)-এর নামে চললেও এসংগ্রহের মধ্যে দুটি বিভিন্ন সময়ের স্তর বিশ্লেষিত হয়েছে। প্রাচীনতম অংশ পারস্য আমলের; কিন্তু এর বর্তমান আকার গ্রীক সময়ের। সুশীল কুমার দে : ১৭।*

22 . *প্রাগুক্ত।*

Dhaka University Institutional Repository

হয়। মাছালের আদি রচয়িতা এরা হওয়ায় এর সিংহভাগ এদেরই।[২৩] এসব মাছাল রচয়িতাদের খুজে বের করা খুবই কঠিন। যেহেতু এরা চিরকালই লোক চক্ষুর অন্তরালে থেকে আমাদের মৌখিক, সাহিত্য ভাণ্ডারে মাছাল সংযোজন করে আসছেন। M.H.Bakalla যর্থার্থই বলেছেন,

A proverb must bear the sign of anitiquity and in most cases they have no authors and their origins are not normally known.[২৪]

মাছাল যেকোন স্তরের লোকের মুখ থেকে সৃষ্ট। কিন্তু কবিতার সৃষ্টি সমাজের বিশেষ শ্রেণীর লোকদের থেকে। যাদের স্থান সাধারণ লোকদের উর্ধ্বে।[২৫]

কবিতার ভিত্তি ভাব, ছন্দ ও অন্তঃমিল। অধিকাংশ কবিতার বিষয় বস্তু দুরূহ ও জটিল যা সাধারণ লোকদের উপলব্ধি ও বোধগম্যতার বাইরে। এ প্রসঙ্গে ইমরুউল কয়সের[২৬] মু'আল্লাকা ও আবুল 'আলা আল-মা'আররীর[২৭] দার্শনিক কবিতা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অপর পক্ষে মাছাল কবি-সাহিত্যক, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, আম-খাছ, উঁচু-নিচু,ইতর-ভদ্র এক কথায় সকল শ্রেণীর মুখ নিঃসৃত অমোঘ বাণী। যা আপামর জনসাধারণ থেকে শুরু করে বুদ্ধিমান পণ্ডিত এবং মহান ব্যক্তিত্বের কাছেও গ্রহণীয়। এজন্যেই জাতির কাছে কবিতার চাইতে মাছালের বোধগম্যতা অধিক বাস্তব ও সত্য। আর একারণেই মাছাল আরব জাতির মন-মানসে এক বিরাট স্থান দখল করে আছে।

জাহিলী আরবে গদ্যের চাইতে পদ্যের আকর্ষণ ছিল বেশী। যার প্রমান তাদের প্রখ্যাত উক্তি الشعر ديوان العرب "কবিতা আরবদের জীবনালেখ্য"।[২৮] কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, আরবদের পদ্যের চাইতে আরো বেশী

---

[২৩]. *প্রাগুক্ত।*

[২৪]. *M.H.Bakalla. Arabic Culture, London. 1404/1984. P.248.*

[২৫]. *জাওয়াদ আলী ঃ ৮/৩৫৭।*

[২৬]. *দ্বিতীয় অধ্যায়ে "জাহিলী যুগের মাছাল রচয়িতা" দ্রষ্টব্য।*

[২৭]. *দ্বিতীয় অধ্যায়ে "আব্বাসী যুগের মাছাল রচয়িতা" দ্রষ্টব্য।*

[২৮]. *ইবন 'আব্বাস (রাঃ) বলেন,*

الشعر ديوان العرب فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله بلغة العرب رجعنا إلى ديوان العرب فالتمسنا معرفة ذلك منه

আস-সুয়ূতীঃ আল- ইতকান ফী উলূমিল কুরআন, কায়রো, ১৯৫১, ১ম খণ্ড,পৃঃ ১১।

- *তিনি আরো বলেন,*
- *إذا قرأتم شيئا من كتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوه في أشعار العرب فإن الشعر ديوان العرب . যয়দান : ১/ ৯৮।*

Dhaka University Institutional Repository

অনুরাগ ছিল মাছালে। জাহিলী কবিতায় যদিও তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ও ধর্মীয় অবস্থা প্রস্ফুটিত হয়েছে তার চাইতে এসব কিছু আরো বেশী প্রতিভাত হয়েছে তাদের মাছালে।

মাছাল জীবনের সঠিক প্রতিচ্ছবি। কবিতার মত আবেগ,ভাব,মিথ্যা এবং অতিরঞ্জনের স্থান নেই এতে। সঠিক এবং বাস্তবের প্রতিফলনই মাছাল।

মাছাল প্রতিক্রিয়াশীল,গতিশীল ও হৃদয়গ্রাহী। এজন্য এগুলো সহজে জন মনে দাগ কাটে।এতে সত্যের বিকাশ ঘটে বলেই মানুষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে এর ব্যবহার করে থাকে।

মাছাল অনেক অভিজ্ঞতার সুচিন্তিত ফসল। তাই এর অর্থ সঠিক হয়। বাক্যের মধ্যে মাছাল সর্বাধিক সংক্ষিপ্ত বিধায় মানুষের লেখায় এবং মুখে সর্বাধিক ব্যবহৃত বাক্য। মাছাল সহজপাঠ্য, শ্রুতিমধুর এবং হৃদয়গ্রহী হয় ফলে তা মানব মনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে সক্ষম।[২৯]

আবূ হিলাল আল-'আসকারী বলেন, *মাছাল ভাষাকে গাম্ভীর্যপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য করে তুলে মানব মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এমনকি কথাকে মনে রাখার জন্যে মানুষের অন্তরে প্রেরণা সৃষ্টি করে।*[৩০]

মাছাল অপরিবর্তনীয়। এর সিংহভাগ আঞ্চলিক ভাষায় রচিতবিধায় এতে ব্যাকরণ নীতি অনুসৃত হয় অনেক ক্ষেত্রেই এর মূল উদ্দেশ্য উপদেশ ও স্পষ্ট বর্ণনা দেয়া। এতে ব্যাকরণের নীতির চাইতে এর ব্যাবহারের স্থান-কাল-পাত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় বেশী। তাই মাছালের শব্দগুলো পুংলিঙ্গ,স্ত্রীলিঙ্গ,দ্বিবচন, বহুবচন যাই

- *উমর (রাঃ) বসরার গভর্ণর আবূ মূসা আল আশ'আরী (রাঃ) কে লিখে পাঠান।*
- *مر من قبلك يتعلم الشعر فإنه يدل على معالي الأخلاق و صواب الرأي و معرفة الأنساب . হুসনুসসাহারা, ১/১৫।*

** Margoliouth বলেন, We have the dictum ,"poetry is the Diwan of the Arabs" the register of their deeds: this was the record of the Days of the Arabs,the battles between the tribes,. that dictumwhich appears to be fairly early implies that there were no other chronicles for the Hijaz. D.S. Margoliouth :Lectures on Arabic Historians. Dilhe. 1977.p.22.*

** শেখ ফয়জুল্লাহ আরো সুন্দর বলেছেন,*

The greater part of their early literature, however consisted of poetry, which was the principal and atmost the only record the ancient Arabs possessed,and it is said with perfect truth that "poetry is the record of the Arabs , poetry was the record of their usages, their customs, their habits, their ways of living, their wars, their virtues-(bravery, courge, gallantry, truthfulness, innocent and sincere love, fidelity, generosity, liberality, charity, hospitality, their vices, their domesticaffairs, their social advancement, their mercentile dealing, their creeds and belifs, their sentiments ,their moral progress, and in short all that would interest both a historian and a moralist. Shaikh Faizullah : An Essay on the pre- Islamic Arabic poetry. Bombay .1893 P.P.5,6.

[২৯]. ডঃ আব্দুল মজীদ কাতামিশ ঃ আল- আমছালুল আরাবিয়্যাঃ দিরাসাঃ তারীখিয়্যাঃ তাহলীলিয়্যাঃ , দামিশক, ১৪০৮/১৯৮৮, পৃ-২৫০।

[৩০]. *আবু হিলাল আল-'আসকারী ঃ জামহারাতু আমছালিল আরব , দারুল জায়ল, বৈরুত,লেবানন, ১৪০৮/১৯৮৮, ভূমিকা।*

Dhaka University Institutional Repository

হোকনা কেন সেগুলো সেভাবেই থাকে। তা নাহলে এর মৌলিকত্ব নষ্ট হয়ে যাবে। বিলিন হয়ে যাবে এর অস্তিত্ব।[৩১]

মাছালে যেমন বাঁধাধরা নিয়ম নেই তেমনি এতে শ্লীল-অশ্লীলেরও কোন বাছ বিচার নেই। সাহিত্য রসিকের নিকট কোন প্রবাদ শ্লীল কিংবা অশ্লীল বিবেচিত হতে পারে কিন্তু নৃতত্ত্ববিদের বিজ্ঞান সম্মত আলোচনায় সমাজের মধ্যেশ্লীলঅশ্লীলবলতে কিছু নেই।তার নিকট সক`লের মূল্যমান সমান। এ সম্পর্কে একজন খ্যাতনামা নৃতত্ত্ববিদ উল্লেখ করেন,[৩২]

An anthropologist is a tedious fellow who finds almost as much great for his millin bad proverbs as in good ones. It is not for him to extract the gold from the dross, so long as the material is authentic evidence of how a -given people actually speaks, thinks believes nay, what from a civilized point of view seems crude or even down right stupid may yet for the folk concerned be the every quintessence of their peculiar wit and wisdom.

মোট কথা প্রবাদ মানব সৃষ্টির আদিকাল থেকেই স্বআকৃতিতে আপন গতিতে লোক পরম্পরায় চলে আসছে। এটা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এ পৃথিবীতে মানুষের বাস যতদিন থাকবে প্রবাদের সৃষ্টি এবং ব্যাবহারও অব্যাহত থাকবে।

---

[৩১]. *আল-মুযহির ঃ ১/৪৮৭-৮৮ ।*

[৩২]. *শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য ঃ বাংলার লোক সাহিত্য, ৬/৫১২।*

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

মাছাল পরিচিতি

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ক. মাছাল-এর শাব্দিক বিশ্লেষণঃ

আরবী ভাষায় মাছাল(مثل)শব্দটি একবচন। বহুবচনে আমছাল(أمثال)।শব্দমূল م.ث.ل (ম.ছ.ল.) জিন্স সহীহ।[১] আরবী অভিধানগুলোতে মাছাল শব্দটির অনেক অর্থ পাওয়া যায়। শব্দমূল ঠিক রেখেও বিভিন্ন রকম পরিবর্তনের কারণে মাছালের বিভিন্ন অর্থ হয়ে থাকে। নিম্নে কিছু অর্থ উল্লেখ করা হলো।

প্রবাদ, প্রবচন, অনুরূপ, আদর্শ, রূপকালংকার, নীতিগর্ভ রূপকাহিনী, শাস্তি, ব্যাপক বর্ণনা, বিছানা, উৎকৃষ্ট উদাহরণ, দলীল,পূর্ণাঙ্গরূপ, অধিকতর ভাল, করণীয় কাজ, মর্যাদা, ঐক্য,সাদৃশ্য[২], তুলনা, প্রতিশোধ, অনুকৃতি, ফযীলত,[৩] রঙ্গিন পশমি বিছানা,[৪] পাঠ,ছাঁচ, অতি উত্তম, অধিক অবগত, অধিক ন্যায় পরায়ণ, চিহ্ন,চেষ্টা,[৫] জনপ্রিয় লোককথা, অভিন্নতা, সাম্য, সমান, অর্ধ[৬] (আক্কাদী ভাষায় মাশাল অর্থ অর্ধ), কিসাস বা প্রতিশোধ,[৭] উপদেশ,[৮] সঠিক,[৯] মূর্তি,[১০]

---

১. আরবী শব্দপ্রকরণ শাস্ত্রে যে শব্দে কোন স্বরবর্ণ (حروف العلة) অথবা ব্যাঞ্জণবর্ণের (حروف الصحيح)একই বর্ণ-দ্বৈত না হয় তাই সহীহ। লেখক অজ্ঞাত : আযীযুত তালেবীন, সম্পাদনা, মওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা, ঢাকা, তা. বি. পৃ-১।

২. *Hans Wehr: A Dictionary of Modern Written Arabic, 3rd ed.New York,1976.p.p.891-93.*

৩. আলাউদ্দীন আল-আযহারীঃ আরবী-বাংলা অভিধান,বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫,২য় সং,পৃ-২২০৯।

৪. হাদীছ শরীফে এ অর্থটিই ব্যবহৃত হয়েছে। انه دخل علي و في البيت مثال رث (তিনি আমার বাটীতে এলেন এমতবস্থায় আমার বাটীতে ছিল একটি পুরাতন রঙ্গিন পশমী বিছানা) ইবন মনযুর : লিসানুল 'আরব, কুম, ইরান, ১৪০৫/১৯৮৫, মীম, পরিচ্ছেদ।

৫. প্রাগুক্ত।

৬. ইসলামী বিশ্বকোষঃ ১৬/২ঃ ৬২৪।

৭. হাদীছ শরীফে এসেছে قال : إنه معاوية لطمت مولى لنا فدعاه أبي و دعاني . ثم قال : أمثل منه (সুয়ায়দ ইবন মিকরানের ছেলে মু'আভীয়া বলেন, আমি আমাদের দাসকে চড় মারলে আমার আব্বা মিকরান তাকে এবং আমাকে ডেকে পাঠান। উভয়ে কাছে গেলে আব্বা দাসকে বললেন, তুই ওর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ কর। লিসানুল আরব,'মীম' পরিচ্ছেদ।

৮. আল কুরআনে এরশাদ হচ্ছে, فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين (অতঃপর আমি তাদেরকে পরবর্তীদের জন্যে অতীত লোক ও উপদেশ হিসেবে রেখে দিলাম। সূরা যুখরুফ : ৫৬।) জামি'উল বয়ান : ২৫/৫১ : আল-কাশশাফ : ২/৮২ : আততাফসীরুল কবীর : ৭/৪৫০ : রূহুল মাআনী : ২৫/৯১ : সাফওয়াতুল বয়ান : ১২/৩০।

৯. তারাবীহ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছে এ অর্থটিই ব্যবহৃত হয়েছে قال عمر : لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل (উমর (রাঃ) বলেন, এলোকগুলো একত্র হয়ে যদি একজন ইমামের পিছনে নামায আদায় করতো তাহলে কতইনা সঠিক হতো)। লিসানুল আরব,'মীম' পরিচ্ছেদ।

১০. হাদীছ শরীফে উল্লেখ আছে لاتدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا جنب و لاتمثال (যে ঘরে কুকুর,নাপাক এবং মূর্তি আছে সে ঘরে ফেরেস্তা প্রবেশ করেনা)। আহমদ ইবন হাম্বল : মুসনাদ,কায়রো, ১৩১৩/১৮৯৫, ১/১০, ফুয়াদ 'আবদুল বাকি : মু'জামুল মুফাহারিস লি আলফাযিল হাদীছ, ইস্তাম্বুল, ১৯৮৬, مثل । আল-কুরআনেও এ অর্থটি বহু স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। এরশাদ হচ্ছেঃ إذ قال لأبيه و قومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون (যখন ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, এ মূর্তিগুলো কী,যাদের তোমরা পূজারী হয়ে বসে আছ? সূরা আম্বিয়া : ৫২।)

Dhaka University Institutional Repository

নিদর্শন,[১১] নেতৃত্ব,[১২] কথা বা বাণী,[১৩] প্রতিকৃতি,[১৪] রীতি, দিক ও মত ।[১৫]

ক্রিয়ামূলের অর্থ হলো ঃ সমরূপ হওয়া, সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যে তুলনা করা, নিদর্শন হওয়া, স্থানাপন্ন হওয়া, প্রতিষ্ঠিত করা, স্থাপন করা, অগ্রসর হয়ে আসা, দৃষ্টিগোচর হওয়া, কর্মে পরিণত করা, গঠন করা, নযীর স্বরূপ উল্লেখ করা, একমত হওয়া, মেনে নেওয়া, সমান হওয়া,সাদৃশ্য নির্ণয় করা,[১৬] চলে যাওয়া,[১৭] স্থানচ্যুত হওয়া, পদদলিত করা, সম্মানিত হওয়া,[১৮] উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হওয়া,[১৯] ধংসপ্রাপ্ত হওয়া, আরোগ্য হওয়া,[২০] প্রকাশিত ও অদৃশ্য হওয়া,[২১] আবৃত্তি করা,[২২] অঙ্গচ্ছেদ করা,[২৩] মিটে যাওয়া,দণ্ডায়মান হওয়া, আকৃতি ধারণ করা ইত্যাদি ।[২৪]

এছাড়াও মাছাল অর্থ হলো ঃ উপদেশপূর্ণ ক্ষুদ্র গল্প, কল্পকাহিনী, প্রবচন, নীতিবাক্য, জনপ্রিয় লোককথা, ব্যক্তিগত প্রবাদবাক্য, স্মরণীয় উক্তি, সুচিন্তিত অলংকার পূর্ণ বক্তৃতা[২৫] ইত্যাদি ।

এখানে মাছাল অর্থ প্রবাদ । যাকে ইংরেজী অভিধানে Proverb ও ল্যাটিন ভাষায় Proverbia বলা হয় ।[২৬]

---

১১. *এরশাদ হচ্ছে : و جعلناه مثلا لبني إسرائيل (আমি তাঁকে বণী ইস্রাইলদের জন্যে নিদর্শন করেছিলাম । যুখরুফ: ৫৯ ।)*

১২. *ডঃ জাবির ফাইয়্যায ঃ আল আমছাল ফীল-কুরআনিল কারীম, রিয়াদ,১৪১৫/১৯৯৫,পৃ-২৯১ ।*

১৩. *এরশাদ হচ্ছে و لله المثل الأعلى (আর আল্লাহর জন্যে রয়েছে উত্তম বাণী । সূরা নহল ঃ ৬০ ।) প্রাগুক্ত ঃ ৫৬ ; নূরুল হক তানভীরঃ আল-আমছাল ফীল কুরআনিল কারীম ঃ আছরুহা ফীল-আদবিল 'আরবী হাত্তা নিহায়াতিল কারনিছ ছানিছিল হিজরী, কায়রো দারুল উলূম কলেজ লাইব্রেরী পাণ্ডুলিপি নং- রিসালা- ৭ । তু ঃ জাবির ঃ ১১ ।*

১৪. *এরশাদ হচ্ছে مثل الجنة التي وعد المتقون (মুত্তাকী 'দের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার প্রকৃতি হলো (সূরা মুহম্মদ ঃ ১৫) । জামিউল বয়ান ঃ ১৩/১০৯ : কাশশাফ ঃ ১/১৬৮ : আততাফসীরুল কবির ঃ ৫/৩০৪-৫ : জালালাইন ঃ ২০৯ : রুহুল মা'আনী ঃ ২৫/৯১ ।*

১৫. *জাবির ঃ ৩৮ ।*

১৬. *Hans Wehr : p 89.*

১৭. *كان فلان عندنا ثم مثل (আবু 'আমর ইবনুল 'আলা বলেন, অমুক আমাদের কাছে ছিল অতঃপর সে চলে গেল) লিসানুল আরব: মীম পরিচ্ছেদ ।*

১৮. *প্রাগুক্ত ।*

১৯. *হাদীছ শরীফে এসেছে أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل (মানুষের মধ্যে নবীদের প্রতি সবচাইতে বালা মুসিবত বেশী আসতো । এর পরে তাদের নিকটবর্তী মর্যাদাশীলদের প্রতি, এরপরে তার চাইতে কম মর্যাদাশীলদের প্রতি) লিসানুল আরব,'মীম'পরিচ্ছেদ ।*

২০. *প্রাগুক্ত ।*

২১. *আল-মুনজিদ ঃ ৮০১ : জাবির ঃ ৩৮১ ।*

২২. *বুখারী, মানাকিবুল আনসার, পৃ-৪৫ ।*

২৩. *আবূ দাউদ, কিতাবুল জানায়েয, পৃ-২৭ ।*

২৪. *লিসানুল আরব, 'মীম' পরিচ্ছেদ ।*

২৫. *মাছালের মূল অর্থ নযীর, মূলতঃ মাছাল বলতে প্রবাদের চাইতে ব্যাপক কিছু বুঝায় । ইসলামী বিশ্বকোষ ঃ ১৬/২/৬২৪ ।*

২৬. *প্রাগুক্ত ঃ ৬৩০ : G.W.Freytag: Arabum proverbia, Bonens. Title page : মুনজিদ ঃ 'মীম' ।*

Dhaka University Institutional Repository

খ. মাছালের সংজ্ঞা

মাছাল বা প্রবাদ যে কোন ভাষায় লোক অভিজ্ঞতার মণিমঞ্জুষা জাতির প্রতিবিম্ব-প্রতিচ্ছবি। তাই এ সমপর্কে বিভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন উক্তি দেখা যায়।

আরবী ভাষায় মাছাল সমপর্কে যে উক্তিটি প্রচলিত তা হলো 'মাছাল জাতির মুখপত্র'।[২৭]

জার্মান দেশেও প্রবাদ সমপর্কে অনুরূপ একটি উক্তি প্রচলিত আছে। তাহলো, 'যে দেশ যেমন সে দেশের প্রবাদও তেমন'।[২৮]

স্কটল্যান্ডে প্রবাদ সমপর্কে প্রচলিত উক্তি হলো "যেমন মানুষ তেমন প্রবাদ"।[২৯] তাই মাছাল বা প্রবাদের একটি সঠিক সংজ্ঞা প্রদান খুবই কষ্টকর। এর পরেও বিভিন্ন সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও বিদগ্ধ পণ্ডিতদের দেয়া কিছু সংজ্ঞা এখানে উল্লেখ করা হলোঃ

১. ময়দানী বলেন, *মাছাল হলো এমন-উক্তি যদ্বারা কোন জিনিসের উপমা দেয়া হয়।*[৩০]

২. আহমদ ইস্কন্দরী ও মুস্তফা 'আনানী বলেন, *সাধারণ্যে প্রচলিত এমন উক্তিকে মাছাল বলা হয় যে উক্তিটি যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম বর্ণিত হয়েছিল, যদি সে অবস্থার সাথে বর্তমান অবস্থার সাদৃশ্য হয়।*[৩১]

৩.আল-মুবাররদ বলেন, *মাছাল হলো এমন কতকগুলো প্রচলিত কথা যদ্বারা প্রথম অবস্থার সাথে দ্বিতীয় অবস্থার তুলনা করা হয়।*[৩২]

৪. রাগিব আল- ইস্পাহানী বলেন, *কোন বিষয় সম্পর্কে এমন একটি কথা, যা আরেকটি বিষয় সম্পর্কিত কথার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়; দু'টোর মধ্যে এমন সামঞ্জস্য রয়েছে যে একটি অপরটির বর্ণনা দেয় এবং একটি আরেকটির প্রতিচ্ছবি হিসেবে গণ্য হয়।*

---

[২৭]. *المثل صوت الشعب আহমদ হাসান যয়্যাত : তারীখুল আদবিল 'আরবী, উর্দূ অনুবাদ,লাহোর, ১৯৬১.পৃ-৫০।*

[২৮]. *As the country so the proverbs.* *আশরাফ সিদ্দীকীঃ বাংলার লোক সাহিত্য, ঢাকা,১৯৬৩.পৃ-২৫৬।*

[২৯]. *As the people so the proverbs, প্রাগুক্ত।*

[৩০]. *المثل ما يمثل به الشيء أي يشبه আবুল ফযল ময়দানী : মাজমা'উল আমছাল, মিসর, ১৩৯৩/১৯৭২ ভূমিকা, পৃ-৫: হান্না আল-ফাখুরী : আল-হিকাম ওয়াল আমছাল, চতুর্থ সংস্করণ, দারুল মা'আরিফ, ১৯৮০.পৃ-৯।*

[৩১]. *المثل قول محكي سائر يقصد منه تشبيه حال الذي حكي فيه بحال الذي قيل لأجله আহমদ ইস্কান্দরী ও মুস্তফা 'আনানীঃ আল-ওসীত ফিল আদবিল 'আরবী ওয়া তারীখিহী.৭ম সং মিসর, ১৩৪৭/১৯২৮. পৃ-১৬ : মান্না' আল-কাত্তান : আল-মাবাহিছ ফী উলূমিল কুরআন, ৮ম সং, কায়রো, ১৪০৮/১৯৮৮, পৃ-২৮২।*

[৩২]. *المثل قول شائع يشبه حال الثاني بالأول আল-মুবাররদ : আল-কামিল ফিল-লুঘা ওয়াল আদব ওয়ান নাহু ওয়াত তাসরীফ, সম্পাদনা আহমদ মুহম্মদ শাকির, ১ম সং. ১৩৫৬/১৯৩৭. পৃ-১১।০০*

Dhaka University Institutional Repository

৪. রাগিব আল- ইস্‌পাহানী বলেন, *কোন বিষয় সম্পর্কে এমন একটি কথা, যা আরেকটি বিষয় সম্পর্কিত কথার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়; দু'টোর মধ্যে এমন সামঞ্জস্য রয়েছে যে একটি অপরটির বর্ণনা দেয় এবং একটি আরেকটির প্রতিচ্ছবি হিসেবে গণ্য হয়।*

৫. আবূ হিলাল আল-'আসকারী বলেন, *অবস্থারসাদৃশ্য হয় বাক্যে দুটি জিনিসের মাঝে তুলনা করাকেই মাছাল বলে।*[৩৩]

৬. 'আল্লামা যমখশরীর মতে, *কোন অবস্থা, আশ্চর্য কাহিনী, ও বর্ণনার নাম হলো মাছাল।*[৩৪]

৭. আহমদ আমীন বলেন, *সমাজে প্রচলিত প্রতিটি প্রজ্ঞাপূর্ণ বাক্যকে মাছাল বলে।*[৩৫]

৮. ফখরুদ্দীন রাযী বলেন, *মাছাল বাক্য জ্ঞান সম্পর্কিত ঐ সমস্ত সুন্দর কথা যা জ্ঞানের কোন একটি দিক নির্দেশ করে।*[৩৬]

৯. ইবন 'আব্‌দ রব্বিহী বলেন, *মাছাল হলো বাক্যের সৌন্দর্য, শব্দের মূলবস্তু, ভাবের অলংকার, যা কবিতা হতে অধিক স্থায়ী এবং বক্তৃতা হতে চমৎকার।*[৩৭]

১০.ফারাবী দীওয়ানুল আদব গ্রন্থে বলেন, *মাছাল এমন বাক্য যার শব্দ ও অর্থ আপামর জনসাধারণ সবাই পছন্দ করে, পরস্পরে তা ব্যবহার করে এবং সুখে দুঃখে ও বিপদ-আপদে বলাবলি করে।*[৩৮]

১১. আবূ 'উবায়দ বলেন, *আমছাল হলো জাহিলী ও ইসলামী আরবের জ্ঞানগর্ভ বাণী,যার মাধ্যমে তারা নিজেদের কথা ও প্রয়োজনকে ব্যক্ত করার চেষ্টা করতো।*[৩৯]

১২. মরযুকী বলেন, *স্বতঃস্ফুর্তভাবে উৎসারিত কতকগুলো কথামালাকে মাছাল বলে।*[৪০]

---

[৩৩]. *মান্না' কাত্তান ঃ ২৯১।*

[৩৪]. *المثل هو الحال و القصة العجيبة الشأن و الصفة. যমখশরী ঃ আল-কাশশাফ,বৈরুত, তা.বি. ১/১৫।*

[৩৫]. *كل حكمة سائرة مثل আহমদ আমীন ঃ ফজরুল ইসলাম,কায়রো, ১৯৪৫,পৃ-৬০।*

[৩৬]. *إن ضرب الأمثال من الأمور المستحسنة في العقول يدل عليه وجوه أحدها ফখরুদ্দীন রাযীঃ আততাফসীরুল কবীর, ১/১৩৩।*

[৩৭]. *الأمثال التي هي وشي الكلام و جوهر اللفظ وحلى المعاني فهي أبقى من الشعر و أشرف من الخطابة ইবন আবদ রব্বিহীঃ আল'ইকদুল ফরীদ, বৈরুত, ২য় সং .১৯৯০, ২/ ১১৭। হান্না আল-ফাখূরী ঃ ১০।*

[৩৮]. *المثل ما تراضاه العامة و الخاصة في لفظه و معناه حتى ابتذلوه فيما بينهم و فاهوا به في السراء والضراء. আল মুযহির ঃ ১/৪৮৬ ; হান্না আল-ফাখূরী ঃ ৮।*

[৩৯]. *الأمثال حكمة العرب في الجاهلية و الإسلام بها كانت تعارض كلامها فتبلغ بها ما حاولت আল-মুযহির ঃ ১/৪৮৬।*

[৪০]. *المثل جملة من القول مقتضبة من أصلها জাওয়াদ আলী, অধ্যাপক, ৮/৩৫৮।*

Dhaka University Institutional Repository

১৩. জুরজী যয়দান বলেন, *মাছাল হলো বলিষ্ঠ উপদেশ, সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফসল ও উত্তম যুক্তি।*[৪১]

১৪. শওকী দয়ফ বলেন, *মূল ঘটনার সাথে সাদৃশ্য পূর্ণ কোন ঘটনার দৃষ্টান্ত বর্ণনায় যে সব বাক্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাকে মাছাল বলে।*[৪২]

১৫. আহমদ হাশিমী বলেন, *মাছাল এমন কৃত্রিম বাক্যের নাম বাস্তবে যার কোন অস্তিত্ব নেই.তবে তাতে জ্ঞানগর্ভ অর্থের পূর্ণ সমাহার থাকে।*[৪৩]

১৬. ইবনুল মুকাফফা বলেন, *যখন কোন বাক্য সপষ্ট,শ্রুতিমধুর এবং নতুন প্রজন্মের মুখে ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হয় তখন সে বাক্যকে মাছাল বলা হয়।*[৪৪]

১৭. ইন'আম আল- জুন্দী বলেন, *মাছাল অধিকাংশ সময় মানুষের মুখ থেকে হঠাৎ নিঃসৃত কথা যাকে কোন ঘটনা অথবা কোন সমস্যা প্রভাবিত করে যা বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে।*[৪৫]

১৮. আল-মুন্তাখাব আল আরবী গ্রন্থে উল্লেখ আছে, *মাছাল হচ্ছে গুণবাচক বাচ্যের নাম যা সংক্ষিপ্ত, সঠিক অর্থ, জাতীয় জীবনের উন্নতি অবনতির বাস্তব অবস্থার সচিত্র বর্ণনা ও অনুপম উপমায় বৈশিষ্ট মণ্ডিত।*[৪৬]''

১৯. মাজদী ওয়াহবা বলেন, *স্বভাবতঃ চরিত্রের মৌলিকত্ব বুঝানোর জন্যে ইঙ্গিতসূচক সহজ সরল ছোট গল্পকে মাছাল বলে।*[৪৭]

২০. তিনি আরো বলেন, মাছাল *হলো, প্রাচীন যুগ হতে বহুল প্রচলিত জ্ঞানগর্ভ বাক্য। যাতে সাধারণ দর্শন থাকে, সাধারণতঃ ইহা রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়।*[৪৮]

---

[৪১]. *هي عظات بالغة من ثمار الاختيار الطويل و العقل الراجح* যয়দানঃ ১/৪৯।

[৪২]. *الأمثال هي عبارات تضرب في حوادث مشبهة للحوادث الأصلية التي جاءت فيها،* : শওকী দয়ফ, আলফন ওয়া মাযাহিবুহু ফীন্নছরিল আরবী, কায়রো, ১৯৪৫ পৃ-২০।

[৪৩]. *المثل عبارة عن تأليف لا حقيقة له في الظاهر و قد ضمن باطنه الحكم الصافية* আহমদ হাশিমীঃ ''জাওয়াহিরুল আদব, বৈরুত'' ৩০ সং, তাবি, ১/২৬০।

[৪৪] *إذا جعل الكلام مثلا كان أوضح للمنطق ، و آنق للسمع و أوسع لشعوب الحديث* আল-ময়দানী, ভূমিকা.পৃ-৬।

[৪৫]. *المثل قول ينطلق فجأة ، معظم الأحيان تثير حادثة أو مشكلة فينكشف عن معناها الخاص ، وينطبق عليها انطباقا كليا* ইন'আম আল-জুনদী ঃ আর-রাইদ ফীল আদবিল আরবী. বৈরুত.২য় সং-১৪০৬/১৯৮৬.পৃ-৮১।

[৪৬]. *الأمثال جملة وصفية تمتاز بايجاز اللفظ و صحة المعنى و صواب التشبيه و تصور حياة الأمة و منزلته رقيا وضعفا،* সম্পাদনা পরিষদ ঃ আল-মুন্তাখাবুল আরবী লিল-ফাযিল, ঢাকা,১৯৮৬, ১ম সং. পৃ-৪৫।

[৪৭]. *المثل قصة قصيرة بسيطة رمزية غالبا ما تدل على مغزى الأخلاق* মজদী ওয়াহবা, মু'জামু মুসতালাহাতিল আদব, বৈরুত.১৩৫৪/১৯৭৪.পৃ-৩৮০।

[৪৮]. *المثل السائر حكمة كثيرة الذيوع من قديم ، تتضمن ملاحظة عامة ، وغالبا ما تكون في أسلوب مجازي* : প্রাগুক্ত, পৃ-৫।

Dhaka University Institutional Repository

২১. ডঃ 'আব্দুল মজীদ কাতামিশ বলেন, *মাছাল হচ্ছে প্রচলিত সংক্ষিপ্ত সঠিক অর্থবোধক বাক্য যা অতীত অবস্থার সাথে বর্তমান অবস্থার মিল বুঝাবে।*[৪৯]

২২. ডঃ 'আব্দুল 'আলী 'আব্দুল হামীদ হামিদ বলেন, *মাছাল হলো লোকমুখে প্রচলিত কথা যা নিদিষ্ট কোন ঘটনা বা বিশেষ কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়ে থাকে। এবং পূর্বের কোন ঘটনার সাথে বর্তমান কোন অবস্থার সামঞ্জস্য হয় এমন সব অবস্থার ক্ষেত্রেও মাছাল শব্দটি প্রযোজ্য হয়ে থাকে।*[৫০]

২৩. অধ্যাপক মাহবুবুল আলম বলেন, *মানুষের ব্যক্তি বা সমাজ জীবনের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার একটি সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তিই প্রবাদ।*[৫১]

২৪. শ্রী গোপাল দাশও প্রিয় রঞ্জন সেন বলেন, *প্রবাদ বচন ভাষার একটি বিশিষ্ট রূপ। আঁট-সাট গড়ন মৃদু-মন্দ গতি,চলনে ঝংকার অভিজ্ঞতার নির্যাস, নিজস্ব বর্ণে উজ্জল, সংক্ষিপ্ত কিন্তু সরস প্রকাশ, লোক মানসের অভিব্যক্তি, বলামাত্র মনোহারী, এহেন বাক্যকে প্রবাদ বলে।*[৫২]

২৫. সত্যরঞ্জন সেন বলেন, *জাতির প্রাণকেন্দ্র যে বিরাট জ্ঞানব্যাপী প্রতিষ্ঠিত, তাতে স্মরণাতীত যুগ হতে অসংখ্য উৎস মুখে বহির্গত হয়ে এবং বহু ক্ষীণ ধারায় প্রবাহিত হয়ে এসে যা কিছু একত্রে মিশেছে তাদের একের সাথে অপরের কোন সংশ্রব নেই। আর সে সমস্তই প্রবাদ নামে চিহ্নিত হয়ে গেছে।*[৫৩]

২৬. ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ বলেন, *দুনিয়ার প্রত্যেক জাতির সাহিত্যে প্রাত্যাহিক জীবনের কথা বার্তার ক্ষিপ্ত রসময় সংক্ষিপ্ত বাক্যের প্রচলন দেখা যায় যা মানব জীবনের ভূয়োদর্শন এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার ফসল তাই প্রবাদ।*[৫৪]

২৭. হানিফ পাঠান বলেন, *দৈন্দিন ব্যাপারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা অন্তরের গভীর অনুভূতি হতে সমুৎপন্ন সহজ, সরস, সংক্ষিপ্ত ব্যঞ্জণাময় প্রচলিত বাক্য বা বাক্য সমষ্টির নাম প্রবাদ।*[৫৫]

২৮. বাংলাদেশের ব্যবহারিক অভিধানে উল্লেখ আছে, *বহুকাল হতে প্রচলিত উপদেশমূলক জ্ঞানগর্ভ-উক্তি,জনশ্রুতি, কিংবদন্তীকে প্রবাদ বলে।*[৫৬]"

---

৪৯. المثل قول موجز سائر صائب المعنى تشبه به حالة حادثة بحالة سالفة

কাতামিশঃ পৃ-১১।

৫০. আবুশ শায়খ আল-ইসপাহানী ঃ কিতাবুল আমছাল ফিল হাদীছিন নবভী, বোম্বে,২য় সং , ১৪০৭/১৯৮৭, পৃ-১৭।

৫১. অধ্যাপক মাহবুবুল আলম ঃ ২৬৭।

৫২. শ্রী গোপাল দাস ও প্রিয়রঞ্জন সেন ঃ প্রবাদ প্রবচন, কলিকতা, ১৩৬৭, পৃ-১২৫।

৫৩. সত্যরঞ্জন সেন ঃ প্রবাদ রত্মাকর, কলিকাতা,১৯৫৭, পৃ-১।

৫৪. ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ ঃ লোক সাহিত্যে ধাঁধাঁ ও প্রবাদ, ঢাকা, পৃ-৭।

৫৫. হানিফ পাঠান, বাংলা প্রবাদ পরিচিতি, ঢাকা, ১৯৬৭৬, পৃ- ১।

৫৬. বাংলাদেশর ব্যবহারিক অভিধান,ঢাকা,১৯৭৪, পৃ- ৭২৯।

Dhaka University Institutional Repository

29. *"A short   sentence drown from long experience"*[57]

30. *"An expression or combination of words conveying a truth to the mind by a figure, periphreses antithesis of hyperble.*[58]*"*

31. *"A proverb is one man's wit and all men's wisdom.*[59]*"*

32. *A proverb is a terse didactive statement that is current in tradition or as an epigram says the Wisdom of many and the wit of one.*[60]*"*

33. M.H. Bakalla বলেন,

A proverb is a called mathal in Arabic. It is commonly defined as a brief epigramic saying presenting a well knowm truth that is popular and familiar to all. It is often used colloquilly and set forth in the guise of a mataphor and in the form of a rhyme, and is sometimes alliterative.[61]

34. *proverb is a short sentenee based on long experience.*[62]*"*

35. বাইবেলে উক্ত হয়েছে ঃ *It consists of wised weighty sentences, regulating the morals of men, and directing them to wisdom and virtue. And these sentences, are also called PARABLES , because great truths are often couched in them under certain figures and similitudes.*[63]

গ. মাযরাবুল মাছাল, মাওরাবুল মাছাল ও যরবুল মাছাল ঃ

---

[৫৭]. *বাংলা প্রবাদ ঃ ১৮ ।*

[৫৮]. *W.C. Hazlit. A Dictionary of American proverbs and proverbial phrase. p.x.*

[৫৯]. *Magdiahba: p.448.*

[৬০]. *আশরাফ সিদ্দীকী ঃ ২৫৬ ।*

[৬১]. *M.H.Bakalla: p248.*

[৬২]. *শ্রী- আশুতোষ ভট্টাচার্য ঃ ৬/৪৯৭ ।*

[৬৩]. *The Holy Bible. New york. old Testamant. The Book of proverbs. p.583.*

Dhaka University Institutional Repository

গ. মাযরাবুল মাছাল, মাওরাদুল মাছাল ও যরবুল মাছাল ঃ

ضرب المثل : ضـرب المثـل অর্থ মাছাল বর্ণনা করা, উদাহরণ পেশ করা। যেমন আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, আপনি উহাদের জন্যে বর্ণনা করুন এক জন পদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত।[৬৪]

আল-কুরআনের বহুস্থানে ضـرب শব্দটি مثل - এর সাথে উল্লেখ রয়েছে। উর্দূ সাহিত্যে ضرب المثل বলতে প্রবাদকেই বুঝানো হয়েছে।[৬৫]

মণীষীগণ ضـرب المثـل এ ضـرب-এর উৎস সম্পর্কে মতানৈক্য করেছেন। নিম্নে এর কিছু উল্লেখ করা হলো ঃ

الضـرب في الأرض (ভূমিতে বিচরণ করা) ضرب الخباء (তাবু টাঙ্গানো)[৬৬] ضرب الموعد (ওয়াদা করা)[৬৭] ضرب الدراهـم (টাকাতে হাতুড়ি মারা)[৬৮] ضرب الخاتم و نحوه (সীল মারা বা অনুরূপ কিছু করা)। ضرب اللبن (দুগ্ধ মিশ্রিত করা),[৬৯] ضرب الطين على الجدار (মাটি দিয়ে দেয়াল নির্মাণ করা) [৭০] الضرب و الضريب) (অর্থ المثل و النظير দৃষ্টান্ত)[৭১] ইত্যাদি।

আল-কুরআনে উল্লেখ আছে, আর তাদের প্রতি স্থায়ী করা হলো লাঞ্ছনা ও পরমুক্ষাপেক্ষীতা[৭২]

পারিভাষিক অর্থে ضـرب المثـل বলে "পূর্বে প্রচলিত কোন অবস্থার সাথে দৃষ্টান্ত দিয়ে নতুন অবস্থা বুঝানো।[৭৩] অর্থাৎ মাছালকে যথাস্থানে প্রয়োগ ,ব্যবহার, এবং স্থাপন করাকে ضرب المثل বলে।

مورد المثل ঃ যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বপ্রথম মাছাল ব্যবহৃত হয়েছিল তাকে مورد المثل বলে।[৭৪]

---

৬৪. أصحاب اضرب لهم مثلا أصحاب القرية مثلا ৩৬:১২

৬৫. সাঈদী ডিকশনারী: المثل ضرب

৬৬. কাতামিশ ঃ ১২।

৬৭. আল-মুসতাকসা ফী আমছালিল আরব, ভূমিকা ।

৬৮. আল-মুফরাদাত ঃ ضرب

৬৯. আল-কাশশাফ ঃ ১/৮৫।

৭০. কাতামিশ ঃ ১২।

৭১. মুরতাযা যুবয়দী ঃ তাজুল আরূস মিন জাওয়াহিরিল কামুস, মিসর, ১৩০৭/১৮৮৯, ضرب

৭২. (৬১ ॥ ২) و ضربت عليهم الذلة و المسكنة

৭৩. أما ضرب المثل فيراد به إطلاقه و إستعماله في الحالة المتجددة التي تشبه الحالة الأولي . ঃ কাতামিশঃ ১২।

৭৪. يراد بمورد المثل الحالة البي قيل فيها ابتدأ প্রাগুক্ত ঃ পৃ-১৪।

Dhaka University Institutional Repository

مـورد المثـل ও مضرب المثل এ পরিভাষা দু'টো আধুনিক ভাষাবিদদের সৃষ্টি। মাছালের প্রাচীন কোন গ্রন্থ অথবা অভিধানে প রিভাষা দু'টোর ব্যবহার পাওয়া যায়না। তবে সেখানে مورد المثل বলতে أصل هذا المثل كذا। (এ মাছালের উৎস এই) এবং مضـرب المثـل বলতে يضـرب المثل في كذا। (মাছালটি এ বিষয়েই বর্ণনা করা হয়েছে) বুঝানো হতো।[৭৫]

ইতিহাসের বর্ণনা অনুযায়ী এ পরিভাষা দু'টো 'আল্লামা যমখশরী স্বীয় মাছাল গ্রন্থের ভূমিকায় সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। তিনি বলেন, *বক্তা মাছালের নতুন অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রথম অবস্থাকে দৃষ্টান্ত ও উপমা হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন।*[৭৬] এছাড়াও তিনি স্বীয় তাফসীর গ্রন্থ আল-কাশশাফে মাছাল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়েও এ পরিভাষা দু'টোর ব্যবহার করেছেন।[৭৭]

মাছাল বিশেষজ্ঞদের মতে উক্ত পরিভাষা দু'টোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তারা مورد ও مضرب বলতে মাছাল প্রয়োগের প্রেক্ষিতকেই বুঝিয়েছেন। কারণ প্রাথমিক কোন নির্দিষ্ট ঘটনার সাথে সম্পর্কহীন হাজারো মাছাল বর্তমানে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণিত মাছাল ,কবিতা থেকে গৃহীত কিংবা প্রজ্ঞাও উপদেশমূলক মাছাল সমূহ।

সুতরাং প্রাচীন কোন ঘটনার সাথে মাছালের সম্পর্ক থাকতে হবে একথা ঠিক নয়। তাহলে مورد المثل বলতে কোন এক প্রসঙ্গকে বলা যায় যার পরিপ্রেক্ষিতে মাছাল ব্যবহৃত হয়েছিল। এখানে মাছাল কোন ঘটনার সাথে সম্পর্কিত হতেও পারে নাও হতে পারে।তাই মাছালের বিভিন্ন রকম সংজ্ঞার কোনটাতেই এশর্তের উল্লেখ করা হয়নি।[৭৮]

ঘ. মাছাল-এর ব্যবহার ঃ

ক. বাইবেলের আদি পুস্তকে مثـل শব্দটির রূপ masal (مشلـى / مشل) যার অর্থ আজ্ঞা, কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব ইত্যাদি।[৭৯]

---

[৭৫]. *و يراد بمضرب المثل الحالات و الموافق المتجددة التي يمكن أن يستعمل فيها المثل لما بين الحالتين في التشابه* প্রাগুক্ত।

[৭৬]. *لأن المحاضربها يجعل موردها مثلا و نظيرا لمضربها* . আল-মুস্তাক্সা, ভূমিকা।

[৭৭]. *আল-কাশশাফ ঃ ১/৫৫।*

[৭৮]. *কাতামিশ ঃ পৃ-১৫।*

[৭৯]. *সেমিটিক ভাষার তুলনা বিজ্ঞানের অন্তর্গত ধ্বনি বিজ্ঞানে আরবী "ث" বর্ণটির প্রতিবর্ণায়ন আশুরী ও হিব্রু ভাষায় "ش" হাবশী ভাষায়"س "এবং সুরয়ানী ভাষায় "ت ";সুতরাং আরবী م ـ ث ـ ل শব্দ হিব্রু এবং আশুরী ভাষায়. م.ش.ل (M.T.L.) 'আব্দুল মজীদ আবিদীন.পৃ-১।*

Dhaka University Institutional Repository

খ. আশুরী ব্যবিলনীয় ভাষায় Masalu শব্দটির অর্থ চকচক করা ও আলোকিত হওয়া।

গ. আর আরবীতে অনেক অর্থের মধ্যে একটি হলো প্রকাশিত হওয়া। আরবরা চন্দ্র প্রকাশিত হওয়াকে বলে مثال القمر مثولا [৮০]।

ঘ. হিব্রু ভাষায় مثـل শব্দটি সাধারণতঃ আজ্ঞা এবং নেতৃত্ব অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাই বিচারককে বলে Mosel সুতারং Mosel (Musl) অর্থ হুকুম, ক্ষমতা ও নেতৃত্ব।[৮১]

ঙ. আধুনিক হিব্রু ভাষায় Masal শব্দটি স্পর্শ আয়ত্ত বা হস্তগত অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে যা প্রাকারন্তরে নেতৃত্ব ও হুকুমের অর্থই প্রকাশ করে। আরবী ভাষায় م ـ ث ـ ل থেকে উদ্ভূত শব্দ হুকুমের অর্থে সাধারণত ব্যবহৃত হয় না। তবে কখনো কখনো হয়।[৮২]

চ. হিব্রু ভাষায় মাছাল-এর ক্রিয়াপদ হলো Masal, আশুরী ভাষায় Masalu,প্রাচীন হাবশীও আমহারী ভাষায় Masala,আরামী ও সুরয়ানী ভাষায় Metal এর অর্থ অনুরূপ ও সাদৃশ্য।[৮৩]

ছ. আরবী ভাষায় تمثال অনুরূপভাবে হাবশী ভাষার Mesl,messale, amsal সবগুলোই মূর্তি, প্রতিকৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[৮৪] مثـل এর ক্ষমতা ও হুকুম অর্থের সাথে এ অর্থটির নিকট সম্পর্ক নেই বলে মনে হয়। তবে প্রাচীন সামী ভাষা সমূহে تمثال এর আদি অর্থ উপাস্য বা প্রতিমূর্তি যার সাথে এ অর্থের মিল পাওয়া যায়।

জ. تمثال শব্দটি প্রাচীন আরবরা উপাসনার[৮৫] জন্যে তৈরী অথবা অন্যান্য উদ্দেশে তৈরী প্রতিকৃতির জন্যে ব্যবহার করতো।[৮৬]

---

৮০. প্রাগুক্ত;

৮১. প্রাগুক্ত ।

৮২. প্রাগুক্ত ঃ ৩।

৮৩. জাবির ঃ ৫১।

৮৪. আবিদীন ঃ ৫।

৮৫. إذ قال لأبيه و قومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون অর্থ ঃ ইব্রাহীম (আঃ) যখন তাঁর পিতা ও সম্প্রদায়কে বললেনঃ এমূর্তিগুলো কী,যাদের তোমরা পুজারী হয়ে বসে আছ ? ২১ঃ৫২।

৮৬. يعملون له ما يشاء من محاريب و تماثيل و جفان كالجواب و قدور راسيات অর্থ ঃ তারা সোলায়মান (আঃ) এর নির্দেশে ইচ্ছানুযায়ী দুর্গ,ভাস্কর্য, হাউযসদৃশ্য বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির উপর স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মান করতোঃ ৩৪ঃ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

মোট কথা تمثال কে তারা শক্তির উৎস হিসেবে মনে করতো।[৮৭] তাছাড়া শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের মধ্যেও উক্ত অর্থ নিহিত আছে বলে মনে হয়। যেমন আরবরা مثل الشي বলে কোন কিছুর দণ্ডায়মান অবস্থাকে বুঝাতো। প্রতিকৃতির সামনে দণ্ডায়মান হওয়া প্রতিকৃতির ক্ষমতা ও নেতৃত্বের প্রমাণ বহন করে।[৮৮]

تمثال হচ্ছে কোন কিছুর হুবহু প্রতিচ্ছবি। এ অর্থ থেকে সামী ভাষার সকল উপভাষায় مثل শব্দটিকে উপমা ও দৃষ্টান্তের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

ঝ. আরবরা এঅর্থের সাথে মিল রেখে مثال শব্দটিকে যথোচিত প্রতিশোধ গ্রহন (القصاص) অর্থে ও ব্যবহার করে আসছে।[৮৯] যেমন তারা বলে থাকে أمثل الحاكم من فلان أي اقتصه منه (অমুকের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বিচারক অমুককে নির্দেশ দিলেন)।বিচারক হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে নির্দেশ স্বরূপ এরকম উক্তি করে থাকেন।

মোটকথা প্রাচীন সামীর সকল উপভাষায় উপমা অর্থে ব্যবহারের জন্যে مثل শব্দটি تمثال (প্রতিকৃতি) থেকে গ্রহন করেছে কিন্তু আরবরা مثل কে قصاص এর অর্থে ব্যবহার করে, তাথেকে অনুরূপও সাদৃশ্য অর্থ পরিগ্রহণ করেছে।

ঞ. مثل থেকে তারা কখনো কখনো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি অর্থ গ্রহন করে থাকে। কুরআন ও হাদীছের বহু স্থানে এঅর্থ ব্যবহৃত হয়েছে। ইসলামী দণ্ডবিধি আইনে مثلة শব্দটি এরই উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

মাছাল সাহিত্য সামী সাহিত্যেরও একটি অংশ বিশেষ। যাতে বর্ণিত হতো কল্প কাহিনী,গীতিকাব্য ও চিন্তা চেতনা প্রকাশার্থে রচিত স্বল্প রূপকথা।

তওরাতের মূল ভাষা ছিল হিব্রু। সুরয়ানী ও আরামী ভাষায় এটি রূপান্তরীত হয়েছে। পরবর্তীকালে বাইবেলের পুরাতন ও নতুন উভয় পুস্তক গ্রীকসহ ইউরোপীয় সকল ভাষায় অনুবাদে ,masal শব্দ দ্বারা যা বুঝায় তা ব্যাপক অর্থবোধক। পরবর্তীকালে মাছাল শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে কিছু শব্দ তারা উদ্ভাবন করেন।

---

৮৭. আবিদীন, পৃ-৫।

৮৮. প্রাগুক্ত।

৮৯. আবিদীন ঃ ৫…

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং তাদের মতে প্রায় সকল উন্নত ভাষায় مثل হলো সঠিকও সূক্ষ্ম অর্থ সম্পন্ন সংক্ষিপ্ত অথচ বহুল প্রচলিত বাক্য।[১০] জার্মান পণ্ডিত Sellheim বলেন, সামী ভাষা সমূহে মাছালের আরবী রূপ হলো مثل হিব্রুতে masul আরামীতে matla হাবশীতে mesl, আক্কাদীতে meslim এসব مماثلة (সমতা) অর্থ প্রদান করে থাকে।[১১]

R.F. Lovy-এর মতে مثل অর্থ بيان (বর্ণনা), تشبيه (উপমা), مقارنة (তুলনা) এবং موازنة (তুলনা)। মাছালের এ পরিভাষাগুলো সাধারণতঃ এসব অর্থই প্রদান করে থাকে।[১২]

তুর্কি ভাষায় মাছালের বিভিন্ন রূপ পরিদৃষ্ট হয়। যেমন- Metel, Matal, Metal, Karakhaned Tu rkish ভাষায় suv,প্রাচীন উসমানী ,আযারবায়জানী, তুর্কমেন এবং কারাকালপাক ও আধুনিক তুর্কী পরিভাষায় atalarsozu, চীনা তুর্কিস্তানের আঞ্চলিক ভাষায় Sinsuz, তুর্কমেন ভাষায় nakil,পারস্য আযারবাইজানী ভাষায় Hiknet এবং তুর্কিস্তানের ইচেল (Icel)- এর আঞ্চলিক ভাষায় deyiset ব্যবহৃত হয়।

এছাড়া অন্যান্য ভাষায় মাছাল শব্দটির বিভিন্ন রূপ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- আলতায় (Altay) ভাষায় ulgarsos, নাগায় (Nogay) ভাষায় Ulgur-soz, কারা কালপাক (Kara Kalpak) ভাষায় temsil, makal, ক্রিমিয়ার কারায়িম (Karayim of the crimea) ভাষায় Zarpumesele,[১৩] জাপানী ভাষায় মাছালকে বলে 'কাতো-ওয়াজা' , চীনা ভাষায় 'ইয়েন' অথবা 'ইয়েন য়্যু' অথবা 'সুহয়া, মালয়ী- ভাষায় 'আম্পামা আন্', গ্রীক ভাষায় 'প্যারোমিয়া' , ইটালী ভাষায় 'প্রভারবিও' , উড়িয়া ভাষায় 'ঢগঢমালি বচন', স্প্যানিশ ভাষায় 'রেফ্রান', হাঙ্গেরী ভাষায় 'কোজ মোন্দাজ' , রুশ ও বুলগেরিয় ভাষায় 'পসলো ভিৎসা' , ফার্সী ভাষায় 'আমছাল' এবং জার্মান ভাষায় 'স্প্রিক ভোরটার' ।[১৪]

---

১০. *হাদীছ শরীফে এঅর্থে مثل শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায় من سره أن يمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار . অর্থ : যদি কারো এবিষয়টি খুশী লাগে যে, মানুষ তার প্রতিকৃতি বানা :: তাহলে সে যেন তার ঠিকানা দোযখে নির্ধারণ করে রাখে।*

১১. *আবিদীন : ৬।*

১২. *জাবির : ৫২।*

১৩. *Encyclopedia of Religion and ethics, ed. Hasting,1908-22 vol.9.3/407.*

১৪. *ইবন ইমাম : বিশ্বের প্রবাদ, পৃষ্ঠা যথাক্রমে ,২,১৪,২৫,৪৯,৯৭,১৩৭,১৫৩,২৩০,১৬২,১৯৭,ও ১৮৭,।*

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. মাছাল-এর সমার্থবোধক শব্দ

مثل - এর যেমন অনেক অর্থ আছে তেমনি এর সমার্থবোধক শব্দের সংখ্যাও একেবারে কম নয়। مثل - এর প্রবাদার্থে কোন সমার্থবোধক শব্দ পাওয়া যায় না। তবে অন্যান্য অর্থে এর বহু সমার্থবোধক শব্দ রয়েছে যেগুলো পুরোপুরি একই অর্থ প্রকাশ করে। ব্যবহারে এগুলোর মাঝে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে মাছাল এর এমন কিছু সমার্থবোধক শব্দের পার্থক্য তুলে ধরা হলো।

ক. ند ও مثل : বিপরীত সমকক্ষ কোন শক্তিকে বলা হয় ند (জুড়ি)। আর শক্তিতে পরস্পর সমান হওয়াকে বলা হয় مثل।[৯৫]

খ. شكل ও مثل : অধিকাংশ গুণের দিক থেকে দু'টি জিনিসেরএমন মিল হওয়া যে একটি অন্যটি থেকে পৃথক করা কঠিন। তদ্রূপক্ষেত্রে আকৃতির দিক থেকে মিল বুঝাতে شكل ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয় هذا الطائر شكل هذا الطائر (এ পাখিটি আকৃতিতে এ পাখিটির মতো)।

আর আকৃতি ও স্বত্ত্বাগত ভাবে মিল থাকলে এমনক্ষেত্রে مثل ব্যবহৃত হয়।[৯৬]

গ. نظير ও مثل : এক জাতীয় দু'টি বিষয়ে পরস্পরের মোকাবিলায় সমান হলে সেখানে نظير (দৃষ্টান্ত) ব্যবহৃত হয়। যেমন النحوي نظير النحوي (বৈয়াকরণ বৈয়াকরণের দৃষ্টান্ত) যদিও ব্যাকরণ বিষয়ে উভয়ের অথবা উভয়ের ব্যাকরণ গ্রন্থের মিল না থাকে। কিন্তু النحوي مثل النحوي (বৈয়াকরণ বৈয়াকরণের অনুরূপ) বলা যাবেনা। কেননা স্বত্ত্বার মিল না হলে مثل ব্যবহৃত হয় না।[৯৭]

ঘ. عديل ও مثل : কোন হুকুম অন্য হুকুম দ্বারা পরিবর্তন হওয়াকে عديل (বিকল্প) বলে। আর স্বত্ত্বাগত ভাবে হুবহু দুটি জিনিসের মিল হওয়াকে বলে مثل ।[৯৮]

ঙ. شبه ও مثل : আকৃতির দিক থেকে একটি আরেকটি সাথে প্রত্যক্ষ মিল বুঝাতে شبه ব্যবহৃত হয়। যেমন- السواد شبه السواد (কালো কালোর অনুরূপ)।

---

[৯৫]. *আবূ হিলাল আল-'আসকারী :- আল-ফুরুক্ব ফিল্লুগা : ১৪৭।*

[৯৬]. *প্রাগুক্ত : ১৪৮।*

[৯৭]. *প্রাগুক্ত।*

[৯৮]. *ফজরুল ইসলাম : ৬০।*

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআনে সমকক্ষতা বুঝাতে "ك" এবং مثل ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহৃত হয়নি।

مثـل

شبه ও نظير -এর দুটি ধারা। এজন্যেই আল-কুরআনে ليس كمثله شيئ (তাঁর সমকক্ষ আর কিছুই নেই ৪২ঃ১১) এ مثل এর উপর "ك" ব্যবহৃত হয়। কেননা এ দুটোর সৃষ্টি সমকক্ষতার জন্যেই। যা আপনা থেকেই شبه কে নিষেধ এবং نفي কে তাকীদ করে।[৯৯]

চ. مساواة ও مماثلة ঃ পরিমাণের দিক থেকে কম বেশী না হয়ে সমান হলে তাকে বলা হয় مساواة (সমতা)। আর দু'টি জিনিসের একটি আরেকটির স্থলাভিষিক্ত হলে অথবা শুধু একই জাতীয় দু'টো জিনিসের মধ্যে সমতা বুঝাতে مماثلة (সমকক্ষ) ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[১০০]

চ. মাছাল ও হিকমা- এর পার্থক্য

মাছাল ও হিক্‌মাঃ জাহিলী আরবের গদ্য সাহিত্যের দু'টো উল্লেখ যোগ্য ধারা। উভয়টি লোক অভিজ্ঞতার নির্যাস। উভয়টিই প্রজ্ঞাপূর্ণ বাক্য উপদেশ বাণী। এতদ্‌সত্ত্বেও এদুটোর মাঝে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে কিছু পার্থক্য তুলে ধরা হলো।

* হিক্‌মাঃ সাধারণতঃ সমাজের বিশেষ শ্রেণীর সূক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন অত্যন্ত মেধাবী,জ্ঞানী, স্পষ্ট অথচ বিশুদ্ধ ভাষীদের মুখ নিঃসৃত অমোঘবাণী। নবী-রাসূল, কবি-সাহিত্যিক ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।
অপরপক্ষে মাছাল কোন নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা সমাজ অথবা সমাজের বিশেষ শ্রেণীর লোকের সাথে সম্পৃক্ত নয়। বরং স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সাদা-কালো, ইতর-ভদ্র, উঁচু নিচু মোটকথা আপামর জনসাধারণের অভিজ্ঞতালব্ধ মুখ নিঃসৃত বাণী হলো মাছাল। তাই সমাজে প্রচলিত প্রত্যেকটি প্রজ্ঞাপূর্ণ বাক্য মাছাল কিন্তু হিক্‌মাঃ নয়।

* মাছালের মূল ভিত্তি হলো উপমা (তাশবিহ) অর্থাৎ মাযরাবকে মাওরাদ -এর সাথে তুলনা করা বুঝাবে। আর হিকমার ভিত্তি হলো, সঠিক অর্থ। এতে তুলনার দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়না।

*মাছালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সব সময় সংক্ষিপ্ত হওয়া কিন্তু হিকমার বাক্য দীর্ঘও হতে পারে।

* মাছালের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো দলীল বা প্রমান উপস্থাপন করা কিন্তু হিকমার উদ্দেশ্য হলো উপদেশ, অবগতি ও সাবধান করে দেয়া।[১০১]

أعليها

* হিকমার দ্বারা আদেশ নিষেধ অথবা নসীহতের যে কোন একটি বুঝাবে। যেমন- ان أفضل الأشياء (নিশ্চয় উপরের বস্তু শ্রেষ্ঠ বস্তু)।[১০২] আর মাছাল দুটি অর্থ প্রদান করে।একটি প্রকাশ্য অন্যটি উহ্য।

---

[৯৯]. আল-ফুরুক ফিল্লুঘাঃ ১৪৮।

[১০০]. লিসানুল আরব ঃ

[১০২]. কাতামিশ ঃ ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

মহিলা

প্রকাশ্য অর্থ দ্বারা কোন ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করবে। যেমন - أشأم من بسوس বসূস নাম্নী হতেও অশুভ।[১০৩]

আর উহ্য অর্থ দ্বারা প্রজ্ঞা, নসীহত বা উপদেশের দিকে ইঙ্গিত করবে যেমন - معاداة العاقل خير من مصادقة الأحمق। "নাদান দোস্তের চাইতে জ্ঞানী শত্রু ভাল।"[১০৪]

তবে কেউ কেউ মাছালের স্থলে হিকমাঃ এবং হিকমার স্থলে মাছালকে ব্যবহার করে থাকে।[১০৫]

সুশিল কুমার দে বলেন, *"নীতিবাক্যের (হিকমা) সাথে প্রবাদের পার্থক্য এখানে যে, উচ্চ আদর্শ, তত্ত্বজ্ঞান বা লোক শিক্ষা প্রবাদের মূল কথা নয়। প্রবাদের আছে স্থায়ী মর্যাদা। কিন্তু এর স্থায়ীত্ব চিরন্তন সত্যের নির্দেশক নয়।*[১০৬]

*অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় মাছালের সৃষ্টি হয় হঠাৎ। কেননা কোন উদ্ভূত সমস্যা বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি বিশেষ অর্থ পূর্ণ ভাবে প্রকাশের জন্যে মাছালকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এতে দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্ক থাকা শর্ত নয়। যেমন ভাবে শর্ত নয় বিশেষ অভিজ্ঞ, এবং অধিক জ্ঞান সম্পন্ন বা সংস্কৃতমনা হওয়া। তবে কখনো কখনো মাছালের স্রষ্টা অধিক জ্ঞান সম্পন্ন ও সুচিন্তিত ব্যক্তি হতে পারে।[১০৭]

'আবদুল মজীদ 'আবিদীন বলেন, *প্রাচীন সেমিটিক সাহিত্যে মাছাল ও হিক্‌মাঃ পরিভাষা দুটো এক ও অভিন্ন না আলাদা এটা বলা দুস্কর।* তবে আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষকগণ একমত হয়েছেন যে 'হিকমাঃ সাহিত্য' 'মাছাল সাহিত্য' হতে ব্যাপক। তাই বলা হয়ে থাকে "প্রতিটি মাছাল-ই হিকমাঃ কিন্তু প্রতিটি হিকমাঃ মাছাল নয়।[১০৮]

ছ. মাছাল ও হিকমা-এর সম্পর্ক

মাছাল ও হিকমা-এর মাঝে বৈসাদৃশ্য যেমন আছে সাদৃশ্যও তেমন বিদ্যমান। ডঃ 'আবদুল মজীদ কাতামিশ বলেন, *হিকমা যখন উত্তম ও সংক্ষিপ্ত বাক্য হবে, জনসাধারণে মুখে ও কলমে এর প্রচলন হবে তখন তা মাছালের অন্তর্ভুক্ত হবে।*[১০৯]

---

১০২. *আল-ওসীত ঃ ৩২।*

১০৩. *R.A.Nicholson : A literary History of the Arabs. Cambridge, 1953.P.55-56.*

১০৪. *আবিদীন ঃ ৮।*

১০৫. *হান্না আল-ফাখুরীঃ ৯।*

১০৬. *বাংলা প্রবাদ ; ১৮।*

১০৭. *ইন'আম আল-জুনদী ঃ ১/১৮১।*

১০৮. *فكل مثل حكمة و كل حكمة ليس بمثل আবিদীন, পৃ-৮।*

১০৯. *কাতামিশ ঃ ১৯।*

Dhaka University Institutional Repository

আবূ হিলাল আল-'আসকারী বলেন, *প্রতিটি প্রচলিত হিকমাই মাছাল হবে। যদি প্রবক্তা মাছাল দেয়ার জন্যে কোন উত্তম বাক্য বলেন, তবে তা মাছাল হিসেবে গণ্য হতে পারে এশর্তে যে তা সর্বজন গৃহীত হবে অন্যথায় নয়।*[১১০]

হিক্‌মা ঃ দু'প্রকার ঃ এক প্রকার হিক্‌মাঃ সমাজে বহুল প্রচলিত ও প্রসারিত যা মাছাল হিসেবে গৃহীত।[১১১] যেসব হিকমা মাছাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে নিম্নে এমন কিছু মছাল উল্লেখ করা হলোঃ

السر أمانة (গোপন কথা এক প্রকার আমানত)।[১১২]

إن الكذوب قد يصدق (অনেক মিথ্যা কোন কোন সময় সত্য হয়)।[১১৩]

رب قول أشد من صول (অনেক কথা আক্রমণ হতেও কঠিন)।[১১৪]

المعذرة طرف من البخيل (ওজর আপত্তি এক ধরণের কৃপণতা)।[১১৫]

الصمت حكم و قليل فاعله (চুপ থাকা বিজ্ঞের কাজ অথচ একাজটা খুব কম লোকই করে থাকে)।[১১৬]

أعذر من أنذر (যে ভয় দেখিয়েছে সেই আপত্তি করেছে)।[১১৭]

এছাড়া আরো অনেক বাক্য আছে যা হিকমাঃ যদ্বারা উপদেশ নসীহত প্রদান করা হয়। কিন্তু এগুলো জনগণের মাঝে এবং তাদের লেখায় ব্যাপকহারে ব্যবহৃত হচ্ছে বিধায় এগুলো এখন মাছালের অন্তর্ভুক্ত। আরবী সাহিত্যে ব্যবহৃত বহু হিক্‌মাঃ রয়েছে যা মাছাল নয়। এদের সংখ্যাও প্রচুর।[১১৮]

জ . মাছাল ও আরবদের প্রচলিত উক্তির পার্থক্য

বারংবার উল্লেখিত হয় এমন অনেক বিষয়ে ব্যক্ত বিভিন্ন কথা ও পরিভাষা আরবী ভাষার অনন্য বৈশিষ্ট্য। নেক দোয়া অথবা বদ্‌দোয়া, স্থান-কাল-পাত্রভেদে স্বাদর সম্ভাষণ, আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাসবীহ্‌-তাহলীল, যিকির-আযকারে এগুলো জনসমাজে ব্যবহৃত হতো। পরে বহুল প্রচলিত হওয়ায় এগুলো তাদের বাক্যে মাছাল হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। নিম্নের উদাহরণ গুলো এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

---

১১০. *জামহারা ঃ ভূমিকা।*

১১১. *কাতামিশ ঃ ১৯।*

১১২. *প্রাগুক্ত।*

১১৩. *ময়দানী ঃ ১/৯৭।*

১১৪. *জাওয়াহিরুল আদব ঃ ৩/২৯৮।*

১১৫. *কাতামিশ ঃ ১৯।*

১১৬. *ময়দানী ঃ ১/৪০২।*

১১৭. *কাতামিশ ঃ ১৯।*

১১৮. *আবিদীন ঃ ৮।*

Dhaka University Institutional Repository

ক. নবদম্পতিকে দোয়া করতে গিয়ে আরবরা বলতো,

بالرفاء و البنين (তোমাদের দাম্পত্য জীবন সুখী হোক এবং সন্তানাদি হোক)।

খ. কারো আগমন উপলক্ষে তারা বলতো,

قدوما و مباركا (তোমার আগমন শুভ ও বরকতময় হোক)।

গ. হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী হাজীদের উদ্দেশ্যে বলতো,

حجا مبرورا (তোমার হজ্জ কবুল হোক)।

ঘ. অন্যান্য উপলক্ষে বলতো ,

أقر الله عينك (আল্লাহ তোমার চক্ষু শীতল করুন)

لعن الله (আল্লাহ তোমায় অভিশাপ দিন)।

أخزاك الله (আল্লাহ তোমায় অপদস্ত করুন)।[১১৯]

ঙ. স্বাগত জানাতে তার বলতো,

أهلا و سهلاو مرحبا (তোমার নিজের পরিবারের কাছে তুমি চলে এসেছ তুমি স্বাচ্ছন্দ বোধকর)।[১২০]

চ. لبيك و سعديك و حنانيك (শুভেচ্ছা স্বাগতম))

سبحان الله و بحمده (আল্লাহ পবিত্র সমস্ত প্রশংসা তারই)।

حسبنا الله و نعم الوكيل (আমাদের জন্যে আল্লাইই যথেষ্ঠ ঃ তিনি কতইনা উত্তম অভিভাবক)

لا حول ولا قوة إلا بالله (সমস্ত শক্তির মালিক একমাত্র আল্লাহ।)

لبيك اللهم لبيك (প্রভু হে, আমি তোমার দ'রবারে হাযির আছি।)

কারো কারো মতে এসব বাক্য মাছালের অন্তর্ভূক্ত নয়। বরং এগুলো যথোপযুক্ত স্থানে ব্যবহৃত এক ধরণের উক্তি। কেননা মাছালের ভিত্তি হলো তুলনা। এসব উক্তিতে তুলনা অনুপস্থিত।[১২১]

ভাষা অভিধানগুলোতে أقوال العرب (আরবদের উক্তি) ও أمثال العرب (আরবদের মাছাল)- এর মাঝে পার্থক্য করা হয়েছে। সেখানে এগুলো বর্ণনায় و من أقوالهم كذا (তাদের উক্তি এরকম) العرب تقول كذا (আরবরা একরম বলে) এভাবে বলেছেন।

এধরনের উক্তি গুলোকে কেউ কেউ মাছাল হিসেবে ব্যবহার করেছে।[১২২]

---

১১৯. *কাতামিশ ঃ ২২*

১২০. *J.G.Hava: আল-ফারাইদুদ দুররিয়া (আরবী -ইংরেজী)ঃ বৈরুত.১৯১৫। (১৬৯)।*

১২১. *কাতামিশ ঃ ২২।*

১২২. *ইবন সাল্লাম ঃ কিতাবুল আমছাল, সম্পাদনা ডঃ 'আব্দুল মজীদ কাতামিশ বৈরুত : ১ম সং- ১৪০০/১৯৮০.৬৯।*

Dhaka University Institutional Repository

কোন কোন মাছাল সংকলনে এতদুভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য করা হয়নি। বরং এগুলোকে মাছাল হিসেবেই গণ্য করা হচ্ছে। প্রাচীন মাছাল সংগ্রাহকদের অনেকেই উভয় প্রকারকে একত্রিত করেছেন। এঁদের মধ্যে আবূ 'উবায়দ কাসিম ইবন সাল্লাম অন্যতম। তিনি স্বীয় কিতাবুল আমছাল গ্রন্থে আরবের প্রচলিত বহু দোয়া এভাবে উল্লেখ করেছেন। و من دعائهم كذا। (তাদের দোয়া হলো এরকম)।[১২৩]

ডঃ 'আব্দুল মজীদ কাতামিশ বলেন, *আমি অনেক মাছাল গ্রন্থ দেখেছি যাতে সংকলকগণ এতদুভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য না করে আরবদের উক্তিগুলোকে আমছালের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আমাদের মতে এদু'ধরনের বাক্যকে আলাদা ভাবে বর্ণনা করা এবং এদের মাঝে সম্পর্কটাও নির্ধারণ করা সমীচীন।*

তিনি আরো বলেন, *যেহেতু মাছালের ভিত্তি হলো তুলনা বা উপমা যদি তা বাক্যে অনুপস্থিত থাকে তাহলে তা মানুষের মুখে অধিক প্রচলন, এর সংক্ষিপ্ত তা ও সৌন্দর্যের কারণে মাছালের মত প্রচলিত বাক্য হবে; কিন্তু মাছাল হবেনা।*

তাই আরবদের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত ও প্রচলিত অসংখ্য কথাবার্তা,বাগধারা, উক্তি, দোয়া, সাদর সম্ভাষণ কোনটিই মাছাল নয়। যদিও এগুলো মাছাল হিসেবে প্রচলিত।[১২৪] আবার এদু'টোর মধ্যে অনেকেই পার্থক্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে নূরুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবন মুহম্মদ আশমুনী (মৃ-৯০০/১৪৯৪) অন্যতম।[১২৫]

আরবদের আরো এমন কিছু উক্তি ও বাক্যাংশ আছে যেগুলো মাছাল না হওয়া সত্ত্বে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত।
আরবী ভাষায় এমন অনেক যৌগিক শব্দ বা বাক্যাংশ আছে যা অর্থপূর্ণ এবং সেগুলো কোন কোন বস্তুর গুণবাচক নাম। আর তা হলো ঃ الكني। (উপনাম) المبني। (ডাক নাম) ও المثني। (দ্বিবচনে প্রকাশিত নাম)।

الكني। (উপনামের) উদাহরণঃ

أبو عمر (বয়োজৈষ্ঠ), أبو زيد (বানর), أبو زنة (শৃগাল) أبوالحصين (নেকড়ে) أبو جعده ও أبوالحارث

أم (মেষ) أم فروة (মদ) أم حنين (চিন্তা-ভাবনা), أم الرأس (তাড়াতাড়ি) أم الندامة (মক্কা), أم القري (ক্ষুধা), الحزين (বক) ! المبني। (ডাকনাম) ابن, بنت দিয়েযেস ব নাম শুরু হয়। যেমনঃ

ابن آوي (উপসাগর) ابن يم (বাকপটু), ابن الأقوال (ভর্ৎসনাকারী) ابن اللمة (অভিজ্ঞ লোক) ابن الأيام (শৃগাল) بنت الفكر (রায়) بنت الشفة (কথা) بنت المنية (জ্বর)

المثني। ঃ (দ্বিবচনে প্রকাশিত নাম) এর উদাহরণ ঃ

---

১২৩. *প্রাগুক্ত।*

১২৪. *কাতামিশ ঃ ২৩।*

১২৫. *প্রাগুক্ত।*

Dhaka University Institutional Repository

الجديدان : (দিবারাত্রি) القمران : (চন্দ্র-সূর্য) المشرقان : (পূর্ব -পশ্চিম)ও الأسودان : (খেজুর ও পানি)

এ তিন প্রকার নাম আরবী ভাষায় এতো বহুল প্রচলিত যে, এগুলোর উপর আলাদা আলাদা গ্রন্থই রচিত হয়েছে। যাঁরা এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁদের কয়েকজন হলেন, 'আবুল 'আব্বাস মুহম্মদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন দীনার (মৃ-২৫০/৮৬৪ এর পর),[১২৬] ইব্‌ন সিক্কীত (মৃ-২২৪/৮৩৮)[১২৭]; মুবারক ইব্‌ন মুহাম্মদ (মৃ-৬০৬/১২০৯)[১২৮]; ইবনুল [১২৯]আছীর (মৃ-৬৩৭/১২৩৯), আবূ তায়্যিব (মৃ-৩৫১/৯৬২), আল- মুহিববী (মৃ-১১১১/১৬৯৯)।[১৩০]

এছাড়াও এসব বিষয়ে যাঁরা স্বস্ব গ্রন্থে একটি করে অধ্যায় অথবা পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন তাঁদের অন্যতম হলেন ভাষাবিদ ইব্‌ন সায়্যিদা (মৃ-৪৫৮/১০৬৫)[১৩১], ইব্‌ন সিক্কীত,[১৩২] হামযাঃ আল-ইস্‌পাহানী (মৃ- প্রায় ৩৫১/৯৬২)[১৩৩] ও আস-সুয়ূতী (মৃ-৯১১/১৪০৫)[১৩৪]

প্রাচীনদের মতে মাছালের জন্য অপরিহার্য বিষয় হলো তুলনা ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বাক্য। পরবর্তীকালে এদুটোর অনুপস্থিতিতে শুধু যৌগিক শব্দ আরবী সাহিত্যে মাছাল হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।[১৩৫]

আবূ হিলাল আল-'আসকারী এসব الكني ও البني স্বীয় জামহারাতুল আমাছল গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি ছাড়া মাছাল সংকলকদের আর কেউ এগুলোকে তাদের গ্রন্থে উল্লেখ করেননি।[১৩৬]

মাছাল ও আরবদের উক্তির মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। যদিও আধুনিক গবেষকদের কেউ কেউ এদের মাঝে পার্থক্য করেন না। তাঁদের উক্তি থেকে আরবী মাছাল ব্যাপক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যা সামী ভাষার অন্যান্য ভাষায় পাওয়া যায়না। আর তা হচ্ছে অধিক মাত্রায় বাক্য সংকোচন। এজন্যে অনেক সময় দেখা যায় যে, মাছাল শুধু মাত্র একক শব্দ অথবা যৌগিক শব্দ যেমন موصوف صفة ، مضاف مضاف إليه কিংবা جار مجرور দ্বারা গঠিত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে এধরণের কিছু মাছালের উল্লেখ করা হলো।[১৩৭]

---

[১২৬]. *আল-মুযহির : ১/৫০৬।*

[১২৭]. *প্রাগুক্ত।*

[১২৮]. *তাঁর গ্রন্থটি হলো, আল-মারসা যা ১৮৯৬ সনে দীমারে প্রকাশিত হয় । প্রাগুক্ত।*

[১২৯]. *তাঁর গ্রন্থের নাম আল-মুছান্না, যা ১৯৬০ সনে দামিস্কে 'ইযযুদ্দীন তানুখীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।*

[১৩০]. *তাঁর গ্রন্থ হলো জানিউল জান্না'তায়ন, যা ১৩৪৮ সনে দামিস্কে ছাপা হয়।*

[১৩১]. *তাঁর গ্রন্থ হলো আল-মুখসসাস , ১৩/১৬৯-২২৩।*

[১৩২]. *তাঁর গ্রন্থ হলো ইসলহাল মানতিক ২৯৪ ।*

[১৩৩]. *তাঁর গ্রন্থ হলো, আদ্দুররা আল-ফাখিরা ফী আমছালিস সাইরাঃ ২/২৭১-৫৫২।*

[১৩৪]. *আল মুযহিরঃ ১/৫০৬-৫২৪ ।*

[১৩৫]. *কাতামিশ : ২৪-২৫।*

[১৩৬]. *জামহারা : ১/২৫-৪৮।*

[১৩৭]. *কাতামিশ : ২৬।*

Dhaka University Institutional Repository

ক. إيها একক শব্দ। এর অর্থ نعم (হ্যাঁ)।

খ. مضاف إليه مضاف (সম্বন্ধ পদ) এর উদাহরণঃ غراب نوح (নূহ (আঃ) -এর কাক) ذئب يوسف (য়ূসুফ (আঃ) -এর নেকড়ে), عصا موسي (মূসা (আঃ) -এর লাঠি), خاتم سليمان (সুলায়মান (আঃ) -এর আংটি), برد محارب (যুদ্ধ বস্ত্র), عطر منشم (মিনশামের আতর), مواعيد عرقوب (উরকূবের প্রতিশ্রুতি) ও جزاء سنمار (সিনিম্মারের প্রতিদান)।

المكني ، المثني ও المبني -এর যৌগিক শব্দ :

أبوالحارث (সিংহের উপনাম), أبو حباحب (উপকারে আসেনা এমন অগ্নির উপনাম), ام الهنير (গাধীর উপনাম), أم فروة (মেষের উপনাম), ابن الأيام (অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপনাম/ তিন মাথার বুড়ো) ও الجديدان (চন্দ্র-সূর্য)।

ডঃ কাতামিশের মতে, এগুলোকে মাছাল হিসেবে গণ্য করা যায়না। কেননা মাছালের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য এতে অনুপস্থিত। এগুলো পূর্ণ বাক্য নয়, এতে তুলনাও নেই, এমনকি সংক্ষিপ্তও নয়। কেননা সংক্ষিপ্ততা বাক্যে হয়, শব্দে নয়।[১৩৮]

অথচ হামযাহ আল-ইস্ফাহানী আদ্দুররা আল-ফাখিরা গ্রন্থে এসব المكني ، المبني ও المثني মাছাল থেকে আলাদা করে ভিন্ন অধ্যায়ে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, *"৩০তম অধ্যায় বিরল বাক্যাংশ সম্পর্কে' যা মাছাল হিসেবে প্রচলিত। এর সবগুলো আমি একটি অধ্যায়ে তিনটি পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি।*

প্রথম পরিচ্ছেদে المكني। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে المبني এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে المثني। আলোচনা করেছি। এ অধ্যায়ে এ ধরণের প্রায় পাঁচশত যৌগিক শব্দ উল্লেখ করেছি।"[১৩৯]

ডঃ কাতামিশ বলেন, গবেষকগণ مضاف (সম্বন্ধ পদ) দিয়ে যে সব মাছাল যেমন- غراب نوح – ذئب يوسف – مواعيد عرقوب – عصا موسي উল্লেখ করেছেন মূলতঃ সেগুলোও মাছাল নয়। বরং কোন কোন সময় এগুলো দিয়ে মাছাল বর্ণনা করা হয়। যেমন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে مواعيد عرقوب বলে তার সে কাজের মূল্যায়ণ করা হয়।

---

১৩৮. কাতামিশ : ২৬।

১৩৯. হামযাহ আল-ইস্পাহনীঃ আদ্দুররাতুল ফাখিরা ফী আমছালিস সাইরা : সম্পাদনা ডঃ 'আব্দুল মজীদ কাতামিশ, কায়রো ১৯৭১,২য় খণ্ড,পৃ-৪৭১।

Dhaka University Institutional Repository

ঋ. মাছাল-এর অর্থগত তারতম্য

মাছাল সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের মুখ নিঃসৃত সত্যবাণী। তাই সব মাছাল সহজ অর্থবোধক সরল শব্দে গঠিত নয়। এজন্যে মাছালের অর্থে স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা দুটো দিক পরিলক্ষিত হয়। এর বেশ কিছুর অর্থ এতো স্পষ্ট যে আপামর জন সাধারণ সবাই বুঝতে পারে। আবার এমন কতক মাছাল আছে যেগুলো এতো অস্পষ্ট যে সমাজের বিশেষ বিজ্ঞশ্রেণীর লোকরাও এর অর্থোদ্ধারে হিমশিম খেয়ে যায়। মাছালের অর্থে এ রকম অস্পষ্টতার বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। নিম্নে প্রধান তিনটি কারণ উল্লেখ করা হলো।

১. বাক্যে মাছালের ব্যবহারের সল্পতা ঃ

মাছালের অধিক ব্যবহার মানুষের সাথে একটি যোগসূত্র কায়েম করে। ফলে মানুষ সহজেই এর অর্থ বুঝতে পারে। কিন্তু এমন অনেক মাছাল আছে যেগুলো আদৌ ব্যবহৃত হয়নি অথবা হলেও তা দু/চারজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় সমাজের বিরাট একটি অংশের কাছে তা অপরিচিত রয়ে গেছে। এবং বহু প্রাচীন মাছাল আধুনিক ভাষার অন্তরালে চাপা পড়ে গেছে। এমনকি বহু গ্রন্থে এগুলোর উল্লেখও করা হয়নি।

কালকাশান্দী বলেন,মাছাল দু'ভাগে বিভক্ত ঃ এক প্রকার হলো, যার অর্থ স্পষ্ট এবং অধিক ব্যবহৃত হওয়ায় মানুষের সাথে এর সম্পর্ক সুনিবিড় হয়েছে। অন্য প্রকার হলো, অব্যবহৃত অস্পষ্ট মাছাল। যার সাথে সমাজের কোন শ্রেণীর লোকের সম্পর্ক গড়ে উঠেনি।[১৪০]

প্রথম প্রকার মাছালের একটি উদাহরণঃ

خير المال عين (চক্ষু উত্তম সম্পদ)।[১৪১]

দ্বিতীয় প্রকার মাছালের একটি উদাহরণ ঃ

إن يبغي عليك قومك لايبغ القمر (তোমার স্বজাতিরা তোমার অমঙ্গল চাইলে চন্দ্র তোমার অমঙ্গল চাইবেনা। প্রসিদ্ধ বিষয়ের জন্যে এমাছালটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।)[১৪২]

২. অপরিতি শব্দের সমাহার ঃ

প্রাচীন মাছাল কবিতার ন্যায়। প্রাচীন কবিতায় যেমন অপরিচিত ও দুলর্ভ শব্দের সমাহার আছে মাছালেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাই এর কঠিন শব্দগুলোর অর্থ আমাদের কাছে অস্পষ্ট। মাছালে এমন দুর্লভ শব্দ থাকার কারণেই ভাষাবিদগণ মাছাল সংকলনের শুরু থেকে এগুলোর ভাষ্য ও টীকা লিখেছেন।[১৪৩]

---

১৪০. *আবুল 'আববাস আহমদ আবূ'আলী আল কালকাশান্দী ঃ সুবহুল 'আ'শা ফী সানা'আতিল ইনশা; কায়রো, ১৩৮৩/১৯৬৩,পৃ-২৯৭।*

১৪১. *জাওয়াহিরুল আদব ঃ ২/২৯৫।*

১৪২. *প্রাগুক্ত ঃ ১/২৯৭।*

১৪৩. *কাতামিশ ঃ ২৪০।*

৩. মাছালের উৎস অজ্ঞাত ঃ

মাছালের অর্থ অস্পষ্ট থাকার অন্যতম কারণ হলো ভাষাবিদদের মাছালের অর্থ নির্দিষ্ট না করণ অথবা তাদের মতানৈক্য। এর আবার তিনটি কারণ বিদ্য'মান ঃ

ক.অনেক মাছাল আছে যার উৎস বিলীন হয়ে যাওয়ায় মাছালের অর্থ অস্পষ্ট হয়ে গেছে। যেমন একটি মাছাল إلا ده فلا ده। ইবনুল 'আরাবীর মতে এর অর্থ হলো, তুমি দুটো না দিলে দশটাও দিওনা। আসমা'ঈর মতে এর অর্থ হলো, যে কাজটি এখন হবেনা সেকাজটি পরেও হবেনা। আল-মুনযিরী বলেন, এর অর্থ হলো, যদি এটা না হয় ওটাও হবেনা। তবে এর উৎস পাওয়া যায় না বলে আসমা'ঈ মন্তব্য করেছেন।[১৪৪]

আরেকটি মাছাল دهدرين سعد القين। (হে সা'দুল কায়ন তুমি দুটি মিথ্যা বলেছ)। আসমাঈ বলেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে তার জন্যে এমাছালটি ব্যবহার করা হয়। তিনি বলেন, এর অর্থ ও উৎস সম্পর্কে কিছুই জানা যায়না।[১৪৫] আল-আযহারী বলেন, ভাষাবিদগণ এদু'টর উৎস সম্পর্কে কোন তথ্য উদঘাটন করতে পারেননি।[১৪৬]

আরো দুটি মাছাল ما له قد عملة و قرطعبة ، ماله سعنة و لا معنة

কাসিম ইব্ন সাল্লাম এদুটো মাছাল সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলেন, "আলিমগণ এদুটোর উৎস সম্পর্কে কিছুই জানেননা।
আসমা'ঈ বলেন, এর কোন অর্থ নেই।[১৪৭] আফ'আলু মিন জাতীয় এমন অনেক মাছাল আছে যেগুলোর উৎস অজানা। এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে 'আলিমগণ মতানৈক্য করেছেন। যেমন- أخيل من صعلب في أسته عهنة
হামযা আল-ইস্ফাহানী এমাছালের ভাষ্যে বলেছেন, আরবদের এমাছালটি মুহম্মদ ইবন হাবীব বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এর ব্যাখ্যা করেননি। এর অর্থও আমি জানিনা।[১৪৮]

আরেকটি মাছাল أتبع من تولب (তাওলাব হতেও অধিক পশ্চাৎগমনকারী)।[১৪৯] আবু হিলাল আল'আসকারী এসম্পর্কে বলেন, التولب। বলা হয় গাধা, ঘোড়া,এবং গাভীর ঐ বাচ্চাকে যেটা মায়ের পিছু পিছু চলতে পারে। কিন্তু আমি বুঝতে পারলামনা এখানে التولب। কে কেন নির্দিষ্ট করা হয়েছে।[১৫০]

---

১৪৪. জামহারা ঃ ১/৯৪ ; ময়দানী ঃ ১/৪৫ ; লিসানুল 'আরব ঃ (ددد)

১৪৫. জামহারা ঃ ১/৪৪৮ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ২/৮৩ ; আদ্দুররা আল-ফাখিরা ঃ ২/৫০৬।

১৪৬. কাতামিশ ঃ ২৪০।

১৪৭. আবু 'ইকরামা আদ্দববী: কিতাবুল আমছাল ,দামিশক. ১৩৯৪/১৯৭৪. পৃ-৩৮৯ : কাতামিশ ঃ ২৪৩।

১৪৮. আদ্দুররা আল-ফাখিরা ঃ ১/১৯৩।

১৪৯. জামহারা ঃ ১/২৮২।

১৫০. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

খ. এমন অনেক মাছাল আছে যার উৎস সন্ধান করলে পাওয়া যায় কিন্তু এসম্পর্কে লোকেরা অজ্ঞ থাকায় তা এখনো অস্পষ্ট হয়ে রয়েছে। এরকম মাছালের সংখ্যাও কম নয়। অথচ প্রতিটি মাছাল কোন না কোন ঘটনা বা কাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু এগুলোর উৎস না জানার কারণে এগুলোর অর্থ ও পরিস্কার হচ্ছে না।[১৫১]

কালকাশান্দী এসম্পর্কে বলেন, *আরবী গদ্যে পদ্যে যেসব মাছাল আরবদের দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে সেগুলোর উৎস ও ভিত্তি অনুযায়ী যথোপযুক্তস্থানে লেখক বর্ণনা করে। কেননা মাছালের রয়েছে অনেক পটভূমি ও কারণ। যেগুলো জনসাধারণের নিকট পরিচিতও। যদি এসব ভূমিকা, কারণ ও পরিচিতি না থাকতো তাহলে এতো শব্দে এতো দীর্ঘ ঘটনার অবতারণা সম্ভব হতো না।*[১৫২]

গ. এমন অনেক মাছাল আছে যাতে অনেক দুর্লভ ও অপরিচিত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যেগুলোর একাধিক অর্থ হতে পারে।[১৫৩]

ঞ. মাছাল-এর প্রকারভেদ

সাহিত্যিক ও মাছালবিদগণের মধ্যে মাছালের প্রকারভেদে অনৈক্য পরিলক্ষিত হয়। জুরজী যয়দানের মতে মাছাল দু'প্রকারঃ[১৫৪]

ক أمثال حكيمة ঃ বা প্রজ্ঞাপূর্ণ মাছাল। যেমন ঃ

الجار قبل الدار ঃ বাড়ী ক্রয়ের পূর্বে প্রতিবেশী খোঁজ কর।[১৫৫]

الخطا زاد العجول ঃ যদি কর তাড়াতাড়ি ভুলের হবে বাড়াবাড়ি।[১৫৬]

খ. الأمثال المبنية علي الحوادث ঃ বা ঘটনার সম্বলিত মাছাল ঃ যেমন ঃ-

أوفي من السموال (সমভাল হতেও অধিক প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী।)[১৫৭]

মুহম্মদ আল-ঘরভীর মতেও মাছাল দু'প্রকার ঃ[১৫৮]

ক. المثل السائر ঃ বা প্রচলিত মাছাল ও

---

১৫১. *কাতামিশ ঃ ২৪৩।*

১৫২. *প্রাগুক্ত; সুবহুল আশা ঃ ১/২৯৫।*

১৫৩. *প্রাগুক্ত।*

১৫৪. *যয়দান ঃ ১/৪৯।*

১৫৫. *মুনজিদ ঃ ১১৭১।*

১৫৬. *প্রাগুক্ত ঃ ১১৮১।*

১৫৭. *জাওয়াহিরুল আদব ঃ ১/৩০০।*

১৫৮. *মুহম্মদ আল-ঘরভী ঃ আল-আমছাল ফী, কিতাবি নহজিল বালাঘা, কুম, ইরাণ, ১ম সং-, ১৪০১/১৯৮১, পৃ- ৪।*

Dhaka University Institutional Repository

খ.المثل القياسى ঃ কিয়াসী মাছাল।

ডঃ জাবির ফায়্যায বলেন,[১৫৯] সম্ভবত ঃ মাছাল প্রধানত ঃ দুপ্রকারঃ

ক. الأمثال العفوية বা সাধারণ মাছাল ও

খ. الأمثال المقصودة বা উদ্দেশ্যমূলক মাছাল।

ডঃ 'আব্দুল মজীদ কাতামিশের মতে মাছাল তিন ভাগে বিভক্তঃ[১৬০]

ক. المثل الموجز বা সংক্ষিপ্ত মাছাল

খ. المثل القياسي বা কিয়াসী মাছাল ও

গ. المثل الخرافي বা কল্পিত মাছাল।

আহমদ হাশিমির মতেও মাছাল তিন প্রকার ঃ[১৬১]

ক. المفترضة الممكنة বা ধারণাকৃত সম্ভাব্য মাছাল,

খ. المخترعة المستحيلة বা আবিষ্কৃত সম্ভাব্য মাছাল ও

গ. المختلطة বা সংমিশ্রিত মাছাল।

প্রত্যেক প্রকরের বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

المثل السائر : বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আরবরা সে সব মাছাল বলেছে তাই المثل السائر বা প্রচলিত মাছাল।[১৬২] পরবর্তীকালে যেসব বিষয়ের সাথে মিলে যায় এমন বিষয় উপস্থিত হলে সে সম্পর্কে মাছালগুলো প্রয়োগ করা হতো। এভাবেই মুখে মুখে এর প্রচলন ঘটে।[১৬৩]

যেমন ঃ الجزاء من جنس العمل ঃ কাজ অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া হয়। [১৬৪]

---

১৫৯. ডঃ জাবির ফায়্যায ঃ আল-আমছাল ফীল কুরআনিল কারীম,রিয়াদ,২য় সং- ১৪১৫/১৯৯৫, পৃ-১০০।

১৬০. কাতামিশ ঃ ২৮।

১৬১. জাওয়াহিরুল আদব ঃ ১/২৬৩।

১৬২. মুহম্মদ আল-ঘরভী ঃ ২৪ ঃ ১৯৯।

১৬৩. প্রাগুক্ত ।

১৬৪. আল-মুনজিদ ঃ ৯৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

المثل القياسي ঃ উপমার মাধ্যমে নিজস্ব চিন্তা ভাবনাকে ব্যাখ্যা করার জন্যে লেখক এমন বর্ণনা উপস্থিত করেন যা চিত্র তুল্য তাই কিয়াসী মাছাল। অলংকার শাস্ত্রবিদরা এধরণের মছালকে التمثيل المركب বলে অভিহিত করেছেন।[১৬৫]

'আবদুল মজীদ 'আবিদীনের মতে কিয়াসী মাছাল হলো গুণবাচক বর্ণনা অথবা কাহিনীমূলক বর্ণনা যার মূল লক্ষ্য হলো কোন চিন্তাভাবনাকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা অথবা উপমা, অনুমান ও তুলনা এবং দুটি বিষয়ের মধ্যে যে কোন একটিকে অন্তর্ভুক্ত করা। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এমাছাল গুলো রচিত হয়। শিষ্টাচার শিক্ষাদান, নৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত করণ, উদাহরণ প্রদান কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক বর্ণনা করা ইত্যাদি।[১৬৬]

মোটকথা কিয়াসী মাছাল এমন বড় ধরনের বাক্য যাতে পূর্ববর্তী বিষয়ের সাথে তুলনা প্রকাশ পায়। এটি কোন কিস্সা বা কাহিনীর সারসংক্ষেপ নয়, বা কোন ঘটনার দিকে ইঙ্গিতবহও নয়, বরং দু'টো ঘটনার তুলনাই এমাছালের মুখ্য উদ্দেশ্য।[১৬৭]

প্রাচীন মাছাল সংকলন গ্রন্থে এধরণের মাছাল অনুপস্থিত। এধরনের বহু মাছাল আল-কুরআনে এবং আল-হাদীছে বিদ্যমান রয়েছে।
ইসলামী চিন্তাবিদগণ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এধরনের মাছালের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। নিম্নে কয়েকটি কিয়াসী মাছাল উল্লেখ করা হলো ঃ

ক. مثل الدنيا كمثل الحية لين مسها و السم الناقع في جوفها يهوي إليها الغر الجاهل ، و يحذرها ذواللب العاقل

(আলী (রাঃ) বলেন দুনিয়াটা সাপের মতো। এর ছোবলটা নরম কিন্তু এর বিষে মৃত্যু ঘটে। তাই মুর্খরা একে আকড়ে ধরে আর জ্ঞানীরা একে পরিত্যাগ করে।)[১৬৮]

খ. مثل العالم مثل النجوم التي يقتدي بها ، و الأعلام التي يهتدي بها ، إذا تغيبت عنهم تحيروا ، و إذا تركوها ضلوا

('আলিমগণ তারকারাজির ন্যায়। যাকেই অনুসরণ করা হবে সৎ পথ পাওয়া যাবে। যখন এতারকারাজি অদৃশ্য হয় তখন এদের অনুসারীরা হয়রান পেরেশান হয়ে পড়ে। তদ্রূপ যারা আলিমদের অনুসরণ ছেড়ে দেয় তারা পথভ্রষ্ট হয়)।[১৬৯]

---

১৬৫. মুহম্মদ আল-ঘরভী ঃ ৪।

১৬৬. আবিদীন ঃ ১৫৮।

১৬৭. প্রাগুক্ত।

১৬৮. শরীফ রাযী ঃ নহজুল বালাগাহ,সম্পাদনা আবুল ফযল ইব্রাহীম, কায়রো.১৯৬৩, পৃ-২/৩৩৩।

১৬৯. আল- আমছালু মিন কিতাবি ওয়া সুন্নাহ, সম্পাদনা আলী মুহম্মদ বাজাবী, কায়রো, ১৯৭৫, পৃ-৪৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

গ. مثل الناس و الإسلام كمثل الفسطاط لا يقوم إلا بعمود ، ولايقوم العمـود إلا بالأوتـاد ، فكلما نـزع وتـد . ازداد العمود و هنا

(মানুষ এবং ইসলামের উদাহরণ হলো তাবুর মতো যা খুঁটি ছাড়া দাঁড়াতে পারেনা, আর খুঁটিও প্যারেক ছাড়া দাঁড়াতে পারেনা। প্যারেক যখন সরিয়ে ফেলা হয় খুঁটি নড়বড়ে হয়ে যায়) ।[১৭০]

المثل الموجز কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংক্ষিপ্ত একটি বাক্য রচিত হয়। পরবর্তিকালে সে ঘটনার সাথে সামঞ্জস্য রাখে এমন ঘটনার ব্যাপারে ঐ বাক্যটি ব্যব'হৃত হলে তখন তাকে المثل الموجز বা সংক্ষিপ্ত মাছাল বলে।

এধরণের মাছালই সত্যিকারার্থে মাছাল। মাছাল সংকলকগণ এধরণের মাছালই সংকলন করেছেন। এবংএগুলোর ভাষ্য ও উৎস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

এমন অনেক বাক্য আছে যা জনসাধারণের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। অনেকদিন ব্যবহারের ফলে তা মাছালে রূপান্তরিত হয়। এধরণের সংক্ষিপ্ত জ্ঞানগর্ভ বাক্যও মুজিয মাছালের অন্তর্ভূক্ত।[১৭১] যেমন

ক. السر أمانة (গোপনীয়তা রক্ষা করা এক প্রকার আমনত।)[১৭২]

الحرب خداع (যুদ্ধ একটি ধোকা।)[১৭৩]

স্থান-কাল পাত্রভেদে মানুষের মাঝে যেসব শ্লোক চরণ অথবা শ্লোকের কিয়দংশ প্রচলিত হয়ে পরিশেষে মাছাল হিসেবে পরিগণিত হয় এগুলোও মুজিয মাছালের অন্তর্ভূক্ত। যেমন লবীদ ইব্ন রবী'আর একটি শ্লোক ,

ألا كل شيئ ما خلا الله باطل ＊＊ و كل نعيم لامحالة زائل

(আল্লাহই অক্ষয় আর সব কিছু ধ্বংসশীল, সকল সুখ ও সম্পদ নিশ্চয়ই ধ্বংস প্রাপ্ত হবে।)[১৭৪]

তারাফার একটি চরণ যেমন بعض الشر أهو ن من بعض

(কোন কোন মন্দ কোন কোন মন্দ হতে সহজ।) অর্থাৎ কম ক্ষতিকর।[১৭৫]

أفعل من এর ওযনে যেসব মাছাল মুবালাগা ঃ (অতিরঞ্জন) এবং উপমার জন্যে ব্যবহৃত হয় সেগুলোও মুজিয মাছালের অন্তর্ভূক্ত। এধরনের মাছালের সংখ্যা প্রচুর। প্রতিটি মাছাল গ্রন্থে এর বিপুল সমাহার রয়েছে। নিম্নে এধরণের কয়েকটি মাছাল উল্লেখ করা হলো ঃ

---

১৭০. প্রাগুক্ত।

১৭১. কাতামিশ ঃ ২৮।

১৭২. প্রাগুক্ত।

১৭৩. প্রাগুক্ত।

১৭৪. ময়দান ঃ ১/১২১।

১৭৫. ময়দানী ঃ ১/১৯৪: আল-মুস্তাক্সা ঃ ১/১০।

Dhaka University Institutional Repository

أبعد من النجم (তারকা হতেও দূরবর্তী)।[১৭৬]

أبصر من الوطواط بالليل(নিশাচর বাদুর অপেক্ষা অধিক দৃষ্টি সম্পন্ন)।[১৭৭]

أبرد من عضرس (বরফের চাইতেও ঠাণ্ডা)।[১৭৮]

أبول من الكلب (কুকুর হতেও অধিক প্রস্রাবকারী)।[১৭৯]

أبقي من وحي الحجر (পাথরে খোদিত লেখার চাইতেও অধিকস্থায়ী .)।[১৮০]

أبغي من الإبرة (সূচের চাইতেও অধিক বিশ্বাস ঘাতক)।[১৮১]

أبقي من النسرين (সকাল সন্ধার চাইতেও স্থায়ী)।[১৮২]

أبهي من القمرين (চন্দ্র সূর্য অপেক্ষা অধিক স্পষ্ট)।[১৮৩]

أبكي من يتيم (অনাথের চাইতে অধিক ক্রন্দনশীল)।[১৮৪]

أبخل من صبي (ছোট বালকের চাইতেও অধিক কৃপণ)।[১৮৫]

أبخل من كلب (কুকুর হতেও অধিক কৃপণ)।[১৮৬]

أجبن من ليل (তিতির পাখির বাচ্চা হতেও ভীত)।[১৮৭]

أجري من ذي لبد (সিংহের চাইতেও দুঃসাহসী)।[১৮৮]

أجرأ من الذباب (মাছি হতেও দুঃসাহসী)।[১৮৯]

---

১৭৬. ময়দানী : ১/১১৫।

১৭৭. প্রাগুক্ত।

১৭৮. প্রাগুক্ত : পৃ- ১/১১৬।

১৭৯. প্রাগুক্ত : ১/১১৯।

১৮০. প্রাগুক্ত।

১৮১. প্রাগুক্ত।

১৮২. প্রাগুক্ত।

১৮৩. প্রাগুক্ত।

১৮৪. প্রাগুক্ত : পৃ- ১/১২০।

১৮৫. প্রাগুক্ত।

১৮৬. প্রাগুক্ত : ১/১১৪।

১৮৭. প্রাগুক্ত : ১/১৮৫।

১৮৮. প্রাগুক্ত।

১৮৯. প্রাগুক্ত : ১৮১।

Dhaka University Institutional Repository

المثل الخرافي ঃ রম্য অথচ মিথ্যা সঞ্জাত কথা হলো خرافة । ফরাসীরা একে বলে Fable (রূপক কাহিনী)[১৯০]

আর খুরাফী মাছাল হলো ঐসব প্রচলিত সংক্ষিপ্ত বাক্য যা আরবরা জীব জন্তুর ভাষায় বর্ণনা করেছে। অথবা এতদ সংক্রান্ত বানানো কল্প কাহিনীই খুরাফী মাছাল।

এর উদ্দেশ্য হলো সান্ত্বনা দেয়া, কৌতুক করা অথবা নৈতিকতায় উৎসাহিত করা। প্রকৃত পক্ষে এধরণের বাক্য ও কাহিনীর কোন যুক্তি বা ভিত্তি নেই। ভাষাতত্ত্ববিদরা এধরনের মাছালকে أكاذيب العرب (আরবদের মিথ্যা কাহিনী) বা أكاذيب الأعراب (মরুবাসীর মিথ্যা কাহিনী) অথবা رموز العرب (আরবদের কিংবদন্তী) বলে আখ্যায়িত করেছেন। এধরনের কয়েকটি মাছাল হলো।[১৯১]

حديث خرافة (খুরাফার কাহিনী।)

أمحل من حديث خرافة (খুরাফার কাহিনী হতেও অসম্ভব।)

তত্ত্ববিদগণ এদু'টো মাছালের ব্যাখ্যায় বলেছেন, খুরাফাঃ 'উযরাঃ অথবা জুহয়নাঃ গোত্রের লোক ছিল। একদা এক জিন্ন খুরাফার উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাকে নিয়ে চলে যায়। ফলে সে জিন্নদের মধ্যে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করে। এরপরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে জিন্নদের অনেক কল্পকাহিনী তাদেরকে শুনায়। এতে লোকজন আশ্চর্য হয়ে যায় কিন্তু তার কাহিনীগুলো আজগুবি হওয়ায় লোকজন তাকে মিথ্যাবাদী বলতে থাকে যা পরবর্তীকলে মাছালে পরিণত হয়। এর পর থেকে যেকোন ভিত্তিহীন কথাকে আরবরা খুরাফা বলতে থাকে।[১৯২]

এ ধরনের কিছু কাহিনী আরবী গদ্য ও পদ্য সাহিত্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যেমন রয়েছে অন্যান্য সাহিত্যে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো হিতোপদেশ, কৌতুক এবং নৈতিকতা শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা।
খুরাফী মাছাল দু' শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ

ক. যে সব মাছাল আরবরা সরাসরি জীবজন্তুর ভাষায় বর্ণনা করতো সেগুলো প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। এ শ্রেণীর মাছালের মধ্যে প্রসিদ্ধ মাছাল হলো সর্প ও কুড়াল সম্পর্কিত। মাছালটি হলো- كيف أعاودك و هذا أثر فأسك (আমি কিভাবে তোমার সাথে পুণঃ চুক্তিতে আবদ্ধ হব তোমার কুড়োলের দাগতো এখনও অবশিষ্ট আছে ?)

উৎস ঃ- আরবীয় একটি কিংবদন্তী হলো, কোন এক গ্রামে দু'ভাই ছিল যাদের উট হারিয়ে গিয়েছিল। খুঁজতে খুঁজতে তারা এলাকা ছাড়তে বাধ্য হলো। তাদের এলাকার কাছাকাছি একটি তৃণাচ্ছাদিত ভয়ঙ্কর উপত্য'কা ছিল। সেখানে এতো সাপ থাকতো যে লোকজন সেখানে যেতে কখনই সাহসী হতো না। এর পরেও এক ভাই অপর ভাইকে বললো, তুমি অনুমতি দিলে আমি সে উপত্য'কায় গিয়ে উটটি খোঁজে দেখে আসতে পারি। উত্তরে ভাই বললো, আমিতো সাপকে খুব ভয় করি। তাছাড়া অদ্যাবধি সেখানে যে গিয়েছে সে আর ফেরেনি। কিন্তু ভাই

---

১৯০. *আবিদীন ঃ ১২।*

১৯১. *কাতামিশ ঃ ৩১-৩২।*

১৯২. *আদ্দুররা আল-ফাখিরা ঃ ৩/৩৮৯ ; ময়দানী ঃ ১/১৯৫ ; আল-মুসতাকসা ঃ ১/৩৬১, ২/৬১ ।*

Dhaka University Institutional Repository

বাধা না মেনে আল্লাহর নামে শপথ করে উটের খুঁজে উপত্যকায় ঢুকে পড়লো। খুঁজতে খুঁজতে সে সাপের নাগালে এসে গেল এবং সাপের দংশনে মারা গেল।

অনেক দিন ভাইকে ফিরছে না দেখে তার আশঙ্কা হলো। পরিশেষে সে প্রতিজ্ঞা করলো ভাই যখন বেঁচে নেই একাকী জীবনে কি লাভ ? সাপকে হত্যা করে ভায়ের প্রতিশোধ গ্রহন করবোই।

প্রতিজ্ঞানুযায়ী সে সাপটিকে খুঁজতে লাগলো। সাপ বিষয়টি বুঝতে পেরে তাকে বললো, তোমার ভাইকে আমি হত্যা করেছি এটা কি তোমার স্মরণে নেই? তোমার কি সন্ধি করার ইচ্ছা আছে ? তাহলে তুমি নিরাপদে থাকবে এবং প্রতিদিন একটি করে দীনার পাবে। চুক্তিনুযায়ী সাপ প্রতিদিন তাকে একটি করে দীনার দিতে থাকে। পরিশেষে সে বিরাট অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়।

একদা ভাইয়ের কথা স্মরণে পড়তেই তার প্রতিশোধ ইচ্ছাটা পুনঃ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। তখন সে কুড়োল নিয়ে সাপের জন্যে ওঁৎপেতে থাকে। সাপ যখন গর্তে প্রবেশ করছে তখন সে গোপনে তাকে অনুসরণ করে কুড়োল নিক্ষেপ করে কিন্তু লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে কুড়োল গর্তের পাড়ে গিয়ে আঘাত করে। সাপ গর্ত থেকে বের হতেই কুড়োলের আঘাত দেখে ব্যাপারটি বুঝতে পারে এবং দীনার প্রদান বন্ধ করে দেয়। এতে সে তার কৃতকর্মের জন্যে লজ্জিত ও ভীত হয়। এরপর সাপকে গিয়ে বলে আমরাকি পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে পারিনা ? তখন সাপ তাকে লক্ষ্য করে একথাটি বলে- كيف أعاودك وهذا اثر فأسك و أنت فاجر لا تبالي العهد (তুমি তো গাদদার, প্রতিশ্রুতির কোন তোয়ককাই তুমি করনি। তোমার সাথে আমি কিভাবে চুক্তিতে আবদ্ধ হবো তোমার কুড়োলের দাগতো এখনো আছে ?)

সাপের একথাটির প্রচলন মাছাল হিসেবে ঘটে।[১৯৩] মুফাদ্দল আদ্দবী পূর্ণ ঘটনাটিকেই মাছালের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। তিনি এটিকে আরবের প্রসিদ্ধ মাছাল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[১৯৪]

খ. দ্বিতীয় প্রকার মাছাল হলো আরদের রূপকথা। যেমন-

كرحم الفيل من الحمار (গাধার সাথে হাতীর আত্নীয়তার মত)[১৯৫] এ মাছালটি ভিত্তিহীন।

মূল উৎস : একদা হাতী ও গাধা একই চারণ ভূমিতে চরছিল। কিন্তু হাতী গাধাকে সহ্য করতে পারছিল না। সে গাধাকে বার বার চারণভূমি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছিল। তখন গাধা বললো, আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ কেন ? তোমাতে আমাতে আত্নীয়ার সম্পর্ক আছে তো। হাতী বললো, কিভাবে? গাধা বললো, আমার মুখতো তোমার শুঁড়ের মত। হাতী তখন এ আত্নীয়তাকে গ্রহন করে নেয়।

এধরণের আরেকটি মাছাল كطالب القرن فجدعت اذنه (শিং আনতে গিয়ে কান হারিয়ে আসার ন্যায়)[১৯৬]

---

[১৯৩]. *আমছালুল আরব : ৮৪-৮৫; ময়দানী : ২/১৪৫; আবিদীন : ৯৯।*

[১৯৪]. *আদদুররা আল-ফাখিরা : ২/৫৫৪; কিতাবুল হায়ওয়ান : ৪/৩২৩।*

[১৯৫]. *আবিদীন : ৯৯।*

[১৯৬]. *কাতামিশ : ৩৫।*

Dhaka University Institutional Repository

আরবদের ধারণা উট পাখী শিং আনতে গিয়ে কান দুটি হারিয়ে আসে। মাছালটি ভিত্তিহীন।

এরকম আরো বহু মাছাল রয়েছে। মাছাল সংকলকগণ পুরো ঘটনাটিকে মাছালের অন্তর্ভুক্ত করেননি। শুধু যে অংশটুকু বহুল প্রচলিত সে টুকুকেই মাছাল হিসেবে গণ্য করেছেন। যেমন সাপও কুড়োলের কাহিনীর মধ্যে শুধু সাপের কথা كيف أعاودك و هذا أثر فأسك কে মাছাল হিসেবে গ্রহন করা হয়েছে। কাল্পনিক কাহিনী হিসেবে পুরোটা মাছাল হওয়া সম্ভব। তখন সেটি হবে কিয়াসী মাছাল। এধরণের কিয়াসী মাছাল কালিলাঃ ওয়া দিমনাঃ[১৯৭] গ্রন্থে বহু রয়েছে। এসব কাহিনীর শুধু প্রচলিত বাক্য টুকু মাছাল হিসেবে ধরা হয় বলে এটা মুজিয মাছাল।[১৯৮] ব্যাবিলনের প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের শিক্ষার মাধ্যম ছিল কিয়াসী মাছাল। এধরণের বহু মাছালের উদাহরণ বাইবেলের Old Testament-এর অনেক অধ্যায়ে বিদ্যমান।[১৯৯]

খৃষ্টান পাদ্রীগণ তাদের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাখ্যায় ব্যাপকহারে এধরনের মাছাল ব্যবহার করেন। New Testament- ও এধরনের মাছালের সন্ধান পাওয়া যায়। আল-কুরআনের মাছালও এপর্যায়ের মাছাল বলে মুফাস্সিরগণ মন্তব্য করেছেন।
মূলত ঃ সেমিটিক সাহিত্যে বিশেষভাবে ধর্মীয় পরিবেশে কিয়াসী মাছালের প্রসার ঘটে।[২০০] ফলে কিয়াসী মাছাল খুরাফী মাছালের সাথে এমন ভাবে মিশে আছে যে, এতদুভয়ের পার্থক্য করা কঠিন। যদিও এ পরিভাষা দু'টোর মধ্যে অনেকেই পার্থক্য করেছেন।[২০১]

المفترضة الممـــكنة ঃ যে সব কথা এবং কাজ জ্ঞানী ব্যক্তিদের দিকে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তিদের কথা ও কাজ এধরণের মাছালের অন্তর্ভুক্ত।[২০২]

المخترعـة المستحيلة ঃ যে সব মাছাল জীবজন্তু ও জড় পদার্থের ভাষায়মানুষকে হিতোপদেশ দেয়ার জন্যে রচিত সেগুলো এধরণের মাছালের পর্যায়ভূক্ত।[২০৩]

المخـــــتلطـــــة ঃ যে সব কথা ও কাজ বক্তা অবক্তার মাঝে আবর্তিত হয় সেগুলো এ ধরণের মাছালের অন্তর্ভুক্ত।[২০৪]

---

১৯৭. *কালীলাঃ ওয়া দিমনাঃ (كليلة و دمنة) মূলতঃ সংস্কৃত ভাষায় রচিত পাকভারতীয় উপ-কাহিনী বেদপদ ব্রাহ্মণের মুখে কথিত এ সকল কাহিনী চীন দেশ হয়ে পারস্যে পৌছায়। নৌশেরওয়াঁর সময় তাঁর এক চিকিৎসক বরজু এগুলো প্রাচীন ফারসী ভাষায় অনুবাদ করেন। সে অনুবাদটিকেই আরবীতে ভাষান্তরিত করেন 'আবদুল্লাহ ইবনিল মুকাফফা। কালীলা ঃ ও দিমনার কাহিনীটি রূপকথা ও নীতিকথার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। ঈসপের গল্পের মতো এগুলো খণ্ড খণ্ড নয়, বরং একটি বৃহৎ কাহিনী সূত্রে সবগুলো একত্র গ্রোথিত করে দেয়া হয়েছে। কালীলা ঃ ও দিমনাঃ দুটি শৃগালের নাম। বাদশা সিংহের দরবারে তাঁদের কুটকৌশল ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে কাহিনীর বহিরাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। এর কাহিনীগুলোর আসল উদ্দেশ্য গল্পাচ্ছলে উপদেশ প্রদান। যয়দান ঃ ২/১৫২-৫৫ : গোলাম সামদানী কোরায়শী ঃ আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঢাকা ,১৯৭৭, পৃ-১২৭-২৮।*

১৯৮. *কাতামিশঃ পৃ-৩৫।*

১৯৯. *Encyclopadia of Religion and Ethics: P.631.*

২০০. *আবিদীন ঃ ১২:তুঃ J.A Findlay;Tesus and las parables, londn .2nd, ed. 1951,PP.325-875.*

২০১. *Encyclopadia of Religion and Ethics. P.629.*

২০২. *هي ما نسب فيها النطق و العمل إلي العاقل জাওয়াহিরুল আদবঃ ১/২৬৩।*

২০৩. *ما جاء ت علي ألسنة الحيوانات و الجمادات فيعزي لها النطق و العمل لإرشاد الإنسان প্রাগুক্ত।*

Dhaka University Institutional Repository

ট . মাছাল -এর শর্ত

আহমদ হাশিমীর মতে মাছালের শর্ত চারটি ঃ

ক.মাছালকে সকল প্রকার জটিলতা থেকে মুক্ত হতে হবে। যাতে এর আসল উদ্দেশ্য শ্রোতার কর্ণকুহরে প্রবেশ করতে পারে।

খ. মাছাল দীর্ঘ ও জটিল হবেনা।

গ. মাছালের বাক্য রসালো ও সৌন্দর্য মণ্ডিত হবে।

ঘ. সম্ভাব্য একটি আকৃতিতে উপস্থাপিত হবে।[২০৫]

হান্না আল-ফাখুরী বলেন, উত্তম মাছাল হওয়ার জন্যে শর্ত হলো উপমা উপমিতের অনুরূপ হবে। চাই সে মাছালটি উঁচু-নিচু, ইতর-ভদ্র যে কারো মুখ নিঃসৃত হোকনা কেন। যেমন, أسمع من قراد (উটের উকুন হতেও অধিক শ্রবণশীল)।[২০৬]

মারযুকী বলেন, মাছালের জন্যে শর্ত হলো মৌলিকগত ভাবে মাছালের সৃষ্টি যেভাবে সেভাবেই এর প্রচলন হবে। এতে কোন পরিবর্তন হবেনা।[২০৭]

---

২০৪. ما دار فيها الكلام و العمل بين الناطق و غير الناطق প্রাগুক্ত।

২০৫. প্রাগুক্ত।

২০৬. হান্না আল-ফাখুরীঃ আল হিকামওয়াল আমছালল, ৪র্থ সং-১৯৮০.পৃ-৮।

২০৭. আল-মুযহির ঃ ১/৪৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

ঠ. মাছাল-এর বৈশিষ্ট্য

মাছাল আরবী সাহিত্যের অন্যতম অর্থবহ সংক্ষিপ্ত বাক্য। এ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণেই এগুলো আরবী সাহিত্যের অন্যান্য বাক্য হতে ভিন্নতর। প্রখ্যাত মাছাল সংকলক ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও মনীষীদের দৃষ্টিতে মাছালের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করছি।

ইবন সাল্লাম জুমাহী বলেন, মাছালে তিনটি বৈশিষ্ট্যের সমাহার আছে ঃ[২০৮]

ক. সংক্ষিপ্ত হওয়া

খ. সঠিক অর্থ হওয়া

গ. উত্তম উপমা হওয়া

ইব্‌রাহীম নাযযামের (মৃ-২৩১/৮৪৫) মতে মাছালের মধ্যে চারটি বৈশিষ্ট্য আছে। যা অন্য কোন বাক্যে নেই। উপরে বর্ণিত তিনটি। ৪র্থটি হলো ঃ উত্তম ইঙ্গিত হওয়া।[২০৯]

আবূ হায়্যান তাওহিদী বলেন, আবূ সুলায়মানের মতে, (ক) মাছাল সংক্ষিপ্ত হবে, (খ) এতে কিছু উহ্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, (গ) অবয়ব অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত থাকবে (ঘ) ভাবার্থ সুক্ষ্ম হবে, (ঙ) সংকেত (كناية) অর্থবহ হবে এবং (চ) মাছালের বাক্য প্রচলিত হবে।[২১০]

অধ্যাপক জাওয়াদ আলীর মতে মাছাল মুখতাছর, উৎপত্তিতে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, আলংকারিক এবং প্রভাব বিস্তারকারী হতে। দু'বা ততোধিক শব্দে গঠিত হবে। দীর্ঘ হতে পারবেনা। সাজা[২১১] এবং তিবাক[২১২] হবে। এটি ছন্দোময় ও হৃদয়গ্রাহী হবে, এতে কোন কৃত্রিমতা থাকবে না। ইহা দীর্ঘস্থায়ী, প্রজ্ঞাপূর্ণ, সত্য এবং প্রচলিত হবে।[২১৩]

ইন'আম আল জুন্দীর মতে মাছালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো মানুষের মাঝে এর ব্যাপক প্রচলন হবে, তুলনীয় কোন ঘটনার সাথে সাদৃশ্য থাকবে, যে কারণের জন্যে মাছালের উপস্থাপনা সে কারণ এবং উপস্থিত ঘটনার সাথে মিল থাকবে। সাধারণতঃ এর স্রষ্টার পরিচয় অজ্ঞাত থাকবে।[২১৪]

---

[২০৮]. *ইবন সাল্লাম ঃ কিতাবুল আমছাল, ভূমিকা।*

[২০৯]. *ময়দানী ঃ ভূমিকা।*

[২১০]. *কাতামিশ ঃ ২৫৬ ;*

[২১১]. *ইবন দুরয়দ (মৃ-৩২৩ /৯৩৪) বলেছেন, سجعت الحمامة (কবুতর বার বার বাকুম বাকুম করেছে) থেকে সজা' কথার উৎপত্তি। ভাষাবিদদের মতে সজা' হলো একই ছন্দে বাক্যের পুনরোক্তি বা পুণরাবৃত্তি। গদ্যে সজা রীতিতে একই আওয়াযের বার বার আবৃত্তি হয় বিধায় সজা'কে সজা' বলা হয়। কাযী আবূ বকর আল-বাকিল্লানী, কিতাবু ই'জাযিল কুরআন, আল- ইতকানের হাশিয়া, হিজাযী ছাপা, কায়রো, পৃ ঃ ৯০*

[২১২]. *তিবাক হলো বিপরীত মুখী দুটি অর্থ একত্রিত হওয়া যেমন- এরশাদ হচ্ছে, فليضحكوا قليلا و ليبكوا كثيرا (তোমাদের কম হাসা এবং বেশী কাঁদা উচিত।) এখানে হাসার বিপরীত কাঁদা এবং কমের বিপরীত বেশী দুটি অর্থে একত্রিত হয়েছে। আবদুল আহাদ কাসিমী ঃ দুরুসুল বালাগা ঃ ঢাকা-১৯৬০, পৃ-১৬৯।*

[২১৩]. *জাওয়াদ আলী : ৮/৩৫৬-৩৫৮।*

Dhaka University Institutional Repository

মাছালবিদগণ এবিষয়ে ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন যে, মাছালের আকৃতি অপরিবর্তনীয় থাকবে। আরবদের থেকে যেভাবে এর প্রচলন হয়েছে সেভাবেই থাকবে।

মাছাল কিয়াস বহির্ভূত হওয়ায় এতে ব্যাকরণগত ত্রুটি মার্জনীয়। দ্বারকানাথ বসু প্রবাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন, *প্রবাদ জনসাধারণের দ্বারা গৃহীত হবে, উপমা কিংবা রূপক প্রবাদে প্রতিফলিত হবে এবং সর্বোপরি প্রায়ই প্রবাদে উপমেয় উহ্য থাকবে।*[২১৫]

উপরের আলোচনায় মাছালের যেসব বৈশিষ্ট্য উম্মোচিত হয়েছে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলোঃ

১. **সংক্ষিপ্ত হওয়া :** আরবী ভাষায় মাছালের চাইতে কোন বাক্য এতো সংক্ষিপ্ত নয়। এর শব্দ সংখ্যা কম কিন্তু অধিক অর্থবহ। বিস্তারিত বিবরণ, বিভিন্ন কাহিনী এবং ঐতিহাসিক ঘিটনা সম্বলিত। এ সংক্ষিপ্ততা মাছালের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্যের কারণেই মাছাল সাহিত্যের অন্যান্য শাখা হতে স্বতন্ত্র। এজন্যেই মাছালবিদগণ মাছাল সংক্ষিপ্ত হওয়া মাছালের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছে ন।

আবূ 'উবায়দ আল-বকরী বলেন, *মাছালের ভিত্তি হলো সংক্ষিপ্ততা, উহ্য থাকা এবং ছোট বা হ্রস্ব।*[২১৬] তিনি আরো বলেন, *মাছাল সংক্ষেপের উৎস। এতে প্রশস্ততার বিলুপ্তি ঘটতে পারে, যা কবিতা ছাড়া আরবদের আর কোন বাক্যে হয়না।*[২১৭]

আল্লামা যমখশরী বলেন, *মাছাল সংক্ষিপ্ত হবে কিন্তু তার বিভিন্নমুখী অর্থ হবে, বাক্য ছোট হবে, এর ভাবার্থ স্থায়ী হবে, এতে সংকেত স্পষ্ট হবে এবং এমন ইঙ্গিতবহ হবে যে, ওর ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়না।*[২১৮]

কালকাশান্দী বলেন, *গদ্যাকারে রচিত মাছালও সংক্ষিপ্ত হয় এবং সার্বিক বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে। মাছালের চাইতে আর কোন বাক্য এতো সংক্ষিপ্ত নয়। মাছাল যখন কোন অর্থের দিকে ইঙ্গিতবহ হবে তখন তা সংক্ষিপ্ত হবে এবং অধিকাংশ সময় তা হবে ছোট বাক্যে।*[২১৯]

আবূ হিলাল আল-আসকারী বলেন, *আরবদের মতে মাছাল বিভিন্ন মুখী বাক্যে রূপান্তরিত হয় এবং অধিকাংশ বাকরীতিতে অনুপ্রবেশ করে শক্তিশালী শব্দে প্রকাশিত হলে এর ব্যবহার সহজ এবং প্রচলন ব্যাপক হয়।*

মাছাল অল্প শব্দে অধিক অর্থ প্রকাশ করে বিধায় বক্তার ব্যবহারে সহজ হয়। এর উদ্দেশ্য ব্যাপক হয়। এসব গুণাবলীর জন্যে মাছাল বাক্যের মধ্যে সবচাইতে উত্তম ও উৎকৃষ্ট। আশ্চ'র্যের বিষয় হলো মাছাল সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও অনেক শব্দ ধারণের উপযোগী।[২২০]

---

২১৪. *আররায়েদ ঃ ১/১৮২।*

২১৫. *দ্বারকানাথ বসু ঃ প্রবাদ পুস্তক, ১৮৯৩,থেকে ডঃ বরুণ কুমার কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ-৩১।*

২১৬. *আবূ 'উবায়দ বকরী, ফসলুল মাকাল ফী শরহি কিতাবিল আমছাল, বৈরুত, ১৯৭১-পৃ-৪৭।*

২১৭. *প্রাগুক্ত।*

২১৮. *আল-মুস্তাক্সা ঃ ভূমিকা।*

২১৯. *কালকাশান্দী ঃ ১/২৯৫।*

Dhaka University Institutional Repository

বহু মাছাল আছে যা দু' বা তিন শব্দে গঠিত। এতদসত্ত্বেও এগুলো পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে থাকে এবং সাধারণ হুকুম ও জীবনের বিভিন্ন দিকের বর্ণনা দেয়। যা প্রকাশ করতে সাধারণত ঃ বড় বাক্যেরই প্রয়োজন হয়। যেমন

أخر الـدواء الكي (সর্বশেষ ঔষধ হলো দাগানো)।[২২১]

مقتل الرجل بين فكيه (মানুষের মৃত্যুর স্থান দু'চোয়ালের মাঝে) (অর্থাৎ জিহবা)।[২২২]

উক্ত মাছাল গুলো তিন চারটি শব্দে গঠিত হলেও পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করছে এবং প্রতিটি মাছাল ব্যাখ্যা ও বর্ণনার দাবী রাখে।

আরবীতে আরো এমন অনেক মাছাল আছে যা বাক্যকে সংক্ষিপ্ত এবং কিছু বিলুপ্তি ঘটায়। এরপরেও এর অর্থ ঠিক থাকে যেমন- التمر في البئر।(কুয়োতে খেজুর আছে)।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কূয়ো থেকে পানি তুলে খেজুর বাগানে সিঞ্চন করবে তার খেজুরের ফলন অবশ্যই ভাল হবে। জাহিলী যুগে এক ব্যক্তি খেজুর পরিপক্ক হওয়ার পূর্বেই কূয়োর ধারে দাড়িয়ে চিৎকার দিয়ে এবাক্যটি বলছিল। যা পরবর্তীকালে মাছাল হিসেবে প্রচলিত হয়।[২২৩]

অধিকাংশ মাছালের সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে একধিক ঘটনা, কিচ্ছা, কাহিনী ও পটভূমি। এধরণের মাছাল আকৃতিতে ছোট হলেও অধিক ব্যাখ্যা সম্বলিত। যেমন-

سبق السيف العذل (তরবারী ধোকাবাজের উপর পতিত হয়েছে।)

পটভূমি ঃ দাব্বা ইবন উদ্দ -এর সা'দ ও সু'আয়দ নামে দু'ছেলে ছিল। একদা উভয়ে মাঠে উট চরাতে যায়। হঠাৎ করে এক যুবক এসে সু'আয়দকে হত্যা করে তার চাদর ও তরবারী নিয়ে চলে যায়। আর সা'দ উট নিয়ে একাই বাড়ী ফিরে আসে। এরপর দাব্বা নিষিদ্ধ[২২৪] মাস সমূহের কোন একদিন একাই বের হয়। রাস্তায় হঠাৎ করে তার ছেলে সু'আয়দের হন্তার সাক্ষাৎ পায়। সাথে সাথেই তাকে হত্যা করে ছেলের প্রতিশোধ গ্রহণ করে। নিষিদ্ধ মাসে হত্যা করার জন্যে লোকজন দাব্বাকে ভর্ৎসনা করলে দাব্বা এবাক্যটি বলে। যা পরবর্তী কালে মাছাল হিসেবে প্রচলন ঘটে।[২২৫]

দু'শব্দের মাছাল যেমন-

---

২২০. *জামাহারা ঃ ভূমিকা।*

২২১. *কাতামিশ ঃ২০৯।*

২২২. *আল-বয়ান ওয়াততাবঈন, ১/১৯৪।*

২২৩. *জামহারা ঃ ১/২৬৪।*

২২৪. *মহররম,রজব, যিলকদ ও যিল হজ্জ-এ চার মাসকে তৎকালীন আরবরা খুব সম্মান করতো। এমাস গুলোতে যুদ্ধ বিগ্রহ, হত্যা প্রতিশোধ সবকিছু নিষিদ্ধ ছিল।*

২২৫. *জামহারা ঃ ১/৩৭৭।*

Dhaka University Institutional Repository

جزاء سنمار (সিনিম্মারের প্রতিদান) ।

উৎস ঃ সিনিম্মার রোমের খৌরনক গোত্রের একজন দক্ষ ও সুনিপুন রাজমিস্ত্রি ছিল। সে বাদশাহ নুমান ইবন ইমরুউল কয়সের জন্যে একটি সুরম্য অট্টালিকা নির্মান করে। যা দেখে বাদশাহ চমৎকৃত হন।এবং তাঁর মনে ঈর্ষা জম্মে যে, তার এ অট্টালিকার মত আর কারো অট্টালিকা না হোক। যে ভাবা সে কাজ। তিনি সিনিম্মারকে উপযুক্ত মজুরীর পরিবর্তে অট্টালিকার উপর থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন। সিনিম্মার সাথে সাথেই প্রাণ ত্যাগ করে।

ভাল কাজের উপযুক্ত প্রতিদান না দিয়ে খারাপ প্রতিদান দিলে তখন এমাছালটি বলা হয়।[২২৬]

২. সঠিক অর্থ হওয়া ঃ

মাছাল বাস্তব জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতালব্ধ চিন্তা ভাবনার ফসল। এগুলো বাস্তব ও সত্য। যদি তা না হতো তাহলে মানুষ এগুলোকে এতো আগ্রহের সাথে গ্রহণ করতো না। উপস্থাপনা করতো না তাদের কথাবার্তা, ওয়ায-নসীহত, বক্তৃতা বিবৃতি, কবিতা-সাহিত্যে এবং এতো বহুল প্রচলিত ও হতোনা।

জীবনের চাকা প্রতিনিয়ত যুগের আবর্তে ঘুরছে। গতকাল যা ঘটেছে আজ এবং আগামী কালও তা ঘটতে পারে।

এগুলো স্রোতস্বিণীর মত বেগবান গতিশীল। মাছাল সৃষ্টির শুরু হতেই অদ্যাবধি একই অবস্থায় আছে। মানুষের চাহিদা এবং যুগের পরিবর্তনের কারণে মানুষের অনুভূতি স্বভাব এবং একে অপরের সাথে সম্পর্কের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এজন্যেই মাছাল সঠিক অর্থ প্রদান করে থাকে এবং সকলের অন্তরের অন্তঃস্থলে স্থান করে নিতে পারে। মাছালের অর্থ কোর্টের বিচারকের ফয়সালাকৃত বিচারের ন্যায় সঠিক। জাতির কাছে এগুলো আইনের মত পবিত্র ও শক্তিধর। এজন্যেই অনেক মাছাল আইনের ধাচে এবং সাধারণ হুকুম হিসেবে উৎপত্তি লাভ করে। মাছাল কখনো جملة إسمية রূপে (যা স্থায়িত্ব বুঝায়), جملة إسمية (যা অন্তর্ভুক্তি (شمول) ও সাধারণ (عموم)-এর উপকারিতা দেয় অথবা جملة شرطية (যা কোন জিনিসের ক্রম বুঝায়।) রূপে আবির্ভূত হয়।[২২৭]

প্রথম প্রকারের উদাহরণ ঃ

أول الجزم الشورة ঃ বুদ্ধিমানের প্রথম কাজ হলো পরামর্শ করা।[২২৮]

المرء بخليله ঃ মানুষ তার বন্ধু দ্বারা পরিচিত হয়।[২২৯]

خير الأمور أوسطها ঃ মধ্যম কাজই উত্তম।[২৩০]

---

২২৬. *প্রাগুক্ত ঃ ১/৩৫০।*

২২৭. *কাতামিশ ঃ ২৫৯।*

২২৮. *রিয়ায 'আব্দুল হামীদ মুরাদ ঃ মু'জামুল আমছালুল-আরাবিয়্যা, রিয়াদ, ১৪০৭/১৯৮৬ ; পৃ- ২/৪৯৪ : ময়দানী ঃ ১/৫২ : জামহারা ঃ ১/১১।*

২২৯. *জামহারা ঃ ১/২৫১।*

২৩০. *ময়দানী ঃ ১/২৪৩।*

إن البلاء موكل بالنطق : কথার কারনে মানুষের (অনেক সময়) বিপদ আসে।[২৩১]

المكثار كحاطب الليل : বাচাল ব্যক্তি রাত্রে খড়ি সংগ্রহকারীর ন্যায়।[২৩২]

يبدأ الشر من صغاره : খারাপ কাজ ছোট থেকেই শুরু হয়/তিলে তাল হয়[২৩৩]

الصمت و قليل فاعله : চুপ থাকা বিজ্ঞের কাজ আর এটা খুব কম লোকই করে থাকে।[২৩৪]

২য় প্রকারের উদাহরণ ঃ

خالف تذكر : কিছু কীর্তি রেখে যাও স্মরিত হবে।[২৩৫]

كل إمرئ في بيته صبي : প্রত্যেক মানুষ তার নিজ বাটীতে বালসুলভ আচরণ করে থাকে।[২৩৬]

كل ذات بعل ستئيم : প্রত্যেক সধবা অচিরেই বিধবা হবে।[২৩৭]

كل فتاة بأبيها معجبة : প্রত্যেক তরুণীই তার পিতার নিকট সুন্দরী।[২৩৮]

كل لائم مليم : প্রত্যেক ভর্ৎসনাকারী ভর্ৎসনাকৃত হবে।[২৩৯]

لكل جواد كبوة : প্রত্যেক দ্রুতগামী ঘোড়া হোচট খায়।[২৪০]

لكل جديد لذيذ : প্রত্যেক নতুনের আলাদা স্বাদ আছে।[২৪১]

---

২৩১. *কিতাবুল আমছাল ফীল হাদীছিন নববী ঃ ৮৭।*

২৩২. *জামহারা ঃ২/২২৮।*

২৩৩. *মু'জাম ঃ ২/৫৪৪ ; ময়দানী ঃ ১/৩৬৪ , ২/৪২৭ : জামহারাঃ ১/৫৩৭, ৫৫০: আল-মুস্তাক্সা ঃ ১/৩২৬।*

২৩৪. *মু'জাম ঃ ২/৫৫৬ ; ময়দানী ঃ ১/৪০২ ; জামাহারা ঃ ১/৫৬৭: আল-মুস্তাক্সা ঃ ১/৩২৮ : কাসিম ঃ ৪৪।*

২৩৫. *জাওযাহিরুল আদব ঃ ৯/২৯৮।*

২৩৬. *মু'জাম ঃ ২/৫১৯: ময়দানী ঃ ২/১৩৪ : জামহারা ঃ ২/১৩৫, ১৪৫, আল-মুস্তাক্সাঃ ২/২৮৮ : কাসিম ঃ১৫৯।*

২৩৭. *ময়দানী ঃ ২/২৬৫ : আল-মুস্তাকসা ঃ ২/৭০: মু'জাম ঃ ২/৫১৫।*

২৩৮. *জাওয়াহিরুল আদব ঃ ১/২৯৯ : জামহারা ঃ ২/১৫৭।*

২৩৯. *জামহারা ঃ ২/১৫৭।*

২৪০. *মু'জাম ঃ ২/৫৪০ : ময়দানী ঃ ২/১৮৭ : জামহারা ঃ ২/১৭৯,২১১,৩০৮, আল-মুস্তাকসা ঃ ২/২৯১।*

২৪১. *আল-মুনজিদ ঃ ১২০৫।*

Dhaka University Institutional Repository

لكل ساقطة لاقطة ঃ রাস্তায় পড়ে থাকা প্রত্যেক বস্তুর সংগ্রহকারী আছে।[২৪২]

৩য় প্রকারের উদাহরণ ঃ

مـن كثـر أهـجـر ঃ বাচালের ভুলও বেশী হয়।[২৪৩]

من حفر حفرة وقع فيـهـا ঃ যে পরের জন্যে গর্ত করে সে গর্তে সে নিজেই পড়ে।[২৪৪]

من ينكح الحسناء يعط مهـرها ঃ যে সুন্দরী রমণীকে বিয়ে করবে তাকে মোহর বেশীই দিতে হবে।[২৪৫]

من لم يأس علي ما فات ودع نفسه ঃ হৃত বস্তুর জন্যে যে আফসোস করেনা সে মনে প্রশান্তি পায়।[২৪৬]

متـي أمكنت منك الـذئب خا ن ঃ নেকড়ে সুযোগ পেলেই তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।[২৪৭]

এমন অনেক মাছাল আছে যেগুলো আদেশ নিষেধ ভাল কাজের উৎসাহ,খারাপ কাজের নিষেধ বা বিরত থাকতে উপদেশ প্রদানের জন্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ

أنصر أخاك ظالما أومظلوما ঃ ভাই যালিম অথবা মাযলুম হোক তাকে সাহায্য কর।[২৪৮]

ألبس لكل حالة لبوسـهـا ঃ সব সময় যুগের সাথে তাল মিলিয়ে পোষাক পর।[২৪৯]

ليس يـلام هـارب مـن حتفـه ঃ মৃত্যু থেকে পলায়নকারীকে ভর্ৎসনা করা হয়না।[২৫০]

৩. উৎকৃষ্ট উপমা ঃ

মাছালের মূল ভিত্তি হলো উপমা।[২৫১] এ উপমা উৎপ্রেক্ষা, ইঙ্গিত অথবা বাস্তব সর্বাবস্থায় মাছালে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আরবদের কাছে তাশবীহর স্থান অনেক উর্দ্ধে। অতি প্রাচীন কাল থেকেই তাদের অধিকাংশ বাক্যে এর

---

২৪২. মু'জাম ঃ ২/৩৬৮ ; ময়দানী ঃ ২/১৯৩ ; জামহারা ঃ ২/১৭৯.২০৭ ; আল-মুসতাকসা ঃ ২/২৯২ ; আল-ফাখির ঃ ১০৭।

২৪৩. আল-মুনজিদ ঃ ১০০৬।

২৪৪. আল-মুনজিদ ঃ ১১৭৪।

২৪৫. জামহারা ঃ ২/২৫৮।

২৪৬. প্রাগুক্ত ঃ ২/২৪৯।

২৪৭. প্রাগুক্ত ঃ ১/৪৬৪ ঃ মু'জাম ঃ ২/১৫৯।

২৪৮. ইসলামী বিশ্বকোষ ঃ ১৬/২ ঃ ৬২৫।

২৪৯. মুহাম্মদ ইবন আবু বকর ঃ আল- আলমছাল ওয়াল হি কাম, আম্মান, ১ম সং-১৪০৬/১৯৮৬ : পৃ-১৩৩।

২৫০. মুনজিদ ঃ ১২২২।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহার দেখা যায়।[২৫২] তাদের মতে সুন্দর বাক্যের পরিচয় সুন্দর উপমায়। ইবনুল্মু'তায্য বলেছেন, সুন্দর উপমার কারণেই কবিতা মুখস্ত করা হতো।[২৫৩]

কুদামা ইবন জা'ফরের মতে যে বাক্যে উপমা ও উপমেয় সুন্দর সে বাক্য ততো সুন্দর।[২৫৪]

আব্দুল কাহির আল-জুরজানী বলেন, উপমা শব্দে মিল ও ঐক্য ঘটায়,বাক্য এর কেন্দ্র বিন্দুতে প্রদক্ষিণ করে।[২৫৫]

তিনি আরো বলেন, তাশবীহ বিপরীত দুটি জিনিসকে একত্রিত করতে যাদুর মতো ক্রিয়াশীল। এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। এমন কি ইহা পূর্ব পশ্চিম,সুগন্ধ-দুর্গন্ধকে একত্রিত করতে পারে। বাস্তব কল্পনায় এবং বাস্তবে কল্পনাকে প্রতিভাত করতে পরে। এর এতো শক্তি যে, বোবাকে দিয়েও কথা বলিয়ে দিতে পারে জড় পদার্থে প্রাণের সঞ্চার করতে পারে, বিপরীত মুখী দুটি জিনিসকে যমজরূপে এবং জীবনও মৃত্যু এবং আগুন ও পানিকে একত্র করে দেখিয়ে দিতে পারে।[২৫৬]

ইবন রশীকের মতে উপমা ও উৎপ্রেক্ষা বস্তুর বিশ্লেষণ করতে পারে।[২৫৭] কুদামা ইবন জা'ফর, আরো বলেন, উপমা হলো আরবদের বাক্যে ব্যবহৃত উত্তম রীতি। এরদ্বারা কবি-সাহিত্যিকদের যোগ্যতা ও মেধা যাচাই করা হয়।[২৫৮]

আলমুবার্রাদ (মৃ ২৮৬/৮৯৯) বলেন, আররবদের বাক্যে এর প্রচলন এতো ব্যাপক যে, যদি কেউ বলে তাদের বাক্যের অধিকাংশ তাশবীহ তাহলেও অত্যুক্তি হবেনা।[২৫৯]

আবূ হিলাল আল-'আসকারী (মৃ ৩৯৫/১০০৪) বলেন,*প্রাচীন তথা জাহিলী যুগের কবি সাহিত্যিকরা তাশাবীহর উপরে আর কিছুকে প্রাধান্য দিয়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়না। অলংকার শাস্ত্রে এর স্থান সর্বোচ্চে।*[২৬০]

ডঃ পল্লব সেন গুপ্ত বলেন, *প্রবাদ মাত্রেই রূপক অতিশয়োক্তি অলংকারের গুণ সম্পন্ন। এই সংশ্লিষ্টতীর্থক তুলনাই হল প্রবাদের প্রাণ এবং প্রবচনে সেটা প্রায়শই সুলভ নয়।*[২৬১]

---

[২৫১]. *হান্না আল ফাখুরী ঃ ৯।*

[২৫২]. *কাতামিশ ঃ ২৬২।*

[২৫৩]. *আল-বাকিল্লানী ঃ ১৮৩।*

[২৫৪]. *ডঃ মোঃ আবূ বকর ঃ আরবী সাহিত্য সমালোচনা, ঢাকা, পৃ- ১১২।*

[২৫৫]. *আব্দুল কাহির আল জুরজানী ঃ আসরারুল বালাগা, ৬ষ্ঠ সং- কায়রো, ১৩৭৯/১৯৫৯.পৃ-৩৩।*

[২৫৬]. *প্রাগুক্ত ঃ ১০৩।*

[২৫৭]. *ইবনু রশীক ঃ আল-'উমদা ফী মাহাসিনিশ শি'র ওয়া আদাবিহী ওয়া নকদিহী, সম্পাদনা মুহম্মদ মহিউদ্দীন : ৩য় সং- কায়রো.১৩৮৩/১৯৬৩.পৃ-১/২৮৭।*

[২৫৮]. *কুদামা ইবন জা'ফর ঃ নকদুন্নাছর, কায়রো, ১৩৬১/১৯৪১, পৃ-৫৮।*

[২৫৯]. *আল-মুবাররাদ ঃ ৮১৮।*

[২৬০]. *আবূ হিলাল আল- 'আসকারী ঃ কিতাবুস সানা'আতায়ন সম্পাদনা আলী মুহম্মদ' আল-বাজাভী ও আবুল ফযল ইবরাহীম, ১ম সং- কায়রো, ১৩৭১/১৯৫২, পৃ- ২৪৯।*

[২৬১]. *ডঃ পল্লব সেন গুপ্ত ঃ প্রবাদ -প্রসঙ্গ, 'প্রতিলিপি পত্রিকা, ১৩৮৯ বাং, শারদীয় সংখ্যা পৃ-৬৪ : ডঃ বরুণ কুমার চক্রবর্তীঃ বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃ-৬৮-৬৯।*

Dhaka University Institutional Repository

১. فتل له في الذروة و الغارب ঃ (তার জন্যে উটের ঘাড় এবং পিঠের পশম পাকানো হয়েছে।) মাছালটির প্রয়োগ ঐ ব্যাক্তির জন্যে যে, তার সাথী বন্ধুকে ধোকা দেয় এবং তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। এমাছালটির অর্থ জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করা যায় কিন্তু বহিঃ ইন্দ্রিয় অনুভব করতে পারেনা। এমাছালে উপমা আর উপমিত হলো মাছালের মূল উৎস। তবে উপমিত স্পষ্টভাবে বোধগম্য নয়। আর মাছালের উৎস হলো কঠিন প্রকৃতির উট। যে তার মালিককে ঘাড়ে পাদিয়ে পিঠে উঠার জন্যে মাথা নত করেনা। এমন উটের ঘাড় এবং কুজোর মাঝের পশম পাকিয়ে নিলে উট তখন বাধ্য হয়।[২৬২]

২. كمبتغي الصيد كعريضة الأسد (সিংহের গর্তে শিকার অন্বেষণকারীর ন্যায়)। মাছালটি ঐব্যাক্তির জন্যে বলা হয় সে তার প্রয়োজন মেটাতে বিপদ সংকুল স্থানে গিয়ে উপস্থিত হয়। এ অবস্থাটা হলো উপমান। আর উপমিত হলো সিংহের গর্তে শিকার অনুসন্ধানকারী বিপদে নিপতিত ব্যক্তি।[২৬৩]

৩. قبل الرماء تملأ الكنائن (তীর নিক্ষেপের পূর্বেই তীরাধার পূর্ণ হয়) সামর্থ সম্পর্কে অবহিত না হয়ে কাজে হাত দিলে এমাছালটি ব্যবহৃত হয়।[২৬৪]

৪. منك عيصك و إن كان أشبا (ঘন কাঁটা গাছের আঁচড় নিজকেই সহ্য করতে হয়)।
এমাছালটি ঐ ব্যক্তির জন্যে বলা হয়ে থাকে যে তার প্রতিবেশীর প্রতি দয়ালু হয়েও তার জুলুম অত্যাচার সহ্য করে। এখানে প্রতিবেশীকে ঘন কাঁটা গাছ পূর্ণ জঙ্গলের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যে জঙ্গল অতিক্রম করতে গেলে অনেক কাঁটার আঘাত সহ্য করতে হয়।[২৬৫]

৫. سقط العشاء به علي سرحان (রাতের খাবার নেকড়ের উপর পতিত হয়েছে)।
এমাছালটি ঐ ব্যক্তির জন্যে বলা হয়ে থাকে যে তার প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।
উৎস ঃ এক ব্যক্তি রাতের খাবারের সন্ধানে বের হয়ে নেকড়ের সামনে পতিত হয়। নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলে।[২৬৬] আলোচ্য উদাহরণ গুলোতে মাছালের অর্থ বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন গভীর দৃষ্টি দিয়ে চিন্তা ভাবনা ছাড়া ভাবোদ্ধার কঠিন। এজন্যেই আরবরা সাধারণতঃ প্রাকৃতিক পরিবেশের ইন্দ্রিয়ানুভূতির দ্বারা উপলব্ধ দৃশ্যটিই গ্রহণ করে। ওর সাথে যুক্তি ভিত্তিক বুদ্ধি বৃত্তির অর্থের তুলনা করে। এবং এধরনের উপমার মাধ্যমে অস্পষ্ট ও সুপ্ত বিষয়গুলো স্পষ্ট করতে চেষ্টা করে। সকল মাছালেই কম বেশী এরকম উপমা রয়েছে।

৪. উত্তম ইঙ্গিত হওয়া ঃ

---

[২৬২]. *কাতামিশ ঃ২৬৫।*

[২৬৩]. *প্রাগুক্ত ।*

[২৬৪]. *প্রাগুক্ত।*

[২৬৫]. *প্রাগুক্ত ঃ ২৬৬।*

[২৬৬]. *প্রাগুক্ত ঃ ২৬৭।*

Dhaka University Institutional Repository

এটি মাছালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইবন মনযুরের মতে কিনায়া হলো বক্তা একটি কথা বলে তার ভিন্নার্থ গ্রহন করে অন্য বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা।[২৬৭]

এ ধরণের মাছালে বর্ণনাকারী তার ইঙ্গিত অর্থকে স্পষ্ট করে বুঝাবেনা। মাছালে ব্যবহৃত শব্দগুলো তা প্রকাশ করবেনা। বরং যে অর্থ বুঝাতে চাচ্ছে তা উহ্য থাকবে। এবং তা অন্য শব্দ দিয়ে ইঙ্গিতে বুঝাবে। অলংকার শাস্ত্রবিদগণ কিনায়ার যে পরিভাষা বর্ণনা করেছেন এঅর্থে কিনায়া আরো প্রশস্ত অর্থের অধিকারী।
উদাহরণ ঃ

১. بلـغ السيـل الزبـي ঃ (বন্যা পাহাড়ের উঁচু জায়গাতেও পৌঁছেছে) কোন কাজ চরমে পৌঁছলে তখন এমাছালটি বলা হয়ে থাকে। কিন্তু বক্তা এ অর্থটি এখানে গোপন রেখে। আভিধানিক অর্থে শব্দটি যে জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে তা না বুঝিয়ে মাছাল যে অর্থের দিকে ইঙ্গিত করবে ঐ শব্দ দিয়ে তা বুঝানো হয়েছে।[২৬৮]

২. تسـألـني برامتين سـلجما ঃ (তুমি রাম্মাতায়নে আমার কাছে শালগম চাচ্ছ ?) কারো কাছে কেউ কোন দুর্লভ বস্তু চাইলে তার জন্যে এমাছালটি বলা হয়ে থাকে। মাছালের প্রবক্তা এর অর্থ উহ্য রেখেছে। সে ঐ রমণীর প্রতি ইঙ্গিত করেছে যে তার স্বামীর সাথে বসরার নিকটবর্তী স্থানে অবস্থান করছে সেখানে কোন শালগম উৎপন্ন হয় না ; অথচ স্বামীতার কাছে খাবারের জন্যে শালগম চাচ্ছে। যা পাওয়া সম্ভব নয়। তেমনি কিছু চেয়ে শ্রোতাকে কষ্ট দেয়াই আসল উদ্দেশ্য।

এভাবে এধরণের মাছাল প্রকৃত অর্থ প্রকাশ না করে ভিন্নার্থের প্রতি ইঙ্গিত করে। কিনায়ার মাধ্যমে এধরণের মাছালের প্রকৃত অর্থ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় এবং সেটি সৌন্দর্য মণ্ডিত হয়।[২৬৯]

৫. ব্যাপক প্রচলন ঃ

আরবী ভাষায় মাছালের মত অন্য কেন বাক্য এতো প্রচলিত নয়। এবং এর মত এতো স্থায়ীও নায় এবং এর প্রচার প্রসার ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। শহরে-বন্দরে, অলিতে-গলিতে, গ্রামে-গঞ্জে, আনাচ-কানাচে, জলে-স্থলে এর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আর যুগ যুগ ধরে এর প্রচলন হয়ে আসছে।

মাছাল একটি জাতির বাস্তব প্রতিচ্ছবি। প্রতিফলিত হয়েছে এতে সে জাতির দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব চিত্র। এজন্যেই মানুষের ভাষায়, কথা বার্তায় এবং গ্রন্থাবলীতে যুগ যুগ ধরে অবস্থান করছে এমাছাল। এজন্যে আরবরা প্রতিটি গিতিশীল প্রচলিত বিষয়কে মাছালের সাথে তুলনা করতে গিয়ে বলতো أسير من مثل (মাছালের চাইতেও অধিক গতিশীল)। কোন এক আরব কবি বলেছেন,

ما أنـت إلا مـثـل سـائـر ** يـعـرفـه الجـاهـل و الخـابـر

---

[২৬৭]. কাতামিশ ঃ ২৬৭ : লিসানুল আরব (كني)।

[২৬৮]. জাওয়াহিরুল আদব ঃ ১/২৯৬।

[২৬৯]. কাতামিশ ঃ২৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

(তুমি প্রচলিত মাছাল বৈ কিছু নও যাকে নিরক্ষর মুর্খ এবং জ্ঞানী পণ্ডিত সবাই চেনে।[২৭০]

সুশীল কুমার দে বলেন, প্রবাদের সমস্ত লক্ষণের মধ্যে একটি প্রধান লক্ষণ এই যে ইহা প্রবাদ বলে লোক সমাজে গৃহীত হবে।[২৭১]

প্রচার এবং প্রসারের দিকে থেকে সব মাছাল সমান নয়। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে একটি অন্যটি থেকে বেশী প্রচলিত। এজন্যে মাছালবিদগণ মাছালের টীকা টিপ্পনীতে বলেছেন, ومن أمثالهم السائرة كذا। (আরবদের প্রচলিত মাছাল এরকম) অথবা যুগের পরিবর্তনে তাদের প্রচলিত মাছাল এরকম।

তারা এভাবেও বলে هذا مثل سارد أو شرود। (এটি প্রচলিত মাছাল) অর্থাৎ মাছালটি এতো বহুল প্রচলিত যে, তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।[২৭২]

আবূ 'উছমান আল-জাহিয বলেন, *কোন কোন মাছাল এতো প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, যুগেযুগে তা আরব বিশ্বের আনাচে-কানাচে পৌঁছতে সক্ষম হয়। আবার কোন কোন মাছাল এর চাইতে কম প্রসিদ্ধি লাভ করে যা সব এলাকায় পৌঁছতে সক্ষম হয়না। কোন কোন মাছাল শুধু স্বদেশেই অথবা বিশেষসময় পর্যন্ত অথবা বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের মাঝে যেমন কৃষক শ্রেণী, ব্যবসায়ী এবং মহিলাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এটা স্থান-কাল-পাত্রভেদে এরকম হয়ে থাকে। অনেক সময় দেখা যায় অতি উত্তম মাছালও এতো প্রসিদ্ধি লাভ করছেনা যতটুকু তার চাইতে কম মানের মাছালটি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।*[২৭৩]

৬. মাছাল অপরিবর্তনীয় ঃ

স্থান কাল-পাত্র এবং ব্যবহার ভেদে মাছালের পরিবর্তন না হওয়া মাছালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লামা সুয়ূতী বলেন, মাছালের নিয়ম হলো সর্বদাই অপরিবর্তনীয় থাকবে। যেভাবে এর সৃষ্টি সেভাবেই এর প্রচলন হবে অর্থাৎ আরবরা মাছাল যেভাবে ব্যবহার করেছে সেভাবেই থাকবে। এতে কোন সঠিক ই'রাব বা স্বর চিহ্ন লাগানো যাবেনা।[২৭৪] অর্থাৎ আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী ই'রাব তারা ব্যবহার না করলে তা সেভাবেই থাকবে। শওকী দয়ফ বলেন, আরবরা মাছালের জন্যে এমন অনেক কিছু বৈধ রেখেছে যা অন্য কোন বাক্যে বৈধ নয়।[২৭৫] মারযুকী বলেন,

---

২৭০. প্রাগুক্ত ঃ ২৬৯ ; আল-'ইকদুল ফরীদ ঃ ৩/৬৩।

২৭১. বাংলা প্রবাদ ঃ ১৭।

২৭২. আল-'উমদা ঃ ১/১৯০।

২৭৩. আল-বয়ান ওয়াত্তাবঈন ঃ ১/৩৩।

২৭৪. আল মুযহির ঃ ১/৪৮৮।

২৭৫. শওকী দয়ফ ঃ ২০।

Dhaka University Institutional Repository

মাছালের শর্ত হলো মৌলিকভাবে মাছাল যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে সে ভাবেই থাকবে।এতে কোন পরিবর্তন চলবেনা যেমন-

إعط القوس باريها (যে ধনুক বানাতে জানে তাকেই বানাতে দাও)। এখানে باريها -এর " ي "মূলতঃ হরকতযুক্ত হবে।কিন্তু মাছালে সাকিন ব্যবহৃত হয়ে আসছে তাই এখন আর হরকত প্রদান বৈধ হবেনা।[২৭৬]

أجنائها أبناؤها এ মাছালে جان এর বহুবচন اجناء। এবং بان এর বহুবচন أبناء ব্যবহৃত হয়েছে। যা সমপূর্ণ ব্যাকরণ বহির্ভুত। মূলতঃ এদুটো শব্দের বহুবচন যথাক্রমে جناة ও بناة হবে। কেননা শব্দ দুটো أفعال ওজনে বহু বচন হয়না।[২৭৭]

ডঃ আব্দুল মজীদ কাতামিশ বলেন, মাছালবিদগণ এ বিষয়ে ঐক্যমত্য পোষণ করেন যে, মাছালের প্রয়োগ এবং ক্ষেত্র পরিবর্তন হলেও এর কোন পরিবর্তন হবেনা। যেমন- أطرق كرا ان النعام في القري (হে তিতির! তুমি রাত্রে ভ্রমন কর। উট পাখীতো গ্রামেই আছে)[২৭৮] এমাছালটিতে أطرق ক্রিয়াটি একবচন মধ্যম পুরুষ পুংলিঙ্গ এবং كرا বিশেষ্যটি একবচন। এখন দ্বিবচন এবং স্ত্রীলিঙ্গের জন্যে মাছালটি প্রয়োগ করা হলেও একবচন হবেনা। এর শব্দগুলোর আর পরিবর্তন করা যাবেনা।

মাছাল মূলতঃ রূপক উৎপ্রেক্ষা এর অন্তর্ভুক্ত। এতে ব্যবহৃত শব্দাবলী মৌলিকভাবেই উপমেয় ও উপমিতের জন্যে ব্যবহার হয়। তাই যদি এগুলোকে প্রয়োগের ক্ষেত্র বিশেষের উপর নির্ভর করে শব্দাবলী প্রয়োজন সাপেক্ষে পরিবর্তন করা হয় তা হলে নীতি বহির্ভূত হবে।[২৭৯]

অন্য একটি মাছাল في الصيف ضيعت اللبن (রোদ দুগ্ধ নষ্ট করে ফেলেছে) এখানে " ت " বর্ণটি সবসময়ের জন্যে কাস্‌রা বিশিষ্ট হবে। পুংলিঙ্গের জন্যে ব্যবহার করলেও একে পরিবর্তন করা যাবেনা। যেহেতু মৌলিকভাবে মাছালটি স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।[২৮০] সেচ্ছায় নিজের অংশ বিনষ্ট করে প রে তা চাইলে তার জন্যে এটি প্রয়োগ করা হয়।

উৎস ঃ লকীত কন্যা দখতনুস বৃদ্ধ 'আমর ইবন 'উদাসের স্ত্রী ছিল। একদা স্ত্রী তাকে রাগালে সে তালাক দিয়ে ফেলে। এরপর এক সুশ্রী যুবক তাকে বিয়ে করে। একদা দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সে স্বামীকে পূর্বের স্বামীর কাছে প্রেরণ করে। তখন পূর্বস্বামী 'আমর এ বাক্য বলে যা পরবর্তীকালে মাছালে পরিণত হয়।[২৮১]

---

[২৭৬]. *প্রাগুক্ত : জামহারা ঃ ভূমিকা : আল-মুযহির ঃ ১/৪৮৮।*

[২৭৭]. *শওকী দয়ফ ঃ ২০।*

[২৭৮]. *জামহারা ঃ ১/১৯৪।*

[২৭৯]. *কাতামিশ ঃ ২০১।*

[২৮০]. *আল-মুনজিদ ঃ ৯৯৭।*

[২৮১]. *প্রাগুক্ত।*

Dhaka University Institutional Repository

'আল্লামা যমখশরী বলেন, *মাছাল যেহেতু পতিবর্তন হবেনা তাই ضيعت এর " ت " কাসরা অবস্থায় রাখা হয়েছে। এনিয়ম সমস্ত মাছালের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। এর কোন পরিবর্তন হবেনা। যেভাবে এসেছে সে ভাবেই এর ব্যবহার করা অবশ্য কর্তব্য।*[২৮২]

তাহানভী এসম্পর্কে প্রায় এরকমই বলেছেন। তবে তাঁর বক্তব্যটি যমখশরী হতে আরো স্পষ্ট।

মাছালে ব্যবহৃত لبن এর পরিবর্তে উপমিতকে বুঝানোর জন্যে অন্য কোন শব্দে ব্যবহার করা যাবেনা।[২৮৩]

যমখশরী মাছালের শব্দাবলী পরিবর্তন থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে আরো একটি কারণ এর সাথে যুক্ত করেছেন। সেটি হলো মাছালে বিরল শব্দ ব্যবহারের কারণে মাছাল যদি গ্রহণীয় ও প্রচলিত হওয়ার অযোগ্য হয় তবুও শব্দ বদলানো যাবেনা। যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে সেভাবেই সংরক্ষণ করতে হবে।[২৮৪]

৭. মাছাল কিয়াস বহির্ভূত হবে ঃ

ভাষাবিদ পণ্ডিতদের মতে মাছাল কবিতার মতো প্রয়োজনের সময় সৃষ্টি হয়। ইবন জিন্নীর মতে মাছাল প্রয়োজনের দিক থেকে কবিতার মতো।[২৮৫] এদুটোতে ব্যাকরণগত ক্রটি এতো উপেক্ষা করা হয় যা আরবী ভাষার অন্য কোন বাক্যে করা হয়না।

কবিতা নির্দিষ্ট ছন্দ (ওযন) ও অন্তমিল (কাফিয়্যা) তে রচিত হয়। তাই এদু'টো কবিকে ভাষা ও ব্যাকরণের নীতি ব্যবহার থেকে কিছুটা মুক্ত রাখে।

অন্তঃমিল রক্ষা করে ছন্দোবদ্ধ গদ্যে চমৎকার বিন্যাসে মাছাল রচনায় আরবরা উস্তাদ ছিল। তাই এগুলো এতো অধিক হৃদয়গ্রাহী ও শ্রুতিমধুর। এজন্যে এগুলো কখনো কখনো কিয়াস বহির্ভূত হতো।

মাছালের সৃষ্টি সাধারণতঃ সমাজের বিশেষ শ্রেণী যেমন জনসাধারণ ও স্ত্রীলোক। যারা ভাষায় তেমন পারদর্শী নয় এমনকি ব্যাকরণ সম্পর্কেও তারা অনেকটা অনবহিত। এদের থেকে সৃষ্ট মাছাল অসংশোধিত ও অপরি-মার্জিত অবস্থায় জনসমক্ষে প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে। যেহেতু মাছাল অপরিবর্তনীয় সেহেতু যেভাবে আরবদের থেকে এসেছে সেভাবেই এর ব্যবহার হয়ে যদিও ভিন্নার্থে হোকনা কেন।[২৮৬]

মারযুকী শরহ আল-ফসীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেন, মাছালের উৎস অজ্ঞাত থাকলেও মাছাল যেভাবে পাওয়া গেছে সেভাবেই বর্ণনা করা হয়ে থাকে। মাছাল সৃষ্টির সময় শব্দ বা শব্দাংশ বিলুপ্ত হলেও পরবর্তীকালে তা আর

---

[২৮২]. *জামহারা ঃ ১/৫৭৫ : মুফাদদল আদ্দববী ঃ আমছালুল আরব, বৈরূত, ২য় সং, ৪০৩/১৯৮৩, পৃ- ৭ : শওকী, দয়ফ, পৃ-২০।*

আরবী শব্দ প্রকরণ শাস্ত্রে অতীত ক্রিয়ার চৌদ্দটি রূপ আছে। তন্মধ্যে একবচনের চারটি রূপে "ت" বর্ণটি ব্যবহৃত হয়। নাম পুরুষের স্ত্রী লিঙ্গে সাকিনবিশিষ্ট, মধ্যম পুরুষের পুংলিঙ্গে ফাতহবিশিষ্ট, স্ত্রী লিঙ্গে কাসরাবিশিষ্ট, এবং উত্তম পুরুষে যম্মাবিশিষ্ট হয়ে থাকে।

[২৮৩]. *কাতামিশ ঃ ২০২।*

[২৮৪]. *প্রাগুক্ত ঃ ২০২-৩।*

[২৮৫]. *কাতামিশ ঃ ২০৯।*

[২৮৬]. *প্রাগুক্ত।*

Dhaka University Institutional Repository

সংযোজন করা যাবে না।[২৮৭] যেমন লবীদের কবিতা, درس المنا بمتالع فابانا এখানে মূলত ঃ ছিল[২৮৮] درس المنازل بمتالع فابانا
কবিতা ও মাছাল ছাড়া অন্য কোন বাক্য এটা বৈধ নয়।

সুয়ূতী,ইবন দুরয়দ ও ইবন খালভীয়া হতে বর্ণনা করে বলেন, ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হলেও মাছাল এভাবেই ব্যবহৃত হবে। যেহেতু এভাবেই এর সৃষ্টি। এতে কোন সঠিক ই'রাব (স্বর চিহ্ন) ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।[২৮৯]

যুজাযী-(মৃ-৩৩৭/৯৪৮) শরহ আদবিল কাবীর গ্রন্থে বলেন, সিবওয়ায়হ বলেছেন ,মাছাল কিয়াস বহির্ভূত। যেভাবে শ্রুত সেভাবেই বর্ণিত। কিয়াসের কোন অবকাশ নেই এতে। তাহলে মাছাল নিয়ম বহির্ভূত হবে।[২৯০]

গবেষকদের মতে অনেক মাছাল শব্দ প্রকরণ নিয়ম বহির্ভূত। এটা শব্দের উৎসের দিক থেকেও হতে পারে আবার শব্দ গঠণ ও ই'রাবের দিক থেকেও হতে পারে।
প্রথম প্রকারের উদাহরণ হলো ঃ

هو هالك في الهوالك শব্দ প্রকরণ শাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী الهوالك - এর ওযনে বুদ্ধি সম্পন্ন পুরুষ (ذوي العقول المذكر) এর বিশেষণ এর বহুবচন فواعل -এর ওযনে কখনো আসেনা। এধরণের ওযনের স্ত্রীলিঙ্গের বহুবচন فواعل - এর ওযনে হয়। তবে এরকম বহির্ভূত নিয়ম খুবই বিরল। এবিষয়ে ভাষাবিদ ও ব্যাকরণবিদরা ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

তারা এ বিষয়েও ঐক মত্য পোষণ করেছেন। যে কারণে এনিয়ম প্রযোজ্য হতে পারে ঃ

(ক). - فاعل এর صفة -এর ওযনের বহুবচনে পুং ও স্ত্রী লিঙ্গের পার্থক্য দুস্কর না হলে। যেমন فارس (অর্থ অশ্বারোহী) বিশেষণটি শুধু পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধায় এখানে বহুবচন فوارس হলেও সংশয়ের কোন অবকাশ থাকেনা।

(খ). এমন শব্দ মাছালে বহুল প্রচলিত হলে মৌলিক শব্দে পরিণত হয়। যেমন-উপরোক্ত মাছালে الهوالك। শব্দটি মাছালে অধিক ব্যবহৃত হওয়ায় মূল শব্দে পরিণত হয়েছে। আর এধরণের ব্যবহার শুধু কবিতা ও মাছালেই বৈধ অন্য কোন বাক্যে নয়।[২৯১]

---

২৮৭. আল-মুযহির ঃ ১/৪৮৭ ।

২৮৮. প্রাগুক্ত ঃ ১৮৭।

২৮৯. প্রাগুক্ত ঃ ৪৮৭।

২৯০. প্রাগুক্ত ঃ ৪৮৭-৪৪৮।

২৯১. আল-মুবাররদ ঃ আল-কামিল, পৃ-৩৯৯-৪০০।

Dhaka University Institutional Repository

আরেকটি মাছাল تسمع المعيدي خير من أن تراه (মুয়াঈদীর সাক্ষাতের চাইতে তার বিষয়ে কিছু শুনা অনেক ভাল।)[২৯২]

এ মাছালটিতে معد 'المعيدي' -এর تصغير যা معد এর দিকে সম্পর্কিত। কিয়াস অনুযায়ী تصغير অবস্থাতেও "د" বর্ণে তাশদীদ থাকবে। কিন্তু মাছালে তাশদীদ ছাড়া ব্যবহৃত হয়েছে। মাছাল বাক্যে অত্যাধিক ব্যবহৃত হয় বিধায় এতে ভুল ক্রটি অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষা করা হয় যা অন্য কোন বাক্যে করা হয় না।[২৯৩]

اسم تفضيل থেকে উৎসারিত أفعل من এর ওযনে যেসব মাছল আছে নাহুবিদরা এতে যে শর্তারোপ করেছেন তা থেকে নিম্নের মাছালগুলো ভিন্ন। যেমন-

أزهى من غراب – أشعل من ذات النحيين[২৯৪]

و أشعل من صاحب ضأن ثمانين – و أشهر من فارس الأبلق[২৯৫]

নাহুবিদগণের শর্তানুযায়ী اسم تفضيل কর্তৃবাচ্য থেকে গঠিত হবে কর্মবাচ্য থেকে নয়। অথচ বর্ণিত মাছালগুলো কর্মবাচ্য থেকে গঠিত। এজন্যে নাহুবিদগণ এগুলোর ক্ষেত্রে "বিরল" (الشاذ)এর হুকুম প্রয়োগ করেছেন।[২৯৬]

২য় প্রকার অর্থাৎ মাছালের গঠন ও ই'রাবের দিক থেকে কিয়াস বহির্ভূত হওয়ার উদাহরণ হলো أعط القوس باريها , এখানে باريها- এর " ي "- এর সাকিনের স্থলে কিয়াস অনুযায়ী ফাতাহ (فتح)হওয়া উচিৎ ছিল।[২৯৭]

---

২৯২. আমছালুল আরব : ৯; কিতাবুল ফাখির ঃ ৬৫: জামহারা ঃ ১/২৬৬।

২৯৩. কাতামিশ ঃ ২১৩।

২৯৪. আদ্দুররা আল- ফাখিরা ঃ ১/২৬০.২/৪০৪।

২৯৫. প্রাগুক্ত ঃ ১/২৫৪ : আল-মুস্তাক্সা ঃ ১/১৯৯।

২৯৬. কাতামিশ ঃ২১৪।

২৯৭. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ড. মাছাল - এর বিভিন্ন রেওয়ায়েত

মাছাল স্থান-কাল- পাত্র ভেদে বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে। ফলে এতে কিছু পরিবর্তন এসেছে। তবে এ পরিবর্তন ব্যাকরণগত নয়। প্রাচীন আরবীর সকল মাছালে এ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কেননা, আরবী বাক্যে মাছাল যে পরিমাণে ব্যবহৃত হয় অন্য কোন বাক্য এতো ব্যবহৃত হয় না। মাছালের এ পরির্বতন বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন শব্দের প্রকৃত রূপ অন্য শব্দে পরির্বতন, শব্দের বিন্যাসে অগ্র পশ্চাত আনয়ন, (التقديم و التأخير) উহ্য-অথবা উল্লেখিত (الذكر و الحذف) ইত্যাদি। সূক্ষভাবে দৃষ্টিপাত করলে আমরা মাছালের এ বিভিন্ন রকম রেওয়ায়েতের কারণ চিহ্নিত করতে পারি। নিম্নে কিছু কারণ উল্লেখ করা হলো।

১.আরবদের নিরক্ষরতাঃ

তৎকালীন আরবে অধিকাংশ লোক ছিল নিরক্ষর। বলতে গেলে লেখার প্রচলন মোটেই ছিলনা। তৎকালীন আরবের বড় বড় কবিরাও নিরক্ষর ছিলেন।[২৯৮] হাতে গোনা যে কয়জনের অক্ষর জ্ঞান ছিল তাদের অনেকেই শহুরে। আর সিংহভাগ মাছালের সৃষ্টি মরু অঞ্চলের নিরক্ষর বেদুঈনদের মুখে।

আরবদের নিরক্ষরতার দুটি বড় কারণও ছিল অবশ্য ঃ

(ক) স্মৃতি শক্তির জন্য তৎকালীন আরব ছিল প্রসিদ্ধ। একারণে তারা বহুদিন পর্যন্ত সাহিত্য কীর্তি- গদ্য,পদ্য, মাছাল ইত্যাদি স্মৃতিপটে ধরে রাখতে পারতো।[২৯৯] কোন কিছুকে ধরে রাখার জন্যে স্মৃতি শক্তিই নির্ভরযোগ্য আধার হিসেবে গণ্য হতো।

(খ) কোন কিছু লিখে রাখাকে তারা দোষণীয় মনে করতো। কেননা এটা স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা প্রমাণ করে।[৩০০]

লেখার মাধ্যমে সংরক্ষণের প্রতি তাদের অনীহার এটিই প্রধান কারণ। তাদের স্মৃতি শক্তি প্রখর হলেও শব্দ এবং অর্থ হুবহু স্মৃতিতে ও শ্রুতিতে সর্বদা ধরে রাখা সম্ভব ছিলনা। উভয় ক্ষেত্রেই কিছুনা কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটা

---

২৯৮. আরবের প্রথম শ্রেণীর কবি যেমন- ইমরুউল কয়স,তারাফা, মুতালাম্মিস এরা সবাই নিরক্ষর ছিলেন। তারাফা ও মুতালাম্মিসতো হিরা রাজ তৃতীয় মনুযিরের পুত্র 'আমরের সভাকবি ছিলেন। তারাফা বাদশাহর নিন্দা করলে বাদশাহ রুষ্ট হয়ে তাদের দু'জনকেই হত্যার উদ্দেশ্যে দু'টি পত্র সহ বাহরায়নের শাসনকর্তা মক'বরের কাছে প্রেরণ করেন। মুতালাম্মিাপত্রে সন্দিহান হয়ে খুলে ফেলেন এবং রাস্তায় অপর বালককে দিয়ে পড়িয়ে নেন। পত্রে হত্যার আদেশ দেখতে পেয়ে পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন। কিন্তু তারাফা বাদশাহর পত্র খুলতে নারাজ। যথাসময়ে তিনি পত্র সহ মকব'রের কাছে পৌঁছলে মক'বুতাঁকে পত্রখোলার পূর্বেই পালিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি রাজী হননি। পরিশেষে মক'বর তাঁকে হত্যা করেন। মওলানা নুরুদ্দীন ঃ আস্-সবউল মু'আল্লাকাত, ঢাকা, ১৯৭২,পৃ-৯৫ ; আল- মুনজিদ ঃ ৯৯৭।

২৯৯. উদাহরণ স্বরূপ হযরত আ'ইশার কথা উল্লেখ করা যায়। হযরত আ'ইশা (রাঃ) কবি লবীদের বার হাজার শ্লোক মুখস্থ বলতে পারতেন'। আ.ত.ম.মুসলেহ উদ্দীনঃ আরবী সাহিত্যের ইতিহাস ঃ ঢাকা,১৯৮২,পৃ-৭১; হাম্মাদ রাভীয়াহ খলীফা দ্বিতীয় ওলীদের (৭৪৪ খৃঃ) দরবারে আরবী বর্ণমালার প্রতিটি বর্ণে অন্তানুপ্রাসে ১০০টি করে মোট ২৯০০ টি দীর্ঘ কবিতা মুখস্থ আবৃত্তি করেছিলেন।খলীফা তাঁকে একলক্ষ দিরহাম পুরস্কার দিয়েছিলেন, হিট্টি ঃ ২৫২ : নিকলসন ঃ ১৩২।

৩০০. গোল্ড যিয়ার : মুহাম্মেডান স্টাডিজ, ইংরেজী অনুবাদ,লণ্ডন,১৯৬৭,/১০৭।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাভাবিক ছিল। বিশেষ করে বিষয়টি যখন অনেক পুরনো হতো।[৩০১] তাই মাছাল গুলো হুবহু বর্ণনা করতে না পেরে ভাবার্থে বর্ণনা করেছে। ফলে একই মাছাল বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণনা হয়েছে।

২. ব্যাপক ব্যবহার ঃ

আরবী সাহিত্যে বহুল প্রচলিত বিষয় মাছাল। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে আবহমান কাল থেকে লোক মুখে এর প্রচার ও প্রসার ঘটে। এতে বিভিন্ন শব্দ পরিবর্তিত হয়ে বিভিন্ন আকৃতিতে এর প্রকাশ ঘটে। সকাল সন্ধ্যায় চলতে ফিরতে উঠতে বসতে আপামর জনসাধারণ ব্যাপকহারে এর ব্যবহার করে বিধায় এর শব্দের মধ্যে কিছুটা তারতম্য হওয়া অস্বাভাবিক কিছুনা। এধরণের পরিবর্তন হওয়ার পর মাছাল সংকলক ও সংগ্রাহকগণ এসব পরিবর্তিত শব্দ ও রেওয়ায়েত সংগ্রহ ও সংকলন করেন।[৩০২]

৩.উপভাষার (Dialect) ভিন্নতা ঃ

আরবী ভাষায় অনেক উপভাষা রয়েছে। বিভিন্ন উপভাষার কারণে মাছালের শব্দাবলীর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে। চাই এপরিবর্তন গঠনের দিক থেকে হোক অথবা হরকাতের (স্বর চিহ্ন) দিক থেকে হোক। মাছালে Dialect এর প্রভাব ব্যাপক। এবিষয়ে সবাই ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আরবের বিভিন্ন গোত্র বিভিন্ন এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে বাস করায় তাদের উপভাষায় উচ্চারণগত ও বিন্যাসগত তারতম্য সৃষ্টি হয়েছে বিধায় তাদের মাছালের শব্দে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে।[৩০৩] নিম্নের উদাহরণ গুলো এর উৎকৃষ্ট প্রমান ঃ

عبد سوء محقده[৩০৪] ময়দানীর বর্ণনা মতে কিলাব উপভাষায় " ق " দিয়ে المحقد। এবং 'আকীল উপভাষায় " ك "দিয়ে المحكد।ব্যবহৃত হয়েছে।[৩০৫]

খ. شر ماأجاءك الي مخه عرقوب [৩০৬] আলোচ্য মাছালে أجاءك এর স্থলে أشاءك বর্ণিত আছে। ইবন মনযুর বলেন, তামীম উপভাষায় أشاءك ব্যবহৃত হয়েছে।[৩০৭]

গ. دغرا لا صفا [৩০৮] অন্য বর্ণনায় রয়েছে دغر لاصفر অথবা دغري و لا صفي।ময়দানী বলেন, আযদ উপভাষায় دغري এবং অন্য উপ ভাষায় دغرا। বর্ণিত আছে।[৩০৯]

---

৩০১. *কাতামিশ ঃ ২১৬*

৩০২. *প্রাগুক্ত ।*

৩০৩. *প্রাগুক্ত ।*

৩০৪. *ময়দানী ঃ ১/২০০ : জামহারা ঃ ১/৩৮৭ ।*

৩০৫. *লিসাননুল আরব ঃ* حكد

৩০৬. *জামহারা ঃ ১/৫৪৯ ।*

৩০৭. *লিসানুল আরব ঃ* شاء

৩০৮. *ময়দানী ঃ ১/২৭১ ।*

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. عقرا حلقا[৩১০]

অন্য রেওয়ায়েতে عقري و حلقي রয়েছে।[৩১১]

ঙ. وقعوا في حيص بيص [৩১২]

অন্যান্য বর্ণনায় আছে ঃ[৩১৩] حاصٍ باصٍ – حيصَ بيصَ – حيصِ بيصِ – حيصُ بيصُ – حيصَ بيصُ

চ. جاء بالشقاري والبقاري [৩১৪]

অন্য রেওয়ায়েতে আছে[৩১৫] الصقاري و البقاري।

ছ. الأخذ سريط و القضـاء ضريـط [৩১৬] অন্যান্য বর্ণনায় আছে[৩১৭] . ضريطي . سريطي . ضريطاء . شرطاء

سريطي ، ضريطي، سريطاء، ضري

ইবন মনযুর এসব বর্ণনার টীকায় মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, এগুলো সব আরবের বিশুদ্ধ ভাষা। তারা এগুলো তাদের ভাষায় ব্যবহার করত।[৩১৮]

জ. ذكر ولا حساس [৩১৯]

অন্য বর্ণনায় আছে ولا حساص – ولا حساس– ولا حسيس

২. উচ্চারণগত ও ব্যকরণগত ক্রটি ঃ তাসহীফ ও তাহরীফ প্রাচীন ও আধুনিক যুগে লেখন পদ্ধতিতে ব্যবহৃত ব্যাপক প্রচলিত দু'টি পরিভাষা। মুল কপি থেকে নকল করতে এবং শ্রবণের সময় ভুলের ক্ষেত্রে এ দু'টি পরিভাষার প্রয়োগ হয়ে থাকে। সাধারণতঃ এসব ভুলের কারণ ছিল আরবী ভাষায় কাছাকাছি উচ্চারিত কিছু বর্ণমালা। যেমন ز ذ ج বাংলায় প্রতিবর্ণায়ন হল য/জ। ث س ص বাংলায় ছ/স ... ق ك বাংলায় 'ক' ... ه ح বাংলায় 'হ' ইত্যাদি।

---

৩০৯. *লিসানুল আরব ঃ* صف ، دغر

৩১০. *জামহারা ঃ ২/৫৮ ; ময়দানী ঃ ২/৩৮*

৩১১. *লিসানুল আরব ঃ* حلق ، عقر

৩১২. *জামহারা ঃ ২/৩৩৪ ।*

৩১৩. *লিসানুল 'আরব ঃ* حيص ، بيص

৩১৪. *ময়দানী ঃ ১/১৭৫ ।*

৩১৫. *লিসানুল আরব ঃ* شقر . بقر :

৩১৬. *জামহারা ঃ ১/১৭০ ।*

৩১৭. *লিসানুল আরব ঃ* ضرط . سرط

৩১৮. ময়দানী ঃ ১/২৮১ ; জামহারা ঃ ১/৪৬৭।

৩১৯. লিসানুল আরব ঃ আরবী।

Dhaka University Institutional Repository

লেখার প্রচলন শুরু হওয়ার পর নুকতা (বিন্দু) ও স্বর চিহ্নের ব্যবহার সম্পর্কে সঠিক নিয়ম পদ্ধতি তখনও প্রচলিত না হওয়ায় নকল-নবিশগণ লিখতে গিয়ে অনেক সময় নুকতা ও স্বর চিহ্নের পরিবর্তন সাধন করে ফেলেছেন। যেমন, ... ف ق . ইত্যাদি।

সাধারণতঃ এ ধরনের ভুল ব্যাপক না হলেও অল্প বিস্তর যে হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। একজনের থেকে অন্যজন শুনতে বা লিখতে গিয়ে এ ধরনের ভুল হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। নিম্নের উদাহরণগুলো এর বাস্তব প্রমাণ।

ক. حب القلقل[৩২০] এ মাছালে القلقل পরিবর্তিত হয়ে الفلفل হয়েছে।[৩২১]

খ. أبرد مـن عبـقـر[৩২২] এমাছালে "عبقر" "عب قر" তে রূপান্তরিত হয়েছে।[৩২৩]

গ. يا حابل اذكر حلا[৩২৪] এর পরিবর্তিত রূপ হলো يا حامل اذكر حلا[৩২৫] তবে এপরিবর্তনের কারণে অর্থের বিশেষ কোন তারতম্য হয় নি।

৫.ভাবার্থে বর্ণনা ঃ শ্রোতা বা লেখক মাছাল অন্যের কাছ থেকে যেভাবে শুনেছে হুবহু তা মনে না থাকায় তিনি মাছালের ভাবার্থ বর্ণনা করতে গিয়ে সমার্থ বোধক শব্দের মুখাপেক্ষী হয়েছেন। এভাবে বর্ণনার রীতি অতীতেও ছিল বর্তমানেও আছে।[৩২৬] নিম্নের মাছাল গুলোতে এর যথেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায়।

ক. آخـر الـدواء الكـي[৩২৭] এখানে বর্ণনাকারীর মূল মাছালটি মনে নাথাকায় الكي এর স্থলে الطب বর্ণনা করেছেন।[৩২৮]

খ. صكا و درهما لك[৩২৯] এখানে صكا এর স্থলে غمزا ও ব্যবহার করা হয়েছে।[৩৩০]

গ. أذرق من حباري[৩৩১] অন্য বর্ণনায় - أذرق এর স্থলে أسلح উল্লেখ আছে।[৩৩২]

---

৩২০. ময়দানী ঃ ১/২৬৫।

৩২১. লিসানুল আরব ঃ قلقل

৩২২. আদদুররা আল-ফাখিরা ঃ ১/৮৪।

৩২৩. লিসানুল আরব ঃ عبقر

৩২৪. আমছালুল আরব ঃ ৭৯ : জামহারা ঃ ২/৪২৭: ময়দানী ঃ ২/৪১১।

৩২৫. লিসানুল আরব ঃ حبل . حلل

৩২৬. এমনকি হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রেও এরীতির প্রচলন আছে। হুবহু বর্ণিত হাদীছের ক্ষেত্রে (مثله) এবং ভাবার্থ বর্ণনার ক্ষেত্রে (نحوه) পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। দেখুন তিরমিযীসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ।

৩২৭. জামহারা ঃ ১/৯৭ : আল-মুস্তাকসা ঃ ১/৩।

৩২৮. লিসানুল আরব ঃ كوي

৩২৯. জামহারা ঃ ১/৫৭৯ : ময়দানী ঃ ১/৪০৭।

৩৩০. কাতামিশ ঃ ২২২।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. أست البائن أعلم [৩৩৩] অন্য বর্ণনায় أست স্থলে أعرف উল্লেখ আছে।[৩৩৪]

ঙ. مخرنبق لينبـــاع [৩৩৫] অন্য বর্ণনায় مخرنبق এর স্থলে مطرق এবং لينباع এর স্থলে لينباق বর্ণিত হয়েছে।[৩৩৬]

৬.উচ্চারণে নিকটস্থ বর্ণ সমূহের একটির স্থলে অন্যটির ব্যবহার ঃ

আরবী ধ্বনি বিজ্ঞানে বেশ কিছু বর্ণ আছে যেগুলোর একটির স্থলে অন্যটি ব্যবহৃত হলে অর্থের কোন তারতম্য ঘটেনা। ফলে একই মাছালকে বিভিন্নরূপে বর্ণনা করা হয়েছে যেমন নিম্নের উদাহরণ গুলোঃ

ক. لم يـــحـــرم من فصــدلـــه[৩৩৭] এখানে فصدلة এর স্থলে فزدلة বর্ণিত হয়েছে।[৩৩৮]

খ. جاء يضـــرب أُصـــدريـــة [৩৩৯] অন্য বর্ণনায় أسدرية ও أزدرية রয়েছে।[৩৪০]

এখানে أصدرية শব্দটি ز ص س এতিনটি বর্ণে বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু তিনটির উচ্চারণস্থল প্রায়[৩৪১] একই।

গ. أشد سوادا من حنك الغراب [৩৪২] এখানে حنك الغراب এর স্থলে حلك الغراب বর্ণিত হয়েছে।[৩৪৩]

এখানে حنك "ن" বর্ণটি " ل " বর্ণে বর্ণিত হয়েছে যেহেতু "ن" ও "ل" এর উচ্চারণস্থল প্রায় একই।[৩৪৪]

৭.মাছালের উৎস সম্পর্কে মতানৈক্য ঃ

মাছালবিদগণ একই মাছালের বিভিন্ন উৎস উল্লেখ করেছেন। নিম্নে এবিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো।

---

[৩৩১]. *আদদুররা আল-ফাখিরা ঃ ১/২৩৩।*

[৩৩২]. *লিসানুল 'আরব ঃ حبر ، ذرق ।*

[৩৩৩]. *আমছালুল আরব ঃ ৫০ ; জামহারা ঃ ১/১৩৮ ; ময়দানী ঃ ১/৩৩২ ।*

[৩৩৪]. *কাতামিশ ঃ ২২২।*

[৩৩৫]. *জামহারা ঃ ২/২৮১ ; ময়দানী ঃ ২/৩০৯।*

[৩৩৬]. *লিসানুল আরব ঃ خربق . بوق . بوع*

[৩৩৭]. *ময়দানী ঃ ২/২৯২ ; জামহারা ঃ ২/১৯৩।*

[৩৩৮]. *লিসানুল 'আরব ঃ فصد . فزد*

[৩৩৯]. *ময়দানী ঃ ১/১৬৩।*

[৩৪০]. *লিসানুল 'আরব ঃ سدر . صدر . زدر*

[৩৪১]. *আরবী ধ্বনি বিজ্ঞানে س ز ص এ তিনটি বর্ণের উচ্চারণস্থল হলো জিহবার অগ্রভাগ ও সামনের দাঁতের মাড়ি।*

[৩৪২]. *লিসানুল আরব ঃ حلق . حنك*

[৩৪৩]. *প্রাগুক্ত।*

[৩৪৪]. *আরবী ধ্বনি বিজ্ঞানে ل ن ر এ তিনটি বর্ণের উচ্চারণস্থল জিহবার অগ্রভাগের উল্টোপিঠ এবং সামনের উপরের দাঁতের গোড়া বা মাড়ি।*

Dhaka University Institutional Repository

ক. عند جهينة الخبر اليقين যুহায়নার কাছেই প্রকৃত সংবাদ আছে।[৩৪৫] অন্য বর্ণনায় جهينة এর স্থলে جفينة উল্লেখ আছে।

প্রথম রেওয়ায়েত সম্পর্কে কোন কোন পণ্ডিত বলেছেন, হুসয়ন ইবন 'আমর ইবন মু'আভিয়া কিলাবী, জুহায়না গোত্রের আখনাস নামক এক ব্যক্তির সাথে বের হয়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছলে একে অপরের নিকটে এসে মারামারি শুরু করে । এক পর্যায়ে আখনাস জুহানী হুসয়ন কিলাবীকে হত্যাকরে তার আসবাব পত্র নিয়ে যায়।

হুসয়ন কিলাবীর সখর নাম্নী এক বোন ছিল।সে ভাইএর মৃত্যুদিবসে তাকে স্মরণ করে কাঁদলে আখনাস জুহানী বলতো,

تسائل عن حصين كل ركب ،،،و عند جهينة الخبر اليقين

হে সখর ,তুমি প্রত্যেক আরোহীকে হুসয়ন কিলাবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছ অথচ এর সঠিক সংবাদ রয়েছে জুহানীর কাছে।[৩৪৬]

কেউ কেউ এ মাছালের উৎসের দ্বিতীয় রেওয়ায়েত সম্পর্কে বলেন, জুফায়না তায়মার অধিবাসী এক য়াহূদী। সে মদবিক্রি করে জীবন ধারণ করতো। বণী সাহামের গুসয়ন নামে অন্য এক য়াহুদী তার প্রতিবেশী ছিল। সেও মদের ব্যবসা করতো। গতফান গোত্রের এক লোক জুফায়নার কাছে এসে মদ পান করে। এরপর উভয়ের মাঝে বচসা শুরু হয়। এক পর্যায়ে জুফায়না তাকে হত্যা করে। কিন্তু হত্যা রহস্যটি কেউ জানতে পারেনা। নিহত ব্যক্তির বোন সখর তার ভাই সম্পর্কে জুফায়নাকে জিজ্ঞাসা করে।

একদা সখর গুসয়নের নিকট দিয়ে গমন করছিল। অভ্যাসগতভাবে সখর গুসয়নকে তার ভাই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তখন গুসয়ন এ শ্লোকটি বলে।[৩৪৭]

খ. أحمق من راعي ضأن ثمانين (আশিটি বকরীর রাখাল হতেও বোকা।) এ মাছালটির পাঁচটি রেওয়ায়েত পাওয়া যায়।[৩৪৮]

أحمق من طالب ضأن ثمانين – أحمق من صاحب ضأن ثمانين

أشقي من راعي ضان ثمانين– أشغل من مرضع ثمانين

প্রথম রেওয়ায়েত উৎস হলো, যে বকরী মাঠে ছেড়ে দেয়ার পর সব সময় দুরে চলেযায় এগুলোকে একত্র করতে রাখালকে খুবই বেগ পেতে হয় এতে সে খুব বিরক্তি বোধ করে।

---

৩৪৫. *কিতাবুল ফাখির : ১২৬ ; ময়দানী : ২/৩০ : জামহারা : ২/৪৪ : লিসানুল 'আরব :* حصن

৩৪৬. *কাতামিশ : ২২৫।*

৩৪৭. *প্রাগুক্ত : ২২৫-২৬।*

৩৪৮. *প্রাগুক্ত : ২২৬।*

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় ও তৃতীয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত মাছালের উৎস হলো কোন এক মরুবাসী বাদশাহ কিসরাকে একটি শুভ সংবাদ প্রদান করে। বাদশাহ এতে খুশী হয়ে বলেন, তুমি আমার কাছে যা চাবে পাবে। তখন সে বলে আশিটি বকরী চাই।

চতুর্থ রেওয়ায়েতে বর্ণিত মাছালের উৎস হলো ঃ

উট মাঠের নির্দিষ্টস্থানে চরে বেড়ায়। তাই তার রাখাল বসে বসে আরাম করে। অপর পক্ষে বকরী সারা মাঠ দৌড়ে বেড়ায়। তাছাড়া হিংস্র জন্তুর ভয়ত আছেই। তাই রাখালকে সব সময় এগুলোর প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে হয়। সে বিশ্রামের ফুরসৎটুকুও পায় না। তাই বলা হয়ে থাকে বকরীর রাখালের চাইতেও দুর্ভাগা।

পঞ্চম রেওয়ায়েতের উৎস হলো ঃ

যখন কোন ব্যক্তি ব্যস্ত থাকে এসময় তার কাছে কেউ সাহায্য চাইলে তখন সে বলে আমি আশিটি জন্তুর দুগ্ধ দোহন করছি।[৩৪৯]

ঢ. আরবী সাহিত্যে মাছাল- এর স্থান ঃ

মাছাল জাতির জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রতীক। এতে জাতীয় জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যক্তি চরিত ও সামাজিক সম্পর্ক ফুটে উঠে। দৈনন্দিন জীবনের বিশ্বাস ও অভ্যাস, আচার-আচরণের বাস্তব প্রতিচ্ছবিই হচ্ছে মাছাল।

সাহিত্যের যাবতীয় বিষয়ের মধ্যে মাছাল একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদার অধিকারী। মাছাল উল্লেখিত এ বিষয়গুলো যেমনভাবে সংক্ষেপে অথচ বোধগম্য করে বর্ণনা করতে পারে সাহিত্যের অন্য কোন শাখা তা পারেনা। মাছাল জাতির মুখপত্র। যেকোন স্তরের লোক মুখেই এর সৃষ্টি। সেজন্যে এতে প্রতিভাত হয়েছে বিভিন্ন বিষয়। এ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্যে মাছাল কবিতা থেকে ভিন্ন। কবিতার সৃষ্টি সমাজের বিশেষ শ্রেণীর স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি।

কবিতার ভিত্তি হলো ভাব,ছন্দ ও অন্তঃ মিল। এগুলোর সৃজন ও সৃষ্টি অত্যন্ত জটিল। যা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। এগুলোর শ্রোতা ও পাঠক সংখ্যাও সীমিত। অথচ মাছাল এর বিপরীত। এজন্যে মাছাল অতীতে যেমন সাহিত্যের বিশেষ একটি শাখা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে বর্তমানেও এগুলো সাহিত্যের বিশেষ একটি স্থান দখল করে আছে। সাহিত্যে এগুলোর ব্যবহার প্রচুর। বরং বলা যায় মাছাল ব্যতীত উন্নতমানের সাহিত্য রচিত হওয়াই দুষ্কর।[৩৫০]

মাছাল জীবনের সঠিক প্রতিচ্ছবি বলেই কবিতার মত এতে আবেগ, কল্পনা, মিথ্যা নেই। বাস্তবের প্রতিফলনই মাছাল। মাছাল প্রভাব বিস্তারকারী, গতিশীল ও হৃদয়গ্রাহী বিষয়। এজন্যে এটি সহজে জনমনে দাগ কাটতে সক্ষম

---

[৩৪৯]. প্রাগুক্ত।

[৩৫০]. প্রাগুক্ত ঃ ২৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

হয় এবং মানব মনে এর বিরাট প্রভাব ফেলে। তাই মানুষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে এর ব্যবহার করে থাকে। এতে সত্যের প্রকাশ ঘটে এবং মতানৈক্য দূরীভূত হয়।

যখন থেকে আরবরা মাছালের সাথে পরিচিত হয় তখন থেকেই তারা গদ্যে বা পদ্যে এর ব্যবহার করে আসছে। জাহিয বলেন, আরবরা মাছাল বিষয়ে এমন স্থানে অবস্থান করছে যে, অনায়াসেই একজন অনেকগুলো প্রচলিত মাছাল বলতে পারে। তবে যেসব মাছাল উপকারী ,শিক্ষণীয়, জ্ঞানের উৎস সেগুলোর ব্যবহার বেশী।[৩৫১]

মানুষের লেখায় ও মুখে সর্বাধিক ব্যবহৃতবাক্য হচ্ছে মাছাল। এর দুটি কারণ ঃ

ক) মাছালের মধ্যে সঠিক অর্থ এবং অনেক অভিজ্ঞতার সন্নিবেশ ঘটে থাকে।

খ) মাছাল সর্বাধিক সংক্ষিপ্ত বাক্য।

এদু'টো কারণে মাছাল উচ্চারণে সহজ, শ্রুতিমধুর ও সহজবোধ্য বলেই মানব মনে এর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী।

মাছাল বর্ণনাকে অলংকার ও বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রদান করে এবংবাক্যকে গ্রহণীয় ও ভাবগম্ভীর করে তুলে। আবূ হিলাল আল-'আসকারী বলেন, মাছাল ভাষাকে গাম্ভীর্যপূর্ণ ও গ্রহন যোগ্য করে তুলে মানব মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এমনকি কথাকে মনে রাখার জন্যে মানুষের অন্তরে প্রেরণা সৃষ্টি করে। মানুষ আলোচনার সময় নিজের যোগ্যতা প্রমাণের ক্ষেত্রে, বিতর্কে প্রতিপক্ষকে পরাভূত করতে এবং নিজকে বিজয়ী করতে এগুলোর ব্যবহার করে থাকে। বস্তুতঃ বাক্যে মাছালের অবস্থান মালার মুক্তাদানা, পুস্পোদ্যানের আলোকচ্ছটা এবং চাদরের শানদার নকশার মতো।[৩৫২]

মাছাল হচ্ছে ভাষাগত মৌলিক দলীল। শব্দ ও বাক্যের মাধ্যমে মাছাল ভাষার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সমূহ বহন করে থাকে। এজন্যেই পণ্ডিতগণ ভাষার বিশুদ্ধতার প্রমাণ স্বরূপ মাছালকে অন্যান্য প্রামাণিক সূত্রের পাশাপাশি ব্যবহার করে থাকেন। তাছাড়া মানুষের জন্যে ভাল-মন্দ নির্দেশনায় এবং উপদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে মাছালের ব্যবহার অপরিসীম। কেননা কথাবলে মানুষকে সন্তুষ্ট করতে এবং তার প্রভাব বিস্তারে মাছালের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এর প্রচুর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন ভাবে নবীরসূল ও তাঁদের অনুসারীদেরকে মাছাল ব্যবহার করতে দেখা যায়।

জাহিয বলেন, নবী রসূল (সঃ) দের কোন উপদেশই এমন নয় যার কারণ সুস্পষ্ট নয়। তাঁরা নির্দেশটি বোধগম্য করতে সাধারণতঃ মাছাল ব্যবহার করতেন।[৩৫৩] রসূলল্লাহ (সঃ) থেকে বহু মাছালের ব্যবহার পাওয়া যায়। এমনকি তিনি জাহিলী যুগের মাছালও ব্যবহার করেছেন।

---

[৩৫১]. *আল-বয়ান ওয়াততাবঈন ঃ ২/১৮০।*

[৩৫২]. *জামহারা ঃ ভূমিকা।*

[৩৫৩]. *কাতামিশ ঃ ২৫২।*

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া জাহিলী ও ইসলামী যুগের বক্তাগণ প্রায়শঃ তাদের বক্তৃতা জোরালো করতে মাছালকে দলীল হিসেবে ব্যবহার করতেন। এজন্যে সেযুগের গ্রন্থাবলী মাছালে ভরপুর।

প্রাচীন ও আধুনিক যুগের বিদ্বানগণ মাছালের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। এঁরা এর সংগ্রহ, সংকলন, পঠনও পাঠনে মনযোগ দিতেন। ফলে আজকে এ যুগে লোগোক্তি সংকলনের ক্ষেত্রে সাহিত্যিকরা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন। কোন জাতির জীবন চরিত এবং তাদের সামাজিক পরিচিতি লাভের জন্যে মাছাল-এর প্রচার ও প্রসারকে আবশ্যিক মনে করা হচ্ছে।[৩৫৪]

ণ. মাছাল -এর গুরুত্ব

আরবী ভাষা অন্যান্য অনেক ভাষার মতো বিলুপ্ত বা ক্ষয়িষ্ণু ভাষা নয়। এটি একটি জীবন্ত ভাষা। বিশ্বসাহিত্যের অন্যান্য সাহিত্যের ন্যায় আরবী সাহিত্যও আজ বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় সমৃদ্ধ। মাছাল প্রাচীন আরবী সাহিত্যের একটি সমৃদ্ধশালী শাখা। এর মূল্য ও গুরুত্ব আরবদের কাছে অপরিসীম। আরবী বাক্যে সবচাইতে বহুল প্রচলিত ও ব্যবহৃত বাক্য হলো মাছাল। তারা সুখে -দুঃখে,হাসি -কান্নায়,কাজে-কর্মে, ক্ষেতে-খামারে, শহরে-বন্দরে,গ্রামে-গঞ্জে, সকল সময় সব স্থানে মাছাল ব্যবহার করতো।

ইবন 'আবদ রব্বিহী বলেন, মাছাল বাক্যের সৌন্দর্য,শব্দের সার,অর্থের অলংকার। এর স্থায়িত্ব কবিতার চাইতে বেশী।বক্তৃতার চাইতে হৃদয়গ্রহী।গতিশীলতায় এর জুড়ি নেই। প্রতিযোগিতায় এর সমকক্ষ কিছুই নেই। নু'মান ইবন মুন্‌যির' ও কিসরা আনু শিরওঁয়ার মাঝে আরবদের মর্যাদা নিয়ে একটি বিতর্ক হয়। বিতর্কটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

> *"নুমান ইবন মুন্‌যির কিসরাকে বললেন, আপনি এমন একটি জাতির নাম উল্লেখ করুন যার তুলনা আরব জাতির সাথে চলে। এবং এর চাইত সম্মান তার বেশী। কিসরা বললেন, কোনদিক থেকে ? নুমান বললেন, মান-সম্মান,সুন্দর চেহারা, সাহসিকতা, বদান্যতা এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ কথায়......... । তখন তিনি আরবদের প্রশংসায় বলেন,*
> *"তাদের রয়েছে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানগর্ভ সুন্দর বাক্য।কবিতায় রয়েছে সৌন্দর্য, ছন্দ এবং অন্তানুপ্রাস, বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পরিচিতি, বর্ণনার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জতা ও মাছাল যা অন্য কোন জাতির ভাষায় নেই।*[৩৫৫]

হান্না আল-ফাখুরী বলেন, মাছাল এবং হিকমা আরবদের গৌরবের বিষয়। কেননা এদু'টোই তাদের বিচার বুদ্ধির বড় প্রমাণ, জীবন দর্শন,যুগ অভিজ্ঞতার নির্যাস, জ্ঞান এবং বিশ্বাসের আলোকোজ্জ্বল সার, আরব জীবনের প্রতিচ্ছবি এবং উচ্চ মর্যাদার সঠিক সোপান।[৩৫৬]

---

৩৫৪. *প্রাগুক্ত।*

৩৫৫. *হান্না আল-ফাখুরী ঃ ১০-১১।*

৩৫৬. *প্রাগুক্ত ঃ ১১।*

Dhaka University Institutional Repository

কবিতার মতো মাছালও আরবদের জীবনালেখ্য। এতে রয়েছে মরু ও শহুরে আরবের আপামর জনসাধারণের জীবন চিত্র। এটিই তাদের পরিবেশ পরিস্থিতি, স্বভাব-চরিত্র,জীব-জন্তুর বর্ণনা, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। তদুপরি এটিই বড় বড় স্মরণীয় দিবস ও ঘটনা এবং যুদ্ধ বিগ্রহের নীরব সাক্ষী।[৩৫৭]

ডঃ জাবির ফায়্যায বলেন, সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মধ্যে মাছালের গুরুত্ব, স্থান ও মর্যাদা উচ্চ হওয়া সত্ত্বেও এসম্পর্কে খুব বেশী একটা আলোচনা হয়নি। এর পরেও অনেকে এর উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। সে আলোচনায় মাছাল এর আকৃতি ও বিষয় বস্তু উভয়ই গুরুত্ব সহকারে স্থান লাভ করেছে। এবিষয়ে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তাদের কয়েকজন হলেন ঃ

ইবনুল মুকাফ্‌ফা (মৃ-১৪২/৭৫৯)-এর মতে মাছাল হলো অর্থের স্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং আলোচনার প্রশস্ত ক্ষেত্র। এদ্বারা কথার সৌন্দর্য বৃদ্ধিপায় এবং শ্রুতি মধুর হয়।[৩৫৮] ইব্‌রাহীম নায্‌যারের (মৃ-২২১/৮৩৫) মতে মাছাল হলো বাক্যালংকারের চুড়ান্ত পর্যায়।[৩৫৯]

কুদামা ইবন জা'ফর (মৃ-৩৩৭/৯৪৮) বলেন, বিজ্ঞ পণ্ডিত এবং সাহিত্যিকগণ সব সময় মাছাল ব্যবহার করতুন এবং মানুষের জন্যে দৃষ্টান্ত ও অনুরূপ কিছু দিয়ে তাদের অবস্থার বর্ণনা করতেন।[৩৬০]

তিনি আরো বলেন, আরবী বাক্যে মাছালের চাইতে এতো শ্রুতিমধুর ও অন্তরে প্রভাব বিস্তারকারী আর কোন বাক্য নেই[৩৬১]

আবূ হিলাল আল -'আসকারী মাছালকে সর্বোত্তম অভিজাত বাক্য হিসেবে গণ্য করেছেন।

সাহিত্যিকদের মধ্যে যারা এবিষয়ে কোন অবদান রাখেননি তাদের সাহিত্যই অপূর্ণ।[৩৬২] খাফাজী (মৃ-৪৬৬/১০৭৩) বলেন, মাছাল কে এজন্যে মাছাল বলা হয় যেহেতু এটি মানব মনে সর্বদা স্থান করে নেয়।[৩৬৩] জুরজানী বলেন, স্বআকৃতিতে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত মাছাল অন্তরে শক্তি বর্ধয়িক, হৃদয়াগ্রহী হয় এবং হৃদয়ে স্থান করে নেয়।[৩৬৪]

যমখশরী মাছালের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন, মাছাল বেদুঈন আরবের সংক্ষিপ্ত বিশুদ্ধ বাক্য দুর্লভ জ্ঞানগর্ভ সুন্দর উক্তি, বাক্যের অলংকার, নির্যাস,মনি-মুক্তা, এতে শব্দ সংক্ষেপ কিন্তু অর্থ বিভিন্ন মুখী হবে। বাক্য সংক্ষিপ্ত হলেও এর বিষয়বস্তু হয় দীর্ঘ ব্যাখ্যা সম্বলিত ও ইঙ্গিতবহ।[৩৬৫]

---

৩৫৭. *প্রাগুক্ত ঃ ১৪।*

৩৫৮. *ডঃ জাবির ফায়্যায ঃ আল আমছাল ফীল কুরআন : ২য় সং-রিয়াদ, ১৯৯৫, পৃ-৮৬।*

৩৫৯. *প্রাগুক্ত।*

৩৬০. *নকদুন নছর ঃ৭৩-৭৪।*

৩৬১. *আহমদ তয়মুর ঃ আল-আমছালুল আম্মিয়্যাতুল মিসরিয়্যাঃ, কায়রো, পৃ-৭৩-৭৪।*

৩৬২. *জামহারা ঃ ভূমিকা।*

৩৬৩. *ময়দানী ঃ ভূমিকা।*

৩৬৪. *আসরারুল বালাগা ঃ ৮৪-৮৫।*

৩৬৫. *আল-মুস্‌তাক্‌সা ঃ ভূমিকা।*

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আরো বলেন, আরবরা বাস্তবের উপর থেকে আবরণ সরিয়ে সুপ্ত অর্থ প্রকাশ করতে মাছাল ব্যবহার করতো। কল্পনাকে বাস্তবে, অস্পষ্ট বিষয়কে বিশ্বাসযোগ্য করতে, অদৃশ্যকে সাদৃশ্য করতে মাছাল উপস্থাপন করতো। আল-কুরআনে ছোট-বড় অনেক বিষয়ের জন্য মাছাল উপস্থাপন করা হয়েছে।[৩৬৬] তিনি আরো বলেন, মাছাল এবং উপমাসমূহ সুপ্ত অর্থকে প্রকাশ করতে এবং অর্থ বুঝতে সহযোগিতা করে।[৩৬৭]

ফখরুদ্দীন রাযী বলেন, মানব মনে প্রভাব বিস্তারই মাছালের উদ্দেশ্য। এর মতো এতো প্রভাব বিস্তারকারী অন্য কোন বাক্য নেই। যেহেতু এর উদ্দেশ্য হলো সুপ্তের সঙ্গে প্রকাশের এবং অদৃশ্যের সাথে সাদৃশ্যের তুলনা। এতে অনুভূতি জ্ঞানের অনুসারী হয়।[৩৬৮] মাছালকে প্রদীপের সাথে তুলনা করতে গিয়ে হাজ্জী খলীফা এক মরুবাসীর কথা নকল করে বলেন, মাছাল হলো কথার প্রদীপ।[৩৬৯]

আহমদ আমীন[৩৭০] বলেন, মাছাল প্রত্যেক জাতির গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ঐতিহাসিক ও সমাজ বিজ্ঞানীরা এর মাধ্যমে জাতির স্বভাব চরিত্র,নীতি-নৈতিকতা, জ্ঞান-গরিমা, এবং জীবন বিষয়ে বাস্তবে দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বিস্তারিত পরিচয় দিতে পারেন। কেননা মাছাল পরিবেশের সৃষ্ট সন্তান।[৩৭১] তিনি আরো বলেন, আরবরা প্রকৃত পক্ষেই সাহিত্যের একটি শাখা প্রবাদ সাহিত্যে অনেক ভালো ছিল। তারা আমাদের জন্যে কবিতা ও গল্পের যে সম্পদ রেখে গেছেন তাদের জ্ঞানের বহিঃ প্রকাশ।[৩৭২] তিনি মাছালকে কবিতার উপরে স্থান দিতে গিয়ে বলেন, মাছালের প্রভাব জাতির উপরে কবিতার চাইতে বেশী।[৩৭৩] জাতির জ্ঞান এবং অভ্যাসের উপরে অধিক প্রভাব বিস্তারকারী বিষয় হলো মাছাল।[৩৭৪] ইহা জাতির উন্নতি এবং নৈতিকতার মাপকাঠি।[৩৭৫]

কেউ কেউ বলেছেন, মাছাল অধ্যয়ন সর্বোত্তম অধ্যয়ন, অধিক উপকারী, জাতির বাহ্যিক জীবনের পরিচয়।[৩৭৬] অধ্যাপক আব্দুল 'আযীয খসরু বলেন, হিকাম ও আমছাল সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা।[৩৭৭]

---

৩৬৬. *আল- কাশ্শাফ ঃ ১/১৪৯*

৩৬৭. *প্রাগুক্ত ।*

৩৬৮. *আত তাফসীরুল কবীর ঃ ১/২৯৩ ; জাবির ঃ ৮২ ।*

৩৬৯. *জাবির ঃ ৮৮ ।*

৩৭০. *আহমদ আমীন ঃ আহমদ আমীন ২ মহররম ১৩০৪/১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৬ সনে কায়রোর এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন এক মসজিদের ইমাম ও শিক্ষক। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে তিনি তৃতীয়। স্থানীয় মক্তবে কুরআন শরীফ হিফজ করেন। এরপর আল-আজহার থেকে পাঠ শেষ করে আলেক্সান্দ্রিয় মাদ্রাসায় আরবী ভাষার শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ২৯ বছর বয়সে বিয়ে করেন। তার ৬ ছেলে ও ২ মেয়ে ছিল। তিনি ১৯৩২ সনে ফ্রান্সে গমন করেন। ১৯৩৬ সনে আযহারের কলা অনুষদের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৩৯ সনে কলা অনুষদের ডীন নির্বাচিত হন। এর পর তিনি প্রফেসর ইমেরিটাস হিসেবে যোগদান করেন। তার প্রখ্যাত গ্রন্থাবলীর কয়েকটি হলো ঃ ফজরুল ইসলাম, যোহাল ইসলাম, যহরুল ইসলাম, ইয়াওমুল ইসলাম, আননকদুল আদবী ও ফয়যুল খাতির। ফতহী বেযওয়ান ঃ আসরুরন ওয়া রিজাল, কয়রো, ১৯৬৭, পৃ-৬০২ ও এর পর।*

৩৭১. *আহমদ আমীন ঃ কামুসুল 'আদাত . ১ম সং . কায়রো, ১৯৫৩, পৃ-৬১১ ।*

৩৭২. *ফজরুল ইসলাম ঃ ৬১ ।*

৩৭৩. *প্রাগুক্ত ঃ ৬৪ ।*

৩৭৪. *হান্না আল-ফাখুরী ঃ ভূমিকা ।*

৩৭৫. *সাবাঈঃ তারীখুল আদবিল আরবী ফীল আসরিল জাহিলী, মিসর, ১৯৪৮, ১/৮৮;*

৩৭৬. *জাবির ঃ ৮৯ : মুহামদ আল-আবুদী ঃ আল-আমছালুল-আম্মীয়্যাঃ ফী নজদ, মিসর, ১৯৫৯, ভূমিকা ।*

Dhaka University Institutional Repository

ব্রুকলম্যানের মতে মাছাল প্রাচীন আরবের গদ্য সাহিত্যের অংশ। যা প্রসিদ্ধ জাহিলীবাক্যে প্রচলিত ছিল। অধিকাংশ মাছাল প্রাচীন কাহিনী ও ঘটনা সম্বলিত। কিন্তু যুগের আবর্তে অনেক মাছাল হারিয়ে গেছে।[৩৭৮] ইবন আবদ রব্বিহী বলেন, মাছাল প্রতিটি জাতির অভিজ্ঞতার অর্জিত সারবস্তু।[৩৭৯] জাহিয বলেন, মাছাল হলো চূড়ান্ত দলীল বিচার ও পরিচিতির মাধ্যম।[৩৮০]

ডঃ নবীলা ইব্রাহীম মাছালের গুরুত্ব বর্ণনায় মন্তব্য করেন, আরবীতে মাছাল যতটুকু মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিতে পেরেছে আর কোন বাক্য ততটুকু পারেনি এবং এর ব্যবহার যত হয়েছে ততো অন্য কোন বাক্য ব্যবহৃত হয়নি।[৩৮১]

R.A. Nicholson.বলেন,[৩৮২]

Proverbs: These are of less value as they seldom explain themselves, while the comentary attached to them is the work of scholars bent on explaining than at all costs though in many cases their true meanig could only be conjectured and the circumstances of their origin had been entirely forgotten.

M.H. Bakalla বলেন,[৩৮৩]

A Proverb must bear the sign of antiquity and in most cases they have no authors and their origins are not normally known.

প্রাচীন ও আধুনিক গবেষকদের সর্ব সম্মত অভিমত যে, জাহিলী আরব থেকে যত উত্তম ও অধিক মাছালের উৎপত্তি ঘটেছে অন্য কোন জাতি থেকে তা হয় নি।[৩৮৪]

ইবনু রশীক (মৃ-৪৬৩/১০৭০) বলেন, আরবরা উত্তম হিকমা রচনার দিক থেকে উত্তম জাতি। জিহবার স্থান যেমন হাতের উপর তেমনি আরব জাতির স্থান সকল জাতির উপর।[৩৮৫]

---

৩৭৭. *জাবির ঃ ৮৯ ; 'আব্দুল আযীয আল আযহারী ঃ আসাসুল মুবাকির, ১ম সং, মিসর, ১৯৫০, পৃ-১০০।*

৩৭৮. *ব্রুকলম্যান ঃ তারীখুল আদাবিল আরবী অনুবাদ আব্দুল হালীম নাজ্জার, ১/১২৯।*

৩৭৯. *শায়খ জালাল হানফী ঃ আল-আমছালুল বাগদাদীয়্যাঃ, বাগদাদ, ১৯৬৪, ভূমিকা।*

৩৮০. *জাবির ঃ ৯০ ; হুসয়ন আল-মারছাফী, আল-অসীলাতুল আদাবিয়া লিলউলূমিল আরাবীয়্যাঃ, ১ম সং, আল-মাদারিসুল মালকিয়া, ১২৯২/১৮৭৫, ২/৬৪।*

৩৮১. *জাবির ঃ ৯১ ; তুঃ ডঃ নবীলা ইব্রাহীম ঃ আশকালুত তা'বীর ফীল আদবিশ শা'বী, মিসর, পৃ-১৪৪।*

৩৮২. *R.A. Nicholson : P.31.*

৩৮৩. *M.H. Bakalla : P.248.*

৩৮৪. *কাতামিশ ঃ ২৮০।*

৩৮৫. *ইবনু রশীক ঃ আল-উমদা, মিসর, ১৯০৭, ১/৪ ; আল-মুযহির ঃ ২/৪৭১।*

Dhaka University Institutional Repository

জুরজী যয়দান বলেন, এখানে আশ্চর্যের কিছুই নেই যে, ইউরোপীয় ভাষার বৈশিষ্ট্য হলো মহাকাব্য (EPIC)। আর আরবী এবং সমগোত্রীয় ভাষার গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো মাছাল যা ইউরোপীয় কোন ভাষায় নেই। প্রবাদ সামী ভাষা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা, বিশেষ করে আরবী এবং হিব্রু ভাষায়। এছাড়া অন্য ভাষায় খুবই দুর্লভ।[৩৮৬]

হামযাহ আল-ইস্পাহানী আরবী ও ফারসী প্রবাদের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, পারস্য মাছাল সংকলন ও প্রাচীন যুগ থেকে উন্নত হওয়া সত্ত্বেও আরবী মাছালের কাছাকাছি আসতে পারেনি।

আবূ 'উবায়দা বর্ণনা করেন, আবূ হাতিম তার থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আহমদ ইবন সাঈদ ইবন সালিম আল-বাহিলীর কাছে ১৪,০০০ আরবী মাছাল পৌঁছিয়েছেন। যে গুলোর কিছু চামড়ায়, কিছু কাপড়ে কিছু কাগজে এবং কিছু সিরামিকে লিখিত ছিল।[৩৮৭]

পারস্যরা সাহিত্য-সভ্যতায় বিশ্বের অন্যতম উন্নত জাতি হওয়া সত্ত্বেও তাদের মাছাল সংখ্যা যদি আরবের ১/৩০ অংশ হয় তাহলে অন্যান্য জাতির মাছালের অবস্থা কি তা সহজেই অনুমেয়। স্বভাবতই এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, ১৪,০০০ মাছালের মাত্র ৬০০০ মাছালের সন্ধান পাওয়া যায় আর বাকী গুলো কোথায় ?

উত্তরে বলা যায় যে জাহিলী আরবদের নিরক্ষতার কারণে অধিকাংশ মাছাল সংরক্ষণ অসম্ভব ছিল। অলিখিত অবস্থায় থাকায় আরবদের থেকে বিলীন হয়ে গেছে। যা ছিল তা যুগের আবর্তে বিভিন্ন দুর্বিপাকে হারিয়ে গেছে।[৩৮৮]

আবূ 'আমর ইবনুল 'আলার কথা এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য। তিনি আরবের হৃত সম্পদের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, আরবরা যা বলেছে তার সামান্যই তোমাদের কাছে পৌঁছেছে। যদি পুরোপুরি পাওয়া যেত তাহলে তোমাদের জ্ঞান ও কবিতা অনেক হতো।[৩৮৯]

'আব্দুস সামাদ-ইবন ফযল আররাকাশী বলেন, আরবরা যত উত্তম ছন্দে কথা বলেছে এত উত্তম গদ্যও বলেনি। গদ্য থেকে একদশমাংশও সংরক্ষিত নেই আর কবিতা থেকে এক দশমাংশও হারিয়ে যায়নি।[৩৯০]

---

৩৮৬. যয়দান ঃ ১/২৭।

৩৮৭. হামযাহ আল- ইসপাহানী ঃ আল আমছালুস সাদিরা 'আন বুয়ূতীশ শি'র, পাণ্ডুলিপি, ভূমিকা কাতামিশ ঃ ২৮১।

৩৮৮. কাতামিশ, পৃ-২৮১।

৩৮৯. ইবনু সাল্লাম ঃ তবকাতু ফহুলিশ শু'আরা, পৃ-২৩।

৩৯০. আল- জাহিয ঃ আল-বয়ান ওয়াত তাবঈন, ১/১৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

ত. মুওয়াল্লাদ মাছাল

১. সংজ্ঞাঃ

মুওয়াল্লাদ (المولد) শব্দটি ওয়ালাদ (ولد)ধাতু থেকে উদ্ভুত। অর্থ জন্মগ্রহন করা।ইবন মন্যূরের মতে প্রত্যেক নতুন জিনিসই মুওয়াল্লাদ। তাই নবীন কবিকে আশ-শাইরুল মুওয়াল্লাদ বলা হয়। আরবী ভাষায় প্রচীনকালে ছিলনা বরং নতুন করে সৃষ্টি হয়েছে এরূপ বাক্যকে মুওয়াল্লাদ বলা হয়।[৩৯১] যমখশরীর মতে নতুন সৃষ্টি ,কথা বা বাক্যই মুওয়াল্লাদ। মুওয়াল্লাদ বাক্য খাটি আরবী ভাষায় নেই।[৩৯২] আস- সুয়ুতীর মতে মুওয়াল্লাদদের নতুন সৃষ্ট বাক্যকে মুওয়াল্লাদ বলে। যা ব্যাকরণে প্রমাণ হিসাবে গৃহিত হয়না।[৩৯৩]

মুওয়াল্লাদ শব্দটি المحدث। (নব সৃষ্টি)-এর সমার্থবোধক। তাই এর অর্থ হলো আরবী ভাষায় যে সব শব্দ বা বাক্য পূর্বে ছিলনা কিন্তু প্রামাণিক (الإحتجاج।)[৩৯৪] যুগের পর হয়েছে তাই মুওয়াল্লাদ।[৩৯৫] সুতরাং প্রামাণিক যুগের পর যে সব মাছাল সৃষ্টি হয়েছে তাই মুওয়াল্লদমাছাল।

২. মুওয়াল্লাদ মাছালের স্তর বিন্যাসঃ

মুওয়াল্লাদ মাছালকে দুটি স্তরে বিন্যাস করা যায়। প্রথম স্তরঃ প্রামাণিক কালের পরে প্রচীন মাছালের উপর কিয়াস করে অথবা ভাষাবিদদের নিকট পরিচিত প্রাচীন আরবী মুল্যবোধ হতে চয়ন করে আফ'আলু মিন ওযনে যেসব মাছালের সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো এ স্তরেঅন্তভুর্ক্ত।[৩৯৬] এর বিরাট একটি অংশের সৃষ্টি ইসলামী যুগে।প্রাচীন যুগের জনসাধারণের সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু মাছাল সংকলনগুলোতে এগুলো

---

৩৯১. *লিসানুল 'আরব ঃ "(ولد)"।*

৩৯২. *যমখশরী ঃ আসাসুল বালাগা, দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাতিল কাহিরা , ১৩৪১/১৯২২, "(ولد)"*

৩৯৩. *আল-মুযহির ঃ ১/৩০৪ ।*

৩৯৪. *আরবী পন্ডিতগণ জাহিলী যুগ হতে উমায়্যা যুগ পর্যন্ত সময়কে ইহতিজাজের যুগ বা প্রামাণিক যুগ বলে অভিহিত করেছেন । এসময়ে আরবী ভাষা খাঁটি ছিল বিধায় তা দলীল ও প্রমাণ হিসেবে গৃহীত হতো । কিন্তু আব্বাসীয় যুগে অনারবদের ব্যাপক আরবী চর্চার কারনে বহু অনারব শব্দ 'আরবীতে অনুপ্রবেশ ঘটে ফলে আরবীর খাঁটিত্বে অনেকাংশে ভাঁটা পড়ে । এজন্যে এযুগের পর থেকে তা প্রমাণ হিসেবে গৃহীত হয়না ।*

৩৯৫. *আল-বাগদাদী ঃ খাযানাতুল আদব, ভূমিকা ; মাজমা'উল লুঘাতিল আরাবিয়্যা: ,আল-মু'জামুল ওসীত, ১৯৬০, দিল্লী ঃ ভূমিকা, পৃ-১৬।*

৩৯৬. *আফ'আলু মিন (أفعل من) এর ওযনে হলেই যে, মুওয়াল্লাদ হবে এমন নয় । যেমন আল- 'আসকারী জামহারাতুল আমছালে تفسير "الأمثال الضروبة في المبالغة و التناهي" শিরোনামের অধীনে আফ'আলু ওযনে বহু আরবী মাছাল উল্লেখ করেছেন তবে কোন গবেষক প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, আফ'আলুর ওযনের কোন প্রাচীন মাছাল নেই । আবিদীন ঃ ৮৯-৯৭ । বিস্তারিত আলোচনা এ অধ্যায়ের পৃ:৬৩ - তে দ্রষ্টব্য ।*

Dhaka University Institutional Repository

সংরক্ষিত আছে। ভাষাবিদ ও পাঠকদের মাঝেও প্রচলিত আছে। এর কিছু কিছু মুস্তা'রিবাদের[৩৯৭] মুখে মুখে প্রচলিতও হয়েছে। পরবর্তীকালে তা জনসাধারণের মনযোগ আকৃষ্ট হয়েছে। বর্ণনাকারী ও সংকলকদের মতে এগুলোই মুওয়াল্লাদ মাছাল। তাদের কেউ কেউ এগুলোকে প্রাচীন মাছালের মধ্যে গণ্য করেছেন। এগুলো আব্বাসী যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত প্রচলিত আছে।[৩৯৮] এধরনের কয়েকটি মাছালঃ

أقسى من الصخر و أعد من الدهر (পাথর হতেও অধিক কঠিন এবং যুগ হতেও অধিক দ্রুতগামী)।[৩৯৯]

أنفس من الدر و أمر من الصبر (মনি মুক্তা হতেও অধিক মুল্যবান এবং ধৈর্যধারণ অপেক্ষা তিক্ত)।[৪০০]

أسير من الشعر و أخفي من السر (কবিতা হতেও অধিক প্রজ্বলিত এবং গোপনীয় বিষয় হতেও অধিক গোপনীয়)।[৪০১]

দ্বিতীয় স্তর হলো আফ'আলু মিন ওযন ছাড়া প্রামাণিককালের পর প্রাচীন আরবী মুল ধাতুর আদলে অথবা এর সীগা থেকে অথবা এ দু'টো থেকে নতুন আঙ্গিকে যে মাছাল রচিত হয়েছে তাই মুওয়াল্লাদ মাছাল। ময়দানী এ ধরনের মাছালই স্বীয় মাজমা'উল আমছাল গ্রন্থে 'মুওয়াল্লাদুন' শিরোনামে প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে উল্লেখ করেছেন।

ময়দানীর গ্রন্থে উল্লেখিত যেসব মুওয়াল্লাদ মাছাল উল্লেখ আছে তা অনুসন্ধান করলে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে মুওয়াল্লাদ মাছাল প্রাচীন আরবীর এক বিরাট স্থান দখল করে নিয়েছে ।[৪০২]

এ ধরনের কিছু মাছালঃ

لاتأكل خبز في مائدة غيرك (তোমার রুটি অপরের ডাইনিং টেবিলে খাবেনা।[৪০৩]

لا تؤخر عمل اليوم لغد (আজকের কাজ আগামী কালের জন্য ফেলে রেখোনা)।[৪০৪]

لكل حي أجل (প্রত্যেক জীবনের মৃত্যু আছে)।[৪০৫]

---

৩৯৭. *মুস্তা'রিবা ঃ তৎকালীন আরবে তিন শ্রেণীর লোকবাস করতো। এর মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল মুস্তা'রিবা। এরা হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর। কাহতানীদের সাথে এরা বসবাস শুরু করে। পরবর্তীকালে এরা 'আদনানী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এদের প্রধান প্রধান গোত্র হলো ঃ রবী'আ, মুযর, ইয়াদ ও আন্‌মার। আল-ওসীত ঃ ৬।*

৩৯৮. *আবিদীন ঃ ১৭৭*

৩৯৯. ময়দানী ঃ ১/২২৭, ২/৪৪৩, ১২৯ ; জামহারা ঃ ২/১১৫ ; আদ্‌দুররা আল-ফাখিরা ঃ ২/৩৫১ ; আল-মুস্তাকসা ঃ ১/২৮২

৪০০. *ময়দানী ঃ ১/২২৮, ২/৩২৭, আল-দুররা আল-ফাখিরা ঃ ১/১৩৪, ২/৩৮৩, ৪৪৩ ; জামহারা ঃ ২/২২৭, আল-মুস্তাকসা ঃ ১/৩৬৩, ৬৫।*

৪০১. *ময়দানী ঃ ১/৩৫৪, আদ্‌দুররা আল-ফাখিরা ঃ ১/২১৮, ২৩৩, ২/৪৪৩।*

৪০২. *আবিদীন ঃ ১৭৭-১৭৮।*

৪০৩. *ময়দানী ঃ ২/২৫৯।*

৪০৪. *প্রাগুক্ত।*

৪০৫. *প্রাগুক্ত ঃ ২৫৮।*

Dhaka University Institutional Repository

لكل داء دواء (প্রত্যেক রোগের ঔষধ আছে)।[৪০৬]

شر السمك يكدر الماء (ঘোলাপানি মাছের জন্য বিপদজ্জনক)।[৪০৭]

السنور الصياح لايصطاد شيئا (মেঁউ বিড়াল কিছুই শিকার করেনা)।[৪০৮]

إن للحيطان آذان (দেয়ালের কান আছে)।[৪০৯]

تجري الرياح بما لاتشتهي السفن (নৌকার প্রতিকুল বাতাস বইছে)।[৪১০]

الحر يكفيه الإشارة (স্বাধীন ব্যক্তির জন্য ইশারাই যথেষ্ট)।[৪১১]

لكل كلام جواب (প্রত্যেক কথার উত্তর আছে)।[৪১২]

لاتطمع في كل ما تسمع (যা শুনবে তার প্রতিই লোভ করবেনা)।[৪১৩]

لكل عمل ثواب (প্রত্যেক কাজের প্রতিদান আছে)।[৪১৪]

البر عن البر (ভালোর উৎস ভালোই হয়ে থাকে)।[৪১৫]

৩. প্রাচীন মাছাল ও মুঁয়াল্লাদ মাছালের পার্থক্যঃ

প্রচীন ও মুওয়াল্লাদ মাছালের পার্থক্য নিন্মরূপ।

মুওয়াল্লাদ মাছালের শব্দগুলো সাধারণতঃ প্রচলিত কিন্তু নতুন অর্থে ব্যবহার করেনি।[৪১৬]
প্রাচীন মাছাল সাধারণতঃ যৌগিক এবং ছোট বাক্য হয়ে থাকে। কিন্তু মুওয়াল্লাদ মাছাল সাধারণতঃ বড় বাক্য,সহজ ও সরল গদ্যে হবে। যেমন--

---

৪০৬. প্রাগুক্ত।

৪০৭. প্রাগুক্ত ঃ ১/৩৭১।

৪০৮. প্রাগুক্ত ঃ ৯০।

৪০৯. প্রাগুক্ত ঃ ১৫৮।

৪১০. প্রাগুক্ত ঃ ২৪০।

৪১১. আদ্‌দুররা আল-ফাখিরা ঃ ২/৪৪২ ও ২৪৬।

৪১২. ময়দানী ঃ ২/২৫৮।

৪১৩. প্রাগুক্ত ঃ

৪১৪. প্রাগুক্ত ঃ ২৫৮।

৪১৫. প্রাগুক্ত ঃ ১/৩৯১।

৪১৬. যেমন - أمين অর্থ বিশ্বাসী কিন্তু মুওয়াল্লাদায় সচিব অর্থ ব্যবহৃত হচ্ছে, سيارة দ্রুতগামী কিন্তু মুওয়াল্লাদায় গাড়ী অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিস্তারিত আল-মুযহির: ১/৩০৪।

Dhaka University Institutional Repository

كالطاحنة (সে যাঁতার মত)। অলসের জন্য এ মাছালটি ব্যবহৃত হয়।[৪১৭] আর মুওয়াল্লাদ মাছালে এর রূপটি সহজ শব্দে বড় বাক্যে উপস্থিত হয়েছে।যেমন ---

كالمختنقة على أخر طحينها (যাঁতার আটা পেষনকারিনীর শেষ মুহূর্তে ঘূর্ণায়কদন্ডটি ভেঙ্গে যাওয়ায় তার যে অবস্থা দাঁড়ায় তার ন্যায়)।[৪১৮]

আরেকটি প্রাচীন মাছাল :

جدك لاكدك (ভাগ্যে না থাকলে পরিশ্রমে হয়না)।[৪১৯]

আর মুওয়াল্লাদ মাছালে বলা হয় إذا لم يساعد الجد فالحركة خذلان (ভাগ্য সুপ্রসন্ন না হলে প্রচেষ্টা ব্যয় অনর্থক হয়)।[৪২০]

এতে শাব্দিক অলংকার বিদ্যমান।[৪২১] যেমন সাজা (سجع),[৪২২] ইয্দিওয়াজ (إزدواج)[৪২৩] মুকাবিলা (مقابلة)।[৪২৪] এধরনের অলংকার সাধারণতঃ প্রাচীন মাছালে পরিদৃষ্ট হয় না।[৪২৫] যেমন –

أضواء من الفجر و أحر من الجمر (ফজরের সময় হতেও আলোকিত এবং অঙ্গার হতেও অধিক গরম)।[৪২৬]

---

৪১৭. কাতামিশ : ১৭৮

৪১৮. ময়দানী : ২/১৬০ ।

৪১৯. ময়দানী জামহারা : ১/৩০২ ।

৪২০. আবিদীন : ১৮১ ও ১৮২ ।

৪২১. কাতামিশ : ১৭৮ ।

৪২২. গদ্যে দুটি বাক্যের অন্তমিলকে বলা হয় সাজা (Magdi Wahba : A Dictionary of Arabic Terms. Buirut, 1992, P.88.)

৪২৩. দুটি বাক্যের অন্তে উচ্চারনে মিল হওয়াকে বলা হয় ইযদিওয়াজ, প্রাগুক্ত : ১০৮ ।

৪২৪. দু'বা ততোধিক বাক্যের অর্থে মিল হওয়াকে বলা হয় মুকাবিলা, প্রাগুক্ত : ২৪ ।

৪২৫. কাতামিশ : ১৭৮ ।

৪২৬. ময়দানী : ১/৪২৭ ; জামহারা : ২৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

থ. 'আফ'আলু মিন' (أفعل من) জাতীয় মাছাল

১. পরিচয় ঃ মৌলিক মাছালের ছাঁচের অনুকরণে বর্ণনাকারী ও বাগপটুরা যেসব মাছাল 'আফ'আলু মিন' এর ওযনে রচনা করেছেন সেগুলো এ শ্রেণীর মাছালের অন্তর্ভুক্ত । এ ধরনের মাছাল আব্বাসী যুগ এবং তৎপরবর্তীকালের মাছাল সংকলনগুলোতে দেখা যায়।কোন কোন বর্ণনাকারী এগুলোকে প্রাচীন মাছালের সাথে যুক্ত করেছেন । জনগণের আকর্ষণ কম থাকায় অনেকসময় এ ধরনের মাছাল স্ব আকৃতিতে প্রতিভাত হতে পারেনি।[৪২৭]

২. ব্যবহার ঃ আরবরা প্রতিটি বর্ণনায়অতিরঞ্জন বা অতিশয়োক্তি করতো ।[৪২৮] আর তা বুঝানোর জন্যে আফ'আলু মিন-এর ওযনে বর্ণনা করতো । মাছালের ক্ষেত্রেও তারা এ ওযনটি ব্যবহার করতো ।[৪২৯] যেমন-

أبعد من النجم (তারকা হতেও দুরে) ।[৪৩০]

أبين من فلق الصبح (প্রভাতের আলো হতেও স্পষ্ট) ।[৪৩১]

أسخي من حاتم (হাতিম তাঈ হতেও দানশীল) ।[৪৩২]

যদিও উপমেয় বস্তুটি তারকা হতে দূরবর্তী নয়, প্রভাতের চাইতে আলোকিত নয় এবং বদান্যতায় হাতিম তাঈ হতে অধিক দানশীল নয় । তবুও এক্ষেত্রে মর্যাদা এবং সম্মানের দিক থেকে অনেক ঊর্ধে স্থান দিয়েছে ।

এমাছালগুলো সাধারণতঃ মানুষ, জীবজন্তু, লতা-পাতা ও জড় পদার্থকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট । এদের গুণাবলী বাস্তব ঘটনার সাথে মিল আছে । যেমন তারা সিংহকে সাহসিকতা, বর্শার অগ্রভাগকে লম্বা এবং পাহাড়কে ভারীর ক্ষেত্রে মাছালে ব্যবহার করতো ।[৪৩৩]

এধরনের মাছালের আকৃতি আরবী ভাষার অনন্য বৈশিষ্ট্য যা সামী ভাষার অন্যান্য উপভাষা যেমন হিব্রু, আরামী, হাবশী এবং প্রাচীন ও উত্তর আরবের কোন ভাষাতে নেই ।[৪৩৪]

---

[৪২৭] *'আবিদীন ঃ ৮৯ ।*

[৪২৮] *কুদামা ইবন জা'ফর ঃ নকদুশশি'র, ১৯৬৩, কায়রো, পৃ-৬১ ।*

[৪২৯] *'আবিদীন ঃ ৮৯ ।*

[৪৩০] *ময়দানী ১/১১৫ ।*

[৪৩১] *প্রাগুক্ত ঃ ১১৮ ।*

[৪৩২] *মু'জামুল ঃ ২/৩৪১ ।*

[৪৩৩] *আবিদীন ঃ ৮৯ ।*

[৪৩৪] *প্রাগুক্ত ।*

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য ভাষায় إسم التفضيل দিয়ে অতিশয়োক্তি বুঝায়না ।[৪৩৫] আরবীতে অতীত ক্রিয়া (الفعل الماضي) রূপের প্রথমে হামযা কিত্ঈ[৪৩৬] অতিশয়োক্তির জন্যে ব্যবহৃত হয় । যেমন - أقطع (অধিক কর্তনকারী) ।

সামী ভাষার অন্যান্য উপভাষার সাথে আফ'আলু মিন এর ওযনের মাছালের সাথে কোন সম্পর্ক নেই । যদিও আরবদের মতো সামীরাও তাশবীহ (التشبيه) (উপমা), তাফযীল (التفضيل) (তুলনা) ব্যবহার করতো । কিন্তু তারা মাছালের ক্ষেত্রে অন্য উপাদান ব্যবহার করতো ।[৪৩৭]

৩. সংকলন ঃ

আফ'আলু মিন" এর ওযনের মাছালের উৎপত্তি যেহেতু আব্বাসী যুগে তাই এ যুগের মাছাল সংকলগুলোতেই এগুলো বেশী সংকলিত হয়েছে । নিম্নে এমন কিছু মাছাল গ্রন্থের উল্লেখ করা হলো ।

(১) মুফাদ্দল আদ্দব্বী স্বীয় "আমছালুল 'আরব" গ্রন্থে আটটি আফ'আলু মিন-এর ওযনের মাছাল সংকলন করেছেন ।[৪৩৮] এর কয়েকটি হলো ঃ

أسرع من نكاح أم خارجة	উম্মে খারিজার বিয়ের চাইতে দ্রুত ।[৪৩৯]
أحمق من دغة	দাগগা হতেও বোকা ।[৪৪০]
أشئم من داحس	দাহিস হতেও অধিক অশুভ ।[৪৪১]
أعز من كليب بن وائل	কুলয়ব ওয়া ইল হতেও অধিক সম্মানী ।[৪৪২]
أشئم من ناقة بسوس	বসূসের উটনী হতেও অশুভ ।[৪৪৩]

---

৪৩৫ প্রাগুক্ত ।

৪৩৬ হামযা দু' প্রকার ঃ (১) কিত ঈ , أ, যা উচ্চারণে উল্লেখ থাকে (২) অসলী-যা ا , উচ্চারণে উহ্য থাকে ।

৪৩৭ 'আবিদীন ঃ ৯০ ।

৪৩৮ প্রাগুক্ত ।

৪৩৯ মুফাদ্দল আদ্দব্বী ঃ ১১ ; কিতাবুল ফাখির ঃ ৬০ ; আদ্দুররা আল-ফাখিরা ঃ ১/২১৮, ২২৪ ; জামহারা ঃ ১/৫০৮, ৫২৯ ; ময়দানী ঃ ১/৩৪৮ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ১/১৬৬ ; ফসলুল মাকাল ঃ ৫০০ ; আবু ফায়দ ঃ ৬৫ ; ইবন সাল্লাম ঃ ৩৭২ ; আবু 'ইকরামা আদ্দব্বী ঃ ১১ ।

৪৪০ মুফাদ্দল আদ্দব্বী ঃ ৮১ ; জামহারা ঃ ১/১৫৪, ৩৪২, ৩৮৯ ; ময়দানী ঃ ১/১১৪ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ১/৭৯ ।

৪৪১ আদ্দুররা আল-ফাখিরা ঃ ১/২৩৫, ২৪০ ; জামহারা ঃ ১/৫৩৭, ৫৫৬, আল-মুস্তাক্সা ঃ ১/১৮২ ।

৪৪২ মুফাদ্দল আদ্দব্বী ঃ ৫৫ ; ময়দানী ঃ ২/৪২ ।

৪৪৩ মুফাদ্দল আদ্দব্বী ঃ ৫৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

أشـئـم مـن خـوتعـة — খোতা'আ হতেও অধিক অশুভ ।[৪৪৪]

أشعل من حمل الدهيم — হামলিদ দুহায়ম হতেও প্রজ্জ্বলিত ।[৪৪৫]

أمـنـع من عقاب الجو — 'ইকাবিল জাভ হতেও নিষেধকারী ।[৪৪৬]

(২) মুফাদ্দল ইবন সালামা ঃ স্বীয় আল-ফাখির গ্রন্থে ৫২১ মাছালের মধ্যে ১৭ টি আফ'আলু মিন এর ওযনের মাছাল সংকলন করেছেন ।

ক. এর চারটি মাছাল আদ্দব্বীর কিতাবুল আমছালে উল্লেখ আছে ।

খ. একটি হলো: أجبن من المنزوق ضرطا (মানযূক যরতের কাছে যতটুকু কাপুরুষের পরিচয় দিয়েছে তার চাইতে বেশী কাপুরুষ) ।[৪৪৭]

' আমর ইবন 'আমর এবং তার চাচাতো বোন লকীত বিনতে দাখতানুসকে কেন্দ্র করে যে কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে ।

এমাছালটি হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষে এবং তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম এবং মাঝামাঝি সময়ে প্রচলিত হয় ।

গ. পাঁচটি মাছাল পাঁচজন ইসলামী ব্যক্তিত্বের দিকে ইঙ্গিত করেছে । সেগুলো হলো ।

ক. أخـسـر من قاتل عقبة — 'উকবার হত্যাকারী হতেও ক্ষতিগ্রস্থ ।[৪৪৮]

খ. أحـلـم مـــن أحنــف — আহনাফ হতেও অধিক জ্ঞানী ।[৪৪৯]

গ. أشئـم من طــــويــس — তূয়াস হতেও অশুভ ।[৪৫০]

ঘ. أشغل من ذات النحين — ঘৃত বিক্রেতার চাইতেও অধিক ব্যস্ত ।[৪৫১]

---

[৪৪৪] প্রাগুক্ত ঃ ৫৮ ; আদ্দুররা আল-ফাখিরা ঃ ১/২৩৫. ২৪০ ; জামহারা ১/১৩৫. ৫৩৭ ; আল-মুসতাক্সা ঃ ১/১৮১ ; ময়দানী ঃ ১/১৫৬. ৩৭৭ ; ফসলুল মাকাল ঃ ৫০১ ; ইবন সাল্লাম ঃ ৩৭২ ।

[৪৪৫] মুফাদ্দল আদ্দব্বী ঃ ৫৯ ।

[৪৪৬] প্রাগুক্ত ঃ ৬৫ ।

[৪৪৭] কিতাবুল ফাখির ঃ ৬৫ ৬৮. ১৮৩ ও ২৪৩ ; ময়দানী ঃ ১/১৮০ ।

[৪৪৮] কিতাবুল ফাখির ঃ ৭৮ ।

[৪৪৯] ময়দানী ঃ ১/২১৯ ।

[৪৫০] কিতাবুল ফাখির ঃ ১০৪ ; আদ্দুররা আল-ফাখিরা ঃ ১/২৩৫ ; ময়দানী ঃ ১/২৫৮ . ৩৯০ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ১/১৮২; জামহারা ঃ ১/৫৩৮ ।

[৪৫১] আদ্দুররা আল-ফাখিরা ঃ ১/২৩৬. ২৬০. ২/৪০৫ ; কিতাবুল ফাখির ঃ ৮৬ ; জামহারা ১/৫৩৮. ৩২২. ৫৬৪ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ১/১৯৬ ; ময়দানী ঃ ১/৮০. ২৫৮. ৩৮৬. ৩৮৮. ফসলুল মাকাল ঃ ৫০৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. أطمع مـــــن أشعـــب আশ'আব হতেও লোভী ।[৪৫২]

ঘ. অপর পাঁচটি মাছাল জীবজন্তুও অন্যান্য সম্পর্কে । সেগুলো হলো ঃ -

ক. أجل مـــن الحـــــرس হারাশ হতেও উত্তম ।[৪৫৩]

খ. أفسي مـــن النمـــس বেজি হতেও আওয়াজ কারী ।[৪৫৪]

গ. أكـبر مـــن لبــــــــد লুবাদ হতেও বড়।[৪৫৫]

ঘ. أكيس مـــن قشـــــــة কিশশা হতেও অধিক বুদ্ধিমান ।[৪৫৬]

ঙ. أقــل مـــن النقـــــــد টাকা পয়সা হতেও কম ।[৪৫৭]

ঙ. আরেকটি মাছাল হলো:

أكفر مـــن حـــــمار (গাধা হতেও নাফরমান) । এটি আমালিকা অথবা আয্দ গোত্রের কোন এক ব্যক্তির কাহিনী । যে তার ছেলেদেরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে এবং মূর্তিপুজা শুরু করে । এবং সে আল্লাহর পক্ষ থেকে এর প্রতিফল পায় ।[৪৫৮]

চ. অন্য মাছালটি হলো :[৪৫৯]

أهوان من قعيس علي عمتـــه (কুআয়হু তার ফুফুর কাছে অনেক ভাল)

৩. আল-মুবাররদ স্বীয় আল-কামিল গ্রন্থে ৭৫টি মাছালের মধ্যে ৪টি আফ'আলু মিন-এর ওযনের উল্লেখ করেছেন।

৪. আল-জাহিয কিতাবুল হায়ওয়ান গ্রন্থে ১৫০টি মাছাল উল্লেখ করেছেন । যার অধিকাংশ জীবনজন্ত সংক্রান্ত ।[৪৬০]

৫. মুহম্মদ ইবন হাবীব স্বীয় সংকলনে ৩৯০টি মাছাল উল্লেখ করেছেন ।[৪৬১]

---

[৪৫২] *কিতাবুল ফাখির ঃ ১০৪ ; ময়দানী ঃ ১/৪৩৯ ; আদদুররা আল-ফাখিরা ২৮৪,২৯০; জামহারা ঃ ২/১৪, ২৫; আল-মুসতাকসা ঃ ১/২২৩ ।*

[৪৫৩] *কিতাবুল ফাখির ১৮৩ ঃ ময়দানী ঃ ১/১৮৬ ।*

[৪৫৪] *কিতাবুল ফাখির ঃ ৩৪৩ ; ময়দানী ঃ ২/৮৫ ।*

[৪৫৫] *কিতাবুল ফাখির ঃ ৬৮ ; ময়দানী ঃ ২/১৭০*

[৪৫৬] *কিতাবুল ফাখির ঃ ৬৫ঃ ময়দানী ২/১৬৯ ।*

[৪৫৭] *কিতাবুল ফাখির ঃ ৬৫ ; আবিদীন ঃ ৯১ ।*

[৪৫৮] *প্রাগুক্ত ।*

[৪৫৯] *কিতাবুল ফাখির ঃ ৭৮-৭৫ ।*

[৪৬০] *কিতাবুল হায়ওয়ান ঃ ৭ ।*

Dhaka University Institutional Repository

৬. হামযাহ আল-ইস্পাহানী ২২০০ টি আফ'আলু এর ওযনের মাছাল সংকলন করেছেন ।[৪৬২]

ইবন সালাম ঃ ও আল-মুবাররদ কর্তৃক সংকলিত মাছালের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে,

ক. এমাছালগুলোর উৎস ইসলামী ।
খ. জীবজন্তু সম্পর্কীয় মাছালগুলোর অধিকাংশই ইসলামী যুগে সৃষ্ট ।
গ. এমন কতক মাছাল আছে যেগুলোর ভিত্তি কাহিনী অথবা প্রাচীন মাছাল । এগুলোর অধিকাংশই ইসলামী যুগে ।[৪৬৩]

এধরনের কোন কোন মাছালে জাহিলী ব্যক্তি ও ঘটনার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে যেমন -

أندم من أبي غبشان (আবু গাবশান হতেও লজ্জিত) ।

মূল উৎস ঃ গাবশান খুযা'আ গোত্রের এক ব্যক্তি । সে কুসাই ইবন কিলাবের কাছে মাতাল অবস্থায় বায়তুল্লাহর চাবি সমর্পণ করে । কুসাই তা নিয়ে মক্কায় গমন পূর্বক বলেনহে কুরায়শ জাতি ! এটা তোমাদের পিতা ইসমাঈল (আঃ) এর ঘরের চাবী । বিশাস ঘাতকতা এবং কোন প্রকার জুলুম ছাড়াই আমাদের হাতে এসেছে । আবু গাবশানের যখন চেতনা ফিরে এলো তখন স্বীয় কৃতকর্মের জন্যে লজ্জিত হলো । লজ্জার ক্ষেত্রে এমাছালটি বলা হয়ে থাকে ।[৪৬৪]

পরবর্তীকালে মাছাল টির প্রসিদ্ধির কারণে বর্ণনাকারীগণ বিভিন্ন ভাবে এটাকে বর্ণনা করেছেন । যেমন[৪৬৫]

أحمق من أبي غبشان ¤ ¤ أخسر من صفقة أبي غبشان

এসব মাছাল যদিও জাহিলী যুগের বলে মনে হয় মূলতঃ তা নয় । এগুলোর উৎপত্তি ইসলামী যুগে ।

আফ'আলু মিন-এর ওযনের মাছাল ইসলামী আরবী সংস্কৃতির লিখিত দলীল । এতে রয়েছে প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিক পরিচিতি ।

বসরা এবং কুফার আলিমগণ জীব জন্তুর স্বভাব চরিত্র নিয়ে অধ্যয়ন করেছেন । আর আবু উবায়দা, মা'মা'র ইবনুল মুছান্না (২০৯/৮২৪), মাদায়েনী (২২৫/৮৩৯), ইবনুল কালবী কুফী (২০৬/৮২১)[৪৬৬] এবং জাহিয

---

[৪৬১] *মুহম্মদ ইবন হাবীব ঃ কিতাবুল আমছাল ঃ পাণ্ডুলিপি, ভূমিকা ।*

[৪৬২] *প্রাগুক্ত ।*

[৪৬৩] *আবিদীন ঃ ৯৩ ।*

[৪৬৪] *ময়দানী ঃ ১/২২৬ ।*

[৪৬৫] *প্রাগুক্ত ।*

[৪৬৬] *হায়ওয়ান ঃ ভূমিকা ঃ ৪ ।*

Dhaka University Institutional Repository

জীবজন্তু সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । উদাহরণ স্বরূপ কুকুরের চরিত্র সম্পর্কে বর্ণিত কয়েকটি মাছাল উল্লেখ করা হলো[৪৬৭] ঃ-

أبصر من كلـــــــــــب কুকুর হতে অধিক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ।

أبول من كلـــــــــــب কুকুর হতে অধিক প্রশ্রাবকারী ।

أجوع من كلـــــــــــب কুকুর হতে অধিক ক্ষুধার্ত ।

أحرص من كلب علي جيفة মৃতের প্রতি লোভাতুর কুকুর হতে অধিক লোভী ।

أبخل من كلـــــــــــب কুকুর হতেও অধিক কৃপণ ।

أشكر من كلـــــــــــب কুকুর হতেও অধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ।

أفحش من كلـــــــــــب কুকুর হতেও অধিক খারাপ ।

গুইসাপ সম্পর্কে কয়েকটি মাছাল ঃ

أحير من ضـــــــــــب গুইসাপ হতেও পরিশ্রান্ত ।

أخب من ضـــــــــــب গুইসাপ হতেও ধোকা প্রদানকারী ।

أخدع من ضـــــــــــب গুইসাপ হতেও ধোকা প্রদানকারী

أروي من ضـــــــــــب গুইসাপ হতেও পরিতৃপ্ত ।

أعمر من ضـــــــــــب গুইসাপ হতেও দীর্ঘায়ুপ্রাপ্ত ।

৪. মতভেদ ঃ "আফ'আলু মিন" -এর ওযনের মাছাল প্রাচীন মাছালের মত মানুষের স্বতঃস্ফুর্ত মুখনি:সৃত বাণী নাকি লোকেরা কোন কিছুর উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি করেছে , এনিয়ে আধুনিক যুগের কোন কোন গবেষক অভিনব মত প্রকাশ করেছেন । তারা কোন কোন প্রাচ্যবিদের মতের উপর নির্ভর করে বলেন যে, আফ'আলু মিন এর ওযনে সবগুলো মাছালই নিজস্ব রচনা । সে যুগের সাহিত্যিকগণ এগুলোকে মাছাল হিসেবে চালিয়ে দিয়েছেন। তারা তাদের যুক্তির স্বপক্ষে কিছু বক্তব্য পেশ করেছেন ।[৪৬৮]

১. আফ'আলু সীগা (রূপ)টি শুধু আরবীতেই পাওয়া যায় । সেমিটিক অন্যান্য শাখা ভাষাতে নয় । এর অনুরূপ কোন সীগা হিব্রু, আরামী, হাবশী এবং প্রাচীন দক্ষিণ আরবী ভাষায় নেই । তাই আরবী ছাড়া অন্যান্য সেমিটিক সাহিত্যের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই । সুতরাং এর ওযনে মাছালগুলো সঠিক নয় ।

খ. এধরনের মাছাল আব্বাসী যুগের সংকলন ছাড়া প্রাচীন কোন সংকলিত গ্রন্থে পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তা খুবই সামান্য । প্রাচীন আরবীবিদদের যারা মাছালের উপর কাজ করেছেন । তারা এধরনের মাছাল খুব

---

[৪৬৭] *জামহারা ঃ ১/১৭২ ; হায়ওয়ান ঃ ৪/১৫০ ।*

[৪৬৮] *আবিদীন ঃ ৮৯-৯৭ ।*

Dhaka University Institutional Repository

কমই উল্লেখ করেছেন । উদাহরণ স্বরূপ মুফাদ্দল আদ্দব্বীর 'আমছালুল আরব', মুফাদ্দল ইবন্ সালমার 'কিতাবুল আমছাল' ও মুবাররদের 'আল-কামিল' গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা যায় । যেগুলোতে যথাক্রমে আটটি, সতেরটি এবং চারটি আফ'আলু মিন-এর ওযনের মাছালের উল্লেখ আছে । অথচ এতিনজনই প্রাচীন যুগের মাছালের সংকলক ।

অপরদিকে 'আব্বাসী যুগের সংকলন সমূহে এর উল্লেখ অধিকহারে পরিদৃষ্ট হয় যেমন আল-জাহিযের কিতাবুল হায়ওয়ানে' ১৫০ টি, মুহাম্মদ ইবন হাবীবের ' কিতাবুল আমছালে ' ৩৯০ টি এবং হামযার 'আদ্দুররা আল-ফাখিরা'তে ১২০০টি আফ'আলু মিন মাছালের উল্লেখ আছে ।

গ. আরবী সাহিত্যের বড় বড় সাহিত্যিক যেমন ইবন সাল্লাম, মুবাররদ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ এ ধরনের মাছালের উৎস হিসেবে ইসলামী যুগকে চিহ্নিত করেছেন । কেননা জীবজন্তু সংক্রান্ত অধিকাংশ মাছাল-ই এ যুগে রচিত । এবং এ গুলোর ভিত্তি কোন কাহিনী অথবা প্রাচীন মাছাল । এসব কাহিনীর মধ্যে আবূ গুবশান ও লুকমান 'আদী অন্যতম । এদুটো কাহিনীকে কেন্দ্র করে আফ'আলু মিন-এর ওযনের বহু মাছালের উৎপত্তি ঘটেছে যার সবগুলোই ইসলামী যুগে রচিত ।

ঘ. বর্ণনাকারী ও শিক্ষকগণ এগুলোর ব্যাখ্যা সহজ হওয়ায় শিক্ষা ক্ষেত্রে এগুলোকে সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করেছেন ।

ঙ. ভাষাবিদগণ এধরনের মাছাল সম্পর্কে বেদুঈনদের নিকট জিজ্ঞাসা করলে তারা কোন সদুত্তর দেয়নি।

চ. এধরনের কিছু মাছালের ব্যাখ্যায় তারা বলেছেন এমাছালটি মুসলিম ইবনিল ওলীদ (১৩০/৭৪৭)-২০৮/৮২৩), আখতাল অথবা অন্য কোন ইসলামী কবি থেকে গৃহীত হয়েছে ।

ছ. অনেক মাছাল আছে যেগুলোর উৎস প্রাচীন মাছাল অথবা ঐসব মাছাল কেন্দ্রীক ঘটনাবলী । যেমন -

ক. أخيب من حنين হুনায়নের যুদ্ধ হতেও অধিক নৈরাস্যজনক ।

খ. أخلف من عرقوب 'উরকূব হতেও অধিক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী ।

জ. আফ'আলু মিন-এর ওযনে এমন অনেক মাছাল আছে যেগুলো গুরুত্বহীন এবং সেগুলো সাধারণতঃ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে । ফলে প্রাথমিক যুগে এগুলোর ব্যবহার কম হয়েছে । এবং প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে এগুলোর বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়না । তবে এগুলো পাঠক এবং শিক্ষকদের মাঝে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে । ফলে সাধারণ লোকদের মাঝে এগুলো মোটামুটি প্রচলিত ছিল বলে ধারনা করা যায় ।

ঝ. ইরাকের ভাষাবিদরা তাঁদের যুগে শিক্ষা ক্ষেত্রে এগুলো চালু করার চেষ্টা করেছেন । যেহেতু এগুলো বুঝতে এবং বুঝাতে সহজ ।[৪৬৯]

উপরের যুক্তিগুলো কতটুকু বাস্তব সম্মত নিম্নের আলোচনায় আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে ।

১. প্রাচীন সাতটি অভিধানের সার হলো লিসানুল'আরব । এতে প্রায় দু'শ এধরনের মাছালের উল্লেখ আছে । যার মধ্যে একই বিষয়ে কয়েকটি করে মাছালের উল্লেখ আছে ।[৪৭০]

যেমন - نعم (উটপাখী) সম্পর্কে চারটি মাছাল ঃ

---

[৪৬৯] *কাতামিশ ঃ ১৭৮-৮০ ।*

[৪৭০] *লিসানুল 'আরব ঃ غراب , غراب দ্রষ্টব্য ।*

Dhaka University Institutional Repository

ক. أجبن من نعامــة — উটপাখী হতেও অধিক ভীতু ।

খ. أعدي من نعامــة — উটপাখী হতেও অধিক দ্রুতগামী ।

গ. أمرق من نعامــة — উটপাখী হতেও অধিক দৃষ্টি সম্পন্ন ।

ঘ. أشرد من نعامــة — উটপাখী হতেও অধিক দ্রুতগামী ।

غراب (কাক) সম্পর্কে সাতটি মাছাল ঃ

ক. أبصر من غـــراب — কাক হতেও অধিক দৃষ্টি সম্পন্ন ।

খ. أحذر من غـــراب — কাক হতেও অধিক ভীতু ।

গ. أشأم من غـــراب — কাক হতেও অধিক অশুভ ।

ঘ. أشد سوادا من غراب — কাক হতেও অধিক কালো ।

ঙ. أصفي عينا من غراب — কাকের চক্ষু হতেও অধিক স্বচ্ছ ।

চ. أزهي من غـــراب — কাক হতেও অধিক চতুর ।

ছ. افسق من غـــراب — কাক হতেও অধিক ফাসিক ।

এখানে একটি বিষয় প্রনিধান্যযোগ্য যে আভিধানিক প্রমাণ দেয়ার জন্যে একমাত্র প্রাচীন আরবী বাক্যই প্রযোজ্য, মুওয়াল্লাদ বাক্য নয় ।[৪৭১]

২. হামযাহ, আল-'আসকারী, ময়দানী প্রমুখ মাছাল সংকলনবিদ তাঁদের মাছাল সংকলনে প্রাচীন মাছালের সাথে বহু আফ'আলু মিন মাছালের উল্লেখ করেছেন।

হামযাহ স্বীয় আদ্দুররা আল-ফাখিরা গ্রন্থে ঊনত্রিশটি অধ্যায়ের আটাশটিতে প্রাচীন মাছাল এবং ঊনত্রিশতম অধ্যায়ে আফ'আলু মিন মাছাল উল্লেখ করেছেন । তিনি এতে ১৮০০টির কিছু অধিক প্রাচীন ও আফ'আলু মিন মাছাল উল্লেখ করেছেন । তিনি কোন কোন মাছালের ব্যাখ্যার পর বলেছেন ; فضربت العرب به المثل فقالوا (আরবরা এদ্বারা মাছাল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছে)'। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এখানে আরব দ্বারা ঐসব লোকের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে যাদের বাক্যাবলী দলীল হিসেবে পেশ করা হয় ।[৪৭২] কাজেই আফ'আলু মিন" মাছালগুলোর অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায়না।

---

[৪৭১] কাতামিশ ঃ ১৮১ ।

[৪৭২] প্রাগুক্ত ঃ ১৮২ ।

Dhaka University Institutional Repository

আল-'আসকারী স্বীয় 'জামহারাতুল আমছাল' গ্রন্থের ভূমিকায় হামযাহ থেকে প্রাচীন ও আফ'আলু মিন মাছাল সংকলন করেছেন । কিন্তু মুওয়াল্লাদ মাছাল পরিত্যাগ করেছেন ।

হামযাহ তাঁর আটাশ অধ্যায়ের তের'শ মাছালকে বিশুদ্ধ আরবী মাছাল এবং উনত্রিশতম অধ্যায়ের আফ'আলু মিন মাছাল উল্লেখ করেন ।[৪৭৩]

ময়দানী হামযাহর সকল প্রাচীন মাছাল গ্রহণ করেছেন এবং আফ'আলু মিন মাছাল আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন । ৩.প্রাচীন ভাষাবিদ যেমন আসমা'ঈ (মৃ ২১৩/৮২৮)লিহয়ানী (মৃ ২১৫/৮৩০), মুহম্মদ ইবন হাবীব (মৃ ২৪৫/৮৫৯), আবূ 'উবায়দা (২০৭/৮২২-২১৩/৮২৮ এর মাঝামাঝি) কাসিম ইবন সাল্লাম (২২৪/৮৩৮) প্রমুখগণ স্ব স্ব মাছাল গ্রন্থে আফ'আলু মিন মাছাল উল্লেখ করেছেন ।[৪৭৪]

ক. আফ'আলু মিন এর ব্যবহার আরবী ছাড়া সেমিটিক ভাষার অন্য কোন ভাষায় নেই । তাই এর ওযনের মাছালও সঠিক নয় ।[৪৭৫]

এ যুক্তিটি সঠিক নয় । কেননা কুরআন, হাদীস, কবিতা এবং প্রাচীন মাছালে এর ওযনে বহু শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে । আরবী ব্যাকরণে এ সীগার ওযনে আলাদা অধ্যায় রচিত হয়েছে । এর ওযনে বহু (ক্রিয়া) এসেছে। এ সীগার মাধ্যমেই একজনকে অন্যজনের প্রতি প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে ।[৪৭৬]

মোটকথা এ সীগাটি আরবী ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য । ইহা বাক্য সংক্ষেপ হওয়ার একটি মাধ্যম ।
প্রথমতঃ কোন জিনিষের গুণ পুরোপুরি বর্ণনা করে ।
দ্বিতীয়তঃ একজনকে অন্যজনের প্রতি প্রাধান্য দেয় ।
অনেক সময় ইহা তাশবীহ (তুলনা)ও মুবালাগা (অতিরঞ্জন) এর অর্থ দেয় যা মাছালেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে ।[৪৭৭]

খ. মাছাল সংকলনে 'আফ'আলু মিন'মাছাল পাওয়া যায়না । এতে প্রমাণিত হয় যে, আরবী ভাষাতে এর অস্তিত্ব নেই । প্রমাণস্বরূপ অভিযোগকারী শুধু মুফাদ্দল আদ্দব্বী , মুফাদ্দল ইবন সালামার 'কিতাবুল আমছাল' ও আল-মুবাররদের 'আল-কামিল' গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন ।

তিনি আসমা'ঈ, কাসিম ইবন-সাল্লাম, ইবন মনযূর, লিহয়ানী প্রমুখদের প্রাচীন গ্রন্থাবলীর কথা উল্লেখ করেননি । অথচ এ গুলোতে বহু এ ধরনের মাছালের উল্লেখ আছে ।

---

[৪৭৩] *জামহারা ঃ ভূমিকা ।*

[৪৭৪] *কাতামিশ ঃ ১৮২ ।*

[৪৭৫] *প্রাগুক্ত ।*

[৪৭৬] *আল-কুরআনে ব্যবহৃত أفعل সীগা أليس الله بأحكم الحكمين (আল্লাহ আ'য়ালা কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন ?) (৯৫:৮)*

[৪৭৭] *কাতামিশ ঃ ১৮৩ ।*

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া তিনি যে গ্রন্থ কয়টির কথা বলেছেন সেগুলো খাঁটি মাছাল গ্রন্থ নয় যে তাতে এ ধরনের মাছাল পাওয়া যাবে ।[৪৭৮]

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, মুফাদ্দলের 'আমছালুল 'আরব' গ্রন্থটি মাছাল ছাড়াও ইতিহাস ও কুলজী গ্রন্থ । এতে রয়েছে মাত্র ৮৮টি মাছাল ।[৪৭৯]

আর মুফাদ্দল ইবন সালামার আদ্দুররা আল-ফাখিরাও মাছাল গ্রন্থ নয় । এর বিষয়বস্তু হলো জনসাধারণের ভাষায় প্রচলিত লোগোক্তি ও এমন মাছাল যেগুলোর অর্থ অপরিচিত।

আর আল-মুবাররদের 'আল-কামিল' গ্রন্থটি আরবী ভাষা, সাহিত্য ও ব্যাকরণ গ্রন্থ। মাছালের সাথে এর সম্পর্ক অন্যান্য ভাষা ও সাহিত্যের গ্রন্থের ন্যায়।

এতে প্রমাণিত হচ্ছে অভিযোগকারীর দ্বিতীয় যুক্তিটিও সঠিক নয়।

গ. কোন-কোন 'আফ'আলু মিন'-এর ওযনের মাছালকে ইসলামী উৎসের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এটা সঠিক নয়। কেননা ঐ সব আফ'আলু মিন মাছাল মুওয়াল্লাদ যুগের। অথচ মুওয়াল্লাদ যুগ শুরু হয় ইসলাম আবির্ভাবের বহু পরে। 'আলিমগণ শহুরে অধিবাসীদেরদিকে দৃষ্টি করে হিজরী পঞ্চম শতাব্দী থেকে ইসলামী যুগ হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[৪৮০]

যেসব ব্যক্তি বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইসলামী মাছালের উদ্ভব, সেগুলোর সময় কাল আব্বাসী যুগে অর্থাৎ হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীকে কোন ক্রমেই অতিক্রম করে না।

ঘ. কোন কোন 'আফ'আলু মিন ও যনের মাছাল নতুন সৃষ্ট। অবশ্য অনেক মাছাল জাহিলী কোন ঘটনা বা ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিতবহ। যেমন আবূ গুবশানের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত মাছাল:

ক. أندم من أبي غبشـــــــان আবু গুবশান হতেও অধিক লজ্জিত ।[৪৮১]

খ. أحمق من أبي غبشـــــان আবু গুবশান হতেও অধিক বোকা ।[৪৮২]

গ. أخسر صفقة من أبي غبشان আবু গুবশান হতেও অধিক ক্ষতিগ্রস্থ ।[৪৮৩]

লোকমান আদীর সাথে সম্পৃক্ত
মাছাল যেমন -

---

[৪৭৮] প্রাগুক্ত ।

[৪৭৯] মূল গ্রন্থে মাছাল সংখ্যা ৮৮টি । সূচীতে মাছাল সংখ্যা ২৩০টি এর মধ্যে আফ'আলু মিন এর ওযনে ১৩টি মাছাল আছে ।

[৪৮০] মু'জামুল ওসীত ঃ ভূমিকা ।

[৪৮১] জামহারা ঃ ১/৩৮৭. ২/৪৭৩ ।

[৪৮২] প্রাগুক্ত ঃ ১/৩৮৭. ২/৪৪৬ ।

[৪৮৩] আদদুররা আল-ফাখিরা ঃ ১/১৩৯ ;ময়দানী ঃ ১/২১৭ : মু'জামুল ঃ ২/৩২ ।

Dhaka University Institutional Repository

ক. أكـل من لقمان — লোকমান হতেও অধিক পেটুক ।[৪৮৪]

খ. أرمي من لقمان — লোকমান হতেও অধিক তীর নিক্ষেপকারী ।[৪৮৫]

গ. أشـد من لقمان — লোকমান হতেও অধিক শক্তিশালী ।[৪৮৬]

ঘ. أبصر من لقمان — লোকমান হতেও অধিক দূরদর্শী ।[৪৮৭]

তিনি এদ্বারা দাবী করেছেন যে, এসব মাছালের ব্যাখ্যায় মতানৈক্যতাই প্রমাণ করে এগুলো ইসলামী যুগের সৃষ্ট ।

এর উত্তরে বলা যায় এসব মাছালের ব্যাখ্যায় অনৈক্য, মাছাল নিজেদের রচনার ব্যাপারে কোন দলীল হতে পারেনা। । কেননা প্রতিটি মাছালের একাধিক অর্থ ঘটনা অথবা ব্যক্তিত্ব হতে পারে । তাই এগুলো 'আফ'আলু মিন' ওযনে মাছাল ; সৃষ্ট নয় । কেননা একই জিনিসকে বিভিন্ন বিশেষণে বুঝানো যায় এরকম বহু মাছাল রয়েছে । যেমন নেকড়ে সম্পর্কে ঃ

ক. أغدر من ذئـــــــب — নেকড়ে হতেও অধিক বিশ্বাসঘাতক ।[৪৮৮]

খ. أختل من ذئـــــــب — নেকড়ে হতেও অধিক ধোকাবাজ ।[৪৮৯]

গ. أخبث من ذئب الحمر — হিমর নেকড়ে হতেও অধিক দুষ্ট ।[৪৯০]

ঘ. أخب من ذئـــــــب — নেকড়ে হতেও অধিক দ্রুতগামী ।[৪৯১]

ঙ. أخون من ذئـــــــب — নেকড়ে হতেও অধিক আমানত খেয়ানতকারী ।[৪৯২]

চ. أحول من ذئـــــــب — নেকড়ে হতেও অধিক ষড়যন্ত্রকারী ।[৪৯৩]

---

[৪৮৪] জামহারা ঃ ১/২০১, ২/৪৩৯ ।

[৪৮৫] কাতামিশ ঃ ১৮৫

[৪৮৬] জামহারা ঃ ১/৫৬৫ ; ২/৪৫৫ ।

[৪৮৭] কাতামিশ ঃ ১৮৫ ।

[৪৮৮] ময়দানী ঃ ২/৬৭ ; আদ্‌দুররা আল-ফাখিরা ঃ ১/৩২১, জামহারা ঃ ১/১৬৭ ; ২/৭৯ ; আল-মুস্তাক্‌সা ঃ ১/২৫৮ ।

[৪৮৯] আদদুররা আল-ফাখিরা ঃ ১/১৭০ ; জামহারা ঃ ১/৪১২, ৪৩৯ ।

[৪৯০] ময়দানী ঃ ১/২৫৯ ; আদ্‌দুররা আল-ফাখিরা ঃ ১/১৭০, ১৯০ ; জামহারা ঃ ১/৪১২, ৪৩৮, ৪৬২ ; আল-মুস্তাক্‌সা ঃ ১/৯২।

[৪৯১] জামহারা ঃ ১/৪১২, ৪৩৯ ।

[৪৯২] ময়দানী ঃ ১/২৬০ ; আদ্‌দুররা আল-ফাখিরা ঃ ১/১৭০, ১৯২ ; জামহারা ঃ ১/৪১২,৪৩৯,৪৬২ ; আল-মুস্তাক্‌সা ঃ ১/১১২ ।

Dhaka University Institutional Repository

ছ. أعدي من ذئـــــــب নেকড়ে হতেও অধিক দ্রুতগামী ।[৪৯৪]

জ. أظلـم من ذئـــــــب নেকড়ে হতেও অধিক অত্যাচারী ।[৪৯৫]

বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হওয়ায় মাছালগুলোকে নিজেদের সৃষ্ট বলা যায়না ।

ঙ. কিছু মুওয়াল্লাদ মাছাল যেমন- أحمق من الربع (রুবা হতে অধিক বোকা) এবং أحمق من الرخمة (রখমা হতে অধিক বোকা) সম্পর্কে মরুবাসীরা কিছু জানেনা বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা সঠিক নয় । কেননা সাহিত্যিকরা এদুটো মাছালের ভাষ্যে এর বাস্তবতাকে স্বীকার করেছেন ।

হামযাহ বলেন, আরবদের أحمق من الرخمة ও أحمق من الربع [৪৯৬] মাছাল দুটি অধিকাংশ আরবের মাঝে প্রচলিত । তারা রুবা ও রখমা এ দু'শ্রেনীর প্রাণীকে আহমকের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছে । শুধু তাদের একটি দল এটাকে অস্বীকার করেছে । আর ১৩০০টি 'আফ'আলু মিন' মাছালের মধ্যে মাত্র দু'টো মাছালের অনৈক্য সম্পূর্ন বিষয়টিকে অস্বীকার করা যায় না ।

চ. 'আফ'আলু মিন' ওযনে কিছু কিছু মাছালের ভিত্তি প্রাচীন মাছাল অথবা মাছালের ঘটনাবলী । যেমন- أخيب من حنين [৪৯৭] মাছালটি رجع بخفي حنين (সে হুনায়নের দুটি মোজা সহ ফিরে এসেছে) মাছাল হতে উৎকলিত অথবা হুনায়নের ঘটনা হতে উৎসারিত । অনুরূপভাবে أخلف من عرقوب মাছালটি مواعيد عرقوب অথবা এর ঘটনা থেকে উৎসারিত ।

এখানে দেখা যাচ্ছে ঘটনাটিই হলো মাছালের উৎস । চাই সেটা আফ'আলু মিন এর ওযনে হোক বা না হোক । তাই হুনায়নকে কেন্দ্র করে যত মাছালের উৎপত্তি ঘটেছে সবগুলোর উৎসই হলো হুনায়নের ঘটনা । যেমন -

১. جـاء بخفي حنين সে হুনায়নের দুটি মোজা নিয়ে এসেছে ।[৪৯৮]

২. رجع بخفي حنين সে হুনায়নের দুটি মোজা নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে ।[৪৯৯]

৩. أخيب مـــن حنين হুনায়নের যুদ্ধ হতেও অধিক অকৃতকার্য ।[৫০০]

---

[৪৯৩] ময়দানী ঃ ১/২২৮ ; আদ্দুররা আল-ফাখিরা ঃ ১/১৩৪, ১৬১ ; জামহারা ঃ ১/৩৪৩, ৪০১ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ১/৯০ ।

[৪৯৪] ময়দানী ঃ ২/৪৫ ; আদ্দুররা আল-ফাখিরা ঃ ১/২৯৭, ৩০২ ; জামহারা ঃ ২/৩৩, ৬৭, আল-মুস্তাক্সা ঃ ১/২৩৮ ।

[৪৯৫] ময়দানী ঃ ১/৪৪৬ ; আদ্দুররা আল-ফাখিরা ঃ ১/২৯৩, ২৯৪ ; জামহারা ঃ ২/২৭, ৩০ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ১/২৩২ ।

[৪৯৬] ময়দানী ঃ ১/২৩৪ ; কিতাবুল হায়ওয়ান ঃ ৭/২২ ।

[৪৯৭] জামহারা ঃ ১/২৮৬ ; ময়দানী ঃ ১/১৭৩ ।

[৪৯৮] জামহারা ঃ ১/৪৩৩ ; ময়দানী ঃ ১/২৫৬ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ১/১১২, ফসলুল মাকাল ঃ ৩৫৪ ।

[৪৯৯] ময়দানী ঃ ১/২৯৬, ২৫৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

অনুরূপভাবে مواعيد عرقوب [৫০১] কে কেন্দ্র করে 'আফ'আলু মিন' ওযনের মাছাল সহ যত মাছালের সৃষ্টি হয়েছে সবগুলোর উৎসই এ প্রাচীন মাছাল । তাই 'আফ'আলু মিন' ওযনের মাছালের সবগুলোর উৎসই প্রাচীন মাছাল এটা বলা সঠিক হবেনা ।

ছ. 'আফ'আলু মিন' ওযনের অধিকাংশ মুওয়াল্লাদ মাছাল নিজেদের রচিত কিছু বাক্য এবং প্রাচীন মাছাল হতে চৌর্যকৃত বিধায় কিছু মাছাল ছাড়া বাকীগুলো জনসাধারণের গ্রহনযোগ্যতা পায়নি । এগুলো শুধু গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ রয়েছে । ফলে এগুলো মুওয়াল্লাদ মাছালের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে । এযুক্তিটিও সঠিক নয় ।

কেননা প্রাচীন ও আধুনিক মাছাল সংকলণ ও সমস্ত ভাষাবিদরা এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে,

১. 'আফ'আলু মিন' ওযনের মাছাল এক শ্রেণীর আরবী মাছাল । এগুলো মাছালের জন্যে সৃষ্ট, নিজেদের রচিত নয় ।

২. এগুলো প্রাচীন মাছাল হতে চৌর্যকৃতও নয় ।

৩. অন্যান্য মাছালের ন্যায় এগুলো জনসাধারণের গ্রহনযোগ্যতা পেয়েছে এবং

৪. অন্যান্য মাছালের ন্যায় এ ধরনের মাছাল আরবের বিভিন্নাঞ্চলে বহুদিন পূর্ব হতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে ।[৫০২]

অষ্টম ঃ ইরাকের ভাষাবিদরা তৎকালে ছাত্রদেরকে সহজে পাঠদানের জন্যে এসব সৃষ্টি করেছেন বলে গবেষক যে অভিযোগ করেছেন তা আলিমদের সিদ্ধান্তের খেলাপ । কেননা আরবদের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন পশুপালন ছিল বিধায় তাদের অধিকাংশ মাছাল চতুষ্পদ জন্তু সম্পর্কে । তাই এদের সাথে তাদের সম্পর্ক গভীর হওয়াটাই স্বাভাবিক । এজন্যে ভাষাবিদ পন্ডিতদের চাইতে মাছালের ভাল প্রবক্তা তারাই । জাহিযের জীব জন্তুর উপর রচিত বৃহৎ গ্রন্থ 'কিতাবুল হায়ওয়ান' -এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ । তিনি এতে জীবজন্তুর প্রকারভেদ এদের স্বভাব চরিত্র বিষয়ে আশ্চর্য এবং সুক্ষাতি সুক্ষ্ম বর্ণনা দিয়েছেন । তাঁর এ গ্রন্থের উৎস হলো আরবদের কবিতা ও মাছাল । তাঁর মন্তব্য হলো, আমি জীবজন্তু বিষয়ে অভিজ্ঞ দার্শনিক পন্ডিতদের থেকে খুব কমই শুনেছি । এর অধিকাংশ পেয়েছি আরবদের ও মরুবাসীদের থেকে ।[৫০৩]

'আবদুল মজীদ 'আবিদীন বলেন আল-আমছালুল-মুওয়াল্লাদা মাছাল সাহিত্যের ইতিহাসে সংযোজিত তৃতীয় অধ্যায় । উমায়্যা যুগের শেষের দিকে ইসলামী বিশ্বে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত মাছালের ক্ষেত্রে এ পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয় । এতদসত্ত্বেও আরবী সাহিত্যে এ ধরনের মাছালের আবির্ভাব কবে থেকে এটা নির্ধারণ খুবই কষ্টকর ।

তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মাছালের শুরু ইসলামের বহু পূর্বে । এ বিষয়ে ঐশী জ্ঞানগর্ভ বাণীর বেশ ভূমিকা রয়েছে । পূর্ব-পশ্চিম আরব জাতির কোন কোন মাছাল প্রাচীন আরব উপদ্বীপের থেকে উৎসারিত । বিদেশী প্রবাদ এতে প্রভাব ফেলতে পারেনি । তাই আরব জাতি ও ঐশী আরবী জ্ঞানগর্ভ বাণী প্রাচীন আদল ও রীতিতে

---

[৫০০] *প্রাগুক্ত ঃ ২৫৭ ।*

[৫০১] *জামহারা ঃ ১/২৮৭ ।*

[৫০২] *কাতামিশ ঃ ১৮৭-৮৯ ।*

[৫০৩] *কিতাবুল হায়ওয়ান ঃ ৩/২৬৮ ।*

Dhaka University Institutional Repository

প্রবাদরূপে সংরক্ষিত হয়ে আসছে । কিন্তু উমায়্যা যুগের শেষের দিকে আরবদের ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকলে বিদেশী সংস্কৃতি আরব চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে বিরাট স্থান দখল করে নেয় । এবং শক্তিশালী প্রভাবে আরব
খাটি
মুস্তাঁরিবাদের মাছাল অধিক হারে আরবীর স্থান দখল করে নেয় ।[১০৪]

[১০৪] আবিদীন ঃ ১১৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

দ. লোগোক্তি (الأمثال العامة)

পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলের মানুষ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ 'আম (العام) ও খাছ (الخاص)। ভাষা অভিধানগুলোতে 'আম' -এর বিপরীত হিসেবে 'খাছ'কে উল্লেখ করা হয়েছে । 'খাছ' বলতে সমাজের জ্ঞানী, পন্ডিত ,কবি, লেখক, বক্তা এবং তাদের সমকক্ষদের বুঝায় । এছাড়া সবাই 'আম লোক । খাছ লোকের মধ্যে যেমন একজন আরেকজনের চাইতে শ্রেষ্ঠ , আম লোকের মধ্যেও তেমনি একজন আরেকজনের চাইতে শ্রেষ্ঠ ।

এসব 'আম লোকদেরকে নিয়ে আরব পন্ডিতরা হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন । এদের কেউ কেউ আবার তাদেরকে কেন্দ্র করে গ্রন্থও রচনা করেছেন । তাদের উদ্দেশ্য ছিল দৈনন্দিন জীবনে কথোপকথনে এসব সাধারণ লোকেরা যেসব মাছাল ও বাগধারা ব্যবহার করেছে সেগুলোকে সাহিত্যিক মহলে পরিচয় করে দেয়া ।

এদের মধ্যে অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্বরা হলেন আবূ 'ইকরামা আদ্দববী (মৃ ৩২৮/৯৩৯),মুফাদ্দল ইবন সালামা (মৃ ২৯১/৯০৩) ও ইবনুল 'আরাবী (৩২৮/৯৩৯) । এঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব গ্রন্থের ভূমিকায় উপরে বর্ণিত এ উদ্দেশ্যকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে প্রয়াস পেয়েছেন ।[৫০৫] আবার তাঁদের কেউ কেউ এসব আমলোক ব্যাকরণ বহির্ভূত নিয়ম যে সব বাক্য ব্যবহার করেছে এ সম্পর্কে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন । এদের সংখ্যাও কম নয় । যেমন ডঃ 'আব্দুল 'আযীয মতর[৫০৬] ও ডঃ রমযান 'আব্দুত তাওয়াব ।[৫০৭]

আবূ 'উবায়দা আল-কাসিম ইবন সাল্লামই প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রাচ্যবাসীর কিছু লোগোক্তি গুরুত্ব সহকারে স্বীয় গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন । তিনি এ ধরনের ষাটের অধিক মাছাল উল্লেখ করেছেন ।

এরপর আবূ 'ইকরামা, ইবনুল আম্বরী, হামযা আল-ইস্পাহানী, আবূ হিলাল আল-'আসকারী এঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব গ্রন্থে কিছু কিছু লোগোক্তি উল্লেখ করেছেন । এসব গ্রন্থকার আরবী মাছালের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দৃষ্টান্ত স্বরূপ এসব লোগোক্তি নিম্ন রূপ উল্লেখ করেছেন ।

---

৫০৫. কাতামিশ ঃ ১৯০, ১৯১ ।

৫০৬. তাঁর রচিত গ্রন্থটি হলো 'লাহনুল 'আম্মা ঃ ফী যুইদ্দিরাসাতিল লুঘতিল হাদীছা ঃ আদদারুল কাওমিয়্যা লিত্তাবা'আতি ওয়ান্নশর - ১৯৬৬ ।

৫০৭ তাঁর রচিত গ্রন্থটি হলো 'লাহনুল আম্মাতি ওয়াত তাতাউরুল লঘভী' , দারুল মা'আরিফ, ১৯৬৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

العامة تقـــــــــــول كذا	(জনসাধারণ এরকম বলেছে) অথবা
مثل العامـــــــــةفي هذا كذا	(জনসাধারণের এ বিষয়ে এরকম) অথবা
و من أمثال العوام في هذا كذا	(এ বিষয়ে লোগোক্তি এরকম ।[৫০৮]

আবু মনসুর ছা'আলিবী (মৃ ৪২৯/১০৩৭) التمثيل و المحاضرة গ্রন্থে সমসাময়িক যুগের বেশ কিছু লোগোক্তি উল্লেখ করেছেন । যা হিজরী তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে সৃষ্টি হয়েছে । নিম্নে কিছু লোগোক্তি উল্লেখ করা হলো ।

ক. من عرف بالصدق جاز كذبـــــه	যে সত্যবাদী হিসেবে পরিচিত তার জন্যে মিথ্যা বলা বৈধ ।
খ. من عرف بالكذب لم يجزي صدقه	যে মিথ্যাবাদী হিসেবে পরিচিত তার জন্যে সত্য বলা বৈধ নয় ।
গ. الكذب داء و الصـــــــــدق دواء	মিথ্যা এক প্রকার রোগ আর সত্য তার প্রতিষেধক ।
ঘ. ترك الذنب أيسر مـن طلب التوبة	তওবা করার চাইতে পাপ পরিত্যাগ করা সহজ ।[৫০৯]
ঙ. إذا لم يكن ما تريد فأرد مايكـــون	ঈপ্সিত বস্তু না পেলে যেটা পাওয়া যাবে তার জন্যে ইচ্ছা কর ।
চ. لن يمدح العروس إلا أهلهـــــــــا	নিজের লোকেরাই কনের প্রশংসা করে । (গোয়াল নিজের দইকে টক বলেনা)
ছ. الحديث يجر بعضه بعضـــــــــا	কথা পরস্পরকে টেনে আনে ।[৫১০] (কথায় কথা তুলে সালুনে ভাত খাওয়ায়)
জ. يصيب وما يدري و يخطي ما يدري	সে সঠিকটাও জানেনা ভুলটাও বুঝেনা ।[৫১১]
ঝ. كلب طواف خير من أسد ميـــــــت	শুয়ে থাকা সিংহের চাইতে ঘুরে বেড়ানো কুকুর ভাল ।[৫১২]

উপরোল্লিখিত নমুনায় একথা স্পষ্ট যে, হিজরী তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর লোগোক্তি বিশুদ্ধ আরবী রীতিতেই প্রচলিত হয়েছে । এতে ব্যাকরণ বহির্ভুত নিয়ম ব্যবহৃত হয়নি ।

ডঃ 'আব্দুল 'আযীয আল-আহওয়ানীর মতে এসব মাছাল ব্যাকরণ বহির্ভূত নিয়মে ছিল । এরপর সাহিত্যিক গণ এগুলো বর্ণনার সময় পরিশোধন ও পরিমার্জন করে বিশুদ্ধ ভাষায় বর্ণনা করেছেন ।

---

[৫০৮] *কাতামিশ : ১৯২ ।*

[৫০৯] *আমছালু আবী 'উবায়দ : ৪৭. ৪৯ ও ৬৪ ।*

[৫১০] *জামহারা : ১/৩০৫. ৩৫০ ও ৩৭৭ ।*

[৫১১] *আমছালু আলী ইকরামা আদদাব্বী : ৭ ।*

[৫১২] *আদদুররা আল-ফাখিরা : ২/৪৬৪ ।*

Dhaka University Institutional Repository

ডঃ 'আব্দুল 'আযীয আরো বলেন,[৩১৩] "এগুলোকে ব্যাকরণ বহির্ভূত নিয়মেই মুওয়াল্লাদ মাছাল অথবা লোগোক্তি হিসেবে ধরে নেয়া যায় ।" এতে আরবী অন্যান্য বাক্যের ন্যায় নাহু , ই'রাব সংক্রান্ত নিয়ম কানুনের প্রয়োজন নেই । যদিও এগুলো আরবী শব্দে গঠিত । কিন্তু এর বিপরীত বিভিন্ন গ্রন্থে অনেক লোগোক্তি পাওয়া যায়। যেগুলো ব্যাকরণের নিয়মেই রচিত ।

মোটকথা কোন কোন লোগোক্তি আরবী মাছালের ন্যায় ব্যাকরণ বহির্ভূত নিয়মেই প্রচলিত ছিল কিন্তু গ্রন্থকারগণ এগুলোকে আরবীতে রূপান্তরিত করে ভাবার্থে বর্ণনা করেছেন এবং সাধ্যানুযায়ী সম্ভাব্য সকল শব্দ ও বাক্য ঠিক রেখে এগুলো সংরক্ষন করেছেন । উদাহরণ স্বরূপ 'আসকারীর কথা উল্লেখ করা যায় । তিনি বেশ কিছু লোগোক্তি স্বীয় জামহারায় উল্লেখ করেছেন । ডঃ 'আব্দুল 'আযীয বেশ কিছু লোগোক্তি উদ্ধৃত করে এর পাদটীকায় বলেন, " 'আবূ হিলাল আল-'আস্কারী আরবী প্রবাদ সংকলণ ও ব্যাখ্যার সময় যেসব লোগোক্তি আরবী আদলে উপস্থাপন করেছেন সে সম্পর্কে আমরা কোন সন্দেহ পোষণ করতে পারিনা ।[৩১৪]

এরপর তিনি তাঁর যুক্তিকে শক্তিশালী করতে গিয়ে বলেন, " আমাদের কাছে প্রসিদ্ধ পরিচিত মাছাল গ্রন্থে লোগোক্তি উপস্থাপিত হয়নি । লেখকদের সামান্য প্রচেষ্টায় তা আরবী ব্যাকরণের নিয়মে পরিমার্জিত হয়েছে । এতে লোগোক্তির মূল্য অনেক কমে গেছে । অথবা মাছাল সংকলনের যুগে একদল শিক্ষিত ব্যক্তি থেকে এগুলো নেয়া হয়েছে । এতে করে এর বিশুদ্ধ গুণাবলী বিলুপ্ত হয়েছে" ।[৩১৫]

কাতামিশ বলেন, এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এসব লোগোক্তি জনসাধারণ যেভাবে বলতো সেভাবে আরবী ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী খাঁটি আরবীতে বর্ণিত হয়েছে । বর্ণনাকারীরা এগুলোকে পরিবর্তন করেনি । সেসব মাছাল বর্ণনা করতে বর্ণনাকারীরা নিম্নের বাক্যগুলো বলেছেন ।

والعامة تقول في معني هذا المثـــل	(এমাছালের অর্থের ব্যাপারে লোগোক্তি এই)
و منه المثل السائر في العامــــــة	(জনসাধারণে প্রচলিত মাছালের একটি হলো এই)
وهذا كالمثل الذي تتكلم به العامة	(এটি ঐ মাছালের ন্যায় যে সম্পর্কে লোগোক্তি এই)[৩১৬]

ডঃ আহওয়ানীর মতে عامــة শব্দটির অর্থ নিম্ন এলাকা বা বর্বর লোক । অর্থাৎ মুওয়াল্লাদ মাছাল অথবা লোগোক্তি মানেই তা ব্যাকরণ বহির্ভূত নিয়মে হবে । আরবী অন্যান্য বাক্যে যেমন বাধাধরা নিয়ম মানা হয় এতে তা হয়না । যদিও এগুলো আরবী শব্দ । এখানে উল্লেখ্য যে, জনসাধারণের কয়েকটি স্তর আছে । চিন্তা চেতনা ও ভাষার দিক থেকে বিভিন্ন পরিবেশ ও যুগের দিক থেকে এদের মধ্যে বিরাট তফাৎ রয়েছে । এখানে আরো একটু

---

[৩১৩] *ডঃ 'আবদুল 'আযীয : আমছালুল 'আম্মাঃ ফী আন্দালুস : ২৩৯ ।*

[৩১৪] *প্রাগুক্ত : ২৪০ ।*

[৩১৫] *প্রাগুক্ত : ২৪১ ।*

[৩১৬] *কাতামিশ : ১৯৪ ।*

Dhaka University Institutional Repository

বাড়িয়ে বলা যায় যে, তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর 'আম্মা বলতে ঐ সব লোককে বুঝানো হতো যাদের একটি শ্রেনী এসব লোগোক্তি সৃষ্টি করেছে । তারা ব্যাকরণের ত্রুটিমুক্ত রূপান্তরিত আরবীতে কথা বলতো । যদিও নিম্নস্তরের কেউ কেউ তাদের বাক্যে ব্যাকরণ বহির্ভুত নিয়মের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে ।

আসমা'ঈ ও জাহিয 'আম্মা দ্বারা দুশ্রেনীর লোককে বুঝিয়েছেন । উঁচু ও নীচু । এদের মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়ে একটি উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন । তাহলো الكلبتان। শব্দটি প্রাচীন আরবী الكلب। থেকে উদ্ভুত । এতে "ت" ও "ن" বর্ণ দুটি অতিরিক্ত । প্রাথমিক যুগের সাধারণ (উঁচু) লোকেরা একে পরিবর্তন করে الكلبتان। এবং পরবর্তীকালের সাধারণ (নীচু) লোকেরা একে القرطبان। বলে ।[৫১৭]

পূর্ববর্তী সাহিত্যিকগণ তাদের সমসাময়িক যুগের লোগোক্তি স্বল্পই স্ব স্ব গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন । অথচ এ ধরনের লোগোক্তির সংখ্যা প্রচুর । এবং প্রত্যেক ইসলামী রাষ্ট্রে অথবা শহরে যেমন বাগদাদ, কুফা, মিসর, মক্কা, মদীনা, য়ামন, সিরিয়া এবং স্পেনের সামাজিক চিত্র ফুটে উঠেছে এমন অনেক الأمثال الخاصة। বা প্রাজ্ঞোক্তি রয়েছে ।

কাসিম ইবন সাল্লাম এসব রাষ্ট্র বা শহরের বহু মাছালের উল্লেখ করেছেন । তিনি এগুলোর ব্যাখ্যায় স্ব স্ব এলাকার দিকে ইঙ্গিত করেছেন । যেমন -

عير بعير و زيادة عشر (উটের কাফেলা এর অতিরিক্ত আরো দশটি) এ মাছালটি সিরিয়াবাসী ছাড়া আর কেউ বলেনা ।[৫১৮]

হামযাহ আল-ইস্পাহানী এ বিষয়টিকে আরো তাকিদ দিয়ে বলেছেন । এসব মাছাল বিশেষ কোন গোত্র অথবা বিশেষ শহর বা দেশবাসী বলেছে সবাই নয় । যেমন মক্কাবাসীরা বলে ।

ক.	أكسي من الكعبة	কা'বা হতেও অধিক গিলাফ পরিধানকারী ।[৫১৯]
খ.	أعري من الحجر	হাজরে আসওয়াদ হতেও নগ্ন ।[৫২০]
গ.	أمن من حمام مكة	মক্কার কবুতরের চাইতেও নিরাপদ ।[৫২১]
ঘ.	آلف من حمام مكة	মক্কার কবুতরের চাইতে নির্ভিক ।[৫২২]

---

[৫১৭] প্রাগুক্ত ।

[৫১৮] আমছালু আলী 'উবায়দ : ৩২৫ ।

[৫১৯] আদ্দুররা আল ফাখিরা : ভূমিকা ।

[৫২০] প্রাগুক্ত ।

[৫২১] প্রাগুক্ত : জামহারা : ১/১৯৯ ।

[৫২২] প্রাগুক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নের মাছালগুলো মদীনাবাসীরা ছাড়া আর কেউ বলেনা ।

ক. أولم مـــن الأسعث আশ'আছ হতেও অধিক অলীমাকারী ।[৫২৩]

খ. أبطأ مـــن فنـــد ফিন্দ হতেও দেরীকারী ।[৫২৪]

গ. أخنـــث من هيـت হায়াত হতেও খান্নাছ ।[৫২৫]

ঘ. أتجــــر من عقرب 'আকরাব ইবন আবী 'আকরাব হতেও বড় ব্যবসায়ী ।[৫২৬]

য়ামনবাসীদের বিশেষ মাছাল হলো ঃ

أوفـــر فداء من الأشعث ('আশআছ হতেও আত্মোৎসর্গকারী) ।[৫২৭]

উমানবাসীদের বিশেষ মাছাল হলো ঃ

أظلـــم من الجلنـــدي (জলন্দী হতেও অধিক জালিম) ।[৫২৮]

কুফাবাসীদের বিশেষ মাছাল হলো ঃ

أهون من قعيس علي عمته (কু'আয়স তার চাচী/ফুফুর প্রতি যত আকৃষ্ট তার চাইতে বেশী আকৃষ্ট) ।[৫২৯]

বসরাবাসীদের বিশেষ মাছাল হলো ঃ

أحـــــلم من الأحناف (আহনাফ হতেও অধিক ধৈর্যশীল) ।[৫৩০]

أســــــود من الأحناف (আহনাফ হতেও বড় নেতা) ।[৫৩১]

أبــــــين من الأحناف (আহনাফ হতেও অধিক স্পষ্টবাদী) ।[৫৩২]

---

৫২৩ ময়দানী ঃ ২/৩৭৯ : জামহারা ঃ ২/৪২৯, ৩৪৮ : আল-মুসতাকসা ঃ ১/৪৩৯ ঃ আদদুররা আল-ফাখিরা ঃ ২/৪১৫ ।

৫২৪ ময়দানী ঃ ১/১১৭ ।

৫২৫ ময়দানী ঃ ১/২৪৯ : জামহারা ঃ ১/৪১২, ৪৩৫, আল-মুসতাকসা ঃ ১/১১১ : আদ-দুররা, আল-ফাখিরা ঃ ১/১৬৯ ।

৫২৬ ময়দানী ঃ ১/১৪৭ ।

৫২৭ ময়দানী ঃ ২/৩৮০ জামহারা ঃ ২/৩৪৯: আল-মুস্তাকসাঃ ১/৪৩২ : আদ-দুররা আল-ফাখিরা ঃ ২/৪১৫, ৪২৪ ।

৫২৮ ময়দানী ঃ ১/৪৪৬ ।

৫২৯ প্রাগুক্ত ঃ ২/৪০৭ ।

৫৩০ ময়দানী ঃ ১/২১৯ : জামহারা ঃ ১/৪০৭ ।

৫৩১ ময়দানী ঃ ১/৩৫৬ ।

৫৩২ আদদুররা আল ফাখিরা ঃ ভূমিকা ।

Dhaka University Institutional Repository

হাসান বসরীকে আলাদা ভাবে বুঝাতে তারা বলতো ঃ

هو أزهد الناس إلا الحسن (সে অত্যন্ত ধর্মভীরু তবে হাসান ব্যতীত) ।[৫৩৩]

أبـــين الناس إلا الحسن (সে অত্যন্ত স্পষ্টবাদী তবে হাসান ছাড়া) ।[৫৩৪]

أفقـــه النـاس إلا الحسن (সে সবচাইতে বড় ফকীহ তবে হাসান ছাড়া) ।[৫৩৫]

আবূ হিলাল আল-'আসকারী উল্লেখ করেন যে, বসরাবাসীরা বলে , حتي يرجع نشيط من مرو (যতক্ষণ না নশীত মার্ভ থেকে প্রত্যাবর্তন করে) ।[৫৩৬]

কুফাবাসী বলে حتي يرجع مصقلة من طبرستان (যতক্ষণ না মসকালা তিবুরিস্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করে) ।[৫৩৭]

ছা'আলিবীও অনুরূপ বাগদাদের বেশ কিছু মাছাল উল্লেখ করেছেন ।[৫৩৮]

স্পেনের ইবন হিশাম লখমী (মৃ-৫৭৭/১১৮১) স্বীয় অঞ্চলের বহু লোগোক্তি স্বীয় লাহনুল 'আম্মা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ।[৫৩৯]

এভাবে আরবের প্রতিটি দেশে নতুন নতুন মাছালের সৃষ্টি হচ্ছে । যেগুলো এতদ অঞ্চলের সাধারণ লোকেরা বলে ।

প্রথমে আরবী ছিল নির্ভুল খাঁটি । কিন্তু যুগের আবর্তে আরবীদের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় ধীরে ধীরে এতে ব্যাকরণ বহির্ভূত নিয়মের অনুপ্রবেশ ঘটে মাছাল ও ভাষাকে মিশ্রণ দোষে দুষিত করে । বর্তমানে আরবের বিভিন্ন দেশে যেসব মাছাল সৃষ্টি হচ্ছে তাই الأمثال العامة নামে অভিহিত ।

এতদ আলোচনায় আমাদের কাছে একথা স্পষ্ট হচ্ছে যে, যুগ হিসেবে মাছাল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ

---

[৫৩৩] প্রাগুক্ত ।

[৫৩৪] প্রাগুক্ত ।

[৫৩৫] প্রাগুক্ত ।

[৫৩৬] জামহারা ঃ ১/৩৬১ ।

[৫৩৭] প্রাগুক্ত ।

[৫৩৮] আত্‌তামছাল ওয়াল মুহাযাতার ঃ ৪৪, ৪৫ ।

[৫৩৯] আমহানুল 'আম্মা ফিল আন্দালুস ঃ ২৪৩ ও এরপর

Dhaka University Institutional Repository

ক.আল-আমছাল আল-কাদীমা বা প্রাচীন মাছাল ঃ ইহাতিজাজের যুগে অর্থাৎ জাহিলী যুগ হতে শুরু করে উমায়্যা যুগ পর্যন্ত যেসব মাছালের সৃষ্টি হয়েছে তা এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ।

খ.আল-আমছালুল 'আম্মা বা লোগোক্তি ঃ ইহতিজাজের যুগের পর হতে হিজরী তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে মুওয়াল্লাদের অন্তর্ভুক্ত যেসব মাছালের সৃষ্টি হয়েছে তাই আল-আমছালুল 'আম্মা।কবি,সাহিত্যিক , লেখক ও অলংকার শাস্ত্রবিদরা যেসব মাছালের জন্ম দিয়েছে তা এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত । এটি বিশেষ সময়ের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল ।[৫৪০]

গ.আল-আমছালুল-মুওয়াল্লাদ বা মুওয়াল্লাদ মাছাল ঃ ইহতিজাজের যুগের পর বর্তমান সময় পর্যন্ত যত মাছালের সৃষ্টি হয়েছে চাই সেগুলোর প্রবক্তা আম অথবা খাছ হোকনা কেন সবগুলোই মুওয়াল্লাদ মাছালের অন্তর্ভুক্ত ।[৫৪১]

---

[৫৪০] প্রাগুক্ত ঃ ২৩৯ ।

[৫৪১] কাতামিশ ঃ ১৯৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

ধ.আল-আমছালুশ শি'রিয়্যা বা কাব্যাকারে মাছাল

আরবের সর্বাধিক প্রচারের মাধ্যম ছিল কবিতা । এর মাধ্যমে বহু মাছালের সৃষ্টি , প্রচার ও প্রসার ঘটে । এদিক থেকে দেখা যায় মাছালের উন্নতি ও অগ্রগতিতে আরবী কবিতার বিরাট ভূমিকা রয়েছে । এমন অনেক কবিতা রয়েছে যার কোন শ্লোক বা শ্লোকাংশ অথবা কোন চরণ সঠিক জ্ঞানগর্ভ বাক্যে পূর্ণ। যেগুলো মানুষের মাঝে সচরাচর কথায় বা লেখায় ব্যবহৃত হয়ে পরিশেষে তা মাছালে পরিণত হয় এবং গদ্যাকারে মাছালের সাথে মিশে গিয়ে আরবী প্রবাদের ভান্ডারকে সমৃদ্ধি দান করে ।[৫৪২]

এটা বাস্তব সত্য যে, প্রাকৃতিক পরিবেশের কারনেই আরবরা যত অভিজাত শ্রেণী কবির জন্ম দিয়েছে অন্য কোন জাতি তা পারেনি । এসব কবির অনেকেই ছিলেন প্রজ্ঞাপূর্ণ নীতিবাক্যে কাব্য রচনাকারী ।[৫৪৩] এঁদের অনেক শ্লোক অথবা পূর্ণ কবিতাই মাছাল অথবা নীতিবাক্যে পরিপূর্ণ । এক্ষেত্রে আবুল আতাহিয়ার[৫৪৪] কথা উল্লেখ করা যায়। তাঁর কবিতাকে মাছালের কবিতা (ذات الأمثال) বলা হয় ।[৫৪৫] আবুল ফরজ আল-ইস্পাহানী (মৃ-৩৫৬/৯৬৬)[৫৪৬] স্বীয় কিতাবুল অঘানীতে উল্লেখ করেন যে, এরকম চার হাজার রজয ছন্দের[৫৪৭] শ্লোক (أرجوزة) মাছাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে ।

আলোচনার সুবিধার্থে কাব্যকারে মাছালগুলো আমরা কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি ।
প্রথমতঃ যেসব শ্লোক পুরোপুরি মাছালে পরিণত হয়েছে এমন কিছু শ্লোক,
দ্বিতীয়তঃ যে সমস্ত শ্লোকের শুধু প্রথম চরণ মাছালে পরিণত হয়েছে এমন কিছু শ্লোক,

---

[৫৪২]. *প্রাগুক্ত ঃ ২৮২ ।*

[৫৪৩]. *তাঁদের অন্যতম হলেন কবি আল-মুতানাব্বী , আবূ তাম্মাম, আবুল 'আলা আল-মা'আররী ও বুহতরী ।*

[৫৪৪]. *দ্বিতীয় অধ্যায়পৃ১৯১ দ্রষ্টব্য ।*

[৫৪৫]. *যয়দান ঃ ২/৭৪ ।*

[৫৪৬]. *আবুল ফরজ আল-ইস্পাহানী ঃ তিনি ২৮৪/৯৮৭ সনে ইস্পাহানে জন্ম গ্রহন করেন । তাঁর নাম আলী ।পিতার নাম আল-হোসায়ন । উপনাম আবুল ফরজ। ইরানের ইস্পাহানের দিকে সম্পর্কিত করে তাঁকে ইস্পাহানী বলা হয় । তিনি বাগদাদের সাহিত্যিক, ভাষাবিদ, বৈয়াকরণ এবং হাদীছ বিশারদদের সান্নিধ্যে থেকে জ্ঞান আহরণ করেন । তিনি ৩৫৬/৯৬৬ সনে মতান্তরে ৩৫৭/৯৬৭, ৩৬০/৯৭০ সনে ইনতিকাল করেন ।*

তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা ষাটোর্ধ । তন্মধ্যে ২১ খন্ডে সর্ব বৃহৎ আরবী সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থ 'কিতাবুল অঘানী' তাঁর অমর কীর্তি । পঞ্চাশ বছরের সাধনার ফসল তাঁর এ গ্রন্থটি । জুরজী যয়দান যথার্থই বলেছেন । অঘানী সম্পর্কে মানুষ -যতটুকু জানে তার চাইতে এটি আরো প্রসিদ্ধ । যয়দান, ২/৩২৫-৩২৮ : তারীখ বাগদাদ ঃ ১১/৩৯৮, মু'জামুল উদাবা ১৩/৯৪ : তারীখ ইস্পাহান ঃ ১/২২ : রওযাতুল জান্নাত ঃ ৪৮৭ : লিসানুল মিযান ঃ ৪/২২১ : মির আতুল জিনান ঃ ২/৩৫৯ : মিযানুল ই'তিদাল ঃ ২/২০০ : আখবারুর রুয়াত ঃ ২/২৫১ : ব্রুকলম্যান ঃ ২/১৪৬ ।

[৫৪৭]. *আবুল ফরজ 'আল ইস্পাহানী ঃ কিতাবুল অঘানী ঃ মিসর ৪/৩৬ : আরবী কবিতা ষোলটি বহর বা ছন্দে রচিত । এর মধ্যে ৭ম ছন্দ হলো রজয । ছন্দগুলো হলো ঃ তভীল (طويل) .মদীদ (مديد) .বসীত (بسيط), ওয়াফির (وافر), কামিল (كامل) হযজ (هزج), রমল (رمل), সরী' (سريع) .মুনসরিহ (منسرح), খফীফ (خفيف), মুযারি' (مضارع), মুক্তাযিব (مقتضب), মুজতস, (مجتث) মুতাকারিব (متقارب) মুতাদারিক (متدارك),মওলানা সায়্যিদ 'আবদুল আহাদ ঃ 'ইলমুল আরূয, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ-১৬-৩৬ :আব'দুল আহাদ কাসিমী ঃ দুরুসুল বালাগা, ঢাকা, ১৯৬০ পৃ-২২৭-২৩৬ ।*

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়তঃ যে সব শ্লোকের দ্বিতীয় চরণ মাছালে পরিণত হয়েছে এরকম কিছু শ্লোক,
চতুর্থতঃ যেসব শ্লোকের উভয় চরণই আলাদা আলাদাভাবে মাছালে পরিণত হয়েছে এমন কিছু শ্লোক,
পঞ্চমতঃ যেসব শ্লোকে তিনটি মাছাল রয়েছে এমন কিছু শ্লোক,
ষষ্ঠত ঃ যেসব শ্লোকে চারটি মাছাল রয়েছে এমন কিছু শ্লোক,
সপ্তমত ঃ যেসব শ্লোকে পাঁচটি মাছাল রয়েছে এমন কিছু শ্লোক,
অষ্টমত ঃ যেসব শ্লোকে ছয়টি মাছাল বিদ্যমান এমন কিছু শ্লোক,
নবমতঃ যেসব শ্লোকে গদ্যকারের মাছাল হুবুহু ব্যবহৃত হয়েছে এমন কিছু শ্লোক এবং
দশমতঃ যেসব শ্লোকে মাছালের শব্দ, বাক্য ছন্দানুসারে পরিবর্তন করা হয়েছে এমন কিছু শ্লোক উল্লেখ করব ।

প্রথম প্রকারের উদাহরণ ঃ

و مهما تكن عند إمري من خليقة ¤¤ و إن خالها تخفي عن الناس تعلم

স্বভাব কারো রয়না ঢাকা যতই কেহ রাখুক ঢেকে :
সবার কাছে ব্যক্ত হবে কাটবে গোপন পর্দা থেকে ।[৫৪৮]

لــــذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا ¤¤ و ما علم الإنسان إلا ليعلـــم

(সহিষ্ণু ব্যক্তি আজকের পূর্বে লাঠি দিয়ে খট খট করেনা, মানুষকে যা শিক্ষা দেয়া হয় তা তার জানার জন্যেই দেয়া হয় ।)[৫৪৯]

إذا لم يـــكن عندي نوال هجرتني ¤¤ و إن كان لي مالي فأنت صديقي

(আমি যখন নিঃস্ব ছিলাম তুমি আমায় পরিত্যাগ করেছ । আর যখন আমি সম্পদশালী তখন তুমি আমার বন্ধু ।)[৫৫০]

إن قـــل مالي فلاخل يصاحبنــــــي ¤¤ أو زاد مالي لكل الناس خلاني

(সম্পদ হ্রাস পেলে কেউই আমার বন্ধুত্বে এগিয়ে আসেনা কিন্তু যখন আমার সম্পদ বৃদ্ধি পায় তখন সকল লোক আমার বন্ধু হয়ে যায় ।)[৫৫১]

فكم صديق لبذل المال صاحـــــبي ¤¤ و صاحب عند فقد المال خلاني

(সম্পদ ব্যয়ের কারণে অনেক বন্ধুই আমার সাথী হয়েছে । কিন্তু আমার সম্পদ নিঃশেষের সময় অনেক বন্ধুই সঙ্গ ত্যাগ করেছে ।)[৫৫২]

[illegible]
৫৪৮. শ্লোকটি কবি মুতালাম্মিসের ঃ ফসলুল মাকাল , পৃ ১৩১ ।

৫৪৯. শিহাবুদ্দীন আল-আবশিহী ঃ আল মুসতাতরফ, শেষ সংস্করণ ; তাবি , ১/৩৭ ।

৫৫০. Constantine Theodory : A Dictionary of Modern Technical Terms (Arabic -English), Beirut, 1995, P.49.

—.

৫৫২. প্রাগুক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

و الأرض شتي كلها واحـــــــــد ¤¤ و الناس إخوان و جـــــــــيران

(দেশ আলাদা হলেও সব দেশের মাটিই এক । আর সকল মানুষ প্রতিবেশী ও ভাই ভাই) ।[৫৫৩]

إذا كان رب البيت بالطبل ضاربـــا ¤¤ فلاتلم الصبيا ن يفيه علي الرقـــــص

(গৃহস্বামী যদি নিজেই ঢোলক হয় তাহলে শিশু কিশোরদেরকে নাচতে বারণ বা ভর্ৎসনা করা যায়না) ।[৫৫৪]

إذا كان الغراب دليل قـــــــــوم ¤¤ يمربهم علي جيف الكـــــــــــلاب

(কোন জাতির পথ প্রদর্শক যদি কাক হয় তাহলে সে তাদেরকে মৃত কুকুরের দিকেই নিয়ে যায়) [৫৫৫]

ما إن ندمت علي سكوتي مـــــــرة ¤¤ و لكن ندمت علي الكلام مـــــــراراً

(চুপ থাকার জন্যে আমি যদি একবার লজ্জিত হয়ে থাকি তাহলে কথা বলার জন্যে আমি অনেকবার লজ্জিত হয়েছি ।[৫৫৬]

المرء في زمن الإقبال كالشجـــــــرة ¤¤ و الناس من حولها مادامت الثمـــرة

(মানুষ এ অগ্রগতির যুগে ফলবান বৃক্ষের ন্যায় ; যতক্ষণ গাছে ফল থাকে ততক্ষণ মানুষও থাকে) ।[৫৫৭]

فمن عاش في ذل فذلك ميت ¤¤ و من مات علي فضل فذلك خالد

(অপমান অপদস্ত অবস্থায় জীবন যাপন মৃতের সমান আর সম্মানের সাথে মৃত চিরজীবীর ন্যায় ।[৫৬৮]

---

৫৫৩. প্রাগুক্ত : ৫১ ।

৫৫৪. প্রাগুক্ত ।

৫৫৫. আল-মুসতাতরফ : ১/৩০ ।

৫৫৬ A Dictionary of Modern Technical Terms. P.48.

৫৫৭. প্রাগুক্ত : ৫৫ ।

৫৫৮. প্রাগুক্ত : ৫৬ ।

৫৫৯. প্রাগুক্ত : ৫৭ ।

৫৬০. শ্লোকটি কবি যায়দ ইবন খাযাকের । জামহারা : ২/৩৫৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

فما أكثر الإخوان حين تعدهم ◦◦ و لكنهـــــــم في النائبات قليل

(সুসময়ে তুমি অনেক বন্ধুর সাক্ষাৎ পাবে কিন্তু বিপদের সময় তাদের সংখ্যা কমে যাবে ।)[৫৫৯]

দ্বিতীয় শ্রেনীর উদাহরণ ঃ

هون عليك ولاتولع باشفـــاق ◦◦ فانما ما لنا للوارث الباقـــــي

(তুমি সহজ হও ; প্রিয় জিনিসের প্রতি আসক্ত হয়োনা ।কেননা ওয়ারিশদের জন্যে আমার কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই) ।[৫৬০]

تعد الذئاب علي من لاكلاب له ◦◦ و تتقي مربض المستأسد الحامي

(যার কুকুর নেই তাকে নেকড়ে আক্রমণ করবে । এবং তার উটের আবাসস্থলের রক্ষক হবে সিংহ ।[৫৬১]

لكل جديد لذة غير أنـــــــني ◦◦ وجدت جديد الموت غير لذيـــذ

(প্রতিটি নতুনত্বের আলাদা স্বাদ আছে ,কিন্তু আমি মৃত্যুর আলাদা নতুন কোন স্বাদ পাইনি) ।[৫৬২]

তৃতীয় শ্রেনীর উদাহরণ ঃ

تسائل عن حصين كل ركـــــب ◦◦ عند جهينة الخبر اليقــــــين

(তুমি প্রত্যেক আরোহীকে হুসায়ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছ ।অথচ জুহয়নার কাছেই আছে প্রকৃত সংবাদ) ।[৫৬৩]

إنما نعمة قوم متعـــــــــــة ◦◦ حياة المرء ثوب مستعـــــار

(ভোগ্য বস্তু কোন কোন সম্প্রদায়ের জন্যে নেয়ামত স্বরূপ । আর মানুষের জীবন ধারকৃত কাপড়ের ন্যায়) ।[৫৬৪]

تدس إلي العطار سلعة بيتها ◦◦ هل يصبح العطار ما أفسد الدهر

(তুমি আতর ব্যবসায়ীর কাছে ঘরের আসবাবপত্র লুকাও । অথচ যুগ যা অপবিত্র করেছে আতর ব্যবসায়ী কি সেটাকে পবিত্র করতে পারবে ?)[৫৬৫]

---

৫৫৯. শ্লোকটি কবি নাবিঘার। আবুল 'আব্বাস ছা'লাবঃ কাওয়ায়েদুশ'শির, টীকা টিপ্পনি সহ সম্পাদনা ডঃ মুহম্মদ আব্দুল মুনঈম খাফাজী, ১ম সং ১৩৯৭/১৯৭৪, পৃ-৭০ ।

৫৬০. শ্লোকটি কবি আলহুতায়্যার । জামহারা ঃ ২/১৮ ।

৫৬১. শ্লোকটি আখনাস জুহনীর । প্রাগুক্ত ঃ ২/৪৪; ময়দানী ঃ ২/৩ : আল মুসতাকসা ঃ ২/১৬৯ ।

৫৬২. শ্লোকটি আফওয়াহ আল-আওদীর । কিতাবুল শি'র ওয়াশ শু'আরা ঃ ১৪৯ : আলী ইবন 'আব্দুল 'আযীয আল জুরজানী ঃ আল-ওয়াসাতা বায়নাল মুতানাব্বী ওয়া খুসুমিহী, সম্পাদনা, 'আলী আল-বাজাভী . কায়রো . ১৯৫১. পৃ ২০১ ।

৫৬৩. শ্লোকটির কবি অজ্ঞাত । আল-কামিল ঃ ১৮৩ ।

৫৬৪. শ্লোকটি কবি আল-বুহতরীর ঃ আল-ওয়াসাতা ঃ ২৩১ ।

Dhaka University Institutional Repository

تعوله وزراء الملك خاضعة ¤ ¤ و عادت السيف أن يستخدم

(বাদশাহর মন্ত্রীরা বেশী বেশী কুর্ণিশ করে থাকে। আর তরবারীর স্বভাব হলো কর্তন করা ।[৫৬৫]

وما طلب المعيشة بالتمني ¤ ¤ ولكن ألق دلوك و الـــــــدلاء

(আকাংখ্যা দ্বারা জীবিকা অর্জন করা যায়না । কূপে অবশ্যই (পানি উঠানোর জন্যে) বালতি নামাতে হয় ।[৫৬৬]

المستغيث لعمرو حين كربته ¤ ¤ كالمستغيث من الرمضاء بالنار

(বিপদের সময় আমরের কাছে সাহায্য প্রার্থনাকারী আগুনে পুড়ে যাওয়া ব্যক্তির সাহায্য প্রার্থনার ন্যায় ।)[৫৬৮]

চতুর্থ শ্রেনীর উদাহরণ ঃ

الله أنجح ما طلبت بـــــه ¤ ¤ البر خير حقيبة الرحـــــــــــل

১. আল্লাহর কাছে তুমি যা চাবে পাবে ।

২. চলার পথে উত্তম ব্যবহার উত্তম পাথেয় ।[৫৬৯]

آلا كل شئ ماخلا الله باطل ¤ ¤ و كل نعيم لا محالة زائــــــــــــل

১. আল্লাহ অবিনশ্বর আর সব কিছুই নশ্বর ।

২. সকল সুখ ও ধনসম্পদ ধ্বংসশীল ।[৫৭০]

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ¤ ¤ و يأتيك بالأخبار من لم تـــــــزود

১. জানিবে অনেক কিছু কাল সব করিবে প্রকাশ

২. আনিবে সংবাদ সেই পাথেয়ের নাই যার আশ ।[৫৭৩]

---

৫৬৫. শ্লোকটি কবি আবুল আসাদ আদ-দুআলীর । জামহারা ঃ ১/৭৩ ।

৫৬৬. শ্লোকটি অজ্ঞাত কবির । প্রাগুক্ত ঃ ২/১৬০ ।

৫৬৭. [illegible]

৫৬৮. শ্লোকটি কবি লবীদ ইবন আবী রবী'আ । জামহারা ঃ ২/২৩৮ : দীওয়ানু লবীদ ঃ কুয়েত , ১৯৬২, পৃ-২৫৬ : যয়দান ঃ ১/১২১ : আল-ওসীত ঃ ৬৭ ।

৫৬৯. শ্লোকটি কবি তারাফার । নূরুদ্দীন ঃ মু'আল্লাকা তারাফা ঃ বয়ত নং- ১০৩ ।

৫৭২. শ্লোকটি কবি আল-হুতায়্যার । ইবন কায়্যিম আল-জওযীয়্যা ঃ কিতাবুল ফাউয়ায়েদ. ১ সং. মিসর ১৩২৭/১৯০৯ . পৃ-৬৭ ।

৫৭৩. শ্লোকটি আবু ফিরাসের । প্রাগুক্ত ।

৫৭৪. শ্লোকটি কবি আল-মুতানাব্বীর । প্রাগুক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

من يفعل الخير لايعدم جوازيه ¤ ¤ لايذهب العرف بين الله و النـــــــاس

১.   উত্তমকাজের প্রতিদান বৃথা যায়না ।
২.   আল্লাহ ও মানুষের মাঝের পরিচিতি বিদূরীত হয়না ।[৫১২]

و من لم يوق الله فهو مضيع ¤ ¤ و من لم يعز الله فهو ذليـــــــــل

১.   যাকে আল্লাহ রক্ষা করেনা সে ধ্বংস হয় ,
২.   আল্লাহ সম্মান করেনা সে সম্মান পায়না ।[৫১৩]

و كل امرئ يولي الجميل محبب ¤ ¤ و كل مكان ينبت العز طيـــــــب

১.   সৌন্দর্য সবার কাছেই প্রিয় ।
২.   প্রত্যেক উত্তম জায়গাই সম্মানের উৎস ।[৫১৪]

পঞ্চম শ্রেনীর উদাহরণ ঃ

و في الحلم أذهان و في العفو ذلة ¤ ¤ و في الصدق منجاة من الشر فاصدق

১.   সহিষ্ণুতা বুদ্ধিমত্তার কাজ ।
২.   ক্ষমায় রয়েছে অপমান ।
৩.   সত্যবাদিতায় রয়েছে ক্ষতি থেকে মুক্তি অতএব সত্য বল ।[৫১৫]

الرفق يمن و الأناة سعــــــادة ¤ ¤ فاستأن في رفق تلاق نجاحــــــــا

১.   নম্রতায় আছে মঙ্গল ।
২.   দুঃখে আছে সৌভাগ্য ।
৩.   বিনম্রতা অর্জনে কষ্ট কর কৃতকার্য হতে পারবে ।[৫১৬]

---

[৫১৫]. শ্লোকটি কবি যুহায়র ইবন আবী সুলমার । প্রাগুক্ত : ফসলুল মাকাল ঃ ২৬২ ।

[৫১৬]. শ্লোকটি কবি নাবিঘার । ফসলুল মাকাল ঃ ২৬২ : আল-'উমদাঃ ১/১৯২ ।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ শ্রেনীর উদাহরণ ঃ

فالهم فضل و طول العيش منقطـــــع ❊❊ و الرزق أت و رزق الله منتظــــر

১. চিন্তাভাবনা করে কাজ করলে সম্মান পাওয়া যায় ।
২. সূদীর্ঘ আরাম আয়েশও নিঃশেষ হয় ।
৩. রিযিক সব সময় চালু থাকে ।
৪. আল্লাহর রিযিক অপেক্ষমান ।[২৫৭]

সপ্তম শ্রেনীর উদাহরণ ঃ

خاطر تفد وارتد تجد و أكرم تسـد ❊❊ و انقد نقد و اصغر تعد الأكــــبر

অর্থ ঃ (১) ঝুকি নাও প্রতিদান পাবে (No pain no gain).
(২) ইচ্ছা কর পাবে । (ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়) ।
(৩) সম্মান কর নেতা হতে পারবে ।
(৪) সমালোচনা করলে সমালোচিত হবে ।
(৫) ছোট হও লোকে তোমাকে বড় বলবে ।[২৫৮]

অষ্টম উদাহরণ ঃ

ته احتمل و استطل إصبر و عز إهــن ❊❊ وول أقبل و قل أسمع و مر أطــــع

১. তুমি যতই কষ্ট দাও আমি সইব।
২. তুমি যতই বাড়াবাড়ি কর আমি ধৈর্যধারণ করব।
৩. তুমি যতই শক্তি দেখাও আমি নম্র হব।
৪. তুমি ফিরে গেলেও আমি অগ্রগামী হব।
৫. তুমি বলতে থাক আমি শুনব।
৬. তুমি আদেশ কর আমি তা পালন করব।[২৫৯]

২৫৭. শ্লোকটির কবির নাম অজ্ঞাত । প্রাগুক্ত ।

২৫৮. শ্লোকটি কোন এক অজ্ঞাত কবির। প্রাগুক্ত।

২৫৯. শ্লোকটি ইবন লুবানা আল-আন্দা লুসী। প্রাগুক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

ন. মাছালের উৎস বা কাসাসুল আমছাল (قصص الأمثال)

জাহিলী আরবের অধিকাংশ মাছাল এক বা একাধিক কাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট । মাছালবিদ ও সাহিত্যিকগণ এগুলোকে أصول الأمثال(প্রবাদের উৎস) অথবা أسباب الأمثال (প্রবাদ সৃষ্টির কারণ) অথবা موارد الأمثال (প্রবাদের মূল উৎস) নামে অভিহিত করেছেন ।

এসব কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে । যেমন জাহিলী ও ইসলামী যুগের 'আয়্যামুল 'আরব' বা আরবের স্মরণীয় দিবস সমূহ অথবা মানুষের দৈনন্দিন জীবন এবং ব্যবহারিক বিষয় সম্পর্কিত। এর স্রষ্টারা সাধারণতঃ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরাই হয়ে থাকে । যেমন বাদশাহ বা গোত্র অথবা সমাজপতি চাই তিনি পুরুষ অথবা নারী হোন না কেন ।

এসব কাহিনী আরবী ভাষার অনন্য গদ্য সাহিত্য। সম্ভবতঃ এসব কাহিনীই আরবী গল্প সাহিত্যের অঙ্কুর । এতে রয়েছে গল্পের প্রধান উপকরণ, চরিত্র, ঘটনা, স্থান ও কাল । এতে ফুটে উঠেছে আরবের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় জীবনের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না, ওয়াজ-নসীহত সহ বিভিন্ন চিত্র ।[৫৮০]

মাহমূদ তায়মূরের[৫৮১] মতে জাহিলী সাহিত্যের একটি শাখা হলো মাছাল । মর্যাদা এবং সম্পর্কের দিক থেকে সাহিত্যের খুব কাছাকাছি আরেকটি শাখা হলো মাছালের উৎস বা গল্প ।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ঐতিহাসিকগণ জাহিলী গদ্যের শাখা হতে মাছালের উৎসকে বাদ দিয়েছেন। পরবর্তীকালে মাছাল সংকলিত হলেও এ সম্পর্কে সে যুগে নির্ভরযোগ্য তথ্য না পাওয়ায় তা সংকলিত হয়নি । তাছাড়া সাহিত্যিকগণ আধুনিক সাহিত্য রচনা ও মাছাল সংকলনে ব্যস্ত থাকায় এ বিষয়টির প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করে । প্রকৃতপক্ষে মাছালের উৎসগুলো প্রাচীন যুগের গদ্য সাহিত্যেরই দর্পন বা প্রতিবিম্ব ।[৫৮২]

---

[৫৮০]. কাতামিশ ঃ ২৯১ ।

[৫৮১]. মাহমূদ তায়মূর ১৮৯৪ সনে মিসরে জন্ম গ্রহন করেন । কথা শিল্পী হিসেবে তিনি এতই দক্ষ ছিলেন যে, তাঁকে আরবী সাহিত্যের মোঁপাসাঁ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে । John A.Haywood যথার্থই বলেছেন If Hakim perfected in Arabic drama Mahmud Taimur did the same for the short story (Modern Arabic Literature, London, 2ed, 1965, P.204)। আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় মাহমূদের অবদান অবিস্মরণীয় । বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর প্রায় পঞ্চাশ খানা গ্রন্থ রয়েছে । এগুলোর মধ্যে প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থ হলো ইবন জালা, আবুশ শওয়ারির , শাবাব ওয়া গনিয়াত, আতারা ওয়া দুখান, কায়েব ফী কায়েব, কুল্লু 'আম ওয়া আনতুম বিল খায়র, আন নবীউল ইসলাম, শিফাউর রুহ, দুনিয়া জাদীদাঃ, 'আলামুল মুহদেসীন ফিল ইসলাম, সাল ওয়া ফী মাহিবির রীহ, আবূ হোত য়াতীরু । নিজস্ব ভঙ্গী ও স্বকীয়তার জন্যে মাহমূদ আরবী কথা সাহিত্যে এমন বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন যাকে কেন্দ্র করে একটি সাহিত্যগোষ্ঠী তৈরী হয়েছে । তাঁর Style এর অনুসারী হয়ে যাঁরা নিরলস কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে মিসরের 'ঈসা 'আবিদ, শাহাতা 'আবীদ, তাহির লাশিন, ইরাকের আহমদ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ । আবদুস সাত্তার আধুনিক আরবী সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ-১৩৬ ও ১৪৪ ।

[৫৮২]. আরবী সাহিত্যে গল্প ঃ অতীত ও বর্তমান "এ বিষয়ের উপর মাহমূদ আয়মূরের বক্তৃতা সমূহ । এগুলো ১৯৫৮ সনে কায়রোর মা'হাদুদ দিরাসাতিল আরাবিয়্যায় প্রকাশিত হয় । পৃ-২৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

মাহমূদ তায়মূর আরো বলেন, শহুরে গল্পকাররা বিভিন্ন যুগে আরব জাতির সামাজিক জীবনের বাস্তব ছবি এঁকেছেন । তারা সমাজের বাস্তব চরিত্রকে যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন । এবং জীবনের উপকরণগুলোকে বিভিন্ন কাহিনীতে চিত্রায়িত করেছেন । এসব কাহিনী 'আখবার' নামেও অভিহিত হয়েছে ।

এখানে উল্লেখ্য যে আরবী সাহিত্যে গল্প সাহিত্য প্রত্যেক যুগেই স্পষ্ট জীবন্তাকারে লিপিবদ্ধ ছিল আরবী গ্রন্থাবলীতে । এবিষয়ে আরব ঐতিহাসিক ও সমালোচকগণ যথেষ্ট শ্রম ব্যয় করেছেন ।[৫৮৩]

ফারুক খুরশিদ স্বীয় 'ফির রিওয়াতিল আরাবিয়্যাঃ' গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন, *প্রাচীন আরবী সাহিত্যে গল্প অত্যন্ত স্পষ্ট । যুক্তি এবং বিশুদ্ধ প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত । এ শাখাটি আরবী সাহিত্যে মৌলিক ভাবে আছে । এতে বুঝা যায় এটি ইসলামের পূর্বেই ছিল*

তিনি উদাহরণ স্বরূপ 'উবায়দ ইবন শরীয়া আল-জুরহুমীর আখবারু মুলুকিল য়ামান এবং ওহাব ইবন মুনাব্বিহের আততিজান ফী মুলূকি হিময়ার গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন । যাতে এবিষয়ে ইঙ্গিত আছে । এরপর তিনি ইতিহাস, সীরাত,তবকাত, সাহিত্য এবং মাছাল গ্রন্থাবলীতে যা আছে তা উল্লেখ করেছেন ।

খুরশিদ আরো বলেন, বিশ্ব সাহিত্য গদ্য সাহিত্যের প্রধান যে শাখার সাথে পরিচিত তা হলো উপন্যাস ও গল্প । বিশ্ব সাহিত্য গল্প সম্পদ থেকে খালি নয় । প্রত্যেক সাহিত্যে এর প্রচুর সম্পদ আছে । যাতে সে জাতির সভ্যতার ইতিহাস এবং পরিচিতি জুড়ে রয়েছে । অনুরূপ ভাবে আরবী সাহিত্যেও এর অস্তিত্ব পাওয়া যায় জাহিলী যুগেই । কেননা জাহিলী আরবের জীবন ছিল সজীব উর্বর । উত্থান-পতন ও যুদ্ধ-বিগ্রহ সহ বিভিন্ন ঘটনায় পরিপূর্ণ ছিল তাদের প্রাত্য হিক জীবন ।

তারা সব সময়ই কোন না কোন মরু দুর্যোগের মোকাবেলায় বসবাস করতো । এবং এগুলোকে সব দিক থেকে জীবনের সাথে খাপ খাইয়ে নিত । কিন্তু তারা নিজেদের জীবন ধারা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিল । তারা এ ধরনের বিপদ-আপদে নিপতিত হতে অভ্যস্ত ছিল । জীবনের প্রয়োজনেই তারা একে অপর থেকে এগুলোকে প্রতিহত করতো । জীবনের সুযোগ সুবিধার সবটকুই শক্তিশালীরা ভোগ করতো । তারা সম্মিলিতভাবে প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করতো । ব্যবসা- বানিজ্যের দিক থেকেও তারা বিশ্বে প্রসিদ্ধ ছিল ।[৫৮৪]

তিনি আরো বলেন, 'আলিমগণ এবিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, জাহিলী আরবের বহু কিচ্ছা কাহিনী রয়েছে। তারা বাপ দাদা, তাদের রাজত্ব এবং সাহসিকতা ও কবিকে কেন্দ্র করে যেসব ইতিহাস ও কাহিনীর অবতারণা তার প্রতি তারা উৎসাহী ছিল । উদাহরণ স্বরূপ আবুল ফারজ ইস্পাহানীর কিতাবুল অঘানীর কথা উল্লেখ করা যায় । এটি আরবদের কবি, তাদের দরবারেরশ্রোতা, রাজা-বাদশাহ, এবং আরো অনেকের কাহিনী সম্বলিত ঘটনায় পরিপূর্ণ । শুধু কিতাবুল অঘানীই নয় এ বিষয়ে আরবীতে আরো প্রচুর তথ্য সূত্র রয়েছে যেমন- আবূ আলী আল-কালীর 'কিতাবুল আমালী' ইবন কুতায়বার 'কিতাবুশ শির ওয়াশ শুয়ারা' ও তবকাত গ্রন্থাবলী ।[৫৮৫]

---

৫৮৩. *প্রাগুক্ত* : ২৭ ও ২৯ ।

৫৮৪. *কাতামিশ* : ২৯৩ ।

৫৮৫. *প্রাগুক্ত* ।

Dhaka University Institutional Repository

এতদ আলোচনায় প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আরবদের সাহিত্যের একটি অন্যতম শাখা গল্প যা প্রবাদের উৎস হিসেবে পরিগণিত । এর সংগে তাদের পরিচয় ছিল । মাছালকে কেন্দ্র করে যেসব ঘটনার সৃষ্টি হয় তার সাথেও তাদের পরিচয় ছিল । যদিও এ বিষয়টি সাহিত্যিক ও মাছাল সংকলকগণ মাছালের ভাষ্য লিখার সময় সংকলন করেননি ।

অনেকে কোন কোন মাছালের গল্প এবং কাহিনীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছে । তারা এও বলেছে যে, সম্ভবতঃ এসব গল্প কাল্পনিক অথবা বর্ণনাকারী ও পন্ডিতদের বানোয়াট । এদের মধ্যে অন্যতম হলেন পাশ্চাত্য জার্মান পন্ডিত Shelhaim ও Fretage : এঁরা বলতে চেষ্টা করেছেন যে, এসব গল্পের এবং এরকম আরো ঐতিহাসিক ঘটনার বয়স খুব বেশী নয় ।[৫৮৬]

382348

Shelhaim এর সঙ্গে আরেকটু যুক্ত করে বলেন, *মাছালের সাথে যেসব গল্প বর্ণিত তাহলো নতুন সৃষ্ট । সেসব গল্প এসব মাছালকে কেন্দ্র করেই সৃষ্ট । সম্ভবতঃ এগুলোই হবে আমাদের কাছে বর্ণিত ঐতিহাসিক ভিত্তি এবং মাছালের দিক থেকে সত্যের কাছাকাছি ।*

ডঃ 'আব্দুল মজীদ 'আবিদীন আরো একটু বাড়িয়ে বলেন, নিঃসন্দেহে বেশ কিছু মাছাল এর উৎস । এরপর এগুলোর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেক গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে । অনেক বর্ণনাকারী এসব মাছালের শেষে এ উৎসগুলো সংযোজন করেছেন । তাদের মতে এটা তাদের শিল্প নৈপুণ্যের পরিচায়ক ।

মুফাদ্দল আদ্দব্বী কর্তৃক বর্ণিত মাছালে উল্লেখিত গল্পগুলোর দিকে তাকালে স্বভাবতই প্রশ্ন এসে যায় যে, কিভাবে এসব মাছাল উৎস ও কাহিনী সহ আমাদের কাছে এসে পৌঁছালো ? উত্তরে বলা যায় যে, মানুষ মাছাল বললেই এর সাথে সংশ্লিষ্ট কাহিনীও বলে । এমন অনেক গল্প আছে যেগুলো মাছাল পরিচিত হওয়ার পর গবেষণার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে । গবেষণায় দেখা গেছে যে, এগুলোর উৎপত্তি হয়তো জাহিলী যুগে অথবা ইসলামী যুগে । কিন্তু সার্বিক দিক থেকে এ গল্প ও কাহিনীর সবগুলোই যে ঠিক এটা বলা যায়না ।[৫৮৭]

এসব গল্প ও কাহিনীর দিকে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে নিম্নের বিষয়গুলো আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়।

১. এসব কাহিনী ও গল্প প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অথবা প্রকৃত ঘটনার উপর নির্ভরশীল । এগুলো কবিতায় বারংবার উল্লেখ হয়েছে ,। যেহেতু কবিতা আরবদের জীবনালেখ্য। এছাড়া এ গল্পগুলো ইতিহাস, কুলজী এবং সাহিত্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে । আর আরবী বাক্য বারংবার উল্লেখ ও পরম্পরায় বর্ণিত বাস্তবতার উজ্জ্বল সাক্ষী ।[৫৮৮]

২.প্রাচীন মাছালের মত গল্পগুলোও প্রাচীন । জাহিলী আরবরা এর বিস্তারিত তথ্য জানতো । তাদের মধ্যে এর প্রচলনও ছিল । বংশ পরম্পরায় এগুলো বর্ণিত হয়েছে । এর সমাপ্তি ঘটেছে আব্বাসী যুগে । এমতটিই সঠিক,

---

৫৮৬. *প্রাগুক্ত : ২৯৫ ।*

৫৮৭. *আবিদীন : ৩৭ ।*

৫৮৮. *কাতামিশ : ২৯৫ ।*

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞান ও যুক্তি সংগত । কেননা এসব ঘটনা তাদের সমসাময়িক যুগের । তাদের কেউ এগুলোর স্রষ্টা আবার কেউ এতে নিজেই অংশ গ্রহণকারী । বর্ণনাকারী ও ভাষাবিদরা এসব গল্প বানিয়েছে, একথাটি গ্রহণযোগ্য নয় । এবিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না ।

৩.মাছাল সংকলন ও ভাষ্যকারগণ এসব কাহিনী ও গল্পের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে একমত হয়ে স্ব স্ব গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন । এবং পরস্পর পরস্পর থেকে নকল করেছেন । উদাহরণস্বরূপ সুহার ইবন 'আয়্যাশ, 'উবায়দ ইবন শরীয়া ও 'ইলাকা ইবনিল কিলাবী প্রমুখদের গ্রন্থাবলী এবং তাঁদের পরে যেমন আবূ 'আমর ইবনুল 'আলা, শরকী ইবনুল কুতামী, মুফাদ্দল আদ্দববী, ইউনুস ইবন হাবীব, আবূ 'উবায়দা, আবূ যায়দ, আল-আসমা'ঈ, কাসিম ইবন সাল্লাম প্রমুখ সাহিত্যিক ঐতিহাসিক ও ভাষাবিদদের গ্রন্থাবলীর কথা উল্লেখ করা যায় । এঁদের বর্ণনা দেয়ার প্রয়োজন নেই । এঁদের অসত্যবাদী বলাও অসম্ভব । এঁদের মাধ্যমেই ভাষা, শব্দ, বাক্য, কবিতা এবং এতদ সম্পর্কীয় কাহিনী মাছাল, বক্তৃতা ও উপদেশাবলী আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে । তাদের প্রতি বিশ্বাস না থাকলে মাছালের উৎস বা কাহিনীগুলোকে পরিত্যাগ করতে হবে। এবং এগুলোর উপর কিয়াস করে আমাদের ভাষা সাহিত্য সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও কুলজীবিদরা যা বলেছে তা গ্রহণ করতে হবে ।[৫৮৯]

৪.ইসলামের ইতিহাসে মাছাল সংশ্লিষ্ট ইসলামী কাহিনী ও গল্পের সমাহার কম হওয়াটা গল্পগুলো বানানো এবং নতুন সৃষ্ট একথা প্রমাণ করেনা । যেমন Shelhaim বলেছেন । কেননা এসব ইতিহাস গ্রন্থে তো খলীফা রাজা-বাদশাহ, রাজ্য রাষ্ট্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে । তাদের হাতেই কীর্তি ও ঘটনাবলী পরিবর্তিত হয়ে ইতিহাস হয়ে চলে আসছে । তাই তারা ছাড়াও সমাজ বা গোত্রের নেতা অথবা আপামর জনসাধারণে কোন গুরুত্ব পায়নি এতে অথচ এঁদেরকে ঘিরেই মাছালের সৃষ্টি ।

৫.এসব গল্প মিথ্যা বানোয়াট, অস্তিত্বহীন এবং চুরিকৃত ইত্যাদি যেসব বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে এটা ঠিক নয় । কেননা এ বিষয়ে প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের থেকে কোন অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি । এমনকি আরবী ইতিহাসে কোন ঘটনাও নেই । তাই এগুলো বানোয়াট ভিত্তিহীন একথা মেনে নেয়া যায়না ।[৫৯০]

এ আলোচনায় ইহাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, সাহিত্যে এসব কিচ্ছা/কাহিনী / গল্পের অনেক মূল্য রয়েছে যার বর্ণনা সম্ভবতঃ এরকম হবে;

ক.মাছালের উৎস / কিচ্ছা / কাহিনী / গল্পগুলো মাছালকে সূক্ষ্ম ভাবে বুঝতে সহযোগিতা করে ।
খ.এসব কাহিনী /গল্প আমাদেরকে সাহিত্যের এবং মাছালের স্থান ও পরিবেশের সীমাও নির্ধারণ করে দেয় কেননা মাছালে উল্লেখিত ব্যক্তি, কাহিনীগুলোর পরিচিতির মাধ্যম ।
গ.এসব কাহিনী /গল্প জাহিলী ও ইসলামের উষাকালের আচার আচরণ, জীবনের বিভিন্ন দিক পরিস্ফুটিত করতে মাছালকে সহযোগিতা করে । মাছাল অতি সংক্ষিপ্ত হওয়ায় এগুলোকে স্পষ্ট করে বুঝাতে পারেনা।

ঘ.ইহা আরবী গদ্য সাহিত্যের একটি অনবদ্য উন্নত শাখা, জাহিলী আরবের জীবনালেখ্য ।[৫৯১]

---

৫৮৯. প্রাগুক্ত : ২৯৬ ।

৫৯০. প্রাগুক্ত : ২৯৭ ও ২৯৮ ।

৫৯১. প্রাগুক্ত : ২৯৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাছালের ক্রমবিকাশ

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাছালের ক্রমবিকাশ

ক. জাহিলী যুগ

'আরবদেশ এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত একটি বৃহৎ উপদ্বীপ । এদেশের প্রায় সব এলাকাই মরুভূমি। নদী নালা কিছুই নেই। বৃষ্টি খুব কমই হয়। এদেশের মক্কা নগরীতে আল্লাহর ইবাদতের জন্য প্রথম মসজিদ বায়তুল্লাহ শরীফ নির্মিত হয়।[১] প্রাচীন কাল হতে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে এ নগরীতে হজ্ব পালনের জন্যে অগণিত মানুষ আগমন করতো।[২] এ মক্কা নগরীতেই শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্ম। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বকালকে ঐতিহাসিকগণ সাধারণতঃ আল্- আয়্যামুল জাহিলিয়্যা[৩] বলে অভিহিত করেছেন। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এ জাহিলিয়্যার সময় নির্ধারণ করেছেন ৪৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে ৬১০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। কারো কারো মতে এ জাহিলি যুগ আরো অনেক আগে থেকে শুরু হয়েছে। এ দীর্ঘ সময়ে আরব দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় মোট কথা সার্বিক অবস্থা খুবই সংকটময় ছিল।

জাহিলি আরবের লোকেরা আল্লাহর বিধান মানতো না। প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে গিয়ে নিজেদের খেয়াল খুশি মতো কাজ করতো।[৪] যে কোন গর্হিত কাজ করতে তাদের বাধতোনা। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানী ও ছিনতাই হর হামেশাই ঘটতো।[৫] মদ্যপান[৬] , পরস্ত্রী সম্ভোগ করতে তাদের কোন দ্বিধাতো ছিলই না বরং এ নিয়ে তারা

---

১ আল-কুরআনে এরশাদ হয়েছে

. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبركا و هدي للعلمين

নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের (ইবাদতের) জন্য নির্ধারিত হয়েছে সেটাই এ ঘর . যা মক্কায় অবস্থিত এবং সারা বিশ্বের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়। (৩ঃ৯৬)

২. কবি যুহয়র ইবন আবী সুলমার মু'আল্লাকায় এর প্রমাণ মেলে.

فاقسمت بالبيت الذي طاف حوله ** رجال بنوه من قريش و جرهم

শপথ করি কাবা গৃহের. তওয়াফ যাহার করলো সাধন,
যুরহুম কোরেশ - এই দুয়েতে, ভিত্তি তাহার করলো স্থাপন।
অস্‌সবউল মু'আল্লাকাত ঃ নুরুদ্দীন, বয়ত নং - ১৬।

৩. جاهلية শব্দটি جهل ধাতু থেকে উদ্ভুত।এর বিভিন্নার্থ হয়ে থাকে । যেমনঃ- (ক) জ্ঞান বিবর্জিত হওয়া . (খ) কোন কিছু সম্পর্কে ভুল বিশ্বাস রাখা , (গ) যে কাজ যেভাবে করা উচিৎ সেভাবে না করা। রাগিব আল্ ইস্পাহানী ঃ আল্ - মুফরাদাত, মিসর ১৯৬১. পৃ. ১০২। (ঘ) ইসলামের বিপরীত আল্ জাহল, (ঙ) শিষ্টাচারের বিপরীত জাহল। নিকলসন ঃ পৃ -৩০। আর জাহিলিয়্যা: অর্থ জাহিলী সাম্প্রদায় যারা স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। বায়যাভী: ১/১৯৬।

৪ অর্থাৎ তারা খেয়াল খুশি মতো চলে, ও তাদের প্রবৃত্তির অনুসরন করে:(৫৩:২৩) . إن يتبعون إلا الظن وما تهوي الأنفس

৫ কবি তারাফা চাচাত ভাই মালেকের উট চরাতো । একদা শত্রুরা তার থেকে উট গুলো ছিনতাই করে নিয়ে যায়। তখন তিনি মালেকের কাছে এসে বললে তাকে কিছু নাদিয়ে তাড়িয়ে দেয়. এ ঘটনাটি তার মু'আল্লাকায় বিধৃত হয়েছে . যেমন-

Dhaka University Institutional Repository

গর্ববোধ করতো এবং আলংকারিক ভাষায় কবিতা রচনা করতো।[৭] তারা মেয়ে সন্তান কে জীবন্ত প্রোথিত করতো।[৮] কবি হারিছ ইবন হিল্লিযার লিখনীতে তৎকালীন আরবের একটি চিত্র ফুটে উঠেছে ।[৯]

فما لي أراني ابن عمي ملكا ** متي ما أدن منه ينأ عني و يبعد

يلوم و ما أدري علي ما ** لاماني في الحي قرط بن المعبد

يسني من كل خير طلبته** كانا وضعنا ه إلي رمس ملحد

কেন হে মালেক প্রিয় মোর পিতৃব্য তনয়
তব কাছে যত আসি , দুরে যাও একি বিস্ময়।
ভর্ৎসনা করেছ মোরে মানি কিন্তু জানিনা কারণ
আবদ্ তনয় কুর্ত কেন নিন্দা করিল ঘোষণ
মালেক আমার প্রাপ্য দিলনা , করিল বঞ্চনা
সমাধির মাঝে যেন সপি লাম সকল কামনা
নুরুদ্দীন,অস্সবউল মুআলাকাত :বয়ত নং, ৬৯-৭১ ।

বনুল আম্বর গোত্রের কুরয়ত ইবনে'আনীফের ৩০টি উট বনু শয়বানের লোকেরা ছিনিয়ে নিয়ে যায় । কবি বনু মাযিনের সাহায্যে উটগুলো উদ্ধার করেন । এ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন ,

لو كنت من مازن لم تستبح ابلي** بنو اللقيط من زهل بن شيبان

আমি যদি মাযিন গোত্রের হতাম তাহলে আমার উটগুলো যহল ইবন শয়বানের উপগোত্র বনু লকীত ছিনিয়ে নিতে পারতো না ।
আবু তাম্মাম : হামাসা: মিসর ১৩৭৪/১৯৫৫, পৃ:১৭।

৬ তারাফার কবিতা فمنهن سبقي العاذلات بشربة ** كميت متي ما تعل با لما ء تزبد

রক্তাভ মদিরা পান পিছে কেলি নিন্দুকের দল।
যেসব মিশ্রণে বারি হয়ে উঠে ফেনিল উচ্ছল । নুরুদ্দীন , বয়ত নং -৫৯ ।
ইমরুউল কয়স বলেন ,

৭ و بيضة خدر لا يرام خبائها ** تمتعت من لهوها غير معجل

مهفهفة بيضاء غير مفاضة ** ترائبها مصقولة كالسجنجل

অর্থঃ উট পাখির ডিম্বসম সুরক্ষিত যেই রূপসী
প্রলম্বিত প্রণয় তাহার ভোগ করেছি খিমায় পশি
সূক্ষ কোমর উজল - দেহ নিটোল সরু প্রিয়ার কায়া
স্বচ্ছ - মুকুর বক্ষে প্রিয়ার মলিনতার নেইকো ছায়া।
প্রাগুক্ত,বয়তনং ২৩, ৩১ ।

৮ আল-কুরআনে এরশাদ হয়েছে , واذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت

যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হলো (৮১:৮ও ৯)

৯ هل علمتم أيام ينتهب الناس .. غوار لكل حي عواء

لايقيم العزيز بالبلد السهل .. ولا ينفع الذليل النجاء

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের সৌর্য - বীর্য শোনোনি কি তাহার সংবাদ।
লেগেছিল হানাহানি সর্বগোত্রে মহা আর্তনাদ ।
তমীম গোত্রের পরে ভেঙ্গে পড়ি সে নিষিদ্ধ মাসে
তাদের রমনীকুল আনি বেঁধে দাসত্বের পাশে ।
নিরাপদে নাহি ছিল; ছিল যারা সম্মানিত ,
দুর্বলের ও রক্ষা কভু ছিল নাকো করি পলায়ন।

আবিসিনিয়ার বাদশা নাজ্জাশরি কাছে জাফর ইবন আবী তালিবের দেয়া সাক্ষাতকারে জাহেলী যুগের একটি নিখুঁত চরিত্র ফুটে উঠেছে।

তিনি বলেছিলেন, "পূর্বে আমাদের জাতি অতিশয় অজ্ঞ ও বর্বর ছিল, এ অজ্ঞতার ফলে আমরা পুতুল, প্রতিমা, চাঁদ-সূর্য, বৃক্ষ- প্রস্তর, ভূত- প্রেত ও অনান্য জড় পদার্থের পুজা ও উপাসনা করিতাম। মৃত জীব জন্তুর গোস্ত ভক্ষন করিতাম, সমস্ত অশ্লীল কাজই আমাদিগের অঙ্গের আবরণে পরিনত হইয়াছিল। স্বজনদের প্রতি দুর্ব্যবহার এবং প্রতিবেশীদিগের অনিষ্ট সাধন করিতে আমরা একটুও কুণ্ঠিত হইতাম না। আমাদিগের প্রবলেরা দরিদ্রদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিত।"[১০]

মুক্ত আবহাওয়ায় বসবাসকারী স্বাধীনচেতা আরবদের[১১] মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-দীক্ষার চর্চা ছিল না । এমনকি তারা লিখে রাখা দোষ মনে করতো।[১২] ঐতিহাসিক ওয়াকিদীর (মৃ. ২০৭/৮২২) - এর মতে খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে মক্কায় মাত্র ১৭ জন লিখতে জানতো।[১৩] আরবের প্রখ্যাত কবি ইমরুউল কয়স, তারাফা,[১৪] মুতলাম্মিস[১৫] এদের কেউই লেখাপড়া জানতেন না। আবার কেউ কেউ লিখতে জানলেও প্রকাশ করতেন না।[১৬]

ليس ينجي الذي يوائل منا .. رأس طود و حرة رجلاء

নুরুদ্দীন . বয়ত নং ৩৪, ৩৭,৩৮।

[১০] *মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ ঃ মোস্তফা চরিত . ঢাকা,১৯৭৫ . পৃ ৩৫৭।*

[১১] *'আব্বাস মাহমুদ আল - 'আক্কাদ ঃ আসরুল আরব ফী হায়রাতি উরুব্বিয়্যা ঃ মিশর, ১৯৪৬, পৃ.- ২২।*

[১২] *Ignaz Goldziher , Muslim Studies, (English Translation) vol.I, London, 1967, P.107.*

[১৩] *E.G.Brown : A Literary History of Persia , vol- 1, Cambridge, 1953. P. 261.*

[১৪] *অত্র অধ্যায়ের পৃ- ১২৩। দ্রষ্টব্য,*

[১৫] *সহীফাতু মু'তা লাম্মিস দ্রষ্টব্য।*

[১৬] *কবি মুররুম্মা (মৃ. ৭১৯- ৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি) লিখতে জানতেন কিন্তু প্রকাশ করতেন না। গোলডযিয়ার . ঐ . পৃ. ১০৭।*

Dhaka University Institutional Repository

অনান্য সাহিত্যের ন্যায় আরবী সাহিত্যেও পদ্যের উন্মেষ ঘটে প্রথমে।[১৭] মরুভুমির পরিবেশ ও প্রাকৃতিক কারনেই তাদের মাঝে বহু কবি জন্ম গ্রহণ করে। ফলে আরবী কাব্যের ব্যাপক চর্চা হয় তখন । অস্সবউল মু'আল্লাকাত বা ঝুলন্ত গীতিকা সপ্তক[১৮] এ যুগের উন্নত ফসল। তবে জাহিলী যুগে গদ্য সাহিত্যের মধ্যে মাছাল সবচাইতে বেশী উৎকর্ষ লাভ করে।

মাছাল লোক সাহিত্যের অন্যতম শাখা।[১৯] ইহা মানুষের দীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতার একটি সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি। ব্যক্তি বা সমাজ জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে মাছালের সৃষ্টি এবং নীতি ও উপদেশ বিতরণ এর লক্ষ্য। জীবনের বিচিত্র পরিসরে মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে যে, অভিজ্ঞতা লাভ করে তাকে পরবর্তী পর্যায়ে কাজে লাগানোর জন্য স্বল্প অবয়বে মাছালের সৃষ্টি হয়। প্রাচীন কালের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মাছালের সৃষ্টি তার সন্ধান পাওয়া খুবই দুস্কর। তবে বাস্তব জীবনের প্রয়োজনে এর ব্যবহার যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। এতে আছে জ্ঞান ও সত্য প্রচারের প্রচেষ্টা। আছে বক্তব্যকে রসাত্মক করে প্রকাশ করার জন্য সংযত শব্দ বিন্যাস । সাহিত্যাঙ্গনে এ কারনে মাছালের স্থান স্বীকৃত।

মাছাল রচনার জন্য শিক্ষা দীক্ষার প্রয়োজন হয়না । মাছাল রচয়িতার অধিকাংশই অজপাড়া গাঁয়ের এবং মরু অঞ্চলের নিরেট মূর্খ লোক । তাই আরবরা শিক্ষা দীক্ষায় অনগ্রসর থাকলেও মাছাল ব্যাপক হারে সৃষ্টি হয়। মাজমা'উল আমছাল, আল-মুস্তাক্সা ফী আমছালিল 'আরব, জামহারাতুল আমছাল, কিতাবুল আমছাল সহ আরো অন্যান্য মাছাল গ্রন্থ এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এগুলোতে উল্লেখিত মাছালের সিংহভাগই জাহিলী যুগে রচিত। আরবে সর্বপ্রথম যে মাছালটির প্রচলন হয় তাহলো

المرأة من المرء و كل أدماء من أدم

(নারীর সৃষ্টি পুরুষ হতে। আর সকল মানুষ আদম (আঃ) থেকে জন্ম লাভ করেছে।)[২০]

কবিতার মতো মাছালও আরবের জীবন দর্পন । এতে প্রতিভাত হয়েছে সে যুগের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় অবস্থা সহ বেদুঈন জীবনের সকল চিত্র। আবহাওয়া শুষ্ক থাকায় প্রাকৃতিক ভাবে তাদের মেজাজ ছিল রুক্ষ। তাই সামান্য বিষয় নিয়ে তাদের পরস্পরে, গোত্রে-গোত্রে লেগে যেত দ্বন্দ্ব পরিশেষে যুদ্ধ যা যুগ যুগ ধরে চলতো। এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে বহু মাছালের সৃষ্টি হয়। যেমন

أشئم من بسوس

---

[১৭] *Ella Marmura বলেন, As with many literatures , Poetry appeared before prose. R. M. Savory : Introduction to Islamic Civilization, Cambridge. 1975 , p. 61.*

[১৮] *মু'আল্লাকাত বহুবচন। অর্থ ঝুলন্ত গীতিকা মালা । জাহিলী আরবের সাতজন (মতান্তরে দশজন) কবি- ইমরুউল কয়স, তারাফা, যুহায়র, লবীদ, 'আনতারা , 'আমর ইবন কুলছুম এবং হারিছ ইবন হিল্লিযা প্রমুখদের সাতটি নির্বাচিত গীতিকা সংকলনই 'মুয়াল্লাকাতুস সাবউ' বা ঝুলন্ত গীতিকা সপ্তক। সুপ্রসিদ্ধ রাবী হাম্মাদ (মৃত্যু ১৫৬/৭৭২) এর সংগ্রাহক এবং সংকলক। প্রাগৈসলামিক যুগের আরবী কাব্য সংকলনগুলোর মধ্যে এটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। নুরুদ্দীন পৃ. ২৬; এগুলোকে দামী মিশরীয় ক্ষৌম বস্ত্রে সোনালী অক্ষরে লিখে কাবাগৃহে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল বলে একে আল্ মুযাহহাবাতও বলে। একে সুমুত (গলার মালা) ও তিওয়াল (দীর্ঘ কবিতা গুচ্ছ) ও বলা হয়েছে। নিকলসন ঃ ১০২ ; যয়দান ঃ ১/১২৩।*

[১৯] *তুং ডঃ বরুন কুমার চট্টোপধ্যায় ঃ বাংলার লোক সাহিত্য চর্চা , কলিকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ২৭।*

[২০] *ময়দানী ঃ ২/৩১৯।*

Dhaka University Institutional Repository

মহিলা
(বসুস হতেও অশুভ)।[২১] মাছালটি বসূস নাম্নীকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়। মূলঘটনা বা মাছালের উৎস হলো ঃ তঘলিব ও বকর আরবের প্রখ্যাত রবী'আ গোত্রের শাখা গোত্র। তঘলিব প্রধান কুলয়ব বকর গোত্রের হালীলা বিনতে মররাকে বিয়ে করেন। তাঁর একটি সংরক্ষিত চারণ ভূমি ছিল।

যেখানে তাঁর নিজের ও শ্বশুর গোত্রের পশুপাল চরতো । বসূস নামে কুলয়বের এক খালা শাশুড়ী ছিল। যার কোন এক মেহমানের এক উটনী কুলয়বের বাগানের এক পাখীর বাসা নষ্ট করে। এতে কুলয়ব রাগান্বিত হয়ে উটনীটিকে হত্যা করে। কুলয়বের শ্যালক জাসসাস, খালা বসূসের প্ররোচনায় পড়ে কূলয় বকে হত্যা করে। ফলে বকর ও তঘলিব গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। খালা শাশুড়ী বসূসের নামে যুদ্ধটির নামকরণ করা হয়। ইহা ৪৯৪ খ্রীঃ পর্যন্ত চল্লিশ বছর স্থায়ী ছিল।[২২] এতে প্রায় সত্তর হাজার লোক নিহত হয়।[২৩] যেকোন অশুভ কাজের জন্য এমাছালটি বলা হয়ে থাকে।

জাহিলী আরবের জীবিকা আর্জনের প্রধান উপায় ছিল পশু পালন। গৃহপালিত পশুর মধ্যে উট ও ঘোড়া তাদের নিকট সবচাইতে প্রিয় ছিল । উট আরবের মরুভুমির জাহাজ , বিপদের বন্ধু ; দৈহিক সৌন্দর্য, কষ্ট সহিষ্ণুতা, দ্রুতগতি, বুদ্ধিমত্তা ও প্রভূ ভক্তির জন্য আরবীয় ঘোড়া প্রসিদ্ধ ছিল । তারা এ দুটো প্রাণীর বংশ তালিকা পর্যন্ত রক্ষা করতো বলে জানা যায়। এ দু'টো প্রাণীর নিপুন বর্ণনা আরবের প্রায় সকল কবির কবিতাতেই পাওয়া যায়।[২৪] এ দু'টো প্রাণীকেই কেন্দ্র করেই বহু মাছালের সৃষ্টি হয়েছে।যেমনঃ

يا إبلي عودي إلي مبركك(হে উট ! তুই তোর বাসস্থানে ফিরে আয়)।

কোন এক ব্যাক্তির বাঁধা উট রাশি ছিড়ে গেলে এ বাক্যে আহব ান করা হয়, যা পরবর্তীকালে মাছালে পরিণত হয়।[২৫]

মঙ্গল জনক বিষয় থেকে কেউ ফিরে থাকলে তার জন্য এ মাছালটি বলা হয়ে থাকে ।

---

[২১] *প্রাগুক্ত ঃ ১/৩৭৪।*

[২২] *R.A. Nicholson. PP. 61-62; P.K. Hitti, History of the Arabs , P. 90.*

[২৩] *আ.ত.ম. মুছলেহউদ্দীন ঃ ১৮।*

[২৪] *কবি ইমরুউল কয়েস স্বীয় মু'আল্লাকার ৫২- ৬৯ নং বয়ত পর্যন্ত ঘোড়ার বর্ননা দেন। যেমন একটি বয়তঃ*

مكر مفر مقبل مدبر معا ** كجلمود صخر حطه السيل من عل

অগ্রে, পিছে, ডাইনে, বাঁয়ে - তীব্রগতি একেই পথে,
ছিটকে পড়া- উপল যেন উপর হতে স্রোতের ঘাতে । নুরুউদ্দীন বয়ত নং ৫৩।

কবি তারাফা স্বীয় মুআল্লাকার ১১-৪৪ নং বয়ত পর্যন্ত উটের বর্ণনা দেন। যেমন একটি বয়তঃ

صهابية العثنون موجدة القرى ** بعيدة و خد الرجل موارة اليد

পিঙ্গল কেশর পৃষ্ঠে ফাঁকা দৃঢ় পদদ্বয় মাঝ,
দীর্ঘ পদক্ষেপ- ক্ষিপ্র, দ্রুতগতি মরুর জাহাজ । ঐ বয়ত নং ২৪।

[২৫] *ময়দানী ঃ ২/৪১৪।*

Dhaka University Institutional Repository

لكل أناس في بعيرهم خبر(প্রত্যেক ব্যাক্তি তার উট সম্পর্কে অবগত আছে)। অর্থাৎ সবাই নিজ নিজ বিষয় সম্পর্কে অন্যের চাইতে বেশী অবগত থাকে।[২৬]

لا إبلـــي في هذا و لا جمل(এ বিষয়ে আমার উটনীটিও নেই উটও নেই) ।

অর্থাৎ এ বিষয়ে আমার কোন দায়িত্ব নেই।[২৭]

الجمــــل من جوفـه يجتر। (উট তার পেট থেকে খাদ্য বের করে জাবর কাটে) যে নিজ রোজগারে খাবার দ্বারা জীবন যাপন করে এবং যে এমন কিছু থেকে উপকৃত হতে চায় যা তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে সে ক্ষেত্রে এ মাছালটি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।[২৮]

بني يحلب و أشد على يديه (আমার ছোট ছেলে উট দোহন করছে আর আমি তার হাত শক্ত করে ধরে আছি মাত্র)।[২৯]

উৎস ঃ একগ্রাম্য মহিলার দুধের খুব প্রয়োজন দেখা দেয়। বাড়িতে কোন পুরুষ না থাকায় তার ছোট ছেলেকে দিয়ে দুধ দোহন করায় এবং সে ছেলের হাত ধরে থাকে। মহিলাদের দুগ্ধ দোহন অপমানকর বিধায় সে এভাবে কাজ করে এবং নিন্দা থেকে মুক্ত থাকার জন্য

هل تنتج الناقة إلا لمن لحقت له(উটনী উটের বাচ্চা প্রসব করা ছাড়া আর কি প্রসব করতে পারে ?) ।[৩০]

এটাই হলো Law of nature বা প্রাকৃতিক নিয়ম

উটের গায়ে উকুঁনের মতো লেপ্টে থেকে রক্ত খায় একে বলে কিরাদ। সবচাইতে শ্রুতশীল প্রাণী। একে নিয়েও বেশ মাছাল প্রচলিত আছে। যেমনঃ

هو أسمع من قـــــــــــــــراد (সে কিরাদ হতে বেশী শ্রবনশীল)।

ألصق من قـــــــــــــــراد(কিরাদ হতেও অধিক লেপ্টে থাকা প্রাণী) ।[৩১]

ঘোড়া সম্পর্কে কয়েকটি মাছাল নিম্নরূপঃ

إن الجواد قد يعثـــــــــــــــر (দ্রুতগামী অশ্বের কখনো কখনো পদস্খলন ঘটে)।[৩২] অর্থাৎ পারদর্শীরা সবসময় পারদর্শীতা দেখাতে পারে না।

---

[২৬] *আল-মুনজিদ ঃ ৯৭০ ; মুনজিদ ঃ ১২২৭।*

[২৭] *প্রাগুক্ত।*

[২৮]. *আল - মুনজিদ ঃ ৯৭৭ ; মুনজিদ ঃ ১১৬৯-৭০।*

[২৯] *ময়দানী ঃ ২/৪১৪।*

[৩০] *প্রাগুক্ত ঃ ৩৮২।*

[৩১] *কিরাদ উটের আগমনের বেশ কয়েকদিন পূর্বে টের পেয়ে যায়। যে রাস্তায় উট আসবে সে রাস্তায় ওঁৎপেতে বসে থাকে। উট আসার সাথে সাথে গায়ে লেপ্টে যায়। আবু সা'ঈদ আস্ সুকরী ঃ শরহ দীওয়ান কা'ব. কায়রো, ১৩৬৯/১৯৫০ পৃ. ১০৭. ২২০।*

[৩২] *আল- মুনজিদ ঃ ৯৭৮ ; মুনজিদ ঃ ১১৭০।*

Dhaka University Institutional Repository

إن الجواد عينه فـــــــــــراره (দ্রুতগাম ী ঘোড়ার দাঁত দেখতে হয় না, চোখেই চেনা যায়) ।[৩৩]

لكل جواد كبـــــــــــــــوة (প্রত্যেক দ্রুতগামী ঘোড়ারও পদস্খলন ঘটে) ।[৩৪]

الخيل تجري علي مساويـــــــــها (ঘোড়া সমান পায়ে চলে)।[৩৫]

الخيل أعلم بفرســـــانـــــها (ঘোড়া তার আরোহী সম্পর্কে ভাল জানে)।[৩৬]

يجري بـــــليـــــــــــــق (দ্রুতগামী ঘোড়া যেন চলছে)।[৩৭]

আবরদেশে সবচাইতে দ্রুতগামী পাখি ছিল কাতা ।[৩৮] কারো দ্রুততা বুঝাতে আরবরা এই পাখির সাথে তাকে তুলনা করে বলতো

أسرع من قـــــــــــطا (সে কাতা পাখি হতেও দ্রুতগামী) ।[৩৯]

স্বাধীনচেতা সংগ্রামী আরব অত্য ধিক প্রতিশোধ প্রবন ছিল । তারা প্রতিশোধ[৪০] গ্রহনে সদা সচেষ্টও ছিল । এ প্রসঙ্গে "য়াওমু হালীমা[৪১] সম্পর্কিত মাছালাটি উল্লেখ করা যায়ঃ মাছালাটি হলোঃ

---

[৩৩] *প্রাগুক্ত।*

[৩৪] *প্রাগুক্ত।*

[৩৫] *প্রাগুক্ত ঃ ৯৮৫, ১১৮৩।*

[৩৬] *প্রাগুক্ত।*

[৩৭] *ময়দানী ঃ ২/৪১৪।*

[৩৮] *কাতা(القطا) আরবদেশে সবচাইতে দ্রুতগামী পাখি । তাদের কবিতাতেও এ পাখির কথা পাওয়া যায়।*

*وتشرب أساري القطا الكدر بعدما ** سرت قربا أجناؤها تتصلصل*

আমি পানি পান করার পর পিপাসার্ত কাতা পাখি ঘাটে অবতরণ করে আমার উচ্ছিষ্ট পানি পান করলো। সে এতো পিপাসার্ত ছিল যে তার পেট শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। শানফারা ঃ লামীয়াতুল 'আরব, পৃ. ৪৭।

[৩৯] *ময়দানী ঃ ২/৪২২।*

[৪০] *এ প্রসঙ্গে "লামীয়াতুল আরবের" (لامية العرب)লেখক কবি শানফারার কথা উল্লেখ করা যায়। শৈশবে তিনি বনী শাবাবায় বন্দী জীবন যাপন করতেথাকেন । পরিশেষে এদের মুক্তিপণ হিসেবে বনী সালামান গোত্রে চলে যান। এখানে তিনি এমন এক ব্যক্তির কাছে লালিত পালিত হন যার একটি কন্যা ছিল। তিনি তাকে বোন ডাকলে সে বোন হতে অস্বীকৃতি জানায় এবং গালে চড় কষে দেন। তখন তিনি মেয়ের পিতার কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন তিনি তাদের সন্তান নন, পোষ্য মাত্র। তখন তিনি বনী সালামানের এক'শ লোককে হত্যার শপথ করেন এবং প্রথমেই তার লালনকারীকে হত্যা করেন। এভাবে তিনি নিরানব্বই জনকে হত্যা করে নিজে নিহত হন। সালামান গোত্রের লোকেরা তাকে বধ্যভূমিতে ফেলে রাখে। আনেকদিন পর বনী সালামানের এক ব্যক্তি শানফারার মাথার খুলির নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। খুলিটি দেখেই রাগান্বিত হয়ে লাথি দেয়। সাথে সাথে ভাঙ্গা খুলির একাংশ পায়ে বিঁধে যায়। পরিশেষে সেখানে পচন ধরে এবং মারা যায় । আর শানফারার প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়। লামীয়া ঃ ১৫-২২।*

Dhaka University Institutional Repository

ليس يوم حليمة بسر (হালীমার ঘটনা গোপন কিছু নয়)।

উৎস : ঘস্সানীদের শ্রেষ্ঠতম নৃপতি হারিছ ইবন জাবালা (শাসনকাল - ৫২৯- ৫৬০ খ্রী) হীরাধিপতি তৃতীয় মুনযিরককে প্রতিহত করেন। কিন্তু কোন এক যুদ্ধে হারীছের এক পুত্র মুনযির কর্তৃক ধৃত হয়ে আল-উয্যা দেবীর প্রতি উৎসর্গকৃত হয়।

এ ঘটনার দশ বছর পর ৫৫৪ খৃষ্টাব্দে হারিছ এক ঝটিকা আক্রমণে মুনযিরকে পরাজিত ও নিহত করেন। এ যুদ্ধে হারিছ কন্যা হালীমা ভাইয়ের প্রতিশোধ গ্রহণে অংশগ্রহণ করে স্বহস্তে এক'শ সৈনিককে সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়ে মরণপণ যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করে। হালীমার নামানুসারেই এঘটনার এরকম নামকরণ করা হয়।[৪২] প্রসিদ্ধ কোন ঘটনা বুঝাতে আরবরা এমাছাল'টি বলে থাকে।

প্রতিশোধ গ্রহণে আরবরা যেমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল ওয়াদা পালন ও আমানত রক্ষার ব্যাপারেও তারা সুদৃঢ় ছিল। জীবন দিয়ে হলেও তারা প্রতিজ্ঞা পালন ও আমানত রক্ষা করতো । তৎকালীন আরবে আমানত রক্ষায় যিনি আজো মাছালে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন তিনি হলেন সমওয়াল ইবন 'আদীয়া (মৃ .৫৬০ খ্রী)।তাঁর সম্পর্কে মাছালটি أوفى من السموال ঃ সমওয়াল হতেও আমানত রক্ষাকারী ।[৪৩]

ঘটনাঃ মু'আল্লাকার শ্রেষ্ঠ কবি ইমরুউল কয়স শত্রু কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে সিরিয়া যাওয়ার পথে সমওয়ালের আতিথ্য গ্রহণ করেন । চলে যাওয়ার সময় উত্তরাধীকার সূত্রে প্রাপ্ত পাঁচটি লৌহবর্ম তার নিকট গচ্ছিত রেখে যান। কবির পুরাতন শত্রু হিরাধিপতি এটা জানতে পেরে সমওয়ালের কাছে বর্মগুলো দাবী করেন। সমওয়াল বর্মগুলো প্রদানে অস্বীকৃতি জানান । হীরাধিপতি এতে ক্ষুব্ধ হয়ে একদল সৈন্য পাঠান। তারা এসে তার দুর্গ অবরোধ করে এবং তার ছেলেকে ধরে তারই সামনে হত্যা করে।[৪৪] প্রতিজ্ঞা পালনে অথবা আমানত রক্ষায় এমাছালটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রতিজ্ঞা পালনে আরব যেমন প্রসিদ্ধ ছিল তাদের কেউ কেউ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্যেও ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। তাদের অন্যতম 'উরকূব । তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ সম্পর্কিত মাছালাটি হলো

مواعيد عرقـــــــــــوب ('উরকূবের প্রতিশ্রুতি)।[৪৫]

৩৯

[৪১] ময়দানী স্বীয় মজমা'উল আমছাল গ্রন্থে ১৩২ টি, জাহিলী ৯৩ টি ও ইসলামী যুগের য়াওমের কথা উল্লেখ করেছেন। ময়দানী ঃ ২/৪৩০-৪৪৮।

[৪২]. ময়দানী ঃ ২/৪৫ ; হান্না আল- ফাখুরী ঃ ১৬ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ১/৩৪০ ; আল-মুনজিদ ঃ ১০১৪ ; মুনজিদ ঃ ১২৩২।

[৪৩]. নিকলসন ঃ ৮৪-৮৫; ময়দানী ঃ ১/৪৩৫ ; আল-মুনজিদ ঃ ১০১৩ ঃ মুনজিদ ঃ ১২৩০ ; সমওয়াল (মৃ:৫৬০) মদীনায় কিছু উত্তরে তায়মা নামক পাহাড়ী এলাকায় বসবাস করতেন। য়াহুদী ধর্মে দীক্ষিত ছিলেন তিনি। তিনি অতিথি বৎসলও ছিলেন। স্বীয় দুর্গের পার্শ্বে একটি কূপ খনন করে তিনি পথিকদের জন্যে খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করেন। দীওয়ানুল হামাসা : পৃ. ৫২।

[৪৪]. তুঃ ময়দান ঃ ১/১৪৪।

[৪৫] ইবন কালবীর মতে 'উরকূব ইবন সখর বা 'উরকূব ইবন মা'বাদ ইবন আসাদ 'আব্‌দিশ শামস মা'আদ গোত্রের লোক ছিলেন। খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত 'উবকূব প্রতিশ্রুতি কদাপিও পালন করতোনা । জাওয়াদ আলী ঃ ৮/৩৬৪ ; ময়দানী ঃ ২/৩১১ ; তাজুল 'আরূস ঃ ১/৩৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

উৎসঃ- একদা 'উরকূবের একভাই তার কাছে এসে কিছু চাইলো । তখন সে খেজুর গাছের দিকে ইশারা করে বললো, গাছের কুঁড়ি বের হলে এসো তখন দিব। ভাইটি কুঁড়ি হওয়ার পর এলে আরেকটু বড় হোক বলে বিদেয় করে দিল। এভাবে সে খেজুর পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত ঘুরাতে লাগলো । খেজুর পাকলে একরাতে গিয়ে খেজুরগুলো কেটে নিয়ে গেল । পরের দিন উক্ত লোক এসে গাছ খালি দেখে ফিরে গেল। তখন থেকেই এ মাছালটির প্রচলন হয়।

সবকাজ সবসময় ফলপ্রসূ হবে এমনটি আশা করা যায় না । আরবদের কোন এক সময় কোন একটি কাজ ভন্ডুল হয়ে যায়। তখন তারা বলে ,

تفرقوا أيادي سبـــــــا (সাবা সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল)।[৪৬]এটিই পরে মাছালে পরিণত হয়।

উৎসঃ- য়মনের (সাবার) রাজধানী মারিবের কয়েক মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে পর্বতমালা । পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে আদানা নামক পানির স্রোত বর্ষাকালে প্রবল বেগে প্রবাহিত হতো । এখানেই সাবা সম্প্রদায় একটি বাঁধ নির্মাণ করেছিলো।[৪৭] যাকে সদ্দ মারিব বা মা'রিবের বাঁধ বলা হতো ।[৪৮] এবাঁধের কারণে তারা যথেচ্ছভাবে বাঁধের দুপাশের বাগানে পানি দিতে পারতো। কিন্তু তারা আল্লাহর নাফরমানি করে। অবশেষে আল্লাহ তাদের বাঁধে ফাটল সৃষ্টি করে দেন। ফলে তাদের শহর বাগবাগিচা বিধস্ত হয়ে যায়। তখন সাবারা ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় গিয়ে আশ্রয় নিল।[৪৯]

---

৪৬. ময়দানী ঃ ১/২৭৫। সাবা (سبا) অর্থ ব্যবসায় লিপ্ত থাকা বা লোকদেরকে দাসে পরিণত করা । তারা ব্যবসায়ী ছিল অথবা শক্তিশালী ছিল। তারা অনান্যদেরকে দাস করে রাখতো । তাই তাদের নাম হয়েছিল সাবা । সায়্যিদ সুলায়মান নদভী : তারীখ আরযিল কুর'আন, আযমগড়, ১৩৭৩/১৯৫৩,১/২৩৩,।

৪৭ প্রাগুক্ত ঃ ৫০-৫১ ; নিকলসন ঃ ১৫।

৪৮ খ্রীষ্ট পূর্ব ২৫০০ সনে য়মনে 'আব্দ শামস সাবা রাজত্ব প্রতিষ্টা করেছিলেন বলে অনুমিত হয়। তিনি ছিলেন কহতানের পৌত্র. রাজধানী মারিবের প্রতিষ্ঠাতা । তারই সময়ে সদ্দি মা'রিবের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিলো । নিকলসন ঃ ১৪। সায়্যিদ সুলায়মান নদভীর মতে বাঁধটি খ্রিষ্ট পূর্ব ৮০০ সনে নির্মিত হয়েছিল। আরযুল কুরআন ঃ ১/২৫১। আলকুরআনে এসেছে

لقد كان لسبا في مسكنهم آية جنتان عن يمين و شمال . كلوا من رزق ربكم و اشكروا له بلدة طيبة و رب غفور . فأعرضوا
فأرسلنا عليهم سيل العرم و بدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط و أثل و شئ من سدر قليل

৪৯. অর্থ ঃ সাবার অধিবাসীদের জন্যে তাদের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন-দু'টি উদ্যান :একটি ডানদিকে,অন্যটি বামদিকে । তোমবা তোমাদের পালনকর্তার রিযিকখাও এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।স্বাস্থ্যকর শহর এবং ক্ষমাশীল পালনকর্তা। অত:পর তারা অবাধ্যতা করলো ফলে আমি প্রেরণ করলাম তাদের প্রতি প্রবল বন্যা । আর তাদের উদ্যান দ্বয়কে পরিণত করে এমন দু'উদ্যান প্রদান করলাম যাতে উদগত হয় বিস্বাদ ফলমূল ,ঝাউ গাছ এবং সামান্য কুল বৃক্ষ (৩৪:১৫.১৬)। ইবন-কাছীর : সূরা সাবার ১৫নং আয়াতের তাফসীর ।

Dhaka University Institutional Repository

জাহিলী আরবে এমন অনেক মাছাল ছিল । যেগুলো তৎকালীন বিশেষ ব্যক্তির সাথে সমপৃক্ত । যারা বিশেষ বিশেষ কারণে সে সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল । আরবীতে এসম্পর্কে একটি মাছালও রয়েছে যেমন لكل دهر رجال প্রত্যেক যুগেই পারদর্শী ব্যক্তিরা রয়েছেন।[৫০] পরিশেষে এসব ব্যক্তি প্রবাদপুরুষে পরিণত হয়েছেন এবং তাদেরকে কেন্দ্র করে একাধিক মাছালের সৃষ্টি হয়েছে । এমন কয়েকটি জাহিলী মাছাল নিয়ে উল্লেখ করছি।

বদান্যতায় আরবরা ছিল বিশ্বখ্যাত। আজো বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যিনি দানশীলতায় কিংবদন্তী হয়ে রয়েছেন তিনি হলেন হাতিম তাঈ। বহু কবি সাহিত্যিক উপন্যাসিক হাতিমকে নিয়ে বহু কবিতা , পুঁথি, উপাখ্যান , উপন্যাস, কেচ্ছা কাহিনী রচনা করেছেন। তার সম্পর্কে মাছালটি হলো

أسخي من حاتـــــــم (হাতিম হতেও অধিক দানশীল) ।[৫১]

হাতিমের বদান্যতার ঘটনা নিম্নরূপঃ-

হাতিমের অভ্যাস ছিল খাবার নিয়ে বেরিয়ে আসা। রাস্তায় কাউকে পেলে সাথে নিয়ে খেতেন। অন্যথায় খাবার ফেলে দিয়ে বাড়ি চলে যেতেন ।ছেলের এধরনের স্বভাব পরিবর্তনের জন্যে পিতা তাঁকে চারণভূমিতে রাখালদের কাছে পাঠিয়ে দেন। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও বাড়া বানে (ধান ভাণে) । সেখানে গিয়েও তার স্বভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হলোনা। একদা তিনি তিনজন মেহমানের সাক্ষাৎ পেলেন।

এদের মধ্যে আবীদ[৫২] ও নাবিঘা[৫৩] ছিলেন। হাতিম তিনজনের জন্যে তিনটি উট যবাই করে অতিথি সৎকার করেন। আর বাকী ২৯৭টি উট তিনজনের মধ্যে ভাগ করে দেন।[৫৪] একাজের জন্যে পিতা তাকে ভর্ৎসনা করেন এবং তাকে চারণ ভূমিতে রেখেই চলে যান।

---

[৫০] আল -মুনজিদ ঃ ১৯৮৫ ।

[৫১]. ময়দানী ঃ০ ১/১৮২; দানবীর হাতিম য়মনের তা'ঈ গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম আব্দুল্লাহ । মাতা ছিলেন দান-ধ্যানের মূর্তপ্রতীক । তাঁর কাব্য প্রতিভা তাঁর দানের সমতুল্য। আহমদ হাসান যয়্যাত : তারীখুল আদাবিল'আরবী (উর্দ্দু অনুবাদ) আবদুর রহমান তাহির সুরতী, লাহোর, ১৯৬১, পৃ-১৪৪। তাঁর দীওয়ান লন্ডন ও বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়েছে। প্রাগুক্ত। হাতিম কন্যা সফানা স্বগোত্রের কিছু লোকের সাথে বন্দী হয়ে রসুলুল্লাহ (সঃ) এর কাছে নীত হন। রসূলুল্লাহ (সঃ) হাতিমের সদগুণাবলীর কথা শুনে মুক্তিপন ছাড়াই তাকে মুক্তি দেন। সফানা ও তার ভাই 'আদী ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেছিলেন । তিনি ৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। নিকলসন ঃ ৮৬,৮৭; আ.ত.ম. ঃ ৭।

[৫২]. তার প্রকৃত নাম 'আবীদ ইবনুল আব্বাস। তিনি বনূ আসাদ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইমরুল কয়সের সমসাময়িক কবি ছিলেন। তাদের মধ্যে অনেক সময় কবিতার বিতর্ক হতো। ইমরুল কায়সের পিতা হুজর ছিলেন এ গোত্রের নেতা। একদা তারা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এতে হুজর তাদের অনেককে হত্যা এবং বন্দী করেন। এদের মধ্যে 'আবীদও ছিলেন।তিনি একটি কবিতা লিখে হুজরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে হুজর সবাকে ক্ষমা করে দেন এবং মু'ক্ত করে দেন।কিন্তু সুযোগ বুঝে তারা হুজরকে হত্যা করে। কবি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হিসেবে এর সাথে বিশেষ ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি দু'শ বছরেব বেশী জীবিত ছিলেন। তিনি মু'আল্লাকার একজন কবি ছিলেন বলেও কেউ কেউ মনে করেন। তিনি মুনযিরের হাতে (৫৫৪ খ্রী:) নির্মমভাবে নিহত হন। আশশয়খ মুসতফা আল-ঘয়লানী ঃ রিজালুল মু'আল্লাকাতিল 'আশর, ২য় সং, বৈরুত, ১৩৩২/১৯১৩;পৃ: ৩০০-৩০২ ।

[৫৩] তাঁর প্রকৃত নাম যিয়াদ ইবন মু'আভিয়া। তিনি যুবয়ান গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনিজাহিলী যুগের প্রথম শ্রেণীর কবিদের একজন। আল-ওসীত ঃ ৬০। যথেষ্ঠ অভিজ্ঞতা অর্জনের পর কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন বলে তাকে নাবিঘা বলা হতো। কারো মতে তাঁর কাব্য প্রতিভা স্রোতস্বিনীর ন্যায় প্রবাহিত হতো বলে তাঁকে এ উপাধি দেয়া হয়। যয়্যাত ঃ ১০৫।

Dhaka University Institutional Repository

সারা আরবে দৌড়বিদ হিসেবে তৎকালে যে কয়জন[৫৫] প্রসিদ্ধি লাভ করেন তাদের মধ্যে শানফারা অন্যতম। তার সম্পর্কে যে মাছালটি প্রচলিত তাহলো ,

أعـــدي من الشنفـــري শানফারা হতেও অধিকদ্রুতগামী ।[৫৬] কোন প্রতিযোগিতামুলক কাজে কেউ জয়ী হলে তার জন্যে এ মাছালটি বলা হয়ে থাকে ।

লুকমান সম্পর্কেও বেশ কিছু মাছাল রয়েছে । নিম্নে কয়েকটি মাছাল উল্লেখ্য করা হলো ঃ-

أكل من لقمـــــــــــان লুকমান সকাল সন্ধ্যায় একটি করে আস্ত উট ভোজন করতেন। আর দুপুরে একটি মেষ দিয়ে নাস্তা করতেন। তার স্ত্রীও অনুরূপ ভোজনী ছিলেন ।

একরাতের ঘটনা লুকমান স্ত্রীর সাথে শয়ন করেছেন কিন্তু কেউই একে অপরের কাছাকাছি হতে পারছেন না যেহেতু উভয়েই একটি করে উট ভক্ষণ করেছিলেন । তখন লুকমান বললেন আমি কিভাবে তোমার কাছাকাছি হবো আমাদের মাঝে তো দুটি উট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে । পেটুকের জন্যে এমাছালটি ব্যবহৃত হয়।[৫৭]

أرمـــــــــي من لقمان (লুকমান হতেও অধিক তীরন্দাজ) ।[৫৮]

أبصر من لقمــــــــأن (লুকমান হতেও অধিক দূরদর্শী) ।[৫৯]

أحكم من لقمــــــــــان (লুকমান হতেও অধিক জ্ঞানী) ।[৬০]

أشد من لقمان العـــادي (লুকমান হতেও অধিক শক্তিশালী) ।[৬১]

মু'আল্লাকার সংখ্যা যাদের মতে আট অথবা দশ তারা তাকে মু'আল্লাকার অষ্টম কবি হিসেবে গণ্য করেছেন। কাব্য রচনাকে সম্পদ অর্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করায় তার সম্মান কিছুটা কমে যায়। আল- উমদা ঃ ১/৬৪ ।

[৫৪]. অঘানী ঃ ১৬/৯৮ ; নিকলসন ঃ ৮৬ ।

[৫৫]. এঁরা হলেন উহয়দ ইবন জাবির, আমর ইবন বুরাক, তাআববাতা শাররা ও সলীক ইবন সালাকা। এঁরা এতো দ্রুত গতি সম্পন্ন ছিলেন যে , আরবের দ্রুতগামী ঘোড়াও এদের সাথে পেরে উঠতো না। লামীয়া: ১৮। বর্ণিত আছে তাআব্বাতা শাররা বনু লাহয়ানের মধু চুরি করতে গেলে তারা টের পেয়ে তাঁকে ঘিরে ফেলে । কিন্তু তিনি কৌশলে অন্য রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে তিন দিনের পথ এক দৌড়ে চলে আসেন। হামাসা ঃ ৩৫.৩৬।

[৫৬]. আল- মুস্তাক্সা: ১/২৩৮ 'শানফারা জাহিলী যুগের সা'আলিক বা নিঃস্ব কবিদের একজন। তিনি আল-কসীদাতুল লামীয়া বা লাম (ل) অন্ত্যানুপ্রাস জাতীয় কাব্য রচনায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। যয়দান ঃ ১/১৬১; ডঃ মাহমুদ হাসান আবু নাজী ঃ আশশানফারা শাইরুস সাহরাল আবী. বৈরুত . ১৪০৩/১৯৮৩. পৃ. ২১-২৭।

[৫৭] আল-মুস্তাক্সা ঃ ১/৩ ; জামহারা ঃ ১/৯৭. ৪২৬ ; জাওয়াদ আলী ঃ ৮/৩৬২ ।

[৫৮] প্রাগুক্ত।

[৫৯] জাওয়াহিরুল আদব ঃ ২/২৯৫ ।

[৬০] ময়দানী ঃ ১/২২২ ; আল- মুস্তাক্সা ঃ ১/৭০ ; জাওয়াহিরুল আদব ঃ ২/২৯৭।

[৬১] আবিদীন ঃ ৯৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

إحدي حظيـــات لقمـــان (লুকমানের অগ্রবিহীন তীরের একটি অংশ)।[৬২]

মন্দকাজ সম্পর্কে অবগত ব্যক্তি থেকে মন্দ প্রকাশ পেলে তার জন্য এ মাছালটি বলা হয়ে থাকে।

تشجع لقمان من غير شبع ভোজন অতৃপ্ত থেকেও লুকমান অতি সাহসিকতা প্রদর্শন করে।[৬৩]

যে জিনিসের মালিক নয়, এমন জিনিস দাবী করলে তার জন্য এ মাছালটি বলা হয়।[৬৪]

জাহিলী যুগের আরো কিছু মাছাল ঃ-

نعيم كلب في بؤس أهله (গৃহস্বামীর বিপদে কুকুর সুখে থকে)। এ মাছালটি ঐ ব্যক্তির জন্যে বলা হয়ে থাকে যে পরের ধন-সম্পদ ভক্ষণ করে হৃষ্ট পুষ্ট হয় এবং সুখে কালাতিপাত করে ।

يوم بيوم الخفض المحور (সেদিনের পরিবর্তে আজকের দিন আর ঘরের সরঞ্জামাদি আবর্তণ)।

উৎসঃ- একগ্রামে দুভাই বসবাস করতো। একভাই এখনো নিঃসন্তান। অপর ভাইয়ের সন্তান কয়েকজন। একদা সন্তানরা চাচার বাড়ীতে হামলা করে ঘরের আসবার পত্র সব লুট করে নিয়ে নিজেদের ঘরে তুলে। কয়েক বছর পর চাচার অনেক সন্তানাদি জন্ম গ্রহণ করে এবং বড় হয়ে বাবার অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণে ব্রতী হয়। চাচার বাড়ীতে হামলা চালিয়ে চাচার ঘরের সকল আসবার পত্র নিয়ে চলে আসে। এ ভাইটি অপর ভাইয়ের কাছে অভিযোগ করে তখন সে এমাছালটি বলে।[৬৫]

إذا عز أخوك فـــــــــــــــــهن (তোমার ভাই তোমাকে সম্মান করলে তার প্রতি তুমি বিনম্র হও)।

আত্নীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের সাথে সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ মাছালটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে ।[৬৬]

رب رامـــــــــــية غـــــــير رام (অনেক অপটু তীরন্দাজও তীর নিক্ষেপ্র সফলতা অর্জন করে থাকে)।[৬৭]

উৎসঃ- এমাছালটি হিকাম ইবন য়াগুছ আল মিনকারী স্বীয় পুত্র সম্পর্কে বলেন। তিনি সমসাময়িক যুগের শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ ছিলেন। কিন্তু একদা কয়েকবার তীর নিক্ষেপ করেও শিকার ধরতে ব্যর্থ হয়। তখন তীর নিক্ষেপে অপটু ছেলে মুত'ইম সফলতা লাভ করে। পুত্রের সফলতায় তিনি এ বাক্যটি বলেন। পরবর্তীকালে এটিই মাছালে পরিণত হয়।[৬৮]

---

৬২. *জাওয়াহিরুল আদব ঃ ১/২৯৫।*

৬৩ *প্রাগুক্ত ঃ ২৯৪।*

৬৪ *আবূ আলী আল-কালী ঃ কিতাবুল আমালী ঃ মিসর, ১৩২৪/১৯০৬, ২/১৯৫।*

৬৫ *প্রাগুক্ত।*

৬৬ *এ মাছালটির প্রবক্তা হলেন, হুযয়ল ইবন হুবায়রা তাঘলিবী, আলওসীত ঃ ১৬।*

৬৭ *ময়দানী ঃ ১/২৯৯ ; আলমুস্তাক্সা ১/২৮৩১০৫।*

৬৮ *আশশারখ নাসিফ আল-য়াযেজী : মজমউল আদব: তাবি.প্র-১৭।*

Dhaka University Institutional Repository

أنت تئق و أنا مئق فمتى نتفق (তুমি মন্দ কাজে লিপ্ত হচ্ছ আর আমি কাঁদছি, তাহলে আমরা কবে একমত হব)। ভিন্ন চরিত্রের দু'ব্যক্তি সম্পর্কে এমাছালটি বলা হয়।[৬৯]

جوع كلبك يتبعك (কুকুরকে ভুখা রাখ অনুগত থাকবে)। নিম্ন শ্রেণীর লোকদের সাথে লেন দেন উঠাবসা থেকে বিরত থাকার ব্যপারে এমাছালটি ব্যবহৃত হয়।[৭০]

سمن كلبك يأكلك (কুকুরকে ঘি খাওয়ালেও কামড়াবে)।[৭১]

أتبع الفرس لجامه (ঘোড়া তার লাগামকেই অনুসরন করে)।[৭২]

الشاة المذبوحة لا تألم بالسلخ (যবাইকৃত বকরীর চামড়া ছাড়াতে কষ্ট পায়না)।[৭৩]

رب حثيث مكيث (অনেক ত্বরাকারীক দেরী করতে হয়)।[৭৪]

العبد من لا عبد له (যার দাসনেই সে নিজেই দাস)।[৭৫]

إن العوان لا تعلم الخمر (মধ্যবয়সী মহিলাকে ওড়না পরা শিখাতে হয়না) অর্থাৎ অভিজ্ঞব্যক্তি কারো পরামর্শের মুখাপেক্ষী না।[৭৬]

إن الغني طويل الذيل مياس (ধনী ব্যক্তির আচল দীর্ঘ হয়)[৭৭]
আর্থৎ ধনী ব্যক্তি নিজেকে গোপন রাখতে পারেনা।

إن الحبيب إلي الإخوان ذو المال (বন্ধুদের কাছে সম্পদশালী বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু)।[৭৮]

إن أخاك من أساك ! (বিপদে যে সহানুভূতি দেখায় সেই প্রকৃত বন্ধু)। ভ্রাতৃত্বের প্রতি যত্নবান হওয়ার জন্য এ মাছালাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৭৯]

إذا كنت ريحا فقد لقيت إعصارا (তুমি বাতাস হলে ঘুর্ণিঝড়ের সম্মুখীন হবেই।)

---

[৬৯] আল-ওসীত:১৬; জাওয়াহিরুল আদব : ১/২৯৫:

[৭০] আল-ওসীত:১৬;ময়দানী ;১/১৪৫,জাওয়াহিরুল আদব;১/২৯৭;আল-মুসূতাতরফ;১/২৮।

[৭১] ফজরুল ইসলাম: ১/৬৪;ময়দানী ;১/১৬৫ আল -মুসূতাক্সা:১/৫০।

[৭২] এমাছালটির প্রবক্তা হলো 'আমর ইবন ছা'লাবা ইবন কালবী। আল-ওসীত:১৬।

[৭৩] ময়দানী :১/৩২৫।

[৭৪] আল -মুসতাক্সা:১/৯৪।

[৭৫] ময়দানী: ১/৩২৫।

[৭৬] জাওয়াহিরুল আদব;১/২৯৫।

[৭৭] প্রাগুক্ত।

[৭৮] প্রাগুক্ত।

[৭৯] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

কেউ কারোর চাইতে বড় নয়, এ বিষয়েই মাছালটি ব্যবহৃত হয়।[৮০]

إذا حان القضاء ضاق الفضــــــاء (বিচারের সময় মহাশুন্য সংকীর্ণ হয়ে আসে)

বউ মেরে ঝিকে শিক্ষা প্রদান করতে মাছালটি ব্যবহূত হয়ে থাকে।[৮১]

أم الجبان لا تفرح ولا تحــــــزن (ভীরু খুশীও নয় চিন্তিতও নয়)।[৮২]

إذا جـاءت السـنة جـاء اعوانهــــا (দুর্ভিক্ষের সময় আনুসাংঙ্গিক কীট-পতঙ্গ, রোগ-বালাই -এর উপকরণ গুলোরও আগমন ঘটে)। বিপদ কখনও একাকী আসেনা এবিষয়ে মাছালটি ব্যবহৃত হয়।[৮৩]

إذا كنـت كذوبـا فكـن ذكــــــورا(মিথ্যাবাদী হতে হলে উত্তম স্মরণ শক্তিরও অধিকারী হতে হবে)।[৮৪]

إنما يحمل الكل علي أهل الفضل (সন্মানী ব্যক্তিরাই বিপদের বোঝা বহন করে থাকে)।[৮৫]

إذا تفرقت الغنم قادتها العنز الجرباء (বকরীদল বিচ্ছিন্ন করলে মাদী বকরী নেতৃত্ব করবে)।[৮৬]

بنان كف ليس فيها ساعــــــد (হাতের আঙ্গুলের কোন সাহায্যকারী নেই)।

ইচ্ছা আছে কিন্তু সে পর্যন্ত পৌছার ক্ষমতা নেই। এমন বিষয়ের জন্য মাছালটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৮৭]

بعد البلاء يكون الثنــــــاء (বিপদের পরেই মানুষ স্তুতি গায়।[৮৮]

تجوع الحرة ولا تأكل بثـدييهــــا (স্বাধীনা ভুক্ষা থাকে কিন্তু ধাত্রী হয়না)।

নিম্ন কাজ করে আয় করা থেকে বিরত থেকে নিজের সন্মান বাঁচানোর ক্ষেত্রে এমাছাল ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৮৯]

تقطع أعناق الرجال المطامــــــع (লোভ মানুষের গর্দান কর্তন করে দেয়)।[৯০]

إتق شرا من أحسنت إليــــــه (উপকারীতার অপকারীতা থেকে সর্তক থাক)।

---

৮০ প্রাগুক্ত।

৮১ প্রাগুক্ত।

82 . প্রাগুক্ত।

৮৩ প্রাগুক্ত।

84 . প্রাগুক্ত।

৮৫ প্রাগুক্ত।

৮৬ প্রাগুক্ত।

৮৭ প্রাগুক্ত।

৮৮ প্রাগুক্ত।

৮৯ প্রাগুক্ত।

৯০ প্রাগুক্ত।

ভালো কাজের প্রতিদান মন্দ দিলে সে ক্ষেত্রে এমাছাল ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৯১]

تضرع إلي الطبيب قبل أن تـــمرض রোগে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই ডাক্তাররের কাছে দৌড়াও)।[৯২]

تجري الرياح بما لا تشتهي السفن (নৌকার প্রতিকূলে বাতাস বইছে)।[৯৩]

ইঙ্গিত বস্তু না পাওয়ার ক্ষেত্রে এ মাছালটি ব্যবহৃত হয়।

التدبير نصف المعيشـــــــــة (প্রচেষ্টা অর্ধেক জীবিকা)।[৯৪]

جليس الســـــــو، كالقيـــــن (অসৎ সংগ কামারের ন্যায়।[৯৫]

حافظ علي الصديق و لو في الحريق (আগুনে জ্বলতে থাকলেও বন্ধুত্ব রক্ষা করবে)।[৯৬]

الذئـــــــب خـــاليـــا أسد (খালি বনে নেকড়েই সিংহ।[৯৭]

১. জাহিলী মাছাল চেনার উপায় :

সাহিত্যের যে কোন শাখার রচনাকারীদের পরিচয় অনুসন্ধান করলে জানা সম্ভব। কিন্তু মাছাল রচয়িতার পরিচয় পাওয়া খুবই কঠিন।

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে মাছাল ভাষাতে সবচাইতে বহুল প্রচলিত বাক্য। বিশেষ করে আধুনিক কালে। এর প্রবক্তা ও এর উৎস না জানা থাকার কারনে বাক্যের অর্থ উদ্ধার ও যথোপযুক্ত স্থানে এর প্রয়োগ সত্যিই দুস্কর।

মাছাল কোন যুগ বা সময় সীমার গণ্ডিতে আবদ্ধ বস্তু নয়। সকল যুগে অবিরাম সৃষ্টি হচ্ছে। এর সিংহভাগ নিরেট পল্লী অঞ্চলে।তাছাড়া মাছাল ছন্দাকৃতিতে ছোট বাক্যে রচিত হয় এবং তা হৃদয়গ্রাহী হয়ে থাকে। বিধায় মাছালকে নিয়ে সবাই মাতামাতি করলেও এর প্রবক্তার খোঁজ খবর কেউ রাখে না । ফলে সকল যুগের মাছালগুলো একত্রে গুলিয়ে যওয়ায় আধুনিক গবেষকগণ জাহেলী, ইসলামী, উমায়্যা, আব্বাসী এবং আধুনিক - এভাবে যুগ নির্ণয় করতে পারছেন না।[৯৮]

মাছাল সংকলনগুলো গভীরভাবে অধ্যায়ন করলে এর বিষয় বস্তু ,ব্যক্তি বিশেষ বা কোন ঘটনার সাথে এর সম্পর্ক ইত্যাদির মাধ্যমে সাধারনতঃ এ যুগ পার্থক্য কিছুটা নির্ণয় করা যায়। নিম্নে আমরা কয়েকটি উপায় উল্লেখ করতে পারি।

---

[৯১] *প্রাগুক্ত পৃ:২৯৭।*

[৯২] *প্রাগুক্ত।*

[৯৩] *প্রাগুক্ত।*

[৯৪] *প্রাগুক্ত।*

[৯৫] *প্রাগুক্ত।*

[৯৬] *প্রাগুক্ত।*

[৯৭] *প্রাগুক্ত।*

[৯৮] *ফজরুল ইসলাম ঃ ৬১।*

Dhaka University Institutional Repository

ক. এমন কতক প্রসিদ্ধ মাছাল আছে যেগুলো সে যুগের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির রচনা। যেমন লুকমান 'আদী, আকছুম ইবনে সয়ফী, হিন্দ বিনতে খুস, আওস ইবনে হারিছা এরকম জাহিলী যুগের আরও অনেক নারী পুরুষ । যেমন - أترك الشر يتركك" তুমি মন্দ পরিত্যাগ কর সেও তোমাকে পরিত্যাগ করবে। মাছালটি লুকমান স্বীয় পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন।[৯৯]

খ. মাছাল সংশ্লিষ্ট নির্দৃষ্ট ঘটনা যেমন - বসুস যুদ্ধ[১০০] হালীমা দিবস,[১০১] যাররা ইবন উদ্দ ও তার দু'ছেলে সাদ ও সু'আয়দের[১০২] ঘটনা ইত্যাদি। নিঃসন্দেহে এগুলো জাহিলী যুগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট ।

গ. জাহিলী যুগের ব্যক্তির নাম সংশ্লিষ্ট মাছাল, যে গুলো জাহিলী যুগে ব্যপক প্রচলন ছিল। যেমনঃ- تسمع المعيدي خير من أن تراه (মু'আয়দীকে দেখার চাইতে তার সম্পর্কে শুনাটাই উত্তম)।"

উৎসঃ- সাক'আব ইবন 'আমর আন্নাহদী (আল্ - মুআয়দী নামে পরিচিত) সহ বনূ নাহদের একটি প্রতিনিধি দল নু'মান ইবনে মুনযিরের কাছে গমন করে। তিনি পান্ডিত্যের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কিন্তু তিনি বেঁটে কুৎসিত এবং কোঠরাগত চক্ষু বিশিষ্ট ছিলেন। নু'মান লোক পাঠিয়ে তাকে দরবারে উপস্থিত করান। তার চেহারা দেখে নু'মানের অপছন্দ হয়। তখন বলেনঃ " নিশ্চয় মানুষ পান পাত্র নয় যা থেকে পান করা যায়। বস্তুত মানুষের পরিচয় দুটো ছোট্ট জিনিসে, - বসনা ও অন্তঃকরণে।[১০৩] অতঃপর নু'মান তার জ্ঞান পরীক্ষার জন্য তাঁকে আরও কিছু প্রশ্ন করেন। তিনি সুন্দর ভাবে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেন।[১০৪]

وافق شن طبقة (শন তাবাকার সাথে হুবুহু মিলেছে)।

বাংলায় আমরা যাকে বলি যেমন বর তেমন কনে অথবা সোনায় সোহাগা।

উৎসঃ শন সমসাময়িক আরবের একজন বড় পন্ডিত । তাই লোক জন তাঁর কাছেই বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ গ্রহন করতো । কিন্তু এখনও তিনি বিয়ে থা করেননি।

বর্ণিত আছে একদা মেয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। প্রতিদিন তার নিজস্ব এলাকায় খুঁজতে থাকেন কিন্তু মনের মতো মেয়ের সন্ধান মেলেনা।

অন্য একদিনের ঘটনা । অভ্যাসমত পাত্রীর খোঁজে বের হয়েছেন। রাস্তায় এক ব্যক্তির সাথে দেখা। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন তারই ঈপ্সিত এলাকায় তার আবাস।

---

৯৯ মায়দানী ঃ ১/১৩৮।

১০০ এ অধ্যায়ের (أشأم من بسوس) এ মাছাল দ্রষ্টব্য।

১০১ এ অধ্যায়ের (ما يوم حليمة بسر) এ মাছাল দ্রষ্টব্য।

১০২ (سعيد و سعد) ঘটনার দ্রষ্টব্য।

১০৩ . জাওয়াদ আলী ঃ ৮/৩৬৫।

১০৪ আল-মুযহির ঃ ১/৪৯৫ এর পর ; আল- উমদা ঃ ১/২৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

উভয়ে স্ব-স্ব বাহনে যাচ্ছেন। শন একসময় জিজ্ঞেস করে বসলেন। ؟ أ تحملني أم أحملك ؟ (ওহে ! আপনি কি আমাকে বহন করবেন না আমি আপনাকে বহন করবো?) লোকটি বুঝতে না পেরে বললো এটা কেমন প্রশ্ন! আমরাতো স্বস্ব বাহনেই যাচ্ছি এখানে একজন আরেক জনকে বহন করার প্রয়োজনটা কি? অতঃপর শন চুপচাপ চলতে লাগলেন।

কিছুদুর না যেতেই উভয়েই একটি পরিপক্ক ফসলের ক্ষেত দেখতে পেলেন। শ ন জিজ্ঞেস করলো ভাই, আমিতো জানিনা أأكل هذا الزرع أم لم يؤكل؟ (এফসল খাওয়া হবে কিনা?)

এমন আশ্চর্যের প্রশ্ন শুনে লোকটি রেগে গিয়ে বললো, আপনি দেখছেন না ফসল গুলো পেকে উঠেছে! আর আমাকে এ ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন? শান এবারও কোন উত্তর না দিয়ে পথ চলতে লাগলেন।

উভয়েই নগরের উপকণ্ঠে উপস্থিত হয়েই দেখতে পেলেন বেশ কিছু লোক একটি লাশ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। আর তখনই তিনি বোকার মত প্রশ্ন করে বসলেন ভাই, ؟ أ حي هذا النعش أم ميت ؟ (লাশটি জীবিত না মৃত?)

লোকটি আরো বিরক্ত এবং রাগত স্বরে বললো , ভাই আপনি তো সচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা লাশ গোরস্থানের দিকে দা্ন করতে নেয়া হচ্ছে। আর আপনি কিনা জিজ্ঞেসা করছেন লাশটি জীবিত না মৃত?

শন বুঝতে পারলো লোকটি তার প্রশ্ন ভালোমতো বুঝতে পা্রছে না তাই তার সঙ্গ ত্যাগ করাই উত্তম। কিন্তু লোকটি তাকে আতিথ্য গ্রহণে বাধ্য করলো। তাই তাকে সাথে নিয়ে বাড়ী গেল।

ঘটনাচক্রে লোকটির তাবাকা নাম্নী বুদ্ধিমতি যুবতী কন্যা ছিল। চতুর মেয়েটি বাবাকে মেহমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। লোকটি বললো, আর বলিসনা মা লোকটা বদ্ধ পাগল । কিযে উদ্ভট প্রশ্ন করে

করে সারা রাস্তা আমাকে জ্বালিয়ে মেরেছে। বাবা উনি তোমাকে কি কি প্রশ্ন করেছেন ? লোকটি তখন সবকিছু মেয়েটিকে খুলে বললো।

প্রশ্ন শুনে মেয়েটি বললো হ্যাঁ বাবা ভদ্রলোক পাগল না । উনার প্রশ্ন গুলো ঠিকই আছে। বরং তুমিই বুঝতে পারোনি।

এ্যাঁ বলিস কি! বলতো দেখি ধাঁধাঁর উত্তর গুলো।

মেয়েটি বললো ; ওনার প্রথম ধাঁধাঁটি ছিল তুমিই আগে তার সাথে কথা শুরু করবে নাকি তিনিই আগে তোমার সাথে কথা শুরু করবেন?

দ্বিতীয় ধাঁধাঁটি ছিল এক্ষেত্রে মালিক কি ফসল বিক্রি করে টাকাটা দিয়ে অন্য কিছু কিনে খাবে নাকি অবিক্রি অবস্থায় ঘরে রেখে দেবে?

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় ধাঁধাটি ছিল ঐমৃতের কি কোন সন্তান-সন্ততি আছে যে তার কথা স্মরণ করবে?

এরপর লোকটি মেহমানের সাথে বসে বসে অনেক গল্প গুজব করলো। এবং সুযোগ বুঝে ধাঁধা গুলোর উত্তর দেয়ার জন্য বললো, আপনি কিছু মনে করবেন না । আপনি রাস্তায় যে প্রশ্ন গুলো করেছিলেন তার উত্তর না দিয়ে অয থা রাগ করেছি। এখন আমি উত্তর গুলো বলি। শন বললো বলতে পারেন। লোকটি তখন হর হর করে সব বলতে লাগলো ।

শন নিজে বিজ্ঞ পন্ডিত। ব্যাপারখানা তিনি বুঝতে পেরে তা চেপে রেখে জিজ্ঞেসা করলেন। এগুলো কি আপনি নিজ থেকে বললেন না কেউ শিখিয়ে দিয়েছে? আপনি অনুগ্রহ করে বলবেন সে কে? লোকটি বলল, আমার কন্যা তাবাকা।

তাবাকার বুদ্ধিমত্তায় শনের আক্কেল গুড়ুম। তিনি তার ইপ্সিত তাকে পেয়ে সাথে সাথেই পিতার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। লোকটি সাথে সাথে রাজি হয়ে গেল্য । এই বুঝে যে এহেন পন্ডিত লোকের কথা যে মেয়ে বুঝে তার বিয়ে তার সাথেই হওয়া উচিৎ।

শান তাবাকাকে বিয়ে করে নিয়ে নিজ গ্রামে ফিরে এলেন। সবাই তাবাকার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করতে লাগলো এবং বললো, وافق شن طبقة । পরে এ বাক্যটি মাছালে পরিণত হয়।[১০৫]

হুবুহু দুটি জিনিস মিলে গেলে এ মাছালটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ঘ. أفعل من [১০৬] এর ওযনের মাছালগুলোতে যেসব নাম অতিরঞ্জন ও চুড়ান্ত উপমা এর জন্যে ব্যবহৃত হয় এরকম মাছাল সাধারণত : জাহিলী যুগের হয় । যেমনঃ-

أبلغ من حاتم : হাতিম তাঈ হতেও অধিক দানশীল ।[১০৭]

أبلغ من قس : কুস ইবন সায়ি দা হতেও অধিক স্পষ্টভাষী বাগ্মী।[১০৮]

أعدي من السليك : সালীক ইবন সালাকা: হতেও দ্রুতগামী।[১০৯]

أعز من كليب : কুলয়ব ওয়ায়েল হতেও সম্মানীত।[১১০]

أوفي من شموال : সমওয়াল হতেও অধিক আমানত রক্ষাকারী।[১১১]

---

[১০৫] আল-মুতালা'আঃ ঃ সউদী শিক্ষা মন্ত্রনালয় কতৃক প্রকাশিত মাধ্যমিক শ্রেণী পাঠ্য পুস্তক. ১৪০১/১৯৮১. পৃ.২৭-২৮।

[১০৬] أفعل আরবী ব্যাকরণের একটি ক্রিয়া রূপ তুলনার জন্যে ব্যবহৃত হয়।

[১০৭] ময়দানী ঃ ১/১৮২।

[১০৮] ময়দানী ঃ ১/১৮২।

[১০৯] কাতামিশ ঃ ১২৬।

[১১০] জাওয়াদ আলী ঃ ৮/৩৬২

[১১১] ময়দানী ঃ ১/৪৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

أشجع من ربيعة بن مكدم : রবী'য়া ইবন মিকদাম হতেও সাহসী।[১১২]

কারো কারো মতে এমন মাছালের উৎপত্তি ইসলামী যুগে । মূলত এমতটি ঠিক নয়। কেননা এসব ব্যক্তির তুলনা করা এবং এদের গুণাবলী বর্ণনা করা সমসাময়িক লোক'দের পক্ষেই সম্ভব। যেহেতু তারা তাদেরকে স্বচক্ষে দেখেছে অবলোকন করেছে । তাদের কে কেন্দ্র করে যেসব ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে সেগুলো সহ সবকিছুর নিরব সাক্ষী এরাই । তাই এগুলো জাহিলী মাছাল ।

ঙ. মাছাল এবং ভাষার গ্রন্থাবলীতে অনেক মাছাল আছে যেগুলো জাহিলী যুগের প্রতিই ইঙ্গিত করে । যেমনঃ- আরবে সর্ব প্রথম যে মাছালটির প্রচলন ঘটে তাহলো

المرأة من المرء و كل أدماء من آدم নারী পুরুষ হতে আর সমস্ত মানুষ আদম (আঃ) থেকে সৃষ্ট ।[১১৩]

চ. অনেক মাছাল আছে যে গুলো জাহিলী কোন গোত্রের প্রতি ইঙ্গিত করে। যেমন 'আদ গোত্রের প্রতি ইঙ্গিত বহু একটি মাছাল ঃ

إن الهــــــزيل إذا شبع مات হুযায়ল গোত্রের লোকেরা ভোজনে পরিতৃপ্ত হলে মরে যায়।[১১৪]

ছ. অনেক মাছাল আছে যেগুলো জাহিলী কোন গোত্রের কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি ইঙ্গিতবহ । যেমনঃ নিম্মের মাছাল'গুলো হিমায়র গোত্রের কারো কারো প্রতি ইঙ্গিতবহ।

مـــــــن دخل ظفّار حمـــــر :যে জিফারে আসবে সে যেন হিমায়রী ভাষা শিখে আসে।[১১৫]

জ. এমন অনেক মাছাল আছে যেগুলোকে প্রাচীন বলেই আলিমগণ বর্ণনা করেছেন । যেমনঃ

البئـــــــــر أبقي من الرشـــــــاء কূপের অস্তিত্বের জন্য বৃষ্টির প্রয়োজন।[১১৬]

ঝ. এমন কতক মাছাল আছে যে গুলো জাহিলী যুগের স্বভাব চরিত্র এবং তাদের বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে রচিত যেমনঃ

أضل من مـــــــــــــوؤدة জীবন্ত প্রোথিত মেয়ে সন্তানের চাইতেও অপদস্ত।[১১৭]

حراما يركب من لا حلال به যার বৈধ বলতে কিছু নেই তার প্রতি হারাম জেঁকে বসে।[১১৮]

أول الشجر النــــــــــواة গাছের উৎস হলো বীজ।[১১৯]

---

১১২ *জাওয়াদ আলী ঃ ৮/৩৬২।*

১১৩ *ময়দানী ঃ২/৩১৯।*

১১৪ *বুতরুস আল-বুস্তানী ঃ উদাবাউল আরব, বৈরুত, ১৩৯৯/১৯৭৯, ১০৭।*

১১৫ *প্রাগুক্ত ঃ২৫৬।*

১১৬ *প্রাগুক্ত।*

১১৭ *প্রাগুক্ত ঃ ১২৮।*

১১৮ *প্রাগুক্ত।*

১১৯ *বুতরুস ঃ ২৫৫।*

Dhaka University Institutional Repository

২. জাহিলীযুগের প্রধান প্রধান মাছাল রচয়িতা

মাছাল স্বতঃস্ফুর্ত মুখ নিঃসৃত বাণী। এটা রচনার জন্যে প্রতিষ্ঠানিক কোন শিক্ষা দীক্ষার প্রয়োজন নেই। দেশ বা সমাজের যে কোন স্তরের লোকমুখেই এর জন্ম হতে পারে। উর্চু-নিচু ভাল-মন্দ শ্লীল অশ্লীলের কোন বাছ বিচার নেই মাছালে। এর রচয়িতার সিংহ ভাগ পল্লী ও মরু অঞ্চলের নিরেট মুর্খ ব্যক্তি। যারা চিরদিন লোক চক্ষুর অন্তরালে, আড়ালে, আবডালে থেকে মাছালের ধনভান্ডারকে কানায় কানায় ভরিয়ে দিচ্ছে। তাই এদের পরিচয় পাওয়া খুবই দুস্কর। মাছাল রচয়িতাদের মধ্যে কোন কোন কবি সাহিত্যিক ও প্রখ্যাত ব্যক্তিও রয়েছেন। যাদের সংখ্যা সীমিত এবং তাদের মাছালও হাতে গোনা। তাদের সম্পর্কে সম্যক আলোচনা প্রয়োজন। নিম্নে কয়েকজন জাহিলী যুগের মাছাল রচয়িতার পরিচয়, তাদের কিছু মাছাল সহ উল্লেখ করা হলো।

লুকমান ঃ

লুকমান জাহিলী আরবের একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি। তার কথা সারা আরবে ব্যপক ভাবে প্রচলিত ছিল। তিনি ছিলেন প্রবাদ পুরুষ। তাঁর থেকে যেমন অনেক মাছাল সৃষ্টি তাকে কেন্দ্র করেও বহু মাছালের জন্ম। আরবী মাছালের তিনটি স্তর (জাহিলী ,কিতাবী ও মুওয়াল্লাদ) এর প্রত্যেকটিতে লুকমানের প্রভাব বিদ্যমান। পবিত্র কুরআনে 'লুকমান' নামে একটি সুরাও আছে। তবে এ লুকমান কে ছিলেন কোন যুগে বা কোন শহরে তার নিবাস ছিল, তার বাক্যগুলো কোন শহরে মাছাল হিসেবে প্রচলিত ছিল, বলতে গেলে এর সবগুলোই আমাদের কাছে অস্পষ্ট।

কোন কোন ইংরেজের মতে লুকমান নামে দু'তিনজন ব্যক্তি ছিলেন।[১২০] *Burnerd Heller* -এর মতে লুকমানের কাহিনী প্রধানতঃ তিনটি পদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছে ঃ

ক. জাহিলী যুগে ও এরপরে
খ. আল-কুরআনের লুকমানের কাহিনী। পরিশেষে রূপকাহিনীকার লুকমান।
গ. যিনি কুরআনের যুগের পরে আবির্ভূত।[১২১]

অনেক পন্ডিতের ধারণা তৎকালে লুকমান নামে দু'জন ব্যক্তিই ছিলেন। এদের একজন লুকমান হাকীম অন্যজন লুকমান 'আদ। কিন্তু অধ্যাপক জাওয়াদ আলী বহু দলীল দ্বারা প্রমাণ করেছেন লুকমান হাকীমই লুকমান 'আদ[১২২]।

কারো মতে লুকমান হাকীম আয়লাবাসীর প্রতিনিধি ছিলেন। কারো মতে তিনি হাবশী ছিলেন। কারো মতে তিনি মিসরের কৃষ্ণ ব্যক্তিদের একজন ছিলেন।
একথার প্রমানস্বরূপ কেউ কেউ রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে হাদীছ বর্ণনা করে বলেন, কৃষ্ণব্যক্তিদের নেতা হলো চারজন :ক.লুকমান খ. আন-নাজ্জাসী গ. বিলাল ইবন- রিবাহ ও ঘ. মাহজা।[১২৩]

---

[১২০] *Encyclopedia of Britanica.Vol.17 p.127.*
[১২১] *Encyclopedia of Islam, Vol-3, p.35.*
[১২২] *জাওয়াদ আলী , ১/ ৩১৪-২১ ।*

Dhaka University Institutional Repository

কুলজীবিদগণ লুকমানের বংশ তালিকায় মতানৈক্য করেছেন । বর্নিত আছে , ইনি লুকমান 'আদ । তাঁর ছেলের নাম লকীম । মেয়ের নাম সাহর [১২৪] ।

ইবন-কুতায়বা (মৃ-২৭৬/৮৫৯) ও সুহয়লী (মৃ-৫৮১/১১৮৫) বলেন, তিনি হলেন লুকমান ইবন-আন্‌কা ইবন সরুর । তাঁর ছেলের নাম নারান ।[১২৫] ছা'লাবীর (৩৫০-৪২৯/৯৬১-১০৩৮) মতে তিনি হলেন -লুকমান ইবন-বাউর ইবন-নাহুর ইবন তারিখ । [১২৬]

ওহাব ইবন মুনাব্বিহর মতে তিনি য়াহুদী এবং দাউদ (আঃ)-এর ভাগ্নে ছিলেন । কারো মতে তিনি তাঁর খালাতো ভাই যিনি তার যুগেই আবির্ভূত হয়েছিলেন । [১২৭]

কাযী নাসীরুদ্দীন বায়যাভী (মৃ:৬৮৫/১২৮৬১) -এর মতে তিনি আয়্যূব (আঃ) -এর ভাগ্নে অথবা খালাতো ভাই এর ছেলে আযরের বংশধর বাউরের পুত্র ছিলেন ।তিনি দাউদ (আঃ) এর যুগে পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং তাঁর থেকে জ্ঞান লাভ করেছেন [১২৮] ।

মহাত্না লুকমান হযরত দাউদ (আঃ) এর আর্বিভার্বের পূর্বে শরী'অতের মাসআলা সম্পর্কে জনগণকে ফতোয়া দিতেন । দাউদ (আঃ) নুবূওত প্রাপ্তির পর ফতোয়া প্রদান কার্য পরিত্যাগ করেন[১২৯] ।

কোন কোন রিওয়ায়েতে আছে তিনি ইসরাইল গোত্রের বিচারপতি ছিলেন । তার অনেক জ্ঞানগর্ভ বাণী লিপিবদ্ধ আছে । ওহাব ইবন মুনব্বিহ তাঁর দশ হাজারের অধিক জ্ঞান,ও প্রজ্ঞার অধ্যায় অধ্যায়ণ করেছেন ।[১৩০] তিনি একজন প্রজ্ঞাবান জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন নিঃসন্দেহে ।[১৩১] তার প্রজ্ঞা, নীতিবাক্য এবং মাছাল গুলো সারা আরবে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল । এমনকি রসুল (সঃ) তাঁর প্রণীত জ্ঞানগর্ভ বাক্যের প্রশংসা করেছেন ।[১৩২] ইমাম বগভী বলেন, সর্ব সম্মত মত হলো তিনি প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন । [১৩৩]

ডঃ 'আব্‌দুল মজীদ 'আবিদীন বলেন, গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে ইনি লুকমান 'আদ । আল-কুরআনে বর্ণিত লুকমান হাকীম নন ।[১৩৪] । মাছাল রচয়িতা লুকমান হলেন কিংবদন্তীর নায়ক এবং প্রবাদ পুরুষ ।[১৩৫] তাঁর

---

[১২৩] ফজরুল ইসলাম ঃ ৬৩ ।
[১২৪] আবিদীন ঃ ৪৪ ।
[১২৫] সুহায়লী ঃ আররউযুল আনফ , কায়রো , ১৩৩২/১৯১৪.১/২৬৬ ।
[১২৬] ছা'আলাবী ঃ আরাইসুল মাজালিস , ১ম সং. কায়রো , ১৩৭৬/১৯৫৬. পৃ-৩৪০ ।
[১২৭] ফজরুল ইসলাম ঃ ৬৩ ।
[১২৮] কাযী নাসিরুদদী বয়বাভী ঃ আনওয়ারুত তানযীল , ৩/১৬৫ ।
[১২৯] প্রাগুক্ত ; জালালাইন ঃ ৩য় সং. মিসর. ১৯৫৪ . ২/১১৩ ।
[১৩০] মুফতী মোঃ শফি ঃ মাআবিফুল কুরআন. ই.ফা.ঢাকা.৭/১৮-১৯.
[১৩১] তুং. আল-কুরআন ঃ ৩১ ঃ ১২ ।
[১৩২] ইবন হিশাম ঃ আস-সীরাত আন-নবভীয়্যাঃ . সম্পাদনা মুসতাফ আস- সাকা ,ইবরাহীম আল- আবয়ারী ও আবদুল হাফিজ শিবলী. প্রকাশ কাল ও প্রকাশনার স্থান অজ্ঞাত. ১/৪২৭ ।
[১৩৩] মা'আরিফুল কুরআন ঃ ৭/১৯ ।
[১৩৪] আবিদীন ঃ ৪৫ ।
[১৩৫] আল-জাহিয ঃ কিতাবুল হায়ওয়ান , ভাষ্য ও সম্পাদনা 'আব্‌দুস সালাম হারুন কায়রো , ১৩৩৮/ ১৯৪৪.৩/৬৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

শরীর ছিল অত্যন্ত মোটা এবং মাথা ছিল অনেক বড়।[১৩৬] তিনি ছিলেন খুব শক্তিশালী ও জ্ঞানী।[১৩৭] তিনি এতো তীক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন যে বার্ধ্যক্যে দৃষ্টিশক্তি যখন লুপ্ত প্রায় তখনও তিনি ছোট পিপীলিকার পুং স্ত্রী পার্থক্য করতে পারতেন।[১৩৮] তিনি অসাধারণ তীরন্দাজও ছিলেন।[১৩৯] তিনি দীর্ঘায়ূ প্রাপ্তদের একজন । তাঁর বয়স ছিল ৫৬০ বছর। খিজির (আঃ) -এর পর তিনিই দ্বিতীয় দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত ব্যক্তি।[১৪০] বিভিন্ন কিচ্ছা কাহিনীতে এটা বেড়ে ১০০০থেকে ৩০০০ বছর ও ৩৫০০ বছরে পৌছেছে।[১৪১] ওসীত গ্রন্থকারদ্বয় বলেন,লুকমানের মাছাল সবচাইতে প্রাচীন।[১৪২] নিম্নে লুকমান 'আদ-এর কিছু মাছাল উল্লেখ করা হলো:

১ علي إبلها تجـــــني براقـــــش (বারাকিশের অপরাধের কারনেই তাদের উটগুলোর উপর বিপদ নেমে আসে'

উৎসঃ-'আরবদের ধারণা বারাকিশ বিনতে তুকান আল-'আদী ছিল লুকমানের স্ত্রী। স্ত্রীর ভায়েরা প্রচুর উটের মালিক ছিল । আর লুকমান ছিল প্রচুর বকরীর মালিক । লুকমান উটের গোস্ত ভক্ষণ করতেন না । স্ত্রী বারাকিশ একদিন চালাকি করে উটের গোস্ত খাওয়ায় । এতে রাগান্বিত হয়ে বোনকে দেখতে আসা ভাইদেরকে হত্যা করে এবং তাদের উটগুলো যবাই করে। তখন এবাক্যটি বলা হয়। যা পরবর্তীকালে মাছালে পরিণত হয়েছে।[১৪৩]

২. هذا حر معروف و كنت البارحة في حر منكر

উৎসঃ আরবদের ধারনা লুকমান আদ তার বোনকে স্বগোত্রীয় এক বোকা ও দুর্বল ব্যক্তির কাছে বিয়ে দেয়। তার গর্ভে স্বামীর মতই এক দুর্বল বোকা ছেলে জন্ম গ্রহন করে। তখন সে ভাবীকে গিয়ে বলে গতরাত্রে আমি শুচি হয়েছি তুমি যদি একরাত্রের জন্য ভাইকে আমার সাথে রাত্রি যাপনের অনুমতি দাও তাহলে ভালো হয়। লুকমানের স্ত্রী তাকে রাত্রে মদ পান করিয়ে বেহুশ করে দিল। বোন তার সাথে রাত্রি যাপন করলো এবং গর্ভবতী হলো। এবারেও একটি ছেলে জন্মগ্রহন করলো। তখন সে তার নাম রাখলো লকীম।[১৪৪] যখন তার হুস হলো তখন দ্বিতীয় রাত্রে স্ত্রীর সাথে রাত্রি যাপন করলো। এবং এবাক্যটিই বলল। এর পর থেকে এটি মাছাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।[১৪৫]

৩. ذنب صحـر انـها اتحفتـه و أكرمتـه و صدقتـه فلطمـها (সহরের অপরাধ যেহেতু সে পিতা লোকমানকে গোস্ত উপঢৌকন দিয়েছে,তার আতিথেয়তা করেছে এবং তাকে দান করেছে তাই লুকমান তাকে চড় মেরেছে)।

---

[১৩৬] কিতাবুল হায়ওয়ান : ৩/৬৭।

[১৩৭] জামহারা : ২/৫০।

[১৩৮] প্রাগুক্ত : ১/৮৫।

[১৩৯] আবিদীন : ৯৪।

[১৪০] সিজিস্তানী : কিতাবুল মু'আম্মারীন মিনাল 'আরব,কায়রো, তা, বি . পৃ-৩।

[১৪১] The Enyclopedia of Islam,new ed.vol-v.Leiden,1980. P.810.

[১৪২]. আল- ওসীত : ১৮।

[১৪৩].মুফাদ্দল আদ্দব্বী : আমছালুল আরব, ২য় সং. বৈরুত .১৪০১/১৯৮১. পৃ-১৫১।

[১৪৪]. নমর ইবন তাওলাব আল- আকলী এ প্রসঙ্গে বলেন,

*لقيم بن لقمان من أخته** و كان ابن أخت له و ابنما*

লকীম লুকমানের বোনের গর্ভের ছেলে। তার বোনের ছেলে তার তার ছেলেতে পরিণত হলো।

[১৪৫]. মুফাদ্দল আদ্দব্বী : ১৫২।

Dhaka University Institutional Repository

উৎসঃ আরবদের ধারণা একদা লকীম লুকমানের সাথে গিয়ে অনেক উট লুট করে নিয়ে এলো। কিন্তু লকীমের জন্য লুকমানের হিংসা হলো। লুকমান লকীমকে বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে রাতে উটগুলো নিয়ে চলতে পার আর আমি দিনে চলব অথবা এর বিপরীত।

এর পর থেকে লকীম তার উটগুলো নিয়ে রাত্রে চলে আর দিনে চারণভূমিতে ছেড়ে দিয়ে ঘুমায়। কিন্তু লুকমান দিনে চলে রাত্রে ঘুমায়। ফলে সারাদিন তাঁর উটগুলোর ভাল দানাপানি পেটে পড়েনা। এতে আস্তে আস্তে উটগুলো নিস্তেজ হতে থাকে এবং গৃহে পৌঁছতে তাঁর বেশ দেরী হয়ে যায়। আর লকীম তার পূর্বেই বাড়ী পৌঁছে একটি উটের বাচ্চা যবাই করে খায়। আর সহর এর কিছু অংশ বাপের জন্যে নিয়ে রান্না অথবা ভূনা করে রাখে। পিতা গৃহে পৌছার সাথে সাথেই সে গোস্ত নিয়ে উপস্থিত হয়। লুকমান খেয়ে জিজ্ঞাসা করলো গোস্ত কোথায় পেলি?। সহর বিষয়টি খুলে বললো। লুকমানের ধারণা ছিল সে লকীমের পূর্বেই বাড়ীতে পৌছবে কিন্তু বাস্তবে যখন এর বিপরীত দেখলো তখন তার হিংসার আগুন আরো দ্বিগুন বৃদ্ধি পেল। সাথে সাথে মেয়েকে এমন জোরে চড় মারলো যে সহর তখনি মারা গেল। তখন লোকজন এবাক্যটি বললো। যা পরবর্তী কালে মাছালে পরিণত হয়েছে।[১৪৬]

ময়দানীতে মাছালটি এভাবে রয়েছে. ما لي ذنب ولا ذنب আমরও কোন দোষ নেই সহরেরও কোন অপরাধ নেই।[১৪৭]

৪. كأن باتت برحـــــــــــــــــــل যেন সে কাফেলার সাথে রাত্রি যাপন করল ।

৫. برحلها باتت لقـــــــــــــــــــم লুকাম (উটের নাম) তার কাফেলার সাথে রাত্রি যাপন করলো ।

উৎস ঃ আরবদের ধারনা লুকমান 'আদী শীতের প্রকোপ বাড়লে লোকদেরকে আহ্বান করে বলতেন, হে লোকসকল! তোমাদের মধ্যে কে যোদ্ধা আছ তার যুদ্ধে যাওয়া উচিৎ । লকীম বড় হলে তার বাহন সাজিয়ে নিল । শীতের প্রকোপ বাড়লে লুকমান অভ্যাসগত ভাবে আহবান জানাতে লাগলো। তখন লকীম তার সামনে গিয়ে বললো আপনি চাইলে আমি যেতে পারি । লুকমান দেখলো লকীমের যাত্রার সব প্রস্তুত তখন তিনি বলেন , كأن باتت برحل আর তখন লকীম বলে , برحلها باتت لقم পরবর্তীকালে এ বাক্য দু'টোই মাছালে পরিণত হয়েছে ।[১৪৮]

৬. أشبه شرج كشرجا لو أن أسيراً ঃ ঝরনা ঝরনার মত যদিও বাবলা গাছটি ছোট ।

উৎস ঃ লুকমান আর লকীম একত্রে এক গোত্রে হামলা চালিয়ে অনেকগুলো উট ছিনিয়ে নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলো । উভয় মিলে একটি উট যবাই করলো । লোকমান লকীমকে বললেন, তুমি কি রাত্রের খাবার পাকাবে না আমি ? লকীম বললো, যেটা ভাল মনে করেন । লোকমান বললেন, তাহলে তুমি উটগুলো দেখা শুনা করো গিয়ে । ভোরের তারকা উদিত হলে চলে এসো । যদি এমনটা না করো তাহলে রাতের খাবার দেরী হবে । লকীম এতেই রাজী হয়ে গেল । লুকমান জলাধারের কাছে পাক শুরু করলেন। পাক শেষে চুলোর ধারে একটি বড় গর্ত করে আগুন জালিয়ে রাখলেন। লকীম সময় মত ফিরে এসে জায়গা চিনতে পারলো । কিন্তু বাবলা গাছের কাছে

---

১৪৬. প্রাগুক্ত ঃ ১৫২-৫৩।

১৪৭. ময়দানী ঃ ২/২৬৪।

১৪৮. মুযাদ্দাল আদ্দবী ঃ ১৫৩-৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

যেতে অস্বীকৃতি জানালো। তখন লুকমান এবাক্যটি বলেন। এরপর থেকেই এটি মাছাল হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।[১৪৯]

৭. لقم يا بري ما سيفك نظم في লকীম তুমি তোমার গোস্ত গ্রোথিত তরবারীতে কি দেখছ ?

উৎস : লুকমানের সে অগ্নির গর্তে লকীমের একটি উট পুড়ে মরে যায়। লকীম বুঝতে পারে একাজটি লোকমান ছাড়া আর কেউ করেননি। এটা তিনি নিছক হিংসার বশবর্তী হয়েই করেছেন। লকীম কিছু না বলে চুপচাপ থাকলো। এবং দেখলো তিনি তার তরবারীতে গোস্ত গেথে গেথে ভরে ফেলছেন। লুকমানের ইচ্ছা ছিল লকীম এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে হত্যা করবে। লকীম টের পেলে লুকমান তখন এবাক্যটি বলেন। পরবর্তী কালে এটিই মাছালে পরিণত হয়।[১৫০]

৮. لي الغادرة المتغادرة و الأفيل النادرة বাকী উটগুলো ও আমার আর ছোট উটগুলোও আমার।

উৎস : লুকমান লকীমকে সঙ্গী হিসেবে নিতে হিংসা করতেন। লকীম বললো, তাহলে আমার অংশ আমাকে দিয়ে দিন। লোকমান বললেন, তুমি আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও আমার কথা শুনবে। নইলে আমার মন তো সায় দিচ্ছে না। লকীম প্রতিশ্রুতি দিল। উভয়ের মাঝে উটগুলো সমভাবে বণ্টিত হলো এর পরেও দশাধিক উট রয়ে গেল। লুকমানের অতিরিক্ত দশটির প্রতিও লোভ লাগলো। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তিনি এবাক্যটি বললেন । পরবর্তীকালে এবাক্যটি মাছাল হিসেবে প্রচলিত হয়। তখন লকীম বলে , قبح الله النفس الخبيثة(আল্লাহ ওর খারাপ অনন্তরটাকে আরো অপবিত্র করে দিন)। এটিও পরে মাছালে পরিনত হয়।[১৫১]

৯. سد ابن بيض الطريق ইবন বিয়ায আমার রাস্তা বন্ধ করেছে।

উৎস : আরবদের ধারণা, ইবন বিয়ায 'আদ গোত্রের একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। লোকমান তাঁর সাথে অংশীদারে ব্যবসা করতেন। প্রতি বছরই তিনি বিনিয়োগ করতেন। লভ্যাংশ হিসেবে প্রতি বছর তাঁকে একটি দাসী,একটি গহনা ও একটি বাহন দিত। ব্যবসায়ীর মৃত্যু ঘনিয়ে আসলে লুকমানের অংশের জন্যে ভীত হলো। ছেলেকে কাছে ডেকে অমুকস্থানে লুকমানের অংশটি রেখে দেয়ার ওসীয়ত করে গেলো। ছেলে তাই করলো। লুকমান খবর পেয়ে তাঁর অংশটি নিয়ে গেলেন। এবং এবাক্যটি বললেন, যা পরবর্তীকালে মাছাল হিসেবে পরিচিত হয়।[১৫২]

১০. لا فتي إلا عـــــــــمرو 'আমরের মতো যুবক হয়না।

---

[১৪৯]. প্রাগুক্ত : ১৫৪ ; ফসলুল মাকাল : ২২৫ ; ময়দানী : ১/২৪৫ : জামহারা : ১/৬২ : আল-মুস্তাক্সা : ১/৭৮।

[১৫০]. মুফাদ্দল আদ্দব্বী : ১৫৫ : ময়দানী : ২/১৫ ; ফসলুল মাকাল : ২২৬ ।

[১৫১]. মুফাদ্দল আদ্দব্বী : ১৫৫ ; ময়দানী : ২/১৫।

[১৫২]. মুফাদ্দল আদ্দব্বী : ১৫৫-৫৬ : ফসলুল মাকাল : ৩৫১ : জমহারা : ১/৫১৯ : অযানী : ১২/৪০ : ময়দানী : ১/১২২ : আল ইকদুল ফরীদ : ৩/১২৫।

Dhaka University Institutional Repository

উৎস ঃ 'আমর তার স্ত্রীকে তালাক দিলে লুকমান বিয়ে করে। লুকমানের চাইতে হয়তো 'আমর ভালো ছিল তাই সবসময় স্ত্রী শুধু এবাক্যটি বলতো। তখন থেকেই এটি মাছালে পরিণত হয়।[১৫৩]

১১. أترك الشر يتركـــــــــك (তুমি মন্দ কাজ পরিহার করো মন্দ কাজ ও তোমাকে পরিত্যাগ করবে।)

আরবদের ধারনা লুকমান স্বীয় পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে এবাক্যটি বলেন।[১৫৪]

১২. تركي مالا يعـــــــــني (বেহুদা কাজ পরিত্যাগ করাই আমার পক্ষে উত্তম ।)

বর্নিত আছে একদা তাকে উত্তম কাজ ও নির্ভরযোগ্য কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি এবাক্যটি বলেন।[১৫৫]

১৩. تضرع إلي الطبيب قبل أن تمرض (রুগ্ন হওয়ার পূর্বেই ডাক্তারের কাছে গমন করো।)[১৫৬]

১৪. تحت جلد الضأن قلب الأذوب (বকরীর চামড়ার নিচে নেকড়ের অন্তর লুকিয়ে থাকে।)[১৫৭]

যে ব্যাক্তি মুনাফেকী করে এবং মানুষকে ধোকা দেয় তার জন্য এমাছালটি বলা বলা হয়ে থাকে ।

১৫. أرسل حكيمـا و لا توصـــــــه (বিচারের জন্য বিচারককে পাঠাও কিন্তু তাকে কোন উপদেশ দিওনা।)[১৫৮] এর বিপরীত লক্ষ্য করা যায়।

১৬. أرسل حكيما و أوصـــــــه (বিচারের জন্য বিচারককে পাঠালে তাকে কিছু উপদেশ দিয়ে পাঠাও)। কেননা তিনি যদিও বিচারক কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তো সম্পূর্ণ অনবহিত।[১৫৯]

১৭. رب أخ لك لم تلده أمـــك (তোমার অনেক ভাইকে তোমার মা জন্ম দেননি ।[১৬০]

১৯. الصمت حكم و قليل فاعله (চুপ থাকা বুদ্ধিমানের কাজ আর এটি খুব কম লোকই করে থাকে।[১৬১]

২০. كـل إمرئ في بيته أمير (প্রত্যেকে স্ব স্ব গৃহে বাদশাহ)।[১৬২]

২০. لكل قوم كلب فلا تكن كلب أصحابك (প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একটি করে কুকুর আছে তাই বলে তুমি তোমার সঙ্গীদের কুকুরহয়ো না)।[১৬৩]

---

১৫৩. *মুফাদদল আদদব্বী ঃ ১৫৯ ; ফসলুল মাকাল ঃ ১০৩, ১০৪, ৪৯৮; ময়দানী ঃ ২/১২৬।*

১৫৪. *ময়দানী ঃ ১/১৩৮ ।*

১৫৫. *প্রাগুক্ত ঃ ২/৩১৭ ।*

১৫৬. *প্রাগুক্ত ঃ ১/ ১৪৬ ।*

১৫৭. *প্রাগুক্ত ৩০৩ ।*

১৫৮. *প্রাগুক্ত ।*

১৫৯ *প্রগুক্ত ।*

১৬০ *আল-ওসীত ঃ ১৮।*

১৬১ *ময়দানী ঃ ১/৪০২।*

১৬২ *আল ওসীত ঃ ১৮।*

Dhaka University Institutional Repository

২১. كل إمرئ في شانه عليــــــــــم (প্রত্যেক ব্যক্তি আপনাকে ভালো চেনে।[১৬৪]

ইমরুউল কয়স: তার প্রকৃত নাম আবুল হন্দুজ ইবন হুজর আল কিন্দী। তিনি য়মনের সামন্ত রাজ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দাদা হারিছ ইবন 'আমর হিরাধিপতি তৃতীয় মুনযিরকে পরাজিত করেন। পরবর্তী কালে তাদের হাতেই তিনি পরাজিত ও নিহত হন । পিতা হুজর বনূ আসাদের নেতৃত্ব লাভ করেন। মাতা ছিলেন তাগলিব নেতা কুলয়বের ভগ্নি।

কবির আশৈশব কবিতা, গান, বাজনা এবং সূরা নিয়েই কাটে।[১৬৫] খেলাধূলা, রঙ-তামাশা, বাইরে ঘুরা - ফেরা এবং বন্ধু- বান্ধবদের সাথে আড্ডা দেয়া তার বেশী ভাল লাগতো। এজন্য তাকে " মালিকুযযিল্লীল " বা ভব ঘুরের রাজা বলা হতো ।[১৬৬] আরবী কাব্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কবি ইমরুউল কয়সের প্রেমিকা ছিল একাধিক। যাদের রূপ সৌন্দর্য স্বীয় কাব্য ভাষার কারুকার্যে খচিত করতে কার্পন্য করেননি এতটুকুও ।[১৬৭] প্রেয়সী উনয়যাহ স্মরণে বিখ্যাত গীতিকাব্য মু'আল্লাকা আরবী কাব্য সাহিত্যে এক অমর অম্লান কীর্তি। পিতা এসব কিছুই পছন্দ করতের না। তাই তাকে তিরস্কার করেন এবং সম্পর্কচ্ছেদ করেন। তিনি আনন্দ ফুর্তিতে মত্ত । এসময় আসাদ গোত্র কর্তৃক পিতা নিহত হওয়ার সংবাদ আসে। কবি মাতুল গোত্রের কাছে সাহায্য কামনা করে ব্যার্থ[১৬৮] হয়ে সমওয়াল ইবন 'আদীয়ার কাছে গমন করেন। সেখান থেকে শমর আল-ঘস্সানী [১৬৯] এরপর রোম সম্রাটের আশ্রয়ে চলে যান। যিনি কবির প্রতিশোধ স্পৃহাকে সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজে লাগানোর জন্য তাকে বেশ সমাদর করতে

---

[১৬৩] *ময়দানী ঃ ২/২০০।*

[১৬৪] *আল-ওসীত ঃ ১৮।*

[১৬৫] *ময়দান ঃ তারীখ ; ১/১০৮।*

[১৬৬] *নিকল সন ঃ ১০৪।*

[১৬৭] *উনয়যা প্রসঙ্গে বলেন,*

*و يوم دخلت الخدر خدر عنيزة ** فقالت لك الويلات إنك مرجل* *কোথায় সেদিন যেদিন প্রিয়ার (উনয়যাহ) হাওদা মাঝে বসুন গিয়ে,*
বললো প্রিয়া, যাওনা নিপাত, চাও কি নিতে পায় হাঁটিয়ে । নূরুদ্দীন, বয়ত নং - ১৩।
ফাতেমাকে বলেন,

*أفاطم مهلا بعض هذا التدلل** و إن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي*

বলনু, রোসো লো ফাতেমা, থামাও তোমার ছিনালপানা,
নিদেন যদি ছিড়বে বাঁধন সহজে শোভন পথ ধরনা। নূরুদ্দীন, বয়ত নং- ১৯।
উম্মে হোয়াররিছ ও উম্মে রিবাব প্রসঙ্গে বলেন,

*كدأب أم الحويرث من قبلها ** و جارتها أم الرباب بمأسل*

উম্মে হোরেস পড়সী তাহার মাসল টিলায় উম্মে রবাব,
তাহার মতোই কবি তোমার জমালো প্রণয় একই স্বভাব । নূরুদ্দীনঃ বয়ত নং ৭।

[১৬৮] *আশ শায়খ মুসতফা আল-গয়লানি ঃ রিজালু মু'আল্লাকাতিল আ'শর, ২য় সং, বৈরূত, ১৩৩২ হি:, পৃ- ৬৭।*

[১৬৯] *তাঁর নাম ছিল হারিছ ইবন জাবালা(মৃ. - ৫৬৯) আরযুল কুরআন, ২/৮।*

Dhaka University Institutional Repository

থাকেন। কিন্তু কবির এক শত্রু তিমাহ্ আসাদী সম্রাটকে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলেন। সম্রাট কবিকে একটি বিষ মিশ্রিত বর্ম উপহার দেন। পথে গিয়ে তা গায়ে জড়ালে বিষ ক্রিয়ায় ৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে আঙ্কারায় মৃত্যুবরণ করেন।[১৭০]

ইমরুউল কয়স সত্যি একজন শক্তিমান কবি ছিলেন। ভাষার প্রাঞ্জলতা, শব্দ ব্যবহারের দক্ষতা, উপমা উৎপ্রেক্ষার অভিনবত্ব, ছন্দের পরিপাট্য আর সর্বোপরি জীবন বোধের এক অপূর্ব দ্যোতনা তার কবিতায় বিদ্যমান[১৭১] তাঁর কবিতা কাল্পনিক নয়। বাস্তব চিত্রই এতে প্রস্ফুটিত হয়েছে তাই এতো সচল ও সজীব।[১৭২] এজন্যই তিনি জাহিলী যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। নিকলসন যথার্থই বলেছেন, [১৭৩]

Imruul - Qays is almost universsally reckoned the greatest of the pre-Islamic poets.

অবশ্য ইমরুউল কয়সের কবিতা অশ্লীলতামন্ডিত । কিন্তু আজও যা তাঁর সম্পর্কে চিরসত্য তা তাঁর অনবদ্য কাব্য প্রতিভা । ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কোন ভারতীয় সমালোচক ইমরুউল কয়সের কাব্যদর্শ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে উল্লেখ করেন ।[১৭৪]

> *Imruul-Qais is best known for his clever and ingenious image, in so much so that he has won the surname of the creator of Images. He deserves the honour amply and justly, since it is he who showed the proper way to use the power of imagination. His similes and images are his own and are always, as a rule , quite apt and suitable. They are generally selected from objects of daily sight, so highly coloured by his imagination as to surprise by their bright novel appearance.*

তাঁর অনেক শ্লোক ও বাক্য মাছালে পরিণত হয়েছে । নিম্নে এর কিছু উল্লেখ করা হলোঃ

১. وما ذرفت عينك إلا لتضربي ** بسهميك في أعشار قلب مقتل .

অশ্রু সজল যুগল তোমার বিষ মাখানো নয়ন বানে,
বিধলো এসে ব্যাথার ক্ষতে ঘায়েল হওয়া আমার প্রাণে।[১৭৫]

---

[১৭০] এজন্যে তাঁকে (ক্ষতযুক্ত ব্যক্তিও) বলা হয়। কথিত আছে সম্রাটের কন্যার সাথে কবির প্রণয় গড়ে উঠে। তাই সম্রাট কবিকে এভাবে হত্যা করেন। নিকলসন : ১০৪।

[১৭১] আস-সবাঈ বিয়ত্তমী : ১/২১৬।

[১৭২] যয়দান : ১/১০৮-১০৯।

[১৭৩] নিকলসন : ১০৫ ।

[১৭৪] Herbert Howarth and Ibrahim Shukrullah : Images from the Arab world. London. 1944 P.V. III উদ্বৃত : আঃ সাত্তার আধুনিক আরবী সাহিত্য : ঢাকা . ১৯৭৪. ১২২৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

২. فلم ريض العـــــــير إذا ঃ কাফেলা কেন উটগুলোকে দাঁড় করালো ? [১৭৬]

উৎস ঃ রোমক সম্রাট কবিকে বিদায়কালে বিষযুক্ত বর্ম উপহার দেয়ার সময় হঠাৎ একটি কাফেলা কবির সামনে পড়ে যায় । যারা তাদের উটগুলোকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল । এতে কবি অশুভ মনে করেন । কাফেলার লোকজন তাকে অভয় দিয়ে বললো, আপনার ক্ষতির কোন কারণ নেই । তখন কবি এবাক্যটি বলেন । যা পরবর্তীকালে মাছালে পরিণত হয় ।

৩. اليوم خمر و غدا أمـــر ঃ আজ মদের পেয়ালা, কাল কাজের কথা । [১৭৭]

৪. مرة عيـش و مرة جيــــش ঃ একবার আরাম আয়েশ আবার যুদ্ধ ।

উৎস ঃ কবির পিতা আসাদ গোত্রের নেতা ছিলেন । একদা তারা তাঁকে হত্যা করে । এ খবর কবির কাছে পৌছালে কবি এবাক্য দু'টো বলেন । পরবর্তীকালে এ দু'টো বাক্য মাছাল হিসেবে প্রচলিত হয় ।[১৭৮]

৫. رضيـت مـن الغنيمـة بالإيـاب ঃ আমি ফিরে আসা গণীমতের প্রতি সন্তুষ্ট আছি । কেউ নিরাপদে এবং অল্পে তুষ্ট থাকলে এমাছালটি বলা হয়ে থাকে । [১৭৯]

'আলকমা ঃ জাহিলী যুগের কবি গুরু ইমরুউল কয়সের সমসাময়িক কবি হলেন কবি 'আলকমা ইবন 'আবদ তিনি বনূ তামীম গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন । [১৮০]

তার শ্রেষ্ঠ কসীদা হলো ঘসসানী সামন্ত হারিছ আল- আ'রাভাকে (শাসন কাল -৫২৯-৫৬৯খ্রী) সম্বোধন করে লেখা ।[১৮১] তিনি এজন্যে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছেন । তার কাব্য প্রতিভা তাকে গোত্রের গণ্যমান্য ব্যক্তি হতে সাহায্য করেছে । ইবন খালদুন তাঁকে মু'আল্লাকাতের কবিদের অন্তভুর্ক্ত করেছেন । কিন্তু তাঁর কোন কবিতাটি মু'আল্লাকাতের অন্তভুর্ক্ত তা বলেননি।[১৮২] কথিত আছে কবি ইমরুউল কয়স এবং 'আলকমার মধ্যে কাব্য প্রতিযোগিতা হয়। এর বিচারক ছিলেন স্বয়ং ইমরুউল কয়সের স্ত্রী উম্মু জুন্দুব ঘোড়ার প্রশংসায় রচিত দুজনের কবিতা শুনে বিচারক 'আলকমাকে স্বামীর চাইতে উত্তম কবি বলে মত দিয়েছিলেন। ইমরুউল কয়স রাগান্বিত হয়ে

---

[১৭৫] *নুরুদ্দীন ঃ বয়ত নং- ২২ ।*

[১৭৬] *ময়দানী ঃ ২/৭২; আল- মুস্তাকসা ঃ ২/১৮১ ।*

[১৭৭] *ময়দানী ঃ ২/৪১৭ ।*

[১৭৮] *প্রাগুক্ত ঃ ২৪৪ ।*

[১৭৯] *এ মাছালটি কবির রচিত কোন এক কবিতার একটি চরণ । পূর্ন শ্লোকটি হলো .*

*وقدطوفت في الأفاق حتي ** رضيت من الغنيمة بالإياب*

[১৮০] *আ.ত.ম. ঃ ৭৭ ।*

[১৮১] *নিকলসন ঃ ১২৫ ।*

[১৮২] *আ.ত.ম. ঃ ৭৮ ।*

Dhaka University Institutional Repository

সাথে সাথেই স্ত্রীকে তালাক দেন। 'আলকমা তাকে তৎক্ষণাৎ বিয়ে করেন।[১৮৩] তিনি ৫৬১ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তার অনেক শ্লোক ও বাক্য মাছাল হিসেবে প্রচলিত আছে । নিম্নে তিনটি শ্লোক উল্লেখ করা হলো [১৮৪]

فإن تسئلوني بالنساء فإنني ** بصير بأدواء النساء و طبيب

إذا شاب رأس المرء او قل ماله ** فليس له في ودهن نصيب

يردن ثراء المال حيث علمنه ** و شرخ الشباب عندهن عجيب

* নারী সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করো, কারণ আমি দক্ষ চিকিৎসকের ন্যায় রোগ সমুহ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল।
* শুভ্রকেশ বিশিষ্ট পুরুষ অথবা যার ধন-দৌলত কমে গেছে তাদের জন্যে নারীর হৃদয়ে কোন প্রীতি ও ভালবাসা নেই ।
* ধন সম্পদের প্রয়োজনীয়তা তারা ভালভাবে জানে, তাই ধনের আকংখাও মনে রাখে , আর প্রস্ফুটিত যৌবন তাদের নিকট অতি প্রিয় ।[১৮৫]

তরফাঃ মু'আল্লাকার সবচাইতে কম বয়স্ক কবির পূর্ণ নাম তরাফা ইবন 'আবদ আল-বাকরী'। বাহরায়নের স্ববাসস্থানে বনূ বকর গোত্রে তাঁর জন্ম। শৈশবে পিতাকে হারিয়ে চাচার পরিবারে লালিত পালিত হন। অভিভাবক না থাকায় ছোট বেলা থেকে উচ্ছৃংখল হয়ে উঠেন। [১৮৬] যৌবনে পদার্পন করে মদ্য পান ও ভোগ সম্ভোগে মত্ত হয়ে[১৮৭] পৈত্রিক সম্পত্তি সব উড়িয়ে দেন। [১৮৮] তিনি ছিলেন স্বভাব কবি। মাত্র সাত বছর বয়সে কাব্য রচনা শুরু করেন। চাচাতো ভাই মালিকের উট চরাতে গিয়ে কাব্য রচনায় নিমগ্ন হয়ে পড়েন। আর এ সুযোগে মুদর

---

[১৮৩] *যয়দানঃ ১/১৪৬-৪৭ : বদভী তাবানা ঃ দিরাসাতুন নকদিল আদবী, ১৯৬৫, পৃ-১৬৭।*

[১৮৪] *যয়দানঃ ১/১৪৭ : বদরুদ্দীন বলেন , Three following couplets of this poem are specially famous. Pre-Islamic poetry, p.70.*

[১৮৫] *আ.ত.ম. ঃ ৭৮।*

[১৮৬] *প্রাগুক্ত।*

[১৮৭] *এসম্পর্কে তিনি স্বীয় মু'আল্লাকায় বলেন ,*

*فمنهن سبقي العاذلات بشربة ** كميت متي ما تعل بالماء تزبد*
و الدجن
*و تقصير يوم الدجن معجب ** ببهكنة تحت الخباء المعمد*

রক্তাভ মদীরা পান পিছে ফেলি নিন্দুকের দল,
যে সূরা মিশ্রণকারি হয়ে উঠে ফেলিল উচ্ছল।
তৃতীয় কামনা মোর হ্রাস করা বাদলের দিন,
যাপি উর্ধ্ব তাবু তা তলে লয়ে প্রিয়া লাজুক সৌখিন। নুরুদ্দীন ঃ বয়ত নং. ৫৯. ৬১।

[১৮৮] *কবি বলেন ,*

*و ما زال تشرابي الخمور و لذاتي ** و بيعي و أنتفاقي طريفي و متلدي*

পানের উৎসবে নিত্য ডুবে থাকি আনন্দ পাথারে
নিজ কিংবা পিতৃ অর্থ দুই হাতে লুটাই সংসারে। প্রাগুক্ত ঃ বয়ত নং-৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

গোত্রের কিছু লোক উটগুলো ধরে নিয়ে যায়। কবি চাচাতো ভাই মালেকের সাহায্য কামনা করলে সে তাকে ভর্ৎসনা করে ।[১৮৯] মর্মাহত কবির এ অভিব্যক্তিই মু'আল্লাকা।[১৯০]

একদা কবি আমর ইবন হিনদের দরবারে উপস্থিত হন।[১৯১]বাদশাহ তাকে সমাদর করেন এবং রাজকবি স্বীকৃতি দিয়ে পুত্রের গৃহশিক্ষক নিয়োগ করেন।

মানুষ অভ্যাসের দাস। কবির স্বভা ব ছিল ব্যঙ্গ কবিতা রচনা। একদা তিনি স্বয়ং বাদশাহর ব্যঙ্গ করে বসেন।[১৯২]বাদশাহ বিষয়টি জানতে পেরে তার প্রতি রুষ্ট হন।

কিছু দিন পর বাদশাহর মদের জলসায় কবি মদ্যপানে বিভোর। বাদশাহর ভগ্নি উপর থেকে কবির মৌজ দেখছিলেন। আর তার মুখ প্রতিবিম্ব হয়ে দেখা দেয় কবির পান-পাত্রে। কবি নেশার ঘোরে তাকে নিয়ে একটি শ্লোক রচনা করে ফেলেন।[১৯৩]বাদশাহ টের পেয়ে যান । কবির বাড়াবাড়ি তাকে অতিষ্ঠ করে তুলে। তাকে হত্যার জন্য বাহরায়নের শাসনকর্তা মক'বরের কাছে পাঠিয়ে দেন। মক'বর তাকে হত্যা করেন। কবির বোন খরনকর শোক গাথা থেকে জানা যায় মাত্র ২৬ বছর বয়সে ইংরেজী কবি কীটসের ন্যায়[১৯৪]৫৬৪ খৃঃ মৃত্যু বরন করেন।[১৯৫]

---

[১৮৯] *কবি বলেন .*

*فما لي أراني و ابن عمي مالكا ** متي أدن منه ينأ عني و يبعد*

তবে কেন হে মালেক প্রিয় মোর পিতৃব্য তনয় তব কাছে যত আসি, দূরে যাও থাকি বিস্ময়।   *প্রাগুক্ত ঃ বয়ত নং-৬৯।*

[১৯০] *A.J.Arbary: The seven odes, London,1967,P, 77-98.*

[১৯১] *হীরার বাদশাহ তৃতীয় মুনযিরের পুত্র 'আমর ইবন হিন্দ। তিনি ৫৫৪-৫৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত হীরার শাসনকর্তা ছিলেন। নিকলসনঃ ৪৪।*

[১৯২] *শ্লোকটি হলো-*

*فليت لنا الملك عمرو ** رغوثا حول قبتنا تخور*

যদি আমর ব্যতিত আমাদের তাবুর চারিদিকে ভ্যা-ভ্যা করে ডেকে বেড়ায় এমন এক দুগ্ধবতী মেষী বাদশাহ হতো তবে কতই না চমৎকার হতো। নুরুদ্দীন ঃ ৯৪।

[১৯৩] *শ্লোকটি হলো-*

*الا يا ثاني الظبي الذي يبرق شنفاه ** و لو لا الملك القاعد الثمني فاه*

দেখ এযে রূপের হরিণ, কর্ণে উজল ঝুমকো দোলে।
না থাকিলে বাদশা বসা চুমোয় দিত অধর কুলে।। প্রাগুক্ত।

[১৯৪] *Jone kets :(1797-1821): কীটসের পিতা ছিলেন আস্তাবলের সহিস। পিতামাতা অল্প বয়সেই মারা যায়। জ্যেষ্ঠ পুত্র কীটসের পড়া আর এগুতে পারেনি এ জন্যে । তার শুন্য জীবন অষ্টাদশী ক্যানী ব্রন পূর্ণ করে দেয়। কিন্তু তার সাথে সুখের বাসা বাঁধা হয়নি তাঁর। মাত্র ২৬ বছর বয়সে ক্ষয় রোগে অকালে মারা যান। তিনি ইংল্যান্ডের সবচে' বেশী সৌন্দর্য্য পিপাসু কবি ছিলেন। যার বাস্তব রূপ হলো তার Endymion কবিতা। তার ধর্ম ছিল সৌন্দর্য সুধা পান। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন I have love the principle of beauty in all things. সত্যপ্রসাদ সেন গুপ্তঃইংরেজী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, কলিকাতা, ৪র্থ সং-১৯৯২, পৃ-২৫৫-২৫৬।*

[১৯৫] *একমতে কবি বিশ বছর বয়সে নিহত হয়েছেন। Thus perished miserably in the flower of his youth according to some accounts he was not yet twenty the passinate and eloquent Tarafa. Nicholson, P. 108.*

Dhaka University Institutional Repository

তার কাব্যের শব্দ দুর্বোধ্য বাক্য বিন্যাস জটিল এবং বিষয় বস্তু অস্পষ্ট হলেও কেউ কেউ তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করেছেন।[১৯৬]

তার কিছু শ্লোক অথবা শ্লোকাংশ মাছালে পরিণত হয়েছে যেমন-

و ظلم ذوي القربي أشد مضاضة ** علي المرء من وقع الحسام المهند

স্বজনের অত্যাচার হানে হৃদে বেদনা নির্ঘাত,
তার কাছে তুচ্ছ তীক্ষ্ণ ভারতীয় অসীর আঘাত।[১৯৭]

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ** و يأتيك بالأخبار من لم تزود

জানিবে অনেক কিছু কাল সব করিবে প্রকাশ
আনিবে সংবাদ সেই পাথেয়ের নাহি যার আশ।[১৯৮]

بعض الشر أهون من بعض : কোন কোন মন্দ কোন কোন মন্দ হতে উত্তম।[১৯৯]

إستونق الجمـــــــــــل: উটটি উষ্ট্রীতে পরিণত হয়েছে।[২০০]

কুস্ ইব্ন সা'ইদাহ আল-ইয়াদী ঃ তিনি নজরানের বিখ্যাত খৃষ্টান পাদ্রী, দার্শনিক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। যেকোন বিবাদের মীমাংসায় বেদুঈনরা তাঁকে আহবান করতো। উকায মেলায় তিনি ধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। নুবুওয়তের পূর্বে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর বক্তব্য শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি বক্তৃতা, হিকমা, অলংকার শাস্ত্র এবং মাছালের প্রবাদ-পুরুষ ছিলেন। তিনিই প্রথম ব্যাক্তি, যিনি উঁচু জায়গায় দাড়িয়ে বক্তব্য দেন, বক্তৃতায় أما بعد ব্যবহার করেন।[২০১] এবং বক্তৃতার সময় লাঠি অথবা তরবারীর উপরে ভর করেন। বিচারালয়ের একটি সূত্র البينة علي الدعي و اليمن علي من أنكر (বাদী প্রমাণ উপস্থাপন করবে আর বিবাদী শপথ করবে) এর প্রবক্তা। পারস্য

---

[১৯৬] *হামাদানী বলেন,*

هو ماء الأشعار و طينتها . و كنز القوافي و مدينتها . مات و لم تظهر أسرار دفائنه.

তিনি ছিলেন কাব্যের পানি ও কাদামাটি তুল্য, অন্ত্যানুপ্রাসের খনি ও নগরী, তাঁর তিরোধানের পর তাঁর দাফনকৃত সুপ্ত রহস্যগুলো আজো উদ্‌ঘাটিত হয়নি। বদীউজ্জামান আল-হামাদানী ঃ আল মাকামাতুল কারিযিয়্যাঃ ।

[১৯৭] *নুরুদ্দীন ঃ বয়ত নং-৭৯।*

[১৯৮] *প্রাগুক্তঃ বয়ত নং- ১০৩।*

[১৯৯] *এটি তাঁর শ্লোকের একটি চরণঃ*

*أبا منذر افنيت فاستبق بعضنا ** حنانيك بعض الشر أهون من بعض*

ময়দানীঃ ১/৯৪:

[২০০] *জাওয়াদ আলী ঃ ৮/৩৬৪:ময়দানীঃ ১/৭৩।*

[২০১] *যয়্যাত ঃ উর্দু অনুবাদ, ৫৩ : ময়দান ঃ ১/১৫৪।*

Dhaka University Institutional Repository

সম্রাট কিসরার দরবারে তিনি মাঝে মাঝে যেতেন,সম্রাট তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন।[২০২] একদা সম্রাট তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন সর্বোত্তম জ্ঞান কোনটি? উত্তরে তিনি বলেন মানুষ তার নিজকে চেনা। সর্বোত্তম' ইলম কোনটি ? উত্তরে তিনি বলেন,'ইলমের কাছে অবস্থান করা। সর্বোত্তম মানবতা কোনটি? উত্তরে তিনি বলেন,ভবিষ্যতের জন্যে মানুষকে বেঁচে থাকা। সর্বোত্তম সম্পদ কোনটি? উত্তরে তিনি বলেন, যদ্দারা অনেক হক আদায় করা হয়।[২০৩] শেষ জীবনে তিনি সংসারের সংস্রব পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ নির্জন জীবন যাপন করেছিলেন। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করে ৬০০ খৃষ্টাব্দে মারা যান।[২০৪] তাঁর অনেক জ্ঞান গর্ভ বাণী মাছালের রূপান্তরীত হয়েছে। যেমন, [২০৫]

إذا خاصمت فاعدل : বিবাদ বাঁধলে ন্যায় ভাবে মীমাংসা করা উচিৎ

إذا قلت فاصـــدق : কথা বললে সত্য বলবে।

و لا تستودع سرك أحدا فإنك إن فعلت لم تزل وجلا: গোপন কথা কাকেও বলতে নেই তাহলে সদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকতে হয়।

যুহয়র ইবন আবী সুলমা ঃ তিনি জাহিলী যুগে এক কবি পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। তিনি নিজে, তাঁর পিতা, মামা,দু'ভগ্নি-সালমা ও খানসা, দু'পুত্র-কা'ব,ও বুজয়র ও সবাই কবি ছিলেন। একই পরিবারে বংশানুক্রমিক এতগুলো কবি খুব একটা দেখা যায় না।[২০৬] তিনি মু'আল্লাকার অন্যতম কবি। নাজদের মুযর গোত্রে তাঁর জন্ম। প্রতিপালিত হন গতফান গোত্রে।[২০৭] তিনি ছিলেন এক হাজার উটের মালিক।[২০৮] 'আবস ও যুবয়ানের মধ্যে সংঘটিত দাহিস ও ঘাবরার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করে ব্যথিত হন। হরম ইবন সিনান ও হারিছ ইবন আওফ এ দু'নেতার মধ্যস্থতায় এ যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায়। কবি উভয় নেতার প্রশংসা করেন যা তার মু'আল্লাকায় বিধৃত হয়েছে।[২০৯] নেতা হরমও কবিকে যথাযথ উপঢৌকনে সম্মানিত করেন।

---

[২০২] আল-ওসীত ঃ ৩০.৩১ ; জাওয়াহিরুল আদব ঃ ১/২৩২।

[২০৩] জাওয়াদ আলী ঃ ৮/৩৬৪ ; ময়দানী ঃ ১/৭৩।

[২০৪] আল-ওসীত ঃ ৩০.৩১।

[২০৫]. জাওয়াদ আলী ঃ ৮/৩৬৪ ; ময়দানী ঃ ১/৭৩।

[২০৬] যয়্যাতঃ ১০৮-৯ ; ময়দান ঃ ১/১১৩

[207] আতম ঃ ৬৩।

[২০৮]. ইবন সাল্লাম ঃ তবকাতুশ শু'আরা, মিসর, তা.বি. পৃ -৫৬৩।

[২০৯]. কবি বলেন,

يمينا لنعم السيدان وجدتما ** على كل حال من سحيل و مبرم

سعى ساعيا غيظ بن مرة بعدما ** تبزل ما بين العشيرة بالدم

تداركتما عبسا و ذبيان بعدما ** تفانوا و دقوا بينهم عطر منشم

কাবার শপথ, তোমরা দু'জজন সত্যিকারের গোত্র প্রধান,
দুঃখে সুখে নিত্য সাথী গুণগরিমার উজল নিধান।
গয়েজ তনয় মুররা কুলের যুগল গুণীর সাধন বলে,
নিবলো বিরোধ গোত্র দ্বয়ের সৃষ্টি যাহার খুনের ছলে।

কবি জরীরের মতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।[২১০] হযরত 'উমার (রা) তাঁকে কবিদের কবি বলে আখ্যায়িত করেছেন।[২১১] তিনি কাব্যে যথা সম্ভব কঠিন ও দুর্বোধ্য শব্দ পরিহার করতেন। তাঁর কবিতা অশ্লীলতা বিবর্জিত। একটি কসীদা রচনা এবং পরিমার্জনে তাঁর একবছর লেগে যেত।[২১২] পরকালের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছিল।[২১৩] তিনি ৯৭ বছর বয়সে ৬২৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।[২১৪] তাঁর রচিত অনেক নীতি বাক্য[২১৫] ও কবিতা রয়েছে। আহমদ হাশিমীর মতে যুহায়র ও নাবিঘার কবিতা কবিদের মধ্যে সবচাইতে বেশী মাছাল হিসেবে প্রচলিত।[২১৬] যে গুলো পরবর্তীকালে মাছাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। নিম্নে এধরনের রিছু শ্লোক উপস্থাপিত হলো ঃ[২১৭]

و من لا يصانع في أمور كثيرة** يضرس بأنياب و يوطا بمنسم

স্বভাব যাহার কোমলনহে কর্মে রুঢ়ে কঠোর অতি,
দীর্ণ হবে দন্তে- দু'পায়ে পিষ্ট হবে তাহার গতি ।

و من يجعل المعروف من دون عرضة ** يفره و من لا يتق الشتم يشتم

বিলায় যেধন পরের তরে মুক্ত হাতে উদার মনে,
ধরায় তাহার মান মহিমা নিন্দা তাহার নেই ভুবনে।

و من يك ذافضل فيبخل بفضله ** علي قومه يستغن عنه و يذمم

পরের হিতে বিলায় না যে, বিত্ত তাহার বিত্তশালী

এমন মহৎ গুন গরিমায় মহান হলে তোমরা দু'জন
কৃতজ্ঞতার পাত্র হলে, স্বজন প্রীতির জ্তলে বাধন।
নুরুদ্দীন -বয়াত নং-১৭.১৮ ও ২১।

২১০. *আ.ত.ম.ঃ ৬৬।*

২১১. *A.J.Arbery: Seven Odes. p. 99.*

২১২ *আ.ত.ম. ঃ ৬৬।*

২১৩. *নিম্নের শ্লোক দুটোই এর উৎকৃষ্ট প্রমানঃ*

*فلا تكتمن الله ما في صدوركم ** ليخفي و مهما يكتم الله يعلم*

*يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ** ليوم الحساب أو يعجل فينقم*

অর্থ ঃ লুকাও অভিসন্ধি যদি গোপন হয়ে থাকবে বলে,
ব্যক্ত হবে আল্লা কাছে রইবেনা তা বুকের তলে।
ভুল শোধিবার সময় দিয়ে উঠবে সে সব আমল নামায়,
হয় হাশরে, নয় দুনিয়ায় শাস্তি শেষে নামবে মাথায়। নুরুদ্দীনঃ বয়ত নং-২৭.২৮।

২১৪. *হান্না আল-ফাখুরী ঃ ১৪৮ Badruddin: Arabian poetry and poets.Aligarh. 1924.p.69.*

২১৫. *The ripe sententious wisdom and moral earnestness of zuhayrs poetry are in keeping with what has been said above concerning his religious ideas--- Badruddin. p.69.*

২১৬. *জাওয়াহিরুল আদব ঃ ১/২৫।*

২১৭. *নুরুদ্দীনঃ বয়ত নং- ৪৮. ৫১.৫৩ ও ৫৫।*

Dhaka University Institutional Repository

পরোয়া তাহার কেউ না করে নিন্দা তাহার ভাগ্য খালি।

من يوف لا يذمم و من يهدم قلبه ** إلي مطمئن البر لايتجمجم

নিন্দিত সে হয়না কভু আপন কথায় যেজন অটল ,
ব্যস্ত কভু হয়না সে, যার হৃদয় খানি সদাই সরল।

و من يجعل المعروف في غير أهله ** يكن حمده ذما عليه و يندم

পাত্র যে নয় তাহার হিতে টানিয়া দেওয়া হৃদয় কারো,
সুনাম সুযশ দূরের কথা নিন্দা ডেকে আনবে আরো,

و من لم يذد عن حوضه سلاحه ** يهدم و من لا يظلم الناس يظلم

যে ব্যক্তি অস্ত্রের সাহায্যে তার শত্রুকে বিতাড়িত না করে সে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় ।
আর যে মানবেরঅত্যাচার প্রতিরোধ করে না সে অত্যাচারিত হয়।[২১৮]

তার রচিত মাছালে সামাজিক শিষ্টারের সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে। যেমন-[২১৯]

إحترم نفسك تحترم : নিজের সম্মান নিজে বজায় রাখালে অপরেও তোমাকে মর্যাদা দেবে।

أكرم نفسك تكرم : নিজে নিজকে মর্যাদা দাও অন্যেও তোমাকে মর্যাদা দেবে।

فبقدر ما يعرف الإنسان قيمةنفسه : মানুষ তার নিজের পদ মর্যাদানুযায়ী মুল্যায়িত হয়।

يسعي وراء المحاسن و يتجنب المسوئ : মানুষ মঙ্গলের পিছে দৌড়ায় আর মন্দকে পরিহার করে।

ছ: **আকছুম ইবন সয়ফী :** আকছুম ইবন সয়ফী আরবের অন্যতম জ্ঞানী ব্যক্তি এবং কাযী ছিলেন। তাকে বাগ্মীদের প্রধান বলা হতো।[২২০] তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি একজন কুলজীবিদও ছিলেন। লোকজন তার কাছে সঠিক সিদ্ধান্তের জন্যে আগমন করতো। আরবদের প্রতিপত্তি ও সম্মান প্রকাশ করার জন্যে আরব প্রতিনিধি দলে পক্ষ থেকে পারস্যের কিসরা আনোশের ওয়ানের নিকট গমন করেন। তিনি বাকপটু এবং বাগ্মী ছিলেন। তার বাক্য ছিল সরল ও ছোট। এজন্যে কিসরা বলেছিলেন, আপনি ব্যতীত আরবদের আর কোন বাগ্মী না থাকলেও আপনি একাই তাদের জন্যে যথেষ্ট ছিলেন। তিনি দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন। গোত্রের লোকজনকে ইসলাম গ্রহনে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।[২২১]

---

[২১৮] *মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ : প্রাচীন আরবী কবিতা, কলিকাতা, ১৩৮৫ (১ম সং) ১৩৯৪ (২য় সং) বাং: পৃষ্ঠা ৫৫।*

[২১৯] *হান্না আল- ফাখুরী : ২২।*

[২২০] *জাওয়াহিরুল আদব : ২/২০ : আল- ইকদুল ফরীদ : ১/১৮৮।*

[২২১] *হান্না আল-ফাখুরী : ১৮, জাওয়াদ আলী : ৮/৩৬৩; আল-মুযহির : ১/৫০১।*

Dhaka University Institutional Repository

তার ভাষা ছিল সুমধুর। অল্প কথায় গভীর ও বিস্তৃত তত্ত্ব কথা প্রকাশ করতে পারতেন। ছন্দোবদ্ধ গদ্যের ব্যবহার তার বক্তৃতায় বিরল ছিল। যোগসূত্রহীন বাক্যগুলোতে তার উজ্জ্বল চিন্তা ধারা প্রকাশ পেয়েছে। তার বহু বাক্য মাছাল হিসেবে প্রচলিত আছে। নিম্নে কিছু এধরনের বাক্য প্রদত্ত হলো।[২২২]

من لم يأس علي ما فاته أراح نفسه : হৃত বস্তুর প্রতি যে অনুশোচনা না করে সে প্রশান্তি পায়।[২২৩]

كل ذات بعل ستعيم : প্রত্যেক বিবাহিতা অচিরেই বিধবা হবে।[২২৪]

شر بلاد لا أمير لها: রাজাহীন হওয়াই দেশের অমঙ্গলের কারণ।[২২৫]

شر الملوك من خافه البري: সবচাইতে নিকৃষ্ট বাদশাহ সেই যাকে সৃষ্ট জীব ভয় করে।[২২৬]

مقتل الرجل بين فكيه : মানুষের হত্যার স্থান হলো দু'চোয়ালের মাঝে। (অর্থাৎ জিহবা)।[227]

أفضل الملوك أعمها نفعا : উত্তম বাদশাহ সেই যার উপকারিতা ব্যাপক।[২২৮]

لو أنصف المظلوم لم يبقي فينا ملوم : অত্যাচারিত ব্যক্তির প্রতি ইনসাফ করা হলে আমাদের মাঝে কোন তিরস্কার থাকতো না।[২২৯]

لا تطمع في كل ما تسمع : যা শ্রবন করবে তাতেই লোভ করবে না।[২৩০]

لن يهلك إمرئ عرف قدر : যে ব্যক্তি নিজের মর্যাদা সম্পর্ক অবগত হতে পারবে সে কখনো ধ্বংস হবে না।[২৩১]

أول الحزم المشاورة : পরামর্শ করা বুদ্ধিমানের কাজ।[২৩২]

عدو الرجل حمقه و صديقه عقله : নির্বুদ্ধিতা মানুষের শত্রু আর জ্ঞান হলো তার বন্ধু।[২৩৩]

---

[২২২] প্রাগুক্ত ।

[২২৩] ময়দানী : ১/৫২ ।

[২২৪] প্রাগুক্ত :২/১৮৯ ।

[২২৫] প্রাগুক্ত : ২৬৫ ।

[২২৬] প্রাগুক্ত ।

[227] . প্রাগুক্ত ।

[২২৮] প্রাগুক্ত ।

[২২৯] প্রাগুক্ত ।

[২৩০] প্রাগুক্ত ।

[২৩১] প্রাগুক্ত : ২/১৮৯ ।

[২৩২] প্রাগুক্ত : ২২ ।

[২৩৩] প্রাগুক্ত : ১৮৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

খ. ইসলামী যুগ

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর ইতিহাস এক যুগান্তকারী ইতিহাস । এ শতাব্দীর প্রথম দশকে ধীরে ধীরে জাহিলী প্রথা বিলুপ্ত হয়ে আরবের সামাজিক অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন আসে । সাহিত্য সংস্কৃতি, কৃষ্টি-সভ্যতা, কবিতা ও বক্তৃতায় ইসলামী ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে । আর তা দেখে মক্কার শাসকগোষ্ঠী বড়ই বিব্রত বোধ করেন । ইসলামের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখে তারা শঙ্কিত হন।ঐতিহাসিক যোসেফ হেল যথার্থই বলেছেনঃ[১৩৪]

" The portion of the ruling families of Makka was not so much against new teaching of Islam as against the social and political revolution which they s ought to introduce.

এ পরিবর্তনের পশ্চাতে যে বিষয়টি কার্যকর ভূমিকা পালন করে তাহলো ইসলামী শরী'অতের মূল উৎস আল-কুরআন ও আল-হাদীছ । ফলে স্বভাবতঃই অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় মাছালেও পরিবর্তন আসে । এতে অন্তর্ভুক্তি হয় তিন শ্রেণীর মাছাল ঃ

ক. কুরআনী মাছাল
খ. হাদীছে বর্ণিত মাছাল ও
গ. সাহাবীদের মাছাল ।

১. কুরআনী মাছাল

আল-কুরআন মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী । এটি মুসলমানদের জীবন আদর্শের মূল উৎস । তাদের ধর্মীয়,রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক , সামাজিক ও আন্তর্জাতিক জীবনের মুলনীতির নির্দেশনামা ।এটি মহা নবী (সাঃ) এর প্রতি ওহী বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে তেইশ বছরে স্তবকে স্তবকে অবতীর্ণ হয়, [১৩৫] এবং সুনির্দিষ্ট আকারে লিপিবদ্ধ হয় । এ ওহীগুলো লওহে মাহফুজ (সংরক্ষিত ফলকে) এ সংরক্ষিত । (১৭ ঃ ১০৬, ৭৬ঃ ২৩)

রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর জীবদ্দশাতেই আল-কুরআন লিখিত ভাবে সংরক্ষিত হয় ।[১৩৬] বহু সাহাবী আল-কুরআন হিফয করে সংরক্ষণ করেন। আজো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অগণিত হাফিয বিদ্যমান। আল কুরআনই

---

[১৩৪]. *Josep Hell : The Arab civilization. England. MCM LX II (1962) (Translatiom by Khuda Baksh.) P. 20*

[১৩৫]. *সম্পাদনা পরিষদ ঃ সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্ব কোষ, ইফা, ১৯৮২, পৃ - ১/৩৫৪ - ৫৭ ।*

[১৩৬]. *আহমদ আমীন ঃ ফজরুল ইসলাম, কায়রো, ১৯৪৫, পৃ - ২০৮ ।*

Dhaka University Institutional Repository

একমাত্র গ্রন্থ যা না বুঝেও হুবহু স্মরণ রাখা যায়।[২৩৭] এভাবেই আল্লাহর স্বঘোষিত বাণী সত্যে পরিণত হয়েছে। إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون (আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরাই এর হিফাযতকারী।) (১৫:৭)। তাই অন্যান্য ঐশীগ্রন্থের ন্যায় এটি বিকৃত হয়নি। চৌদ্দশ বছর পরেও অবিকল অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান। এ.জেড.এম. শামসুল আলম বলেন,[২৩৮]

Due to the continuous process of revision and improvement, we have lost original copy of Engil Kitab which was revealed in Aramic Language to Hazrat Isa. Nobody knows even the original words and ideas.

Let us think of Al-Quran in this background and ponder if a sentence, a word or even a vowel sign, jerr, Jabar or even a point of Nakta could be changed.

এর বিশুদ্ধতা সন্দেহাতীত।[২৩৯] পাশ্চাত্য পন্ডিত R.A.. Nicholson দ্ব্যর্থকণ্ঠে এ কথাটি স্বীকার করেছেন।[২৪০] *In the text as it has come down to us the various readings are few and unimportant and its genuineness is above suspician.*

উইলিয়াম মূর বলেন, *সম্ভবত: পৃথিবীতে অন্য কোন গ্রন্থ নেই যা বার'শ বছর ধরে এরূপ বিশুদ্ধ ও অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে।*[২৪১]

আরবী সাহিত্য কুরআনের সমতুল্য কোন গ্রন্থ নেই। এমনকি বিশ্ব সাহিত্যেও না। মূল নীতির নিরস বর্ণনায় কুরআনের মত কোন উচ্চাঙ্গের সাহিত্য রসোত্তীর্ণ গ্রন্থ আছে কিনা সন্দেহ।বিষয় বস্তুর বৈচিত্র, অপূর্ব ধ্বনি ব্যঞ্জনা, শব্দের ঝঙ্কার ও লালিত্য, বর্ণনার বলিষ্ঠতা ও প্রকাশ ভঙ্গির স্বচ্ছতা ও প্রাঞ্জলতা, সর্বোপরি রসবোধ

---

[২৩৭]. *Perhaps Al-Quran is the only book which can be memorised without understanding a word. Sayyed Qutub: In the Shade of Al-Quran(an abridged edition) Islamic Faundation Bangladesh. 1402 1981. Publisher's note.*

[২৩৮]. *প্রাগুক্ত।*

[২৩৯]. *ذلك الكتاب لا ريب فيه অর্থাৎ এটি (আল - কুরআন) এমন গ্রন্থ যাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই (২:২)।*

[২৪০]. *R.A. Nicholson : A Literary history of the Arabs. Cambridge. 1953. p 143*

[২৪১]. *There is probably in the world no other work which has remained twelve centuries so pure taxt.*
উদ্ধৃত, *রশিদুল আলম ঃ মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, বগুড়া, ১৯৭৩, পৃ-৭১।*

Dhaka University Institutional Repository

কুরআনকে যে কোন ভাষায় রচিত প্রথম শ্রেণীর সৃষ্টিধর্মী গ্রন্থ সমূহের পুরোভাগেই স্থাপন করে।[২৮২] মওলানা মুহম্মদ আলী যথার্থই বলেছেন,[২৮৩]

There was no literature,properly speaking ,in Arabic before the Quran;the few pieces of poetry that did exist never soared beyond the praise of wine of woman, or horse or sword. It was with the Quran the Arabic literature originated, and through it that Arabic became a powerful language spoken in many countries and casting its influence on the literary histories of many others. Without the Quran the Arabic language would have been no where in the world.

Noldeke বলেন, *বাচন ভঙ্গি ও শৈল্পিক নৈপুন্যের দিক দিয়ে কুরআনের বিভিন্নাংশ তুলনীয় মুল্যের দাবীদার।*[২৮৪]

আরবদের কবিতা ও বাগ্মিতায় দীর্ঘদিনের অনুশীলনের ফলে তাদের বাচনভঙ্গিতে প্রাঞ্জলতা আসে এবং বর্ণনা মাধুর্যমন্ডিত হয়। কিন্তু আল-কুরআন তাদের অতীতের এসব সাহিত্যিক কীর্তিকে ম্লান করে দেয়। তাদের সাহিত্য রচনা স্তব্ধ হয়ে যায়। পালমার তার কুরআন গ্রন্থে বলেন,

শ্রেষ্ঠ আরব লেখকেরা কুরআনের সমান উৎকর্ষ সমন্বিত কোন গ্রন্থ রচনায় সফলকাম না হতে পেরে বিস্মিত নয়।[২৮৫]

আল-কুরআন শুনে আরবদের সাহিত্যিক কবি ও পন্ডিত হতবাক হয়েছে। তারা আল-কুরআনের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় পরাজিত হয়েছে।[২৮৬]

পরিশেষে বাধ্য হয়ে তারা স্বীকার করেছে এ বাণী মানুষের রচিত নয়।[২৮৭] খালিদ ইবন উকবা আল-কুরআন শুনে বলে উঠলেন,

---

[২৮২]. *প্রাগুক্ত : ১৬৪।*

[২৮৩]. *Maulana Muhammad Ali: the Religion of Islam . 1st Indian edition, Delhi. 1994, p. 39.*

[২৮৪]. *In point of styel and artistic effect the different parts of the Quran are of very unequal value* উদ্ধৃত. *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, পৃ- ১৬৭।*

[২৮৫]. *That the best Arab writers have never succeded in producing anything equal in merit to the Quran itself is not surprising.* উদ্ধৃত , *Maulana Muhammad Ali, p. 41.*

[২৮৬]. *و إن كنتم في ريب مما نزلنا علي عبدنا فأتوا بسورة من مثله* *আমরা আমাদের বান্দা মুহাম্মদ (সাঃ) -এর প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি। এতদ সম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে তাহলে এর মত একটি সুরা রচনা করে নিয়ে এসো (২: ২৩)।*

[২৮৭]. *ليس هذا من كلام البشر* *আ. ত. ম. : ১১১; তুঃ কাজী মুহম্মদ সুলায়মান : রহমতুললিল আলামীন লাহোর,১৯৬০, ৩/২৯৮।*

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর শপথ ! নিশ্চয় আল-কুরআনে আছে মাধুর্য ও সঞ্জীবণী শক্তি। নিশ্চয় এর অভ্যন্তরে সন্তুষ্টিদায়ক, বহির্ভাগ ফলদায়ক এবং এটি মানুষের রচনা নয়।[২৪৮]

আরবের জ্ঞানী-গুনী, ছোট-বড় সবাই আল-কুরআনের অলৌকিক বাচনভঙ্গি, অপূর্ব ভাবধারা এবং এর প্রভাবের কাছে নতি স্বীকার করেছে । মহাকবি গ্যেটে (Goethe)বলেন,

বিষয়বস্তু ও লক্ষ্যের সাথে কুরআনের বাচনভঙ্গির সঙ্গতি অচঞ্চল, চমৎকার, ভয়াল সুন্দর-সর্বত্রই যথার্থ মহৎ .... এ গ্রন্থখানি সর্বযুগেই সর্বাধিক শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করতে থাকবে ।[২৪৯]

আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উপরে আল-কুরআনের প্রভাব অসীম । অনুরূপভাবে বাগ্মী ও সাহিত্যিকরা আল-কুরআন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে । K.A.Fariq যথার্থই বলেছেন, [২৫০]

It indirectly influcenced other branches of literature. In preserved and standerdized the Arabic language. Its verses have always been used by the speaker and the essayist to lent force and brightness to their words.

P.K. Hitti বলেন [২৫১]

" Its literary influence may be appreciated when we realize that it was due to it alone that the various dialects of the Arabic speaking peoples have not fallen into distinct languages, as have the Romance languages.

আল-কুরআন শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় গ্রন্থ নয়, যা শুধু তেলাওয়াত এবং দোয়া ও তাবীয কবযে সীমাবদ্ধ থাকবে। এতে রয়েছে রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতির এক মহান দিক নির্দেশনা। মহারানী ভিক্টোরিয়ার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মিস্টার গ্লাড স্টোন ক্যাবিনেট সদস্যদের এক সাধারণ সভায় এক হস্তে কুরআন ধারণ পূর্বক তার এক বক্তব্যে বলেন, *যতদিন এমহাগ্রন্থটি মিসরীয়দের হাতে থাকবে ততদিন পর্যন্ত আমরা এ দেশে শান্তিতে থাকতে পারবোনা ।*[২৫২]

---

২৪৮. و الله إن له لحلاوة و إن عليه لطروة و إن أسفله لمغدق و إن لأعلاه لثمرة و ما يقول هذا بشر *কাজী মুহম্মদ সুলায়মান : ৩/২৯০-৯১; আ. ত. ম. : ২৬।*

২৪৯. *Its style, in accordance with its contents and aim is stern, grand, terrible ever and anon truly sublime ..... Thus the book will go on exercising through all ages a most potent influence.* উদ্ধৃত, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, পৃঃ ১৬৮ ।*

২৫০. *K.A. Fariq : History of Arabic Literature, Delhi, 1972. P.99.*

২৫১. *P.K.Hitti : History of the Arabs, London, 1984. P 127.*

২৫২. *ডঃ মুহাম্মদ কুতুব : শুবহাত হাওলাল ইসলাম (অনুবাদ ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম) পৃঃ ৮-৯ ।*

Dhaka University Institutional Repository

ফরাসী পন্ডিত মরিস বুকাইলী আরো স্পষ্টকরে বলেছেন,[২৫৩]

কুরআনকে সুসঙ্গতভাবেই বলা যায় বিজ্ঞানীদের জন্য একটি বিজ্ঞান সংস্থা, ভাষাবিদদের জন্য একটি শব্দকোষ, বৈয়াকরণদের জন্য একখানা ব্যকরণ গ্রন্থ, কবিদের জন্য একখানা ছন্দ সংহিতা এবং কানুন ও বিধানের এক বিশ্বকোষ। বাস্তবিক কুরআনের পুর্ববর্তী কোন গ্রন্থই কুরআনের একটি অধ্যায়ের সমতুল্য নয়।

আল-কুরআনের বাণী শ্বাশত ও চিরন্তন। এতে পাঁচ প্রকারের বিষয় আলোচিত হয়েছে।[২৫৪]রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, আল-কুরআন পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে ঃ হালাল, হারাম, মুহকাম, মুতাশাবিহ ও আমছাল। সুতারাং তোমরা হালাল মেনে চলবে, হারাম থেকে বিরত থাকবে, মুহকামের অনুসরন করবে, মুতাশবিহের উপর বিশ্বাস রাখবে এবং আমছাল থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে।[২৫৫]

মাছাল সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন,

و لقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل (আমরা এ কুরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার মাছাল বর্ণনা করেছি)।(৩ঃ৫৮,৩৯ঃ২৭)

و تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون (আমরা এসব মাছাল মানুষের জন্য বর্ণনা করি যাতে তারা চিন্তা ভাবনা করে) (৫৯ঃ২১)।

و تلك الأمثال نضربها للناس و ما يعقلها إلا العالمون (এ সব মাছাল আমরা মানুষের জন্য বর্ণনা করি, কিন্তু জ্ঞানীরা ছাড়া আর কেউ তা বুঝেনা) (২৯ঃ৪৩)।

واضرب لهم مثلا أصحاب القرية (আপনি তাদের কাছে সে অধিবাসীদের মাছাল বর্ণনা করুন) (৩৬ঃ১৩)

আল-কুরআনে মাছাল শব্দটি ১৭৯ স্থানে বিভিন্নার্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[২৫৬]আল-মাওয়ারদী বলেন, ইলমুল আমছাল ইলমুল কুরআনের অন্যতম বৃহৎ অংশ অথচ মানুষ এ থেকে সম্পূর্ণ গাফিল। অর্থাৎ মানুষ এগুলোর নিগুঢ় অর্থ বুঝে তা থেকে ফায়দা হাসিল করছেনা। উদ্দেশ্য বিহীন মাছাল লাগামহীন ঘোড়া এবং নাকে রশি বিহীন উটের ন্যায়।[২৫৭]

---

২৫৩. *The Quran may well be regarded as an academy of science for the scientists, a lexicon for etymologists, a grammar book for grammarians, a book of prosody for poets and an encyclopedia of laws and legislation. Indeed no other book anterior to the Quran could be held equal to a single chapter thereof*. উদ্ধৃত, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, পৃ. ১৬৬-৬৯।

২৫৪. *আসসুয়ূতী ঃ আল ইতকান ফী উলূমিল কুরআন ঃ ২/১৬৭।*

২৫৫. *প্রাগুক্ত।*

২৫৬. *মুহাম্মদ ফুআদ আব্দুল বাকী ঃ মু'জামুল মুফহারিস লি আলফাযিল কুরআন, ১৪০৭/১৯৮৭, দারুল হাদীছ মিসর, পৃ. ৬৫৯-৬১।*

২৫৭. *আল-ইতকান ঃ /১৬৭।*

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম শাফি'ঈ (১৫০/৭৬৭-২০৪/৮১৯) বলেন, *উলূমুল কুরআন সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ মুজতাহিদদের প্রতি ওয়াজিব। এরপর বিধি-নিষেধ পালনের জন্যে আমছাল সম্পর্কে জ্ঞানার্জন কর্তব্য।*[২৫৮]

২. কুরআনী মাছালের প্রকারভেদঃ

কুরআনী মাছাল প্রথমতঃ দু'প্রকার : যাহির ও কামিন। এমতের যারা সমর্থন করেছেন তাঁদের মধ্যে বদরুদ্দীন যরকশী, জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, আহমদ আল-হাশিমী, নুরুল হক তানভীর, আনীস আল-মাকদিসী অন্যতম। তাঁদের মতে যেসব আয়াতে মাছাল শব্দটি স্পষ্ট থাকে তাকেই الأمثال المصرحة বা الأمثال الظاهرة (স্পষ্ট মাছাল) বলে।

আর যেসব আয়াতে মাছাল শব্দ অনুল্লেখ থাকা সত্ত্বেও আয়াতগুলো মাছাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকে الأمثال الكامنة বা গুঢ়তত্ত্ব সম্বলিত মাছাল বলে।[২৫৯]

আনীস আল-মাকদিসী আরেকটু খোলাসা করে বলেছেন, কুরআনী মাছাল দু'প্রকার:
প্রথম প্রকার : এতে স্পষ্ট উপমা বুঝাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন,

مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و تركهم في ظلمات لا يبصرون (এগুলোকে আল্লাহ তা'য়ালা কিচ্ছা কাহিনী বর্ণনার জন্যে উপস্থাপন করেছেন। এসব মাছাল সাধারণত দীর্ঘ হবে অথবা বর্ণনামূলক হবে।)[২৬০] ডঃ আব্দুল মজীদ আবিদীন এধরনের মাছালকে কিয়াসী মাছাল বলে উল্লেখ করেছেন।[২৬১]

দ্বিতীয় প্রকার হলো, যাতে উপমা স্পষ্ট থাকবেনা, অথবা কোন কাহিনী বুঝাবেনা, বরং এটি এমন মাছাল যা মানুষের মাঝে পূর্ণ প্রজ্ঞাপূর্ন মাছাল হিসেবে প্রচলিত। এধরনের বহু মাছাল- আল কুরআনে বিদ্যমান।[২৬২] যেমন

الئن حصحص الحق (এক্ষণে সত্য প্রকাশিত হলো)(১২:৫১)।

---

২৫৮. *প্রাগুক্ত।*

২৫৯. *বদরুদ্দীন-যরকশী : আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন,সম্পাদনা মুহম্মদ আবুল- ফযল ইবরাহীম, বৈরুত : ১৩৯১/১৯৭২, ১/৪৮৬. আল-ইতকান : ২/১৩২; আহমদ আল হাশিমী : জাওয়াহিরুল আদব, ২/২৬৪ : নুরুল হক তানভীর : আল আমছাল ফিল কুরআনিল কারীম ওয়া আহরাযহা, ১৫৬ : আনীস আল মাকদেসী : আল-আমছাল ফিন্নাছরিল আরবীইল-কাদীম, পৃ-১৫৮।*

২৬০. *আল-মাকদেসী : ১৫৮।*

২৬১. *জাবির : ২১৫ ।*

২৬২. *প্রাগুক্ত : ২১৮।*

Dhaka University Institutional Repository

ইবনু রশীক আল-কায়রুয়ানীর মতে মাছাল দু'প্রকার ঃহ্রস্ব ও দীর্ঘ। আল-কুরআনে এ দু'ধরনের মাছালই রয়েছে।[২৬৩] প্রথম প্রকারের উদাহরণঃ

مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا-(যাদের কে তওরাত দেয়া হয়েছিল ,অতপর তারা তা-অনুসরণ করেনি, তাদের উদাহরণ ঐ গাধা, যে পুস্তক বহন করে)(৬২:৫)।

দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণঃ

والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء حتي إذا جاءه لم يجده شيئا

(যারা কাফের, তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে। এমনকি যখন সে ওর কাছে যায় তখন সে কিছুই পায়না) ।(২৪:৩৯)।

অনেক গবেষকের মতে কুরআনী মাছাল দু' প্রকার ঃ
ক. উপমা ও রূপক বিশিষ্ট ও
খ. উপমা ও রূপক বিহীন।[২৬৪]

আবদুল মজীদ আবিদীন আরো এক প্রকার কুরআনী মাছালের বর্ণনা দিয়েছেন। সেটি সূরা লুকমানে উল্লেখিত লুকমান হাকিমের উপদেশমূলক বাক্য।[২৬৫]যেমন-

و إذ قال لقمان لإبنه و هو يعظه يبني لاتشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم . يبني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير . يبني أقم الصلوة وامر بالمعروف و انه عن المنكر و اصبر علي ما أصاب إن ذلك من عزم الأمور . ولا تصعر خدك للناس و لا تمش في الأرض مرحا إن الله لايحب كل مختال فخور . و اقصد في مشيك و اغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير .

(যখন লুকমান স্বীয় পুত্রকে উপদেশাচ্ছলে বললেন, হে বৎস ! আল্লাহর সাথে শরীক করোনা। নিশ্চয় শিরক বড় জুলুম । হে বৎস ! কোন বস্তু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা যদি থাকে কোন প্রস্তর গর্ভে অথবা আকাশে অথবা ভূ-গর্ভে তবে তাও আল্লাহ উপস্থিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সুক্ষদর্শী, সবকিছুর খবর রাখেন। হে বৎস! নামাজ কায়েম করো, সৎকাজের আদেশ অসৎ কাজে নিষেধকরো এবং বিপদ-আপদে ধৈর্য ধরো। এটা দৃঢ় সংকল্পের কাজ। অহংকার বশে মানুষকে অবজ্ঞা করো না, এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো

---

২৬৩. *ইবনু রশীক ঃ আল'উমদা: মিসর.১৯০৭.১/২৮১।*

২৬৪. *জাবির ঃ ২১৭।*

২৬৫. *আবিদীন ঃ ১৩৭-৪৩: জাবির ২২১।*

Dhaka University Institutional Repository

না। নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারকারীকে পছন্দ করে না। পদচারণায় সংযত হও এবং কণ্ঠ নীচু করো। নিঃসন্দেহে গাধার স্বর সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।)(৩১ঃ১৩,১৬ঃ১৯)।

অধ্যাপক নুরুল হক তানভীর আরো এক প্রকার কুরআনী মাছালের উল্লেখ করেছেন। তাহলো, المستوحاة مــن القرآن যা উপরে বর্ণিত মাছাল সমূহ হতে উৎসারিত। এগুলো আলকুরআনের কিস্সা কাহিনী ও আয়াত সমূহকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট হয়েছে।[২৬৬] যেমন-

سفينة نوح (নূহর (আঃ)-এর নৌকা)।

نار إبراهيم (ইব্রাহীম (আঃ)-এর অগ্নি)।

عصي موسي (মুসা (আঃ)-এর লাঠি)।

ذئب يوسف (য়ুসূফ (আঃ)-এর নেকড়ে)।

حوت يونس (য়ুনূস (আঃ)-এর মাছ)।

خاتم سليمان (সোলায়মান (আঃ)-এর আংটি)।

ناقة صـــالح (সালিহ (আঃ)-এর উষ্ট্রী।

তিনি (তানভীর) الأمثال المستوحاة من القرآن الكريم শিরোনামের অধীনে এধরনের মাছাল উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

এখানে বেশ কিছু সংক্ষিপ্ত প্রচলিত মাছাল আছে। যেগুলো কুরআনী মাছালের সাথে খুবই ঘনিষ্ট সম্পর্ক রাখে। এর কতকগুলোতে সরাসরি কুরআনের শব্দ চয়ন করা হয়েছে কতকগুলোতে আযাতের কিয়দংশ অথবা কতকগুলো নবী রসূলদের সম্পর্কিত কিচ্ছা কাহিনী ও ঘটনা থেকে প্রাচীন ও আধুনিক লেখকগণ এগুলো উল্লেখ করেছেন।[২৬৭] যেমন -

أتـــب مـــن لهـب (আবূ লাহাব হতেও ধ্বংসশীল)।

أتيه من قوم موسي (মূসা (আঃ) -এর উম্মতের ন্যায়, তীহ ময়দানে অধিক ভ্রমনকারী)।

ডঃ জাবির বলেন, মাছালের প্রকারগুলোকে আমরা দুটো অধ্যায়ে (مجموعة) বিভক্ত করতে পারি।

الأمـثال الـمقصـــودة যে সব মাছালকে প্রবক্তা ইচ্ছা করে মাছাল বানিয়েছেন। তাকে আল-আমছালুল মাকসূদা বলে।

---

[২৬৬]. *নুরুল হক তানভীর ঃ ১০৮; জাবির ২২৪।*

[২৬৭]. *তানভীর ঃ ২১।*

Dhaka University Institutional Repository

الأمثال غير المقصودة ঐ সব মাছাল যে গুলোকে মানুষ মাছাল হিসেবে বাছাই করেছে। প্রবক্তা এগুলোকে মাছালের জন্যে বলেনি তাকে আল-আমছাল গাইরি মাকসূদা বলে।[২৬৮]

এ দু'ধরণের মাছালেই তুলনা, উপমা অথবা কিসসা ও ঐতিহাসিক কাহিনী হবে অথবা কাল্পনিক হবে। এগুলো প্রচলিত, সংক্ষিপ্ত অথচ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানগর্ভ বাক্য হবে।

তিনি আরো বলেন,যত কুরআনী মাছাল আছে সবগুলো দুভাগে বিভক্ত :

ক. প্রথম প্রকার ঃ যাতে উপমা ও তুলনা থাকবে। গবেষকদের কেহ কেহ এ প্রকারের মাছালকে أمثال التمثيل বা রূপক মাছাল কেহ الأمثال القياسية বা কিয়াসী মাছাল কেহ الأمثال الظاهرة বা প্রকাশ্য মাছাল নামে আখ্যায়িত করেছেন। অলংকার শাস্ত্রবিদ একে التمثيل المركب বা যৌগিক রূপক বাক্য বলে অভিহিত করেছেন।[২৬৯] যেমন ঃ-

إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها

(আল্লাহপাক নিঃসন্দেহে মশা বা তদুর্ধ বস্তু দ্বারা উপমা উপস্থাপনে লজ্জা বোধ করেন না) (২/২৬)।

و مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لايسمع دعاء ولانداء

(আর এহেন কাফিরদের উদাহরণ এমন, যেন কেউ এমন কোন জীবকে আহবান করছে যা হাঁক-ডাক আর চিৎকার ছাড়া কিছুই শুনেনা) (২/১৭১)।

দ্বিতীয়টি হলো কাহিনীমূলক (الأمثال القصصية)আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপদেশের জন্যে ব্যপকাকারে বহু দীর্ঘ কিসসা কাহিনী বর্ণনা করেছেন।[২৭০] যেমন-

واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون আপনি তাদের কাছে সে জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন ,যখন সেখানে রসুলগণ আগমন করেছিলেন) (৩৬ঃ১৩)।

মান্না' কাত্তানের মতে আল-কুরআনে ব্যবহৃত মাছালগুলো তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ

---

২৬৮. *জাবির ঃ ২২৫-২৬।*

২৬৯. *প্রাগুক্ত ঃ ২২৬-২৭।*

২৭০. *প্রাগুক্ত ঃ ২২৭।*

Dhaka University Institutional Repository

ক. الأمثال المصرحة বা স্পষ্ট মাছাল

খ. الأمثـال الكامنـة বা অস্পষ্ট মাছাল ও

গ. الأمثال المـرسلة বা সরল সহজবোধ্য মাছাল।[২৭১]

প্রত্যেক প্রকারের উদাহরন নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

ক. আল-আমছালল-মুসাররাহা ঃ

*. আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة و الله يضاعف لمن يشاء و الله واسع عليـم .

(যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উদাহরণ একটি বীজের মতো যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে এক'শ করে দানা থাকে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দ্বিগুণ করে দেন আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ) (২ঃ২৬১)

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর রাহে এক গুণ খরচের সাত শত গুণ প্রতিদানের কথা উল্লেখ আছে। অথার্ৎ যেকোন সৎকাজের প্রতিদান সাত'শ পর্যন্ত হয়ে থাকে। এটিকে আল্লাহ তা'আলা অতিসহজ ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি এপ্রবৃদ্ধিকে একটি শস্যদানার সাথে তুলনা করেছেন। যে শস্য দানা থেকে প্রথমে একটি গাছ জন্মায়।পুনরায় তা থেকে আরো ছয়টি গাছ গজায়। পরিশেষে সাতটি গাছে সাতটি ছড়া উৎপন্ন হয়। প্রতিটি ছড়ায় এক'শ করে শস্য দানা হলে মোট সাত'শ দানায় পরিণত হয়ে। মূলতঃ দেখা যাচ্ছে একটি শস্যদানা হতে সাত'শ দানায় রূপান্তরিত হলো।অনুরূপভাবে খরচকারীর ঈমান এবং তার নিষ্ঠার উপর প্রতিদান নির্ভর করে।যার ঈমান যত মজবুত এবং যত খাঁটি তার খরচের প্রতিদানের পরিমাণও ততোবেশী।[২৭২]

খ. مثل الفريقين كالأعمي و الأصم و البصير و السميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون

(উভয় পক্ষের দৃটান্ত হচ্ছে যেমন অন্ধ ও বধির এবং যে দেখতে পায় ও শুনতে পায় উভয়ের অবস্থা কি সমান তবু তোমরা কি ভেবে দেখনা ? (১১ ঃ ২৪)

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা কাফিরদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, তারা শুনতে পায়না দেখতেও পায়না। এর পর মুমিনদের কথা বর্ণনা হিয়েছেন। যে, তারা ঈমান আনে সৎকাজ করে প্রভূর সান্নিধ্যে চলে যায়। এরপর তাদের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য 'ইবাদতের বর্ণনা দিয়েছেন এদ'টি দলের একটিকে অন্ধ ও বধিরের সাথে তুলনা করেছেন। এজন্যে যে, এরা সত্যদর্শনে অন্ধ এবং সত্য শ্রবণে বধির আর দ্বিতীয় দলটির অন্তরদৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি

---

২৭১. *মান্না' আল-কাত্তান ঃ ২৮৩।*

২৭২. *ইবনুল কা. য়্যিম আল- জওযী ঃ আল্ আমছাল ফিল কুরআনিল কারীম. ১ম সং. ১৪০৬/১৯৮৬. পৃঃ-৫০।*

Dhaka University Institutional Repository

খুবই তীক্ষ্ম। আয়াতে এদু'টি বিষয়কে তুলনা করা হয়েছে দু'টি দলের জন্যে। এবং এদু'টো দলের মধ্যে কোন মিল নেই এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।[২৭৩]

إن مثل عيسي عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون

(নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ঈসা (আঃ) এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদম (আঃ) এর মত। তাঁকে মাটি দিয়ে তৈরী করেছিলেন। এরপর তাঁকে বলেছিলেন- হয়ে যাও, সঙ্গে-সঙ্গে হয়ে গেলেন। [২৭৪]

للذين لا يؤمنون بالأخرة مثل السوء ولله المثل الأعلي و هو العزيز الحكيم

(যারা পরকাল বিশ্বাস করেনা তাদের উদাহরণ নিকৃষ্ট এবং আল্লাহর উদাহরণই মহান। তিনি পরাক্রমশালী।)[২৭৫]

و اضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين

(আপনি তাদের কাছে দু' ব্যক্তির মাছাল বর্ণনা করুন। আমি তাতের একজনকে দু'টি আঙ্গুরের বাগান দিয়েছি।)[২৭৬]

ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشكسون و رجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا

(আল্লাহ একটি মাছাল বর্ণনা করেছেন। একটি লোকের উপর পরস্পর বিরোধী কয়েকটি মালিক আছে। আর এক ব্যক্তির প্রভূ মাত্র একজন- তাদের উভয়ের অবস্থা কি সমান ?) [২৭৭]

গ. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و تركهم في ظلمات لايبصــرون(তাদের উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অগ্নি জ্বালালো। অতঃপর যখন ওর চতুর্দিকে আলোকিত হলো তখন আল্লাহ তা'য়ালা তার আলো নিয়ে গেলেন এবং তাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন। আর তারা দেখতে পাচ্ছিল না) (২:১৭)।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা মুনাফিকদের দু'টি উদাহরণ দিয়েছেন তারা আগুন জ্বেলেছে অথবা বৃষ্টিতে পতিত হয়েছে। আগুনে আলো আর পানিতে জীবনী শক্তি রযেছে। তদ্রূপ ওহী নাযিল হয়েছে অন্তরকে আলোকিত ও জীবিত করার জন্যে কিন্তু মুনাফিকরা ইসলাম গ্রহন করে অন্তরকে আলোকিত ও জীবিত করেনি।[২৭৮]

খ. আল-আমছালুল কামিনার উদাহরনঃ

মাওয়ারদীর বর্ণনায় পাওয়া যায়, আবু ইসহাক ইব্রাহীমের পিতা মাযারিব ইবন ইব্রাহীম, হাসান ইবন ফযলকে আরব অনারব কর্তৃক রচিত মাছালগুলোর মতো মাছাল কুরআন থেকে বের করতে পারেন কিনা তা

---

২৭৩. প্রাগুক্ত : ১৩।

২৭৪. আল-কুরআন : ৩ : ৫৯।

২৭৫. আল-কুরআন : ১৬ : ৬০।

২৭৬. আল-কুরআন : ১৮ : ৩২।

২৭৭. আল-কুরআন : ৩৯ : ২৯১।

২৭৮. মান্না' কাত্তান : ২৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

জিজ্ঞাসা করলে তিনি নিম্নে বর্ণিত মাছালগুলোর ভাবার্থ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে থেকে বের করে উপস্থাপন করেন।[২৭৯]

আরব/অনারব মাছাল	কুরআনী মাছাল
১. خير الأمور أوسطها (মধ্যমকাজ সর্বোত্তম)।[২৮০]	لافارض و لابكر عوان بين ذلك (যা বৃদ্ধও নয় বাছুরও নয় বরং মধ্য বয়সী) (২:৬৮)
	২. و الذين إذا أنفقوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما (এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করেনা, কার্পণ্যও করেনা বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়) (২৫ ঃ ৬৭)
	৩. ولا تجعل يدك مغلولة إلي عنوقك ولاتبسطها كل البسط (তুমি একেবারে ব্যয়কুণ্ঠ হয়োনা এবং একেবারে মুক্ত হস্তও হয়োনা)(১৭:২৯)
	৪. لاتجهر بصلاتك ولا تخافت بها واتبع بين ذكل سبيلا (নামাজে স্বর উচ্চ করোনা অতিশয় ক্ষীণও করোনা। এতদুভয়ের মধ্যপথ অবলম্ব করো)।(১৭:১১০)
২. من جهل شيئا عاداه (যে কোন বিষয় সম্পর্কে জানেনা সে এর বিরোধিতা করে)।[২৮১]	২. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه (পরন্ত ওরা যে বিষয় জ্ঞান আয়ত্ত্ব করেনি তা অস্বীকার করে)।(১০:৩৯)
	২. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم

২৭৯. আল-ইতকান ঃ ১/৯৬৮ ।

২৮০. প্রাগুক্ত ।

২৮১. প্রাগুক্ত ।

৩ . إحذر شرا من أحسنت إليه

(উপকৃতের অনিষ্টতা হতে দূরে থাকো)।[১৮২]

৪. ليس الخبر كالعيـــــــان

প্রত্যক্ষদর্শনের ন্যায় আর খবর নেই ।[১৮৩]

৫. في الحركات بـــــــركات

(হরকতে বরকত আছে) ।[১৮৪]

৬. كما تديـــــن تــــــدان

(যেমন কর্ম তেমন ফল) ।[১৮৫]

৭. لا يلدغ المؤمن في جحر مرتين

(মু'মিন কখনো এক গর্তে দু'বার পতিত হয়না) ।[১৮৬]

(ওরা এদ্বারা হেদায়েত হয়না বিধায় বলে বেড়ায় কুরআনতো এক পুরাতন মিথ্যা) ।(৪৬:১১)

৩. وما نقموا إلا أن أغناهم الله و رسوله من فضله

(আল্লাহ তার রসুল নিজ কৃপায় তাদেরকে অভাবমুক্ত করেছিলেন বলেই তারা বিরোধিতা করেছিল।)(৯:৭৪)

৪.أولم تؤمن قال بلي و لكن ليطمئن قلبي

হে ইব্রাহীম আপনি কি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছেননা? উত্তরে তিনি বললেন হ্যাঁ, কিন্তু মনের প্রশান্তির জন্য প্রত্যক্ষ করতে চাই) ।(২:২৬০)

৫ . و من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا و سعة

(কেউ আল্লাহর পথে হিজরত করলে সে দুনিয়ার বহু আশ্রয়স্থল এবং প্রাচুর্য লাভ করবে) ।(৪:১০০) ।

৬. من يعمل سوءا يجزا به

(যে খারাপ কাজ করবে তাকে অনুরূপ প্রতিদান দেওয়া হবে) (৪:১২৩) ।

৭ . فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه و من يعمل مثقال ذرة شرا يراه

(যে অনু পরিমান সৎকাজ করবে সে তা দেখতে পাবে) । (৯৯: ৭,৮) ।

৭. قال هل أمنكم عليه إلا كماأمنتكم علي أخيه من قبل

(য়াকূব (আঃ) বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বনি য়ামিন সমন্ধে সেরূপ বিশ্বাস করবো যেরূপ বিশ্বাস

---

১৮২. প্রাগুক্ত।

১৮৩. প্রাগুক্ত।

১৮৪. প্রাগুক্ত : ১৬৯।

১৮৫. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলাম ইতিপূর্বে তার ভাই য়ূসুফ সমন্ধে) (১২:৬৪)

৮ . و سوف يعلمون حين يرون العذاب في أضل سبيلا

(যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন জানবে কে সর্বাধিক পথভ্রষ্ট?)(২৫:৪২)।

৮ .حين تقلي تـــــــدري

(যখন শাস্তি দেয়া হবে তখন জানবে) ।[২৮৭]

৯ . كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله و يهديه إلي عذاب السعير

(তার সম্বন্ধে এ নিয়ম করে দেয়া হয়েছে যে, যে কেউ তার সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাকে পথভ্রষ্ট করবে) (২২:২৭)।

৯ . من أعان ظلما سلط عليه

(যে জুলমের সহায়তা করবে সে নিজেই জুলমের শিকার হবে) ।[২৮৮]

১০ . ولايلدوا إلا فاجرا كفارا

(ওরা জন্ম দিতে থাকবে কেবল দুস্কৃতিকারী ও কাফির) (৭১:২৭)।

১০. لاتلد الحية إلا الحية

(সাপ সাপই জন্ম দেয়) ।[২৮৯]

১১. و فيكم سماعون لهم

(তোমাদের মধ্যে ওদের কথা শুনার লোক আছে(৯:৪৭)।

১১. للحيطان آ ذان

(দেয়ালেরও কান আছে) ।[২৯০]

১২.من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا

(যারা বিভ্রান্তিতে আছে দয়াময় (আল্লাহ)তাকে প্রচুর ঢিল দেবেন) (১৯:৭৫)।

১২. الجاهل مرزوق و العالم محروم

(নিরক্ষর রিযিক প্রাপ্ত এবং ও জ্ঞানী বঞ্চিত হয়) ।[২৯১]

১৩. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا و يوم لايسبتون لا تأتيهم

শনিবার উদযাপনের দিন মাছ পানিতে ভেসে তাদের

১৩. الحلال لايأتيك إلا قوتا و الحرام لايأتي جزافا

(হালাল শক্তি বর্ধন করে আর হারাম অন্ধ করে

---

২৮৬. প্রাগুক্ত।

২৮৭. প্রাগুক্ত।

২৮৮. প্রাগুক্ত।

২৮৯. প্রাগুক্ত।

২৯০. প্রাগুক্ত।

২৯১. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

দেয়)।[২৯২]

নিকট আসতো ; কিন্তু যেদিন তারা শনিবার উদযাপন করতোনা সেদিন তারা তাদের নিকট আসতোনা) (৭:১৬৩)।

গ. আল- আমছালুল-মুরসালা

আল-আমছালু ল- মুরসালাতে মাছালের সমার্থক কোন শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। এগুলো অতি সহজ ও সরল বাক্যে উক্ত হয়েছে। অথচ মাছাল হিসেবে তা ব্যবহৃত হয়।[২৯৩]

যেমন-

১। ألآن حـصـحـص الــــحق — এক্ষণে সত্য প্রকাশিত হলো (১২: ৫১)।

২. عسي أن تكرهوا شيئا و هو خير لكم — তোমরা যা পছন্দ করোনা সম্ভবতঃ তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর (২:২১৬)।

৩। لايستـــوي الخبـيث و الـطيـب — মন্দ ও ভাল এক নয় (৫:১০০)।

৪। قـــل هـــل يستـــوي الـــذيـــن يـعلمـــون و الـــذيـــن لا يعلمــــون — বলুন, যারা জানে আর যারা জানেনা তারা কি সমান ? (৩৯:৯)।

৫। ولاتنازعــــوا فتفشلوا و تذهب ريحكم — আর তোমরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবেনা, করলে তোমরা সাহস হারাবে (৮:৪৬)।

৬। فمن عـــفا و أصلح فأجره علي الله — এবং যে ক্ষমা করে দেয় ও আপোষ-নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট আছে (৪২:৪০)।

৭। إن الــــمبذرين كانوا إخوان الشياطين — যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই।(১৭:২৭)

৮। واولــــوا الأرحام بعضهم أولي ببعض — এবং আত্মীয়গণ আল্লাহর বিধানে একে অন্য অপেক্ষা অধিক হকদার (৮:৭৫)।

৯। لئـــــــن شكـــرتم لأزيدنــــكم — তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দেব (১৪:৭)।

১০। و قليــــــل من عبـــادي الشكـــور — আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ। (৩৪:১৩)।

১১. و من شكر فإنما يشـــــــكر لنفســه — যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তা করে নিজের কল্যাণের জন্যে (২৭: ৪০)।

১২. إدفـــع بالتي هـــــي أحســـن — মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা (৪১: ৩৪)।

---

২৯২. প্রাগুক্ত।

২৯৩. মান্না' কাত্তান : ২৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. فمن نكث فإنما ينكث لنفســــــه

সুতরাং যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে ওটা ভঙ্গ করার পরিণাম তারই (৫৮:১০)।

১৪. و مـــن يبخل فإنما يبخـــــــل
عن نفسه و الله الغني و أنتم الفقراء

আর যারা কার্পণ্য করে তারা তো নিজেদের প্রতিই কার্পণ্য করে (৪৭:৩৮)। আল্লাহ সম্পদশালী আর তোমরা গরীব।

১৫. كل حزب بما لديهم فرحـــــــون

প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল (৩০:৩২)।

১৬. و لو بســـــــط الله الــــــرزق
لعبـــــــاده لـــــبغوا في الأرض

আল্লাহ তাঁর সকল বান্দাকে জীবনোপকরণে প্রাচুর্য দিলে তারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করতো (৪২:২৭)।

১৭. و مـــن يهن الله فما له من مكـــــرم

আল্লাহ যাকে হেয় করেন তার সম্মান দাতা কেউই নেই (২২:১৮)।

১৮. و مــا أوتيــــــتم من العلم إلا قلـــــيلا

এবং তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।(১৭:৮৫)

১৯. أينمـــــــــا يوجهــه لايأت بخــير

তাকে যেখানেই পাঠানো হোক না কেন সে ভাল কিছুই করে আসতে পারেনা, (১৬:৭৬)।

২০. فــــليضحكــوا قليــلا و ليبكـوا كثيرا

অতএব তাহারা কিঞ্চিত হাসুক প্রচুর কাঁদবে, (তাদের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ)(৯:৮২)।

২২. و قـــــــول معـــــــروف و مغفــــرة
خــــير مـــن صدقــة يتبعـــــها اذي

যে দানের পর ক্লেশ দেয়া হয় তা অপেক্ষা ভাল কথা ও ক্ষমা শ্রেয় (২:২৬৩)।

২৩. وما تنفقـــــوا مــن خــير يوف إليكـم

যে ধনসম্পদ তোমরা ব্যয় কর তার পুরস্কার তোমাদেরকে পুরোপুরি ভাবে প্রদান করা হবে (২:২৭২) ।

২৪. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها
و من يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها

কেউ কোন ভাল কাজের সুপারিশ করলে তাতে তার অংশ থাকবে, এবং কেউ কোন মন্দ কাজের সুপারিশ করলে ওতেও তার অংশ থাকবে (৪: ৮৫)।

২৫. فمن اضطــر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه

যে অনন্যোপায় অথচ নাফরমান কিংবা লংঘনকারী নয় তার কোন পাপ হবে না (২:১৭৩)।

২৬. ليـــــــس للإنســــــان إلا ما سعي

মানুষ তাই পায় যা সে করে (৫৩ : ৩৯)।

Dhaka University Institutional Repository

২৭.	كل إمـــــرئ بـــما كسبـــــت رهـين	প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃত কর্মের জন্য দায়ী (৫২: ২১
২৮.	لا يضركم من ضل إذا اهـــــتديــــتم	তোমরা যদি সৎ পথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদেরকে কোন ক্ষতি করতে পারবেনা । (৫: ১০৫) ।
২৯.	و قاتلـــــــوهم حتي لاتكون فتنـــــة	তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো যাবত ফিতনা দুরীভূত না হয় (২ : ১৯৩) ।
৩০.	و لـــــــولا دفـــــــع الله الناس بعضهم ببعض لفســـــــدت الأرض	আল্লাহ যদি মানব জাতির একদলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত (২: ২৫১) ।
৩১.	ولا تـــــزر وازرة وزر أخـــــري	কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না (৩৫: ১৮) ।
৩২	ولاتنقصوا الأيمان بعد توكـــــيدهـــا	তোমরা শপথ দৃঢ় করার পর তা ভংগ করোনা (১৬:৯১) ।
৩২ .	وإذا سمعوا اللغو أعرضـــــوا عنـــه	তারা যখন অসার বাক্য শ্রবন করে তখন তারা তা উপেক্ষা করে চলে (২৮: ৫৫) ।
৩৩.	و إذا مروا باللغـــــو مـــروا كرامـــا	এবং তারা অসার ক্রিয়া-কলাপের সম্মুখীন হলে স্বীয় মর্যাদার সহিত তা পরিহার করে চলে (২৫ : ৭২) ।
৩৪.	لكل جعلنا منـــــكم شرعة و منهاجا	তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে আইন ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি (৫ : ৪৮) ।
৩৫.	و لكـــل وجهـــــــــــة هو موليها	প্রত্যেকের একটি দিক রয়েছে, যে দিকে সে মুখ করে (২ : ১৪৮) ।
৩৬.	قل كل يعمل علـــــــي شاكلـــــته	বল, প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে থাকে (১৭ : ৮৪) ।
৩৭.	و فـــــوق كل ذي علم علـــــيم	এবং প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছে সর্বজ্ঞানী (১২ : ৭৬) ।
৩৮.	ولكـــــــــل درجات مما عملـــوا	প্রত্যেকে যা করে , তদনুসারে তার স্থান রয়েছে (৬ : ১৩২) ।
৩৯	ظـــــــهر الفســــاد في البر و البحر بما كســــــبت أيــــدي الناس	মানুষের কৃতকর্মের দরুন সমুদ্রে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়ে পড়ে (৩০ : ৪১) ।
৪০.	و إن جنحـــوا للسلم فاجنـــــح لها	তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুকে পড়ে তবে তুমি ও সন্ধির দিকে ঝুকবে (৮ : ৬১) ।
৪১.	فما استقـــــــاموا لكم فاستقيموالهم	যাবৎ তারা তোমাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে তোমরা ও তোমাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে (৯ : ৭) ।

Dhaka University Institutional Repository

৪২.	و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به	যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহন কর, তবে তা ঠিক ততখানি করবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে (১৬ : ১২৬)।
৪৩.	و جـــزاء سيئة سيئـــة مثلها	এবং মন্দের প্রতিফল অনুররূপ মন্দ । (৪২ : ৪০)
৪৪.	فمن اعتدي عليـــكم فاعتـــدوا عليه بمـــثل ما اعتـــدي عليكم	সুতরাং যে কেহ তোমাদেরকে আক্রমণ করবে তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে (২ : ১৯৪
৪৫.	هل جزاء الإحسان إلا الإحســان	উত্তম কাজের জন্যে উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কি হতে পারে ? (৫৫ : ৬০)
৪৬.	فاذكـــروني أذكركـــم	সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর (২ : ১৫২)। আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো।
৪৭.	و إن عدتـــم عدنـــا	এবং তোমরা যদি তোমাদের পূর্ব আচরণের পুনরাবৃত্তি কর তবে আমিও পুনরাবৃত্তি করব (১৭ : ৮)।
৪৮.	إن الله لايغـــير ما بقـــوم حتي يغـــير ما بانفســـهم	এবং আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে।
৪৯.	و ما كان ربك لـــيهلك القـــري بظلم و أهلها مصـــلحون	আর তোমার প্রতিপালক এমন নহেন যে, তিনি অন্যায়ভাবে জনপদ ধ্বংস করবেন । অথচ অধিবাসীরা পুন্যবান । (১১ : ১১৭)
৫০.	لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحهـــا	দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাবে না । (৭ : ৮৫)
৫১.	و لا تقف ما ليس لك به علـــم	যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই ওর অনুসরন করো না (১৭ : ৩৬)।
৫২.	لاتسألوا عن أشياء أن تبدلكم تسؤكم	তোমরা সে সব বিষয়ে প্রশ্ন করো না যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে (৫ : ১০১)।
৫৩.	عليكم أنفسكم لايضركم من ضـــل	আত্ম সংশোধন করাই তোমাদের কর্তব্য, তোমরা যদি সৎ পথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না । (৫ : ১০৫)
৫৪.	كل نفـــس ذائقـــة المـــوت	জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে । (৩ : ১৮৫)
৫৫.	كل مـــن علـــيهـــا فان	ভূ-পৃষ্টে যা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর (৫৫ : ২৬)
৫৬.	كل شئ هالـــك إلا وجهـــه	আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল । (২৯ : ৮৮)

Dhaka University Institutional Repository

৫৭.	فإن مع العسر يســرا إن مع العسر يسرا	কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে । অবশ্য কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে (৯৪ ঃ ৫-৬)।
৫৮.	سيجعـــــل الله بعـــــــد عسر يسرا	আল্লাহ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি (৬৫ ঃ ৭)।
৫৯.	واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل	তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার কার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে । (৪ ঃ ৫৮)
৬০.	الحق أحـــــــق أن يتبـــــــــــع	সত্য আনুগত্যের অধিকতর হকদার । (১০ ঃ ৩৫)
৬১.	فماذا بعد الحـــق إلا الضـــــــــلال	সত্য ত্যাগ করবার পর বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কী থাকতে পারে ? (১০ ঃ ৩২)
৬২.	ولاتعاونـــــــــوا علي الإثم و العدوان	এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না (৫ ঃ ২) ।
৬৩.	فلن أكـــــون ظهيرا للمجرمــــــين	আমি কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হবোনা (২৮ঃ১৭)।
৬৪.	فلاتلوموني و لوموا أنفســـــــــــكم	তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করো না, তোমরা নিজেদের প্রতি দোষারোপ কর (১৪ ঃ ২২)।
৬৫.	فإذا عزمت فـــــــتوكل علـــي الله	অতঃপর তুমি কোন সংকল্প করলে আল্লাহর উপর নির্ভর করবে (৩ ঃ ১৫৯)।
৬৬.	فطرة الله التـــــي فطـــــــر الناس عليها لاتبـــديل لخــــــلق الله	আল্লাহর প্রকৃতি , যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন (৩০ ঃ ৩০)।
৬৭.	يريد الله بكـــم اليسر ولايريد بكم العسر	আল্লাহ তোমাদের জন্যে যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য ক্লেশকর তা চান না (২ ঃ ১৮৫)।
৬৮.	و إن تعدوا نعمة الله لاتحصـــــوها	তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না (১৪ ঃ ৩৪)।
৬৯.	قل متاع الدنيــــــا قـــــــليل	বল, পার্থিব ভোগ সামান্য (৪ ঃ ৭৭)।
৭০.	إنما الحياة الـــــــدنيا لعب و لهو	পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক (৫৭ ঃ ২০)।
৭১.	وما الحياة الدنيــــا إلا متاع الغرور	পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যাতীত কিছুই নয় (৫৭ ঃ ২০)।
৭২.	من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها	কেউ কোন সৎকর্ম করলে সে তার দশগুণ পাবে(৬ ঃ ১৬০)।
৭৩.	إن الحسنــــــــات يذهبن السيئات	সৎকর্ম অবশ্যই অসৎকর্ম মিটিয়ে দেয় (১১ ঃ ১১৪)।
৭৪.	إن أكرمكـــــم عنـــــد الله أتقاكم	তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী (৪৯ ঃ ১৩)।

Dhaka University Institutional Repository

৭৫. أليس الصــــــــــــــبح بقريــــــب প্রভাত কি নিকটবর্তী নয় ? (১১: ৮১)

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা সংগত মনে হয় । তাহলো এই যে, আল-কুরআনে এধরনের বহু আয়াত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন স্থানে মাছাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে । আল-কুরআনের কোন আয়াত মানুষের কোন চিন্তা বা উক্তির সাথে সামঞ্জস্যশীল হলে তা সেস্থলে ব্যবহৃত হয় । এ ধরনের ব্যবহারের বৈধতা সম্পর্কে ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছে ।

অনেক আলিমের মতে আল-কুরআনের আয়াত এভাবে ব্যবহার বৈধ নয় । তাদের মতে পার্থিব ব্যাপারে আল-কুরআনের আয়াত মাছাল হিসেবে ব্যবহার করা হলে আল-কুরআনের সাথে বেয়াদবী হয়। ওর পবিত্রতা ক্ষুন্ন হয় এবং মুমিনদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় । ইমাম রাযী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন আল্লাহর বানী لكم دينكم و لي دين তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন আর আমার জন্যে আমার দ্বীন' আয়াতটিকেই । কোন জিনিষ পরিত্যাগ করার জন্যে মাছাল হিসেবে ব্যবহার করে তাহলে এটা বৈধ হবে না। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনকে মাছালের জন্যে নাযিল করেননি । বরং এতে চিন্তা ভাবনা এবং গবেষণা করতঃ এর প্রতি আমল করার জন্যে নাযিল করেছেন ।[২৯৪]

আবূ 'উবায়দা বলেন , যদি কেউ তার বন্ধুর কাছে অথবা অন্য কারো কাছে বিনা উদ্দেশ্যে এসে ঠাট্টাচ্ছলে বলে جئت علي قدر يا موسي (হে মূসা , তুমি নির্ধারিত সময়ে এসে পৌছেছ)(২০ : ৪০) । তাহলে এটা কুরআনের অবমাননা হলো ।

এজন্যে ইবন শিহাব যুহরী বলেন : তোমরা আল্লাহর কিতাব ও রসুলের সুন্নতকে নিয়ে মুনাযারা (ধর্মীয় বিতর্ক) করবেনা । তিনি আরো বলেন ; আবু উবায়দা বলেছেন, কুরআন ও হাদীছের মোকাবিলা, কোন কথা বা কাজের সমকক্ষতা উপস্থাপন করবেনা ।[২৯৫]

৩. কুরআনী মাছালের উপকারিতা :

১. 'আলিমদের মতে আল-কুরআনে উপস্থাপিত দৃষ্টান্তের উপকারিতা অনেক । যেমন - উপদেশ দান, উৎসাহিত করা, ভীতি প্রদর্শন, দৃষ্টান্ত উপস্থাপন ইত্যাদি । জ্ঞানের মাধ্যমে আসল ভাব উদ্ধার করা এবং অনুভূতির মাধ্যমে এর প্রতিচ্ছবি চিত্রিত করা ইত্যাদি । বলা বাহুল্য আমছাল অনুভূতির সাথে বুদ্ধির যোগ সাজসে কোন বস্তুকে মানুষের অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করে । যেমন লোক দেখানো ব্যয়কারীর অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ,

فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لايقدرون عليه شيئا مما كسبوا (তাহার উপমা একটি মসৃন পাথর যাহার উপর কিছু মাটি থাকে, অতঃপর তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত তাকে পরিস্কার করে রাখে) । (২ : ২৬৪)

---

[২৯৪]. মান্না' আল-কাত্তান : ২৮৭ ।

[২৯৫]. প্রাগুক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

২. আল-কুরআনে মাছাল ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো প্রকাশ্য বস্তুর সঙ্গে অপ্রকাশ্য বস্তুর এবং দৃশ্যমান বস্তুর সঙ্গে অদৃশ্যের উপমা দেয়া । যেমন - আল-কুরআনে এরশাদ হয়েছে, ।

الذين يأكلون الربا لايقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس

(যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তিরই ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে) । (২ ঃ ২৭৫)

৩. মাছাল সংক্ষিপ্ত বাক্যে চমৎকার মনোহারী অর্থ প্রদান করে , যেমন ঃ আল-আমছালুল-কামিনা ও আল-আমছালুল মুরসালায় বর্ণিত মাছাল সমুহ ।

৪. উপমিত বস্তুর প্রতি মানুষের অন্তর এবং দৃষ্টিকে আকর্ষণ করার জন্যে মাছাল বর্ণনা করা হয়ে থাকে ।

যেমন -

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل لله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل

যারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য আল্লাহর পথে ব্যয়করে তাদের উপমা একটি শষ্যবীজ, যা সাতটি শীর্ষ উৎপাদন করে) । (

২ ঃ ২৬১)

৫. উপমিত বস্তু যদি অপছন্দনীয় হয় তার প্রতি ঘৃনা সৃষ্টির জন্যে মাছাল পেশ করা হয়ে থাকে । যেমন -

ولايغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم ان يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه

(এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না । তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভ্রাতার গোস্ত ভক্ষন করতে চাবে ? বস্তুতঃ তোমরা তো ওকে ঘৃণ্যই মনে করো) । (৪৯ ঃ ১২)

৬. কখনো বা উপমানের প্রশংসার জন্যে মাছাল পেশ করা হয়ে থাকে যেমন - আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করছেন (আরবী)

ذلك مثلهم في التوراة و مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوي علي سوقه

يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار

(তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপই এবং ইঞ্জিলেও । তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা হতে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কান্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা চাষীর জন্যে আনন্দদায়ক । এভাবে আল্লাহ মুমিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন) । (৪৮ ঃ ২৯)

Dhaka University Institutional Repository

৭. মাছাল সবচাইতে প্রভাব বিস্তারকারী সবচাইতে বড় উপদেশদাতা, শক্তিশালী সাবধানকারী এজন্যে আল্লাহ তা'য়ালা উপদেশ ও নসীহতের জন্যে বেশী করে মাছাল বর্ণনা করেন । যেমন - এরশাদ হচ্ছে ,

و لقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل لعلـهم يتذكـرون

(আমি এ কুরআনে মানুষের জন্য সর্ব প্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহন করে ।) (৩৯ ঃ ২৭)

২. মানুষের জন্যে আমি ঐ সকল দৃষ্টান্ত দেই ;কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই তা বুঝে ।(২৯,৪৩)

এছাড়া আল-কুরআনের মাছালগুলোতে ছওয়াব (পূণ্য) মদহ (প্রশংসা), যম(নিন্দা) আজর (বিনিময়), 'ইকাব(শক্তি),কোন কাজে উচ্ছসিত প্রশংসা কিংবা তুচ্ছ করা ইত্যাদি নানাবিধ বস্তু শামিল রয়েছে।

এ আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উল্লেখিত আল-কুরআনে ব্যবহৃত মাছালগুলো প্রবাদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি। যেহেতু কুরআনের স্টাইল ও বাচন ভঙ্গি সবই ভিন্ন ধরনের। এর সাথে মানবীয় কোন কিছুর তুলনা হয়না। এ প্রসঙ্গে মারগোলিউথের মন্তব্য প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেন,

কুরআন মিলযুক্ত গদ্য অথবা পদ্যে পরিবেশিত, বাচন ভঙ্গির দিক থেকে একক, অননুকরণীয়।[২৯৬]

ডঃ ত্বাহা হুসয়ন[২৯৭] (মৃঃ ১৯৭৩ খ্রীঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন,

এতে সন্দেহ নেই কুরআন গদ্যের আদি গ্রন্থ। কিন্তু তোমরা এও জান যে, কুরআন গদ্য নয়, তদ্রুপ কুরআন পদ্য ও নয়। কুরআন কুরআনই। একে অন্য কোন নাম দেয়া যায় না। কুরআন এই জন্যে পদ্য নয়, যেহেতু এর ষ্টাইল এক বিশেষ বৈশিষ্ট- মন্ডিত যা অন্য কোন গদ্য সৃষ্টিতে পাওয়া যায় না। আয়াতের শেষাংশ বিশেষ নিয়মে সম্পর্কিত, সুরের সুললিত ঝঙ্কারে আয়াতগুলো মাধুর্য্য মন্ডিত, কাজেই কুরআন গদ্য বা পদ্য কোনটিই নয় আমরা একে গদ্য বা পদ্য বলতে পারি না। কুরআন একটি একক পদ্ধতি অনুপম ও অতুলনীয়। পূর্বেও এমনটি ছিল না এবং পরেও এর তুল্য কিছু হয়নি। তিনি আরোও বলেছেনঃ এ পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, কুআনের স্টাইলের অনুকরণ কেউ করতে পারে নি। কাজেই এ কথা সত্য যে, কুরআনের একটি বিশেষ স্টাইল রয়েছে যার সঙ্গে অন্য কিছুর তুলনা চলে না।

ঐতিহাসিক জুরজী য়'য়দান জাহেলী গদ্য- সাহিত্য ও কুরআনের ভাষার তুলনামূলক বিচার করতে গিয়ে বলেন, কুরআন ও জাহেলী সাহিত্যের মধ্যে যে তফাৎ তা হল আকাশ-পাতাল তুল্য।[২৯৮]

---

[২৯৬]. *The Quran is either in rhymed prose in verse; it is in style suigeneris, which is inimitable.*

D. M. Margoliouth : Muhammadanism. উদ্ধৃত *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা : ১৬৭।*

[২৯৭]. *ডঃ ত্বহা হুসয়ন ঃ মিন হাদীছিশশি'র ওয়ান নছরি, ১০ম সং, মিশর, পৃ-১২-২৫। ইবনে খালদুন বলেন, কুরআন গদ্যে লেখা । তবে সাজা' মুরসাল কোনটিই এ গদ্যে পড়ে না। কুরআনের গদ্য ছন্দযুক্ত বা সোজা গদ্য কোনটিই নয়। এর গদ্যে বিশেষ কয়টি ছত্রে বিভক্ত। শেষ তখনই হয় যখন রুচি ফলে, কথার শেষ ওখানেই হওয়া উচিৎ। পরের ছত্র বিভাগে এর পুণরুক্তি, করা হয়। ছন্দে ব্যবহৃত অক্ষর এ ধরনের গদ্যে অপরিহার্য নয়, পদ্যে ব্যবহৃত ছন্দও কুরআনে পাওয়া যায় না। ইবনে খালদুনঃ আরবী কাব্য তত্ত্ব, অনুবাদ, আবু রুশদ, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৪, পৃ-১।*

[২৯৮]. *য়য়দান : ১/২২২।*

Dhaka University Institutional Repository

৪. আম ছালুল হাদীছ (আমছালুন নবভী)

হাদীছ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দ্বিতীয় উৎস । হাদীছ বলতে রসূলুল্লাহ (সঃ) -এর বাণী, তাঁর আচরণ বা কার্যাবলী এবং সাহাবাদের আচরণ বা কার্যাবলীর প্রতি তার অনুমোদনকে বুঝায় । হাদীছে রয়েছে মুসলানদের ধর্মীয় নৈতিক পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবন সম্পর্কে নির্দেশাবলীর বিস্তারিত বিবরণ। এটি কুরআনের পরিপূরক। কুরআনের মূলনীতি সমুহের ব্যাখ্যা ও এগুলোর বাস্তবায়নের নির্দেশ সম্বলিত ।[২৯৯] মোটকথা আল-কুরআনের বাস্তব প্রতিফলন হলো রসূলুল্লাহ (সঃ) -এর নুবুওতি জীবন তথা হাদীছ ও সুন্নাহ।[৩০০]

রসূলুল্লাহ (সঃ) ছিলেন আরবের সবচাইতে বিশুদ্ধভাষী, ফাসাহাত বালাগাতের সকল উপকরণ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ভাষায় ছিল উপস্থিত । তিনি আরবের অন্যতম বিশুদ্ধ ও সুমিষ্ট ভাষার অধিকারী গোত্র বনু সা'দে দুধমা হালীমা (রাঃ)-এর কাছে লালিত পালিত হন । তাঁর পিতৃ ও মাতৃ পরিবার কুরয়শ গোত্রের যথাক্রমে হাশিম ও যাহরা শাখা । তাঁর কৈশোর কাটে মক্কা মু'য়াজ্জামায় কুরায়শ গোত্রে । আর প্রথমা স্ত্রী আসাদ গোত্রের এবং হিজরত করেন মদীনা মুনওওয়ারায় 'আমর গোত্রে। ফলে তাঁর ভাষা ছিল নির্মল পরিমার্জিত বিশুদ্ধ ও সুমধুর । রসূলুল্লাহ (সঃ) স্বয়ং বলেছেন , আমি আরবের সবচাইতে বিশুদ্ধভাষী যেহেতু আমার জন্ম কুরয়শ গোত্রে । আমি লালিত পালিত হয়েছি সা'দ ইবন বকর গোত্রে ।[৩০১]

বর্ণিত আছে, আবু বকর (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন , আমি সমগ্র আরবের অনেক বিশুদ্ধভাষীর কথা শুনেছি কিন্তু আপনার চাইতে অধিক বিশুদ্ধভাষী আর কাউকে দেখিনি । আপনাকে কে শিক্ষা দিয়েছেন ? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আমার প্রভূ আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন । তাই আমার শিক্ষা হয়েছে সর্বোত্তম ।[৩০২] আল কুরআনে এ প্রসংগে এরশাদ হয়েছে ।[৩০৩]

আর আল্লাহ আপনার প্রতি ঐশিগ্রন্থ ও প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না । আপনার প্রতি আল্লাহর করুনা অসীম । (৪ঃ১১৩) [৩০৪]

আলজাহিয বলেন , রসূলুল্লাহ (সঃ)এর কথার বৈশিষ্ট্য হলো এতে শব্দ হবে কম , অর্থ হবে বেশি চমৎকার শৈলী থাকবে এবং বানোয়াট থেকে মুক্ত হবে। [৩০৫] আল-কুরআনে বর্ণিত আছে, [৩০৬]

---

২৯৯. মুসলিম দর্শনের ভূমিকা ঃ ১৬৯-৭০।

৩০০. প্রাগুক্ত ঃ ১৭০ : ফজারুল ইসলাম ঃ ২০৮ ।

৩০১. আল-মুযহির ঃ ১/২০৯-১০ ।

৩০২. মুস্তফা সাদিক আর-রাফিঈ ঃ তারীখ আদবিল আরবী, কায়রো, ২য় সং, ১৯৫৩, ২/৩০৩১ ।

৩০৩. আল-জাহিয ঃ আল-বয়ান ওয়াততাবঈন , ভাষ্যসহ সম্পাদনা 'আব্দুস সালাম হারুন , ৫ম সং, কায়রো, ১৪০৫ /১৯৮৫, পৃ. ২/১৬ ।

৩০৪. وأنزلنا عليك الكتاب و الحكمة و علمك مالم تكن تعلم و كان فضل الله عليك عظيما .

৩০৫. আল-বয়ান ওয়াত তাবঈন ঃ ২/১৬ ।

৩০৬. قل ما أسئلكم عليه من أجر و ما أنا من المتكلفين .

Dhaka University Institutional Repository

হে মুহাম্মদ (সঃ) আপনি বলুন । আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাইনা আর আমি লৌকিকতাকারীও নই (৩৮ঃ৮৬) ।

তিনি যথোপযুক্ত শব্দ প্রয়োগ করে কথা বলতেন । যেখানে বাক্য দীর্ঘ করার যেখানে দীর্ঘ করতেন , যেখানে সংক্ষিপ্ত করার যেখানে সংক্ষিপ্ত করতেন । অপরিচিত দুর্লভ শব্দ পরিহার করতেন । তাঁর প্রতিটি কথাই ছিল জ্ঞান গর্ভ । তিনি অল্প কথায় অধিক ভাব বুঝতে পারতেন ।[৩০৭] তাঁর এ ধরনের অনেক কথা মাছাল হিসেবে প্রচলিত হয়েছে ।

৬. প্রকারভেদ ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণিত মাছালগুলো দুভাগে বিভক্ত ঃ

১. الأمثال الموجز (সংক্ষিপ্ত মাছাল)

২. الأمثال المفصلة (ব্যাখ্যা সম্বলিত মাছাল)

الأمثال الموجز বা সংক্ষিপ্ত মাছালঃ ধর্মীয় অথবা পার্থিব বিষয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) -এর সংক্ষিপ্ত যেসব বাণী প্রচলিত হয়ে মুসলিমদের মাঝে বিস্তার লাভ করে তাই الأمثال الموجز বা সংক্ষিপ্ত মাছাল। রসূলুল্লাহ (সঃ) -এর এ ধরনের বহু হাদীছ রয়েছে।[৩০৮] 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনিল 'আস থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) -এর এক সহস্র মাছাল মুখস্ত করেছি।[৩০৯]

রসূলুল্লাহ (সঃ) এ ধরনের মাছালের প্রবর্তক হিসেবে সমগ্র আরবে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি এমন বাক্য বলেছেন যা ইতোপূর্বে কোন আরব শুনেনি। যেমন- مات حتف أنفه (তার জীবনবসান হয়েছে)।[৩১০]

আলী রাঃ হতে বর্নিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে এমন সব বাণী শুনেছি যা কোন আরব থেকে কখনো শুনেনি। যেমন- مات حتف أنفه।[৩১১]

---

৩০৭. আল-বয়ান ওয়াততাবঈন ঃ ২/১৬ ।

৩০৮. কাতামিশ ঃ ১৫৮।

৩০৯. أخبرنا أبو يعلي الموصلي حدثنا كامل بن طلحة حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن عمرو عن شفي عن عبد الله بن عمرو و إنه قال : حفظت من رسول الله صلى الله عليه و سلم ألف مثل আবুশ শায়খ আল-ইস্পাহানী ঃ কিতাবুল আমছাল ফীল হাদীছিন নবভী, বোম্বে, ১৯৮৭, পৃ -৩০ ; আবূ মুহম্মদ আররামহারমুযী ঃ আমছালুর রসূল আল-মুজিয়া, পৃ-১৩।

৩১০. আর রাফিঈ ঃ ২/২৩২-৩৩ ; আল-মুযহির ঃ ২০৯।

৩১১. আহমদ আল-ইস্কনদরী ঃ তারীখুল আদাবিল আরবী, মিসর, তা.বি., ১/৮৯; আস-সবাঈ বিয়ওমী ঃ ২/১৬৫-৬৬।

৮। الخير عادة و الشر لجاجة : ভাল কাজ করা এধরনের অভ্যাস আর জেদ বা পীড়াপীড়ি করা মন্দ।[৩১৯]

৯। المستشار مؤتمن : যার নিকট পরার্মশ চাওয়া হয় সে আমানতদার তুল্য।[৩২০]

১০. كل معروف صدقة	প্রত্যেক ভালো কথাই সদকা ।[৩২১]
১১. دع ما يريبك إلي ما يريبك	সন্দেহযুক্ত বিষয়কে পরিত্যাগ করে সন্দেহহীন বিষয়কে গ্রহন কর ।[৩২২]
১২. لاحليم إلا ذوعثرة ولا	হোচট না খেলে সহিষ্ণু হওয়া যায়না ।[৩২৩]
حكيم إلا ذوتجربة	অভিজ্ঞতা ছাড়া বিচারক হওয়া যায় না।
১৩. المؤمن مرآة المؤمن	এক মুমিন আরেক মুমিনের দর্পন স্বরূপ ।[৩২৪]
১৪. إعقلها و توكل	আগে উটকে রশি দিয়ে বাঁধ এর পরে আল্লাহর উপরভরসা করে ।[৩২৫]
১৫. لا خير في صحبة من لايري لك مثل ما تري له	ঐ ব্যক্তির বন্ধুত্বে কোন মঙ্গল নেই যে তোমার জন্যে তা দেখেনা যা তুমি তার জন্যে দেখ ।[৩২৬]
১৬. البلاء مؤكل بالمنطق	কথার সাথে বিপদ নির্দিষ্ট থাকে ।[৩২৭]
১৭. نية المؤمن خير من عمله	মুমিনের নিয়্যাত তার কর্মের চাইতে উত্তম ।[৩২৮]
১৮. من حسن اسلام المرء تركه مالا يعني	মানুষের অপ্রয়োজনীয় কাজ পরিত্যাগ করাই উত্তম ইসলাম ।[৩২৯]

---

৩১৯. আবুশ শায়খ ঃ ৫৫: তাযকিরা ঃ ২/৬৪০: শাযারাত ঃ ২/১৯৫-৯৬: ইবন আদী: ৩/১০০৫।

৩২০. তাবরানী ঃ ১১/৪০৯: আবুশ শায়খ ঃ ৫৮-৬৯: ইবন 'আদী ৬/২২৫৬: ইবন মাজা ঃ ২/১২৩৬: দারিমী ঃ ২/২১৯: মুসনাদ আহমদ ঃ ৫/২৭৪।

৩২১. আবুশ শায়খ ঃ ৭০: আবু দাউদ ঃ ১৩/২৯১ : আদাবুল মুফরাদ ঃ ৬৮ : মুসলিম ৭/৯১ : মুসনাদ আহমদ ঃ ৫/৩৮৩ : ৩৯৭. ৩৯৮ ৪০৫ : বায়হাকী ঃ ২২১ : তারীখ বাগদাদ ঃ ১/২৯১: তাবরানী কারীর ঃ ১০/২৩২ : ইবন 'আদী ঃ ১/৩৩৪ ।

৩২২. আবুশ শায়খ ঃ ৭৪: তাবরানী ঃ কবীর : ২২/৭৮ ।

৩২৩. আবুশ শায়খ ঃ ৭৭: তাবরানী ঃ সগীর. ১০২১ : তারীখ বাগদাদ ঃ ৬/৩৮৭ ।

৩২৪. আবুশ শায়খ ঃ ৮০.৮১: তাযকিরাতঃ ২/৬৯০-৯১: জরহ ওয়াত তা'দীল ঃ ৫/৪৫: ইবন হজর আল-'আসকালানী ঃ লিসানুল মিযানঃ হায়দরাবাদ. ১৯১৭. ৩/২৮০ : ইবন আদী ঃ ৬/২২৩৬ : আদাবুল মুফরাদ ঃ ১/২৩৯ : আবু দাউদ ঃ ১৩/২৬০।

৩২৫. আবুশ শায়খ ঃ ৭৯. ৮০ : তিরমিযী ঃ ৭/২০২ : আদাবুল মুফরাদ ঃ ৪৮২ . ৮৩ ।

৩২৬. আবুশ শায়খ ঃ ৮৫. ৮৬ : তারীখ বাগদাদ ঃ ৬/৩৮৪. ৮৫ : ফয়যুল কাদীর ঃ ৬/৮০৬ : ইবন 'আদী ৩/১০৯৭ ।

৩২৭. আবুশ শায়খ ঃ ৮৭ : ইবন 'আদী ঃ ৪/১৫৭৭. ৭৮ : তারীখ বাগদাদ ঃ ৯/৪৬৪-৬৮ : তবকাতুল হানাবিলা ঃ ২/৫১ : তাযকিরা ঃ ২/৭৬৭-৭৩ : লিসানলু মিযান ঃ ৩/২৯৩-৯৭ : শাযারাত ঃ ২/২৭৩ : ইবন খল্লিকান ঃ ওফয়াতুল 'আয়ান ওয়া আম্বাই আবনাইয়্যামান : সম্পাদক. ডঃ ইহসান আব্বাস ঃ বৈরুত. তা.বি.. পৃ-২/৪০৪ . ৪০৫ ।

৩২৮. আবুশ শায়খ ঃ ৮৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯. إتخـذ تقوي الله تجـارة يـأتيك الريـــــــح بلابضـــــــــاعــــــة	ব্যবসায় তাকওয়ার পরিচয় দাও বিনা পুঁজিতে তোমার লাভ হবে।[৩৩০]
২০. إنما التجــــــــــني في القــــــلب	অপরাধ অন্তরে (সুপ্ত থাকে) ।[৩৩১]
২১. سوداء و لود خـــــير من حسناء لاتلد	প্রসবিনী কৃষ্ণাঙ্গীয়া সুন্দরী বন্ধ্যা/বাঁঝা হতে উত্তম ।[৩৩২]
২২. المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور	পরিতৃপ্ত হওয়ার ভানকারী ছদ্মবেশীর মতো যে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন পোষাক পরিধানকরে ।[৩৩৩]
২৩. أعظم النســــــــاء بركة أقلهن مؤنة	মিতব্যয়ী নারী বরকতের দিক দিয়ে উত্তম নারী ।[৩৩৪]
২৪. الخبر الصالح يجئ به الرجل الصالح	সৎলোকই সত্য সংবাদ আনয়ন করে ।[৩৩৫]
২৫. أطلبـــــوا الخير عند حسان الوجه	যার চেহারা সুন্দর তার কাছে তোমরা মঙ্গল অন্বেষণ করো ।[৩৩৬]
২৬. أطلبــوا الحاجات عند حسان الوجه	মন মেজাজ দেখে কিছু চাও ।
إبتغـــــــــوا الخير عند حسان الوجه	যার মন মেজাজ ভাল তার কাছে চাও।[৩৩৬ক]
২৭. الغـــــــــــني غني النفـــــــــس	অন্তরের ধনীই প্রকৃত ধনী ।[৩৩৭]
২৮. الغني غـــني القلب و الفقر فقر القلب	অন্তরের ধনীই প্রকৃত ধনী, আর অন্তরের দরিদ্রই প্রকৃত দরিদ্র ।[৩৩৮]

---

[৩২৯]. প্রাগুক্ত : ৯০-৯২ : ইবন আবী দুনিয়া : কিতাবুস সিমত. সম্পাদনা, নজম আবদুর রহমান খলফ. বৈরুত . ১৯৮৬. পৃঃ- ৬১৮-১৯ । ইবন 'আদী : ৪/১৫৮৮: তারীখ বাগদাদ : ৫/১৭২ : বায়হাকী : ৫০৯. ৫১০ : তিরমিযী . ৬/৬০৭-৯ : ইবন মাজা : ২/১৩১৫ : বগভী : শরহু সুন্নাহ : ১৪/৩২০ : মুআত্তা মালিক : ৩/৯৬ : আল মুসান্নাফ : ১১/৩০৮ : তাবরানী : আল-কবীর : ৩/১৩৮. ঐ. সগীর : ২/১১১ ।

[৩৩০]. আবুশ শায়খ : ৯৪ : শাযারাত : ২/২৪৬ : তাবরানী : আল-কবীর : ২০/৯৭ ।

[৩৩১]. আবুশ শায়খ : ৯৭ ।

[৩৩২]. প্রাগুক্ত ।

[৩৩৩]. আবুশ শায়খ : ৯৮-১০৩. বুখারী. কিতাবুন্নিকাহ: ১১/২৩১ : মুস্লিম : কিতাবু ললিবাস : ১৩/১১১ : আবু দাউদ : কিতাবুল আদব : ১২/৩৪১ : মুসনাদ আহমদ : ৬/৩৪৬. ৪৬৫৩: তাবরানী. আলকবীর. ২৪/১২০-২২ : বায়হাকী : ৭/৩০৭ বগবী : ৯/১৬১ ।

[৩৩৪]. আবুশ শায়খ : ১০৩.১০৪: বায়হাকী : ৭/২৩৫; মুসনাদ আহমদ ৬/১৮২ : ১৮৫ : মুহম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ আল-হাকিম : আল-মুসতাদরাক 'আলাস সহীহায়ন. বিযাদ : তা.বি., ২/১৮৭ : আল-বায়হাকী : সুনান. ৭/২৩৫ : মুসান্নাফ ইবন আবী-শায়বা : ৪/১৮৯ ।

[৩৩৫]. আবু শায়খ : ১০৫.১০৬ : ইবন 'আদী : ৫/১৯০০ : আবু নুয়া'ঈম আল-ইস্পাহানী . হিলয়াতুল আউলিয়া ওয়া তবকাতুল আসফিয়া. মিসর . ১৯৩২ : ৩/৯৫ : আল আনসাব : ৯/২০ : হাফিয ইবন শীরুভিয়া আদ-দায়লামী. বৈরুত . ১৯৮৭ : ২/৩২০ ।

[৩৩৬]. আবুশ শায়খ : ১০৬-১১ : ইবন 'আদী : ৭/২৭১৫-১৭ :হাফিয ইবন আবি দুনিয়া : কাযাউল হাওয়ায়েজ : সম্পাদক মাজদী সায়িদ ইবরাহীম. কায়রো. তা.বি., পৃ ৫৮: ফয়যুল কাদীর : ১/৫৪০ ।

৩৩৬ক. আবুশ শায়খ . ১০৭।

[৩৩৭]. হাফিয ইবন 'আবদিল বর : জামি'উ বয়ানিল ইলম ওয়া ফযলিহী. বৈরুত. ১৯৭৮. ২/২০ : আবুশ শায়খ : ১১৩.১১৪ : মুসলিম . যাকাত ৭/১৪০ : ইবন মাজাহ : যুহদ : ২/১৩৮৬: 'আবদুল্লাহ ইবনুয্যুবায়র আল-হুমায়দী : মুসনাদ. সম্পাদনা শায়খ হাবীবুর রহমান . ভারত . ১৯৬৩. ২/৪৫৮. ২/২০ : মুসনাদ আহমদ : ২/৪৩ : বায়হাকী. আদব : ৪৮১: বুখারী : ১৪/৪৯ : আদাবুল মুফরাদ : ৭৯: তিরমিযী : ৭/৪২: বগভী : ১৪/২৪৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

২৯. لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب	আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া ভরবেনা ।[৩৩৯]
৩০. كفي بالمرء إثما أن يضيع من يقوت	মানুষের জন্যে একটি পাপ করাই যথেষ্ট যে তাকে ভরণপোষন করে তার ক্ষতি করা।(ভরণপোষনকারীর ক্ষতি করা অপরাধের জন্যে এটাই যথেষ্ট)।[৩৪০]
৩১. إذا لم تستـــــحي فاصنع ما شئت	লজ্জা না থাকলে যাচ্ছে তাই করা যায় ।[৩৪১]
৩২. القـنـــــــــــاعة مال لاينفـــــد	অল্পে তুষ্টি এমন সম্পদ যা নিঃশেষ হয়না ।[৩৪২]
৩৩. ما عال مـــــــــن اقتصـــــــــد	মিতব্যয়ী কখনো অভাবী হয়না ।[৩৪৩]
বা الإقتصاد نصف المعيـــــشـــــــة	মিতব্যয়ীতা জীবিকার অর্ধেক ।
৩৪. الرفق في المعيشة خير من بغض التجار	জীবিকায় নম্রতা কোন কোন ব্যবসা হতে উত্তম ।[৩৪৪]
৩৫. أي داء أدواء من الــــــــــــــبخل	কৃপণতার চাইতে আর কোন বড় রোগ আছে কি ? [৩৪৫]
৩৬. اليد العليا خير ممن اليد السفلــــــي	নীচের হস্তের চাইতে উপরের হাত উত্তম ।[৩৪৬]
৩৭. لايشكر الله من لايشكـــــــــر الناس	যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞ হয় না আল্লাহ তার কৃতজ্ঞতার প্রতিদান দেননা ।[৩৪৭]

---

[৩৩৯]. *আবুশ শায়খ ;১১৬; তবরানী আল-কবীর ঃ ২/১৬৮ : মুসতাদ্‌রাক ঃ ৪/৩২৭ ।*

[৩৪০]. *আবুশ শায়খ ঃ ১১৬,১১৭ : বুখারী ঃ রিকাক, ১৪/৩০, ৩১: আহমদ ঃ ১/৩৭০: তাবরানী, আল কবীর : ১১/১৮০: আল হিলিয়া ঃ ৩/২১৬ : বায়হাকী জানায়েয ঃ ৩/৩৬৮ ।*

[৩৪১]. *আবুশ শায়খ ঃ ১২০: আবু দাউদ ঃ যাকাত, ৫/১১১ : মুসতাদরাক ঃ ১/৪১৫: হিলিয়া ঃ ৭/১৩৫ : আহমদ ঃ ২/৬৯৩ : বগবী ৯/৩৪২ : মুসলিম, ৭/৮২ : তাবরানী আল কবীর : ১২/৩৮২ ।*

[৩৪১]. *আবুশ শায়খ ঃ ১২২-১২৩ : বুখারী ঃ ৭/৩৩৪ : আদাবুল মুফরাদ, ১৫৬ : বগবী ঃ ১৩/১৭৩: ১৭৪ : বায়হাকী ঃ ১০/১৯২: তাবরানী আল-কবীর, ১৭/২৩৭ : আহমদ ঃ ৪/১২১ : হিলিয়া ঃ ৪/৩৭০ ।*

[৩৪২]. *আবু শায়খ ঃ ১২৪ : ইবন আদী ঃ ৪/১৫০৬ : আবূ জাফর আল-আকীলী ঃ আযযউফউল কবীর, সম্পাদনা, ডঃ আবদুল মুতি আমীন কলআজী, বৈরুত, ২/২৩৩, দায়লামী ঃ ৩/২৮৮ , ফয়যুল কাদীর, ৪৮/৫৪০ ; বায়হাকী ঃ ১১৫ ।*

[৩৪৩]. *আবুশ শায়খ ঃ ৯২৬, ২৮: তাবরানী ঃ আল-কবীর ঃ ১২/১২৩ ; ইবন আদী ঃ ৩/৮৮৫ ।*

[৩৪৪]. *আবুশ শায়খ ঃ ১২৮, ১২৯ ; বায়হাকী ; ৭৪ ; ফয়যুল কাদীর ৪/৫৬ ।*

[৩৪৫]. *আবুশ শায়খ ঃ ১৩০-৩৬ ; আন নিহায়া ফীগরীবিল হাদীছ ওয়াল আছর ঃ মিসর, ১২১১ হি ২/৩৬ ; হিলিয়া ঃ ৭/৩১৭ : তারীখ বাগদাদ ঃ ৪/২১৭ : আদাবুল মুফরাদ ঃ ১/৩৯৫ ।*

[৩৪৬]. *আবুশ শায়খ ঃ ১৩৭,১৩৮ : ইবন আদী ঃ ৬/২৩৩৮, ২৩৩৯ : বুখারী ঃ যাকাত, ৪/২৮: নফকাত ঃ ১১/৪২৮ : মুসলিম ঃ যাকাত, ৭/১২১ : নাসাঈ ঃ যাকাত ঃ ৫/৪৬ : মুসাননাফ আবী শায়বা ঃ ৩/২১২, 'আব্‌দুর রায়যাক ইবন হামমাম আস্‌সন 'আনী ঃ আল মুসান্‌নাফ : সম্পাদনা, শায়খ হাবীবুর রহমান, বৈরুত ১৯৭২ : ৯/৭৬, আহমদ ঃ ২/২৩০: বগবী ঃ ৬/১৭৮, ১৭৯, আবূ দাউদ ৫/৬৬: মুওয়াত্তা মালিক ঃ ২/১৫৮: দারিমী ঃ ১/৩৮৯: তারীখ বাগদাদ : ৩/৪৩৫ ।*

[৩৪৭]. *আবুশ শায়খ ঃ ১৪৭-৪৯ ; তারীখ বাগদাদ ঃ ৪/৩৫২ : মুসনাদ আবী ইয়ালী ঃ ৬৮/১ : তিরমিযী ঃ ৬/৮৭ : আবু দাউদ: আদব, ১৩/১৬৫: আহমদ ঃ ২/২৫৮১: আদাবুল মুফরাদ ঃ ১/৩০৯: আবু দাউদ তায়ালিসী মুসনাদ তায়ালিসী, হায়দারাবাদ, তা. বি., ৩২৬ ; বায়হাকী ঃ ৬২; কাযাউল হাওয়ায়েজ ঃ ৬৮ ; বগবী ঃ ১৩/১৮৭ : হিলিয়া ঃ ৮/৩৮৯, ৯/২২, ৭/১৬৫ : তাবরানী ঃ আল-কবীর ঃ ৩/৪০৮ ।*

Dhaka University Institutional Repository

৩৮. حبــــــك الشـــــــئ يعمي ويصم	ভালবাসা মানুষকে অন্ধ ও বধির করে দেয় ।[৩৪৮]
৩৯. من رتع حول الحمي يوشك أن يواقع	যে ব্যক্তি চারণভুমির সীমার কাছাকাছি পশু চরায় তার পশু ঐ সীমাতে ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা থাকে ।[৩৪৯]
৪০. لاتجني مـــن الشـــــوك العنـــب	তুমি কাঁটা গাছ হতে আঙ্গুর আহরণ করতে পারবেনা ।[৩৫০]
৪১. إتقوا براسة المؤمن فإنه ينظر بتوفيق الله	তোমরা মুমিনদের অন্তর দৃষ্টিকে ভয় কর কেননা সে আল্লাহ প্রদত্ত দৃষ্টিতে দেখতে পায় ।[৩৫১]
৪২. مـــدارة الناس صــــــــداقــــــة	মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা সদকা সমতুল্য ।[৩৫২]
৪৩. ليس شئ خير من ألف مثله إلا الإحسان	মানুষের চাইতে উত্তম আর কিছু নেই যাকে দিয়ে হাজারো উদাহরণ দেয়া যায় ।[৩৫৩]
৪৪. إذا أتاكم كـــــــريم قوم فأكرمــــوه	কোন সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তি আগমন করলে তাঁকে তোমরাও সম্মান করো ।[৩৫৪]
৪৫. لاينبغي للــــــــمؤمن أن يذل نفسه	মু'মিনের উচিৎ নয় নিজকে অপমানিত করা ।[৩৫৫]
৪৬. اليســــــــــر يمن و العسر شئوم	সহজলভ্যতা শুভ আর কাঠিন্য অশুভ ।[৩৫৬]
৪৭. الشاهد يـــــــــري مالايري الغائب	উপস্থিত ব্যক্তি যা দেখে অনুপস্থিত ব্যক্তি তা দেখেনা ।[৩৫৭]

---

[৩৪৮]. আবুশ শায়খ ঃ ১৫৩ : আবু দাউদ ঃ ১৩/৩৮ ; আহমদ ঃ ৫/১৯৪: ইবন আদী ঃ ২/৪৭২ ; বায়হাকী ঃ ২/৩৫১ ।

[৩৪৯]. আবুশ শায়খ ঃ ১৫৯ : বুখারী, বুয়উ ঃ ৫/১৯৫ ।

[৩৫০]. আবুশ শায়খ ঃ ১৬০ ; আখবারুল ইস্পাহান ঃ ১/১১২: ইবন হজর আল-'আসকালানী ঃ আল মাতালিবুল 'আলীয়া, সম্পাদনা হাবীবুর রহমান, কুয়েত, ১৯৯৩, ৩/১৫৪ ; ফয়যুল কাদীর ঃ ৫/৪৭ ; ইবন হাব্বান ঃ আল-বসীত কিতাবুল মাজরুহীন মিনাল মুহাদ্দছীন, হায়দারাবাদ ১৯৭০ ৩/১৫ : আল হিলিয়া ঃ ১০/৩১ ।

[৩৫১]. আবুশ শায়খ ঃ ১৬৫ ; তাফসীর ইবস কাছীর ঃ ১৪/৪৬: আল-হিলিয়া ঃ ১০/২৮১, ২৮২ : তারীখ বাগদাদ ঃ ৭/২৪২ : তিরমিযী ঃ তাফসীর ঃ ৮/৫৫৫ : আল-আকিলী ঃ ৪/১২৯ : আল-মীযান ঃ ৪/১৭ ।

[৩৫২]. ইবন 'আদী ঃ ৭/২৬১৪ : হিলিয়া ঃ ৮/২৪৬ : আখবার ইস্পাহান ঃ ২/৯ : তারীখ বাগদাদ ঃ ৮/৮৫ : আবুশ শায়খ ঃ ১৬৯ ।

[৩৫৩]. তাবরানী, আল-কবীর ঃ ৬/২৯২ : আল-আলবানী ঃ সহীহুল জামি'ইস সগীর, বৈরুত, ১৯৮২, পৃ -৫২৭০ : আবুশ শায়খ ঃ ১৭৩, নুরুদ্দীন আলী ইবন আবী বকর আল-হায়ছামী ঃ মাজমা'উয যাওয়ায়েদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়েদ, বৈরুত, ১৯৬৭, ৫/৩১৮ ।

[৩৫৪]. তাবরানী আল-কবীর ঃ ২/২৪৩ : ইবন আদী ঃ ২/৮০৪ : তারীখ বাগদাদ ঃ ১/১৮৮ : তাবরানী, আস সগীর ঃ ২/১২ : হিলিয়া ঃ ৬/২০৫ ঃ মাজমা'উয যাওয়ায়েদ ঃ ১১/৪২ ,৮/১৫,১৬ ।

[৩৫৫] তিরমিযী ঃ কিতাবুল কতন '৬/৫৩১ : ইবন মাজা ঃ ২/১৩৩২ : মুসনাদ আহমদ ঃ ৫/৪৫ : বায়হাকী শু'বুল ঈমান ঃ ৭৩; ঐ আদব ঃ ৫১০: বগবী ঃ ১৩/১৭৯ : ইবন আদী ঃ ৬/২৩০৭, ৫/১৭১০: আবুশ শায়খ ঃ ১৮৬ ।

[৩৫৬]. তাবরানী, আল-কবীর ঃ ১২/৪০৮ : আল-আলবানী, সহীহ ঃ ৬১৩ : আল-হায়ছামী ঃ ৭/২৭৪, ২৭৫: আবুশ শায়খ ঃ ১৮৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

৪৮. المؤمن غركريم و الفاجر خب لئيـــــم	মু'মিনরা উত্তম সম্ভ্রান্ত আর মন্দ লোকেরা নিচু ও তিরস্কৃত ।[৩৫৮]
৪৯. الناس معادن الخـــــير و الشـــــــر	মানুষ ভাল-মন্দের খনি ।[৩৫৯]
৫০. إن الـــــــــــرغبة من الشئـــــــــوم	মন্দের প্রতি আকর্ষণ অধিক ।[৩৬০]
৫১. الناس سواء كأسنـــــان المــــــــشط و إنما يتفاضلـــــــون بالعاقـــــــية	মানুষ চিরুনীর দাঁতের ন্যায় সবাই সমান। তবে ভাল গুণের দ্বারা পরস্পর পরস্পরের উপর প্রাধান্য পেয়ে থাকে ।[৩৬১]
৫২. من لايـــــــــــرحم لايـــــــــــرحم	যে দয়া করেনা সে দয়া পায়না ।[৩৬২]
৫২. الصــــــحة و الفراغ نعمتـــــــــان مغبون فيـــهما كثـــــــير من الناس	স্বাস্থ্য এবং স্বচ্ছলতা দুটি (বড়) নেয়ামত ; তবে মানুষ এদু'টোতেই ধোকা খায় ।[৩৬৩]
৫৩. ليس منا من لم يرحم صغيرنـــــــــــا و يعرف حق كـــــــــبيرنــــــــــا	যে ছোটদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেনা বড়দের হক আদায় করেনা সে আমাদের কেউ নয় ।[৩৬৪]
৫৫. الناس كالذهب و الفضة فخيارهـــــم في الجاهلية خيارهم في الإســـــــلام	মানুষ স্বর্ণ ও রৌপের ন্যায়। যে জাহিলী যুগে ভাল ছিল সে ইসলামী যুগেও উত্তম ।[৩৬৫]
৫৬. الدال على الخير كفاعــــــــــله	যে ভাল কাজের পথ দেখায় সে ওটি বাস্তবায়নকারীর ন্যায় ।[৩৬৬]

---

[৩৫৭]. ইবন মাজা : ২/৭২৬ : আল-হিলিয়া : ৩/১৭৭-৭৮ : আবুশ শায়খ : ১৯০-৯১ ।

[৩৫৮]. ইবন আছীর আননিহায়া : ৩৫৪ : আবুশ শায়খ : ১৯৫ : তারীখ বাগদাদ : ৯/৩৮ : মুসতাদরাক : ১/৪৩ : আল-হিলিয়া : ৩/১১০ : ইবন 'আদী : ২/৪৪৫ : আবূ জা'ফর আততাহাভী : মুশকিলুল আছার, হায়দরাবাদ, ১৩৩৩/১৯১৪, ৪/২০২ ।

[৩৫৯]. আবুশ শায়খ : ১৯৪: শামসুদদীন মুহম্মদ আসাখাভী : আল-মাকসিদুল হাসানা ফী-বয়ানি কাছী রিম মিনাল আহাদীছিল মুশতাহারা 'আলাল আলসিনা : মিসর, ১৯৫৬, পৃ -৪৪১ ।

[৩৬০]. আবুশ শায়খ : ১৯৮ ।

[৩৬১]. প্রাগুক্ত : ২০৩ : ইবনুল জাওযী : আল-মওযু'আত, আল-মদীনাতুল মনুওওয়ারা, ১৯৬৬, ৩/৮০ : ইবন আদী : ৩/১০৯৯ ।

[৩৬২]. আল-হিলিয়া : ৩৮/৭৪ : ফতহুল বারী : ১৪/১৫, ১৬: আবুশ শায়খ : ২০৬৮ ।

[৩৬৩]. প্রাগুক্ত : ২০৪: মাজরুহীন : ১/৫৮: বুখারী, রিকাক : ১৪/৪ : তিরমিযী, যুহদ : ৬/৫৮৯ : ইবন মাজাহ : ২/১৩৯৬ : দারিমী : ২/২৯৭ : আহমদ : ২৫৮, ৩৪৪ : মুসান্নাফ আবী শায়বা : ১৩/২৩৪ : তাবরানী, আল-কবীর : ১০৮/৩৯২ : আল-হিলিয়া : ৮/১৭৪ : বগবী : ১৪/২২৩: ইবন আদী : ৬/২০৭১ ।

[৩৬৪]. মুসনাদ হুমায়দী : ২/২৬৮ : আদাবুল মুফরাদ : ১/৪৪৩ : আহমদ : ২/২২২ : মুসতাদরাক : ১/৬২ : আবূ দাউদ : ১৩/২৮৭ : তিরমিযী: ৬/৪৮: আবূ ইয়ালী : ৬/১৯১ : আখবার ইস্পাহান : ২/২৫৮ : বগবী : ১৩/৩৯, ৪০ : তাবরানী, আল-কবীর : ৮/১৯৬ : হায়ছামী : ৮/১৪, ১৫ ।

[৩৬৫]. আবুশ শায়খ : ২১৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

বা.	من دل على خـــــير كان له مثل أجـــــرفاعـــــــله	যে ভাল কাজের দিশা দেয় তার পুন্য ওর বাস্তবায়নকারীর ন্যায় ।
৫৭.	ساقي القوم آخرهم شـــــــربـــا	সমাজের পানকারা শেষেই পান করে থাকে ।[৩৬৭]
৫৮.	ما قل و كفى خير مما كثر و ألـــهـا	লালসা সৃষ্টিকারী অধিক জিনিসের চাইতে যথেষ্ট হয় এমন কম জিনিসই উত্তম ।[৩৬৮]
৫৯.	ترك الخطيئة أهون من طلب التوبة	তওবা করার চাইতে পাপ পরিত্যাগ করা অনেক সহজ ।[৩৬৯]
৬০.	الكلب يهـــــــر على أهلـــــــه	কুকুর স্বগৃহে বিড়ালের মত আচরণ করে ।[৩৭০]
৬১.	إن لكـــــل نعمة حســـــــــدة	প্রত্যেক নেয়ামতের জন্যে হিংসুক আছে ।[৩৭১]
৬২.	فضل العلم خير من فضل العـــــمل	ইলমের মর্যাদা কাজের মর্যাদা হতে অধিক ।[৩৭২]
৬৩.	رب مبلغ أوعـــى من سـامــــــــع	অনেক প্রচারকই শ্রোতার চাইতে অধিক মনযোগী ।[৩৭৩]
৬৪.	المؤمن كالجمل الأنف حيث ما قيد انقاد	মু'মিন লাগাম বিশিষ্ট উটের ন্যায় , লাগাম ধরে যে দিকেই টানা হয় অনুসরন করে ।[৩৭৪]
৬৫.	السـفر قطعـــــــــــة من العذاب	সফর এক প্রকার আযাব ।[৩৭৫]
৬৬.	مـــــــــــن صمت نجـــــــا	যে চুপ থাকে সে পরিত্রাণ পায় ।[৩৭৬]

---

৩৬৬. প্রাগুক্ত : ২১৩: মুসলিম : ১৩/৩৮ : আহমদ : ৫/২৭২ : আবু দাউদ, আদব : ৫/৩৪৬ : বায়হাকী, শুবা : ৫৪: ঐ আদব : ৯০: মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক : ১১/১০৭ ; তাবরানী, আল-কবীর : ১৭/২২৬: ইবন আদী : ২/৭৪১-৪২: তায়ালিসী : ৮৫ ।

৩৬৭. আবুশ শায়খ : ২২০-২৩ : আবী শায়রা : ৮/৪৩, ৪৪ : মুসলিম : ৫/১৮৯ : শায়ারাত : ২/২৬৫, ৫/৪১০, ১১ : বগবী : ১১/৩৮৮, ৮৯ : ইবন আদী : ১/২০৪ : আহমদ : ৫/৩০৫ ।

৩৬৮. আহমদ : ৫/১৯৭ : আবুশ শায়খ : ২২৪ ।

৩৬৯. তাবরানী আল-কবীর : ৮/৩১৪ : আবু ইয়ালী : ২/৩১৯ : আবুশ শায়খ : ২২৫ : মুসতাদরাক : ২/৪৪৫ : আল-হিলিয়া : ১/২৬৬ : বগবী: ১৪/২৪৭ : ইবন আদী ১/২৭৬ ।

৩৭০. আবুশ শায়খ : ২৩৭ : হায়ছামী : ৩/১০৮ : তাবরানী কবীর : ২২/২৩৯ : আননি হায়া : ৪/২৪৬ ।

৩৭১. আল-হিলিয়া : ৫/২১৫ : ৬/৯৬ : আল-আকিলী : ২/১০৯ : তাবরানী, আল-কবীর : ২০/৯৪: ঐ আসসগীর : ২/১৪৯ : ইবন আদী : ৩/১২৪০ : মাজরুহীন : ১/৩১৮ : বায়হাকী, শুবা : ৪৩ আখবার ইস্পাহান : ২/২১৭ : আবুশ শায়খ : ২৩৬ ।

৩৭২. মুসতাদরাক : ১/৯২ : বায়হাকী, আদব : ৫০৮,৫০৯ : ইবন আদী : ৩/১২৯৩ : তারীখ বাগদাদ : ৪/৪৩৬ : আবুশ শায়খ : ২৪১ ।

৩৭৩. আবুশ শায়খ : ২৪২ : তিরমিযী : ইলম, ৭/৪১৭: ইবন মাজা : ১/৮৫ : আহমদ : ১/৪৩৭ ।

৩৭৪. আবুশ শায়খ : ২৪৫ : ইবন মাজা : ১/১৬ : আহমদ : ৪/১২৬ : মুসতাদরাক : ১/৯৬: তাবরানী, আল-কবীর : ১৮/২৪৭ : বায়হাকী : আদাব : ১৪১ : আকিলী ২/২৭৯ ।

৩৭৫. আবুশ শায়খ : ২৪৩,৪৪: মুয়াত্তা : ৯৮০: বুখারী , ওমরা : ৪/৩৭২, জিহাদ : ৬/৪৮০ : আতইমা : ১১/৪৮৭ : মুসলিম : ইমরা ১৩/৭০ : ইবন মাজা : ২/৯৬২ : দারিমী : ২/২৮৬ : আহমদ : ২/২৩৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

৬৭.	المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف	শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিন অপেক্ষা উত্তম ।[৩৭৭]
৬৮.	الود و العــــــداوة يتوارثـــــان	বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা পরস্পর অংশীদার ।[৩৭৮]
৬৯.	الرفـــــق يمن و الخرق شـــــؤم	নম্রতা ভালো মানুষের লক্ষণ আর রুক্ষতা খারাপ মানুষের লক্ষণ ।[৩৭৯]
৭০.	الآن حـــــمي الوطيـــــس	এখন যুদ্ধ প্রচন্ড আকার ধারণ করেছে ।[৩৮০]
৭১.	الصوم في الشتــاء الغنيمــــة البارة	শীতকালের রোযা মূল্যবান সম্পদের মতো ।[৩৮১]
৭২.	إنما لك من مالك ما أكلت فأفنـــيت	তুমি তোমার সম্পদের যতটুকু খেয়েছে ঐ টুকুই তোমার নিজের আর বাকী টুকু ধ্বংস করেছ ।[৩৮২]
৭৩.	الدنيا متاع و خـــــــير متاع الدنيــــا الـــــمرأة الصالحة	পৃথিবীটা সম্পদ বিশেষ। আর পৃথিবীর উত্তম সম্পদ সতী সাধ্বী নারী ।[৩৮৩]
৭৪.	الجار قبل الدار و الرفيق قبل الطـــريق	গৃহ ক্রয়ের পূর্বে প্রতিবেশী দেখে নিবে আর রাস্তা চলার পূর্বে বন্ধু খোঁজে নেবে ।[৩৮৪]
৭৫.	ماحاك في نفسك و كرهت أن يعلمه الناس	যে বিষয়টি তোমার মনে খটকা সৃষ্টি করে এবং তা অন্য কেউ জানুক তাতুমি অপছন্দ কর তাই পাপ ।[৩৮৫]
বা	الإثم ما حاك في نفسك و إن أفتاك الناس	লোকে ফতোয়া দিলেও তোমার মনে যেটা খটকা লাগবে সেটাই পাপ ।

---

৩৭৬. আবুশ শায়খ : ২৪৭: বগবী : ১৪/৩১৮ : তিরমিযী : ৭/২০৪ : দারিমী : ২/২৯৯ : আহমদ : ২/১৫৯ : ১৭৭: ফয়যুল কাদীর, ৬/১৭১ : আল-আলবানী : ৫৩৬ :

৩৭৭. আবুশ শায়খ : ২৪৮, ২৪৯: মুশকিল আছার : ১/১০১ : আহমদ : ২/৩৬৬, ৩৭০ : নাসাঈ : ৬২৩, ইবন মাজা : ২/১৩৯৫; আল-হলিয়াঃ ১০/২৯ ।

৩৭৮. আবুশ শায়খ : ২৫৬, ২৫৭ : মুসতাদরাক : ৪/১৭৬ : তাবরানী, আল-কবীর : ১৭/১৯০ ।

৩৭৯. আবুশ শায়খ : ২৬১ ।

৩৮০. প্রাগুক্ত : ২৫৯ : হায়ছামী : ৬/১৮২ : মুসলিম : ১২/১১৩-১৬ : আহমদ ১/২০৭ : মুসনাদ হুমায়দী : ১/২১৮ : মুসতাদরাক : ৩/৩২৮:

৩৮১. প্রাগুক্ত : ২৬৩ : ছিফাত : ৭/৫৪৩ : তিরমিযী : ৩/৫০৯ ; ইবন খোযায়মা : সহীহ, সম্পাদনা মুহম্মদ মুসতাফা আল-আজমী, বৈরুত, ১৯৭১, ৩/৩০৯ : মুসান্নাফ ইবন আবী শায়বা : ৩/১০০, আহমদঃ ৪/৩৩৫ : আবূ 'উবায়দ : গরীবুল হাদীছ হায়দরাবাদ, ১৯৬৪, ২/১৮৪ : বায়হাকী, সুনান : ৪২৯৬ ।

৩৮২. গরীবুল হাদীছ : ২/১৮৪ : তাবরানী, আসসগীর : ১/১৫৪ : ইবন 'আদী : ৩/১২১০ : আবুশ শায়খ : ২৬৪ ।

৩৮৩. মুসলিম : ১০/৫৬ : নাসাঈ : ৬/৫৬ : আহমদ : ২/১৬৮ : বগবী : ৯/১১ : বায়হাকী শুবা, ৩৩ । আবুশ শায়খ : ২৬৮ ।

৩৮৪. আবুশ শায়খ : ২৭৩ : আহমদ : ৬/১৭৯, ১৮৮: হিলিয়া : ৯/৬৩ : আখবার ইস্পাহান : ১/৯২, ২/১১৬ : আবূ দাউদ : ১০/৩০৭ : তিরমিযী : ৫/৫৩৫ : ইবন মাজা : ২/১১০৪ ।

৩৮৫. আবূ ইয়ালী : ৩/১৬০: তাবরানী, আল-কবীর : ২২/১৪৮: মুসলিম : ১৬/১১০, ১১১ : আদাবুল মুফরাদ : ৮৩ : তিরমিযী : ৭/৬৪ : আহমদ : ৪/১৮২ : বায়হাকী : ১০/১৯২ আবুশ শায়খ : ২৭৯-৮১ ।

Dhaka University Institutional Repository

৭৬.	لا وجع العين و لا هم إلا هم الدين	চোখের ব্যাথার মত ব্যাথা নেই আর ঋণের চিন্তার মত চিন্তা নেই ।[৩৮৬]
৭৭.	أحب الناس ما تحب لنفسك	তুমি নিজে জন্যে যা পছন্দ কর তা অপরের জন্যেও কর ।[৩৮৭]
৭৮.	أنزلوا الناس منازلهم	যার যেমন মর্যাদা তাকে তেমন মর্যাদা দাও ।[৩৮৮]
৭৯.	صافحوا يذهب الغل و تهادوا تذهب الشحناء	মুসাফাহা কর বিদ্বেষ দুর হবে , পরস্পর উপঢৌকন প্রদান কর ঘৃণা বিদুরীত হবে ।[৩৮৯]
৮০.	أبخل الناس من بخل بالسلام	সালাম প্রদানে যে কৃপণতা করে সে সব চাইতে বড় কৃপণ।[৩৯০]
৮১.	تهادوا تحابوا . نعم مفتاح الحاجة الهدية	পরস্পর উপঢৌকন প্রদান করা ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে । উপঢৌকন কতইনা সুন্দর প্রয়োজনের চাবী ।[৩৯১]
৮২.	من كثر كلامه كثر سقطه	বাচালের ভুলও বেশী হয় ।[৩৯২]
৮৩.	الندم توبة	লজ্জিত হওয়াই প্রকৃত তওবা ।[৩৯৩]
৮৪.	من صدق الله نجا	যে আল্লাহকে সত্য জানবে সে মুক্তি পাবে ।[৩৯৪]
৮৫.	إياكم و خضراء الدمن	মল মূত্রময় স্থানের সবুজ ঘাস হতে দুরে থাক ।[৩৯৫] (অর্থাৎ খারাপ পরিবেশের সুন্দরী নারীকে বিয়ে করো না) ।
৮৬.	معاتبة الأخ خير من فقده	ভাই না থাকার চাইতে ভর্ৎসনাকারী ভাই অনেক উত্তম ।[৩৯৬]

---

৩৮৬. *মাজরুহীন ঃ ১/৩৪৬ : ইবন 'আদী ঃ ৩/১২৮০ : তাবরানী আসসগীর ঃ ২/৩১ : আহমদ ঃ ৪/২২৮ : দারিমী ঃ ২/২৪৫: হায়ছামী ঃ ১/১৭৫ : আবুশ শায়খ ঃ ২৮১ ।*

৩৮৭. *বুখারী ঃ ১/৬৩ : মুসলিম ঃ ২/১৬.১৭ : তিরমিযী ঃ ৬/৫৯০ : ইবন মাজা ঃ ২/১৪১০ : আহমদ ঃ ২/৩১০: আল-হিলিয়া ঃ ১০/৩৬৫ : আবুশ শায়খ ঃ ২৮৫-৮৬ ।*

৩৮৮. *মুসলিম ঃ ১/৫৫ : আবু ইয়ালী ঃ ৮/২৪৬ : আল-হিলিয়া ঃ ১/৩৭৯ : বায়হাকী , আদাব ঃ ১৯৪ . ১৯৫ : আবু-দাউদ ঃ ১৩/১৯১: আবুশ শায়খ ঃ ২৮৩ ।*

৩৮৯. *আবুশ শায়খ ঃ ২৮৭ ।*

৩৯০. *প্রাগুক্ত ঃ ২৮৯ : আদবুল মুফরাদ ঃ ২/৫০১ ঃ হায়ছামী ঃ ১০/১৪৬ ।*

৩৯১. *প্রাগুক্ত ঃ ২৮৯ : আদাবুল মুফরাদ ঃ ২/৫০১ ঃ হায়ছামী ঃ ১০/১৪৬ ।*

৩৯২. *আল-হিলিয়া ঃ ৫/১৪৯ : আল-হায়ছামী ঃ ১০/৩০২ : ইবন 'আদী ঃ ৫/১৬৭৬ : আল-আকিলী ঃ ৩/৩৮৪ : আল-মিযান ঃ ৩/১৯৫ ।*

৩৯৩. *ময়দানী ঃ ২/২৯৭ ।*

৩৯৪. *প্রাগুক্ত ঃ ২৯৬ ।*

৩৯৫. *আল-মুস্তাকসা ঃ ১/৪৫১ : ময়দানী ঃ ১/৬১ : আল-'ইকদুল ফরীদ ঃ ২/১৮৬ ।*

Dhaka University Institutional Repository

৮৭. علق سوطك حيـــــث يراه أهـــــــلك পরিবারের সবাই দেখতে পায় এমন স্থানে তোমার চাবুক লটকাও ।[৩৯৭]

৮৮. الحـــــــــــياء لا يأتي إلا بالـــخير লজ্জা মঙ্গল বৈ অন্য কিছু আনেনা ।[৩৯৮]

الأمثـال المفصلة বা ব্যাখ্যা সম্বলিত মাছাল : কুরআনী মাছাল যেমন হালাল-হারাম, প্রতিশ্রুতি-হুমকি, আশা-ভয় এবং উপদেশ ওনসীহতের উপলক্ষে উপস্থাপিত হয়েছে অনুরূপভাবে একই নীতিতে হাদীসের যেসব বাক্য রূপক ও উপমার মাধ্যমে সুন্দর শৈলীতে বিধৃত হয়েছে এবং যেগুলোতে নুবূওতের ছাপও পরিদৃষ্ট হয় সেগুলোকে الأمثال المفصلة বা ব্যাখ্যা সম্বলিত মাছাল বলে ।[৩৯৯] নিম্নে এ ধরনের কিছু মাছালের উদাহরণ পেশ করা হলো ।

কুরআন ও ইসলাম সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ) -এর উপস্থাপিত মাছালটি হচ্ছে ।[৪০০]

ضرب الله مثلا صراطا مستقيما . و على جنبتي الصراط سور فيه أبواب مفتحة ، و على تلك الأبواب ستور مرخاة ، و على باب الصراط داع يقول : أيها الناس ! ادخلوا الصراط ولا تعوجوا ، و من فوق الصراط داع ينادي. فمن أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال : ويحـك لاتفتحـه . فـإنك إن تفتحـه تلجـه . فـالصراط الإسـلام . و السـور حدود الله . و الأبواب المفتحة محارم الله . و الداعي القرآن ، و الداعي من فوق واعظ الله.

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সঠিক রাস্তার একটি উপমা বর্ণনা করেছেন । যে রাস্তার দুপাশে সুউচ্চ প্রাচীর, যেখানে রয়েছে উন্মুক্ত অনেকগুলো দরজা । প্রত্যেক দরজায় রয়েছে পর্দা লটকানো । যে রাস্তার ফটক থেকে একজন আহবানকারী আহবান করছে । হে লোকসকল ! তোমরা সহজ পথে চলো ; বক্র পথে নয় । আর রাস্তার উপরে একজন আহবানকারী দাড়িয়ে ডাকছে ; যার ইচ্ছে সে যেন ঐ দরজাগুলোর কিছু খোলে । আবার বলল ; তোমার ধ্বংস হোক ! ওটাকে খুলবেনা । যদি খোল তাহলে ওতে ঢুকে পড়বে । এখানে الصراط (রাস্তা) হলো ইসলাম । السـور (প্রাচীর) হলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা । الأبواب المفتحة (উন্মুক্ত দরজা) হলো আল্লাহর কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজ সমুহ । الداعـي (আহবানকারী) হলো আল-কুরআন । রাস্তার উপর থেকে আহবানকারী হলো আল্লাহর প্রেরিত উপদেশ প্রদানকারী ।

রসুলুল্লাহ(সঃ) তাঁর এবং পূর্ববর্তী নবীদের তুলনা করতে গিয়ে নিম্নের মাছালটি বলেন ।[৪০১]

---

৩৯৬. *মুনজিদ : ১১৬৭ ।*

৩৯৭. *ময়দানী : ২/২৮ ।*

৩৯৮. *মুসতফা সাদিক রাফি'ঈ : তারীখু আদবিল আরবী, কায়রো, ২য় সং, ১৯৫৩, ২/৩৪৮-৩৪৯ ।*

৩৯৯. *কাতামিশ : ২৬২ ।*

৪০০. *কাতামিশ : ২৬২ আবুশ শায়খ : ৩২৯ : তিরমিযী : ৮/১৫২ : আহমদ : ৪/১৮৩ : কাযী আবু মুহম্মদ আর রামহারমুযী, আমছালুল হাদীছ: সম্পাদনা আব্দুল হামীদ, বোম্বে, ১৯৮৩, পৃ- ১৩-১৪ ।*

Dhaka University Institutional Repository

إنما مثلي و مثل الأنبياء قبلي مثل رجل بنى بيتا فأحسنه و أجمله إلا موضع لبنة . فجعل الناس يطوفون به

و يقولون : مارأينا أحسن من هذا لولا موضع هذه اللبنة . ألا فكنت أنا تلك اللبنة .

অর্থাৎ ঃ আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীদের উদাহরণ হলো ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি ইটের যায়গা বাদ রেখে একটি প্রসাদ নির্মাণ করলো । দর্শনার্থীদের যেই এ প্রসাদটি দেখছে সেই একথা বলছে , আহ ! প্রসাদটি কতইনা সুন্দর যদি এখানে একটি ইট লাগানো হতো তাহলে এর চাইতে উত্তম প্রসাদ আর কোনটিই হতোনা । তোমরা জেনে রাখ আমিই সেই ইট ।

মুনাফিক সম্পর্কে একটি মাছাল ।[৪০২]

مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين . تعير إلى هذه مرة و إلى هذه مرة . لا تدري أهذه تتبع أم هذه .

মুনাফিকের উদাহরণ ঐ বকরীর ন্যায় যে দু'টি বকরী পালের মধ্যে কোনটির অনুসরণ করবে এ ব্যাপারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় । তাই একবার একটির দিকে আবার অন্যটির দিকে গমন করে ।

আরেকটি মাছাল রসুলুল্লাহ (সঃ) ও সাধারণ মানুষের মাঝে তুলনা সম্পর্কে ।[৪০৩]যা এই,

خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فنادى ثلاث مرات : أيها الناس ! إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خـافوا

عدوا أن يأتيهم فبعثوا رجلا يثربالهم . فبينما هو كذلك إذ أبصر العدو فأقبل لينـذر قومـه . فخشـي أن يدركـه

العدو قبل أن ينذر قومه . فأهوى بثوبه أن أيها الناس ! أتيتم . ثلاث مرات .

একদা মহানবী (সাঃ) বাড়ী থেকে বের হয়ে লোকদের উদ্দেশ্যে তিনবার বললেন, হে লোক সকল ! আমার ও তোমাদের উদাহরণ হলো ঐ ভীত সন্ত্রস্ত জাতীর ন্যায় যাদের প্রতি শত্রু আগত প্রায় । পর্যবেক্ষনের জন্য তারা এক ব্যাক্তিকে প্রেরণ করলো । সে ফিরে এসে স্বজাতি শত্রু সম্পর্কে অবহিত করতে চাইলো কিন্তু সে আশংকা করলো যে, তার সংবাদের পূর্বেই শত্রু তাদেরকে আক্রমণ করবে । তখন সে কাপড় খুলে মাথার উপর তিনবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বললো । হে স্বজাতি! আমি তোমাদের কাছে এসেছি ।

ঙ. হেদায়েত ও ইলম সম্পর্কে আরেকটি মাছাল ।[৪০৪]

চ. مثلما بعثني الله به من الهدى و العلم كمثل غيث أصاب أرضا . فكانت منها نقية قبلت الماء .

فأنبتت الكلأ و العشب الكثير . و كانت منها أجادب . أمسكت الماء فنفع الله بها الناس .

فشربوا و سوقوا و زرعوا . و أصاب منها طائفة أخرى . إنما هي قيعان . لاتمسك ماء . و لا

---

৪০১. মুসলিম. ফাযাইল ঃ ১৫/৫১ : মুসনাদ হুমায়দী ঃ ২/৪৪৮-৪৯ : আহমদ ঃ ২/১৪৪ : রামহারমযী ঃ নং- ২ : বুখারী ঃ ৭/৩৭০ : বগবী ঃ ১৩/২০১ : তিরমিযী ঃ ৮/১৫৯ : মুসান্নাফ ইবন আবী শায়বা ঃ ১১/৪৯৯ : মুসনাদ তায়ালিসী ঃ ২৪৭ ।

৪০২. মুসনাদ আহমদ ঃ ২/৪৭ : রামহরমযী ঃ পৃ-১৩০ : মুসলিম ঃ ১৭/১২৮ : ইবন আদী ঃ ১/৩১০ : বায়হাকী ও'বুল ইমান ঃ বাব নং ৪৭ : তাবরানী আস সগীর ঃ ১/২১১ ।

৪০৩. মুসনাদ আহমদ ঃ ৫/৩৪৮ ; মাজমাউযযা ওয়াযেদ ঃ ২/১৮৮ : রামহরমযী ঃ হাদীছ নং-৭ : আবুশ শায়খ ঃ ২৯৭ ।

৪০৪. বুখারী ঃ ইলম. ১/১৮৫ : মুসলিম ঃ ফাযাইল . ১৫/৪৫ : আহমদ ঃ ৪/৩৯৯ : রামহরমযী ঃ ৩৬ : তারীখ বাগদাদ ঃ ১৪/২৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

تنبت كلاء . فذلك مثل من فقه في دين الله . و نفعه ما بعثني الله به . فعلم و علم . و مثـل مـن لم يرفع بذلك رأسا . و لم يقبل هدى الله الذي أرسلت به .

আমাকে যে হেদায়েত ও ইলম সহ আল্লাহ প্রেরণ করেছেন এর উদাহরণ হলো ঐ বৃষ্টির ন্যায় যা এমন ভূমির উপর বর্ষিত হলো যার কিছু অংশ পানি গ্রহনের উপযোগী । তাই সেখানে অনেক তৃণলতা ও শস্য জন্মালো । আবার কিছু অংশ নিচু যাতে পানি আটকে জলাশয়ের সৃষ্টি হলো । আল্লাহ তা'আলা এদ্বারা লোকজনকে উপকৃত করলেন । তারা এর পানি পান করলো, ক্ষেতে সিঞ্চন করলো এবং আবাদ করলো । আবার এর কিছু অংশ এমন কঠিন যা পানি ধারনে অক্ষম নয় । তাই তাতে কোন ঘাস জন্মালো না ।

এটি ঐ ব্যক্তির উদাহরণ যাকে আল্লাহ দ্বীনের জ্ঞান দান করলেন এবং যে জ্ঞান দিয়ে প্রেরণ করেছেন তাদিয়ে তাকে উপকৃত করলেন । অতঃপর সে তা নিজে শিখলো এবং অপরকে শেখালো ।

আর ঐ ব্যক্তির উদাহরণ যে মাথা তুলে ঐ জ্ঞানের দিকে তাকালো না এবং আমাকে যে হেদাযত সহ প্রেরণ করা হয়েছে তা গ্রহন করলো না ।

চ. কুরআন তেলাওয়াতকারী মুমিনের উদাহরণ ঃ[৪০৫]

مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة . طعمها طيب . و ريحها طيب . و مثل المؤمن الذي لايقرأ القرآن مثل التمرة . طعمها طيب . و لا ريح لها . و مثل الفاجر الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة . ريحها طيـب . و طعمها مر . و مثل الفاجر الذي لايقرأ القرآن مثل الحنظلة . خبيث طعمها . خبيث ريحـها.

কুরআন তেলাওয়াতকারী মুমিনের উদাহর الأترجة (জাম্বুরা) এর মতো যার গন্ধও ভাল খেতেও সুস্বাদু । আর যে মুমিন কুরআন তেলাওয়াত করেনা তার উদাহরণ হলো খেজুরের ন্যায় যা খেতে সুস্বাদু কিন্তু সুগন্ধি নেই ।

কুরআন তেলাওয়াতকারীর উদাহরণ ঐ সুগন্ধি (রায়হান) পাতার ন্যায় যার গন্ধ ভাল কিন্তু খেতে তিক্ত । ঐ পাপী যে কুরআন তেলাওয়াত করেনা তার উদাহরণ হলো ঐ মাকাল ফলের মতো যা অখাদ্য এবং দুর্গন্ধযুক্ত ।

রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আরেকটি উদাহরণ ঃ[৪০৬]

إنما مثلي و مثلكم كمثل رجل أوقد نارا . فهو يذب عنها أن يقع فيها الجراد و الفراش . و إني آخذ بحجزكم أن تقعوا .

---

[৪০৫]. বুখারী ফাযাইলুল কুরআন ঃ ১০/৪৪২ : তাওহীদ ঃ ১৭/৩২১ : মুসন্নাফ ইবন আবী শায়বা ঃ ১০/৫২৯-৩০ : তায়ালিসী ঃ ৬৭ ঃ মুসলিম ঃ ৬/৮৩ : আবূ দাউদ ঃ ১৩/১৭৭ : তিরমিযী ঃ ৮/১৬৪ : নাসাঈ ঃ ৮/১০৮ : ইবন মাজা ঃ ১/৭৭ : দারিমী ঃ ২/৪৪২ : আহমদ ঃ ৪/৩৯৭. ৪০৪. ৪০৮ : আবদুর রাজ্জাক ঃ ১১/৪৩৫ : রামহরমযী ঃ ১৩২ : আবুশ শায়খ ঃ ৩৭০-৭১ ।

[৪০৬]. কাতামিশ ঃ ২৬৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

আমার এবং তোমাদের উদাহরণ হলো ঐ ব্যক্তি ন্যায় যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করলো এবং তাতে নিপতিত ফড়িং ও অন্যান্য পোকা মাকড়কে বাধা প্রদান করছে । আর আমি তোমাদের কোমরবন্ধ ধরে টানছি যাতে তোমরা নরকাগ্নিতে নিপতিত না হও ।

আরেকটি মাছাল পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী সম্পর্কে ।[৪০৭]

وما لي وللدنيا. إنما مثلي و مثل الدنيا كراكب مر بأرض فلاة فرأى شـجرة فاسـتظل تحتـها ثـم راح و تركـها .

'আলকমা 'আব্দুল্লাহ থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ

তিনি বলেন আমি একদা রসুলুল্লাহ (সঃ) -এর কাছে গিয়ে দেখি তাঁর পার্শ্বদেশে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গেছে । তখন আমি তাঁকে বললাম, হে রসূলুল্লাহ (সঃ)! আপনি যদি এর চাইতে নরম বিছানায় শুতেন , তখন রসুলুল্লাহ (সঃ) বললেন "দুনিয়ার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক । আমার এবং দুনিয়ার উদাহরণ হলো ঐ পথিকের ন্যায় যে কোন মরুভূমিতে চলতে গিয়ে বিশ্রাম নিয়ে আবার চলে গেল ।

মুমিন ও ঈমানের উদাহরণ[৪০৮]

مثل المؤمن و مثل الإيمان كمثل فرس على أخيته يجول ثم يرجع إلى أخيته ، و إن المؤمن يســهو ثـم يرجـع إلى الإيمـان .

মুমিন এবং মুমিনের ঈমানের উদাহরণ হলো ঐ ঘোড়ার ন্যায় যে সারাদিন ঘুরে ফিরে আস্তাবলে আশ্রয় নেয় । আর মুমিন ভুল করে এরপর আবার ঈমানের দিকে ফিরে আসে ।

ভাল কথা ও মন্দ কথার উদাহরণ ।[৪০৯] مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة ، و مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة .

উত্তম কথা উত্তম গাছের ন্যায় । আর খারাপ কথা খারাপ গাছের ন্যায় ।

مثل القائم على حدود الله و المداهن في حدود الله مثل ثلاثة نفر جلسوا في سفينة ، أحدهم في صدرها ، و الآخـر في أسفلها ، و الآخر في وسطها . فجعل يحفرها بفأس معه . فقال الذي يليه : لاتحفر فتغرقنا .. و قال الآخر : دعه ، فإنما غـرق نفسـه .

আল্লাহর সীমানায় দন্ডায়মান ব্যক্তি এবং ভন্ড ব্যক্তি ঐ তিন ব্যক্তির ন্যায় যা'রা একটি নৌকায় বসেছিল । এদের একজন অগ্রভাগে একজন পশ্চাৎভাগে এবং অন্যজন মাঝে । মাঝের ব্যক্তিটি কুড়োল দিয়ে নৌকাটি ছিদ্র

---

৪০৭. *তিরমিযী ঃ ৭/৪৮ : ইবন মাজা ঃ ২/১৩৭৬ : আহমদ ১/৩৯১ : তায়ালিসী ঃ ৩৬ : মুস্তাদরাক ঃ ৪/৩১০ : আল হিলিয়া ঃ ২/১০২, ৪/২৩৪: মুসন্নাফ ইবন আবী শায়বা ঃ ১৩/২১৭: আবু ইয়ালী ঃ ৮/৪১৬ : তাবরানী আল-কবীর ঃ ১০/২০০-২০১ : আল-আলবানী ঃ ৪৩৯ : আবু শায়খ ঃ ৩৪৯ ।*

৪০৮. *আবুশ শায়খ ঃ ৩৭০ : রামহরমুযী ঃ ১৫৭-৫৮ : বুখারী, শিরকা ঃ ৬/৫৮ , সাহাদত ঃ ৬/২২২: তিরমিযী ঃ ৬/২৯৫: মুসনাদ আহমদ ঃ ৪/২৬৮-৬৯, ৭০, ৭২ ঃ মুসনাদ হুমায়দী ঃ ২/৪০৯৬: সুনানি বায়হাকী ঃ ১০/৮৮, ৯১ ।*

৪০৯. *মুসনাদ আহমদ ঃ ৩/৩৮, ৫৫ : মুসনাদ আবী ইয়ালী ঃ ২/৩৫৭ : আবুশ শায়খ ঃ ৪০৩ ।*

Dhaka University Institutional Repository

করতে যাচ্ছিল । এসময় সামনের লোকটি বললো ছিদ্র করো না, আমরাতো ডুবে যাব, পিছনের জন বলল, ওকে বাধা দিওনা ও ডুবে মরুক।[৪১০]

[৪১০]. তিরমিযী : তাফসীর, ৮/৫৪৬ : নাসায়ী : কুবরা : ১/২৪১ : মুসনাদ আবী ইয়ালী : ৭/১৮২ : মুসতাদরাক : ২/৩৫২: আবুশ শায়খ : ৪০৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

৫. সাহাবীদের মাছাল

সাহাবা ঃ শব্দটি মাছদার অর্থ সাথী হওয়া (الصحبة)। বহুল ব্যবহৃত হওয়ায় শব্দটি বহু বচন অর্থে ব্যবহৃত হয় ।

পরিভাষায় সাহাবাঃ বলা হয় যিনি মুসলমান হিসেবে রসুলুল্লাহ (সঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং মুসলমান হিসেবে ইন্‌তিকাল করেছেন ।[৪১১]

ইসলামী যুগে মাছাল রচয়িতাদের মধ্যে সাহাবীগন ছিলেন শীর্ষে । তাঁরা রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর সংস্পর্শে এসে সোনার মানুষে পরিণত হন । তাঁরা রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর কথা কাজ নিজেদের বাস্তব জীবনে বাস্তবায়নে ও প্রতিফলনে সদা সচেষ্ট ছিলেন । তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জ্ঞানগর্ভ বাণী হাদীছ তাদের উপরে সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে । ফলে নিজেরাও অনেক সময় কাজে - কর্মে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে জ্ঞানগর্ভ বাক্য বলতেন যেগুলো মুসলিম সমাজে ব্যবহৃত হতে হতে তা মাছালে পরিণত হয় । পরবর্তীকালে সাহিত্যিকগণ প্রাচীন মাছালের সাথে এগুলোও লিপিবদ্ধ করেন ।

তবে জাহিলী মাছালের তুলনায় এর সংখ্যা খুবই নগন্য ।[৪১২] নিম্নে প্রখ্যাত সাহাবীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ তাঁদের কিছু মাছাল উল্লেখ করা হলো ।

আবূ বকর (রাঃ) ঃ তিনি ৫৭১-৭২ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহন করেন । ইসলাম গ্রহনকারী বয়স্ক পুরুষদের মাঝে তিনিই প্রথম এবং নারী-পুরুষদের মাঝে তিনি দ্বিতীয় ।

তাঁর পিতা মাতা উভয়েই সাহাবী ছিলেন । তিনি লেখা পড়া জানতেন এবং আরবদের কুলজি শাস্ত্র সম্পর্কেও অভিজ্ঞ ছিলেন । তিনি বীরত্ব ও সাহসিকতায় বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী ছিলেন । প্রত্যেকটি যুদ্ধে তিনি রসুলুল্লাহ (সঃ) এর পার্শ্বে থাকতেন ।

কুরআন হাদীছ ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে অগাধ বুৎপত্তি ছাড়াও বাগ্মিতা, কাব্যচর্চা ও স্বপ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন ।

তিনি খুলফাই রাশিদার প্রথম খলীফা । তাঁর খেলাফতের স্থাপত্বকাল মাত্র দু' বছর তিন মাস এগারো দিন (১১/৬৩২-১৩/৬৩৪) । শিষ্টাচার ও ভদ্রতায় তিনি ছিলেন ইতিহাসে অতুলনীয় ।

তিনি ১৩/৬৩৪ সনে ইন্‌তিকাল করেন । রসূলুল্লাহ (সঃ) এর রওযার পার্শ্বেই তাঁকে দাফন করা হয় ।[৪১৩]

তার কিছু মাছাল ঃ

ক. لاطامة إلا و فوقها طامة　　　　বিপদের চাইতে বড় বিপদ আছে ।[৪১৪]

---

[৪১১]. *ডঃ মাহমুদ তাহহান ঃ তাইসিরু মুস্‌তালাহুল হাদীছ. ১৪০৫/১৯৮৫. পৃ-১৯৮ ।*

[৪১২]. *কাতামিশ ঃ ১৬৯ ।*

[৪১৩]. *ইসলামী বিশ্বকোষ (বৃহৎ) ঃ ২/৪১৩ ।*

Dhaka University Institutional Repository

খ. صنائع المعروف تقي مصارع السوء   সৎকাজ মন্দ থেকে রক্ষা করে ।[৪১৫]

গ. ليست مع العزاء مصيبة   সমবেদনা জ্ঞাপনে বিপদ দুর হয় ।[৪১৬]

'উমার (রাঃ) ঃ 'উমার ইবনুল খাত্তাব খুলফা-ই রাশিদার দ্বিতীয় খলীফা । হরবুল ফিজারের চার বছর পূর্বে মক্কার কুরায়েশ বংশের বানু 'আদী গোত্রে তাঁর জন্ম।২৬ অথবা ২৭ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহন করেন । ইবন সা'দ-এর মতানুসারে তিনি পঁয়তাল্লিশ জন পুরুষ ও এগারো জন মহিলার পরই মুসলমান হন । তিনি বদর হতে শুরু করে তাবুক পর্যন্ত প্রতিটি যুদ্ধেই মহানবী (সঃ) এর সংগে ছিলেন ।

আবূ বকর (রাঃ) -এর শাসনামলে তিনি মদীনার বিচারক নিযুক্ত হন । তাঁর শাসনামলে ইরাক, আর্মেনিয়া, ইরান, তুর্কিস্তান, আফগানিস্তান পশ্চিম ভারত শাম, আনাতোলিয়া, মিসর, লিবিয়া পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের সীমা বিস্তৃত হয়েছিল ।

আবূ বকর ও 'উমার (রাঃ) সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তারাতো ধর্মীয় কার্যে আমার জন্যে কর্ণ ও চক্ষু স্বরূপ ।

তিনি ১৩/৬৩৪ সনে খেলাফতের দায়ীত্ব স্কন্ধে নেন । তিনি ১৬ হিজরতে হিজরী সন গণনার সূচনা করেন । হিজরী ২৪ সনের মুহররম মাসে তিনি শাহাদত লাভ করেন ।[৪১৭] তাঁর রচিত কয়েকটি মাছাল ঃ

ক. شوي أخوك حتي إذا نضج رمد   তোমার ভাই এমনভাবে ভাজি করেছে যে, পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ।[৪১৮]

খ. اليمين حنث أو مندمة   শপথের পরিণাম হয় ভঙ্গ অথবা লজ্জা প্রাপ্তি ।[৪১৯]

গ. النساء لحم علي وضم   নারীরা কসাইদের গোস্তকাটার কাষ্ঠ খন্ডের উপর রাখা গোস্তের ন্যায় ।[৪২০]

ঘ. لايكن حبك كلفا ، ولابغضك تلفا   তোমার ভালবাসা যেন লোকদেখানো না হয় , আর তোমার রাগান্বিত হওয়া যেন অনর্থক না হয় ।[৪২১]

ঙ. ول حارها من تولي قارها   যে নারীকে গ্রহন করে তার দায়ীত্ব তার যিম্মায় ।[৪২২]

---

[৪১৪]. *জামহারা ঃ ২/৪১৩ ।*

[৪১৫]. *আছ-ছা আলিবী ঃ আত্-তামছীল ওয়াল মুহাযারাত, সমপাদনা 'আবদুল ফাত্তাহ, দারু এ হয়াউল কুতুবুল ' আবারিয়া, ১৩৮১/১৯৬১, পৃ-২৮৬ ।*

[৪১৬]. *প্রাগুক্ত ।*

[৪১৭]. *ইসলামী বিশ্বকোষ ঃ ১৯৮৮, ঢাকা ঃ ৬/২২-৩৬ ।*

[৪১৮]. *আমছালু আবূ 'উবায়দ ঃ ৬৬ ; ময়দানী ঃ ১/৩৬০ আল-মুস্তাক্সা ঃ ২/১৩৬ ।*

[৪১৯]. *আমছালু আবূ 'উবায়দ ঃ ৮৯ ; ময়দানী ঃ ২/২/৪২১; আল-মুস্তাক্সা ঃ ১/৩৫৭ ।*

[৪২০]. *জামহারা ঃ ২/৩০১ ।*

[৪২১]. *আমছালু আবূ 'উবায়দ ঃ ১৭৮ ; ময়দানী ঃ ২/২১৮ ।*

Dhaka University Institutional Repository

আলী (রাঃ) ঃ তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ) এর চাচাতো ভাই পরে জামাতা । খুলফা-ই রাশিদার চতুর্থ খলীফা । তিনি নুবুওতের দশ বছর এবং হিজরতের তেইশ বছর পূর্বে জন্ম গ্রহন করেন । [৪২৩] বালকদের মধ্যে তিনিই প্রথম মুসলিম । মাত্র আট বছর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহন করেন । [৪২৪] রসুলুল্লাহ (সঃ) তাঁর পাণ্ডিত্য সম্পর্কে বলেন, "আমি বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞার গৃহ আর আলী (রাঃ) ওর তোরণ" ।[৪২৫] অন্যত্রে আছে "আমি জ্ঞানের নগরী আর আলী (রাঃ) ওর তোরণ" ।[৪২৬]

আলী (রাঃ) ৩৫/৬৫৬ সনে খিলাফতের দায়ীত্বভার গ্রহন করেন । মাত্র ৪ বছর ৯ মাস শাসন পরিচালানা করার পর কুফার মসজিদ ইবন মুলজি'ম নামক আততায়ীর হাতে ৪০/৬৬০ সনে শহীদ হন ।[৪২৭] তিনি রসুলুল্লাহ (সঃ)- এর পরে শ্রেষ্ঠ বাগ্মী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন । [৪২৮] শরীফ রাযী (মৃ- ৪৬৩/১০৭০) নহজুল বালাগা গ্রন্থে আলী (রাঃ)এর ভাষন, নীতিবাক্য ও মাছালগুলো সংকলন করেছেন ।[৪২৯]

আলী (রাঃ) কে আরবী ব্যাকরণের জনক বলা হয় । তাঁর নীতিবাক্য এবং মাছালগুলো নিঃসন্দেহে তাঁর অভিজ্ঞতার বহিঃ প্রকাশ । নিম্নে তাঁর কিছু মাছাল উল্লেখ করা হলো ।[৪৩০]

তাঁর মতে মানুষকে তার নিজ সম্পর্কে জানতে হবে এবং নিজের মর্যাদা সম্পর্কে উপলব্ধি করতে হবে । এদিকে ইঙ্গিত দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন ।

১. هلك إمرؤ لا يعرف قدره .١ যার আত্ম সম্মানবোধ নেই তার ধ্বংস অনিবার্য ।

মানুষ যখন নিজের দোষত্রুটি নিজে ধরতে পারবে তখন সে অপরের দোষান্বেষন হতে বিরত থাকবে এদিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেছেন ঃ

---

৪২২. আমছালু আবূ 'উবায়দ ঃ ২২৭ ; জামহারা ঃ ২/৩৩৪ ; ময়দানী ঃ ২/৩৬৯ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ২/৩৮১

৪২৩. ইসলামী বিশ্বকোষ ঃ ১৯৮৭, ৩/৪৩ ।

৪২৪. প্রাগুক্ত ।

৪২৫. أنا دار الحكمة و علي بابها তিরমিযী ঃ ২/২৯৯ ।

৪২৬. أنا مدينة العلم و علي بابها হাকিম ঃ আল-মুস্তাদ্‌রাক. ৩/১২৬ ।

৪২৭. যয়্যাতঃ ১৮৫-৮৬ ।

৪২৮. তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে هو إمام الخطباء من العرب على الإطلاق بعد رسول الله صلي الله عليه و سلم
আরো বলা হয়েছে و هو بالإجماع أخطب المسلمين و إمام المنشئين
পৃ -১২৭ ।

৪২৯. নহজুল বালাগার মাছালগুলো الأمثال في كتاب نهج البلاغة গ্রন্থে আলাদা ভাবে সংকলিত হয়েছে । সংকলক মুহাম্মদ আল-গরভী এটি ১৪০০ হিজরীতে কুমে প্রকাশিত হয় ।

৪৩০. হান্না আল-ফাখুরী ঃ পৃ - ৩৪-৩৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

২. من نظر في عيوب نفسه اشتغل عن عيب غيره — যে নিজের দোষত্রুটির দিকে তাকাবে সে অপরের দোষান্বেষন হতে বিরত থাকবে ।

নিজের জন্যে নিজেই উপদেশদাতা হওয়া চাই , তাহলে আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন ।

৩. من كان له في نفسه واعظا كان عليه من الله حافظا — যার অন্তঃকরণ তার নিজের জন্যে নসীহতকারী হয় আল্লাহ তার রক্ষক হন ।

জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞানানুযায়ী কাজ করা উচিৎ । আমল না থাকলে ইলম ফলপ্রসু হয়না ।

৪. العالم بلا عمل كالشجرة بلاثمر — আমলহীন আলিম (জ্ঞানী) ফলবিহীন বৃক্ষের ন্যায় ।

জ্ঞানী লোক সর্বদা কম কথা বলে । আর স্বল্প জ্ঞানীরা বাচাল হয়ে থাকে । এজন্যে তার কাজে ভুল হয়ে থাকে বেশী ।

৫. إذا تم العقل نقص الكلام — যখন মানুষের জ্ঞানের পূর্নতা আসে তখন সে অল্প কথা বলে ।

তাঁর আরো কিছু মাছাল ঃ

৬. أنا دون هذا و فوق ما في نفسك — তুমি যা ধারণা করছ তাঁর চাইতে আমি উর্ধে ।[৪৩১]

৭. من يطل إير أبيه ينتطق به — যার পিতার অধিক সন্তান আছে তার শক্তি বেশি ।[৪৩২]

৮. أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان — যে মানুষকে ভ্রাতৃত্বে বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারেনা সে অক্ষম ।[৪৩৩]

৯. التقي رئيس الأخلاق — আল্লাহভীতি চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ।

১০. المال مادة الشهوات — ধন সম্পদ প্রবৃত্তির উৎস ।

১১. فلا غني كالعقل ولا الفقر كالجهل ولاميراث كالأدب ولا ظهيركالمشاورة — আমলের চাইতে সম্পদ নেই , মুর্খতার চাইতে দরিদ্রতা নেই, পরামর্শের মত বিজয় আর নেই ।

১২. من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته — যার অন্তরে দয়া আছে তার প্রবৃত্তিগুলো প্রদমিত হয় ।

---

৪৩১. *ময়দান ঃ ১/৫৩ ।*

৪৩২. *আল-মুস্তাক্সা ঃ ১/৩৬৩ ।*

৪৩৩. *৮-১৪ নং এর জন্যে দেখুন, হান্না আল-ফাখুরী , পৃ-৩৩-৩৬ ।*

১৩. حسد الصديق من سقم المودة	ভালবাসার ভাটা পড়লে বন্ধু শত্রুও হয় ।
১৪. أحسن إلي المسئ تسد	দুর্ব্যবহারকারীর সাথে ভাল ব্যবহার কর নেতৃত্ব লাভ করতে পারবে।
১৫. بركة المال في أداء الزكاة	যাকাত আদায় করলে সম্পদে বরকত হয়[৫০৭] ।
১৬. باكر تسعد	প্রভাতে ঘুম থেকে উঠ সৌভাগ্যবান হতে পারবে ।
১৭. بركة عمر حسن العمل	সৎকাজে আয়ু বাড়ে।
১৮. جد بما تجد	যা পাও তা দিয়েই দান কর ।
১৯. خالف نفسك تسترح	তুমি প্রবৃত্তির বিরোধিতা কর প্রশান্তি পাবে ।
২০. شر الناس من يتقيه الناس	যাকে মানুষ ভয় করে তার চাইতে নিকৃষ্ট আর কেউ নয়।
২১. فعل المرء يدل علي أصله	মানুষের পরিচয় তার কাজে ।
২২. ضياء القلب من أكل الحلال	হালাল ভক্ষনে অন্তরের আলো বৃদ্ধি পায় ।
২৩. سمو المرء التواضع	বিনম্রতা মহত্বের বহিঃপ্রকাশ ।
২৪. صدق المرء نجاته	সত্যবাদীতা মানুষকে মুক্তি দেয় ।
২৫. صحة البدن في الصوم	সিয়াম সাধনা শরীরে সুস্থতা বৃদ্ধি করে ।
২৬. غنيمة المؤمن وجدان الحكمة	জ্ঞান ও প্রজ্ঞা লাভ মুমিনের জন্যে বড় সম্পদ ।
২৭. المرء يخبر عما في قلبه	মানুষ সাধারণতঃ মনের কথার বহিঃ প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে ।
২৮. قوة القلب من صحة الإيمان	খাঁটি ঈমান-ই অন্তরকে শক্তিশালী করে ।
২৯. لين الكلام قيد القلوب	নম্রকথা মানুষের অন্তরকে আকৃষ্ট করে ।
৩০. ليس للحسود راحة	হিংসুকদের মনে শান্তি বিরাজ করেনা ।
৩১. نضرة الوجه في الصدق	সত্যবাদীতা চেহারার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে ।
৩২. همة المرء قيمته	মানুষের সাহসই তার মূল্য নির্ধারণ করে ।
৩৩. علو الهمة من الإيمان	সৎসাহস ঈমানের অঙ্গ ।
৩৪. لا كرامة للكاذب	মিথ্যাবাদীর সম্মান নেই ।
৩৫. يعمل النمام في ساعة فتنة أشهر	চোগলখুর কয়েক মাসের ফেৎনা একঘন্টায় ছড়িয়ে দিতে পারে ।

---

[৫০৭] ১৫-৫০ -এর জন্যে দেখুন

Abu Nasir wahed : Mirkatul Adab : No. -1,2nd ed.1914: PP. 56-63.

Dhaka University Institutional Repository

৩৬. الغضب نار القلوب	রাগ অন্তরাগ্নির বহিঃ প্রকাশ ।
৩৭. بالعلم يقيم العوج	জ্ঞান দ্বারাই বক্রতা সোজা হয় ।
৩৮. خذ الحكمة ممن أتاك بها	জ্ঞানের কথা যেখান থেকেই আসুক না কেন গ্রহন করো।
৩৯. وانظر إلي ما قال ولا تنظر إلي من	বক্তার দিকে না তাকিয়ে তার বক্তৃতার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করো ।
৪০. ذكر الله جلاء الصدور و طمانينة القلوب	আল্লাহর স্বরণে অন্তর আলোকিত হয় ও প্রশান্তি লাভ করে।
৪১. كما تزرع تحصد و كما تدين تدان	যেমন ফসল বুনবে তেমন কাটবে, যেমন কর্ম তেমন ফল !
৪২. عند الإمتحان يكرم الرجل أو يهان	পরীক্ষার মাধ্যমে মানুষ সম্মানিত ও অপমানিত হয়ে থাকে।
৪৩. علم بلا عمل كقوس بلا وتر	আমলবিহীন ইলম রশিবিহীন ধনুকের ন্যায় ।
৪৪. غاية المعرفة أن يعرف الرجل نفسه	নিজকে চেনা অধিকারের চরম পর্যায় ।
৪৫. قلب الأحمق في فيه و لسان العاقل وراء قلبه	বোকার অন্তর থাকে মুখে আর জ্ঞানীর জিহবা থাকে অন্তরেরও পিছনে ।
৪৬. قوم لسانك تسلم	তুমি রসনা সংযত কর নিরাপদে থাকবে ।
৪৭. كل طير ياوي إلي شكله	প্রত্যেক পক্ষী স্বীয় নীড়ে ফিরে আসে ।
৪৮. كلام الرجل ميزان عقله	মানুষের কথা তার জ্ঞানের পরিমাপক ।
৪৯. مرارة الدنيا حلاوة الأخرة	দুনিয়ার তিক্ততা আখিরাতের মিষ্টতার কারণ ।
৫০. غلا قدر المتوكلين	আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলদের মর্যাদা অনেক।

আলী (রাঃ) এর আরো অনেক মাছাল রয়েছে । কলেবরে বৃদ্ধির আশঙ্কায় আমরা মাত্র কয়েকটি মাছাল উল্লেখ করেছি । তাঁর মাছালগুলো আরবী সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ । সেগুলো আরবীর উচ্চমানের প্রায় সকল গ্রন্থে অনবরত ব্যবহৃত হয়ে আসছে । তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কবিও ছিলেন । তাঁর কবিতাগুলো"দীওয়ানে আলী" নামে প্রকাশিতও হয়েছে। তিনি যে জ্ঞান-নগরীর তোরণ ছিলেন এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই ।

'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রাঃ) ঃ হিজরতের তিন বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহন করেন । তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ) -এর পিতৃব্যপুত্র । ইবন মাস'উদ (রাঃ) -এর মতে তিনি কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকর । কুরআনের ভাষ্যে তিনি তার বক্তব্যের সমর্থনে প্রাচীন আরবী কবিতার উদ্ধৃতি দিতেন ।[৪৩৫] হাদীছের গ্রন্থসমূহে তাঁর ১৬৬০টি হাদীছ

---

৪৩৫. ইসলামী বিশ্বকোষ ঃ ১/৫৫৭ ঃ ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন .

إذا قرأتم شيئا من كتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوه في أشعار العرب فان الشعر ديوان العرب

Dhaka University Institutional Repository

স্থান পেয়েছে । 'উমার (রাঃ) বলেন, ইবন 'আব্বাস তোমাদের সকলের অপেক্ষা বড় বিদ্বান, তরুণ প্রবীণ, জিজ্ঞাসু রসনা ও বুদ্ধিদীপ্ত মনের অধিকারী ।[৪৩৬]

তিনি আরো বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তৎ সম্পর্কে ইবন 'আব্বাস (রাঃ) এ উম্মতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী । তিনি ৬৮/৬৮৭ সনে তাইফে ইন্‌তিকাল করেন ।[৪৩৭] তাঁর কিছু মাছাল নিম্নে দেয়া হলোঃ

إذا جاء القدر عشي البصر   ভাগ্যের লিখন অনুযায়ী চক্ষু অন্ধ হয়ে আসে ।[৪৩৮]

إسمح يســــــــمح لك   তুমি ক্ষমা করো তোমাকেও ক্ষমা করা হবে ।[৪৩৯]

الهوي إلـــــــــه معبود   প্রবৃত্তি উপাস্য, যার উপাসনা করা হয়ে থাকে ।[৪৪০]

'আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ ঃ তিনি বাল্যকালে 'উকবা ইবন মু'ঈতের বকরী চরাতেন । কুরআন মজীদের ৭০ টি সুরা রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট থেকে সরাসরি শিক্ষা করার সৌভাগ্যার্জন করেছিলেন ।

তিনি ২০/৬৪০ সনে কুফার কাযী নিযুক্ত হন । একই সঙ্গে কোষাগার মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা এবং কুফা প্রশাসকের পরামর্শদাতাও ছিলেন ।

উছমান (রাঃ) এর খেলাফতের শেষ দিকে যখন গোলযোগ ও ষড়যন্ত্র প্রবল হয়ে ওঠে তখন তাঁকে হঠাৎ করে বরখাস্ত করা হয় । এর পর তিনি ওমরা করতে চলে যান । ওমরা শেষে আল্লাহর ইবাদতে সময় কাটানোর জন্যে মদীনায় গমন করেন ।

তিনি ৩৩/৬৫৩ সনে ইন্‌তিকাল করেন। তিনি আল-কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ কারী এবং হানাফী ফিকহের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা । তাঁর বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা ৮৪৮টি । তন্মধ্যে ৬৪টি মুত্তাফাক আলায়হ , ২১৫টি বুখারীতে এবং ৩৫টি মুসলিম শরীফে সন্নিবেশিত ।[৪৪১]

أخر الأمور علي أذلالها   কাজের শেষ পর্যায় অনুগ্রহ প্রদর্শন । [৪৪২]

অর্থাৎ - যখন তোমরা আল্লাহর কিতাবের কোন কিছু বুঝতে না পার তখন এর অর্থ আরবদের কবিতায় অন্বেষণ কর । কেননা কবিতা তাদের জীবনালেখ্য । যয়দান ঃ ১/৯৪ ।

[৪৩৬] . هو أعلمكم فتي الكهول . له لسان سئول و قلب عقول . *ইসলামী বিশ্বকোষ ঃ ১/৫৫৭ ।*

[৪৩৭]. *প্রাগুক্ত ।*

[৪৩৮]. *জামহারাত ঃ ১/১১৮ ।*

[৪৩৯]. *প্রাগুক্ত ঃ ১/৪৫৯ ; আবূ 'উবায়দ ঃ ২৮৪; ময়দানী ঃ ১/৩৩৮ ; আল-মুস্‌তাফ্‌সা ঃ ১/১৭২ ।*

[৪৪০]. *আত্‌তামছীল ওয়াল মুহাযারা ঃ ৩০ ।*

[৪৪১]. *ইসলামী বিশ্বকোষ ঃ ১/৫৭৯ ।*

Dhaka University Institutional Repository

أحق الشي بسجن لسان   কারাগারে যাওয়ার জন্যে রসনাই অধিকতর উপযোগী ।[৪৪৩]

'আমর ইবনুল 'আস ঃ তিনি কুরায়শ বংশীয় প্রসিদ্ধ সাহাবী । তিনি দাহিয়্যাতুল 'আরব বা 'আরবদের কূটনীতিবিদরূপে খ্যাতিলাভ করেন । তিনি ৮/৬২৯-৩০ সনে পঞ্চাশোর্ধ বয়সে ইসলাম গ্রহন করেন । নবী (সাঃ) এর জীবদ্দশায় তিনি উম্মানের শাসনকর্তা ছিলেন । মিসর জয় , তাঁর সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব । আজো পুরাতন কায়রোর মসজিদ তাঁর স্মৃতি বহন করছে। সিফ্ফিনের যুদ্ধে তিনি আমীর মু'য়াভীয়া (রাঃ) -এর পক্ষ অবলম্বন করেন। তাঁর কূটনৈতিক চালে আলী (রাঃ) ক্ষমতা হারান।'আমর পুনঃ মিসরের শাসনকর্তা নিয়োগ হন । আমরণ তিনি এপদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন । তিনি ৪২/৬৬৩ সনে ইন্তিকাল করেন । আমীর মু'য়াবীয়া (রাঃ) এর পক্ষ অবলম্বনের জন্যে তিনি শেষ জীবনে অনুতপ্ত হন বলে কথিত আছে ।[৪৪৪] তাঁর কিছু মাছাল নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

إذا حككت قرحة أدميـــــــــــــتها   জখমের স্থলে চুলকালে রক্ত বের হবেই ।[৪৪৫]

إسترح من لا عـــــــــــــقل له   নির্বোধরাই সুখী ।[৪৪৬]

مات فلان ببطنه لم يتغضغض منها شئ   অমুক ব্যক্তি পেটের পীড়ায় মারা গেছে । কিন্তু বেদনা এতটুকুও কমেনি ।[৪৪৭]

উপরে আলোচিত সাহাবীগণ ছাড়া আরো অনেক সাহাবী রয়েছেন যাঁদের একাধিক মাছাল রয়েছে ।[৪৪৮]

৬. ইসলামী যুগের কিছু মাছাল ঃ

ইসলামের প্রাথমিক যুগের কিছু মাছাল নিম্নে বর্ণিত হলো যেগুলোর রচয়িতার সবার নাম জানা যায়না ।

أتـــــب من ابي لهـــــــب   আবু লাহব হতে অধিক ধ্বংসশীল ।[৪৪৯]

---

৪৪২. আবূ 'উবায়দ ঃ ২২৭; জামহারা ঃ ১/৮৯ ; ময়দানী ঃ ১/১৭৪ ।

৪৪৩. আবূ 'উবায়দ ঃ ৩৯ ; জামহারা ঃ ১/২২ ।

৪৪৪. ইসলামী বিশ্বকোষ ঃ ১৯৮৬ ২/২০৬ ।

৪৪৫ জামহারা ঃ ১/১৪৪ ; ময়দানী ঃ ১/২৮; আল-মুতাক্সা ঃ ১/১২৪ ।

৪৪৬. জামহারা আমছাল ঃ ১/১৪৭ ।

৪৪৭. আবূ 'উবায়দ ঃ ৩১৪ ; ময়দানী ঃ ২/২৬৭ ; আলমুসতাকসা ঃ ২/৩৩৮ ।

৪৪৮. তাঁদের মধ্যে 'উবায়দুল্লাহ ইবন যিয়াদ, মাস'আব ইবন যুবায়ের, আহনাফ ইবন কায়স উল্লেখযোগ্য । কাতামিশ ঃ ১৭২

৪৪৯. ময়দানী ঃ ১/১৫০ ।

Dhaka University Institutional Repository

أخســـــــــر من حمالة الحطب	কাষ্ঠ আহরনকারীনী (আবু লাহাবের স্ত্রী) অপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্থ ।[৪৫০]
أخـــــــــنث من طويـــــس	তোয়ায়েছ হতে অধিক দুষ্ট ।[৪৫১]
أطمـــــــــع من أشعـــــــــب	আশ'আব হতেও লোভী ।[৪৫২]
اعـــــــــذر من قيـــس بن عاصم	কায়স ইবন 'আসিম হতেও উযরকারী ।[৪৫৩]
لافي العــــير ولا في النفـــــــير	আগেও নেই পিছেও নেই ।[৪৫৪]
الوفاء مـــــن الله بـــــــمكان	প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারীর জন্যে আল্লাহর কাছে আলাদা স্থান আছে।[৪৫৫]
أعـــــــمر مـــــن مـــعاذ	মু'আয হতে অধিক বয়স্ক ।[৪৫৬]
يا حبذ الإمارة و لو علي الحجارة	আহা ক্ষমতা কত সুন্দর যদিও ইহা পাথরে নির্মিত ।[৪৫৭]
لا راي لـــــــن لايـــــــطاع	যার অনুসরণ করা হয়না তার কোন অভিমত নেই ।[৪৫৮]
لا جديـــد لمن لا خلـــــــق له	যার পুরাতন নেই তার নতুনও নেই ।[৪৫৯]

---

৪৫০. আদ্‌দুররা আল-ফাখিরা ঃ ১/১৭৩ ।

৪৫১. প্রাগুক্ত ১/১৮৫ ।

৪৫২. প্রাগুক্ত ঃ ১/২৯০ ।

৪৫৩. প্রাগুক্ত ঃ ১/৩২৪ ।

৪৫৪. জামহারা ঃ ২/৩৯৯ ।

৪৫৫. ময়দানী ঃ ২/৩৭১ ।

৪৫৬. প্রাগুক্ত ঃ ২/৫২ ।

৪৫৭. প্রাগুক্ত ঃ ২/৪১৮ ।

৪৫৮. প্রাগুক্ত ঃ ২/২৪১ ।

৪৫৯. প্রাগুক্ত ঃ ১/৩৬০ ।

Dhaka University Institutional Repository

গ. উমায়্যা যুগ

মাছাল সকল যুগের সকল জাতির জীবন দর্শন । কমবেশী প্রতি যুগেই এর আবির্ভাব ঘটে । স্বভাবতই উমায়্যা যুগেও এর বিকাশধারা অব্যাহত ছিল । তবে জাহিলী যুগের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম । ইসলামী যুগের ন্যায় এযুগেও গদ্য সাহিত্যের নিদর্শন খুব বেশী নেই । কেননা অন্যান্য বিষয়ের চাইতে কুরআন হাদীছের পাঠ ও পঠনের প্রয়োজনীয়তা বেশী ছিল এসময়ে।[৪৬০] নিকলসন এবিষয়ে যথার্থই বলেছেন; শক্তিশালী ধর্মীয় প্রভাবের ফলে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে গদ্য সাহিত্য তার স্বাভাবিক গতিতে জাতীয় রীতি মোতাবেক গড়ে উঠতে পারেনি ।[৪৬১] তাছাড়া উমায়্যারা শাসন কার্যে ব্যস্ত থাকায় ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনের ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করার সুযোগ পাননি ।[৪৬২] এরপরও আমরা দেখতে পাই যে, উম্যয়াদের শাসন খাঁটি আরবী শাসন ছিল । তাঁরা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে আরবীয় করতে সবরকমের প্রচেষ্ঠা অব্যহত রেখেছিলেন। খলীফা ‘আবদুল মালিকের খিলাফতকালে (৬৫/৬৮৫-৮৬/৭০৫) আরবী রাষ্টভাষা হয় ।[৪৬৩] এসময়ে বিজিত এলাকার বহু অনারব য়াহুদী, খ্রীষ্টান ইসলাম গ্রহন করেন । যাঁদের অনেকেই কবি সাহিত্যিক এবং একাধিক ভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন । তাঁদের মাধ্যমে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ঘটে ।[৪৬৪] এসময়ে মাছাল সাহিত্যের বিকাশ ঘটে । নিম্নে এ যুগের কিছু মাছাল উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হলোঃ-[৪৬৫]

أبلغ من سحبان (সাহবান ইব্ন ওয়ায়েল হতেও শ্রেষ্ঠ বাগ্মী) । সাহাবানের প্রকৃত নাম সাহবান ইব্ন যফরীন আয়াদ। জাহিলী যুগে রবী'আ গোত্রে ওয়ায়েল বংশে জন্ম গ্রহন করেন । ইসলাম-আবির্ভাবকালে মুসলমান হন । বক্তৃতায় তিনি ছিলেন প্রবাদ পুরুষ ।[৪৬৬] ঘন্টার পর ঘন্টা তিনি অনর্গল বক্তব্য দিতে পারতেন। সাধারণত:তিনি ধর্মীয় বিষয়ে বেশী বক্তব্য রাখতেন । তাঁর বক্তব্য শ্রোতার মনে গভীর রেখাপাত করতো ।

একদা খোরাসান হতে একটি প্রতিনিধি দল আমীর মু'আভীয়া (রাঃ)-এর দরবারে আগমন করে । মু'আভীয়া (রাঃ) তাদের সাথে কথা বলার জন্যে সাহবানকে দরবারে আহবান করেন । তিনি যোহর থেকে আসর পর্যন্ত অনর্গল বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছিলেন । আসরের সালাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ায় তিনি থেমে গেলেন । তাঁর সুন্দর বর্ণনাভংঙ্গী, প্রাঞ্জল ভাষা এবং যুক্তিসংগত আলোচনায় শ্রোতারা এতো বিমুগ্ধ হয়েছিল্যে যে, আসরের সালাতের কথা পর্যন্ত ভুলে গেলেন । আমীর মু'আভীয়া তাকে সালাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন,

---

[৪৬০]. আ.ত.ম ঃ ১৫৬ ।

[৪৬১]. *The srtong theological influence which asserted itself in the second century of the Hijra was unfavourable to the development of an Arabian prose Literature on national lines. R. A. Nicholson, P. 247.*

[৪৬২] .আ.ত.ম. পৃঃ ১৫৬

[৪৬৩]. *P. K. Hitti: History of the Arabs, P. 217.*

[৪৬৪]. আ.ত.ম. ঃ ১৫৫-৫৭ ।

[৪৬৫]. আদদুররা আল-ফাখিরা ঃ ১/৯০; কাতামিশ ঃ ১৭২ ।

[৪৬৬]. আহমদ ইসকন্দরী ও মুস্তফা 'আনানী ঃ আল ওসীত ফিল আদবিল আরবী ওয়া তারীখিহী, মিসর ০৭ মসহ্ . ১৩৪৭/১৯২৮, পৃঃ-১১৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

নিঃসন্দেহে আপনি আরবদের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী । সাহবান বললেন, ঠিক হলোনা । আমি আরব-অনারব এবং জিন-ইনসানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ।[৪৬৭] তিনি ৫৪/৬৭৪ সনে ইনতিকাল করেন ।[৪৬৮]

أنسب من دغفـل (দাগফাল হতেও কুলজীবিদ) । দাগফাল বনী যহল ইবন ছালাবা ইব্‌ন 'উকবার সদস্য ছিলেন । কুলজী সম্পর্কে সমকালীনদের মধ্যে তাঁর চাইতে কেউ অভিজ্ঞ ছিলনা ।

একদা মু'আভীয়া (রাঃ) তাঁর কাছে কোন বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি তাঁকে অভিহিত করেন । মু'আভীয়া (রাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনি কিভাবে ইহা জানতে পারলেন । উত্তরে তিনি বললেন , জিজ্ঞাসু রসনা , বুদ্ধিদীপ্ত মন হতে । এর পরেও বিদ্যার জন্যে বিপদ আপদ, ধ্বংস , কার্পন্য এবং ক্ষুধা রয়েছে । বিদ্যার বিপদ হলো ভুলে যাওয়া, ধ্বংস হলো অনুপযুক্ত ব্যক্তির সাথে এ সম্পর্কে আলোচনা করা , কার্পণ্য হলো এতে মিথ্যা বলা আর ক্ষুধা হলো জ্ঞানান্বেষণকারী অনেক জ্ঞান আহরণ করেও অতৃপ্ত থাকা ।[৪৬৯]

بعض البقاع أيمن من بعض (কোন কোন স্থান কোন স্থান হতে উত্তম) ।

উৎস ঃ একদা মু'আভীয়া (রাঃ) কোথায় যাচ্ছিলেন । এমন সময় এক মরুবাসী এসে কিছু বলার জন্যে তাঁর পথ আগলে দাঁড়ালো । মু'আভীয়া (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন ; কিহে ! তুমি কি কিছু বলতে চাও ? কিছুক্ষন চুপ থেকে অন্যস্থানে গিয়ে মু'আভীয়া (রাঃ) কে কিছু জিজ্ঞাসা করলো । তখন মু'আভীয়া (রাঃ) বললেন, কিছুক্ষন আগেও তো এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ? লোকটি বললো , জ্বি হাঁ । কোন কোন স্থান কোন কোন স্থান হতে উত্তম কিনা তাই । মু'আভীয়া (রাঃ) তার বুদ্ধিমত্তায় আশ্চর্যান্বিত হলেন । [৪৭০]

النبع يقرع بعضه بعضاً (নাবা [৪৭১] একটি আরেকটিকে বাজায়) ।

উৎস ঃ যিয়াদ বসরার এবং মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রাঃ) কুফার শাসনকর্তা ছিলেন । মুগীরা (রাঃ) কুফাতে মারা যান , যিয়াদ 'আব্দুল্লাহ ইবন আমিরের কুফার শাসনকর্তা নিয়োগের ব্যাপারে আশংকা করছিলেন । কেননা এটা তিনি অপছন্দ করতেন । যিয়াদ মু'আভীয়া (রাঃ) কে মুগীরা (রাঃ) এর মৃত্যু সংবাদ জানালেন । তৎসংগে যহ্‌হাক ইবন কয়সকে কুফার শাসনকর্তা নিয়োগেরও ইঙ্গিত দিলেন । মু'আভীয়া (রাঃ) ব্যাপারটি বুঝতে পেরে বসরা এবং কুফা উভয়টির শাসনভারের দায়িত্ব তাঁর উপরে ছেড়ে দিলেন । যিয়াদ এসংবাদ জানতে পেরে এমাছালটি বলেছিলেন ।

---

[৪৬৭]. *যয়্যাত ঃ তারীখ , উর্দু অনুবাদ ঃ পৃ-৩১২-১৩ ।*

[৪৬৮]. *প্রাগুক্ত ঃ ২-১৯২ ।*

[৪৬৯]. قال : بلسان سؤل و قلب عقول . على أن للعلم آفة و إضاعة و نكدا و استجاحة . فآفة النسيان و إضاعته أن تحدث به من ليس من أهله . و نكده الكذب فيه و استجاحته ان صاحبه منهوم لا يشبع *ময়দানী ঃ ২/৩৪৬ ; আল-মুস্‌তাক্‌সা ঃ ১/৩৯১ ।*

[৪৭০]. *ময়দানী ঃ ১/১০৫ ।*

[৪৭১]. *নাবা এক প্রকার পাহাড়ী বৃক্ষ যার কাঠ খুবই সুন্দর হয় । প্রাগুক্ত ঃ ২ /৩৩৭ ।*

Dhaka University Institutional Repository

ليس هذا من كيسك (ইহা তোমার বুদ্ধিতে হয়নি)। কোন অসম্ভব কাজের জন্যে এমাছালটি বলা হয়ে থাকে ।

উৎস ঃ আমীর মু'আভীয়া (রাঃ) স্বীয় পুত্র য়াযীদ-এর জন্যে বয়'আত গ্রহণের নিমিত্তে উমরকে ডাকলেন এবং তাকে য়াযীদের হাতে বয়'আত করতে বললেন । কিন্তু তিনি এতে অসম্মতি জানান । মু'আভীয়া (রাঃ) কোন কিছু না বলে ব্যাপারটি ছেড়ে দেন । মু'আভীয়া (রাঃ) যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত তখন তিনি পুত্র য়াযীদও তার সহচরদেরকে ডেকে বললেন, যখন তোমরা আমার লাশ কবরে নামাবে তখন তুমি এবং উমর কবরে নামবে । যখন সে নামবে তখন তুমি কবর থেকে উঠে কোষ থেকে তরবারী বের করে তাকে তোমার বয়'আত গ্রহণে বাধ্য করবে। বয়'আত না করলে আমার পুর্বেই তাকে দাফন করবে । পিতার নসীয়ত অনুযায়ী কাজ করলে উমর বয়'আত গ্রহণ করে এবং য়াযীদকে লক্ষ্য করে এমাছালটি বলে ।[৪৭২]

أقتلوني و مالكا (আমাকে মালিকের সাথে হত্যাকরো)।[৪৭৩]

এমাছালটি বলেন 'আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়র (রাঃ) [৪৭৪] ।

আল-আশতার আননাখ'ঈর সাথে তাঁর খুব ঘনিষ্টতা ছিল । একদা উভয়ে ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়ে যান। আশতারের অপর নাম ছিল মালিক । 'আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়র লোকদেরকে ডেকে এবাক্যটি বলছিলেন । নিজের ক্ষতি হলেও বন্ধুর মঙ্গল চাইতে এমাছালটি বলা হয়ে থাকে ।

أشبعك من حبي	আমার ভালবাসার চাইতে তার যৌন ক্ষুধাই বেশী ।[৪৭৫]
أمكر و أنت في الحديد؟	শৃংখলে বন্দী থেকেও ষড়যন্ত্র ?[৪৭৬]
وال ظلوم خير من فتنة تدوم	স্থায়ী ফেৎনার চাইতে অত্যাচারী গভর্ণর উত্তম ।[৪৭৭]
وال عدل خير من مطر وابل	মুষলধারে বৃষ্টির চাইতে ন্যায়পরায়ণ গভর্ণর উত্তম ।[৪৭৮]
أسد حطوم خير من وال مظلوم	অত্যাচারী গভর্ণর হতে হত্যাকারী বাঘ উত্তম ।[৪৭৯]
فرقا انفع من حب	ভালবাসার চাইতে বিরহ অনেক লাভজনক ।[৪৮০]

---

৪৭২. *প্রাগুক্ত ঃ ২/২৬৭ ।*

৪৭৩. *প্রাগুক্ত ঃ ২/১০৫ ।*

৪৭৪. *তিনি ৫৫/৬২৪ সনে জন্মগ্রহন করেন । মুহাজিরদের প্রথম সন্তান ইনি । উসমান (রাঃ) তাঁকে মজলিসে শুরার রুকন বানিয়েছিলেন । উষ্ট্রের যুদ্ধে তিনি নেতৃত্ব দেন । ৭৩/৬৯২ সনে শহীদ হন । দাইরাতুল মা'আরিফ, উর্দু, ১২/৭৮০-৮১ ।*

৪৭৫. *ময়দানী ঃ ১/৩৮৭ ।*

৪৭৬. *প্রাগুক্ত ঃ ২/৩০৯ ।*

৪৭৭. *প্রাগুক্ত ঃ ১/২৯৮ ।*

৪৭৮. *প্রাগুক্ত ।*

৪৭৯. *প্রাগুক্ত ।*

৪৮০. *প্রাগুক্ত ঃ ২/৭৬ ।*

Dhaka University Institutional Repository

أحلم من أحنف	আহনাফ হতেও বেশী বুদ্ধিমান ।[৪৮১]
أخنث من دلال	দাল্লাল হতেও খারাপ ।[৪৮২]
أزكي من أياس	আয়াস হতেও পবিত্র ।[৪৮৩]
أكذب من المهلب بن ابي صفرة	মুহাল্লাব ইব্ন আবী সুফ্রা হতেও মিথ্যাবাদী ।[৪৮৪]
ألحن من قينتي يزيد	য়াযীদের দু'গায়িকা হতেও সুরেলা ।[৪৮৫]

১. উমায়্যা যুগে প্রধান প্রধান মাছাল রচয়িতা ঃ

আমীর মু'আভীয়া (৪১/৬৬১-৬১/৬৮০) ঃ তিনি /৬৩০ সনে মুসলমান হন । তিনি রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর বিশিষ্ট সাহাবী ও ওহী লেখকদের অন্যতম । হযরত উমর (রাঃ) এর খিলাফতকালে তিনি সিরিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন । তিনি খলীফা হওয়ার পর বিশৃংখল ইসলামী সাম্রাজ্যের শৃংখলা ফিরিয়ে আনেন ।[৪৮৬] হিট্রি যথার্থই বলেছেন,[৪৮৭]

Muawiya evolved order out of chaos and founded an orderly Moslem society.

তিনি সর্বপ্রথম খিলাফতকে সালতানাতে রূপান্তরিত করেন । উইলিয়াম মূর বলেন,[৪৮৮]

The accession of Muawiya to the throne at Damascus heralded the end of Khilafat and the begining of Kingship.

তিনি ছিলেন সংস্কৃতমনা । তাই তিনি মাছাল, উপাখ্যান, প্রাচীন কাহিনী, কিংবদন্তী ও কবিতা শুনতে খুবই আগ্রহী ছিলেন ।[৪৮৯] সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয় তাঁর সময়ে । ফলে আরবী সাহিত্যের অগ্রগতির ধারা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে উন্নতির স্রোতে প্রবাহিত হতে থাকে ।

---

৪৮১. *কিতাবুল ফাখির ঃ ২৯৮ ; আদদুররা আল-ফাখিরা ; ১/১৬৪ ।*

৪৮২. *আদদুররা আল-ফাখিরা ঃ ১/১৮৬ ।*

৪৮৩. *প্রাগুক্ত ঃ ১/২১৫ ।*

৪৮৪. *প্রাগুক্ত ঃ ২/৩৬৫ ; জামহারা ঃ ২/১৭৪ ।*

৪৮৫. *আদদুররা আল-ফাখিরা ঃ ২/৩৭৯ ।*

৪৮৬. *কে,আলী ঃ ইসলামের ইতিহাস ঃ ঢাকা. ১৯৮২. পৃষ্টা ঃ ২০৮ ।*

৪৮৭. *Hitti: P.217.*

৪৮৮. *উদ্ধৃত . কে আলী - ২০৯ ।*

৪৮৯. *জাওয়াদ আলী ঃ ৮/৩৬১ ।*

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর কয়েকটি মাছাল ঃ যেমন -

إن لله جنوداً منها العسل — নিশ্চয় আল্লাহর অনেক সৈন্য রয়েছে তন্মধ্যে একটি হলো মধু ।[৪৯০]

আল-আশতার[৪৯১] নামে এক ব্যক্তি বিষ মিশ্রিত মধু পান করে মারা যান । আমীর মু'আভীয়া (রাঃ) যখন এ সংবাদ শুনেন তখন তিনি এ মাছালটি বলেন । শত্রুর অশুভ পরিণতিতে এ মাছালটি ব্যবহৃত হয় ।

واها ما أبـــــــردها علي الفـــواد — আহ ! আমার কলিজাটা কতই না ঠান্ডা হলো ।[৪৯২]

يغـــلبن الكـــــرام و يغلبن اللئام — মাহিলারা উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট উভয় ধরনের লোককে আয়ত্ত করে ।[৪৯৩]

لا جد إلا ما أبغض عنك ماتكره — অপছন্দনীয় জিনিষ তোমাকে রাগান্বিত করলেও তুমি ওর প্রতি মনোযোগী হও ।[৪৯৪]

حرك لها حـــــوارها تحـــــــن — তুমি তাকে কথা বলতে দাও সেও তোমাকে বলতে দিবে।[৪৯৫]

أفلــــت وانـــــحص الذنـــب — উট ফসকে চলে গেছে কিন্তু লেজগুচ্ছ হাতেই আছে ।[৪৯৬]

আল-আশতারের মৃত্যু সংবাদ শুনে আমীর মু'আভীয়া (রাঃ) আনন্দচিত্তে মাছালটি বলেন,

'উমার ইব্ন 'আবদিল 'আযীয (৯৯/১০১/৭১০-৭১২) ঃইসলামের ইতিহাসে খোলাফাই রাশিদার পঞ্চম খলীফা হিসেবে খ্যাত 'উমার ইব্ন 'আব্দুল আযীয, ৬১/৬৮১ (মতান্তরে ৬৩/৬৮৩) সনে মদীনায় জন্মগ্রহন করেন । পিতা 'আব্দুল 'আযীয মিসরের গভর্ণর ছিলেন । মাতা উম্মু 'আসিম 'উমার ইবনুল খাত্তাবের বংশধর । চাচা খলীফা 'আব্দুল মালিকের (৬৫/৬৮৫-৮৬/৭০৫) কন্যা ফাতিমাকে তিনি বিয়ে করেন । খলীফা প্রথম ওয়ালীদ (৮৬/৭০৫থ৯৬/৭১৫) কর্তৃক তিনি হিজাযের গভর্ণর নিযুক্ত হয়েছিলেন । তিনি ৯৮/৭১৭ সনে খলীফা হন । তিনি খুব ন্যায়পরায়ণ খলীফা ছিলেন । তাঁর শাসনামলে সরকারী কোন কর্মচারী কোন ব্যক্তির উপর জুলুম করতে সাহস পায়নি ।

---

৪৯০. ময়দানী ঃ ২/৩৫৫ ।

৪৯১. তাঁর আসল নাম মালিক ইবনুল হারিছ আন্নাখঈ । উপনাম আল আশতার । তৃতীয় খলীফা উছমান (রাঃ) এর শাসনামলে (২৪/৬৪৪-৩৫/৬৫৬) মুজাহিদ ও রাজনৈতিক আন্দোলনকারী এবং চতুর্থ খলীফার সমর্থক ছিলেন । ইবন হজরের মতে তিনি জাহিলী যুগে জন্মগ্রহন করেন । তিনি উষ্ট্রের যুদ্ধে (৬/৬৫৬) অংশ গ্রহন করেছিলেন । সিফফিনের যুদ্ধে আশতার মু'আভীয়ার বিরুদ্ধে বিরত্ব প্রদর্শন করেন । এ যুদ্ধের পর আলী (রাঃ) তাঁকে ইরাক ও সিরিয়ার অন্যান্য শহর এবং পরবর্তীতে মিসরের গভর্ণর নিয়োগ করেছিলেন । মিসরের গভর্ণর হয়ে ওদিকে রওনার সময় কুলযুম নামক স্থানে বিষ প্রয়োগে নিহত হন। ইসলামী বিশ্বকোষ ঃ ৩/৮২ ।

৪৯২. ময়দানী ঃ ২/৩৫৫

৪৯৩. প্রাগুক্ত ঃ ২/৪২৬ : আবু 'উবায়দ ঃ১৫৯ ।

৪৯৪. আবু 'উবায়দ ঃ ১৯২ ; জামহারা ঃ ২/৩৮৫ : ময়দানী ঃ ২/২১৫ ।

৪৯৫. জামহারা ঃ ১/৯৯ : ময়দানী ঃ ১/১৯১; আলমুস্তাক্সা ঃ ২/৬২ ।

৪৯৬. জামহারা ঃ ১/১১৫ : ময়দানী ঃ ২/৭০ : আল-মুস্তাক্সা ঃ ১/২৭৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ও গৌরবজনক কাজ হলো মসজিদে নববীর পুনর্নির্মাণ এবং সুবিন্যস্তকরণ। বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের মতে তিনি হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর মুজাদ্দিদ।[৪৯৭]

তিনি ছিলেন একজন ছিকা তাবিঈ। হাদীছ শাস্ত্রে তিনি অগাধ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। হাদীছের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তিনি মদীনার শাসনকর্তা ও বিচারপতি আবু বকর ইবন মুহাম্মদ ইবন হযম এর কাছে ফরমান পাঠান, *'রসূলুল্লাহ (সঃ) এর হাদীছ, তার সুন্নত কিংবা হযরত 'উমারের বাণী অথবা অনুরূপ যা কিছু পাওয়া যায় তার প্রতি দৃষ্টি দাও এবং আমার জন্যে লিখে রাখ। কেননা আমি ইলমে হাদীছের অন্তর্ধাণ ও হাদীছ সম্পদের বিলুপ্তির আশঙ্কা বোধ করছি।*[৪৯৮]

তিনি ১০১/৭১২ সনে ইন্তিকাল করেন।[৪৯৯]

তার বেশ কিছু বাক্য মাছালে পরিণত হয়েছে। নিম্নে এর কয়েকটি উল্লেখ করা হলো ঃ

رحم الله من أهدي إلي عيـــــــــوبي	যে আমার দোষ ত্রুটি ধরিয়ে দেয় তার প্রতি আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক।[৫০০]
في الله تعالي عوض عن كل فائـــــــت	প্রতিটি হারিয়ে যাওয়া বস্তুর বিনিময় আল্লাহর কাছে।[৫০১]
إن خطتين خيرهما الكذب لخطتا سوء	দুটি খারাপ স্বভাবের মধ্যে অধিক মন্দ হলো মিথ্যা।[৫০২]

আল-আখতাল ঃ নাম আবু মালিক গিয়াছ ইবন গওছ। উপাধি আল-আখতাল। পিতার সমালোচনা করে কবিতা রচনা করেন বলে তাকে আল-আখতাল বা বোকা বলা হতো।[৫০৩] তিনি তঘলীব গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবেই মাকে হারান।

তিনি আশৈশব ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় পারদর্শী ছিলেন। কবিতায় আনসারদের কুৎসা করলে তারা আমীর মু'আভিয়ার কাছে বিচার প্রার্থী হন। মু'আভীয়া (রাঃ) কবির জিহবা কর্তনের নির্দেশ দেন। পরিশেষে য়াযীদের মধ্যস্থতায় কবি ক্ষমা লাভ করেন।

তিনি খলীফা আবদুল মালিকের প্রশস্তি রচনা করে বহু ধনসম্পদ অর্জন করেন। তিনি এতো অধিক শরাব পান করতেন যে দাঁড়ি বেয়ে শরাব টপকে টপকে পড়তো। ইসলাম গ্রহণ করলে খলীফা তার বৃত্তি বাড়িয়ে

---

৪৯৭. *ইসলামী বিশ্বকোষ ঃ ৬/১-৬।*

৪৯৮. *أنظروا ماكان من حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم أو سنته أو حديث عمر رض او نحو هذا فاكتبه لي فإني خفت دروس العلم و ذهاب العلماء*
বুখারী ঃ ইলম ঃ বুখারী ঃ আত তারীখুস সগীর, হায়দরাবাদ, ১৯৮২. ১০৫ ; সুনানুদদারিমী ঃ ১/১২৬; মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম ঃ হাদীছ সংকলনের ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৯২ ; পৃ- ৩৯৪।

৪৯৯. *সুয়ুতী ঃ তারীখুল খুলাফা, বৈরুত, ১৩৮৯/১৯৬৯, পৃ-২১২-২৯।*

৫০০. *ময়দানী ঃ ১/১১।*

৫০১. *প্রাগুক্ত ঃ ২/৭৯।*

৫০২. *প্রাগুক্ত ঃ ১/১৩।*

৫০৩. *যয়্যাত ঃ তারীখ, উর্দু অনুবাদ, পৃ- ২৭৮।*

Dhaka University Institutional Repository

দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন । কিন্তু ইসলামে শরাব নিষিদ্ধ বলে মুসলমান হননি ।[৫০৪] রাজনৈতিক ক্ষেত্রে খলীফাগণ তাঁকে ব্যবহার করতেন । বলতে গেলে তিনি উময়্যাদের মুখপত্র ছিলেন ।[৫০৫] খলীফা 'আবদুল মালিক তাঁকে উমায়্যাদের কবি , আমীরুল মুমিনীনের কবি ও আরবদের কবি হিসেবে আখ্যায়িত করেন ।[৫০৬]

ভাষাবিদ আবু 'আমর ইবনুল 'আলার (মৃঃ ১৬৪/৭৮০) মতে আখতাল জাহিলী যুগের একদিন পেলেও সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ কবি হতে পারতেন ।[৫০৭]

সমসাময়িক কবি জরীর ও ফরযদকের সাথে কাব্য প্রতিযোগিতা হয় । জরীরের সাথে কাব্য প্রতিযোগিতায় রচিত তার কবিতাগুলো 'নাকাইয জরীর ওয়াল-আখতাল' কাব্য সংকলনে সংগৃহীত আছে ।[৫০৮] তিনি সত্তর বছর বয়সে ১৫/৭১০ সনে মৃত্যুবরণ করেন ।

আখতাল একজন উচ্চ মানের কবি ছিলেন । তাঁর অনেক জ্ঞানগর্ভ শ্লোক অথবা চরণ মাছালে পরিণত হয়েছে । নিম্নে এর কয়েকটি উল্লেখ করা হলো ঃ

ক. والناس همهم الحياة ولا أري ‥ طول الحياة يزيد غير خيال

অর্থ ঃ মানুষের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাঁর জীবন । অথচ আমার দৃষ্টিতে জীবনের সুদীর্ঘতা মানুষের পাগলামিকে বৃদ্ধি করে ।[৫০৯]

أصفي من لعاب الجراد (টিড্ডির লালা হতেও স্বচ্ছ) ।[৫১০]

أنكد من تالي النـــــجم (তারকাকে অনুসরণকারী হতেও অধিক বঞ্চিত) ।

উৎস ঃ এখানে তারকা বলতে সপ্তর্ষি মন্ডলকে বুঝানো হয়েছে যাকে অনুসরণ করছে দাবরান । আরবদের ধারনা দাররান সপ্তর্ষিকে চন্দ্রের মাধ্যমে বিয়ের প্রস্তাব দেয় । সপ্তর্ষি দাবরানকে কপর্দক ও অপদার্থ বলে অসম্মতি জানায় । এরপর থেকে দাবরান সম্পদশালী হওয়ার চেষ্টা করতে থাকে এবং সপ্তর্ষির পিছু পিছু চলতে থাকে । তার বিশ্বাস কোন একদিন তার মোহর আদায়ে সামর্থবান হবে এবং তাকে বিয়ে করবেই ।[৫১১]

---

৫০৪. *যয়দান ঃ তারীখ ২১/২৫২ ; নিকলসন ঃ ২৪০ ।*

৫০৫. *নিকলসন ঃ ২৪১ ।*

৫০৬. *যয়দান ঃ ১/২৫২ .২১ ।*

৫০৭. *Abu 'Amr b. al-'Ala declared that if Akhtal have lived a single day in the pagan Age he would not have prefered any one to him. R.A. Nicholson, P. 241.*

৫০৮. *এটি কবি আবু তাম্মাম সংকলন করেন । ১৯২২ সনে বৈরুত থেকে উক্ত সংকলনটি প্রকাশিত হয় ।*

৫০৯. *আল-মাওরিদ পৃ-৭৯ ।*

৫১০. *মাছালটি একটি শ্লোকের অর্ধেকাংশ । পূর্ন শ্লোকটি হলো :*

عقارا كعين الديك صرفا كأنه ‥ لعاب جراد في الفلاة يطير

৫১১. *ময়দানী ঃ ২/৩৫৪ ।*

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া তাঁর আরো অনেক মাছাল আছে ।

জরীর ঃ জরীর ইবন 'আতিয়্যা তামীম গোত্রের কুলয়ব শাখায় তৃতীয় খলীফা 'উছমান (রাঃ) (মতান্তরে মু'আভীয়া (রাঃ)-এর খিলাফতকালে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন । শৈশবে পিতার সাথে মেষ চরালেও তখন থেকেই তাঁর কাব্য রচনা শুরু হয় । কবি ঘস্‌সান সলীতীকে কবিতা আবৃত্তি করতে দেখে তারও কবিতা বলার আগ্রহ হয় ।[৫১২] পরবর্তীকালে কাব্য রচনায় পারদর্শিতা অর্জন করে । ঘস্‌সানীর সাথে কবিতার লড়াই শুরু করেন । তিনি খলীফা আব্‌দুল মালিকের প্রশংসা করে একশত উট আটটি রাখাল পুরস্কার লাভ করেন ।[৫১৩]

সমসাময়িক কবি আল ফরযদক ও আখতালের মত প্রথম শ্রেনীর কবিদের সঙ্গে কাব্য প্রতিযোগিতা করেছেন জরীর । কিন্তু তাদেরকে পর্যুদস্ত করতে না পারলেও প্রায় আশিজন বিপক্ষের কবিকে পরাজিত করেন ।[৫১৪]

আল-ফরযদকের সঙ্গে তাঁর কাব্য প্রতিযোগিতা অর্ধ শতাব্দীকাল পর্যন্ত চলে ।[৫১৫] যা 'নাকাইয জরীর ওয়াল ফরযদক' নামক কাব্য সংকলনে সংরক্ষিত রয়েছে ।[৫১৬] 'নাকাইয[৫১৭] উমায়্যা যুগের কাব্য সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট ।

হিজা (কুৎসামূলক কবিতা) রচনায় জরীর ফরযদকের সমকক্ষ হলেও জরীরের বিদ্রুপ বড় ধাঁরালো সূচেঁর মত ছিল । সব বিষয়ে তাঁর পদচারণা ছিল বিশেষ করে নসীব বা প্রণয়মূলক কবিতায় । তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ তাই ফরযদকের ন্যায় প্রেমিক হওয়ার ভান করেননি । অথবা আখতালের মত মদ খেয়ে মাতালও হননি । তিনি এ সম্পর্কে নিজেই বলেন , আমি কখনো কারো সঙ্গে প্রেম করিনি ।যদি করতাম তাহলে এমন প্রেমের কবিতা রচনা করতাম , যা শুনে বৃদ্ধ তার যৌবনের জন্যে কাঁদতো। প্রিয়ার চোখের বর্ণনায় তিনি বলেন,[৫১৮]

"ঐ সুন্দর চোখগুলোর পুত্তলি খুব কালো এবং সাদা অংশ খুবই সাদা যা আমাদেরকে করেছে নিহত যাদেরকে আর জীবিত করেনি ।"

তাঁর কবিতা সহজবোধ্য হওয়ায় জনসাধারণে্য তাঁর খুব কদর ছিল । আখতাল ও আল-ফরযদক উভয়েই এ সত্যকে স্বীকার করেছেন ।[৫১৯] আখতাল বলেন, *'জরীর প্রণয়মূলক কাব্যে ও উপমায় অত্যন্ত পটু*

---

[৫১২]. *যয়দান ঃ ১/২৯৫ ।*

[৫১৩]. *প্রাগুক্ত ঃ ১/২৮৯ ।*

[৫১৪]. *যয়্যাত, উর্দু অনুবাদ ; পৃ-২৮৮ ।*

[৫১৫]. *আতম ঃ ১৯৮ : এ প্রতিযোগিতা দশ বছর পর্যন্ত চলে বলেও ভিন্নমত পাওয়া যায় । আল-অসীত ঃ ১৭৫ ।*

[৫১৬]. *এটি ১৯০৫ সনে দুখত্তে লাইডেন থেকে প্রকাশিত হয় । আল-ইসকন্‌দরী ঃ ১৩৪ : যয়দান , তারীখ ঃ ১/২৫৬ ।*

[৫১৭]. *نقائض শব্দটি نقض এর বহুবচন অর্থ বিপরীত । পরিভাষায় নকয হলো ঐকবিতা যা দু'জন কবির পরস্পর পরস্পর উত্তরে রচনা করে থকে । মুনজিদ ১০৪৩ ।*

[৫১৮]. إن العيون التي في طرفها حور ؞ قتلتنا ثم لم يحيين قتلانا

আল- ইস্‌কন্দরী ঃ ১৩৩ ।

[৫১৯]. *প্রাগুক্ত ঃ ১৩৮ ।*

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন'।[৫২০]তিনি আরো বলেন, *'আল্লাহ তাঁর মন্দ করুন, তার কথা ছেড়ে দাও। প্রতিযোগীদের জন্যে সে খুব মারাত্মক।*[৫২১]ইবন কুতাইবা বলেন, *'তিনি কাব্য রচনায় নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবক ও মৌলিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন '।*[৫২২]আবু 'উবায়দা বলেন, *'উমায়্যা যুগের কবিদের মধ্যে জরীর প্রত্যেক শাখায় বিচরণ করেছেন এবং তিনি সকলের শীর্ষে' ।*[৫২৩] ডঃ ত্বহা হুসায়ন বলেন, *'জরীর প্রণয়মূলক কাব্যে অনুপম সৌন্দর্য ও নতুনত্বের সৃষ্টি করেন'*।[৫২৪]বাশশার ইব্ন বুরদ বলেন, *'জরীর কাব্য রচনায় যে টেকনিক জানতেন ফরযদক সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারেননি।*[৫২৫]

তাঁর অনেক উক্তি ও কবিতা বহুল ব্যবহৃত হয়ে মাছালে পরিণত হয়েছে ।

تجمعين خلابـــــة و صدودا	তুমি (নারী) একটি বোকা ও একটি প্রতিবন্ধকতাকে একত্রিত করেছ ।[৫২৬]
كان حكم الله في كرب النخل	খেজুরের বিপদ আপদে আল্লাহর নির্দেশ ছিল ।[৫২৭]
متي عهدك أســــــفل فيك	তোমার প্রতিশ্রুতি কবে তোমার মুখের নিচে ছিল ? [৫২৮]
نقط عروس و إبعــــار ظباء	বরকনের কপালের ফোঁটা হরিণীর বিষ্ঠার মত ।

কথিত আছে একদা জরীর কবি যুররুম্মার পাশ দিয়া গমন করছিলেন আর যুররুম্মা একটি সমাবেশে কবিতা আবৃত্তি করছিলেন । তখন জরীর উপরোক্ত মাছালটি বলেন ।[৫২৯]

<u>**আল-ফরযদক**</u> **ঃ** নাম আবুল ফিরাস হাম্মাম । আল-ফরযক ইবন ঘালিব ইবন ছ'ছ' আত্তামীমী আদ্দারিমী। তিনি প্রায় ২১/৬৪১ সনে জন্ম গ্রহন করেন ।[৫৩০] তাঁর দাদা মুহয়িউল মওউদাত (বা জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সন্তানের জীবন দাতা) হিসেবে খ্যাত ছিলেন ।[৫৩১] শৈশব তাঁর পিতার সাথে বসরায়

---

৫২০. *Encyclopedia of Islam : vol - II, P. 480.*

৫২১. *ইবন সাল্লাম আল-জুমাহীর তবকাতুশ শু'আরা মিসর, তা.বি. পৃ-৩১৬-১৭ ।*

৫২২. *ইবন কুতাইবা ঃ কিতাবুশশির ওয়াশ শু'আরা, বৈরুত : ১৯৬৪, পৃঃ ১/১০ ।*

৫২৩. *অঘানী ঃ ৭/৬৯ ।*

৫২৪. *ডঃ ত্বহা হুসায়ন ঃ হাদীছুল আরবি'আ ঃ নবম, সং মিসর , পৃঃ- ১৫ ।*

৫২৫. *অঘানী ঃ ৭/৬৯ ।*

৫২৬. *প্রাগুক্ত ঃ ১৩৮ ।*

৫২৭. *ময়দানী ঃ ২/২৯৯ ।*

৫২৮. *প্রাগুক্ত ঃ ১/৩৪০ ।*

৫২৯. *প্রাগুক্ত ঃ ২/৩৪০ ।*

৫৩০. *Clement Huart : A History of the Arabic literature, London, 1987, P. 50.*

৫৩১. *যয়দান ঃ ১৯৩, নিকলসন ঃ ২৪৩ ।*

Dhaka University Institutional Repository

কাটে।" উষ্ট্রের যুদ্ধের[৫৩২] পর পিতা তাঁকে আলী (রাঃ) এর কাছে নিয়ে গেলে তিনি কুরআন শিখতে উপদেশ দেন ।[৫৩৩] তিনি লেখাপড়া জানতেন না বলে কথিত আছে ।[৫৩৪] কবি তাঁর চাচাতো বোন নভারকে বিয়ে করেন । কিন্তু বনিবনা না হওয়ায় তাকে তালাক দেন । অবশ্য পরে তিনি অনুতপ্ত হয়ে অনুশোচনা করেন ।[৫৩৫]

কবি ফরযদক মদহিয়া (প্রশংস্তিমূলক ফখরিয়া গৌরব গাঁথা) এবং হিজাইয়া (ব্যঙ্গ) রচনায় বেশী পারদর্শী ছিলেন । ভাষাবিদদের মতে ফরযদকের কবিতা না থাকলে আরবী ভাষার দু'তৃতীয়াংশ বিনষ্ট হতো ।[৫৩৬]

সমসাময়িক কবি আখতাল ও জরীরের সাথে ব্যঙ্গকাব্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হন । জরীর শত চেষ্টা করেও ফরযদকে পরাজিত করতে পারেননি । তিনি বসরাতে ১১০/৭২৮ সনে ইন্তিকাল করেন ।[৫৩৭] আবুল ফারজ আল-ইস্পাহানীর মতে তিনি ইসলামী কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।[৫৩৮] ওসীত গ্রন্থকারদ্বয়ের মতে গৌরব গাঁথায় তিনি শ্রেষ্ঠ[৫৩৯] তাঁর অনেক শ্লোক, চরণ এবং বাক্য মাছালে পরিণত হয়েছে । নিম্নে কিছু মাছাল উল্লেখ করা হলো ।

كنت كفاقي عينيه عمدا — আমি স্বেচ্ছায় দু'চক্ষু হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তির ন্যায় হয়েছি ।

উৎস ঃ কবির স্ত্রী নভার কবির কাছে তার রাভীর মাধ্যমে তালাকের সুপারিশ করে । তখন কবি হাসান বসরী (মৃত. ১১০/৭২৮) এর নিকট গিয়ে বললেন, হে আবু সাঈদ আপনি সাক্ষী থাকুন । আমি নভারকে তিন তালাক দিলাম । এরপর রাস্তায় কবির সাথে নভারের দেখা হলে বলেন , আমি তোমাকে তালাক দিলাম । স্ত্রীকে তালাক দিয়ে কবি খুব অনুশোচনা করেন । তাঁর এ অনুশোচনার ব্যাথা বেদনা তার মাছালে প্রতিভাত হয়েছে ।[৫৪০]

নিজের পায়ে যে নিজে কুড়োল মারে তার জন্যে এ মাছালটি বলা হয়ে থাকে ।

---

৫৩২. *ইহা হযরত আয়েশা (রাঃ) ও আলী (রাঃ) এর মধ্যে ৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয় । এ যুদ্ধে হযরত আয়েশা (রাথ) উটের উপর আরোহণ করে যুদ্ধ পরিচালনা করেন বলে একে 'উটের যুদ্ধ' বলে আখ্যায়িত করা হয় । এতে আলী (রাঃ) জয়ী হন । তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)কে সসম্মানে তাঁর ভ্রাতা মুহম্মদ ইবন আবু বকরের কাছে পাঠিয়ে দেন । কে আলী ঃ ১৬৮-৬৯ ।*

৫৩৩. *এরপর তিনি কুরআন শিখতে শুরু করেন । সম্পূর্ন হিফজ না হওয়া পর্যন্ত তিনি পায়ে বেড়ি পরে থাকতেন বলে কথিত আছে । কুরআনের হাফিজ না হওয়া পর্যন্ত তিনি আর কোন কবিতা রচনা করেননি । যয়্যাত, উর্দু অনুবাদ পৃ- ২৮১ ।*

৫৩৪. *মদীনার প্রশাসক মারওয়ান তাঁকে কিছু অর্থ প্রদান করার জন্যে কোষাধ্যক্ষকে পত্র দেন । পত্রটি ফরযদকের হাস্তগত হলে তিনি এর বিষয়বস্ত সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন । মারওয়ান অন্যকে দিয়ে পত্রটি পড়িয়ে নিতে বলেন । যয়দান; ১/৩৫৩ ।*

৫৩৫. *ময়দানী ঃ ২/১৬৪ ।*

৫৩৬. *আল -ওসীত ঃ ১৭৩।*

৫৩৭. *যয়্যাত ঃ পৃ-১৬৫ ।*

৫৩৮. *অঘানী ঃ ১৯/৪৮ ।*

৫৩৯. *আল-ওসীত ঃ ১৭৩ ।*

৫৪০. *মূলত ঃ মাছালটি তাঁর একটি শ্লোকের অংশ , পুর্ন শ্লোকটি হলো :*

فكنت كفاقي عينيه عمدا ۰۰ فاصبح مايضي له النهار

(আমি তো স্বেচ্ছায় দু'চক্ষু হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তির ন্যায় হয়েছি । সকাল হয়েছে কিন্তু দিন তাঁর জন্যে আলো ছড়াচ্ছে না) । ময়দানী ঃ ২/১৬৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

هذه بتلك و البادي أظلم — এটি ওটির পরিবর্তে আর উপত্যাকা ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন ।

উৎসঃ একদা আল-ফরযদক স্বীয় সম্প্রদায়ের কোন এক সভায় কবিতা আবৃত্তি করে লোকদেরকে শুনাচ্ছিলেন আর জরীর সেখান দিয়ে বাহনে চড়ে যাচ্ছিলেন । কিন্তু আল-ফরযদক তাকে চিনতে পারেননি । লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন ঐ ব্যক্তিটি কে ? লোকজন উত্তরে বললো 'জরীর' তখন তিনি একটি যুবককে ডেকে তার কবিতার একটি শ্লোক সহ জরীরের কাছে পাঠান। যুবকটি জরীরে কাছে গিয়ে শ্লোকটি আবৃত্তি করে শুনালো । অতপরঃ জরীরও একটি শ্লোক 'রচনা' করে উক্ত যুবককে দিয়ে আল-ফরযদকের কাছে পাঠান । ফরযদক জরীরের শ্লোকটি শুনে হেসে এমাছালটি বলেন ।[৫৪১]

رأس برأس وزيادة خمسمائة — মাথার উপর মাথা , আরো অতিরিক্ত পাঁচশত ।

উৎস ঃ কোন এক যুদ্ধে সেনাপতি ঘোষনা দিল । যে ব্যক্তি শত্রু পক্ষের একটি শির আনতে পারবে তার জন্যে পাঁচশ', ঘোষনা শুনে এক ব্যক্তি একটি শির এনে পাঁচশ দীনার নিয়ে গেল । কিন্তু অপর এক ব্যক্তি বিপক্ষের আঘাতে নিহত হলো । তখন নিহতের পরিবার রোদন করতে লাগলে ফরযদক এ মাছালটি বলেন ।[৫৪২]

به لابظـــــــــبي أعفر — বিপদ তার কারণেই এসেছে হরিণীর কারণে নয়।

উৎস ঃ আলফরযদকের কাছে যিয়াদের মৃত্যুর সংবাদ আসলে তিনি এমাছালটি বলেন ।[৫৪৩] কোন অশুভ ব্যাপারে এমাছালটি বলা হয়ে থাকে ।

إذا صاح الدجاجة صياح الديك فلتذبح — মুরগী যদি মোরগের মত বাঁক দেয় তাহলে সাথে সাথেই যবেহ করা উচিৎ ।

উৎস ঃ কোন এক মহিলা কবি আল-ফরযদকের সামনে কাব্য রচনা শুরু করলে কবি এমাছালটি বলেন ।[৫৪৪] বেমানান কাজে সাধারণতঃ এমাছালটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে ।

أصح من بياض النعام — উট পাখীর ডিম হতেও স্বচ্ছ ।[৫৪৫]

---

৫৪১. *প্রাগুক্ত ঃ ২/৪০১ ।*

৫৪২. *আল-মুসতাক্সা ঃ ১/৯১ ।*

৫৪৩. *ময়দানী ঃ ১/৯০ ।*

৫৪৪. *প্রাগুক্ত ঃ ১/৬১ ।*

৫৪৫. *ইহা কবি আল ফরযদকের একটি চরণ মাত্র । পূর্ন শ্লোকটি হলো :*

خرجت التي لهطلمثهن من قبلي ٠٠ و هن أصح من بيض النعم

এমন কতকগুলো রমনী বের হলো যারা ছিল অস্পৃশ্যা এবং উট পাখীর ডিম হতেও স্বচ্ছ । প্রাগুক্ত ঃ ১/৪১৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর পূর্ণ শ্লোকও মাছালে পরিণত হয়েছে এমন কিছু শ্লোক উল্লেখ করা হলো। যেমন [৫৪৬]

تري كل مظلوم إلينا فراره ٭٭ و يحرب منّا جهده كل ظالم

(তুমি দেখবে প্রত্যেক অত্যাচারিত ব্যক্তি আমাদের কাছে ফিরে আসছে । আর প্রত্যেক জালিম আমাদের থেকে পালিয়ে যেতে সদা সচেষ্ট) ।

فيا عجب حتي كليب تسبني ٭٭ كأن أباها نهشل و مجاشع

(কি আশ্চর্য কুলয়ব গোত্র আমাকে গালি দেয় । মনে হয় নহশল ও মজাশি তাদেরই বাপ দাদা) ।

و كنا اذا الجبارصعر خده ٭٭ ضربناه حتي تستقيم الأخادع

(অহংকারী ব্যক্তি যখন তার মুখ ঘৃণাভরে ফিরিয়ে নেয় তখন আমরা তাকে এমনভাবে আঘাত হানি যে তার মুখ সোজা হয়ে যায়) ।

و كنت كذئب السوء لما رأي دما ٭٭ بصاحبه يوما أحال علي الدم

(আমিতো দুষ্ট নেকড়ের ন্যায় ছিলাম যে একদা সাথীর রক্ত দেখে তার উপর ঝাপিয়ে পড়ে) ।

أحلامنا تزن الجبال رزانة ٭٭ و تخالنا جنا إذا ما نجهل

(আমাদের স্বপ্ন পাহাড়কে সৌন্দর্যমন্ডিত করে গৌরবান্বিত ভাবে। আর যখন আমরা ভুলে যাই তখন আমাদেরকে জিন মনে করে) ।

فإن تنج من ذي عظيمة ٭٭ و إلا فإني لا أخالك ناجيا

(যদি তুমি আমা থেকে মুক্তি পাও বড় শক্তিশালীদের থেকেও নাজাত পাবে । অন্যথা আমি তোমাকে মুক্তিপ্রাপ্ত মনে করিনা) ।

تري الناس ما سرنا يسيرون حولنا ٭٭ و إن نحن أومأنا إلي الناس و قفوا

(আমরা ঘুরিনা অথচ তুমি লোকদেরকে দেখবে আমাদের চারপাশে ঘুরছে । যদিও আমরা মানুষের দিকে ইঙ্গিত করি আর তারা দাঁড়িয়ে থাকে) ।

---

৫৪৬. *যয়দান : তারীখ : ১/২৬০ ।*

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. 'আব্বাসী যুগ

'আব্বাসী যুগের ইতিহাস সুদীর্ঘ পাঁচশ বছরের (১৩৩/৭৫০-৬৫৬/১২৫৮) ইতিহাস । এ সুদীর্ঘ সময়ে আব্বাসীয় বংশের সাঁয়ত্রিশ[৫৪৭] জন খলীফা রাজত্ব করেন । এঁদের মধ্যে খলীফা হারুন অর রশীদ[৫৪৮] ও খলীফা মামুন অর-রশীদ [৫৪৯] ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেন । এঁরা শুধু শাসক হিসেবেই খ্যাতি অর্জন করেননি ; শিক্ষা-সংস্কৃতির একনিষ্ঠ পৃষ্টপোষক হিসেবেও প্রসিদ্ধি লাভ করেন ।

আব্বাসী যুগ আরবী সাহিত্যের সোনালী যুগ । জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতি, শিক্ষা-দীক্ষার সাথে সাথে আরবী সাহিত্যেরও ব্যাপক উন্মেষ ঘটে । খলীফাদের পৃষ্টপোষকতায় গড়ে উঠে বিভিন্ন শিক্ষায়তন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । এক্ষেত্রে খলীফা মামুন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বায়তুল হিকমা [৫৫০] সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । এ প্রতিষ্ঠানটিতে নানা দেশের যেমন গ্রীক, ভারত, আরবের বিভিন্ন মতাবলম্বী যেমন -মুসলিম, পারসিক, হিন্দু, য়াহুদী, খৃষ্টান প্রমুখ মনীষী ও পন্ডিত শিক্ষা-গবেষনা,জ্ঞান -বিজ্ঞানের চর্চা ও অনুশীলন কার্যে নিয়োজিত ছিলেন ।[৫৫১] তাঁদের দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দার্শনিক চিন্তার বিকাশ ঘটতে থাকে । সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিকগণ বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনার কাজ ব্যাপক ভাবে সম্পন্ন করেন । প্রতিনিয়ত নিত্য নতুন চিন্তা ও কল্পনা সুললিত ভাষায় প্রকাশ করেন ।

---

[৫৪৭]. ডঃ এ.কে.এম ইয়াকুব আলী ঃ মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প ঃ ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ-৩৯৩-৯৪ : আল-ওসীত ঃ ১৮৩ ।

[৫৪৮]. খলীফা হারুন অর-রশিদ (রাজত্বকাল - ৭৮৬-৮০৯ খ্রী) খলীফা মাহদীর পুত্র । তিনি পঁচিশ বছর বয়সে ১৭০/৭৮৬ সনে আব্বাসীয় খেলাফতের পঞ্চম খলীফা হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ইয়াহইয়া ইবন খালিদ বরমাকীকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন । ১৮৬/৮০২ সনে স্ত্রী যোবায়দা ও দুঁপুত্র আমীন মামুন কে সঙ্গে নিয়ে হজ্জব্রত পালন করেন । খোদা বক্সের মতে পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্যের খলীফাদের ইতিহাসে হারুন অর-রশীদ অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী । কে,আলী ঃ ৩২৭ । হিট্টি বলেন *The ninth century opened with two important names standing supremacy in world affairs charlemagne in the west and Harun in the East. Of the two Harun was undoubtely the more powerful and represented the higher culture,P.K. Hitti, P.310.* তিনি ১৯৪/৮০৯ সনে ইনতিকাল করেন । কে আলী ঃ ৩২২ ।

[৫৪৯]. খলীফা আমীনের (রাজত্বকাল ঃ ৮০৯-৮১৩ খ্রী) মৃত্যুর পর ভ্রাতা মামুন ১৯৮/৮১৩ সনে আব্বাসীয় খেলাফতের সপ্তম খলিফা হিসেবে সিংহাসন আরোহণ করেন । তিনি একাধারে কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন । কর্মদক্ষতা, নম্রতা, ন্যায়পরায়নতা ও উদারতা তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল । শাসন দক্ষতা, বিচক্ষণ'তা ও বিদ্যোৎসাহিতার দিক দিয়ে বিচার করলে তাঁকে আব্বাসীয় বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খলীফা বলা যায় । তাঁর সময়কালকে ঐতিহাসিকগণ *The Golden Age of Islamic Civilization* বলে অভিহিত করেন । তাঁর সময় আরব সভ্যতা চরম শিখরে উন্নীত হয়েছিল বলে একে *Augustan Age of Islam* বলা হয় । তিনি ২১৮/৮৩৩ সনে মৃত্যু বরণ করেন । কেআলী, পৃ-৩৩৫-৩৯ ।

[৫৫০]. খলীফা মামুনের রাজত্বকাল (৮১৩-৮৩৩) *The Golden Age of Islamic Civilization* বা ইসলামী সভ্যতার সোনালী যুগ । তিনি জ্ঞান প্রসারের লক্ষ্যে ২১৫/৮৩০ সনে বাগদাদে " বায়তুল হিকমা " (*House of wisdom*) নামে একটি পাঠাগার ও গবেষণাগার স্থাপন করেন । হুনায়ন ইবন ইসহাক ছিলেন এর প্রধান । তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের শত শত গ্রন্থ আরবীতে অনুদিত হয় এবং গবেষনা গ্রন্থ রচিত হয় । কে আলী-৩৩৮-৩৯ ।

[৫৫১]. *P.K. Hitti : P.310*

Dhaka University Institutional Repository

এ যুগে প্রথম ভারতীয়,গ্রীক এবং পারস্য সাহিত্য সম্ভার হতে আরবীতে অনুবাদের কাজ শুরু হয় । স্বাভাবিক ভাবেই এসময়ে তারা মাছাল ও হিকমাঃআহরণও শুরু করেন । এবং তা নিজেদের মাছাল ও হিকমায় সংযোজিত করতে থাকেন । উদাহরণ স্বরূপ ইবনুল মুকাফ্ফার [৫৫২] 'আল-আদবুল কবীর' ও 'আল-আদবুস সগীর' গ্রন্থদ্বয়ের কথা উল্লেখ করা যায় । যাতে বহু গ্রীক ও পারসিক প্রবাদ সংযোজিত হয়েছে । বাস্তব জীবনে উপকারে আসে এমন বহু প্রবাদও নীতিবাক্য পরবর্তীকালে গবেষণা সাপেক্ষে সংকলন করা হয় । এ যুগে মাছাল রচনার চাইতে সংকলিত হয় বেশি ।[৫৫৩] এসময়ে হিকাম ও আমছাল রচনা করে যারা আরবী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন নিম্নে তাঁদের প্রখ্যাত কয়েক জনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সহ তাঁদের কিছু কিছু মাছালের উল্লেখ করা হলো ঃ

১. আব্বাসীয় যুগের প্রধান প্রধান মাছাল রচয়িতা

'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুকাফ্ফা ঃ আব্বাসীয় গদ্যরীতিতে এক নব পর্যায় লক্ষ্য করা যায় । এ নব পর্যায়ের উন্মেষ ঘটে রম্য সাহিত্যের মাধ্যমে । আর এ রম্য সাহিত্যের দিকপাল হলেন ইবনুল মুকাফ্ফা [৫৫৪] । তিনি প্রায় ১০৬/৭২৪ সনে জন্ম গ্রহন করেন । পিতা মুকাফ্ফা বসরার গভর্ণর হাজ্জাজ ইবন য়ূসুফের [৫৫৫] খারাজ বিভাগের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন বিধায় তিনি বসরাতেই লালিত পালিত হন । হাজ্জাজের কোষাগার তসরূফের জন্যে শাস্তিস্বরূপ তার হস্ত কর্তন করা হয় । তখন থেকেই তিনি মুকাফ্ফা (কর্তিত হস্ত বিশিষ্ট) নামে এবং তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ, ইবনুল মুকাফ্ফা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন ।

'আব্দুল্লাহ আরবী ফারসী উভয় ভাষাতেই বুৎপত্তি লাভ করেন ।[৫৫৬] তিনি উমায়্যা যুগে দাউদ ইবন উমার ইবন হুবায়রা এবং আব্বাসী যুগে 'ঈশা ইবন আলীর কাতিব ছিলেন ।[৫৫৭] তিনি ১৪৬/৭৬৩ সনে নিহত হন ।

আব্বাসী যুগের গদ্য সাহিত্যকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে । এর প্রথম পর্যায়ের নেতা হলেন ইবনুল মুকাফ্ফা। গদ্য সাহিত্যে তাঁর নিজস্ব শৈলী (style) ছিল । সংস্কৃতে লেখা ভারতীয় উপকথার আরবী রূপান্তর

---

[৫৫২]. *বিস্তারিত পরবর্তী পৃষ্ঠয় দ্রষ্টব্য।*

[৫৫৩]. *কাতামিশ ঃ ৪৫-১২২ ।*

[৫৫৪]. *আব্দুস সাত্তার ঃ আধুনিক আরবী সাহিত্য, ১৯৭৪, ঢাকা, পৃ-১২২ ।*

[৫৫৫]. *হাজ্জাজ ইবন য়ূসুফ উমাইয়া শাসনের ইতিহাসে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি । তিনি ৪১/৬৬১ সনে এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন । প্রতিভাবান হাজ্জাজের বিভিন্নমুখী প্রতিভা দেখে খলীফা আব্দুল মালিক (৬৬/৬৮৫-৮৬/৭০৫) তাকে প্রথমে হিজাযের এরপর ইরাকের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন (৭৬/৬৯৫) । প্রায় কুড়ি বছর তিনি এপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । আমীর আলীর মতে তিনি বিভিন্ন অভিযোগে ১৫০০০০ লোককে হত্যা করেন । তিনি প্রথম আরবী লিপিতে নুকতা এবং বাক্যে হরকতের ব্যবহার প্রবর্তন করেন । তিনি ৯৫/৭১৩ সনে ইনতিকাল করেন । যয়দান তারীখ ১/১৯২ ; কে আলী ঃ ২৪৫-৪৬ ।*

[৫৫৬] *শওকী দয়ফ ঃ তারীখুল আদবিল আরবী, ৭ম সং, তাবি, ৩/৫ ।*

[৫৫৭] *যয়্যাত ঃ ২২৬ ।*

Dhaka University Institutional Repository

আরবী কথা সাহিত্যে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ ।[৫৫৮] কালীলাঃ ও দিমনাঃ [৫৫৯] তার প্রখ্যাত গ্রন্থ পাহলভী থেকে অনূদিত। তিনি সমসাময়িক যুগের অলংকারবিদ ছিলেন।[৫৬০] তিনি অনেক প্রাচীন জাতি যেমন গ্রীক ,পারসিক ভারতীয় এবং এমন আরো অনেক দেশের নীতিবাক্য ও প্রবাদ আরবীতে অনুবাদ করে আরবী ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন । তাঁর কিছু মাছাল নিম্নে উল্লেখ করা হলো।[৫৬১]

العلماء أحقـــــــهم بالتدبير জ্ঞানীরাই গবেষণার কাজে অধিক যোগ্য ব্যক্তি ।

أحق الناس بالسلطان أهل المعرفة মারিফাত সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিই বাদশাহ হওয়ার সব চাইতে উপযুক্ত ।

أحقهـــم بالعلم أحسنهم تأديـــبا শিষ্টাচারে যে উত্তম সেই সব চাইতে জ্ঞানের উপযুক্ত ব্যক্তি ।

আবুল 'আতাহিয়া ঃ তাঁর প্রকৃত নাম ইসমা'ঈল ইবন কাসিম । তিনি হিজাযের আয়নুত্ তামার গ্রামে আনাযা গোত্রে ১৩০/৭৪৭ সনে জন্ম গ্রহন করেন । বাল্যকালেই পৈত্রিক পেশা অবলম্বন করে কুফায় বসবাস করতে চলে যান । তৈরীকৃত মাটির হাড়ি-পাতিল মাথায় করে গ্রামে গঞ্জের অলিতে-গলিতে বিক্রি করতেন আর মুখে মুখে কবিতা আওড়াতেন। তিনি যে কথাই বলতেন অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত হতো । [৫৬২] এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন , আমি যদি চাই তাহলে আমার সব কথা কাব্যাকারে প্রকাশ করতে সক্ষম । তাঁর কবিতা শুনে শ্রোতারা তাঁর কাছে ভীড় জমাতো । তখন তিনি পৈত্রিক পেশা ছেড়ে দিয়ে কাব্য চর্চাকেই জীবিকার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন ।[৫৬৩] তিনি দৈনিক ১০০ থেকে ২০০ শ্লোক রচনায় সমর্থ ছিলেন ।[৫৬৪] তিনি খলীফা মাহ্দীর [৫৬৫] (১৫৮/৭৭৫-

---

[৫৫৮] *আবদুস সাত্তার ঃ ১২৩ ।*

[৫৫৯] *কালীলাঃ ওয়া দিমনাঃ ঃ এটি মূলতঃ সংস্কৃত ভাষায় লেখা ভারতীয় উপকথা । ষষ্ঠ শতাব্দীতে এটি সংস্কৃত থেকে পাহলবী (প্রাচীন ফার্সী) ভাষায় অনূদিত হয় । পাহলবী ভাষা থেকে আবদুল্লাহ ইবনুল মুকাফফা আরবীতে অনুবাদ করেন । আর এ আরবী থেকেই পরবর্তীকালে অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয় । ভারতীয় উপকথার পশুপাখী কেন্দ্রিক বিচিত্র ধরনের কাহিনীই কালীলা:ওয়া দিমনার বিষয় বস্তু । আবদুল্লাহ ইবনুল মুকাফ্ফার আরবী সাহিত্যে এটি একটি অমর কীর্তি । হান্না আল-ফাখুরী ঃ তারীখুল আদাবিল আরবী, তা.বি. , ৪৩৪-৩৫ ; যয়দান ঃ ২/১৫২-৫৫ ।*

[৫৬০] *শওকী যয়ফ ঃ তারীখ, ৩/৫২২ ।*

[৫৬১] *হান্না আল-ফাখুরী ঃ ৪২ ।*

[৫৬২]. *I am above all prosody. Clement Huart. p.75.*

[৫৬৩]. *যয়্যাত ঃ ২৬৮ ।*

[৫৬৪]. *Clement Huart. P. 75.*

[৫৬৫]. *মাহদী খলীফা মনসূরের পুত্র এবং আব্বাসীয় খিলাফতের তৃতীয় খলীফা । পিতার মৃত্যুর পর তিনি ১৫৮/৭৭৫ সনে খলীফা হন । তিনি অমায়িক এবং উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন । খলীফা হয়েই রাজনৈতিক কারাবাস ভোগীদের মুক্তি দেন । গরীব লোকদের ভাতার ব্যবস্থা করেন । মক্কা ও মদীনার মসজিদ সংস্কার করেন । ডাক বিভাগের উন্নতি করেন । তিনি ১৬৯/৭৮৫ সনে ইন্তিকাল করেন । কে.আলী ঃ পৃ-৩১৯ ।*

Dhaka University Institutional Repository

১৬৯/৭৮৫) প্রশস্তি রচনা করে তাঁর দরবারে শুধু ঠাঁই করেই নেননি উৎবা নাম্নী খলীফার এক বাঁদীর সাথে প্রেমও নিবেদন করেন । কিন্তু উৎবা কবিকে আমল দেয়নি । খলীফা তাদের মিলনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন ।[৫৬৬]

খলীফা আল-হাদীর [৫৬৭] শাসনামলে প্রেমে অকৃতকার্য হয়ে ধার্মিকতার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন । ধর্মোপদেশ ও মৃত্যু চিন্তা তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায় । খলীফা মাহদীর সময় কাব্য চর্চা একেবারে ছেড়ে দেন । কিন্তু খলীফার হস্তক্ষেপে তিনি পুনরায় কাব্যচর্চা শুরু করেন ।[৫৬৮] তাঁর কবিতার সবচাইতে উজ্জ্বল দিক হলো ভাষার সারল্য ও বিষয় বৈচিত্র । বিশেষ করে যুহদমূলক (বৈরাগ্যবাদ) চিন্তাধারা প্রকাশে আগ্রহী হন ।

বৈয়াকরণ আল-আসমা'ঈ আবুল 'আতাহিয়ার কবিতা সম্পর্কে বলেন [৫৬৯]

شعر أبي العتاهية كساحة الملوك يقع فيها الجوهر و الذهب و التراب و الخزف و النوي

তাঁর অনেক উক্তি ও কবিতা মাছালে পরিণত হয়েছে । যেমন - [৫৭০]

علي الإنسان أن يعيش كمن سيموت	অচিরেই মৃত্যুবরণ করবে এমন ব্যক্তির মত জীবন যাপন করবে
إن الدنيا دار الفناء و الأخرة خير منها	পৃথিবী ধ্বংসশীল আর পরকাল এর চাইতে উত্তম ।
و ما يجمع يجمع للتفريق	বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্যেই একত্রিত হয় ।
فما يبني يبني للخراب .	যা কিছু নির্মাণ করা হয় তা ধ্বংসের জন্যেই করা হয় ।
من يولد يولد للموت .	মৃত্যুর জন্যেই মানুষ জন্ম গ্রহণ করে থাকে ।

মোট কথা তাঁর প্রতিটি বাক্যেই ধর্মীয় ভাবধারা ফুটে উঠেছে । তাঁর যেসব শ্লোক মাছালে পরিণত হয়েছে তা থেকে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো ।

---

৫৬৬. *যয়্যাত ঃ ২৬৮ ।*

৫৬৭. *আল-হাদী আব্বাসীয় খিলাফতের চতুর্থ খলীফা এবং তৃতীয় খলীফা আল মাহদীর প্রথম পুত্র। ১৬৯/৭৮৫ সনে পিতার মৃত্যুর পর তিনি খলীফা হন । হাদীর রাজত্বকালে মক্কা ও মদীনার আলী (রাঃ) এর বংশের লোকেরা বিদ্রোহী হন । এদলের নেতা ইদ্রিস খলীফার কাছে পরাজিত হয়ে আফ্রিকায় পলায়ন করেন । ১৬০/৭৮৬ সনে হাদী দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ইন্তিকাল করেন । কে.আলী :পৃ- ৩২০ ।*

৫৬৮ *Clement Huart. P.76 : যয়দান ঃ ২/৭৬ ।*

৫৬৯ *His lines are like the pulic squre in front of the kings palace whereon fall pearls. and gold and dust and potsherds and fruit kernels. Ibid.*

৫৭০. *হান্না আল-ফাখুরী ঃ ৪৫ ।*

Dhaka University Institutional Repository

الصمت أجمل بالفتي ٭٭ من منطق في غير حينه

(সময়য়োপযোগী কথা বলতে না পারলে যুবকের জন্যে চুপ থাকাই উত্তম)।[৫৭১]

كل يدور علي البقا مؤملا ٭٭ و علي االفناء تدير الأيام

(নিজের স্থায়ীত্বের আশায় সবাই ঘুরছে । আর যুগ ওকে ধ্বংস করার জন্যে চক্রে আবর্তিত হচ্ছে)।[৫৭২]

كل إمرئ في نفسه ٭٭ أعلي و أشرف من قرينه

(প্রত্যেক মানুষ নিজেকে তাঁর বন্ধু হতে অধিক সম্মানী বলে মনে করে থাকে)। [৫৭৩]

سبحان ربك كيف يلتذ إمرؤ ٭٭ بالعيش و هو بنفسه مطلوبه

(তোমার প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি । মানুষ কিভাবে স্বীয় জীবনকে ভোগ করে অথচ সে তো নিজেই অন্যের অন্বেষিত ব্যক্তি)।[৫৭৪]

إذا مالت الدنيا إلي المرء رغبت ٭٭ إليه و مال الناس حيث يميل

(পৃথিবী যখন কোন মানুষের দিকে ঝুঁকে পড়ে তখন তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে । পৃথিবী যে দিকে ঝুঁকে পড়ে মানুষও সে দিকে ঝুঁকে পড়ে) ।[৫৭৫]

আবূ তাম্মাম ঃ তাঁর প্রকৃত নাম হাবীব ইবন আউস আততাঈ । দামিশক হতে আট ক্রোশ দুরে জসিম নাম এক গ্রামে ১৮৮/৮০৩ সনে তিনি জন্ম গ্রহন করেন । শৈশব তাঁর এখানেই কাটে । পিতার মৃত্যুর পর তিনি মিসরে চলে যান । সেখানে তিনি আমর ইবনুল 'আসের মসজিদে পানি সরবরাহের কাজ করেন এবং অবসর সময়ে মসজিদাঙ্গনে সমবেত জ্ঞানীদের থেকে নানা বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন । প্রাচীন কবিদের বহু কবিতা মুখস্ত করে সেগুলোর অনুসরনে কাব্য রচনা শুরু করেন । পরে তাঁর মধ্যে মৌলিকত্ব প্রকাশ পায় । সম্প'দশালীদের মদহিয়া (স্তুতি মূলক কবিতা) রচনা করে সুনাম ও পয়সা দু'টোই অর্জন করেন । মুসেলের ডাক বিভাগে অফিসার হিসেবে দু'বছর অতিবাহিত করেন । মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে ২৩১/৮৪৬ সনে তিনি ইনতিকাল করেন ।[৫৭৬] আবুল ফরজের মতে আবু তাম্মাম কবিতার মাধ্যমে যত সম্পদ অর্জন করেছেন অন্য কেউ তা পারেনি ।[৫৭৭]

আল-ওসীত গ্রন্থকারদ্বয় বলেন , আবু তাম্মাম আব্বাসীয় কবিদের তৃতীয় সারির শিরোমনি ছিলেন ।[৫৭৮]

---

৫৭১. *যয়্যাত ঃ ২৬০ : আল-জাহিয ঃ আল-বয়ান ওয়াত তাবঈন ১/১৯৭ ।*

৫৭২. *আল -মাওরিদ.পৃ-২৩ ।*

৫৭৩. যয়্যাত ঃ ২৬০।

৫৭৪. *আল-মাওরিদ ঃ ৭৯ ।*

৫৭৫. *প্রাগুক্ত ঃ ৯৫ ।*

৫৭৬. *আল-ওসীত ঃ ২৬৩. খতীব আল-বাগদাদীর মতে তিনি হিজরী ২২৮ সনে কারো মতে ২২৯ অথবা ২৩৬ সনে ইনতিকাল করেন । ব্রকলম্যান ঃ ২/৭২ ।*

৫৭৭. *অঘানী ঃ ১৫/৯৮ ।*

৫৭৮. *আল-ওসীত ঃ ২৬৪ ।*

Dhaka University Institutional Repository

আহমদ হাসান আয্‌যয়্যাতের মতে তিনি প্রতিভার দিক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি ছিলেন ।[৫৭৯]

তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি হলো প্রাচীন ও সমসাময়িক আরবী কবিদের কবিতা সংকলন 'আল-হামাসা' ।[৫৮০] একাজ করতে গিয়ে তিনি যেমন ভাষার দক্ষতার্জন করেছিলেন তেমনি বিষয়বস্তুর বৈচিত্র সম্পর্কেও তাঁর একটি সুস্পষ্ট ধারণা জন্মেছিল ।[৫৮১] তিনি গ্রীক দর্শন ও তর্ক শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন । যা তাঁর কাব্যে নতুন নতুন ভাবের জন্ম দেয় । তিনি মুতানাব্বী ও মা'আররীর জন্যে আমছাল ও হিকামের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে যান । তাই বলা হয়েছে ,
আবু তাম্মাম ও আল-মুতানাব্বী হাকীম (প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি) আর প্রকৃত কবি হলো আল-বুহতুরী ।[৫৮২]
তাঁর অনেক শ্লোক মাছালে পরিণত হয়েছে ।[৫৮৩] যেমনঃ

كم منزل في الأرض يالفه الفتي ٭٭ و حينه ابداً لإول منزل

(এ পৃথিবীর অনেক ঘরবাড়ীকে যুবক ভালবাসতে চায় , কিন্তু তার প্রকৃত ভালবাসা প্রথম বাড়ীর জন্যেই রয়েছে।)

অর্থাৎ ঃ যেখানেই যাওয়া যাক কিন্তু নিজের দেশের চাইতে অন্যদেশ ভাল লাগবেনা ।[৫৮৪]

و إذا اراد الله نشر فضلة ٭٭ طويت أتاح لها لسان حسود

(আল্লাহ যদি কারো মর্যাদাকে বিস্তার করতে চান তাহলে ওর জন্যে বিদ্বেষী রসনাকে প্রস্তুত করে রাখেন) ।
অর্থাৎ ঃ হিংসুকরা হিংসা করলে বা সমালোচনা করলে মর্যাদাশীল ব্যক্তির সুনাম আরো চারিদকে ছড়িয়ে পড়ে ।[৫৮৫]

السيف أصدق أنباء من الكتب ٭٭ في حدة الحد بين الجد و اللعب

(পুঁথির চাইতে তরবারী সঠিক সংবাদ দাতা। যেহেতু ওর ধারেরও একটি সীমা আছে। যেমন সীমা রয়েছে প্রচেষ্টা ও খেলার মাঝে) ।[৫৮৬]

بصرت بالراحة الكبري فلم ترها ٭٭ تنال الأعلي جسر من التعب

(তুমি মহান সুখ পেতে চাও কিন্তু (তার সন্ধান) তুমি পাওনি। যেহেতু পেরেশানির সাঁকোর উপর না উঠলে তুমি তা পাবেনা।[৫৮৭] অর্থাৎ কষ্ট ছাড়া কেষ্ট মেলেনা) ।

---

৫৭৯. *যয়্যাত ঃ ২৯২ ।*

৫৮০. *কবি আবু তাম্মাম জীবনের শেষ ভাগে এটি সংকলন করেন । সংকলিত কবিতাগুলো দশভাগে বিভক্ত ঃ (১) হামাসাঃ (মনোবল) (২) মারাছী (শোকগাথা) (৩) আদব (শিষ্টাচার) (৪) নসীব (প্রণয়গীতি) (৫) হিজা (ব্যঙ্গ) (৬) আযয়াফ ওয়াল মাদাইহ (আতিথ্য ও স্তুতিবাদ) (৭) সিফাত (বর্ণনামূলক) (৮) আস্‌সায়র ওয়ান নুআস (ভ্রমন ও প্রত্যুত্তর) (৯) মুলাহ (রসিকতা) (১০) মুযাম্মাতিন নিসা (নারী গঞ্জনা) নুরুদ্দীন ঃ ২৭; ব্রুকালম্যান ঃ ১/৭৭)*

৫৮১. *যয়্যাত ঃ ২৯২ ।*

৫৮২. . *إن ابا تمام و المتنبي حكيمان و الشاعر البحتري* . *আল-ওসীত ঃ ২৬৪ ।*

৫৮৩. *ব্রুকলম্যান ঃ ২/৭৪ ।*

৫৮৪. *আল-মাওরিদ ঃ ১৭ ।*

৫৮৫. *হান্না আল-ফাখুরী ঃ ৪৬ ।*

৫৮৬. *আল-মাওরিদ ঃ ১৭ ।*

৫৮৭. *প্রাগুক্ত ঃ ৫৩ ।*

Dhaka University Institutional Repository

لولا اشتعال النار فيما جاورت ៰៰ ماكان يعرف طيب عرف العود

(অগ্নিতে যা দেয়া হয় তা যদি অগ্নি দাহন না করতো তাহলে সুগন্ধিযুক্ত কাঠের সুবাস কিভাবে জানা যেতো?)[৫৮৮]

نقل فؤادك حيث شئت من الهوي ៰៰ ما الحب إلا للحبيب الأول

(তোমার প্রবৃত্তি যেথায় যেতে চায় তোমার অন্তরকে সেখানেই নিয়ে যাও। (কিন্তু জেনে রেখো) প্রথম প্রেমিকের ভাল বাসার ন্যায় আর কোন ভাল বাসা নেই)। [৫৮৯]

আল-বুহতুরীঃ তাঁর প্রকৃত নাম আবূ'উবাদা ওলীদ ইবন-'উবয়দিল্লাহ। আলেপ্পো ও ফুরাতের মধ্যবর্তী মান্‌বাজ নামক স্থানে ২০৬/৮২০ সনে তাঈ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব তাঁর এখানেই কাটে। এর পর বাগদাদে গিয়ে আবু তাম্মামের শিষ্যত্ব গ্রহন করে কাব্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন। গুরুর মৃত্যুর পর তিনি খলীফা মুতাওয়াক্কিলের[৫৯০] দরবারে নিজের স্থান করে নিতে সামর্থ হন। কিন্তু খলীফার মৃত্যুর পর তিনি স্বগ্রামে ফিরে যান।[৫৯১]

আবূ তাম্মামের শিষ্য হয়েও তিনি গুরুকে ছেড়ে গেছেন। আবূ তাম্মাম নিজেই বলেন, আল্লাহর শপথ হে বৎস। তুমি আমার পরে কবি সম্রাট হবে।[৫৯২] আল-মুতানাববী তাঁর সম্পর্কে বলেন,

আমি ও আবূ তাম্মাম দু'জন হলাম প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি, আর বুহতুরী হলো কবি।[৫৯৩]

আবূ হিলাল আল-'আসকারী বলেন কাব্যের বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে নাবিঘা যুবয়ানীর পর বুহতুরী দ্বিতীয় নাবিঘা।[৫৯৪]

'আব্দুল কাহির জুরজানী তাঁকে আবূ তাম্মামের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিতেন।[৫৯৫]

---

৫৮৮. *হান্না আল- ফাখুরী ঃ ৪৬।*

৫৮৯. *আল- মাওরিদ ঃ ৩৪।*

৫৯০. *মুতাওয়াক্কিল আব্বাসীয় বংশের দশম খলীফা। তিনি খলীফা মু'তাসিমের পুত্র এবং ওয়াছীকের ভ্রাতা। খলীফা ওয়াছীকের মৃত্যুর পর তিনি ২৩৩/৪৮৭ সনে সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি হযরত আলী (রাঃ) এর পরিবারের প্রতি দুর্ব্যবহার করেন। ফাতিমীয়দের নিকট হতে ফিদ্‌ক এবং তুর্কী আমীরদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। তিনি মু'তাযিলী কর্মচারীদেরকে বরখাস্ত-এবং নেতাদেরকে কারারুদ্ধ করেন। তুর্কী দেহরক্ষীদের হাতে তিনি ২৩৭/৮৫১ সনে নিহত হন । কে. আলীঃ ৩৪২।*

৫৯১. *যয়্যাতঃ ২৯৫।*

৫৯২. . . أنت والله يابني امير الشعرائ غدا بعدي *প্রাগুক্ত।*

৫৯৩. *প্রাগুক্তঃ ২৯৬।*

৫৯৪. *আবূ হিলাল আল-'আসকারী ঃ দীওয়ানুল মা'আনী, কায়রো, ১৯৩৪,২/১৫: কবি নাবিঘার নাম যিয়াদ ইবনে মু'আভিয়া । তিনি যুবয়ান গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং জাহিলী যুগের প্রথম শ্রেণীর কবিদের অন্যতম ছিলেন। যাঁদের মতে মু'আল্লাকার সংখ্যা আট অথবা দশ তাঁরা মু'আল্লাকার অষ্টম কবি বলেছেন। হীরাধিপতি নু'মান ইবন মুনযিরের স্তুতি গেয়ে রাজদরবারে স্থান করে নেন। কাব্য রচনাকে পেশা হিসাবে গ্রহন করেছিলেন বলে তার সম্মান কিছুটা কমে যায়। তিনি ৬০৪ খৃ. মৃত্যুবরণ করেন। যয়্যাত ঃ ১০৫।*

৫৯৫. *আবদুল কাহির অল- জুরজানীঃ আসরারুল বালাগাঃ , ২৪, ৩১২৫।*

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বিষয় বস্তুর ক্ষেত্রে নতুনত্ব প্রদর্শন করেছেন। প্রশস্তির ক্ষেত্রে যথাসম্ভব অবাস্তব বিশেষণ থেকে নিজকে বিরত রেখেছেন। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন উত্তম শব্দ চয়নে আবূ তাম্মাম আমার অগ্রগামী কিন্তু খারাপ শব্দ চয়নে আমি আবু তাম্মাম হতে অগ্রগামী।[৫৯৬] তিনিও প্রাচীন কবিতা সংকলন করেন যা হামাসা নামে খ্যাত। তিনি ২৮৪/৮৯৭ সনে ইন্তিকাল করেন।[৫৯৭]

তাঁর অনেক শ্লোক মাছালে পরিণত হয়েছে। নিম্নে এমন কতক শ্লোক উল্লেখ করা হলোঃ

متي اخرجت ذا كرم تخطي ∘∘ اليك ببعض أخلاق اللئيم

(তুমি যখন কোন সম্মানী ব্যক্তিকে পাপ কাজ করতে বাধ্য করবে তখন সে তোমার দিকে কোন অসদাচরণে অগ্রসর হবে)।[৫৯৮]

و أري القوم ثم ظننت فيهم ∘∘ ظنونا لست فيها بالحكم

(আমি আমার সম্প্রদায়কে দেখেছি অতঃপর তাদের সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা পোষণ করেছি। কিন্তু সে ব্যাপারে আমি বিচারক ছিলামনা)।[৫৯৯]

فما خرق السفيه و إن تعدي ∘∘ بأبلغ فيك من حقد الحليم

(সহিষ্ণু ব্যক্তির বিদ্বেষ হতে বোকা ব্যক্তির বোকামী অধিক ধর্তব্যের বিষয় নয় যদিও সে সীমা লংঘন করে)।[৬০০]

أري العقل بؤساً في المعيشة للفتي ∘∘ ولا عيش إلا ما حبا لك به الجهل

(জীবন যাপনের ক্ষেত্রে যুবকের বুদ্ধি তার জন্যে কষ্টের কারন। আর মুর্খেরাই তার জীবনের সহায়তা করে থাকে)।[৬০১]

আল-মুতানাব্বীঃ

পূর্ণ নাম আহমদ ইবন -হুসয়ন ইবন হাসান ইবন 'আবদিস সামাদ আল জু'ফী আল-কিন্দী আল-কুফী। কুনয়াঃ আবূ তায়্যিব। মুতানাব্বী তাঁর উপাধি। কুফার কিন্দা পল্লীতে ৩০৩/৯১৫ সনে য়ামানী গোত্রের এক দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম। কিন্তু তাঁর যৌবন কাটে শামে।[৬০২] শৈশবেই তাঁর মেধার বিস্ফুরণ ঘটে এজন্য পিতা তাঁকে দামিশকে নিয়ে যান। সেখানে বনূ কিলাবের সাথে মরুভূমিতে থেকে বিশুদ্ধ আরবী ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি আরবীতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং কাব্য ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দেন।[৬০৩] তিনি একরাত্রে দশ শ্লোক বিশিষ্ট তিনটি কসীদ[৬০৪] রচনা করতে পারতেন।[৬০৫]

---

৫৯৬. *ডঃ মুহম্মদ রিশাদ মুহম্মদ সালিহঃ নকদুল মুওয়াযানা বায়নাত তাইয়ায়ন, কায়রো, ১৯৯২,পৃ -৭৪।*

৫৯৭. *প্রাগুক্তঃ ২৯৫।*

৫৯৮. *প্রাগুক্তঃ ২৬১।*

৫৯৯. *প্রাগুক্ত।*

৬০০. *প্রাগুক্ত।*

৬০১. *প্রাগুক্ত।*

৬০২. *ব্রুকলম্যানঃ ২/৮১।*

৬০৩ *যয়্যাতঃ ২৯৮।*

Dhaka University Institutional Repository

তিনি যে কোন বাক্যে আরবদের গদ্য পদ্য থেকে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করতে পারতেন।[৬০৬] তাঁর বর্ণনায় যাদুকরি শক্তি লক্ষ্য করা যায়। এসব কারনেই হয়তো তিনি কাব্যজগতের নবী হিসেবে নিজকে দাবী করেন।[৬০৭]

কবির গৌরবময় দিনগুলো কেটেছে সায়ফুদদওলার (শাসনকাল ৩৩৭/৯৪৮-৩৪৬/৯৫৭)-এর দরবারে। সেখানে তিনি নয় বৎসর অবস্থান করেন এবং তাঁর বহু প্রশস্তিমূলক কবিতা রচনা করে অনেক উপঢৌকন লাভ করেন। সায়ফুদদওলার সামান্যতম উপেক্ষায় কবির অভিমানীমন বিক্ষুব্ধ হয়। তিনি সেখান থেকে ৩২৫/৯৩৭ সনে মিসরে কাফুর (শাসন কাল- ৩৪৬/৯৫৭-৩৫০/৯৬২) -এর দরবারে চলে যান। কাফুরের প্রশংসা করে আশানুরূপ কিছু না পেলে তার কুৎসামূলক কবিতা রচনা করেন এবং ৩৫০/৯৬১ সনে বাগদাদে চলে যান। পরবর্তী কালে আযদুদ-দওলার (৩৫৭/৯৬৭-৩৬৯/৯৮৯) -এর দরবারে যান। তাঁর প্রশংসায় অনেক কবিতা রচনা করে যথেষ্ঠ উপঢৌকন লাভ করেন। পুণঃরায় কুফার উদ্দেশ্যে রওনা হলে পথিমধ্যে দুবৃর্ত্তদের হাতে-৩৫৪/৯৬৫ সনে নিহত হন[৬০৮] আবুল 'আলী আল-মা'আররী তাঁকে আব্বাসী যুগের শ্রেষ্ঠ কবি বলে উল্লেখ করেছেন।[৬০৯] ইবন জিন্নি তাঁকে আমাদের কবি বলে অভিহিত করেছেন।[৬১০]

তাঁর কবিতার বিরাট প্রভাব রয়েছে পরবর্তী কবিদের উপর। ব্রুকলম্যান বলেন, আধুনিক মিসরীয় সাহিত্যে মুতানাব্বীর প্রভাব পড়েছে বিশেষ করে মাহমুদ সামী আল বারুদী ও [৬১১] আহমদ শওকীর[৬১২] উপর। তাঁর অনেক

---

৬০৪ *কসীদাঃ কসদ (قصد) ধাতু হতে উদ্ভত। এর অর্থ উদ্দেশ্য ,সংকল্প ,মূল, নিরেট ও পরিপূর্ণ,সমতা,ভাঙ্গা, রাগান্বিত হওয়া, তৈয়ার করা, কবিতা রচনা করা ইত্যাদি , Hans wahr.p. 760; লিসানুল 'আরবঃ قصد শিরোনাম। বিশেষ বৈশিষ্ট মণ্ডিত শিল্পোত্তীর্ণ দীর্ঘ আরবী গীতি কবিতাকে কসীদাহ বলা হয়। এর শ্লোক সংখ্যা ২৫-১০০ হবে। প্রতিটি শ্লোকে দুটি করে চরণ থাকে। প্রথম শ্লোকের উভয় চরণের শেষ বর্ণে মিল থাকবে। আর বাকী শ্লোকগুলোর শুধু শেষ চরণের শেষ বর্ণ মিল থাকা বাঞ্চনীয়। প্রাগৈসলামিক যুগের আরবী কবিতার চূড়ান্ত রূপ ও সেযুগের শ্রেষ্ট কাব্যিক নিদর্শন হলো কাসীদা। তুং আ,ত.ম,৪১; The Islamic University studies. part A-vol -4, No-December.1995. মুহাম্মদ সোলায়মানঃ আরবী কাসীদাহঃ উৎপত্তি ও বিকাশ" পৃ-৭৭-৮১।*

৬০৫. *ইবন জিন্নী,আল- খাসাইস ঃ পৃ- ১/৩২২।*

৬০৬. *আল- ওসীতঃ ২৭২।*

৬০৭. *যয়্যাতঃ ২৯৮।*

৬০৮. *ব্রুকলম্যানঃ ২/৮২;তুং হান্না আল- ফাখুরী, তারীখঃ ৬০০-৬০৩।*

৬০৯. *ইবনুল আছীরঃ অল-মাছালুছ ছাইর-পৃ-১৮৪।*

৬১০. *আল- খাসাইসঃ ১/৩০৯।*

৬১১. *আল বারুদীঃ মাহমুদ সামী আল-বারুদী আধুনিক আরবী কাব্য সাহিত্যের নব দিগন্তের এক উদীয়মান উজ্জ্বল নক্ষত্র। ব্যস্ততম সামরিক পদ (লেঃ জেনারেল) তাঁকে কাব্য রচনা হতে এতটুকুন পিছে টানতে পারেনি। তিনি ১৮৩৯ সনের অক্টোবরে মিসরের বাহীরা জেলার বারুদ শহরে জন্মগ্রহন করেন। সাত বছর বয়সে পিতার ইন্তিকালের পর পরিবারে কোন এক সদস্য তাঁকে উত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন। বারো বছর বয়সে তিনি ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হন। ১৮৫৪ সনে তিনি কমিশন প্রাপ্ত হন। ১৯৫৭ সনে ইস্তাম্বুলে পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের কাজে রত থাকেন। ১৮৬৫ সনে তিনি তিনি অটোমানদের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত যুদ্ধে অংশগ্রহন করেন। ১৮৭৫ সনে তিনি ইসমাঈলের একান্ত সচিব পদে নিয়োগ পান। ১৯৭৭ সনে রুশের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত যুদ্ধে অংশগ্রহন করেন। ১৮৭৮ সনে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮৮২ সনে সরন্দ্বীপে নির্বাসিত হন। সতের বছর নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে ১৮৯৯ সনে মিসরে প্রত্যার্বতন করেন। ১৯০৪ সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন আধুনিক কবিদের নেতা। The first Egyptan neoclassical poet was Mahmud Sami al-Barudi. আরবী কসীদা সূচনায় ইমরুউল কয়স যেমন সুখ্যাতি অর্জন করেন বারুদী কাব্য নতুনত্ব আনয়নে অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। দীওয়ানুল বারুদী নামে তার কাব্য সংকলন ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।*

Dhaka University Institutional Repository

শ্লোক মাছালে পরিণত হয়েছে। সেগুলো সাহিব ইবন 'আব্বাদ[৬১৩] সংকলন করেছেন এবং যুহদী য়কুন তা টীকা সহ প্রকাশ করেছেন।[৬১৪]

'আল-মুতানাব্বীর যেসব শ্লোক মাছালে পরিণত হচ্ছে তার কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

إذا كرمت الكريم ملكته ¤¤ و إن أنت أكرمت اللئيم تمردا

(সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান করলে তুমিও অনুরূপ সম্মান পাবে। আর নীচু লোককে সম্মান করলে তুমি অপমানিত হবে)।[৬১৫]

و الأسي قبل فرقة الروح عجز ¤¤ و الأسي لا يكو بعد الفراق

(রূহ পৃথক হয়ে যাওয়ার পূর্বেই সমবেদনা জানানো উচিৎ। কেননা মৃত্যুর পর সমবেদনা কোন কাজে আসেনা)।[৬১৬]

مكايد السفهاء واقعة بهم ¤¤ و عداوة الشعراء بئس المقتني

ডঃ শত্তকী যয়ফঃ আলবারুদী রাইদুশ শিরিল হাদীছ, মিসর, ১৯৬৪,পৃ-৯৪; 'উমর আদ্দসুকীঃ ফিল আদবিল হাদীছ : বৈরুত,৭ম সং, ১৯৬৬,১/২২৫; শায়খ কামিল মহম্মদ মুহম্মদ 'উয়ায়যাঃ মাহমুদ সামী আল-বারুদী, বৈরুত, ১৯৯৪,৯৬: Bulletin of The Eaculty of Shariah and Islamic studes .Ummul -Qurra University. vol-5,1400-1401.(ডঃ সাঈদাঃ রমযানঃ শাইরুল বারুদী) পৃ-১৭৭-২০৩:

J. Brugman : An Introduction to the History of Modern Arabic Literature in Egypt, Leiden, 1984, P. 28.

[৬১২] *আধুনিক আরবী কাব্য জগতে কবি সম্রাট হিসেবে যিনি খ্যাতি লাভ করেন তিনি হলেন কবি আহমদ শওকী বেক। তিনি ১৮৬৮ সনে কায়রোতে খেদীভ ইসমাঈল পাশার শাসনামলে (১৮৬৩-১৮৬৯) জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতা ছিলেন কুর্দী ,মাতা তুর্কী, দাদী cureassian এবং নানী গ্রীক। চার বছর বয়সে শায়খ সালিহ মক্তবে ভর্তি হন। এরপর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এর পর মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হন। পনর বছর বয়সে তিনি মাধ্যমিক স্কুল থেকে শিক্ষা সমাপন করে ১৮৮৫ সনে আইন কলেজে ভর্তি হন। এখানে দু'বছর শিক্ষা লাভ করে একলেজের অনুবাদ বিভাগে ভর্তি হন। ১৮৮৭ সনে তিনি অনুবাদ ডিগ্রী লাভ করেন ফ্রান্সে চলে যান। তিনি মুনিবিলায় দু'বছর এবং প্যারিসে দু'বছর কাটান। এ সময়ে তিনি ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য চর্চা করেন। ১৮৯১ সনে মিসরে ফিরে আসেন। তিনি ১৮৯৪ সনে জেনেভায় Oriantal Conference -এ যোগদান করেন। খেদীভ' আববাস তাঁকে কলমুত্তর জমার প্রধান নিয়োগ করেন। এ পদে তিনি বিশ বছর (১৮৯২-১৯১৪) অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি ১৯১৯ সনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তার নির্বাসিন জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়ে ১৯২০ সনে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৩৩ সনে তিনি ইনতিকাল করেন।*

আধুনিক আরবী কাব্যে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। আরবী কাব্য নাট্যের তিনিই প্রথম দ্রষ্টা। তার ছয়টি কাব্যনাট্য রয়েছে। মিসরাউ ক্লিওপেট্রা, মজনু ও লায়লা, ক্যাম্বিজ,আলীবেক আল-কবীর, 'আন্তারা ও আলাস্তা হুদা। তাঁর কাব্য সংকলনগুলো দীওয়ানে শওকী নামে প্রকাশিত হয়েছে। হান্না আল-ফাখুরী : তারীখ ৯৭৭; ডঃ মুস্তফা মাহমূদ য়ুনুস : মিন আদাবিনাল মু'আসির, পৃ:-১০০ ; শত্তকী যায়ফ ঃ শত্তকী শাইরুল আছবিল হাদীছ : মিশর, ১৯৫৩, ৯২৯ ; শত্তকী যয়ফ: আল-আদাবিল আরবী আল-মু'আসির, মিশর, পৃ:১০০ ; আব্বাস হাসান আল-মুতানাববী ওয়া শত্তকী, কায়রো, ১৯৭৩, পৃ ৩৯ ; আহমদ কাবিশ ঃ তারীখুশ শিরিল আরবী আল-হাদীছ, বৈরুত: পৃ ৭৪।

[৬১৩] *তাঁর নাম আবুল কাসিম ইব্রাহীম ইবন 'আব্বাস। তিনি ৩২৬/৯৩৭ সনে জন্ম গ্রহন করেন। তিনি সমসাময়ীক যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। ইবন কাসীর ও আবুল ফজল ইবনুল আমীদের কাছে বিদ্যার্জন করেন। ইবনুল আমীদের সহচার্যে থাকার কারনে তাকে সাহিব (সাথী) ইবন 'আব্বাস বলা হতো। আল-মুহীত নামে তার সাত খন্ডে সমাপ্ত আরবী ভাষার উপর রচিত গ্রন্থটি তাঁর অমর কীর্তি। তিনি ৩৮৫/৯৯৫ সনে ইন্তিকাল করেন। আছ-ছা'আলিবী ঃ ফিকহুল লুঘা, লিবিয়া- তিউনিস, ১৯৮১, ভূমিকা, ২৩।*

[৬১৪]. *হান্না আল- ফাখুরী।*

[৬১৫]. *দীওয়ানুল মুতানাব্বী ঃ ১/২৮৮।*

[৬১৬]. *প্রাগুক্তঃ ২/৩৭০।*

Dhaka University Institutional Repository

(বোকাদের ষড়যন্ত্র তাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে । কিন্তু বুদ্ধিমানদের শত্রুতা প্রকৃত পক্ষেই খারাপ) ।[৬১৭]

من يهن يسهل الهوان عليه ** بالجرح بميت إيلام

(অপমানিত ব্যক্তির অপমান কিছুই মনে হয়না। যেমন মৃত্যু ব্যক্তিকে কোন ক্ষত কষ্ট দিতে পারেনা) ।[৬১৮]

و من ينفق الساعات في جمع ماله ** مخافة فقر فالذي صنع الفقر

(যে ব্যক্তি দারিদ্রতার ভয়ে সম্পদ অর্জনে সময় ব্যয় করে সে প্রকৃতপক্ষে দারিদ্রতার বীজ বপন করলো) ।[৬১৯]

لايسلم الشرف الرفيع من الأذي ** حتي يراق علي جوانبه الدم

(উচ্চ বংশীয় ভদ্রলোকেরা যতক্ষণ না তাদের আশেপাশে রক্ত ঝরাবে ততক্ষণ তারা কষ্ট থেকে নিরাপদে বসবাস করতে পারবেনা) ।[৬২০]

الهم يخترم الجسيم لخافة ** و ليشيب ناصية الصبي و يهرم

(চিন্তা স্থুলকায় স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিকেও দুর্বল ও ক্ষীণ করে ফেলে আর বালককেও বৃদ্ধ বানিয়ে দেয়) ।[৬২১]

فما يدوم سرور ما سررت به ** ولايرد عليك الفائت الحزن

(মানুষের আনন্দের বস্তু চিরস্থায়ী হয়না। আর তোমার চিন্তা হারানো বস্তুকে ফিরিয়ে এনে দিতে পারেনা) ।[৬২২]

و من العداوة ما ينالك نفعه ** ومن الصداقة ما يضر و يؤلم

(অনেক সময় শত্রুতার দ্বারাও উপকৃত হওয়া যায় এবং বন্ধুত্বের দ্বারা ক্ষতি ও কষ্ট হয়ে থাকে) ।[৬২৩]

إذا عامرت في سرف مروم ** فلاتقنع بما دون النجم

فطعم الموت في أمر صغير ** كطعم الموت في أمر عظيم

(তোমার উদ্দেশ্য লাভে যদি তোমার দীর্ঘ জীবন ব্যয় করো তাহলে তারকারাজীর চাইতে অল্পে তুমি সন্তুষ্ট হতে পারবেনা) । ছোট ব্যাপারে মৃত্যুস্বাদ যেমন বড় ব্যাপারে মৃত্যু হলে ওর স্বাদও তেমনি) ।[৬২৪]

و من العداوة ما ينالك نفعه ** و من الصداقة مايضره و يؤلم

(শত্রুদের শত্রুতা কোন উপকারে আসেনা ঠিক কিন্তু বন্ধুদের বন্ধুত্বে যে ক্ষতি হয় তা বড় কষ্টদায়ক) ।[৬২৫]

---

৬১৭. প্রাগুক্তঃ ৪/২০৬ ।

৬১৮. প্রাগুক্তঃ ৪/৯৪ ।

৬১৯ প্রাগুক্তঃ ২/১৫০ ।

৬২০ প্রাগুক্তঃ ৪/১২৫ ।

৬২১ আল- মাওরিদঃ ২৪ ।

৬২২ প্রাগুক্তঃ ৫৫ ।

৬২৩ প্রাগুক্তঃ২০ ও ৪৩ ।

৬২৪ প্রাগুক্তঃ ৪৮ ।

৬২৫ প্রাগুক্তঃ৪/১৩০ ।

Dhaka University Institutional Repository

(বন্ধুর ফুলের আঘাত সয়না, অপরে লাঠি মারলেও কিছু হয়না।)

و أتعب خلق الله من زاد همه ۰۰ و قصر عما تشتهي النفس وحده

(যার আশা-আকাঙ্গা বেশী সে আল্লাহর সবচাইতে পরিশ্রান্ত সৃষ্টি প্রবৃত্তির অনুসারীর প্রাপ্য কমে যায়)।[৬২৬]

لولا المشقة ساد الناس كلهم ۰۰ الجود يفقر و الأقدام قتال

(যদি নেতা হওয়ার ক্ষেত্রে কষ্ট না হতো তাহলো সবাই নেতা হতো। বদান্যতা মানুষকে দরিদ্র করে আর অগ্রগামীই যোদ্ধা হয়)।[৬২৭]

تريدين لقيان المعالي رخيصة ۰۰ ولابدون الشهد من إبر النحل

(তুমি খুব সহজে বড় লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখ অথচ সামান্য মধু আহরণেও মৌমাছির হুলের জ্বালা সইতে হয়।[৬২৮]
(আরবী হবে)

لاتحسب المجد تمرا أنت أكله ۰۰ لن تبلغ المجد حتي تلعق الصبر

(তুমি সম্মানকে খাবার খেজুর মনে করোনা, তুমি ধৈর্য ধারণ না করলে সম্মানের সাক্ষাৎ পাবে না)।[৬২৯]

إذا كانت النفوس كبارا ۰۰ تعبت في مرادها الأجسام

(যখন আত্মা বড় হতে চায় তখন তার অন্বেষণে শরীর পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে)।[৬৩০]

الراي قبل شجاعة الشجعان ۰۰ هو أول وهي المحل الثاني

(সাহসী ব্যক্তির সিদ্ধান্ত বীরত্বের পূর্বে গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু সিদ্ধান্তের স্থান হলো প্রথম অতঃপর সাহসিকতার)।[৬৩১]

و ما الجمع بين الماء و النار في يد ۰۰ بأصعب من أن أجمع الجد و الفهما

(বুদ্ধি খাটিয়ে তদনুযায়ী কাজ করা যত কঠিন পানি এবং অগ্নি একহাতে একত্রিত করা তত কঠিন নয়)।[৬৩২]

و قد يترك النفس التي لا تهابه ۰۰ و يحترم التي تتهين

(নির্ভীক ব্যক্তি মুক্তি পায়, এবং ভীতু ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হয়)।[৬৩৩]

وما الحسن في وجه الفتي شرفا له ۰۰ إذا لم يكن في فعله و الخلائق

---

[৬২৬] প্রাগুক্তঃ ২/২২।

[৬২৭]. প্রাগুক্তঃ ৩/২৮৭।

[৬২৮]. প্রাগুক্তঃ ৩/২৯০।

[৬২৯]. প্রাগুক্তঃ ৩/১১৭।

[৬৩০]. আল-মাওরিদঃ ৪৬।

[৬৩১]. প্রাগুক্তঃ৩১।

[৬৩২]. হান্না আল -ফাখুরীঃ ৫১।

[৬৩৩]. আল-মাওরিদঃ ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

(চেহারার সৌন্দর্য যুবকের ভদ্রতা নয়; যদি না তার কর্মে এবং চরিত্রে তার সৌন্দর্য ফুটে উঠে)।[৬৩৪]

لاتلف دهرك إلا غيرمكترث .. مادام يضجب فيه روحك البدن

(যতক্ষণ তোমার শরীরে আত্মা বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার সময়কে অযথা বিনষ্ট করোনা)।[৬৩৫]

৬৩৪. প্রাগুক্ত: ৪৬।

৬৩৫. প্রাগুক্ত: ৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

মাছাল সংরক্ষণ
ও
সংকলন

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

মাছাল সংরক্ষণ ও সংকলন

ক. মাছাল সংরক্ষণ

মাছাল লোক অভিজ্ঞতার ফসল। এর জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে অভিজ্ঞতার সাযুজ্য। দীর্ঘদিনের প্রাত্যহিক ও সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতাই মাছালগুলোতে প্রতিফলিত হয়। মানুষ তার নিজস্ব পরিচিতি ও অভিজ্ঞতার সাক্ষাৎ মাছালের মাধ্যমে লাভ করে। তাই তা সহজেই গ্রহণ করে এবং তা সংরক্ষণের প্রচেষ্টা এর সূচনালগ্ন থেকেই শুরু হয়। তৎকালীন আরবে লেখার তেমন প্রচলন না থাকায় এবং লেখাকে স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ (যা একজন ব্যাক্তির জন্যে দোষনীয়ও বটে) বিধায় তারা স্মৃতিপটেই সবকিছু ধরে রাখতো; লিখতো কদাচিত। অন্যান্য বিষয়ের মতো মাছালও এভাবেই সংরক্ষিত হয়ে আসছিল। এরপরে সভ্যতা-সংস্কৃতির অগ্রগতির ফলে মানুষ এর সংরক্ষণের ব্যাপারে তৎপর হয়। আমরা এ পর্যায়ে দেখতে পাই যে, মাছাল সাধারণতঃ দুভাবে সংরক্ষিত হয়ে আসছে ঃ

প্রথমত ঃ কবি ও সাহিত্যিকদের মাধ্যমে ।
দ্বিতীয়ত ঃ সংকলনের মাধ্যমে।

১. কবিও সাহিত্যিকদের মাধ্যমে ঃ

২. কবি ও সাহিত্যিকদের মাধ্যমে মাছাল আবার দু'ভাবে সংরক্ষিত হয় ঃ-
ক. নিজেদের সৃষ্টির মাধ্যমে ও
খ. অন্যদের মাছাল নিজেদের লেখায় ব্যবহারের মাধ্যমে।

ক. নিজেদের সৃষ্টির মাধ্যমে ঃ

সাহিত্যিকগণ জ্ঞানে-গুণে, শিক্ষায় দীক্ষায়, আচার-ব্যবহার,আদব-কায়দায়, চলনে-বলনে এবং মেধায় ও বুদ্ধিতে সমাজের সাধারণ লোক হতে অনেক উর্ধ্বে। তাঁরা এমন মেধা শক্তির অধিকারী যে,সমাজের উঁচু-নিচু, ইতর-ভদ্র, সাদা-কালো এক কথায় আপামর জনসাধারণের মনের কথা কলমের আঁচড়ে বাস্তবে ব্যক্ত করতে সক্ষম। সাহিত্যকগণ গল্প, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনা করতে গিয়ে অভিজ্ঞতার নির্যাস থেকে এমন কতক সরস ও প্রাঞ্জল বাক্য রচনা করেছেন যা পরবর্তীকালে মাছাল হিসেবে প্রচলিত হয়েছে। যেমন 'আব্বাসী যুগের অন্যতম সুসাহিত্যিক বদী'উয্যামান আল-হামাদানী[১] ও আবুল কাসিম আল-হারীরীর[২] বহু এমন বাক্য মাছালে পরিণত হয়েছে। নিম্নে এধরণের দু'চারটি বাক্য উদাহরণস্বরূপ পেশ করা হলো ঃ

---

১. বদী'উজ্জামান আল-হামাদানী ঃ তার প্রকৃত নাম আবুল ফযল আহমদ ইবন আল-হুসায়ন ইবন য়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-হামাদানী। তিনি ৩৫৮/৯৬৯ সনে হামাদানে জন্ম গ্রহন করেন। ৩৮০/৯৯০ সনে জুরজানে ও ৩৮০/৯৯৪ সনে নিশাপুরে গমন করেন। এরপর খোরাসান ও সিজিস্তানে বিদ্যার্জনের জন্যে ঘুরে বেড়ান। তার ৪০০ মাকামার মধ্যে মাত্র ৫৩টি মাকামার সন্ধান পাওয়া যায়। এ ছাড়াও তার রয়েছে বহু

Dhaka University Institutional Repository

لاتلتزم حالة و لكن در بالليالي كما تدور : তুমি কখনো এক অবস্থায় অবস্থান করোনা বরং যুগের আবর্তে তুমিও ঘুরতে থাক।[৩]

لولا التقي لقلت جلت قدرته : আল্লাহর ভয়ে ভীত না হলে আমি অবশ্যই বলতাম অর্থের ক্ষমতা অসীম।[৪] অন্য ভাষাতেও অনুরূপ প্রবাদ মেলে। যেমন[৫]

বাংলা ঃ পৃথিবী টাকার বশ।
জাপানী ঃ টাকা থাকলে গাধাও রাজা।
স্পেনীয় ঃ টাকা যদি মুখ খুলে আর সব বোকা ভোলে।

قلم سلم مكثار و أقيل له إعثار	: বাচাল ভুল থেকে নিরাপদ নয় এবং তার পদস্খলন ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা হয় না।[৬]
إن خلاصة الجوهر تظهر بالسبك	: খাঁটি স্বর্ণ পোড়ালে আরো খাঁটি হয়।[৭]
يد الحق تصدع رداع الشك	: সত্যের হাত সর্বদা সন্দেহের চাদরকে ছিড়ে ফেলে (অর্থাৎ সত্য-সন্দেহের বিদূরক)[৮]
للحق أحق أن يتبع	সত্য সর্বদা অনুসরণযোগ্য।[৯]
للصدق حقيق أن يستمع :	সত্য সর্বদা শ্রুতযোগ্য।[১০]
لو أنصف الدهر علي حكمه لما ملك الحكم أهل النقيصة :	যুগ যদি স্বীয় বিচারে ইনসাফ করতো তাহলে নিচু লোকদেরকে কখনো রাজা বানাতো না।[১১]

কবিতা ও ২৩৩টি রিসালা। তিনি ৩৯৮/১০০৮ সনে হিরাঃতে ইন্‌তিকাল করেন। ব্রুকলম্যানঃ ২/১১২-১৬: হান্না আল-ফাখুরী, তারীখ ঃ ৩৬-৩৮।

২. আল-হারীরীর পূর্ণ নাম আবু মুহম্মদ আল-কাসিম ইবন আলী ইবন মুহম্মদ ইবন উছমান আল-হারীরী। তিনি ভাষাবিদ, বৈয়াকরণ, সাহিত্যিক, লেখক ও কবি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। ৪৪৬/১০৫৪ সনে তিনি বসরার মাশানে জন্মগ্রহন করেন। আল-মাকামাতুল হারীরী তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি। তিনি ৫১৫/১১১২ সনে ইন্‌তিকাল করেন। আল-ওসীত ঃ ২২৫: যয়দান ঃ ৩/৪০।

৩. হামাদানী ঃ মাকামাতুল হামাদানী ঃ ১ম মাকামা (আল-মাকামাতুল কারীযিয়্যা) -এর সাথে আরবী একটি মাছাল (البس لكل حالة لبوسها) (যুগের চাহিদানুযায়ী পোষক পর) -এর মিল আছে। আল-আমছাল ওয়াল হিকাম ঃ ১৩৩।

৪. আলহারীরীঃ আল মাকামাতুল হারীরীয়্যাঃ ৩য় মাকাম।

৫. ডঃ বরুণ-কুমারচক্রবর্তীঃ বাংলার লোক সাহিত্য-চর্চার ইতিহাস, ২য় সংস্করণ, ২য় মুদ্রণ। কলিকাতা, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৭০। বিস্তারিত দেখুন ৫ম অধ্যায়ের "টাকা" শিরোনামে।

৬. মাকামা হারীরীঃ ভূমিকা।

৭. প্রাগুক্ত, ২য় মাকামা।

৮. প্রাগুক্ত।

৯. প্রাগুক্ত।

১০. প্রাগুক্ত।

১১. প্রাগুক্ত।

ولا أداري من جـــــهل مقداري : যে আমার মর্যাদা বুঝেনা তার কাছে আমি বিনম্র হইনা।[১২]

ولاأواخي من يلـــــغي الأواخي : যে আমার ভ্রাতৃত্বকে অবমূল্যায়ন করে তার সাথে আমি পুনঃ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইনা।[১৩]

ولاأصافي مت يأبـــــي إنصـــافي : যে আমার ন্যায়পরায়ণতাকে অস্বীকার করে তার সাথে আমি সম্পর্ক রাখিনা।[১৪]

ولاأبالي من صـــــرم حبـــــالي : যে আমার প্রীতির বন্ধন ছিন্ন করে তার পরোয়া আমি করিনা।[১৫]

ولاأسمع بمواساتي لمن يفرح بمسآتي : যে আমার বিপদে খুশী হয় তার সমবেদনার কথা আমি শুনিনা।[১৬]

والشبل في الخـــــــبر مثل الأسد : খালিবনে বাঘের বাচ্চাই সিংহ।[১৭]

খ. দ্বিতীয়তঃ অন্যদের মাছাল নিজেদের লেখায় ব্যবহারের মাধ্যমে ঃ

যুগে যুগে সাহিত্যিকগণ নিজেদের সাহিত্যকে সুষমামণ্ডিত ও রসালো করতে সমসাময়িক ও পূর্বের প্রচলিত মাছাল সমূহ সাহিত্যের যথাস্থানে ব্যবহার করেছেন এমন মাছালের সংখ্যাও কম নয়। যেমন হারীরী স্বীয় পঞ্চাশ মাকামায় বহু মাছাল উপস্থাপন করে স্বীয় মাকামার শোভা বর্ধন করেছেন। এপ্রসংগে তিনি মাকামার ভূমিকায় স্পষ্ট করে বলেছেন,

আমি এমন পঞ্চাশটি মাকামা রচনা করেছি যার মাঝে মাঝে কুরআনের আয়াত ও উত্তম ইঙ্গিতবহ বাক্য দ্বারা তা অলংকৃত করেছি। আর এখানে সেখানে আরবী প্রবাদ, সরস গল্প ও বৈয়াকরণিক তত্ত্ব খচিত করেছি।[১৮]

তাঁর মাকামায় ব্যবহৃত মাছালের কয়েকটি হলো-

عند الإمتحان يكرم الرجل أويهان : পরীক্ষার মাধ্যমে মানুষ সম্মানিত ও অপমানিত হয়।[১৯]

---

[১২] . প্রাগুক্ত।

[১৩] . প্রাগুক্ত।

[১৪] . প্রাগুক্ত।

[১৫] . প্রাগুক্ত।

[১৬] . প্রাগুক্ত।

[১৭]. মুহম্মদ ইবন আবী বকর আর-রাযী ঃ কিতাবুল আমছাল ওয়াল হিকাম, সম্পাদনা ডঃ 'আব্দুর রায়যাক হুসায়ন; ওমান, ১ম সং - ১৪০৬/১৯৮৬, পৃ-১৪৮।

[১৮] . إلي ما وشحتها من الآيات و محاسن الكنايات و رصعته فيها من الأمثالالعربية و اللطائف الأدبية و الأحاجياللغوية .... মাকামাঃ ভূমিকা ।

[১৯] . প্রাগুক্ত, ২য় মাকামা।

Dhaka University Institutional Repository

أعطيت القــــــــوس باريـــــــا : যে ধনুক বানাতে জানে আমি তাকেই বানাতে দিয়েছি।[২০]

كحاطـــــــــــــب اللـــــــــيل : (বাচাল) রাত্রে খড়ি সংগ্রহকারীর ন্যায়।[২১]

الزجـــــــــــــاج كالنــــــمام : নিশ্চয় কাঁচ বড় চোগলখোর।[২২]

সাহিত্যিকদের ন্যায় কবিদের দ্বারাও মাছাল দু'ভাবে সংরক্ষিত হয়ে আসছে।

প্রথমত ঃ কবিরা কাব্য রচনা করতে গিয়ে এমন জ্ঞানগর্ভ বাক্য বলেছেন যে, তার পূর্ণ শ্লোক অথবা শ্লোকাংশ পরবর্তীকালে মাছাল হিসেবে প্রচলিত হয়েছে। নাম জানা না জানা বহু কবির এক বা একাধিক শ্লোক মাছালে পরিণত হয়েছে এমন মাছালের সংখ্যাও অগণিত। নিম্নে এর কিছু উল্লেখ করা হলোঃ
আবূ তাইয়্যিব আল মুতানাববী বলেন,

في تعب من يحسد الشمس نورها ٭٭ و يجهد أن يأتي لها بضريب

(যে সূর্য কিরণকে হিংসা করে এবং ওর সমকক্ষ উপস্থাপনে প্রচেষ্টা ব্যয় করে সে হয়রান -পেরেশান হয়।[২৩]

فحب الجبان النفس أورده التقي ٭٭ وحب الشجاع النّفس أورده الحربا :

(ভিরু কাপুরুষের প্রেম অন্তরে ভীতি আনয়ন করে আর সাহসীর প্রেম মনে সাহসের সৃষ্টি করে।)[২৪]

إذا رأيت نيوب الليـــــــث بارزة ٭٭ فلاتظنن أن اللـــــيث يبتسم

(সিংহের দন্তরাজী বেরোলে মনে করোনা সে হাসছে)।[২৫]

وما الحسن في وجه الفتي شرفا له ٭٭ إذا لم يكن في فعله والخلائق

(চেহারার সৌন্দর্য যুবকের ভদ্রতার চিহ্ন নয় যতক্ষণ না সে সৌন্দর্য তার কাজে ও চরিত্রে প্রকাশ পায়)।[২৬]

মুতালাম্মিস[২৭] বলেন,

قليل المال تصلحه فيبـــــــــقي ٭٭ ولا يبقـــــي الكثير مع الفساد

(অল্প সম্পদ খাঁটি ও দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং ভেজাল যুক্ত সম্পদ অধিক হলেও ক্ষণস্থায়ী হয়।[২৮]

---

২০. মূল মাছালটি হলো إعط القوس باريها. ৬ষ্ঠ মাকাম।

২১. মূল মাছালটি হলো الكثار كحاطب الليل. প্রাগুক্ত।

২২. ১৮-শ মাকামা।

২৩. দীওয়ানুল মুতানাববী ঃ ১/৫৬।

২৪. প্রাগুক্ত ঃ ১/৬৫।

২৫. প্রাগুক্ত ঃ ৩/৩৬৮।

২৬. প্রাগুক্ত ঃ ২/৩২০।

২৭. মুতালাম্মিস ঃ তার নাম জরীর ইবন 'আব্দুল মসীহ। রবী'আ গোত্রে তাঁর জন্ম। তিনি তারাফার মামা ও তাঁর সমসাময়িক এবং বাদশাহ 'আমর ইবন হিন্দের সভাকবি ছিলেন। কবি তারাফার সাথে তাঁকেও মকা'বরের কাছে হত্যার জন্যে প্রেরণ করলে তিনি পত্র খোলে ফেলেন এবং সিরিয়ায় পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন। এবং এবিষয়ে কবিতা লিখেন। তিনি আমবণ হাওরানের ঘাসসানের কাছে অবস্থান করেন। যয়দানঃ১/১৫৬-৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

আবূ তাম্মাম বলেন ,[২৯]

ولو كانت الأرزاق تجري علي الحجا ¤¤ هلكن إذن من جهلهن البهائم

(যদি রিযিক জ্ঞানীদের কথায় বণ্টিত হতো তাহলে অগণিত জীবজন্তু নিঃশেষ হয়ে যেতো)।[৩০]

ليس الغبي يسيد في قومــــــــه ¤¤ لكن سيد قومه المتغابـــــــي

(বোকা জাতির নেতা হতে পারেনা কিন্তু জাতির নেতা বোকা হওয়ার ভান করে থাকে)।[৩১]

ইবনুল মু'তায্য[৩২] বলেন,

ما المرء إلا اعير السوء يضربه ¤¤ سوط الزمان ولا يجري علي السن

(মানুষ দুষ্ট উটের ন্যায়, যাকে যুগের চাবুক মেরেই যাচ্ছে ফলে সে বেশী দিন চলতে পারছে না)।[৩৩]

ইবনুর রুমী[৩৪] বলেন,

إن الكواكب في علو محلها ¤¤ لتري صغاراً وهي غير صغار

(নক্ষত্ররাজী অনেক উঁচুতে অবস্থান করে বলে ছোট্ট দেখায়। প্রকৃতপক্ষে ওগুলো ছোট্ট নয়)।[৩৫]

দা'বাল আল-খুযা'ঈ[৩৬] বলেন,

يموت ردئ الشعر من قبل أهله ¤¤ و جيده يبقي و إن مات قائله

---

[২৮]. দীওয়ানুল মুতালাম্মিসঃ সম্পাদনা হাসান কামিল সয়রাফী, মা'হাদুল মাখতুতাতুল 'আরাবীয়া, ১৩৯০/১৯৭০, পৃ-১৭৩; আল -'ইকদুল ফরীদ ঃ ৩/৭৩ ; অঘানী ঃ ২১/১৩৬-৩৭।

[২৯]. আবূ তাম্মাম ঃ এ অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পৃ ১৯৩ দ্রষ্টব্য।

[৩০]. দীওয়ানু আবী তাম্মাম ঃ ভাষ্য খতীবআত তাবরিযী, সম্পাদনা মুহম্মদ 'আবদুহু'আযাম, মিসর,১৯৬৫,৩/১৭৮।

[৩১]. প্রাগুক্ত ঃ ১/৭৮।

[৩২]. ইবনুল মু'তায্যঃ আবুল আব্বাস 'আবদুল্লাহ (২৪৭-২৯৬/৮৬১-৯০৮) আব্বাসী খলীফা আল-মু'তায্য-এর পুত্র এবং আরবের অতি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক। তিনি আবুল 'আব্বাস,আল-মুবাররদ, ছা'লাব এবং তৎকালীন খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের নিকট 'আরবী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা লাভ করেন। তিনি শুধু একদিনের জন্যে খলীফা ছিলেন। একদিন পর মুনিস নামক চাকরের হাতে ২৯৬/৯০৮ সনে নিহত হন। ইসলামী বিশ্বকোষ ঃ ৪/৩৫১ ঃ যয়দান ঃ ২/১৮৭।

[৩৩]. ছা'লাবী ঃ আততামছীল ওয়াল মুহাযারাত ঃ সম্পাদনা 'আব্দুল ফাত্তাহ, দার এহইয়াউল কুতুবুল 'আরাবীয়াঃ ১৩৮১/১৯৬১, পৃ-২৮৬।

[৩৪]. ইবনুর রুমী ঃ তাঁর নাম আবুল হাসান আলী ইবন 'আব্বাস ইবন জুরয়জা আর রুমী। তিনি নতুন ধারায় কাব্য রচনায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন।২২১/ ৮৩৬ সনে বাগদাদে জন্ম গ্রহণ করেন এবং সারা জীবন সেখানেই অতিবাহিত করেন। তিনি ২৮৩/৮৯৬ সনে ইন্তিকাল করেন। প্রায় সকল বিষয়ের উপরেই কবিতা লিখেন।বিশেষ করে বর্ণনামূলক ও ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা। তাঁর বিরাট বড় একটি দীওয়ান রয়েছে। আল-ওসীত ঃ ২৬৮-৬৯।

[৩৫]. আত্তামছীল ওয়াল মুহাযারাতঃ পৃ-৩৭৪।

[৩৬]. দা'বাল আল-খুযা'ঈঃ নাম আবু জা'ফর হাসান ইবন'আলী আল-খুযা'ঈ। তিনি জন্ম স্থান কুফা ছেড়ে চলে যান এবং সমনজান ও তাখারিস্তানের শাসনকর্তা নিয়োগ হন। জীবনের অধিকাংশ সময় তাঁর বাগদাদেই কাটে। তিনি ২০০/৮১৬ সনে মিসরের শাসনকর্তা হন এবং ২২০/৮৩৫ সনে ইন্তিকাল করেন। ব্রুকলম্যান ঃ ৩৯-৪০।

Dhaka University Institutional Repository

(অর্থহীন কবিতা কবির পূর্বেই সমাধিস্থ হয়, কিন্তু উত্তম কবিতা কবির মৃত্যুর পরেও যুগযুগ ধরে অবশিষ্ট থাকে)।[৩৭]

বুহতুরী[৩৮] বলেন,

تموت مع المرء حاجاته ⁘ وتبقي له حاجة ما بقي

(মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথে তার প্রয়োজনাদিও শেষ হয়ে যায় কিন্তু তার কীর্তি মানুষের প্রয়োজনে দীর্ঘ দিন বিদ্যমান থাকে)।[৩৯]

কা'ব ইবন যুহায়র[৪০] বলেন,

و من دعا الناس إلي ذمه ⁘ ذموه بالحق و بالباطل

(মানুষের নিন্দনীয় কাজগুলো যখন তার নিন্দা করতে লোকজনকে ডাকে তখন তারা সত্য মিথ্যা একত্র করে তার বদনাম করে)।[৪১]

নাবিঘা-আল- জা'দী[৪২] বলেন,

و لا خير في حلم إذا لم يكن له ⁘ بوادره تحمي صفوة أن يكدر

(ঐ বুদ্ধিমত্তায় কোন মঙ্গল নেই যে বুদ্ধিমানকে দ্রুত কলুষিত হওয়া থেকে পবিত্র করতে পারেনা)।[৪৩]

হাসসান ইবন ছাবিত[৪৪] বলেন,

رب حلم اضاعه عدم الما ⁘ ل و جهل غطي عليه النعيم

(অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিকে অভাব অনটন ধ্বংস করে দিয়েছে আর অনেক মুর্খ ব্যক্তিকে নেয়ামতের আবরণ ঢেকে ফেলেছে)।[৪৫]

---

৩৭. দীওয়ানু দা'বাল : পৃ-১২৪ : আল-আমছাল ওয়াল হিকাম : ৪১।

৩৮. বুহতুরী : অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পৃ - ১৯৫ দ্রষ্টব্য।

৩৯. আল-আমছাল ওয়াল-হিকাম; ৪২।

৪০. কা'ব ইবন যুহায়র : মু'আল্লাকার অন্যতম শ্রেষ্ট কবি যুহয়র ইবন আবী সুলমার সুযোগ্য পুত্র কা'ব। তাঁর পুরো পরিবার ছিল কবি পরিবার। তাঁর ভাই বুজয়র এবং দু'বোনও কবি ছিলেন। শৈশবে কাব্য চর্চায় মনযোগী হলে পিতা বদনামের ভয়ে নিষেধ করেন। কিন্তু পরে তাঁর মধ্যে প্রতিভা দেখে কাব্য চর্চার অনুমতি দেন। রসূলুল্লাহ (সঃ)- এর বদনাম করলে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে হত্যার আদেশ দেন। তখন তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ) -এর প্রশংসায় "কসীদাতু বানা সু'আদ" রচনা করেন এবং মুসলমান হন। রসূলুল্লাহ (সঃ)- খুশী হয়ে তাঁকে গায়ের চাদর খুলে দেন। তিনি ২৪/৬৪৪ সনে ইন্তিকাল করেন। যয়্যাত, উর্দূ অনুবাদঃ পৃ-২৫৪-৫৫।

৪১. আল হাসারীঃ যহরুল আদাব ওয়া ছামারুল আলবাব, সম্পাদনা আলী আল-বাজাভী, কায়রো, ১৯৫৩, পৃ-১/৪৯৫।

৪২. নাবিঘা আল-জা'দী : আবু লায়লা হাসসান ইবন কয়স জা'দা গোত্রের বিশিষ্ট মুখাযরাম কবি। তিনি আরবের দীর্ঘজীবি কবি। তিনি এক'শ আশি বছর বেঁচে ছিলেন। তিনি নাবিঘা যুবয়ানীর বড় ছিলেন। জাহিলী যুগেই তিনি মদ্য পান, মূর্তি পূজা ও জুয়া খেলা পরিত্যাগ করেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে রসূলুল্লাহ (সঃ) -এর প্রশংসায় কসীদা রচনা করেন। হযরত আলীর (রাঃ) সাথে সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে অংশ গ্রহন করেন। তিনি ইস্‌পাহানে গমণকালে মৃত্যুবরণ করেন। যয়দান : ১/১৫৩ : আল-ওসীত : ১৬৩-৬৪।

৪৩. দীওয়ানু নাবিঘা আল জা'দী : ৭৩ : আল আমছাল ওয়াল হিকাম : ৫৩।

৪৪. হাস্‌সান ইবন ছাবিত : আবুল ওলীদ হাস্‌সান ইবন ছাবিত খাযরাজ গোত্রের বনূ নাজ্জার শাখায় হিজরতের প্রায় ষাট বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কবিতা দিয়ে নিজ গোত্র ও ইসলামের সাহায্য করেন। তিনি খাযরাজের কবি, রসূলের কবি,এবং য়মনের কবি নামে ভূষিত ছিলেন। আরবদের মতে তিনি মক্কা মদীনা ও তাইফের শ্রেষ্ট কবি। তিনি খলীফা আমীর মু'আভিয়ার শাসনামলে ৫৪/৬৭৩ সনে এক'শ বিশ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। আল-ওসীত, পৃ-১০৪; যয়দান, পৃ-১/১৪৯।

৪৫. দীওয়ানু হাস্‌সান : সম্পাদনা, ডঃ ওয়ালীদ আরাফাত, বৈরুত, ১৯৭৪, পৃ- ৪০।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়ত ঃ কবিগণ নিজেদের কবিতাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে আরবের বহু প্রচলিত মাছাল ব্যবহার করেছেন। এধরনের প্রসিদ্ধ কিছু মাছালের উল্লেখ করা হলোঃ

لكل أناس في بعيرهــم خـــبر ঃ প্রত্যেক ব্যক্তি স্বস্ব উটকে চিনে।[৪৬]

كل كلب في بابــه نبـــاح ঃ প্রত্যেক কুকুর গৃহস্বামীর ফটকে দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করে।[৪৭]

تجري الرياح بما لاتشتهي السفن ঃ নৌকার প্রতিকূলে বায়ু প্রবাহিত হয়।[৪৮]

كطالب الصيد في عريسة الأســد ঃ বাঘের গর্তে শিকার অনুসন্ধান কারীর ন্যায়।[৪৯]

من يزرع الشوك لايحصد العنــبا ঃ যে কাঁটা গাছের আবাদ করে ,তাথেকে সে আঙ্গুর ফল লাভ করেনা।[৫০]

لاناقتي في هــذا ولا جمـــل ঃ এবিষয়ে আমার উটনীও নেই উটও নেই।[৫১]
অর্থাৎ এবিষয়ে আমি কিছুই জানিনা।

و نفس عصام ســـودت عصامــا ঃ ʻইসামের আত্মা ʻইসামকে নেতা বানিয়েছে।[৫২]

---

[৪৬]. কবি ʻআমর ইবন শা'ছ এমাছালটি নিম্নের শ্লোকে ব্যবহার করেছেন ঃ

فاقسمت لاأشري زبيبا بغيره ٠٠ لكل أناس في بعيرهم خبر

জামহারা ঃ ২/১৮৭: ময়দানী ঃ ২/১৭৯: আল-মুস্তাক্সা ঃ ২/২৯১: আল-ʻইক্দুল ফরীদঃ ৩/৪২।

[৪৭]. মাছালটি নিম্নের শ্লোকে ব্যবহৃত হয়েছে।

كل كلب ببابه نباح ٠٠ وعلي باب غيره سلاح

ময়দানী ঃ ২/১৩৫: আত্তামছীল ওয়াল মুহাযারাত ঃ ৩৫৪।

[৪৮]. নিম্নের শ্লোকটিতে এ মাছালটি ব্যবহৃত হয়েছে।

ما كل مايتمني المرء يدركه ٠٠ تجري الرياح بما لاتشتهي السفن

A Dictionary of Modern Technical Terms. p. 57.

[৪৯]. কবি তিরিম্মাহ ইবন হাকীম এমাছালটি নিম্নের শ্লোকে ব্যবহার করেছেন।

يا طي السهول و الأجبال موعدكم ٠٠ كمبتغي الصيد في عريسة الأسد

জামহারা ঃ ২/১৫০ : ময়দানী ঃ ২/১৫৭ : আল-মুস্তাক্সা ঃ ২/২৩২: আল-ইক্দুল ফরীদ ৩/৬১।

[৫০]. মূলতঃ এটি إنك لاتجني من الشوك العنب এর ভাবার্থ / এমাছালটি কবি সালিহ ইবন ʻআব্দুল কুদ্দুস নিম্নের শ্লোকে ব্যবহার করেছেন.

إذا ظلمت امرءا فاحذر عداوته ٠٠ من يزرع الشوك لايحصد به العنبا

জামহারা ঃ ১/১০৫ ঃ ময়দানী ঃ১/৫২ : আল- মুস্তাক্সা ঃ ১/৪১৬ ঃ আল-আমছাল ওয়াল হিকাম ঃ ৫২।

[৫১]. কবি রাঈ-এমাছালটি নিম্নের শ্লোকে উল্লেখ করেছেন.

و ما هجرتك حتي قلب معلنة ٠٠ لا ناقتي في هذا ولا جمل

মুফাদ্দল আদ্দব্বী ঃ ৫৬ : জামহারা ঃ ২/৩৯১: ময়দানী ঃ ২/২২০: আল-মুস্তাক্সা ঃ ২/২৬৭।

[৫২]. কবি নাবিঘা মাছালটি নিম্নের শ্লোকে ব্যবহার করেন.

نفس عصام سودت عصاما ٠٠ و علمته الكر و الأقداما
و صيرته ملكا هماما

ময়দানী ঃ ১/৩৭. ২/৩৩১ : আল-মুস্তাক্সা ঃ ২/৩৬৯ : আল-আমছাল ওয়াল হিকামঃ ১৪৫-৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

مواعيـــــــد عرقـــــــــوب : উরকূবের প্রতিশ্রুতি।[৫৩]

إذا شئت أن تزداد حبا فزر غبا : তুমি ভালবাসা বৃদ্ধি করতে চাইলে মাঝে মাঝে দেখা কর।[৫৪]

ولا جديد لمن لايلبس الخـــــلقا: যে পুরাতন কাপড় পরিধান করবেনা তার জন্যে নতুন জামা নেই।[৫৫]

খ মাছাল সংকলন

মাছাল কবে থেকে সংকলিত হয়ে আসছে এবং সর্ব প্রথম কে সংকলন করেন এবিষয়ে গবেষকদের মাঝে বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়।

(ক) ডঃ 'আব্দুল মজীদ কাতামিশের মতে সুহার ইবন 'আয়্যাশ আল-'আবদ-ই মাছালের প্রথম সংকলক। এবং তিনি তা প্রমানও করেছেন।[৫৬]

(খ) বুতরূস আল-বুসতানীর মতে 'উবায়দ ইবন শরীয়া মাছালের প্রথম সংকলক। এসম্পর্কে তিনি বলেন, *মুসলমানগণ সর্বপ্রথম সংকলনের কাজ শুরু করেন মাছাল দিয়ে। আমীর মু'আভিয়া*[৫৭] *(রাঃ) -এর শাসনামলে 'উবায়দ ইবন শরীয়া আল জুরহুমী সর্বপ্রথম কিতাবুল আমছাল সংকলন করেন।*[৫৮]

---

৫৩. আরবের এ প্রখ্যাত মাছালটি কবি কা'ব ইবন যুহায়র স্বীয় বানাত সু'আদ কবিতার নিম্নের শ্লোকটিতে ব্যবহার করেছেন।

كانت مواعيد عرقوب لها مثلا ₒₒ وما مواعيدها إلا الأباطيل

ডঃ মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান ঃ সাহাবী কবি কা'ব ও তাঁর অমর কাব্য, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৪০৪/১৯৮৪, বয়ত নং - ১২।

কবি আল - আশজা'ঈও নিম্নের শ্লোকে মাছালটি ব্যবহার করেছেন।

وعدت و كان الخلف منك سجية ₒₒ مواعيد عرقوب أخاه بيثرب

ময়দানী ঃ ২/৩১১।

৫৪. আলোচ্য মাছালটি আবূ হুরায়রা (রাঃ) কে উদ্দেশ্য করে রসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেছেন। প্রকৃত হাদীছটি হলো . زر غبا تزدد حبا

কবি নিম্নের শ্লোকটিতে এমাছালটি ব্যবহার করেছেন।

إذا شئت أن تقلي فزرمتواترا ₒₒ و إن شئت أن تزداد حبا فزر غبا

আল আমছাল ওয়াল হিকাম ঃ ১২৫।

৫৫. এটি হযরত আয়েশা (রাঃ) -এর বাণী. তিনি বলেছেন. لا جديد لمن لا خلق له

কোন কবি নিম্নের শ্লোকে এমাছালটি ব্যবহার করেছেন.

البس جديدك أني لابس خلقي ₒₒ ولا جديد لمن لا الخلقا

আল-মুস্তাকসা ঃ ২/২৬১।

৫৬. কাতামিশ ঃ পৃ-৪১।

৫৭. আমীর মু'আভিয়া (রাঃ):আবূ সুফয়ানের পুত্র আমীর মু'আভিয়া। আবূ সুফয়ান অত্যন্ত সম্মানী রাজনীতিবিদ, সেনাধ্যক্ষ এবং সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পিতার সবগুলোগুণ তাঁর মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। (ইবন কাছীর ঃ আল বিদায়া ওয়ান নিহায়, বৈরুত, ১৯৬৬, ৮/২০) উছমান (রাঃ) এর খিলাফতকালে তিনি সিরিয়ার গভর্ণর ছিলেন। (আল-বালাযুরীঃ ফতুহুল বুলদান, লাইডেন, ১৮৬৬, পৃ-১৫৩) ৪০/৬৬০ সনে তিনি খলীফা হন। ঐ একই সনে তিনি আলী (রাঃ) এর বিরুদ্ধে সিফফিনের যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ৫৬/৬৭৫ সনে য়াযীদের বায়'আত গ্রহণ করান। ৬০/৬৭৯ সনে তিনি ইনতিকাল করেন। ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৪১৬/১৯৯৫, ১৯/৪১৬।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) ইসলামী বিশ্বকোষে উল্লেখ আছে, বাগদাদে খলীফা মাহদীর যুগে সর্ব প্রথম আল- মুফাদ্দল মাছাল সংকলন করেন।[৫৯]

সে যা হোক মাছাল যে উমায়্যা যুগ থেকে সংকলিত হয়ে আসছে এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। নিম্নে আমরা মাছাল সংকলকদের সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ তাদের সংকলন গুলোর আলোচনা করব।

১. সুহার ইবন 'আয়্যাশ আল-'আবদীঃ উমায়্যা যুগের একজন প্রখ্যাত বাগ্মী বাকপটু, কুলজীবিদ এবং ঐতিহাসিক। তিনি রসূলুল্লাহ(সঃ) থেকে দু/তিনটি হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি আমীর মু'আভিয়া (রাঃ)-এর শাসনামল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। আমীর মু'আভিয়া (রাঃ)-এর সাথে তাঁর অনেক ঘটনা রয়েছে। তিনি ৪০/৬৬০ সনে ইন্‌তিকাল করেন।[৬০]

কিতাবুল আমছাল ঃ শুধু ইবন নদীম সুহারের কিতাবুল আমছালের কথা উল্লেখ করেছেন।[৬১] আবু 'উবায়দ আল- বাকরী স্বীয় 'ফসলুল মাকাল' لاناقتي في هذا ولا جمل (এবিষয়ে আমার উনীও নেই উট ও নেই) এমাছালের উৎস সম্পর্কে গল্পটি সুহার থেকে বর্ণনা করেছেন[৬২] আল-বাকরীর 'ফসলুল মাকাল' ছাড়া অন্য কোন মাছাল গ্রন্থে সুহারের . . উল্লেখ নেই।[৬৩]

২. 'উবায়দ ইবন শরীয়া আল-জুরহুমী ঃ 'উবায়দ জাহিলী আরবের একজন সুবক্তা এবং প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি। তিনি উমায়্যাযুগের রাভী, কুলজী বিদ এবং দীর্ঘায়ুপ্রাপ্ত ব্যক্তি। আমীর মু'আভিয়া তাঁকে খুব সম্মান করতেন। মু'আভিয়া (রাঃ) তাঁকে সান'আ থেকে দামিশকে নিয়ে আসেন। তিনি তাঁর থেকে আরবের প্রাচীন অধিবাসী এবং আরব দেশের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। পরবর্তীকালে তাঁকে এগুলো গ্রন্থকারে লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেন। তাঁর লিখিত ইতিহাস দু'খণ্ডে সমাপ্ত। এর একটির নাম 'কিতাবুল মুলক ওয়া আখবারিল মাযিঈন', অন্যটি 'কিতাবুল আমছাল'।

তিনি খলীফা আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ানের শাসনামল (৬৫/৬৮৫-৮৬/৭০৫) পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। তিনি ৬৭/৬৮৬ সনে ইন্‌তিকাল করেন।

কিতাবুল আমছাল ঃ 'উবায়দ ইবন শরীয়ার 'কিতাবুল আমছাল' অন্যতম গ্রন্থ। নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলীতে এর উল্লেখ রয়েছে। ইবন নদীমের আল-ফিহরিস্ত,[৬৪] য়াকুতের মু'জামুল উদাবা,[৬৫] ইবন খল্লিকানের অফয়াতুল

---

[৫৮]. *বুতরূস আল-বুসতানী ঃ মুনতাকিয়াতু উদাবাউল 'আরব, দার মারূন গবুদ, ১৯৭৯ পৃ- ২২৬।*

[৫৯]. *ইসলামী বিশ্বকোষ ঃ ১৬/২/৬২৮।*

[৬০]. *আল-ফিহরিস্ত ঃ ৯০।*

[৬১]. *প্রাগুক্ত ।*

[৬২]. *ফসলুল মাকাল ঃ সম্পাদনা ডঃ 'আব্দুল মজীদ 'আবিদীন ও ডঃ ইহসান 'আব্বাস, খরতুম, ১৯৫৮,বৈরুত ১৯৭১,পৃ-৩০৮।*

[৬৩]. *কাতামিশ ঃ ৪১।*

[৬৪]. *পৃ-৯।*

[৬৫]. *পৃ-১৩/৭৮।*

Dhaka University Institutional Repository

আ'য়ান,[৬৬] এবং ময়দানীর মাজমা'উল আমছালে,[৬৭] আবূ 'উবায়দ আল বাকরীর ফসলুল মাকাল গ্রন্থে তার বহু মাছাল সংকলন করেছেন।[৬৮] হাসান আল-বায়হাকী(মৃঃ৫৬৫/১১৬৯) উল্লেখ করেছেন যে, ছা'লাবী (মৃঃ ৪২৭/১০৩৫) 'উবায়দের বহু মাছাল ব্যাখ্যা করেছেন।[৬৯]

৩. 'ইলাকা ইবন কুরশুম আল-কিলাবী ঃ 'ইলাকা ইবন কুরশুম 'আয়্যামুল 'আরব'[৭০] এবং ইতিহাস বিশারদদের একজন। 'উবায়দ ইবন শরীয়া থেকে যারা রেওয়ায়েত করেছেন ইবন নদীম তাঁকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি য়াযীদ ইবন মু'আভিয়া (রাঃ) (৬১/৬৮০-৬৪/৬৮৩) -এর সময়েও জীবিত ছিলেন। য়াযীদ ইবন মু'আভিয়া তাঁকে সরকারী গল্পকারদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তাঁর জন্ম ও মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে কিছু জানা যায়না।[৭১]

কিতাবুল আমছাল ঃ ইবন নদীমের মতে 'কিতাবুল আমছাল' নামে তাঁর একটি মাছাল গ্রন্থ আছে। তিনি স্বচক্ষে গ্রন্থটি অবলোকন করেছেন। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা পঞ্চাশ।[৭২]

আবূ 'উবায়দ আল-বকরী অনেক উদ্ধৃতি এগ্রন্থ থেকে স্বীয় ফসলুল মাকাল গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৭৩]

৪.আবূ 'আমর ইবনুল 'আলা: আবূ 'আমর ইবনুল 'আলা বসরার আরবী ভাষা,ব্যাকরণ ও সাহিত্যের শিরোমনি এবং বিখ্যাত সাত ক্বারীর অন্যতম ব্যক্তিত্ব।[৭৪] তিনি মক্কায় ৭০/৬৮৯ সনে জন্ম গ্রহন করেন।[৭৫] বসরায় লালিত পালিত হন। প্রখ্যাত আলিম ও পন্ডিতদের একটি দল তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। প্রখ্যাত ব্যাকরণবিদ ও আরবী ছন্দ শাস্ত্রের জনক খলীল ইবন আহমদ,[৭৬] ইউনুস ইবন হাবীব সহ আরো অনেকেই তাঁর কাছে আবরী ব্যাকরণ শিক্ষা লাভ করেন। আবু 'উবায়দা ও আল-আসমা'ঈর যুগের প্রখ্যাত পন্ডিতগণ তাঁর কাছ

---

৬৬. *পৃ- ৩/২১।*

৬৭. *ভূমিকা।*

৬৮. *পৃ-৬৪, ৭৫, ৯৩, ১৭৭, ২৩৯, ও ২৫৫।*

৬৯. *ছা'লাবী ঃ গুরারুল আমছাল ওয়া দুরারুল আকওয়াল, পাণ্ডুলিপি,পৃ-৫৪; কাতামিশ, পৃ- ৪২।*

৭০. *আইয়্যামুল 'আরব ঃ তৎকালীন আরবে সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহ কোন ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা এধরনের বিষয়কে কেন্দ্র করে যে দিবসগুলো স্মরণীয় হয়ে আছে তাই আয়্যামুল আরব বা আরবের স্মরণীয় দিবস সমূহ। বিস্তারিত দেখুন, ময়দানী ঃ ২/৪৩০-৪৪৮।*

৭১. *য়াকুত ঃ ১২/১৯০।*

৭২. *আলফিহরিস্ত ঃ পৃ-৯০।*

৭৩. *ফসলুল মাকাল ঃ পৃ- ২৯, ৩৭, ৭৫, ৯৯, ৩২৮ ও ৩৩৭।*

৭৪. *ছা'আলিবি ঃ ফিকহুল লুঘা, লিবিয়া-তিউনিস, ১৪০১/১৯৮১,১৪৫।*

৭৫. *ব্রুকলম্যান ঃ ২/১২৯।*

৭৬. *খলীল ইবন আহমদ ঃ তিনি-১০০/৭১৯ সনে বসরায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, বৈয়াকরণ এবং আরবী ছন্দের জনক। তিনি আবূ 'আমরের ছাত্র এবং সিবওয়ায়হের শিক্ষক ছিলেন। আরবী কবিতার ১৬টি ছন্দের পনরটির স্রষ্টা তিনিই। তিনি খুব জ্ঞানী, সৎ ও সহিষ্ণু এবং দুনিয়া বিমুখ ছিলেন। তিনি ১৭৪/৭৯১ সনে ইন্তিকাল করেন। ফিকহুল্লুঘা ঃ পৃ-২১।*

Dhaka University Institutional Repository

থেকে সাহিত্যে জ্ঞান লাভ করেন। সিবওয়ায়হ[৭৭] তার থেকে আরবী বর্ণে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।[৭৮] হাসান বসরীর সাথে তাঁর খুবই সখ্যতা ছিল।[৭৯] তিনি সিরিয়ার শাসনকর্তা (আব্দুল ওহাব ইবন ইবরাহীম আল- ইমাম)-এর কাছে প্রতিনিধি হিসেবে গমন করেন। সেখান থেকে ফেরার পথে তিনি কুফার রাস্তায় ১৪৫/৭৭০ সনে (মতান্তরে ১৫৯/৭৭৫) ইন্তিকাল করেন।[৮০] তিনি প্রাচীন কবি বিশেষ করে জাহিলী যুগের কবিদের বহু কবিতার সংকলক। তিনি রমযান মাসে কোন কবিতা আবৃত্তি করতেন না। বর্ণিত আছে তিনি বৃদ্ধ বয়সে সকল সংকলিত কবিতা পুড়ে ফেলেন এবং কুরআনের আলোচনা নিয়ে মশগুল থাকেন।[৮১]

কিতাবুল আমছাল : আবূ 'আমরের কিতাবুল আমছালের কথা অনেকেই আলোচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে আবূ 'ইকরামা,[৮২] হামযাহ আল-ইস্‌পাহানী,[৮৩] আল-'আসকারী,[৮৪] ও ময়দানী অন্যতম।[৮৫]

আবূ 'আমর মাছাল সংকলনে নতুন এক পদ্ধতি গ্রহণ করেন। তিনি সব রকমের মাছাল সংকলন করেন, এর উৎস এবং প্রেক্ষিতও উল্লেখ করেছেন। তিনি অপ্রচলিত শব্দগুলোর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বহু কবিতার অবতারণা করেছেন। গভীর ভাবে দৃষ্টি করলে যে বিষয়টি আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় তাহলো ইতিপূর্বে উল্লেখিত মাছাল সংকলন তিনটির চাইতে এটিতে সংকলক মাছালের উৎস এবং মাছাল সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী বর্ণনায় যথেষ্ঠ শ্রম ব্যয় করেছেন।[৮৬]

৫. শরকী ইবন আল-কুতামী : তাঁর নাম ওলীদ ইবন হুসয়ন। উপনাম আবূল মুছান্না। শরকী তাঁর উপাধি। তিনি এ উপাধি তেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি ছিলেন কুফাবাসী। খতীব আল-বাগদাদী বলেন : শরকী কুলজী শাস্ত্রের পণ্ডিত, সুসাহিত্যিক এবং গল্পকার ছিলেন। আবূ জা'ফর আল- মনসূর[৮৭] তাঁকে বাগদাদে নিয়ে আসেন। খলীফ মাহদী তাঁর থেকে আদব শিক্ষা লাভ করেন।[৮৮]

---

৭৭. *সিব্‌ওয়ায়হ : সিব্‌ওয়ায়হ ১২১/৭৪০ সনে পারস্যে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম আবূ বিশ্‌র 'আমর আল-বাহিরী। সিব্‌ওয়ায়হ তাঁর উপাধী। এর অর্থ (ফার্সীতে) আপেলের সুগন্ধ। তিনি খলীল ইবন আহমদের ছাত্র ছিলেন। প্রাচীন ও আধুনিক যুগের সবচাইতে বড় বৈয়াকরণ ছিলেন তিনি।তিনি ১৬১/৭৭৯ সনে সিরাঝের কোন এক গ্রামে ইন্তিকাল করেন। প্রাগুক্ত:২২।*

৭৮. *য়াকূত : ১১/১৬০ : নুযহাতুল আলবাব : ৩০,৩১।*

৭৯. *ব্রুকলম্যান : ২/১২৯।*

৮০. *প্রাগুক্ত।*

৮১. *ফিকহুললুঘা : ৪৫।*

৮২. *ফসলুল মাকাল : ১৯.২৯ ও ৩০।*

৮৩. *আদ্‌দুররা আল-ফাখিরা : ১/৭৭. ৮৪. ২৩৪. ২৪৩. ২৬৪. ২/৫০৬।*

৮৪. *জামহারা : ১/৪৪৮. ২/৪. ২৮৬।*

৮৫. *ময়দানী : আবূ 'আমর থেকে ৫৮ স্থানে উল্লেখ করেছেন।*

৮৬. *কাতামিশ : ৪৯।*

৮৭. *আবূ জাফর মনসূর আব্বাসীয় খিলাফতের দ্বিতীয় খলীফা। তিনি ১৩১/৭৫৪ সনে আবুল আব্বাস সাফ্‌ফার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৫৮/৭৭৫ সনে তিনি ইন্তিকাল করেন। ডঃ এয়াকুব আলী : ৩৯৩।*

৮৮. *তারীখ বাগদাদ : ৯/২৭৮ ও ৭৯।*

Dhaka University Institutional Repository

ইবন নদীম বলেন, *শরকী ইতিহাসবেত্তা, কুলজীবিদ এবং কবিতার সংকলক ছিলেন।*[৮৯] তিনি ১৫৮/৭৭৪ সনে ইন্তিকাল করেন।[৯০]

কিতাবুল আমছাল ঃ শরকীর কিতাবুল আমছাল নামে একটি মাছাল গ্রন্থ আছে বলে হাজ্জী খলীফা উল্লেখ করেছেন।[৯১] ময়দানী মা'জমাউল আমছালের ভূমিকায় এ গ্রন্থটির প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। এগ্রন্থ হতে মুফাদ্দল ইবন-সালামা,[৯২] হামযা আল-ইস্পাহানী,[৯৩] আবূ হিলাল আল-'আসকারী,[৯৪] আবূ'উবায়দ বাকরী;[৯৫] এবং ময়দানী[৯৬] প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ স্ব স্ব গ্রন্থে বহু মাছাল সংকলন করেছেন। মাছালের সাথে এর উৎস, কারণ ও ঘটনাসমূহ উল্লেখ করেছেন।

এসব পণ্ডিত শরকীর গ্রন্থ হতে জাহিলী যুগের মাছাল সংক্রান্ত কিস্সা কাহিনী ছাড়া অন্য কিছু যেমন মাছালের ভাষা, দুলর্ভ শব্দ, মাছাল বর্ণনার কারণ সম্পর্কে কোন কথা গ্রহন করেননি। এজন্যেই এগ্রন্থটি পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে সুহার ইবন 'আয়্যাশ, 'উবায়দ ইবন শরীয়া এবং 'ইলাকা আল-কিলাবীর গ্রন্থ থেকে আকৃতিতে বড়।[৯৭]

---

৮৯. *আল-ফিহরিস্ত ঃ ৯০।*

৯০. *কাতামিশ ঃ ৪৭।*

৯১. *কাশফুয্যনুন ঃ ৫/৩৯২।*

৯২. *কিতাবুল ফাখির ঃ ৩০, ৪৭, ৯৭, ১১৫ ও ২০২।*

৯৩. *আদ্দুররা আল-ফাখিরা ঃ ১/১৭৫, ২/৪২১ ও ৪৩২।*

৯৪. *জামহারা ঃ ১/৪৩৩ ও ২/৩৩৭।*

৯৫. *ফসলুল মাকাল ঃ ২১৫ ও ২৮২।*

৯৬. *মাজমা'উল আমছাল ঃ ১/২৬৪, ৩৩৯, ২/৩৩৯ ও ৩৫৯।*

৯৭. *কাতামিশ ঃ ৪৭ ও ৪৮।*

Dhaka University Institutional Repository

৬. আল-মুফাদ্দল ইবন মুহম্মদ আদ্দব্বী ঃ আল-মুফাদ্দল ইবন মুহম্মদ ইবন ইয়ালী আদ্দব্বীর উপনাম আবূ 'আবদির রহমান অথবা আবুল 'আব্বাস। তিনি কুফায় জন্মগ্রহন করেন এবং সেখানেই লালিত পালিত হন। প্রাথমিক শিক্ষা সেখানেই সমাপ্ত করেন। তিনি প্রখ্যাত কারী আসিম কুফী(মৃ. ১২৭/৭৪৪ অথবা ১২৮/৭৪৫) এর কাছে কিরআত ও হাদীস শিক্ষালাভ করেন। তিনি নিজেই বলেছেন আমি উস্তাদ আসিমের কাছে এসে পড়া দিতাম। কিন্তু আমি না গেলে তিনিই আমার বাড়ী এসে পড়িয়ে যেতেন।[৯৮] তাঁর আরো উস্তাদের মধ্যে সাম্মাক - ইবন হরব কুফী (মৃ-১২৩/ ৭৪০)সুলায়মান ইবন মিহরান (মৃ-১৪৫/৭৬২) মুগীরা ইবন মুকসিম-(মৃ-১৩২/৭৪৯ ও১৩৬/৭৫৩ এর মাঝে) আবু- ইসহাক (মৃ-১২৬/৭৪৩-১২৯/৭৪৬) অন্যতম।[৯৯]

তিনি একজন রাভী ও সাহিত্যিক ছিলেন। ইতিহাস কবিতা ও আরবী ভাষাতেও তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। কুফীদের মধ্যে তিনি সবচাইতে কবিতার বিশ্বস্ত রাভী।[১০০] তিনি খলীফা মনসুরের পরিবারের বিরুদ্ধাচারণ করেন। পবিশেষে ধৃত হয়ে বন্দী হন। খলীফা তাকে শুধু ক্ষমাই করেননি পুত্র মাহদীর গৃহ শিক্ষকও নিযুক্ত করেন। তখন তিনি আরবদের কবিতা চয়ন করে তাঁর জন্যে আলমুফদলিয়াত (المفضليات।)[১০১] সংকলন করেন।[১০২] তিনি ১৭০/৭৮০ সনে ইন্‌তিকাল করেন।[১০৩]

কিতাবুল আমছাল ঃ মুফাদল ইবন মুহম্মদ আদ্দব্বীর প্রখ্যাত গ্রন্থ সমূহের একটি হলো ' কিতাবুল আমছাল' তাঁর এ গ্রন্থটির নাম 'আমছালুল 'আরব'। এটি মাছালের প্রথম গ্রন্থ।[১০৪]

ঘটনা সম্বলিত জাহিলী মাছালের প্রাচীন গ্রন্থ এটিই। এজন্যে এর মুল্য এতো অধিক। পরবর্তীকালে মাছালের যত গ্রন্থ রচিত হয়েছে অধিকাংশের নির্ভরযোগ্য উৎস এগ্রন্থ। মুফাদ্দলের এ রচনা মাছালের ক্ষেত্র সম্প্রসারন করেছে অনেকাংশে। এতে হাদীছ, প্রজ্ঞাপূর্ণ বাক্য, কবিতা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং প্রবাদ সংকলকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। আস্তে আস্তে মাছাল কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। যেমন- প্রাচীন মাছাল মুআল্লাদ মাছাল ও লোগোক্তি ইত্যাদি। যুগের পরিবর্তনে এতে বিভিন্ন পৌরানিক কল্পকাহিনী, জীব-জন্তুর ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে।[১০৫]

---

[৯৮]. *মুফাদ্দল আদ্দববী ঃ আমছালুল আরব, ডঃ ইহসান আব্বাস কর্তৃক টীকা টিপ্পনি সংযোজিত হয়ে বৈরুত থেকে ১৪০১/১৯৮১ সালে এর ১ম সংস্করণ এবং ১৪০৩/১৯৮৩ সনে ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, ভূমিকা।*

[৯৯]. *কাতামিশঃ৪৮।*

[১০০]. *প্রাগুক্ত।*

[১০১]. *আল-মুফাদ্দলিয়াতঃ এটি একটি কাব্য সংকলন। সংকলক মুফাদ্দল আদ্দববী (মৃ১৭০/৭৮৬)। তাঁর নামানুসারেই এটির নামকরণ করা হয়েছে। আব্বাসী খলিফা আল মনসুরের নির্দেশে পুত্র আল-মাহদীর শিক্ষার জন্য এটি সংকলন করা হয়েছিল। এতে ১২৮টি কসাদা স্থান পেয়েছে। এর দুটি প্রাচীন সংস্করণ আছে। প্রথমটি আম্বরী (মৃঃ৩০৪/৯১৬) কৃত এবং দ্বিতীয়টি মরযূকী (মৃঃ৪১২/১০৩০) কৃত। নূরুদ্দীন, পৃ-২৬।*

[১০২]. *কাতামিশ ঃ৪৮।*

[১০৩]. *ব্রুকলম্যান ঃ২/২০১।*

[১০৪]. *ইসলামী বিশ্বকোষঃ ১৬/খ/৬৩২।*

[১০৫]. *আমছালুল আরব ঃ ৫।*

Dhaka University Institutional Repository

কোন কোন মাছাল গ্রন্থ থেকে বুঝা যায়, মুফাদ্‌দল অনেক মাছাল সংকলন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সৎপুত্র ও ছাত্র ইবনুল 'আরাবী (মৃ-২৩১/৮৪৫) যে ৮৭ টি মাছাল রেওয়ায়েত করেছেন। বর্তমানে ডঃ ইহসান আব্বাস কর্তৃক সম্পাদিত আমছালুল 'আরব গ্রন্থে শুধু সে কটি মাছালই রয়েছে। আবু 'উবায়দ কাসিম ইবন সাল্লাম মুফাদ্‌দল হতে এমন এমন উক্তি গ্রহন করেছেন যেগুলো ইবনুল 'আরাবীর গ্রন্থে অনুপস্থিত। হামযা আল-ইস্পাহানী 'আদ্‌দুররাতুল ফাখিরা' গ্রন্থে '"أكفر من العريان" 'মাছালটি এবং আলওয়াহিদী " بق نعليك و ابذل قدميك" মাছালটি আল-ওসীত গ্রন্থে মুফাদ্‌দল হতে রেওয়ায়েত করলেও ইবনুল 'আরাবীর গ্রন্থে তা অনুপস্থিত।

আল-জাওয়াইব ছাপাখানা হতে মুদ্রিত গ্রন্থে মৌলিক গ্রন্থের নীতিমালা পুরোপুরি অনুসৃত হয়েছে। এটি একটি উত্তম গ্রন্থ। এতে ভুল ত্রুটি খুব একটা নেই। এর পাদটীকায় মাছালের ব্যখ্যাও দেয়া আছে। ডঃ ইহসান 'আব্বাস এর একটি পরিশিষ্ট লিখেছেন যাতে মাছালের প্রয়োজনীয় উপকারীতা তিনি তুলে ধরেছেন। ভূমিকায় ইহসান 'আব্বাস-মুফাদ্‌দল এবং তাঁর গ্রন্থটি সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনা করেছেন। মুল গ্রন্থে ৮৮টি মাছাল আছে। প্রতিটি মাছালের সম্ভাব্য ব্যখ্যা দিয়েছেন তিনি। গ্রন্থের শেষে তিনি একটি নির্ঘণ্টও সংযোজন করেছেন। পরিশেষে মাছালের ব্যখ্যায় উপস্থাপিত কবিতার একটি তালিকা দিয়েছেন। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৬। ডঃ আব্দুল মজীদ কাতামিশ বলেন, মাছালের অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় এটি অনেক ছোট। এতে ১৭০টি মাছাল আছে। তন্মধ্যে আটটি মাছাল আফ'আল মিন জাতীয়।[১০৬]

এতে জাহিলী আরবের কতক গোত্র, গোত্রের শায়খ,ও আয়্যামুল আরব সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে।[১০৭] তিনি তাঁর গ্রন্থটি দাব্বা ইবন-উদ্‌দ ইবন তাবিখা এবং তার দু'ছেলে সা'দ ও সু'আয়দ এর কাহিনী দিয়ে শুরু করেছেন এবং সাপ ও কুড়াল এর উপকথা দিয়ে ইতি টেনেছেন।[১০৮]

গ্রন্থটির আদ্যোপান্ত 'আয়্যামুল আরব', সে যুগের বিভিন্ন ঘটনা, এবং ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে সব মাছাল ও কবিতার অবতারণা করা হয়েছে সবগুলোর বর্ণনায় পরিপূর্ণ। উদাহরণ স্বরূপ দাহিস ও ঘাবরার যুদ্ধের কথা বলা যায়। চল্লিশ বছর স্থায়ী এযুদ্ধের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি এর নাম করনের কারণ, এসুদীর্ঘ সময়ে সংঘটিত অন্যান্য ঘটনা এসব বর্ণনা যেসব মাছাল ও কবিতায় প্রচলন হয়েছে এর সবগুলোর অত্যন্ত সুনিপুন ও নিখুত বর্ণনা দিয়েছেন।[১০৯] তিনি রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত দক্ষ এবং আরবদের প্রচীন ইতিহাস ও কবিতায় পারদর্শী ছিলেন। তবে তিনি ভাষাবিদ, বৈয়াকরণ এবং বিরল শব্দের ভাষ্যকার ছিলেন না। এজন্যেই ১৭০টি মাছালের কোথাও তিনি কোন বিরল শব্দের ব্যাখ্যা করেন নি। যতদূর মনে হয় তাঁর গ্রন্থটি সুহার ইবন 'আয়্যাশ, 'উবায়দ ইবন শরীয়া, 'ইলাকা আল-বিলাবী ও শরকী ইবনি কুতামী এ পাঁচটি গ্রন্থের রীতিতে রচিত হয়েছে।

মুফাদ্‌দলের মাছাল গ্রন্থটি একটি নির্ভরশীল গ্রন্থ। এজন্যে বিজ্ঞ পণ্ডিতরা এটাকে সাদরে গ্রহন করেছেন। মুফাদ্‌দলের পর সকল মাছাল সংকলক এ গ্রন্থ থেকে অনেক কাহিনী ইতিহাস ঘটনাবলী এবং মাছালের প্রথম প্রবর্তক সর্ম্পকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। পূর্ববর্তীদের যারা এগ্রন্থটিকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন তাঁদের মধ্যে কাসিম

---

১০৬. *কাতামিশ ঃ ৪৯।*

১০৭. *Shelheim আল-আমছালুল 'আরাবিয়্যাতুল কাদিমা, জার্মান. ১৯৫৪. পৃ. ৭৩।*

১০৮. *প্রাগুক্ত ঃ৮৪।*

১০৯. *কাতামিশ ঃ৫০ ও ৫১।*

Dhaka University Institutional Repository

ইবনসাল্লাম অন্যতম। তিনি এগ্রন্থের ৫৭টি রেওয়ায়েত সংকলন করেছেন। আর পরবর্তীকালে আবুল ফযল আল-ময়দানী মাজমা'উল আমছাল সংকলন করেছেন। তিনি এর ভূমিকায় স্পষ্ট বলেন 'আমি মুফাদ্দল ইবন সালামা ও মুফাদ্দল ইবন মুহম্মদ' যা সংকলন করেছেন তা দেখেছি।" আবু বকর মুহম্মদ ইবন খায়র আশবিলী (মৃ-৫৭৫/১১৭৯)উল্লেখ করেন,মুফাদ্দলের এ গ্রন্থটি স্পেনেও পরিচিত ছিল।[১১০] এ গ্রন্থে বিভিন্ন কবির সংক্ষিপ্ত জীবনীও আলোচনা করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে ইমরুউল কয়স, তারাফা,মুতালাম্মিস, সলীক ইবন সালাকা, নমর ইবন তাওলাব ও হুতায়্যা অন্যতম।

এটি শুধু একটি মাছাল গ্রন্থ নয়; একটি ইতিহাস , কবিতা এবং কুলজী গ্রন্থও। এতে প্রায় ১০০টি ঘটনা (যেগুলো কাহিনীকারে বর্ণিত হয়েছে) পাওয়া যায়। এসব ঘটনার মাঝে অথবা শেষে একাধিক মাছাল, শ্লোক,অথবা চরণ বর্ণিত হয়েছে।

মুফাদ্দল প্রতিটি মাছালের শেষে فصارت مثلا ، فأرسلها مثلا ، فذهبت مثلا এসব বাক্য বর্ণনা করে বুঝাতে চেয়েছেন যে, এঘটনাটিকে কেন্দ্র করে মাছালটির উৎপত্তি।[১১১]

গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ কনস্টান্টিনোপলের আল-জাওয়াইব প্রেস থেকে ১৩০০/১৮৮২ সনে এবং দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৭২/১৯০৯ সনে কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়। ডঃ ইহসান 'আব্বাসের (টীকাটিপ্পনি সহ) সম্পদনায় গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ ১৪০১/১৯৮১ সনে এবং দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪০৩/১৯৮৩ সনে প্রকাশিত হয়।[১১২]

৭. য়ূনূস ইবন হাবীব আদ্দব্বীঃ ইউনূস ইবন হাবীব আদ্দব্বী বাগদাদ ও ওয়াসিত এর মধ্যবর্তী এলাকায় দজলার উপকণ্ঠে জাব্বুল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যারিয়া ইবন বাজালা গোত্রের বিলাল ইবন হাবসীর আযাদকৃত দাস ছিলেন। তিনি আবূ 'আমর ইবনুল 'আলা ও আল-আখফাশুল আকবর[১১৩] এর ছাত্র ছিলেন। উস্তাদ আবূ 'আমরের ন্যায় তিনিও দুর্লভ শব্দ এবং মাছাল সংগ্রহে লিপ্ত থাকেন। কথিত আছে তিনি 'আলকিয়াস ফিন্নাহ্' গ্রন্থ রচনা করেন।[১১৪]

য়ূনূস ইবন হাবীব সমসাময়ীক যুগে নাহুশাস্ত্রের বসরার পন্ডিত ছিলেন। সাহিত্য এবং নাহুর যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্যে তৎকালীন সাহিত্যিক ও বৈয়াকরণগণ তাঁর কাছে গমন করতেন। সাহিত্যিক, জ্ঞানী ব্যক্তি এবং বিশুদ্ধ ভাষী আরব মরু বাসীদের সম্মিলনী স্থল ছিল তাঁর বাড়ী। আরবী ভাষায় তাঁর নিজস্ব নীতি ছিল।[১১৫]

---

১১০. প্রাগুক্ত ঃ ৫২।

১১১. প্রাগুক্ত ঃ ৫০।

১১২. প্রাগুক্ত ঃ ৪৯।

১১৩. আল-আখফাশুল আকবর ঃ নাম আবুল খাত্তাব ইবন 'আব্দুল মজীদ। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি কবিতার ব্যাখ্যা দু'লাইনের মাঝে লিখেন। তিনি আবূ যায়দ আল- আনসারী.আবূ 'উবায়দা ও আল-আসমা'ঈর শিক্ষক ছিলেন। তিনি ১৭৭/৭৯৩ সনে ইন্তিকাল করেন। ব্রুকলম্যানঃ ২/১৫১।

১১৪. প্রাগুক্ত ঃ ১৩।

১১৫. আল-ফিহরিস্ত ঃ ৪২ : য়াকূত ঃ ২০/৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ১৮২/৭৭৮ সনে (মতান্তরে তাগুবে ১৮৩/৭৭৯ অথবা ১৫২/৭৬৯ সনে) ৮৮বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।[১১৬]

কিতাবুল আমছালঃ য়ুনূস ইবন হাবীবের কিতাবুল আমছালটি কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে । এর পরেও ইবন নদীমের আলফিহরিস্ত,[১১৭] য়াকূতের মু'জামুল উদাবা,[১১৮] হাজ্বী খলীফার কাশফুয্যনুন,[১১৯] হামযা আল-ইস্পাহানীর আদ্‌দুররা আল-ফাখিরা,[১২০] এবং আবূ 'উবায়দ আল-বাকরীর ফসলুল মাকালে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। [১২১]

সংকলিত মাছাল গ্রন্থগুলোতে য়ূনূস ইবন হাবীবের গ্রন্থে উল্লেখিত মাছালের ব্যাখ্যায় অনেক উক্তি এবং মতামত পরিলক্ষিত হয়। ডঃ কাতামিশ বলেন, এগুলো য়ূনূস ইবন-হাবীবের কিতাবুল আমছাল হতেই গৃহীত।[১২২] এ গ্রন্থ থেকে যারা মাছাল সংকলণ করেছেন তাঁদের মধ্যে আবূ 'ইকরামা আদ্‌দববী'[১২৩] হামযা আল-ইস্পাহানী[১২৪] এবং ময়দানী[১২৫] অন্যতম। য়ূনূস ইবন হাবীবের কিতাবুল আমছালটি একটি পরিপূর্ণ মাছাল গ্রন্থ। বিভিন্নমুখী মাছাল সন্নিবেশিত হয়েছে এতে। তিনি এতে মাওয়ারেদুল আমছাল,[১২৬] মাযারেবুল আমছাল[১২৭] এবং মাছালের উৎস উল্লেখ করতে ভুলেননি। এমন কি মাছালে ব্যবহৃত অপ্রচলিত দুলর্ভ শব্দের ব্যাখ্যা এবং ব্যাখ্যা করতে গিয়ে করিতার উদাহরণও দিয়েছেন।

ডঃ হুসায়ন নাস্‌সার য়ুনুস ইবন হাবীব থেকে সংকলন করে স্বীয় গ্রন্থে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। কাতামিশ এতথ্যটি 'ইলামুল 'আরব' জার্নাল থেকে উল্লেখ করেছেন।[১২৮] সম্ভবতঃ সেখানে এর অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়েছে। ডঃ হুসায়ন নাস্‌সার বলেন, ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন, য়ুনুস ইবন-হাবীব মাছাল বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। আমাদের কাছে মাছালের যেসব গ্রন্থ রয়েছে সেগুলো আমি অধ্যায়ণ করেছি কিন্তু স্পষ্টভাবে এমন

---

১১৬. *কাতামিশ ঃ ৫২।*

১১৭. *প্রাগুক্ত, আল- ফিহরিস্ত ঃ ৪২।*

১১৮. *য়াকূতঃ ২০/৬৭।*

১১৯. *কাশফুয্যনুন ঃ ১/১৫০*

১২০. *আদ্‌দুররা আল-ফাখিরা ঃ ১/৩১১।*

১২১. *ফসলুল মাকাল ঃ ২৬৫।*

১২২. *কাতামিশ ঃ ৫৩।*

১২৩. *আবূ 'ইকরামা ঃ পৃ-১৮ ও ২০।*

১২৪. *আদ্‌দুররা আল-ফাখিরা ঃ ১/১৩১. ২/৫০৫ ও ৫৩৬।*

১২৫. *ময়দানী. ১/৫৫.৬৫.৭৭.১০২.১৪৪.১৬২.১৭৩.২১২.৩৩৫.৪২১.২/১৪.৩০.৩৬.১৭৬.১৮১.২৪০।*

১২৬. *যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম মাছাল ব্যবহৃত হয় তাকে মাওরাদুল মাছাল বলে। কাতামিশ ঃ ১৪।*

১২৭. *প্রথম অবস্থার সাথে সম্পর্কিত নতুন যে অবস্থায় মাছাল ব্যবহার করা যায় তাকে মাযরাবুল মাছাল বলে প্রাগুক্ত-পৃ-১২।*

১২৮. *সংখ্যা-৭৫ মার্চ-১৯৬৮, পৃ-৫১-৫৬।*

Dhaka University Institutional Repository

কোন প্রমান পাইনি যা য়ুনুসের কিতাবুল আমছাল হতে গৃহীত হয়েছে।[১২৯] আল্লামা ময়দানী মাছালের পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করেন কিন্তু তিনি কোথাও স্পষ্টভাবে বলেননি যে, তিনি য়ুনুসের কিতাবুল আমছাল অধ্যয়ণ করেছেন। সম্ভবতঃ গ্রহনীয় স্পষ্ট কথা হলো যে "য়ুনুস এমাছালটি বর্ণনা করেছেন" এউক্তিটি ফসলুল মাকাল গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। তাই একথাটি অস্বীকার করা যায়না যে, তিনি একথাটি তাঁর কিতাবুল আমছালে উল্লেখ করেছেন। এখানে সম্ভবনা থাকে যে, তাঁর একথাটি অন্য কোন গ্রন্থেও থাকতে পারে। যেহেতু আমি য়ুনুসের দিকে সম্পর্কিত অনেক মাছাল ও উক্তি মাজমা'উল আমছাল, ফসসুল মাকাল এবং ইলাহুল মান্তিক গ্রন্থে উল্লেখিত দেখেছি।এসব গ্রন্থের উপর নির্ভর করে বলা যায় যে, ময়দানী কর্তৃক য়ুনুস সংকলিত মাছালগুলো তাঁর কোন এক ছাত্রের থেকে গ্রহণ করেছেন।[১৩০]

আল্লামা ময়দানী মাজমা'উল আমছাল গ্রন্থটি সংকলনে পঞ্চাশোর্ধ মাছালের গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় য়ূনূসের কিতাবুল আমছালের কথা কোথাও উল্লেখ করেননি। কিন্তু তাই বলে গ্রন্থটির অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায়না। কেননা ময়দানী পঞ্চাশটির মধ্যে মাত্র বারোটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন; অধিকাংশ গ্রন্থের নাম তিনি উল্লেখ করেননি। তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে, য়ূনূসের কিতাবুল আমছাল অনুল্লেখিত গ্রন্থের একটি। অন্যথায় স্বাভাবিকভাবে উত্থাপিত হতে পারে যে, মাজমা'উল আমছাল গ্রন্থে য়ূনূসের দিকে সম্পর্কিত মাছালগুলো কোথা থেকে আসল। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, ময়দানী অবশ্যই য়ূনূসের কিতাবুল আমছাল থেকে এমাছালগুলো সংগ্রহ করেছেন।[১৩১] ইসলামী বিশ্বকোষে উল্লেখ রয়েছে, "মুহাম্মদ ইবন হাবীব কর্তৃক বলিয়া কথিত আফ'আলুমিন জাতীয় সাতটি মাছাল সম্বলিত একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। জীবনী সাহিত্য এবং প্রবাদ সম্পর্কিত বর্ণনায় তাঁর সম্পর্কে মনে করা হয় যে, তিনি ৩৯০টি মাছাল সম্বলিত একখানি কিতাবুল আমছাল 'আলা আফ'আলু মিন-এর গ্রন্থকার সম্পাদনা মুহম্মদ হামীদুল্লাহ ১৯৫৬ খ্রষ্টাব্দ।[১৩২]

৮. **আবূ ফায়দ মু'আররিজ ইবন 'আমর আস্‌সদূসীঃ** আবূ ফায়দ মুআররিজ 'ইবন আমর ইবন হারিছ ইবন ছওর ইবন হারমালা বিন্‌ত 'আলকামা ইবন 'আমর ইবন সদূস ইবন শায়বান ইবন যহল ইবন ছা'লাবা আসসদূসী আন-নাহবী আল-বসরী। কথিত আছে তাঁর নাম মারছাদ। মু'আররিজ তাঁর উপাধি।[১৩৩]

মু'আররিজ বসরার একজন আরবী ব্যাকরণবিদ। খলীল ইবন আহমদ, শু'বা ইবন হাজ্জাজ এবং আবূ 'আমর ইবন আলী থেকে হাদীছ রেওয়ায়েত করেন।[১৩৪] তিনি বলেন, আমি বেদুঈইন। তাই কিয়াস সম্পর্কে আমার কোন ধারণা ছিলনা। এসম্পর্কে বসরায় আবূ যায়দ আল-আনসারীর নিকট আমি আরবী ব্যাকরণ সম্পর্কে প্রথম ধারণা লাভ করি। ভাষা কবিতা এদুটো বিষয়েই তিনি নিপুনতা অর্জন করেন।[১৩৫]

---

১২৯. *প্রাগুক্ত।*

১৩০. *প্রাগুক্ত।*

১৩১. *কাতামিশঃ ৫৪।*

১৩২. *ইসলামী বিশ্বকোষ ঃ ১৬/ খ/৬৫০*

১৩৩. *ইবন খাল্লিকান ঃ ৫/৩০৭*

১৩৪. *কাতামিশ ঃ ৫৫।*

১৩৫. *য়াকূত ঃ ১৯/১৯৭।*

Dhaka University Institutional Repository

তিনি খলীফা মামুনুর রশিদের (১৯৮/৮১৩-২১৮/৮৩৩) সাথে ইরাক থেকে খুরাসানে চলে আসেন এবং মার্ভে বসবাস শুরু করেন। এর পর নিশাপুরে এসে সেখানকার উস্তাদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করেন। তার বহু কবিতা রয়েছে।[১৩৬] ব্রুকলম্যানের মতে তিনি খলীল ইবন আহমদ ও আবু যায়দ আল-আনসারীর ছাত্র ছিলেন। তিনি মরু-প্রান্তরে জন্মগ্রহন করেন। কৈশোরেই তিনি বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি ১৯৫/৭৮১০ সনে ইন্তিকাল করেন। তার বেশ কিছু গ্রন্থ রয়েছে। প্রখ্যাত কয়েকটি গ্রন্থ হলো ঃ
১.কিতাবুল আন'ওয়া ২. গরীবুল কুরআন ৩. কিতাবুল মা'আনী ৪. জামাহিরুল ফাযায়েল ইত্যাদি।[১৩৭]

কিতাবুল আমছালঃ মু'আররিজের কিতাবুল আমছালটি আকারে ছোট হলেও এতে ১০৪টি মাছাল এবং আরবদের মাঝে প্রচলিত কিছু বাগধারা স্থান পেয়েছে। মাছালের গ্রন্থাবলীর রীতি-নীতি এবইটিতে অনুপস্থিত। এতে মাছাল এবং আরবদের মাঝে প্রচলিত বাগধারার একত্রে সংমিশ্রন ঘটেছে। তিনি উভয়টির বর্ণনার সময় العرب تقول (আরবরা বলে) تقول العرب (তারা বলে) يقولون قولهم (তাদের কথা) يقال (বলা হয়) ব্যবহার করেছেন। ফলে কোনটি মাছাল আর কোনটি বাগধারা তা পার্থক্য করা যায়না।[১৩৮] মু'আররিজ কখনো কখনো মাছালের বর্ণনার পর বিরল শব্দাবলীর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এবং ব্যাখ্যায় কবিতার অবতারণা করেছেন। আবার কখনো বা অপ্রচলিত শব্দের ব্যাখ্যার পরেই এতদ সংশ্লিষ্ট মাছালেরও বর্ণনা দিয়েছেন। আবার কখনো বা মাছালের সাথে সম্পর্কহীন কবিতার অবতারণা করে সেগুলোর ব্যাখ্যা দেননি। এরকম নীতি বহির্ভূত অনেক গরমিল এ গ্রন্থটিতে রয়েছে।

মু'আররিজ মাছালের পটভূমি বর্ণনায় গুরুত্ব না দিয়ে বিরল ও অপ্রচলিত শব্দাবলীর উৎস ও ব্যাখ্যায় অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।[১৩৯] তিনি ব্যক্তি কেন্দ্রিক মাছাল সম্পর্কে সামান্য আলোচনাও করেননি। অথচ মাছালের অন্যান্য গ্রন্থাবলীতে এধরণের মাছাল সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে।

মু'আররিজ স্বীয় গ্রন্থটিতে ১৪০টি শ্লোকের অবতারণা করেছেন। কাফাতী তাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, ভাষা এবং কবিতায় তিনি পারদর্শী ছিলেন।[১৪০] গ্রন্থটিতে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও বহু মনীষী এথেকে মাছাল সংকলন করেছেন।মাছাল সংকলকদের মধ্যে যারা মু'আররিজের কিতাবুল আমছাল থেকে কিছু সংকলন করেছেন তাদের মধ্যে কাসিম ইবন সাল্লাম,[১৪১] মুফাদ্দল ইবন সালামা,[১৪২] ইবনুল আম্বরী,[১৪৩] আবূ হিলাল আল-'আসকারী.[১৪৪] এবং আবুল ফযল ময়দানী[১৪৫] অন্যতম। মাছাল সংকলক ছাড়া যারা এগ্রন্থ থেকে সংকলন করেছেন

---

[১৩৬]. *প্রাগুক্ত ।*

[১৩৭]. *ব্রুকলম্যান ঃ ২/১৩৮ ।*

[১৩৮]. *কাতামিশ ঃ ৫৫ ।*

[১৩৯]. *প্রাগুক্ত ঃ ৫৬ ।*

[১৪০]. *য়াকূত ঃ ১৯/১৯৭: কাতামিশ ঃ ৫৫-৭৭*

[১৪১]. *কিতাবুল আমছাল ঃ ২৪৫.১২০.২২৪.৩৩৩ ও ৩৫৩ ।*

[১৪২]. *কিতাবুল ফাখির ঃ ১০ ও ১২ ।*

[১৪৩]. *কিতাবুযযাহির ঃ ১৭৭ ।*

[১৪৪]. *জামহারা ঃ ১/১৭৮ ।*

Dhaka University Institutional Repository

তাঁদের মধ্যে 'আব্দুল কাদির বাগদাদী,[১৪৬] ইবন কুতাইবা[১৪৭] ইবন মনজুর,[১৪৮] ও কাজী জুরজানীর[১৪৯] নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মু'আর রিজের কিতাবুল আমছালটি ডঃ আহমদ মুহম্মদ দব্বী টীকা সহ সম্পদনা করেছেন। যা-১৯৭০ সনে রিয়াদে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে বিশেষভাবে পর্যালোচনা করে সম্পাদনা করেছেন ডঃ রমযান 'আবদুত্তাওয়াব। যা ১৩৩১/১৯৭১ সনে কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়েছে।[১৫০]

---

১৪৫. মাজমা'উল আমছাল : ১/৫৫,৪৮৫,৫৬১,২/১১৬,২১৪,৩৪৯ ও ৪২৭।

১৪৬. খাযানাতুল আদব : ১/৩৯৫.৪১৪.২/৪৯৮.৩/২৩১(বুলাক)।

১৪৭. আদবুল কাতিব, লিডেন,৭৩৫।

১৪৮. লিসানুল 'আরব . أسا . اوس، عير ।

১৪৯. কাতামিশ : ৫৮।

১৫০. কাতামিশ : ৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

৯. নযর ইবন শুমায়ল আল-মাযিনী ঃ নাম আবুল হাসান নযর ইবন শুমায়ল ইবন খারাশাহ ইবন য়াযীদ ইবন কুলছূম ইবন 'আবদা ইবন যুহায়র ইবন 'উরওয়া ইবন হালিমা ইবন হুজুর ইবন খুযা'ঈ ইবন মারিখ ইবন 'আমর ইবন তামীম।[১৫১]

নযর বসরার একজন ভাষাবিদ,আরবী ব্যাকরণবিদ ও সাহিত্যিক। খলীল ইবন আহমদের কাছে তিনি বিদ্যা শিক্ষা করেন। বিশুদ্ধ ভাষী আরব মরুবাসীদের কাছে তিনি চল্লিশ বৎসর অবস্থান করে আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।[১৫২] ভাষাবিদ আবূ তায়্যিবের বর্ননা মতে তিনি ছিলেন অপ্রচলিত শব্দ, কবিতা,হাদীছ,ফিকহ আরবী ব্যাকরণ এবং আরবদের ঘটনাপঞ্জী সম্পর্কে বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ পন্ডিত।[১৫৩]

আবু 'উবায়দা 'মাছালিবু আহলিল বসরা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, নযর ইবন শুমায়ল বসরায় অভাব অনটনের সম্মুখীন হলে খুরাসানে যাওয়ার ইচ্ছা করেন। তখন বসরায় প্রায় তিন হাজার লোক তাকে যেতে বাধা প্রদান করেন। এসময় তিনি তাদের সামনে একটি বক্তব্য দিয়ে খুরাসানে চলে যান। সেখানে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তিনি অনেক তাবিঈর কাছে বিদ্যা শিক্ষা করেন।[১৫৪] তার থেকেও অনেক হাদীস রেওয়ায়েত করা হয়।[১৫৫] তিনি নিশাপুরে অনেকবার গিয়ে অবস্থান করেন। নিশাপুরবাসী তার কাছে হাদীছ শ্রবন করে।[১৫৬]তিনি শিক্ষা শেষে নিজ এলাকা মার্ভে চলে যান। খলীফা মামুন তাকে মার্ভের বিচারক নিযুক্ত করেন। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি খুরাসানের বিচারক নিযুক্ত হন। এসময়ে তিনি খলিফার দরবারে বসতেন এবং গল্প ও কিংবদন্তী শুনাতেন। আল-হারীরী বিরচিত 'দুররাতুল গাওয়াছ ফী আওহামিল খাওয়াস' গ্রন্থে তার বহু গল্প ও কিংবদন্তির উল্লেখ রয়েছে।[১৫৭] তিনি ২০৩/৮১৮(মতান্তরে২০৪/৮১৯) সনে ইন্তিকাল করেন।[১৫৮] ইবন নদীম স্বীয় আল-ফিহরিস্ত গ্রন্থে নযরের বেশ কিছু গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। নিম্নে প্রসিদ্ধ কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলো ঃ

১. কিতাবুল আমছাল.২. কিতাবুস্সিফাত ৩. কিতাবুস-সালাহ ৪. কিতাবুল মা'আনী ৫. কিতাবুল মাছাদির,৬. কিতাবু খালকিল ফারাস ও ৭. কিতাবু গরীবিল হাদীছ।[১৫৯]

কিতাবুল আমছাল ঃ নযর ইবন শুমায়লের কিতাবুল আমছাল আর পাওয়া যায়না। যাঁরা তাঁর জীবনী আলোচনা করেছেন তাদের কেউই এ গ্রন্থটির উল্লেখ করেননি একমাত্র হামযা আল- ইস্পাহানী ব্যতীত। তিনি

---

১৫১. *ইবন খল্লিকান ঃ ৫/২৯৭।*

১৫২. *য়াকূত ঃ ১৯/২৩৮ : ইবনুল আম্বরী ঃ ১১০।*

১৫৩. *ইবন খল্লিকান ঃ ৫/৩৩।*

১৫৪. *তাবেঈদের মধ্যে হিশাম ইবন 'উরওয়া, ইসমাঈল ইবন খালিদ, হুমায়দ, আবদুল্লা ইবন আওয়ান, হিশাম ইবন হাস্সান উল্লেখযোগ্য। ইবন খল্লিকান ঃ ৫/২৯৭-৯৮।*

১৫৫. *এদের মধ্যে য়াহইয়া ইবন মঈন ও আলী ইবন মদনী অন্যতম, প্রাগুক্ত।*

১৫৬. *প্রাগুক্ত।*

১৫৭. *প্রাগুক্ত।*

১৫৮. *আল- ফিহরিস্ত ঃ ৫২।*

১৫৯. *প্রাগুক্ত।*

Dhaka University Institutional Repository

স্পষ্টভাবে বলেছেন, أضيع من دم سلاغ (আমি সাল্লাগের রক্ত নষ্ট করে দেব) । অন্য মাছালে বলা হয়েছে دم السلاغ جبار (সাল্লাগের রক্তের কোন মূল্য নেই) এদুটি মাছাল নযর ইবন শুময়ল স্বীয় কিতাবুল আমছালে বর্ণনা করেছেন।[১৬০] ইবন দুরস্তাওয়ায়হ (মৃ-৩৪৭/৯৫৮) আবূ 'উবায়দ কাসিম ইবন সাল্লামের কিতাবুল আমাছলের আলোচনায় তিনি বলেন, বসরা ও কুফাবাসী সব আলিম আসমা'ঈ,আবূ'উবায়দ,নযর ইবন শুমযল,মুফাদ্দল আদ্দব্বী, ইবনুল 'আরাবী এঁরা সবাই ইবন সাল্লামের পূর্বসূরী। তাই তিনি এঁদের রেওয়ায়েত সমূহ তাঁর গ্রন্থে বিভিন্ন অধ্যয়ে বিভক্ত করে সংকলন করেছেন। এতে তাঁর গ্রন্থটি উত্তম সংকলন হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।[১৬১] ইবন শুমযলের কিতাবুল আমছাল থেকে আলিম গণ খুব বেশী একটা উপকৃত হতে পারেননি। ডঃ কাতামিশ বলেন, হামযাহ আল-ইস্পাহানীর আদ্দুররা আল- ফাখিরা ব্যতীত মাছালের অন্য কোন গ্রন্থে ইবন শুমযলের কিতাবুল আমছাল হতে কিছু সংকলিত হয়েছে বলে আমি জানিনা। ময়দানীও তাঁর মাজমা'উল আমছালে তিন স্থানে নযরের বর্ণনা দিয়েছেন।[১৬২]

১০. আবূ 'উবায়দা মা'মার ইবনুল মুছান্না আত্তায়মীঃ ইবনুল মুছান্না বসরার একজন জ্ঞানী, বৈয়াকরণ ও ভাষাতত্ত্ববিদ। তিনি বসরায় কুরায়শ গোত্রের মাওলা তায়ম শাখার 'উবায়দুল্লাহ মা'মার এর পরিবারে[১৬৩] ১১০/৭২৮ সনে (মতান্তরে ১০৮/৭২৬,১০৯/৭২৭,১১১/৭২৯ ও ১১৪/৭৩২) জন্ম গ্রহন করেন।[১৬৪] তার পূর্ব পুরুষ পারস্যের য়াহুদী ছিলেন। তিনি বসরাতেই লালিত পালিত হন। খলীফা হারুনুর রশীদ ১৮৮/৮০৩ সনে তাঁকে বসরা হতে বাগদাদে নিয়ে আসেন। তিনি হিশাম ইবন উরওয়া হতে হাদীস ,এবং আবূ 'আমর ইবনুল 'আলা, য়ুনূস ইবন হাবীব প্রমুখদের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তিনি আরবের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রাপ্ত যাবতীয় জ্ঞানের চর্চাকে নিজস্ব অধ্যয়নের ক্ষেত্র রূপে গ্রহণ করেন। সাল্লাম সহ অনেকেই তাঁর থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেন। কবি আবূ নুওয়াস তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করেন। একদা আবূ 'উবায়দা সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তিনি ('উবায়দা) হলেন চামড়া যার মধ্যে ইলমকে ভাঁজ করা হয়েছে। তিনি পদ্য রচনায় ছন্দের প্রতি গুরুত্ব দিতেন না। তাঁর মতে নাহু সীমাবদ্ধ নয়।

আবূ 'উছমান আল-জাহিয বলেন, খারিজী ও অখারিজীদের মধ্যে সব জ্ঞানে তার চাইতে বড় জ্ঞানী আর কেউ নেই।[১৬৫] য়াকুত বলেন, আবূ 'উবায়দা ভাষা, আরবদের কুলজী এবং কাহিনী সম্পর্কে সবচাইতে বেশী জ্ঞানী। তিনিই প্রথম ব্যাক্তি যিনি গরীবুল হাদীছ (হাদীছে ব্যবহৃত বিরল শব্দাবলী) বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন।[১৬৬]তার গরীবুল হাদীছই এজাতীয় প্রাচীনতম রচনা বলে মনে করা হয়।[১৬৭] ইবন কুতায়বা বলেন, তিনি আরবের ইতিহাস ও আয়্যামুল

---

১৬০. *আদ্দুররা আল-ফাখিরাঃ ১/২৮৭।*

১৬১. *তারীখ বাগদাদ ঃ ১২/৪০৪ ; আম্বাহুর রুয়াত ঃ ৩/১৪।*

১৬২. *পৃষ্ঠা- ১/১০৭.৩৩৮ ও ৪০৭।*

১৬৩. *ইবন হাযম ঃ জামহারাতু আনসাবিল আরব, কায়রো, ১৯৪৮.পৃ-১৩০।*

১৬৪. *ইবন খল্লিকান ঃ ৫/২৩৫।*

১৬৫. *প্রাগুক্ত।*

১৬৬. *য়াকুতঃ ৬২ ।*

১৬৭. *ইসলামী বিশ্বকোষ ঃ ২/৮৭।*

Dhaka University Institutional Repository

আরব সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন। 'ইলমুল কিরাআত সম্পর্কে কিছুটা দুর্বল ছিলেন তিনি।[১৬৮] তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ইবন সাল্লাম, আবূ হাতিম আস্‌সিজিস্তানী, 'উমর ইবন শায়বা অন্যতম।[১৬৯] মতান্তরে তিনি ২০৭/৮২২,২০৮/২২৩, ২০৯/৮২৪, ২১০/৮২৫, ২১১/৮২৬, ২১৩/৮২৮ সনে নব্বইউর্ধ বয়সে ইন্তিকাল করেন।[১৭০] Clement Huart এর মতে তিনি ছোটবড় দু'শ গ্রন্থের রচয়িতা।[১৭১] তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থের নাম নিম্নে বর্ণিত হলোঃ[১৭২]

১. কিতাবুল আমছাল ২. কিতাবুত্তাজ ৩.কিতাবু খুরাসান। ৪.কিতাবুল মাওয়ালী ৫. কিতাবুয যারফান ৬. কিতাবুল হায়াত ৭. কিতাবুন নাওয়াকিহ ৮. কিতাবুল 'আকারিব ৯. কিতাবুল হামাম ১০. কিতাবুল মুনাফারাত ১১. কিতাবু খবরুল বারায ১২. কিতাবুল কারাইন ১৩. কিতাবুল বাল্লাঃ ১৪. কিতাবুল হুদুদ ১৫. কিতাবুদদীবাজ ১৬. কিতাবু মাজাযিইল কুরআন ১৭. কিতাবু মা'আনীল কুরআন ১৮.কিতাবুল বায়যা ১৯. কিতাবুল খায়ল ২০. কিতাবুল ইনসান ২১. কিতাবুর রাহল ২২. কিতাবুল হক ২৩. কিতাবুল লিজাম ২৪. কিতাবুস সায়ফ ২৫. কিতাবুল ইহতিলাম ২৬. কিতাবু খালকিল ইনসান। ২৭. কিতাবুল হক ২৮. কিতাবুল লুঘাত ২৯. কিতাবুল আযদাদ ৩০. কিতাবু লসুসিল 'আরব ৩১. কিতাবুল আ'য়ান ৩২. কিতাবুল ইবিল ৩৩. কিতাবুয যর'ই ৩৪. কিতাবুদ দালত ৩৫. কিতাবুজ সরজ ৩৬. কিতাবুল ফারাস ৩৭. কিতাবুশ শাওয়ারিদ ৩৮. কিতাবুশ শি'র ওয়াশ শু'আরা ৩৯. কিতাবুল মাছালিব ৪০. কিতাবুল ফরাক ৪১. কিতাবু মক্কা ওয়াল হরম ৪২. কিতাবু বুয়ূতাতিল 'আরব ৪৩. কিতাবুল আয়াত ৪৪. কিতাবু মা'ছারিল আরব (৪৫) কিতাবু আদই'য়াতিল আরব ৪৬. কিতাবু আসমাইল খায়ল ৪৭. কিতাবু কিস্‌সাতিল কা'বা ৪৮. কিতাবু আয়্যামিল কবীর ৪৯. কিতাবু আয়্যামিস সগীর ৫০. কিতাবুল আউস ওয়াল খাযরাজ ইত্যাদি

কিতাবুল আমছালঃ আবূ 'উবায়দার কিতাবুল আমছাল প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীর একটি। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলোতে তাঁর এ গ্রন্থের বর্ণনা পাওয়া যায়। ইবন নদীমের আল-ফিহরিস্ত,[১৭৩] য়াকূতের মু'জামুল উদাবা,[১৭৪] সুয়ূতীর বুগয়াতুল ও'য়াত,[১৭৫] হাজ্জী খলীফার কাশফুয্‌যনুন,[১৭৬] হামযা আল- ইস্‌পাহানীর আদ্‌দুররা আল ফাখিরা[১৭৭] আবূ 'উবায়দ আল-বাকরীর ফসলুল মাকাল,[১৭৮]ময়দানীর মাজমা'উল আমছাল[১৭৯]এবং ইবন খায়রের আল ফিহরিস্তে।[১৮০]

---

১৬৮. *ইবন খল্লিকান ঃ ৫/২৩৫।*

১৬৯. *ইসলামী বিশ্বকোষ ঃ ২/৮৭।*

১৭০. *ব্রুকেলম্যান ঃ ২/১৪৩।*

১৭১. *Clement Huart: A History of Arabic literature, p.141.*

১৭২. *ইবন খল্লিকান ঃ ২/২৩৮।*

১৭৩. *আল-ফিহরিস্ত ঃ ৫৩।*

১৭৪. *য়াকূত ঃ ১৯/১৬১। ১৭৫।*

১৭৫. *বুগয়াতুল ও'আত ঃ ২/২৯৫।*

১৭৬. *কাশফুয্‌যনূন ঃ ১/১৫০।*

১৭৭. *আদদুররা আল-ফাখিরা ঃ পৃ-১/১৩৭ও ২/৫০৬।*

১৭৮. *ফসলুল মাকাল ঃ ৯৭।*

১৭৯. *ময়দানী ঃ ভুমিকা।*

১৮০. *ইবন খায়র ঃ ৩৪১।*

Dhaka University Institutional Repository

আবূ 'উবায়দা ভাষা ও সাহিত্যে এত প্রসিদ্ধি লাভ করেন যে, ভাষা ও মাছালের প্রায় সব গ্রন্থেই একাধিকবার তাঁর নাম উল্লেখিত হয়েছে। এমন সব গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলোঃ কাসিম ইবন সাল্লামের কিতাবুল আমছাল, আবূ 'ইকরামার কিতাবুল আমছাল, হামযা আল- ইস্পাহানীর আদ্দুররা আল- ফাখিরা ,আবূ হিলাল আল- 'আসকারীর জামহারাতুল আমছাল ও ময়দানীর মাজমা'উল আমছাল। তাই এর মাছালের সংখ্যা সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান সম্ভব নয়। তবে উপরোল্লিখিত গ্রন্থাবলীতে সংকলিত তাঁর মাছাল সমূহের উপর ভিত্তি করে তাঁর মাছাল সংকলনের রীতি নীতি সম্পর্কে ভালভাবেই জানা যায়। অনেক মাছাল সংকলক তাঁর সংকলিত বহু মাছাল নিজেদের গ্রন্থে শামিল করেছেন। এঁদের মধ্যে আবূ 'উবায়দ অন্যতম।[১৮১] এ গ্রন্থটিতে আবূ 'উবায়দা প্রতিটি মাছাল উল্লেখ করার পূর্বে যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মাছালটি বলা হয়েছে তার এবং মাছালের পটভূমি ও উৎস উল্লেখ করেছেন।

* তিনি মাছালের মূল এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী উল্লেখ করেছেন। তিনি তৎকালীন আরবের একজন নির্ভরশীল ঐতিহাসিক ছিলেন।
* তিনি মাছালে ব্যবহৃত অপ্রচলিত শব্দগুলো খুব গুরুত্ব সহকারে ব্যাখ্যা করেছেন।
* তিনি কোন কোন মাছালকে কোন কোন গোত্রের দিকে সম্পর্কিত করেছেন।[১৮২]আবার কোন কোন মাছালকে তিনি নতুন সৃষ্ট বলে বর্ণনা করেন।[১৮৩]

(১১) আবূ যায়দঃ তাঁর নাম আবূ যায়দ সা'ঈদ ইবন আউস আল-আনসারী আল-বসরী। তিনি ১১৯/৭৩৮ সনে বসরায় জন্ম গ্রহন করেন। তিনি বসরার একজন ভাষাবিদ, পণ্ডিত,ব্যাকরণবিদ ও সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি দুর্লভ ও অপ্রচলিত শব্দ সম্পর্কে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।[১৮৪] তিনি বসরাবাসীদের মধ্যে বিশ্বস্ত পণ্ডিত ছিলেন। আল-আসমাঈ তাঁর জ্ঞানের কাছে মাথা নত করতেন। তিনি তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, আবূ যায়দ পঞ্চাশ বছর থেকে আমাদের জ্ঞানের শিক্ষক।[১৮৫] তিনি মুফাদ্দল আদ্দব্বী হতে আরবী ব্যাকরণ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি আল- আসমাঈ ও আবূ 'উবায়দা হতে এ বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি ২১৫/৮৩১ সনে খলীফা মামুনের শাসনামলে ইন্তিকাল করেন।[১৮৬] তিনি দীর্ঘায়ু প্রাপ্তদের একজন ছিলেন।[১৮৭]

কিতাবুল আমছালঃ আবূ যায়দের আমছালের উপর একটি সংকলিত গ্রন্থ রয়েছে। য়াকূত[১৮৮], আস-সুয়ূতী,[১৮৯] ময়দানী,[১৯০] ইবন মন্যূর[১৯১] ও ইবন খায়র[১৯২] প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ তাদের স্ব স্ব গ্রন্থে আবূ যায়দের কিতাবুল আমছালের

---

১৮১. *কাতামিশ ঃ ৬৩।*

১৮২. *আদ্দুররা যাল- ফাখিরা ঃ২/৪৩৩।*

১৮৩. *প্রাগুক্ত ঃ ১/১১৩।*

১৮৪. *ইবন খল্লিকান ঃ ২/১১২।*

১৮৫. *প্রগুক্ত।*

১৮৬. *ফিহ্রুল লুঘা ঃ ১৭।*

১৮৭. *ইবন খল্লিকান ঃ ২/১১২।*

১৮৮. *য়াকুতঃ ১১/২১৬।*

১৮৯. *বুগয়াতুল ওয়াত ঃ ১/৫৮৩।*

১৯০. *ময়দানী ঃ ভুমিকা ।*

Dhaka University Institutional Repository

কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু দুঃখজন ব্যাপার হলো তাঁর এ মূল্যবান গ্রন্থটি আজ বিলুপ্ত। যেহেতু ভাষা ও মাছালের অনেক গ্রন্থে এ গ্রন্থটির কথা উল্লেখ রয়েছে তাই এর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায়না।[১৯৩] তাঁর এ গ্রন্থ হতে যাঁরা সংকলন করেছেন তাঁদের শীর্ষে রয়েছেন, ইবন সাল্লাম,[১৯৪] ময়দানী[১৯৫] ও ইবন মনযূর।[১৯৬]

এ আলোচনায় ইহাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আবূ যায়দের মাছালের উপর একটি গ্রন্থ ছিল এবং মাছালের অন্যান্য গ্রন্থাবলীর ন্যায় এতেও মাছালের ভাষাতাত্ত্বিক ও ব্যাকরণগত, এর উৎস, প্রয়োগ,এবং কারণ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।[১৯৭]

১২. **আল-আসমা'ঈ ঃ** তাঁর প্রকৃত নাম আবূ সা'ঈদ 'আব্দিল্আলী ইবন আসমা' আল-বাহিলী আল-বসরী। দাদা আসমা' এর দিকে সম্পর্কিত করে তাঁকে আল-আসমা'ঈ বলা হতো। তিনি ১২৩/৭৪০সালে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। এবং বসরাতেই লালিত পালিত হন।[১৯৮]

আল-আসমা'ঈ আবূ 'আমর ইবনুল 'আলা এবং খালফুল-আহমারের ছাত্র ছিলেন। 'আব্দুর রহমান 'আব্দুল্লাহ, আবূ 'উবায়দ আল-কাসিম ইবন সাল্লাম, আবু হাতিম সিজিস্তানী,-[১৯৯]আবুল ফযল রিয়াশী প্রমুখ ব্যাক্তিবগ তাঁর থেকে রেওয়ায়েত করেন।[২০০]

তিনি সমসাময়িক যুগে অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ভাষা এবং কবিতায় তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। আসমা'ঈ নিজেই বলেছেন, আমি বারো হাজার মতান্তরে ষোল হাজার রজস ছন্দের কবিতা মুখস্থ করেছি।[২০১]

আল-আসমা'ঈ যুগের সবচাইতে স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন।[২০২] তিনি ছিলেন ভাষার পারদর্শী। ভাষা এবং রেওয়ায়েত সম্পর্কে তাঁর চাইতে অধিক বিজ্ঞ আর কেউ ছিলেন না।[২০৩]

---

১৯১. *লিসানুল আরব ঃ (غرر)।*

১৯২. *ইবন খায়র ঃ ফিহরিস্ত ঃ৩৭১।*

১৯৩. *কাতামিশ ঃ৬৫।*

১৯৪. *তিনি স্বীয় কিতাবুল আমছালে যায়দ থেকে ১০৪ স্থানে বর্ণনা করেছে।*

১৯৫. *তিনি স্বীয় মু'জামুল আমছালে ৩৯ স্থানে বর্ণনা করেছে।*

১৯৬. *তিনি স্বীয় লিসানুল আরবে তাঁর থেকে ৭স্থানে উল্লেখ করেছেন।*

১৯৭. *কাতামিশ ঃ ৬৭।*

১৯৮. *আল-ওসীত ঃ ২৮৭।*

১৯৯. *আবু হাতিম সিজিস্তানী বসরার আরবী ভাষা বিজ্ঞানী। বসরার সিজিস্তানের সাথে সম্পর্কিত করে তাকে সিজিস্তানী বলা হয়।তিনি আবূ যায়দ আনসারী . আবূ'উবায়াদা .মা'মার ইবনিল মছান্না, আল-আসমা'ঈ প্রমুখদের শাগরিদ ছিলেন। ইবন দুরায়দ ও মুবাররদ তাঁর ছাত্রদের অন্যতম। তাঁর ৩৭ টিগ্র ন্থ রয়েছে। তিনি ২৫৫/৮৬৯ সনে ইন্তিকাল করেন। য়াকুত ঃ৩/৪৪।*

২০০. *ব্রুকলম্যান ঃ ২/১৪৭।*

২০১. *তারীখ বাগদাদ ঃ ১০/৪১১।*

২০২. *আল-ওসীত ঃ ২৮৯।*

২০৩. *তারীখ বাগদাদ ঃ ৪১৪।*

Dhaka University Institutional Repository

আখফাশ বলেন, *আমি আসমা'ঈ এবং খালফুল-আহমার ব্যতীত কবিতা সম্পর্কে এতো অধিক অভিজ্ঞ আর কাকেও দেখিনি।*

কায়সান বলেন, *একদা খালফুল - আহমার আমাদেরকে বললেন, তোমার ধ্বংশ হোক। তুমি আবু উবায়দার সঙ্গ ত্যাগ করে আল- আসমা'ঈর সঙ্গ লাভ কর। কেননা এতদুভয়ের মধ্যে কাব্য সম্পর্কে আসমাঈ হলেন বেশী পারদর্শী।*

ইসহাক আল-মুসিলী বলেন, *আসমা'ঈর মত এতো ইলমি সম্পদ রেখে যেতে আর কাকেও দেখিনি। অন্য কেউ তাঁর চাইতে অধিক জ্ঞানী হবে এমন ধারণা করা যায়না।*[২০৪]

রবী' ইবন সলীম বলেন, *আসমা'ঈর বাক্যের চাইতে এতো উত্তম বাক্য আর কোন আরব রচনা করতে পারেনি।*[২০৫]

'আমর ইবন মারযুক বলেন, *আমি আসমা'ঈ ও সিবওয়ায়হকে জ্ঞান বিষয়ে তর্ক করতে দেখলাম। এতে আসমাঈ জয়ী হলেন।*[২০৬]

ইবন খল্লিকান বলেন, *আসমা'ঈ আরবের কাহিনী, বিরল শব্দ, রম্য রচনা এবং অপ্রচলিত শব্দ রচনায় পথিকৃত ছিলেন।*[২০৭]

মুবাররদ আল-আসমা'ঈ এবং তাঁর সমসাময়িক আবূ'উবায়দ ও আবু যায়দের মধ্যে তুলনা করে বলেন, আবূ যায়দ আনসারী ছিলেন ভাষাবিদ, অপ্রচলিত বিরল শব্দ সম্পর্কে অভিহিত এবং আল আসমা'ঈর চাইতে আরবী ব্যাকরণে অধিক পণ্ডিত। আর আবূ 'উবায়দ ও আবূ যায়দ আসমা'ঈর চাইতে কুলজী, বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাসম্বলিত দিবসসমূহ এবং ইতিহাস সম্পর্কে বেশী অভিজ্ঞ। আর আল-আসমা'ঈ ছিলেন ভাষার মহাপণ্ডিত।[২০৮] তিনি ২১৪/৮২৯ (মতান্তরে ২১৫/৮৩০,২১৬/৮৩১,২১৭/৮৩২) সনে ৮৮ বছর বয়সে মার্ভে ইন্তিকাল করেন।[২০৯]বিভিন্ন বিষয়ে আল-আসমা'ঈর বহু গ্রন্থ রয়েছে। নিম্নে এর কিছু উল্লিখ করা হলোঃ[২১০]

১. কিতাবুল আমছাল ২. কিতাবুল আজনাস ৩. কিতাবুল আ'নওয়া ৪. কিতাবুস সিফাত ৫. কিতাবুল আবওয়াব ৬. কিতাবুল ইবিল ৭. কিতাবুল ওহুশ ৮. কিতাবুল আলফায ৯. কিতাবুন নাওয়াদির ১০. কিতাবুল লুঘাঃ ১১. কিতাবুল আয্দাদ ১২. কিতাবুল খায়ল ১৩. কিতাবুশ শাই ১৪. কিতাবুস সিলাহ ১৫. কিতাবুন নাবাত ১৬.

---

২০৪. *প্রাগুক্ত : ১০/৪১৫।*

২০৫. *প্রাগুক্ত : ৪১৭।*

২০৬. *প্রাগুক্ত।*

২০৭. *ইবন খল্লিকান : ৩/১৭০।*

২০৮. *কাতামিশ : ৬৭।*

২০৯. *তারীখ বাগদাদ : ১০/৪১৯, অফয়াতুল আ'য়ান : ১৭০; ব্রুকলম্যান : ২/১৪৮।*

২১০. *ব্রুকলম্যান : ২/১৪৮।*

Dhaka University Institutional Repository

কিতাবুদদারাত ১৭. কিতাবুল আরাজীয ১৮. কিতাবু মা'আনীইশ শি'র ১৯. কিতাবু অসূলুল কালাম ২০. কিতাবু মিয়াহিল আরব ২১. কিতাবুল ইশতিকাক ২২. কিতাবুল মাসাদির ২৩. কিতাবুল এখতিয়ার ২৪. কিতাবু গরীবিল হাদীছ ২৫. কিতাবুল কালব ওয়াল ইবদাল। ২৬. কিতাবুন নাখল ওয়াল কারম ২৭. কিতাবুল মাতার ২৮. কিতাবু নাওয়াদিরুল 'ইরাব ২৯. কিতাবু খালকিল ফারাস ৩০. কিতাবুল মায়সার ওয়াল কিদাহ ৩১. কিতাবু ফহুলিশ শু'আরা ইত্যাদি।

কিতাবুল আমছলঃ আল- আসমা'ঈর গ্রন্থাবলীর মধ্যে কিতাবুল আমছাল অন্যতম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এমহামূল্যবান গ্রন্থটি বিনষ্ট হয়ে গেছে। অনেক মাছাল সংগ্রাহক এবং ভাষাবিদ পণ্ডিত তাঁদের স্ব-স্ব গ্রন্থে এ গ্রন্থটির উল্লেখ করেছেন। যেমন ইবন নদীমের আল- ফিহরিস্ত[২১১] কাফাতীর আম্বাহুর রুয়াত,[২১২] সুয়ূতীর বুগয়াতুল ও'য়াত,[২১৩] ইবন খল্লিকানের অফয়াতুল আ'য়ান,[২১৪] হামযাহ আল ইস্পাহানীর আদ্দুর্‌রা আল-ফাখিরা,[২১৫] আবূ 'উবায়দ আল-বকরীর ফসলুল মাকাল,[২১৬] আবূ হিলাল আল-'আসকারীর জামহারাতুল আমছাল,[২১৭] ও ইবন খায়রের আল- ফিহরিস্তে।[২১৮]

অনুরূপভাবে য়াকূত মু'জামল উদাবা গ্রন্থে , এবং সুয়ূতী বুগয়াতুল ও'য়াত গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইব্‌রাহীম ইবন হাবীব ইবন সামুরা ইবন জুনদুব আল-ফাযারী আসমা'ঈর কিতাবুল আমছাল তাঁকে পড়ে শুনিয়েছেন।

আবূ 'আব্দুল্লাহ এসম্পর্কে বলেছেন, *যে ব্যক্তি ধারণা করবে যে, আমি ছাড়া অন্য কেউ তাঁকে গ্রন্থটি পড়ে শুনিয়েছে তাহলে সে মিথ্যা বলেছে।*[২১৯]

মাছালের ব্যাখ্যায় আসমা'ঈর উক্তি এবং তাঁর মতামত আমছাল এবং ভাষার গ্রন্থাবলীতে বিস্তর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আলিমগণ তাঁর উক্তি এবং মতামতকে সমসাময়িক জ্ঞানীদের উক্তি এবং মতামতের উপর প্রাধান্য দিতেন। উদাহরণ স্বরূপ আমরা কাসিম ইবন সাল্লামের কথা উল্লেখ করতে পারি। তিনি স্বীয় কিতাবুল আমছালে আসমা'ঈর ৩১৫টি উক্তি তাঁর সমসাময়িক আবু উবায়দার ১১১টি উক্তি এবং অবূ যায়দের ১০৪টি উক্তি সংকলন করেছেন। অনুরূপভাবে তাঁর উক্তি ভাষা ও মাছালের গ্রন্থাবলীতে ব্যাপক হারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যেমন আবূ 'ইকরামা আদদব্বীর কিতাবুল আমছালের ১৮ স্থানে, হামযাহ আল- ইস্পাহানীর আদ্দুররা আল- ফাখিরা গ্রন্থের ২১ স্থানে, আবূ হিলাল আল-'আসকারীর জামহারাতুল আমছালের ৬৭ স্থানে, ময়দানীর মাজমা'উল আমছালের ৮৩ স্থানে এবং ইবন মনযূরের আল-লিসান অভিধানের ১৩ স্থানে।

---

[২১১]. *পৃষ্ঠা-৫৫।*

[২১২]. *২/২০৩।*

[২১৩]. *২/১১৩।*

[২১৪]. *২/৩৪৯।*

[২১৫]. *ভূমিকা, ও ১/২১১।*

[২১৬]. *১৬০ ও ২১৯।*

[২১৭]. *পৃ-১/১৩৬।*

[২১৮]. *পৃ-২৪০।*

[২১৯]. *মু'জামল উদাবা, ১৭/১১৭।*

Dhaka University Institutional Repository

আমযাহ আল- ইস্পাহনীর মতে আল- আসমা'ঈর কিতাবুল আমছাল ছাড়াও মাছালের উপর লিখিত দশ পৃষ্ঠার আরো একটি পুস্তিকা রয়েছে। এর মাছাল গুলো আফ'আলু-মিন জাতীয়।[২২০]হামযাহ আল- ইস্পাহনী ব্যতীত আর কেউ এ পুস্তিকাটির কথা উল্লেখ করেননি।[২২১] তাই একথাটি নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এটা মূলতঃ আল- আসমা'ঈর কিতাবুল আমছালের একটি অধ্যায় যা বিশেষ একটি খাতায় তিনি সংকলন করেছেন। প্রাচীনকালে এভাবে গ্রন্থাবলীর আংশিক খাতায় সংকলন করার নিয়ম ছিল।

আল- আসমা'ঈর কিতাবুল আমছাল আকারে অনেক বড়। কিন্তু জার্মান পণ্ডিত Shelheim আল-আসমা'ঈর কিতাবুল আমছাল আকারে আবূ 'উবায়দের কিতাবুল আমছালের এক চতুর্থাংশ বলে মন্তব্য করেছেন।[২২২] আসমা'ঈর কিতাবুল আমছালের পদ্ধতি আবূ 'উবায়দ ও আবূ যায়দের কিতাবুল আমছালের অনুরূপ।[২২৩]

১৩. **আবুল হাসান আলী ইবন হাযিম আল-লিহয়ানীঃ** বনী লিহয়নের দিকে সম্পর্কিত করে অথবা তার দাঁড়ি বড় ছিল বলে তাকে লিহয়ানী বলা হতো।[২২৪] তিনি ১৩৬/৭৫৪ সনে জন্ম গ্রহন করেন। তিনি একজন ভাষাবিদ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সবচাইতে দুর্লভ শব্দ মুখস্থকারী ছিলেন।[২২৫] এ বিষয়ে কিতাবুন্ নাওয়াদির নামে তার একটি প্রখ্যাত গ্রন্থ রয়েছে।[২২৬] তিনি কিসাঈ,[২২৭] আবূ যায়দ,আবূ 'আমর আশশায়বানী, আল আসমা'ঈ ও আবূ 'উবায়দার কাছে বিদ্যা শিক্ষা লাভ করেন। আর ইবন সাল্লাম তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ফাররা -এর সমসাময়িক হয়েও তাঁর থেকে অগ্রগামী ছিলেন। তিনি ২১৫/৮৩১ সনে ইন্তিকাল করেন।[২২৮]

কিতাবুল আমছাল ঃ তাঁর মাছালের উপর সংকলিত গ্রন্থটি আকারে ছোট। এর মাছাল গুলো আফ'আলু-মিন জাতীয়। একমাত্র হামযাহ আল- ইস্পাহানী এ গ্রন্থটির উল্লেখ করেন। তিনি এ প্রসংগে বলেন, আল - আসমা'ঈর পুস্তিকার প্রায় সমান হবে লিহয়ানীর পুস্তিকাটি। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র ১০।[২২৯]

---

২২০. *আদ্দুররা আল-ফাখিরা ঃ ভূমিকা।*

২২১. *কাতামিশঃ পৃ-৬৮।*

২২২. *যুলহায়মঃ আল-আমছালুল আরাবিয়্যাতুল কাদীমা, (১৯৫৪) আরবী অনুবাদ ডঃ রমযান আবদুত তাওয়াব, বৈরুত, ১৯৭১, পৃ-১০২।*

২২৩. *কাতামিশঃ ৬৮।*

২২৪. *কাতামিশঃ ৭০।*

২২৫. *আন্‌বাহুর রুওয়াতঃ ২/২৫৫।*

২২৬. *ফিকহুল লুঘাঃ ২৫।*

২২৭. *আল- কিসাঈঃ নাম আবুল হাসান আলী ইবন হামযাঃ আল-কিসাঈ, তিনি ১১২/৭৩৩ সনে জন্ম গ্রহন করেন। তিনি সাতজন প্রখ্যাত কারীর একজন। তিনি ব্যাকরণ, অভিধান এবং কিরাত শাস্ত্রের শিরোমণি ছিলেন। তিনি কবিতা বলতে পারতেননা। তাই বলা হয়ে থাকে আরবীবিদদের মধ্যে একমাত্র কিসাঈ ছিলেন কবিতা সম্পর্কে অজ্ঞ। তিনি খলীফা হারুনুর রশীদের পুত্র আল-আমীনের শিক্ষক ছিলেন। খলীফা তাঁকে যথেষ্ট সমাদর করতেন। তাঁর বহু মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে। তিনি ১৮৯/৮০৬ সনে রিই-তে ইন্তিকাল করেন। ফিকহুললুঘাঃ ২৫।*

২২৮. *কাতামিশঃ ৭০।*

২২৯. *প্রাগুক্ত।*

Dhaka University Institutional Repository

১৪. আবূ 'উছমান সা'দান ইবন মুবারক আদ্‌দক্বীঃ সা'দান কুফার পণ্ডিত এবং রাভীদের একজন।[২৩০] তাঁর পিতা মুবারক তাখারিস্তান বিজয়ের সময় মুসলিম কর্তৃক বন্দী হন বলে খতীব আল-বাগদাদী উল্লেখ করেছেন।[২৩১]

কিন্তু ইবনুল আম্বারী সা'দানের বন্দী হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বাগদাদের সাহিত্যিক ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলে তিনি অভিমত ব্যক্তি করেছেন।[২৩২]

সা'দান আবূ 'উবায়দা মা'মার ইবনুল মুছান্না হতে তাঁর গ্রন্থাবলীর অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। আর মুহম্মদ ইবন হাসান দীনার আল-হাশিমী তাঁর থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। তিনি ২২০/৮৩৫ সনে ইন্‌তিকাল করেন।[২৩৩] সা'দানের বেশ কিছু গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। উল্লেহযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হলো ঃ [২৩৪]

১. কিতাবুল আমছাল ২. কিতাবু খালকিল ইনসান ৩. কিতাবুল ওহুশ। (৪) কিতাবু আরযীঈন ওয়াল মিয়াহ ওয়াল জিবাল ওয়াল বিহার।

কিতাবুল আমছালঃ এটি সা'দানের অন্যতম গ্রন্থ। নিম্নবর্ণিত গ্রন্থাবলীতে এগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন- ইবন নদীমের আল-ফিহরীস্ত[২৩৫] য়াকূতের মু'জামুল উদাবা,[২৩৬] আল- কিফাতীর আম্বাহু রুরুআত,[২৩৭] সুয়ূতীর বুগয়াতুল ও'য়াত[২৩৮] এবং খতীব আল-বাগদাদীর তারীখ বাগদাদ গ্রন্থে।[২৩৯]

১৫. আবূ 'উবায়দ আল-কাসিমইবন সাল্লাম আল হারভী ঃ আবূ 'উবায়দ কাসিম ইবন সাল্লাম আল-হারভী হিরাত[২৪০] প্রদেশে ১৫৪/৭৭০ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। হিরাতের দিকে সম্বন্ধ করেই তাকে আল-হারভী বলা হয়। পিতা সাল্লাম বাইযানটাইন বংশোদ্‌ভব আয়দ গোত্রের মওলা।[২৪১]

২৩০। *আল-ফিহরিস্ত ঃ ৭১: য়াকূতঃ ১১/১৮৯।*

২৩১। *তারীখ বাগদাদ ঃ ৯/২০৩।*

২৩২। *কাতামিশ ঃ ৭১;ইবনুল আম্বরী ঃ নুযহাতুল আলবা ফী তবকাতিল উদাবা, সম্পাদনা ডঃ ইবরাহীম আস-সামিরাই, বাগদাদ, ১৩৯০/১৯৭০, ১৪৯।*

২৩৩। *কাতামিশ ঃ ৭১।*

২৩৪। *তারীখ বাগদাদ। ৯/২০৩।*

২৩৫। *আল ফিহরিস্ত ঃ ৭১।*

২৩৬। *য়াকূতঃ ২/৫৫।*

২৩৭। *কাফাতী ঃ ২/৫৫।*

২৩৮। *বুগয়াতুল- ওআতঃ /৫৮৫।*

২৩৯। *তারীখ বাগদাদঃ ৯/২০৩।*

২৪০। *হিরাতঃ ইহা খোরাসানের প্রধান এবং বড় শহর। শহরটি বসবাসের খুবই উপযোগী ছিল। বাগান এবং পর্যাপ্ত পরিমানে পানি ছিল। এতে বহু জ্ঞানী-গুনীর আবির্ভাব হয়। আবূ 'উবায়দ ঃ কিতাবুল আমছাল ঃ ৫।*

২৪১। *ইসলামী বিশ্বকোষঃ ২/৮১: ব্রুকলম্যানঃ ২/১৫৫।*

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন শিক্ষা প্রদানের জন্যে পিতা সাল্লাম তাকে মক্তবে ভর্তি করতে গিয়ে উস্তাদকে বলেন, ওর মেধা আছে।[২৪২] বড় হয়ে আবূ 'উবায়দ জ্ঞানান্বেষনে বের হন। তিনি বসরার আসমা'ঈ, আবূ 'উবায়দা,আবূ যায়দ আনসারী এবং কুফার ইবনুল 'আরাবী ও কিসাঈ প্রমুখদের কাছে হাদীছ,ফিকহ্ ভাষা এবং সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।[২৪৩]

বিদ্যার্জন শেষে আবূ 'উবায়দ বসরা ও কুফা হতে খুরাসানে প্রত্যাগমন করেন। সেখানে তিনি হারসামার[২৪৪] সন্তানদেরকে শিক্ষাদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর তিনি মার্ভে[২৪৫] গমন করেন এবং সেখানে কিছুদিন অবস্থান করে পাঠদানে ব্যাপৃত থাকেন। অতঃপর তাহির[২৪৬] ইবন হুসয়ন তাঁকে খুরাসান হতে সুররা মানরা[২৪৭]-তে নিয়ে যান। সেখানে তিনি হাদীস শিক্ষাদান ও গ্রন্থ রচনায় মশগুল হয়ে পড়েন।[২৪৮]

অতঃপর তিনি বাগদাদ চলে যান। সেখানে সগুরের শাসনকর্তা ছাবিত ইবন নসর আল-খুযাঈ (মৃত্যু-২০৮/৮২৩) তাঁকে স্বীয় সন্তানের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। ছাবিত তারসুসের শাসন কর্তা নিযুক্ত হলে তিনি আবূ 'উবায়দাকে তথাকার বিচারক নিযুক্ত করেন। তিনি এপদে আঠারো বছর (২১০/৮২৫) অধিষ্ঠিত ছিলেন।[২৪৯]

গ্রন্থরচনা কাজে ব্যাঘাত ঘটছে বিধায় তিনি তারসুসের বিচারক পদে ইস্তফা দেন এবং য়াহইয়া ইবন ম'ঈন (মৃ-২১৩/৮২৮) এর সাথে মিসরে চলে যান। সেখানকার আলিমদের কাছে জ্ঞানার্জন করেন এবং গরীবুল হাদীছ গ্রন্থ রচনা করেন। দাউদী বলেন, তিনি বিদ্যার্জনের জন্যে দামিশকে চলে যান।[২৫০] আবু 'উবায়দ গরীবুল হাদীছটি তাহির ইবন হুসয়নের কাছে নিয়ে যান। তিনি গ্রন্থটি দেখে খুশী হন। এবং এটাকে উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ বলে মন্তব্য করেন। এরপর তাঁর মাসিক ভাতা দশ হাজার দিরহাম চালু করেন।[২৫১]

---

২৪২ । *তারীখ বাগদাদ ঃ ১৪/১০৩।*

২৪৩ । *ব্রকলম্যান ঃ ২/২৫৫।*

২৪৪ । *হারসামা (মৃ-২০০/৮১৫) খলীফা হারুনুর রশীদের প্রাদেশিক (মিসর) শাসনকর্তা ছিলেন। আবু উবায়দ:পৃ-৫।*

২৪৫ । *মার্ভ: খুরাসানের প্রসিদ্ধ শহর। এখানে এতো আলিম এবং মনীষীর আবির্ভাব ঘটে যে, অন্য কোন শহরে তা ঘটেনি। য়াকূত বলেন,এর নাম মার্ভে শাহজাহান। এর নিকটবর্তী শহরের নাম হলো মাভ রুয। প্রাগুক্তঃ ৬।*

২৪৬ । *তাহির ইবন হুসয়ন ঃ তিনি একজন সুসাহিত্যিক নির্ভিক ব্যক্তি ছিলেন। খলীফা মামুনের ডান হস্ত ছিলেন। ভ্রাতা আমীনকে হত্যা করে মামুনের সাম্রাজ্যকে কন্টকমুক্ত ও শক্তিশালী করে দেন তিনি। মামুন তাকে বাগদাদের পুলিশ বিভাগের দায়ীত্ব নিয়োজিত করেন। এরপরে খুরাসানের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তার উপাধী ছিল 'দুহাত বিশিষ্ট'। তিনি ২০৭/৮২২ সনে ইন্তিকাল করেন।ইবন খল্লিকান ঃ ১৫/২৩৫: তারীখ বাগদাদ ঃ ৯/৩৫৩।*

২৪৭ । *সুররা মানরা ঃ অভিধানে এর নাম সামিররা।খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ এর নামকরণ করেন সুররা মানরা। বাগদাদ থেকে ত্রিশ ক্রোশ দূরে দজলার উপকণ্ঠে এশহরটি অবস্থিত। শহরটি প্রাচুর্য ভরপুর থাকলেও সাম্রাজ্যবাদী তুরস্কের হাতে এর পতন হয়। আবূ 'উবায়দঃ ৬।*

২৪৮ । *প্রাগুক্ত ।*

২৪৯ । *প্রাগুক্ত : ব্রুকলম্যান ঃ ২/১৫৫।*

২৫০ । *আদদাউদী, তবকাতুল মুফাসসিরীন, সম্পাদনা আলী মুহম্মদ 'উমর, কায়রো,১৯৭২,পৃ-২/১৩৪।*

২৫১ । *আব্দুল্লাহ ইবন তাহির ইবন হুসয়ন: তিনি আব্বাসী শাসনামলে একজন প্রখ্যাত প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি সিরিয়া, মিসর দিনওয়ার ও খুরাসানের শাসনকর্তা ছিলেন। খলীফা মামুন তার প্রতি অত্যন্ত নির্ভরশীল ছিলেন এবং তার প্রতি খলীফার সুদৃষ্টি ছিল। তিনি ২৩০/৮৪৪ সনে ইন্তিকাল করেন। আবূ 'উবায়দ ঃ ৭।*

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ২১৯/৮৩৪ সনে হজ্জ পালন করেন। হজ্জ শেষে ফিরে না এসে কাবার প্রতিবেশী হিসেবে থেকে যান। সেখানেই তিনি বিশুদ্ধ মতানুযায়ী ২২৪/৮৩৮ সনে ৭৩ বছর (মতান্তরে ৬৭) বৎসর বয়সে ইন্‌তিকাল করেন। জাফর ইবন আবী তালিবের বাড়ীতে তাকে দাফন করা হয়।[২৫২]

সমসাময়িক যুগে জ্ঞানের সকল শাখার তিনি ইমাম ছিলেন। ইবন হাব্বান বলেন,তিনি তৎকালীন সময়ে ধার্মিক, সাহিত্যিক,হাদীস ও ফিকহের পণ্ডিত এবং আইয়্যাম সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন।[২৫৩]

ইব্‌রাহীম আল-হরবী বলেন, আমি এমন তিনজন ব্যক্তিকে জানি যাদের মত সন্তান জন্ম দিতে নারীরা অপারগ। এদের একজন হলেন আবূ 'উবায়দ।[২৫৪]

জাহিয বলেন, তিনি ছিলেন শিক্ষক ,ফকীহ, মুহাদ্দিছ, বৈয়করণ, কুরআন এবং হাদীস সর্ম্পকে অভিজ্ঞ এক মহান ব্যাক্তিত্ব। তাঁর মত এত বিশুদ্ধ এবং উপকারী গ্রন্থ আর কেউ রচনা করেনি।[২৫৫]

ইসহাক ইবন রাহওয়ায়হ বলেন, আমরা জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর মুখাপেক্ষী ছিলাম কিন্তু তিনি আমাদের মুখাপেক্ষী ছিলেন না।[২৫৬]

হিলাল ইবন 'আমা বলেন, চার ব্যক্তি মুসলিম জাতির জন্যে আল্লাহর রহমত স্বরূপ ইমাম শাফিঈ হাদীছের ক্ষেত্রে, আহমদ ইবন হাম্বল আকীদা সম্পর্কে, য়াহইয়া ইবন 'মুঈন জাল হাদীস অপনোদনের ক্ষেত্রে এবং আবূ 'উবায়দকে হাদীছের দুর্বোদ্ধ শব্দের ব্যাখ্যায়।[২৫৭]

ইমাম শফি'ঈ বলেন, সে যুগে আবূ 'উবায়দ আরবী ভাষার সবচাইতে বড় পণ্ডিত ছিলেন।
ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল বলেন, আবূ 'উবায়দ হলেন উস্তাদ।

আহমদ ইবন য়াহইয়া ছা'লাব বলেন, আবূ 'উবায়দ বনী ইসরাইলের মাঝে জন্মগ্রহন করলে তারা আশ্চর্য হতো।[২৫৮]

---

২৫২ । *ইসলামী বিশ্বকোষ ঃ ২/৮১।*

২৫৩ । *ইবন হজার আল-আসকালানী ঃ তাহযিবুত্ তাওহীদ, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য,ভারত, ১৩৩৫,পৃ-৮/৩১৮।*

২৫৪ । *আবূ 'উবায়দ ঃ ৮ : তারীখ বাগদাদ ঃ ১২/৪১২।*

২৫৫ । *আবূ 'উবায়দ ঃ ৮।*

২৫৬ । *তারীখ বাগদাদঃ ১২/৪১১: আম্বাহুর রুয়াতঃ ৩/১৯।*

২৫৭ । *তারীখ বাগদাদঃ ১২/৪১০: আম্বহুর রুয়াতঃ ৩/১৮ঃ শাযারাতুয্‌যাহাব ঃ ২/৫৫।*

২৫৮ । *তারীখ বাগদাদ ঃ ১২/৪১০ঃ তাবাকাতুশ শাফিঈয়্যা ঃ ২/১৫৫ঃ আবূ 'উবায়দ ১৭: আম্বাহুর আয়াতঃ ৩/১৯।*

Dhaka University Institutional Repository

'আবদুল্লাহ ইবন তাহির বলেন, ইসলামে চার ব্যক্তি তাদের স্ব-স্ব যুগের শ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, শা'বী, কাসিম ইবন মা'আন এবং আবূ 'উবায়দ কাসিম ইবন সাল্লাম।[২৫৯]

জ্ঞানের সকল শাখায় আবূ 'উবায়দের বিচরণ ছিল, বিভিন্ন বিষয়ে তার অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে নিম্নে কিছু গ্রন্থের উল্লেখ করা হলো।[২৬০]

১. কিতাবুল আমছাল ২. কিতাবু গরীবিল মুসান্নাফ ৩. গরীবিল হাদীছ। ৪. ফাযাইলুল কুরআন ৫. কিতাবুল কিরাআত ৬. কিতাবুল আহওয়াল। ৭. 'আদাদু আয়্যিল কুরআন ৮. মা'আনীইল কুরআন ৯. আন্‌নাসিখ ওয়াল মান্‌সুখ ১০. কিতাবুল আহদাছ ১১. আয্‌দাদ ফিল্লুঘা ১২. কিতাবুত তাহারাত ১৩. কিতাবুল আমালী ১৪. কিতাবুল ঈযাহ ১৫. কিতাবুন্‌নসব ১৬. আদবুল কাযী। ১৭. কিতাবুল হায়য ১৮. আনসাবুল 'আরব ১৯. কিতাবুশ শি'র ওয়াশ শু'আরা
ও ২০. আল- আয়মান ওয়ান নুযূর।

কিতাবুল আমছাল ঃ কিতাবুল আমছাল আবূ 'উবায়দের একটি গুরুত্ব পূর্ণ মৌলিক গ্রন্থ। মাছালের ক্ষেত্রে এটি একটি প্রখ্যাত উল্লেখযোগ্য অতুলনীয় দিশারী। তাঁর পূর্বে অনেকেই মাছালের উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন, কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁর স্থান সবার উপরে। শুধু তাই নয় তার পরে যেসব গ্রন্থ রচিত হয়েছে সেগুলোর উপরেও। তিনি গ্রন্থটিকে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। এতে মানবিক গুণাবলীর উপর ভিত্তি করেই বিষয় সমূহ আলোচিত হয়েছে। এজন্যে আলিমগন গ্রন্থটির ভুয়সী প্রশংসা করেছেন। ইবন দরস্তাভিয়াহ যথার্থই বলেছেন, তিনি একারণেই সকল বসরা ও কুফাবাসী যেমন আসমা'ঈ, আবু যায়দ, আবূ 'উবায়দা, নযর ইবন শুময়ল, মুফাদ্‌দল আদ্‌দব্বী এবং ইবনুল 'আরাবীর উপর প্রাধান্য লাভ করেছেন। তিনি শুধু তাদের গ্রন্থাবলী হতে তাদের রেওয়ায়েত সমূহ সংকলন করে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। এগ্রন্থের ভাষ্য এবং টীকা সবগুলো তাঁর নিজস্ব। তাই তাঁর সংকলনটি সৌন্দর্য্য মণ্ডিত হয়েছে।[২৬১]

কাফাতী বলেন, আমি গ্রন্থটির নির্ভরশীলতা ও বিশ্লেষণ দেখেছি যা অন্য কোন গ্রন্থে দেখিনি।[২৬২]

তিনি এ গ্রন্থটি সংকলনে মাছালের মৌলিক চারটি গ্রন্থের সাহায্য গ্রহন করেছেন। গ্রন্থগুলো হলো, আসমা'ঈ, আবু যায়েদ, আবূ 'উবায়দ এবং মুফাদ্‌দলের কিতাবুল আমছাল। তবে তিনি এগুলোকেই যথেষ্ট মনে করেননি বরং মাছালগুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাছালের উপর গ্রন্থ রচনা করেননি, এমন অনেক ভাষাবিদ পণ্ডিতের উক্তির অবতারণা করেছেন। এঁদের মধ্যে কিসাঈ, ফররা, আবূ 'আমর ইবনুল 'আলা, শায়বানী, হিশাম ইবন কালবী, 'আলী ইবন হাসান, আল- আহমার, আবূ মুহাম্মদ 'আব্দুল্লাহ, আবূ মুহাম্মদ য়াহইয়া প্রমুখদের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি গ্রন্থটিতে হাদীছ, সাহাবা ও তাবে'ঈনদের আছার এবং অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তির উক্তি অধিকহারে সংকলন করে গ্রন্থটির মান এবং উপকারীতা অনেকাংশে বৃদ্ধি করেছেন।

---

[২৫৯] । *তারীখ বাগদাদ ঃ ১২/৪১১-১২; য়াকূতঃ ১৬/২৫৭।*

[২৬০] । *তারীখ বাগদাদঃ ১১/৪১১-১২।*

[২৬১] । *প্রাগুক্ত ঃ ১২/৪০৪; আম্বাহুর রুয়াতঃ ৩/১৪; আবূ 'উবায়দঃ ১৭।*

[২৬২] । *আম্বাহুর রুয়াত ঃ ২/১৩৪।*

Dhaka University Institutional Repository

আবূ 'উবায়দ ছিলেন ভাষাবিদ পণ্ডিত। তাই মাছালের ব্যাখ্যায় উপযুক্ত শব্দের সমাহার ঘটিয়ে যথাযথ অর্থ প্রদান করতে সফল হয়েছেন। এসব কারনেই গ্রন্থটির সৌন্দর্য এতো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাঠক তথা সর্ব সাধারণের কাছে গৃহীত ও সমাদৃত হয়েছে।[২৬৩]

তিনি গ্রন্থটিতে বেশ কিছু আমছালুন্নবী চয়ন করেছেন। সমস্ত মাছাল উনিশ ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক প্রকারকে আবার অনেকগুলো ছোট ছোট অধ্যয়ে বিভক্ত করেছেন। প্রতিটি অধ্যায়ে রয়েছে স্বকীয়তা । এতে মোট মাছাল সংখ্যা ১৩৮৬ এবং অধ্যায় ও উপ-অধ্যায় সংখ্যা মোট ২৭০টি।

আবূ 'উবায়দ গ্রন্থটিতে মাছালের মূলনীতি, উৎস, প্রয়োগ, পটভূমি, স্থান কাল-পাত্র ইত্যাদি উল্লেখ করেছেনএবং দুলর্ভ শব্দের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

হাদীছ সাহাবাদের আছার এবং প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ও কবিদের উক্তিও এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন।[২৬৪] এতে ৭৬টি হাদীছ এবং উদাহরণ হিসেবে ২২০টি কবিতার অবতারণা করেছেন।

আবূ 'উবায়দ আল কাসিম ইবন সাল্লাম প্রথম ব্যক্তি যিনি তাঁর সমসাময়িক যুগে এবং প্রাচীন যুগে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত মাছাল সমূহ বর্ণনা করেছেন। উভয় প্রকারের মোট ৬৩টি মাছাল তিনি উল্লেখ করেছেন।[২৬৫]

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের অনেকেই তাঁর এগ্রন্থের উপর গবেষণা করেছেন। কেউবা এর ভাষ্য লিখেছেন। কেউবা এটাকে সংক্ষেপ করেছেন। কেউবা একে পদ্যাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন।

আবূ মুহাম্মদ সালাম ইবন আসিম (মৃ২৭০/৮৮৩ এর পরে) -ই প্রথম ব্যক্তি যিনি আবূ 'উবায়দের কিতাবুল আমছালের ভাষ্য ও টীকা লিখেন এরপর আবূ 'আব্দুল্লাহ যুবায়র ইবন বাকার (মৃ-২৬৫/৮৬৯) লিখেন। এরপর এর ভাষ্যের উপর টীকা লিখেন 'আলী ইবন 'আব্দুল 'আযীয (মৃ-২৮৬/৮৯৯ মতান্তরে ২৮৭/৯০০) ও আবু বকর মুহম্মদ ইবন কাসিম আল-আম্বারী (মৃ-৩২৭/৯৩৮বা ৩২৮/৯৩৯)।[২৬৬]

মধ্য প্রাচ্যের আবুল ফযল মুনযেরী(মৃ-৩২৯/৯৪০) এর সাথে কিছু সংযোজন করেছেন। তারপর আবুল মুযাফফর মুহম্মদ ইবন আদম আল-হারভী আল- মাক্দেসী (মৃ-৪১৪/১০২৩) এর ভাষ্য লিখেছেন।[২৬৭]

আন্দালুসের আহমদ ইবন 'আবদ রব্বিহী (মৃ-৩২৭/৯৩৮) আবূ 'উবায়দের মাছালগুলো আল-জাওহারাতু ফীল আমছাল গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এটা তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ আল-'ইকদুল ফরীদ -এর একটি অধ্যায়।[২৬৮]

---

[২৬৩] । *আবূ 'উবায়দা ঃ ১৮ ।*

[২৬৪] । *প্রাগুক্ত ।*

[২৬৫] । *কাতামিশ ঃ ৭৪ ।*

[২৬৬] । *আবূ 'উবায়দ ঃ ১৮ ।*

[২৬৭] । *প্রাগুক্ত; য়াকূত ঃ ৬/২৬৭; কাফাতী ঃ ৩/১২৬; বুগয়াতুল ও'য়াত, ১ম সং-১/৪; কাশফুয্যনুন ঃ ১/১৫০ ।*

Dhaka University Institutional Repository

এরপর আবূ 'উবায়দ আল-বাকরী (মৃ-৪৮৭/১০৯৪) এগ্রন্থটির ভাষ্য লিখে নাম দেন''ফসলুল মাকাল ফী শরহি কিতাবিল আমছাল''। আল বাকরী বলেন আমি গ্রন্থটি খুব যত্নের সাথে অধ্যয়ন করেছি। তিনি যেসব মাছালের ব্যাখ্যা ছেড়ে গেছেন তার ব্যাখ্যা আমি করেছি। যেসব মাছাল কোন ঘটনার সাথে সম্পর্কিত সেসব ঘটনাও আমি বর্ণনা করেছি। যে সব শব্দে জটিলতা রয়েছে আমি তাও উল্লেখ করেছি। এবং অনেক দুর্লভ শব্দের ব্যাখ্যাও দিয়েছি।[২৬৯]

বাকরীর ফসলুল মাকাল গ্রন্থটি বিশ অধ্যায়ে বিভক্ত। এগুলো থেকে আবার বহু ছোট ছোট অধ্যায় রচিত হয়েছে। যেগুলো আবূ 'উবায়দের গ্রন্থের সাথে মিল করেই করা হয়েছে। তবে তিনি আবূ 'উবায়দের ত্রিশ অধ্যয়ে সংযোজন বিয়োযোজন অথবা শিরোনামের পরিবর্তন করেছেন।[২৭০]

ফসলুল মাকাল গ্রন্থটি 'আব্দুল মজীদ 'আবেদীন ও ইহসান 'আব্বাসের সম্পাদনায় ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে খার্তুমে এবং ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে বৈরুতে পূণঃ প্রকাশিত হয়।

বাকরীর পর আবূ বকর মুহম্মদ ইবন আগলাব আল-ফারসী (মৃ-৫১১/১১১৭)- এর ভাষ্য লিখেন। এর পর আবূ রবী' সুলায়মান ইবন মূসা কুলাঈ (মৃ-৬৩৪/১২৩৬) তাঁর গ্রন্থ থেকে সংকলন করে 'নুকতাতুল আমছাল ওয়া নাফাছাতুস সিহরিল হালাল' নামে আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন। আবুল হিকাম মালিক ইবন মরহাল আল-মালাকী (মৃ-৫৯৯/১১৯৯) মাছালগুলো বর্ণানুক্রমিক বিন্যস্ত করেন।[২৭১]

ইবন সাল্লামের গ্রন্থটির অনেক পাণ্ডুলিপি পৃথিবীর বড় বড় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। তন্মধ্যে ইস্কুরিয়াল কপি ং- ৫২৬ এবং ফাতিহ কপি নং- ৪০১৪ অন্যতম।[২৭২]

---

২৬৮ । *কাতামিশ : ৭৬।*

২৬৯ । *প্রাগুক্ত ।*

২৭০ । *প্রাগুক্ত : ৭৬,৭৭।*

২৭১ । *প্রাগুক্তঃ ৭৭।*

২৭২ । *যায়দান : ১/১১৭।*

Dhaka University Institutional Repository

১৬. ইবনুল 'আরাবী ঃ নাম আবূ 'আবদিল্লাহ মুহম্মদ ইবন যিয়াদ আল-কুফী। তিনি ১৫২/৭৭ সনে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন।[২৭৩] তিনি বনী হাশিমের আযাদকৃত দাস। সমসাময়িক যুগের এত বিজ্ঞপণ্ডিত ছিলেন যে ইলমের বিষয়ে তাঁর দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করা হতো। তিনি বিভিন্ন গোত্রের কবিতার একজন বিশ্বস্ত ও বিজ্ঞ রাভী।[২৭৪] তিনি মুফাদ্দল আদ্দব্বী সহ আরো অনেকের কাছে সাহিত্যে দীক্ষা নেন। ইবনুস সিক্কীত ও আবুল 'আব্বাস (মৃ-২৯১/৯০৪) তাঁর অন্যতম সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন। তিনি আরবী দুর্লভ ও অপ্রচলিত বাক্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের শিরোমণি ছিলেন।[২৭৫] তাঁর দরবারে শতাধিক শিক্ষার্থীর ভীড় থাকতো। গ্রন্থের সাহায্য ছাড়াই যে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতেন। আমি তাঁর কাছে এক দশক অধিককাল অতিবাহিত করেছি কিন্তু তার হাতে কোন গ্রন্থ দেখিনি। কাব্যে তাঁর চাইতে অভিজ্ঞ সমসাময়িক যুগে আর কেউ ছিল না।"

পিতার মৃত্যুর পর ইবনুল 'আরাবীর মা মুফাদ্দল আদ্দব্বীকে বিয়ে করেন। সেদিক থেকে তিনি মুফাদ্দলের পোষ্য ছিলেন। তাঁর থেকে তিনি কিতাবুল আমছাল বর্ণনা করেন এবং বহু কাব্য সংকলন শ্রবন করেন।[২৭৬] তিনি কুফার প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণদের একজন। তিনি ভাষা,কুলজী এবং আয়্যামুল 'আরব সবচাইতে কণ্ঠস্থকারী ব্যক্তি ।[২৭৭]

তিনি খলিফা ওয়াছিক ইবন মু'তাসিম বিল্লাহর শাসনামলে (২২৭/৮৪২-২৩২/৮৪৭) সুররা মানরাতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থের কয়েকটি হলোঃ
১. কিতাবুন নাবাত ২. কিতাবু সিফাতিল খায়ল ওয়ান্ নাখ্ল ওয়ায যার'ঈ ৩. কিতাবুল আনওয়া ৪. কিতাবুন নাওয়াদির' ৫. কিতাবু আসমাইল বি'র ওয়া সিফাতিহা ৬. কিতাবু আসমাউল খায়ল ওয়া আনসাবুহা ও ৭.কিতাবুল আমছাল।[২৭৮]

কিতাবুল আমছাল ঃ ইবনুল 'আরাবীর মাছাল সংকলনটির নাম 'তাফসীরুল আমছাল'। ইবনু নদীম,[২৭৯] যাকৃত,[২৮০] কাফাতী ,[২৮১] ইবন খল্লিকান,[২৮২] সুয়ূতী,[২৮৩] হাজ্জী খলীফা [২৮৪] প্রমুখ বিদ্যানগণ তাঁর গ্রন্থটির উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটির বহু মাছাল ও বাক্য মাছাল সংকলন গুলোতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। উদাহরণ স্বরূপ হামযাহ আল- ইস্পাহানী ও আবূ হিলাল আল-'আসকারীর নাম উল্লেখ করা যায়। হামযাহ স্বীয় 'আদদুররা আল-

---

২৭৩. *মতান্তরে তিনি ১৫০/৭৬৭ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রুকলম্যান , ২/২০৩।*

২৭৪. *য়াকূত ঃ ১৮/১৮৯: কাফাতী ঃ ৩/১২৯ : ইবন খল্লিকান ঃ ৩/৪৩৩।*

২৭৫. *ইবন খল্লিকান ঃ ৩/৪৩৩।*

২৭৬. *প্রাগুক্ত : য়াকূত ঃ ১৮/১৮৯।*

২৭৭. *ব্রুকলম্যান ঃ ২/২০৩।*

২৭৮. *যয়দানঃ ২/১৪৬।*

২৭৯. *আল-ফিহরিস্তঃ ৬৯।*

২৮০. *মু'জামুল উদাবাঃ ১৮/১৯৮।*

২৮১. *ইম্বাহুর রুয়াতঃ ৩/১৩০।*

২৮২. *ইবন খল্লিকানঃ ৩/৪৩৪।*

২৮৩. *বুগয়াতুল ওঁয়াতঃ ১/১০৬।*

২৮৪. *কাশ্ফুযযুনুনঃ ১/১৫০।*

Dhaka University Institutional Repository

ফাখিরা'গ্রন্থে তাঁর থেকে أعطش من ثعلة(ছু'লাঃ হতেও পিপাসার্ত) এমাছালটিতে মতানৈক্য করেছেন। তাঁর মতে ছু'লাঃ মজাশি গোত্রের লোক।[২৮৫]

আর আল-'আসকারী أخذه أخذ السبع (সাত সংখ্যার ন্যায় সে তাকে পাকড়াও করেছে) মাছালটি উল্লেখ করেছেন।[২৮৬] ইবনুল 'আরাবী গ্রন্থটির উভয় পার্শ্বে বহু আফ'আল মিন জাতীয় মাছাল উল্লেখ করেছেন। তিনি মাছালের ভাষ্য, উৎস, মাযরাব, মাওরাদ ও কবিতা উল্লেখ করে তার গ্রন্থটির নামের স্বার্থকতা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করেছেন। মোটকথা তার গ্রন্থটি মাছালের প্রথম সারির একটি মূল্যবান গ্রন্থ যা তাঁর জ্ঞানের গভীরতারই পরিচয় বহন করে।[২৮৭]

১৭. আততূযী ঃ নাম আবূ মুহম্মদ 'আব্দুল্লাহ ইবন হারুন আততূযী। পারস্যের তূয শহরের দিকে সম্পর্কিত করে তাঁকে তূযী বলা হয়। তিনি ভাষাবিদদের অন্যতম ছিলেন। তিনি-২৩০/৮৪৫-২৩৮/৮৫৩ এর মাঝামাঝিতে ইন্তিকাল করেন।[২৮৮]

কিতাবুল আমছাল ঃ তাঁর একটি কিতাবুল আমছাল ছিল। ইবন নদীম[২৮৯] কাফাতী[২৯০] এবং সুয়ূতী[২৯১] প্রমুখ বিদ্যানবর্গ তাঁর মাছাল গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া তাঁর এগ্রন্থ সম্পর্কে আর কিছু জানা যায়না।[২৯২]

১৮. য়াকুব ইবন ইসহাক ইবন সিককীত ঃ য়াকূব বাগদাদের একজন প্রখ্যাত আরবী বৈয়াকরণ ও ভাষাবিদ পণ্ডিত ছিলেন। আবূ য়ূউসূফ তাঁর উপনাম । তিনি ধার্মিক, সম্মানী এবং বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন। তাঁকে খলীফা মুতাওয়াককিল (২৩২/৮৪৭-২৪৭/৮৬১) পুত্র মু'তায্য বিল্লাহ (২৫২/৮৬৬-২৫৫/৮৬৯)- এর গৃহশিক্ষক নিয়োগ করেন।[২৯৩] য়াকূব তাঁর পিতা সিককীতের সাথে মদীনাতুস্ সালামে দরবুল কান্তারে সাধারণ বালকদের পাঠদান করতেন। এর পর তাঁর অর্থোপার্জনের প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি আরবী ব্যাকরণ শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। তিনি কুফার ফাররা ও আবূ'আমর শায়বানী এবং বসরার আল-আসমা'ঈ ও আবূ 'উবায়দার কাছে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি বেদুঈনদের নিকট আরবী ভাষা শিক্ষা লাভ করেন।[২৯৪] য়াকূব নিজ পিতা সিক্কীত থেকে রেওয়ায়েত করেন তাঁর পিতা কা'বা শরীফ তওয়াফ ও সাফা মারওয়া সা'ঈর সময় ছেলে যেন আরবী ব্যকরণে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে পারে সেজন্যে

---

[২৮৫] *. আদদুররা আলফাখিরাঃ ১/৩০৯।*

[২৮৬] *. জামহারাঃ ১/১৭১।*

[২৮৭] *. কাতামিশঃ ৭৯।*

[২৮৮] *. প্রাগুক্ত ঃ ৭৯।*

[২৮৯] *. আল-ফিহরিস্তঃ ৫৭।*

[২৯০] *ইম্বাহুররুয়াতঃ ২/১২৬।*

[২৯১] *. বুগয়াতুল ওয়াত ২/৬১।*

[২৯২] *. কাতামিশঃ ৭৯।*

[২৯৩] *. ইবন খল্লিকানঃ ৫/৪৪১; তারীখ বাগদাদঃ ১৪/২৭৩।*

[২৯৪] *. ব্রুকলম্যানঃ ২/২০৫।*

Dhaka University Institutional Repository

দোয়া করেন। পিতার দোয়ার বরকতে তিনি আরবী ব্যাকরণ ও ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।[২৯৫] ইবন খল্লিকান বলেন, 'আরবী ব্যকরণে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ ছিলনা।[২৯৬]

পাঠ চুকিয়ে য়াকূব 'আব্দুল্লাহ ইবন তাহিরের ছেলেকে মাসিক পাঁচশত দিরহামের বিনিময়ে শিক্ষাদান শুরু করেন। এরপর তাঁর ভাতা এক হাজার দিরহামে উন্নীত হয়।[২৯৭] য়াকূব ছিলেন হযরত আলী (রাঃ) -এর সমর্থক। একদা খলীফা মুতওয়াককিল পুত্র মু'তায্য ও মু'ঈদকে কাছে এনে জিজ্ঞাসা করেন, আমার পুত্রদ্বয় আপনার কাছে বেশী প্রিয় না হাসান ও হুসয়ন (রাঃ)? য়াকূব এতদশ্রবনে রাগান্বিত হন এবং হযরত হাসান ও হুসয়নকে প্রাধান্য দেন। খলীফা এতে রুষ্ট হয়ে গোপনে তাকে হত্যার নির্দেশ দেন।[২৯৮] ছা'লাব বলেন,

আমাদের সাথী সঙ্গীরা এবিষয়ে একমত যে, ইবনুল আরাবীর পর য়াকুব ইবন সিক্কীততের চাইতে বড় ভাষাবিদ পণ্ডিত আর কেউ নেই।[২৯৯]

ইবন সিক্কীত নিজেই বলেন, *আমি আমার পিতার চাইতে আরবী ব্যাকরণে অধিক জ্ঞানী ছিলাম। আর আমার পিতা আমার চাইতে আরবী কবিতা ও আরবী ভাষা সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখতেন।*

মুবাররদের মতে- তিনি ২৪৩/৮৫৭(মতান্তরে)২৪৪/৮৫৮,২৪৬/৮৬০) সনে আটান্ন বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।[৩০০]

ইবন সিক্কীত অনেক গ্রন্থ রচনার জন্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর গ্রন্থাবলী উত্তম, সঠিক ও বিশুদ্ধ।তাঁর প্রসিদ্ধ রচনাবলীর কয়েকটি ঃ[৩০১]

১. ইসলাহুল মানতিক ২. কিতাবুল আল্ফায ৩. শরহ দীওয়ানিল খান্সা ৪. কিতাবুল কালব ওয়াল ইব্দাল ৫. কিতাবুল আযদাদ ৬. কিতাবুল ফুরাক ৭. কিতাবুল আসওয়াত ৮. কিতাবুল মুযাক্কার ওয়াল মুওয়ান্নাছ ৯. কিতাবুল মুকান্না ১০. কিতাবুল মাকসূদ ওয়াল মামদুদ ১১. শরহ দীওয়ানি উরওয়া। ১২. শরহ দীওয়ানি তারাফা ১৩.শরহ দীওয়ানি তুফায়ল ১৪. শরহ কসীদা ইবনিল 'আকীল ও ১৫. কিতাবুল আমছাল ইত্যাদি।

কিতাবুল আমছাল ঃ আবুল ফারজ আল-ইস্পাহানী স্বীয় কিতাবুল অঘানীতে ইবন সিক্কীতের কিতাবুল আমছালের কথা উল্লেখ করেছেন।[৩০২] এতে এক হাজার চারশতের সামান্য কম মাছাল আছে।[৩০৩]

---

[২৯৫] *. তারিখঃ বাগদাদ ঃ ১৪/২৭৩।*

[২৯৬] *.ইবন খল্লিকানঃ ২/৩৯৫।*

[২৯৭] *. তারিখঃ বাগদাদঃ ১৪/২৭৩।*

[২৯৮] *.ইবন খল্লিকানঃ ৬/৩৯৫-৯৬: ব্রুকলম্যানঃ২/২০৫।*

[২৯৯] *.ইবন-খল্লিকানঃ ৬/৩৯৯।*

[৩০০] *.প্রাগুক্ত।*

[৩০১] *.ব্রুকেলম্যান ঃ ২/২০৫।*

[৩০২] *. আবুল ফারজ আল ইস্পাহনী, কিতাবুল আগানী, বুলাক১৯/১৮৯।*

[৩০৩] *. ইসলামী বিশ্বকোষঃ ১৬/২/৬২৫।*

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও ইবন নদীম 'আল-ফিহরিস্তে',[৩০৪] য়াকূত 'মু'জামুল উদাবায়,[৩০৫] ইবন খল্লিকান ওফায়াতুল আ'য়ানে,[৩০৬] হামযা আল- ইস্পাহানী 'আদ্দুররা আল- ফাখিরায়',[৩০৭] আবূ'উবায়দ, আল-বাকরী 'ফসলুল মাকালে'[৩০৮] এবং ইবন মনযূরের 'আল- লিসান' অভিধানে-[৩০৯] এ গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন।

ভাষা ও মাছালের গ্রন্থাবলীতে ইবন সিক্কীতের যে সব লেখা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সবগুলোই এ কিতাবুল আমছাল হতে সংকলিত।

ডঃ 'আবদুল মজীদ কাতামিশ বলেন, *'ইবন সিক্কীতের কিতাবুল আমছাল এমন গ্রন্থ যাতে মাছালের সবদিক পুরো পুরি সংরক্ষিত হয়েছে। বিশেষ করে মাছালের মূল উৎস এবং অভিনব ব্যাখ্যা বর্ণনায় কবিতার উদাহরণ ও উদ্ধৃতি পেশ করতে যথেষ্ঠ বেগ পেয়েছেন।*[৩১০]

১৯. **মুহম্মদ ইবন্ হাবীব ঃ** নাম আবূ জা'ফর মুহম্মদ ইবন হাবীব আল-বসরী। তাঁর মাতা হাবীব মুহম্মদ ইবনিল 'আব্বাস আল- হাশিমীর আযাদকৃতা।[৩১১] তিনি বাগদাদের ভাষা, কবিতা, ইতিহাস, কুলজী, ও গোত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ বিদ্যানদের একজন।[৩১২] তিনি ২৪৫/৮৬০সনে 'সুররা মান্রা'তে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বহু মুল্যবান গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে ৪০ খণ্ডে সমাপ্ত ৮ হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত "কিতাবুল কাবাইলি ওয়াল আয়্যামিল কবীর" গ্রন্থটি অন্যতম।[৩১৩] এছাড়াও রয়েছে ঃ

১. কিতাবুল মগতালীন ২. কিতাবুল মুনম্মিক ৩. কিতাবুল মহাববার ৪. কিতাবু খালকিল ইনসান ৫. আসমাউ শু'আরাইল কাবাইল। ৬. দীওয়ানুল ফরযদক ৮. নাকাইয জরীর ওয়াল ফরযদক ও ৯. শরহ দীওয়ানি যিররুম্মা[৩১৪] ।

কিতাবুল আমছাল ঃ ইবন হাবীবের কিতাবুল আমছালটি আফ'আলু মিন জাতীয় মাছাল সংকলন। ইবনু নদীম,[৩১৫] য়াকূত,[৩১৬] সুয়ূতী,[৩১৭] হাজ্জী খলীফা,[৩১৮] এবং হামযা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ এ গ্রন্থটির উলেখ্য করেছেন।[৩১৯] হামযাহ

---

৩০৪. *পৃ-৭২।*

৩০৫. *পৃ-২০/৫২।*

৩০৬. *পৃ-৫/৪৪২।*

৩০৭. *পৃ-২/৫০৭।*

৩০৮. *পৃ-২৬৭।*

৩০৯. *(আরবী হবে)।*

৩১০. *কাতামিশ ঃ ৮৩।*

৩১১. *আল-ফিহরিস্তঃ ১০৬; মু'জামুল উদাবাঃ ১৮/১১২।*

৩১২. *আম্বাহুর রুয়াত ঃ৩/১১৯।*

৩১৩. *আল-ফিহরিস্তঃ ১০৬।*

৩১৪. *ব্রুকলম্যানঃ ২/১৫৩-৫৪।*

৩১৫. *আল-ফিহরিস্তঃ ১০৬।*

তাঁর গ্রন্থটির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, *'মুহম্মদ ইবন হাবীব অনেক মাছাল সংকলকদের পর মাছাল বিষয়ে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। তিনি পূর্ববর্তী মাছাল গ্রন্থের রীতিনীতি সহ অনেক কিছু সংযোজন করেন। তাঁর গ্রন্থে সংকলিত মাছাল সংখ্যা ৩৯০।*[৩২০] হামযাহ তাঁর গ্রন্থথেকে ২৪ স্থানে সংকলন করেছেন।[৩২১] তন্মধ্যে ৮ টি মাছাল ভাষ্য সহ এর সাথে তুলনীয় অন্যান্য মাছাল উল্লেখ করেছেন। তাঁর মাছালগুলো আদ্যাক্ষরে বিন্যস্ত নয়। তিনি মাছাল সংশ্লিষ্ট গল্প ,কিসসা, কাহিনী ও ঘটনাবলীর বর্ণনায় গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি অপ্রচলিত শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন কিন্তু কোন কবিতার অবতারণা করেননি।[৩২২]

২০. আয্যিয়াদী ঃ নাম আবূ ইসহাক ইব্রাহীম ইবন সুফয়ান আয্যিয়াদী। তিনি ভাষাবিদ, ব্যাকরণবিদ ও রাভী ছিলেন।[৩২৩] কবিতা এবং কবিতার অর্থ বর্ণনায় তিনি আল-'আসমাঈর সাথে তুলনীয়। ইবনুস সিককীতের সমসাময়িক যুগের একক ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি তাঁর মতামতের ব্যাপারেও একক ছিলেন। বর্ণিত আছে, তিনি কখনো ভুল করতেন না। এজন্যে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছে অনেকেই।[৩২৪] তিনি ২৪৯/৮৬৩ সনে ইন্তিকাল করেন।[৩২৫]

কিতাবুল আমছাল ঃ আয্যিয়াদির কিতাবুল আমছালটি বিনষ্ট হয়ে গেছে। মাছাল সংকলনগুলোতে এ গ্রন্থটির খুব কমই উল্লেখ আছে । তাঁর এগ্রন্থটির যাঁরা উল্লেখ করেছেন তাঁদের মধ্যে ইবনুনদীম,[৩২৬] য়াকূত,[৩২৭] কাফাতী,[৩২৮] সুয়ূতী,[৩২৯] ইবনুল আম্বারী[৩৩০] ও হাজ্জী খলীফা[৩৩১] অন্যতম।

---

৩১৬. *মু'জামুল উদাবাঃ ১৮/১১৫।*

৩১৭. *বুগয়াতল ওএয়াতঃ ১/৪৭।*

৩১৮. *কাশফুযযনূনঃ ১/১৫০।*

৩১৯. *আদ্দুররা আল- ফাখিরাঃ ভূমিকা।*

৩২০. *প্রাগুক্তঃ ৫৫-৫৬।*

৩২১. *প্রাগুক্তঃ মাছাল সূচী ।*

৩২২. *কাতামিশঃ ৮৫।*

৩২৩. *আল ফিহ্‌রিস্তঃ ৫৮;যাকূতঃ ১/১৫৮।*

৩২৪. *আম্বাহুর রুয়াতঃ ১/১৬৬।*

৩২৫. *কাতামিশ ঃ ৮৬।*

৩২৬. *আলফিহ্‌রিস্ত ঃ ৫৮।*

৩২৭. *মু'জামুল উদাবাঃ ১/১৬১।*

৩২৮. *আম্বাহুর রুয়াতঃ ১/১৬৭।*

৩২৯. *বুগয়াতুলওয়াতঃ ১/৪১৪।*

৩৩০. *নুযহাতুল আলরাঃ ২৬৯।*

৩৩১. *কাশফুযযনূনঃ ১/১৫০।*

Dhaka University Institutional Repository

২১. আবূ 'ইকরামা আদ্‌দব্বীঃ নাম আবূ 'ইকরামা 'আমের ইবন 'ইমরান ইবন যিয়াদ আদ্‌দব্বী। তিনি সুর্‌রা মানরা 'শহরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ইবনুল 'আরাবীর অন্যতম ছাত্র এবং কাসিম ইবনুল আম্বারীর শিক্ষক ছিলেন। ব্যাকরণ ভাষা ও ইতিহাসিক সম্পর্কেও তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি আরবী কবিতার সবচাইতে অভিজ্ঞ রাভী ছিলেন তিনি ২৫০/৮৬৪ সনে ইন্‌তিকাল করেন।[৩৩২]

কিতাবুল আমছালঃ এটি আবূ 'ইকরামার অন্যতম গ্রন্থ। গ্রন্থটির চার কপি পাণ্ডুলিপি রয়েছে। (ক) ইস্‌কুরিয়াল লাইব্রেরীর নং ১৭০৫। (খ) 'আতিফ আফিন্দী পাণ্ডুলিপি নং ২০০৩। (গ) বায়যীদ পাণ্ডুলিপি নং ৩১৭৮ এবং (ঘ) কায়রো পাণ্ডুলিপি (১ম ৪/২৪)। শেষ পাণ্ডুলিপিটি ডঃ রমযান' আব্‌দুত্‌ তাওয়াবের সম্পাদনায় ১৩৯৪/১৯৭৪ সনে দামিশ্‌কে প্রকাশিত হয়।[৩৩৩]

গ্রন্থটি আকারে ছোট। এতে মাছাল সংখ্যা ১২০টি । এছাড়াও এতে রয়েছে আরবদের বাণী এবং প্রচলিত কথা। গ্রন্থের বিষয় বস্তু সম্পর্কে সংকলক নিজেই এর ভূমিকায় বলেন,

'আমি গ্রন্থটিতে আরবদের সমস্ত বাক্যের অর্থ বর্ণনা করেছি। তাই সেগুলা মাছাল অথবা অন্য কিছু হোকনা কেন। অধিক ব্যবহারের জন্যে যে সব বাক্যের ব্যাখ্যার প্রয়োজন সে গুলোর ব্যাখ্যা করেছি।

গ্রন্থকার মাছাল এবং আরবদের প্রচলিত বাক্যের মাঝে কোন পার্থক্য না করে একই সাথে উল্লেখ করেছেন। তার গ্রন্থটি মু'আররিজের কিতাবুল আমছালের সাথে অনেকটা তুলনীয়।

গ্রন্থটিতে মাছাল সংশ্লিষ্ট কোন গল্প বা কাহিনীর উল্লেখ করা হয়নি। এমনকি মাযরাবুল আমাছালের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করা হয়নি। এতদসত্ত্বে ও গ্রন্থটি প্রশংসার দাবীদার। কেননা গ্রন্থকার বড়বড় সাহিত্যিক, ভাষাবিদ ও বৈয়াকরণদের ভাষাতাত্ত্বিক ও ব্যাকরণগত ব্যাখ্যা ও মতামত উপস্থাপন করেছেন। এদের প্রখ্যাত কয়েকজন হলেন : আবূ 'আমার, য়ূনুস ইবন হাবীব, আবূ 'উবায়দা, আবূ যায়দ, আল-আস্‌মা'ঈ, আবূ 'আমর আশ্‌শায়বানী, ইবনুল 'আরাবী, ইবনুস সিক্‌কীত, আল-ফর্‌রা, আল-কিসাঈ, মুহম্মদ ইবন সালাম.ও আত্‌তূযী। এর পরও তার মাছাল সংকলনটি অবহেলিত।তাঁর পরে কোন মাছাল সংকলকই এ গ্রন্থ হতে সংকলন করেননি।[৩৩৪]

২২. আল-জাহিয (আবূ 'উছমান 'আমর ইবন বাহ্‌র আল-বসরী) ঃ বিশ্রি এবং বক্রচক্ষু বিশিষ্ট ছিলেন বলে তিনি আল-জাহিয নামে খ্যাত হন। তাঁকে আল-হাদীকী নামেও ডাকা হতো।[৩৩৫]

তিনি ১৫০/৭৬৭ সনে (মতান্তরে ১৪৬/৭৬৩ বা ১৬০/৭৭৬) বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবার খুব দরিদ্র ছিল বিধায় বাল্যকালেই তাঁকে জীবিকার্জনে বেরিয়ে পড়তে হয়। এতে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর ভাটা পড়ে। কিন্তু জ্ঞান পিপাসু আল-জাহিয বসরার মিরবাদে ও মসজিদে সাহিত্যালোচানায় অংশগ্রহন করে কিছুটা হলেও জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করতে থাকেন।[৩৩৬]

---

[৩৩২] . *য়াকূতঃ ১২/৩৯: বুগ্‌য়াতুল ওয়াতঃ ২/২৪।*

[৩৩৩] . *য়াকূতঃ ১২:বুগয়াতুল ওয়াতঃ ২/২৪।*

[৩৩৪] . *কাতামিশঃ ৮৬-৮৮।*

[৩৩৫] . *ইবন খল্লিকানঃ ৩/৪৭০।*

[৩৩৬] . *আল-বয়ান ওয়াত্‌তাব্‌বঈনঃ ২/৬।*

Dhaka University Institutional Repository

তার সম্মানিত শিক্ষকদের কয়েকজন হলেন ইমাম আবু য়ুউসুফ (১১৩/১৮৩) খালফুল আহমার, আল আসমা'ঈ, আবূ 'উবায়দা, আল আখফাশ। জাহিয অত্যন্ত মেধাবী এবং অধিক গ্রন্থ রচনাকারী। তিনি ছিলেন বইয়ের কীট। আবূ হাফকান বলেন,

আমি জাহিয়ের ন্যায় জ্ঞান ও বইয়ের প্রতি এতো আসক্ত আর কাকেও দেখিনি। তিনি কোন বই পেলে তা না পড়ে ক্ষান্ত হতেন না। বইয়ের দোকানীদের থেকে বই ধার নিয়ে পড়তেন। এমন কি বই নেড়ে চেড়ে দেখার জন্য দোকানেই রাত্রি যাপন করতেন।[৩৩৭]

তিনি জীবনের পঞ্চাশটি বছর বাগদাদে কাটান। তবে মাঝে মধ্যে বসরাতেও গমন করতেন। তার প্রতিভার সংবাদ খলীফা মতুওয়াককিল আলাল্লাহ(২৩২/৮৪৭-১৪৭/৮৫১) এর গোচরীভূত হলে তাকে শাহজাদার গৃহ শিক্ষক নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার কুৎসিত চেহারার জন্য তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়নি।[৩৩৮]

জাহিয মু'তাযিলী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।[৩৩৯] তিনি এ বিষয়ে নিজস্ব চিন্তা চেতনার উপর এতো প্রবন্ধ রচনা করেন যে শেষ পর্যন্ত তার উপস্থাপিত চিন্তাধারাকে যারা বিশ্বাস করতো তাদেরকে 'আল-জাহিযী' বলে আখ্যায়িত করা হতো।

তিনি ছিলেন চিরকুমার। পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে ২৫৫-৮৬৮ সনে বসরায় ইন্‌তিকাল করেন।[৩৪০]
জাহিয ছিলেন সুনিপূণ লেখক, প্রবন্ধকার, কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, ভৌগলিক, ঐতিহাসিক ও প্রানীতত্ত্ববিদ। একটি ব্যাক্তির মাঝে এতোগুলো গুণের বিস্ফুরন সত্যি আশ্চর্যজনক। তিনি কবিতা, সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, দর্শন, তরুলতা, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, রসায়ন, মনস্তত্ব, চিকিৎসা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, চারিত্রিক, বানিজ্যিক এবং শিল্প সহ বহু বিষয়ে কলম ধরেছেন।[৩৪১]বিভিন্ন বিষয়ের উপর তার ছোট বড় মিলে আড়াই শতাধিক গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি গ্রন্থ হলো ঃ [৩৪২]

১. আল-বয়ান ওয়াত তাবঈন ২. কিতাবুল হায়ওয়ান ৩. কিতাবুল বুখালা ৪. মজমু'আতুর রাসাইল ৫. কিতাবুন নিফা' ৬. কিতাবুত তাফাককুর ওয়াল ই'তিবার ৭. কিতাবুত তাস্‌হীল ৮. তাহযীবুল আখলাক ৯. জামহারাতুল মুলুক ১০. তাহসীনুল আহওয়াল ১১. আত্‌তাবসিরা আলাত তিজারা ১২. কিতাবুল বুলদান ১৩. কিতাবু উম্মুহাতিল আওলাদ ১৪. কিতাবুল উন্‌স ওয়াস সল্‌ওয়া ১৫. কিতাবুল আন্‌সার ১৬. কিতাবুল আখবার ১৭. আল-ইহতিজাজ

---

৩৩৭. *য়াকুত ঃ ১৬/৭৫।*

৩৩৮. *ইবন খল্লিকান ঃ ৩/৪৭০ : য়য়্যাত : ৩৬১।*

৩৩৯. *মু'তাযিলা ঃ মু'তাযিলা ই'তিযালা থেকে উদ্ভূত। অর্থ আলাদা হওয়া পৃথক হওয়া, পরিত্যাগ করা ইত্যাদি। যে সম্প্রদায় বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যবর্তী অবস্থা সম্পর্কীয় মতবাদের প্রচার করে তারাই মু'তাযিলা নামে পরিচিত।*
ইমাম হাসান আল বসরীর(২২/৬৪২-১১০/৭২৮) কাছে এসে এক ব্যাক্তি জিজ্ঞাসা করে যে, কবীরা গুনাহকারী মুসলমান কি না? জবাবে ইমাম বলেন, সে মুনাফিক। কিন্তু তার শিষ্য ওয়াসিল ইবন আতা বলেন সে মুসলমানও নয় বরং এদুয়ের মধ্যবর্তী স্থানে। ইমাম তার মত প্রত্যাখ্যান করলে ওয়াসিল মসজিদের কোনায় গিয়ে তার এ মত প্রচার করতে থাকেন। তখন ইমাম বলেন 'ই'তাযালা আন্না' সে আমাদের দল পরিত্যাগ করেছে। ইমামের এ মন্তব্য হতে ওয়াসিল ইবন আতা প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় মু'তাযিল নামে পরিচিত হয়।
মুসলিম দর্শনের ভূমিকা: পৃ -২১৯-৯২।

৩৪০. *য়াকূত ঃ ৬/১১৬।*

৩৪১. *ইবন খল্লিকান ঃ ৩/৪৭৪।*

৩৪২. *য়য়দান ঃ ২/১৯৫; তারীখ বাগদাদ:১০/১৭০;ব্রুকলম্যান: ৪র্থ সং, দারুল মা'আরিফ, বৈয়ত :১৯৭৭,৩/১১০-১২৮।*

Dhaka University Institutional Repository

ফীনযমিল কুরআন ১৮. খালকিল কুরআন ১৯. রিসালা ফিল খিরাজ ২০. খায়লুল লসুস ২১. রিসালাতুল হাসিদওয়াল মাহসুদ ২২. কিতাবুল হিজাব ২৩. কিতাবুল জাওয়াবাত ২৪. আফ'আলুত্ তাবায়ে ২৫. কিতাবুল আস্নাম ২৬. কিতাবুল আসাদ ওয়ায্ যি'ব। ২৭. আখলাকুল মুলূক ২৮. আত 'ঈমাতুল আরব ২৯. কিতাবুল ইখওয়ান ৩০. কিতাবুল আমছাল

কিতাবুল আমছাল ঃ য়াকৃত এবং ইসমা'ঈল পাশা বাগদাদী ও ব্রুকলম্যান জাহিযের মাছালের উপর লিখিত একটি গ্রন্থ রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটি সম্পর্কে ডঃ আব্দুল মজীদ কাতামিশ সন্দেহ পোষন করেছেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে তিনট যুক্তি দেখিয়েছেন।

১. যে সব তবকাত গ্রন্থে জাহিযের জীবনালেখ্য রয়েছে সেগুলোর কোনটিতেই তার এ গ্রন্থের উল্লেখ নেই।[৩৪৩]

২. জাহিযের অন্যান্য গ্রন্থে যেমন কিতাবুল বয়ান ওয়াততাবঈন ও কিতাবুল হায়ওয়ানে ৩৬২ টি মাছাল[৩৪৪] রয়েছে যার অধিকাংশই জীব জন্তু সম্পর্কিত।[৩৪৫] এবং কিতাবুল বয়ান ওয়াত্তাবঈনে ১৪৫ টি মাছাল আছে।

তিনি শুধু মাছাল গুলো উল্লেখ করেননি এগুলোর উৎস ও ভাষ্য প্রদান করেছেন। বিশেষ করে যখন তিনি জবীজন্তুর প্রকৃত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এবং যখন মানুষের স্বভাবের সাথে জীবজন্তুর স্বভাবের তুলনা করেছেন। যেমন কিতাবুল হায়ওয়ান এর একস্থানে 'আফ'আলু মিন' অধ্যায়ে ২৮ টি মাছাল উল্লেখ করেছেন। অন্য স্থানে শুধু গাধা সম্পর্কে ১০টি মাছাল উল্লেখ করেছেন।[৩৪৬]

৩. হামযা আল-ইস্পাহানী জাহিযের কিতাবুল হায়ওয়ান ও 'কিতাবু আত'ইমাতিল আরব'। থেকে ব্যাখ্যা সহ বেশ কিছু মাছাল উল্লেখ করেছেন। যদি জাহিযের কিতাবুল আমছাল থাকতো তাহলে নিশ্চয়ই তিনি তা থেকে উল্লেখ করতেন ; অন্য গ্রন্থ থেকে নয়।

এতে প্রমাণিত হয় যে, জাহিযের কিতাবুল আমছাল বলতে কোন গ্রন্থ নেই। যেসব মনীষী তাঁর থেকে মাছাল বর্ণনা করেছেন তা তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ থেকেই গ্রহন করেছেন।[৩৪৭]

২৩. **আবূ 'আমর শিমর ইবন হামদুভীয়া আল-হারভীঃ** আল-হারভী আরবী বৈয়াকরণ, ভাষাবিদ, ইতিহাস ও কবিতার রাভী ছিলেন।[৩৪৮] যৌবনে তিনি ইরাকে চলে যান। ইব্নুল 'আরাবী সহ বসরা এবং কুফার বড় বড় উস্তাদের এবং খুরাসানের নযর ইবন শুময়ল সহ আরো অনেকের কাছে জ্ঞানার্জন করেন।[৩৪৯] তিনি ভাষা সম্পর্কে একটি বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি আরবী ج 'জীম' বর্ণ দিয়ে শুরু করে শুধু নুকতা বিশিষ্ট বর্ণ দিয়ে এ গ্রন্থটি বহু কষ্টে রচনা করেন। গ্রন্থটি কখনো তিনি হাতছাড়া করেননি। মৃত্যুর সময় তাঁর কোন এক আত্মীয় এটি গচ্ছিত রাখেন। এর পর

---

[৩৪৩]. *কাতামিশ ঃ ৮৯।*

[৩৪৪]. *কিতাবুল হায়ওয়ান ঃ সূচীপত্র।*

[৩৪৫]. *আল-বয়ান ওয়াত্তাবঈন, সম্পাদনা 'আব্দুস সালাম হারূন , সূচীপত্র।*

[৩৪৬]. *কিতাবুল হায়ওয়ান ঃ ১/২২০,২২১।*

[৩৪৭]. *কাতামিশ ঃ ৮৯ ও ৯০।*

[৩৪৮]. *য়াকূতঃ ১১/২৭৪; নুযহাতল আলবাঃ ২৬০।*

[৩৪৯]. *ব্রুকলম্যান ঃ ২/২০১-২; য়াকূত ঃ ১১/২৭৪।*

Dhaka University Institutional Repository

এটি য়াকূব ইবন লায়ছের কাছে হস্তান্তরিত হয়। য়াকূব বইটি সহ সুওয়াদের সাবাবে চলে যান। সেখানে বইটি পানিতে ডুবে যায়। তিনি ২৫৫/৮৬৮ সনে ইন্‌তিকাল করেন।[৩৫০]

কিতাবুল আমছাল ঃ আল্লামা ময়দানী ছাড়া তাঁর কিতাবুল আমছালটির বর্ণনা আর কেউ দেননি।[৩৫১] তিনি তাঁর গ্রন্থের তিন স্থানে এ গ্রন্থ থেকে সংকলন করেছেন। এ গুলো খুব সংক্ষিপ্ত উক্তি।[৩৫২]

২৪. ইবনু কুতায়বা ঃ নাম আবূ মুহম্মদ 'আব্‌দুল্লাহ ইবন মুসলিম ইবন কুতায়বা আদ্‌দিনওয়ারী আল-মরুযী। তিনি ২১৩/৮২৮ সনে বাগদাদে মতান্তরে কুফায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা অনারব অথবা তুর্কী ছিলনে। তিনি ভাষা ও হাদীছ সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি বহুদিন দিনওয়ারের বিচারক ছিলেন। এর পর বাগদাদে এসে অধ্যাপনায় ব্রতী হন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি আরবী সাহিত্যে সমালোচনার মত দুঃসাহসিকতা কজে হাত দেন। কুরআন হাদীছ সাহিত্য ,সমালোচনা, কবিতা, রাজনীতি, ছাড়াও অন্যান্য বিষয়েও তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল। তিনি ২৭৬/৮৮৯ সনে (মতান্তরে ২৭০/৮৮৪ সনে) ইন্‌তিকাল করেন।[৩৫৩] বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বহু গ্রন্থ রয়েছে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের নাম দেয়া হলোঃ[৩৫৪]

১. 'উয়ূনুল আখবার ২. কিতাবুশ শি'র ওয়াশ শু'আরা ৩. মা'আনীউশ শি'রিল কবীর ৪. উ'য়ূনশ শি'র ৫. কিতাবুল মা'আরিফ, ৬. আদবিল কাতিব ৭. আল-ইমামা ওয়াস্‌সিয়াসা: ৮. কিতাবুশ শারাব ওয়াল আশরিবা ৯. কিতাবুত তাসভীয়া ১০. তা'ভীলু মুখতালিফিল হাদীছ ১১. মুশকিলুল কুরআন ১২. আল-মুশতাবাহ্‌ মিনাল হাদীছ ওয়াল কুরআন ১৩. আল-মাসাইল ১৪. আল-জাওয়াবাত ১৫. কিতাবুল 'আরব ওয়া 'উলূমুহ।

কিতাবুল আমছাল ঃ ইবন কুতায়বারও একটি মাছল সংকলন ছিল। কিন্তু গ্রন্থটি বিনষ্ট হয়ে গেছে। ইবনু নদীম ছাড়া আর কেউ গ্রন্থটির উল্লেখ করেননি।[৩৫৫] তিনি এই গ্রন্থটিকে 'হিকামুল আমছাল ' নামে আখ্যায়িত করেছেন। ইবন কুতায়বার পর মাছাল সংকলন গুলোতে এর বেশ কিছু বাক্য রয়েছে যার সাথে ভাষ্য সহ মাছাল আলোচিত হয়েছে। বিশেষ করে জামহারা, মাজমা'উল আমছাল ও ফসলুল মাকাল গ্রন্থে। এগুলোকে ইবন কুতায়বার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইবন কুতায়বার অন্যান্য গ্রন্থে বহু মাছাল উৎস সহ বর্ণিত আছে। বিশেষ করে আদবিল কাতির গ্রন্থে। এতে 'মানুষের মাঝে ব্যবহৃত বাক্য সমূহের ব্যাখ্যা' শিরোনামের অধীনে বেশ কিছু মাছাল ও আরবের প্রচলিত বাক্য উল্লেখ করে। এতে প্রতিটি মাছালের দুর্লভ ও অপরিচিত শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন এবং মাওরিদ সম্পর্কে সাহিত্যিকদের উক্তি উল্লেখ করেছেন।

যারা ইবন কুতায়বার মাছাল গ্রন্থে হতে মাছালের ব্যাখ্যা সংকলন করেছেন তাদের মধ্যে 'উবায়দ বাকরী অন্যতম।

---

৩৫০. *কাতামিশ ঃ ৯০।*

৩৫১. *এ সম্পর্কে তাঁর উক্তি হলো অনুরূপ শমরের আমছালের উপর রচিত একটি গ্রন্থ রয়েছে। ময়দানী, ১/৬৬৫।*

৩৫২. *প্রাগুক্ত ঃ ১/৫০৫.২/৩১৩.২/৩২৯।*

৩৫৩. *ব্রুকলম্যান ঃ ২/২২১/-২২: যয়দানঃ ২/১৯৭।*

৩৫৪. *যয়দান ঃ ২/১৮৯-৯৯; তারীখ বাগদাদঃ ১০/১৭০।*

৩৫৫. *আল-ফিহরিস্‌ত ঃ ৭৮।*

Dhaka University Institutional Repository

এতে বুঝা যায় যে, ইবন কুতায়বার কিতাবুল আমছাল নামে একটি গ্রন্থ আছে। মাছাল সম্পর্কিত এত তথ্য বিশিষ্ট সূদীর্ঘ আলোচনা শুধু মাছালের গ্রন্থ ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থে সম্ভব নয়। তিনি তার সংকলনটিতে মাছালের উৎস,কারণ মাযরাব, মাওরিদ, অপ্রচলিত শব্দের ব্যাখ্যা এবং মাছালের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন সাহিত্যিকদের প্রদত্ত মতামত উল্লেখ করেছেন।[৩৫৬]

২৫.আবুল হায়ছাম আররাযীঃ তিনি ১৪১/৭৫৯ সনে জন্ম গ্রহন করেন। তিনি আরবী ভাষায় সুক্ষদর্শী ও বিজ্ঞ পন্ডিত ছিলেন। তার ছাত্র আবুল ফযল আল-মুনযিরী বলেন, 'আবুল হায়ছামের সান্নিধ্যে থেকে দেখেছি' তিনি ছিলেন 'আবিদ, সুন্নতের পাবন্দ, অধিক সালাত আদায়কারী এবং সুসাহিত্যিক। তিনি সাহিত্য ও বিদ্যা বিতরণে কার্পণ্য করতেন না।[৩৫৭]তিনি ব্যাকরণবিদ ও ভাষাবিদদের নেতা ছিলেন।[৩৫৮]তিনি খলীফা মু'তাসিমের শাসনামলে (২১৮/৮৩৩-২২৭/৮৪২) ২২২/৮৩৮ সনে ইন্তিকাল করেন।[৩৫৯]

কিতাবুল আমছাল: আবুল হায়ছামের একটি মাছাল সংকলন আছে।ময়দানী আবুল হায়ছামের ছাত্র মুনযিরীর বরাত দিয়ে বলেন 'আমি আবুল হায়ছামের লেখা পড়েছি।[৩৬০]ময়দানী তার এ গ্রন্থটির কথা বহু স্থানে উল্লেখ করেছেন।[৩৬১]ভাষা অভিধান গুলোতেও এর উল্লেখ রয়েছে।

২৬. আল-বরকীঃ নাম আবূ জা'ফর আহমদ ইবন আবী আব্দিল্লাহ আল-বরকী। তাঁর পুর্বপুরুষ কুফার অধিবাসী ছিলেন।তাদের কেউ 'বারকা কুমে' এসে বসবাস শুরু করেন।সেদিকে সম্পর্কীত করেই তাকে আল-বরকী বলা হয়। তিনি নিজেকে একজন ছিকা বা বিশ্বস্ত রাভী মনে করলেও তাঁর রেওয়ায়েতে দুর্বলতা রয়েছে। তিনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা ।[৩৬২] তিনি ২৭৪/৮৮৭ সনে ইন্তিকাল করেন।

কিতাবুল আমছালঃ বরকীর একটি মাছাল সংকলন ছিল বলে য়াকূত উল্লেখ করেছেন।[৩৬৩] মাছালের গ্রন্থাবলীর কোনটিতেই এ গ্রন্থটির উল্লেখ নেই বলে ডঃ কাতামিশ উল্লেখ করেছেন।[৩৬৪]

২৭। ছা'লাব ঃ নাম আবুল 'আব্বাস আহমদ ইবন য়াহইয়া ইবন যায়দ ইবন সায়্যার আশ্‌শায়বানী। তিনি ২০০/৮১৬ সনে জন্ম গ্রহন করেন। তিনি বনী শায়বানের আযাদকৃত দাস ছিলেন। ব্যাকরণ ও ভাষার সমসাময়িক যূগের নেতা ছিলেন। তিনি ইবনুল আরবী সহ আরো প্রখ্যাত পন্ডিতের কাছে বিদ্যা শিক্ষা লাভ করেন। তিনি বিশ্বস্ত ও

---

[৩৫৬]. *কাতামিশ ঃ ৯১-৯২ ।*

[৩৫৭]. *ফিকহুল লুঘা ঃ ১৯ ।*

[৩৫৮]. *আম্বাহুর রুয়াত ঃ ৪/১৮২:বুগয়াতুল ওয়াত:২৩২৯ ।*

[৩৫৯]. *কাতামিশ ঃ ৯৩ ।*

[৩৬০]. *ময়দানী ঃ১/৩৪ ।*

[৩৬১]. *প্রাগুক্ত ঃ পৃ-১/৮৬.১৩৩.১৪০.১৭১.২২৩.৪০৬.৪৩৫.৫০২.৫১৭.৫৬৭.৬৫৫.৬৬৯. ৬৭০.২/২৩.৩৬.৩৯,৬২.৮৮.১৪০১৫১.১৬৬.২৫১,২৯৬,৩০৩.৩০২.৩৪৭৮.(বৈরুত) ।*

[৩৬২]. *য়াকূত ঃ ৪/১৩২-৩০:*

[৩৬৩]. *প্রাগুক্ত ঃ ৪/১৩৩*

[৩৬৪]. *কাতামিশ ঃ ৯৩ ।*

Dhaka University Institutional Repository

ধার্মিক ছিলেন। সত্যবাদিতায় তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। প্রাচীন কবিতা বর্ণনা এবং অপ্রচলিত শব্দ সম্পর্কেও খ্যাতি লাভ করেন। তার শিক্ষক ইবনুল 'আরাবী শিক্ষা বিষয়ক কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে তাকে জিজ্ঞাসা করতেন। আবূ বকর আত তারিখী তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, আবুল 'আব্বাস ছা'লাব আরবদের সবচাইতে সত্যবাদী, উচ্চ মর্যাদাশীল, বহুল আলোচিত ব্যক্তিত্ব; জ্ঞানের সাগর, মাননীয় শিক্ষক, অধিক কণ্ঠস্থকারী এবং ধর্মভীরু ছিলেন।[৩৬৫]

শেষ বয়সে তিনি বধির হয়ে যান। তিনি শুক্রবারে মসজিদ থেকে আসরের সালাত আদায় শেষে বাটীতে ফিরছিলেন। আর পথিমধ্যে পিছন থেকে ঘোড়া এসে তাকে এত জোরে মাটিতে ফেলে দিন যে একাকী উঠে দাঁড়ানো তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। এরপর তাকে বাটীতে আনা হয়।[৩৬৬] খলিফা মুকতাফী বিল্লাহর শাসনামলে (২৮৯/৯০২ - ২৯৫/৯০৮) ২৯১/৯০৪ সনে তিনি ইন্তিকাল করেন। বাগদাদে তাকে সমাহিত করা হয়। তার কিতাবুল ফসীহ অনান্য উপকারী গ্রন্থ।[৩৬৭]

কিতাবুল আমছালঃ ছা'লাবের একটি মাছাল গ্রন্থ ছিল বলে নিম্ন বর্ণিত পন্ডিতবর্গ স্পষ্ট ভাষায় তাদের স্ব-স্ব গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। যেমন, ইবন নদীম,[৩৬৮] কাফাতী,[৩৬৯] এবং হাজ্জী খলীফা।[৩৭০] খুব কম সংখ্যক মাছাল সংকলক ছা'লাবের 'কিতাবুল আমছাল' থেকে উল্লেখ করেছে।[৩৭১] আল-'আসকারী তাঁর থেকে নয় স্থানে[৩৭২] এবং হামযাহ পাঁচ স্থানে[৩৭৩] উল্লেখ করেছেন। এতদ আলোচনায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ছা'লাবের একটি মাছাল গ্রন্থ ছিল। যাতে মাছালের সাথে এতদ সংশ্লিষ্ট ঘটনা কাহিনী, মাযরাব, মাওরিদ এবং কবিতার অবতারণা করা হয়েছে। ছা'লাব স্বীয় উস্তাদ ইবনুল 'আরাবী হতে বর্ণনা করেছেন।[৩৭৪]

---

৩৬৫. *ফিকহুল লু'ঘা ঃ ২০।*

৩৬৬. *ব্রকলম্যান ঃ ২/২১০।*

৩৬৭. *ফিকহুল লুঘা ঃ ২০।*

৩৬৮. *আল-ফিহরিসৃত ঃ ৭৪।*

৩৬৯. *ইম্বাহুর রুয়াত ঃ ১/১৫১।*

৩৭০. *কাশফুয্যনূন ঃ ১/১৫০।*

৩৭১. *কাতামিশ ঃ ৯৪।*

৩৭২. *জামহারা ঃ ১/২০, ২৪, ১৫৪, ১৭৭, ১৯৮, ২৯১, ৩৭৫, ৫৭২ ও ২/৪২৫।*

৩৭৩. *আদদুররা আল-ফাখিরা ঃ ১/৮, ২১৯, ২/৪৮৩, ৫১৯, ৫২৬।*

৩৭৪. *জামহারা ঃ ১/৩৭০, ৫৭২।*

Dhaka University Institutional Repository

২৮. মুফাদ্দল ইবন সালামা ঃ নাম আবূ তালিব আল-মুফাদ্দল ইবন সালামা ইবন আদ্দব্বী আল-কুফী। তিনি ইবনুল 'আরাবী ও ইবনূস সিক্কীতের ছাত্র ছিলেন।[৩৭৫] তিনি আব্বাসী যুগে 'কুফা স্কুলের' একজন প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ। পিতা সালামার কাছে তিনি বিদ্যা অর্জন করেন।[৩৭৬] কিন্তু তার অনেক রীতি-নীতির বিরোধিতা করেন।২৯০/৯০৩ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বিশোর্ধ গ্রন্থ আছে বলে ইবন নদীম স্বীয় আল- ফিহরিস্ত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৩৭৭] তন্মধ্যে কিতাবুল আমছাল অন্যতম।

কিতাবুল আমছালঃ ইবন সালামার মাছাল সংকলনটির নাম কোন কোন গ্রন্থে' আল-ফাখির ফিল আমছাল' [৩৭৮] আবার কোন কোন গ্রন্থে 'আল ফাখির ফীমা ইউলহিনু ফিহিল 'আম্মা'।[৩৭৯] গ্রন্থটির বিষয় বস্তু সম্পর্কে গ্রন্থকার নিজেই এর ভূমিকায় বলেন,[৩৮০]

"এ গ্রন্থটিতে জনসাধারণের মাঝে প্রচলিত আরবদের বাক্য বাগধারা এবং মাছাল সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। তারা যে সব বিষয়ে কথা বলে তার ভাবার্থ বুঝতে পারেনা তাই আমি সাহিত্যিকদের দেয়া ব্যাখ্যার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছি যাতে তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে।"

ইবন সালামার গ্রন্থটি মু'আররিজ আস্সদূসী ও আবূ 'ইকরামা আদ্দব্বীর কিতাবুল আমছালের বিষয় বস্তুর সাথে তুলনীয়। তবে আকারের দিক থেকে ইবন সালামার গ্রন্থটিই বৃহৎ। এতে ৫২১টি আরবের প্রচলিত বাক্য ২৭০টি মাছাল রয়েছে। আর মু'আররিজের গ্রন্থে মাত্র ১০৪টি প্রচলিত বাক্য ও মাছাল এবং আবূ 'ইকরামার গ্রন্থে ১২০টি প্রচলিত বাক্য ও মাছাল রয়েছে। ডঃ 'আব্দুল মজীদ'আবিদীনের মতে ইবন সালামার গ্রন্থে মাছাল সংখ্যা ৫২১টি তম্মধ্যে ১৭টি 'আফ'আলু মিন' জাতীয় মাছাল।

ইবন সালামার গ্রন্থটি আলোচ্য গ্রন্থ দু'টোর রীতিতে সংকলিত হলেও এর মাছাল গুলোর ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন গ্রন্থকার। এমনকি তিনি সাহিত্যিক, বৈয়াকরণ, অভিধানবিদ পন্ডিতদের বিভিন্ন মতামত এগুলোর ব্যাখ্যায় উপস্থাপন করেছেন। অপ্রচলিত শব্দের অর্থোদ্ধারে প্রচুর কবিতার অবতারণা করেছেন। কিন্তু উপরোক্ত গ্রন্থ দু'টোতে প্রচলিত বাক্য ও মাছালের মাঝে কোন পার্থক্য করা হয়নি।

এ ছাড়াও গ্রন্থটিতে আরো কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। গ্রন্থাকার এতে মাছালের উৎস, কিস্সা, কাহিনী, ঘটনা এবং মাছালটির প্রথম প্রবক্তা কে তারও উল্লেখ করেছেন। তিনি এতে প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকদের তথ্য প্রদান করেছেন। এদের মধ্যে শরকী, আবূ 'উবায়দা, ইবনুল কালবী অন্যতম।ভাষা ও ব্যাকরণের দিক থেকে যাদের প্রতি তিনি নির্ভর করতেন, তাদের মধ্যে আবূ 'আমর ইবনুল 'আলা, য়ূনূস ইবন হাবীব, মু'আররিজ আস্সুদূসী, নযর

---

[৩৭৫] । *ব্রুকলম্যান ঃ ২/২০৯; যয়দান ঃ ২/২১৭।*

[৩৭৬] । *বুগয়াতুল ও'য়াত ঃ ২/২৯৬।*

[৩৭৭] । *আল-ফিহরিস্ত ঃ ৭৩।*

[৩৭৮] । *আদ্দুররা আল-ফাখিরা ঃ ১/৮০.২/৩৭৩ ; কাশ্ফুয্যনূন ঃ ১২১৫।*

[৩৭৯] । *য়াকূত ঃ ১৯/১৬৩ : আল-ফিহরিস্ত ঃ ৭৩ : বুগয়াতুল ওয়াত ঃ ২/২৯৭।*

[৩৮০] । *কিতাবুল ফাখির.ভূমিকা ।*

Dhaka University Institutional Repository

ইবন শুমায়ল, আবূ 'আমর আশ্‌শায়বানী, ইবনুল 'আরাবী, আল-আসমা'ঈ , আবূ যায়দ, আল-লিহয়ানী, ইবনু সাল্লাম, আল-ফররা, আল-কিসাঈ অন্যতম।[৩৮১]

তাঁর এসংকলনটি হতে পরবর্তীকালে অনেক সংকলক বেশ কিছু তথ্য সংকলন করেছেন। এদের মধ্যে হামযাহ,[৩৮২] আল-'আসকারী[৩৮৩] এবং ময়দানী[৩৮৪] উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থটি C.A.Storey এর সম্পাদনায় ১৩৩৪/১৯১৫ সনে লাইডেনে, 'আব্‌দুর রহমান ইবন আন-নূরী ইবনিল হাসানের সম্পাদনায় ১৩৫৩/১৯৩৪ সনে তিউনিসে এবং 'আব্‌দুল 'আলীম আত-তাহাভী ও মুহম্মদ আলী আন-নাজ্জারের সম্পাদনায়১৩৮০/১৯৬০ সনে কায়রোতে প্রকাশিত হয়।[৩৮৫]

২৯. আল-আম্বরীঃ নাম আবূ মুহম্মদ আল-কাসিম ইবন মুহম্মদ ইবন বাশ্‌শার আল-আম্বরী। তিনি আম্বরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি সাহিত্য অপ্রচলিত শব্দ এবং আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।[৩৮৬] তিনি ৩০৫/৯১৭ সনে ইন্‌তিকাল করেন।[৩৮৭]

কিতাবুল আমছাল ঃ আম্বরীর কিতাবুল আমছালটি ততো উল্লেখযোগ্য নয়। মাছাল গ্রন্থ অথবা অভিধানে এ গ্রন্থ হতে কিছুই সংকলিত হয়নি। তবে ইবনু নদীম,[৩৮৮] য়াকূত,[৩৮৯] কাফাতী[৩৯০] ও সুয়ূতী[৩৯১] এ গ্রন্থটির উল্লেখ করেছেন।

৩০. নাফতাভীয়্যা ঃ নাম আবূ 'আবদিল্লাহ ইব্‌রাহীম ইবন 'আরাফা ইবন সুলায়মান ইবনিল মুগীরা ইবন হাবীব ইবনিল মুহল্লব ইবন আবী সুফরা আল-'আতকী আল- আযদী আল- ওয়াসিতী আন্‌-নাফ্‌তাভীয়্যা। তিনি ২৪৪/৮৫৮ সনে জন্ম গ্রহন করেন।[৩৯২] তিনি একজন প্রখ্যাত ক্বারী ও ব্যকরণবিদ ছিলেন। তিনি ছা'লাব ও আল-

---

[৩৮১] । *কাতামিশ ঃ ৯৫-৯৭।*

[৩৮২] । *আদ্‌দুররা আল-ফাখিরা ঃ ১/৮০,১০৪,২/৩৭৩,৪০৪।*

[৩৮৩] । *জামহারা ঃ ১/১৬৩,২/২৬৭।*

[৩৮৪] । *ময়দানী ঃ ভুমিকা : ময়দানী তাঁর গ্রন্থে ৬৫ স্থানে সংকলন করেছেন।*

[৩৮৫] । *ইসলামী বিশ্বকোষ ঃ ১৬/২/৬২৪।*

[৩৮৬] । *বুগয়াতুল ও'য়াত ঃ ২/২৬১।*

[৩৮৭] । *কাতামিশ ঃ ৯৭-৯৮।*

[৩৮৮] । *আল- ফিহ্‌রিস্ত ঃ ৭৫।*

[৩৮৯] । *মু'জামুল উদাবা ঃ ১৬/৩১৭।*

[৩৯০] । *আম্বাহুর রুয়াত ঃ ৩২৮।*

[৩৯১] । *বুগয়াতুল ও'য়াত ঃ ২২৬১।*

[৩৯২] । *ব্রুকলম্যান ঃ ২/২২০।*

Dhaka University Institutional Repository

মুবাররদের অন্যতম ছাত্র ছিলেন।[৩৯৩] খলীফা ও মন্ত্রীদের সাথে তাঁর খুব দহরম মহরম ছিল। তিনি চরিত্ ইতিহাস ও আয়্যামুন নাস কন্ঠস্থকারী ছিলেন।[৩৯৪] যুবায়দী তাঁর প্রশংসায় বলেন,

"নাফ্তাভিয়্যা সাহিত্যের পণ্ডিত, এবং নাকাইয জরীর ওয়াল ফরযদক ও যুররুম্মা সহ অন্যান্য কবির কবিতার হাফিয।"

তিনি হাদীছও রেওয়ায়েত করেছেন। তিনি ৩২৩/৯৩৫ সনে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।[৩৯৫]

কিতাবুল আমছালঃ নাফতাভিয়্যার একটি মাছাল সংকলন ছিল বলে ইবনু নদীম,[৩৯৬] য়াকূত,[৩৯৭] কাফাতী,[৩৯৮] এবং সুয়ূতী [৩৯৯] উল্লেখ করেছেন।

৩১. **ইবনুল 'আম্বারী** ঃ আবূ বকর মুহম্মদ ইবন কাসিম ইবন মুহম্মদ ইবন বাশ্‌শার আল- আম্বারী আবূ মুহম্মদ আল কাসিম ইবন মুহম্মদ ইবন বাশ্‌শার আল- আম্বাবীর পুত্র ও ছা'লাবের ছাত্র। তিনি ১১ রজব ২৩১/ ৩জানুয়ারী ৮৮৫ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা প্রচুর মান-সম্মানের অধিকারী ছিলেন। তিনি ঐতিহাসিক এবং ব্যাকরণবিদ ছিলেন।[৪০০] তিনি স্বহস্তে ছেলে আবূ বকরকে শিক্ষা প্রদান করেন।[৪০১]

আবু বকরের সূফীতত্ত্বের দিকে প্রবল ঝোঁক ছিল। জ্ঞান চর্চা এবং সাহিত্য সাধনা ছাড়া তাঁর কাছে আর কিছু ভাল লাগতো না। তিনি ভাষা,হাদীছ, তাফসীর এবং ইতিহাসে পারদর্শীতা অর্জন করেন। খলীফা রাযী বিল্লাহ (৩২২/৯৩৪-৩২৯/৯৪০) -এর খেলাফতের প্রথম দিকে তাঁকে 'আব্দুল ওয়াহিদ ইবন মুকতাদির বিল্লাহর (২৯৫/৯০৮-৩২০/৯৩২) গৃহ শিক্ষক নিয়োগ করেন। তাই তিনি ছাড়া আব্বাসীয় কোন খলীফার সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিলনা। তিনি ৩২৮/৯৩৯ সনে ইন্তিকাল করেন।[৪০২] তিনি অসাধারণ ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিন লক্ষ আরবী কবিতা কণ্ঠস্থ করেন। কথিত আছে তিনি সনদ সহ ১২০টি কুরআনের তাফসীরও কণ্ঠস্থ করেন যা সত্যিই এক বিরল ঘটনা।[৪০৩] আবূ বকর ইবনুল আম্বারী সমসাময়িক যুগে ভাষা ও সাহিত্যে সবচাইতে বড় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর

---

৩৯৩ । *আল-ফিহরিস্ত ঃ ৮১।*

৩৯৪ । *ইম্বাহুর রুয়াত ঃ ১/১৮১।*

৩৯৫ । *প্রাগুক্ত ঃ ১৮০।*

৩৯৬ । *আল-ফিহরিস্ত ঃ ৮২।*

৩৯৭ । *মু'জামুল উদাবা ঃ ১/১৭২।*

৩৯৮ । *ইম্বাহুর রুয়াত ঃ ১/১৮০।*

৩৯৯ । *বুগয়াতুল ও'য়াত ঃ ১/৪২৯।*

৪০০ । *যয়দান ঃ ২/২১১।*

৪০১ । *ব্রুকলম্যান ঃ ২/২১৪।*

৪০২ । *প্রাগুক্ত।*

৪০৩ । *যয়দানঃ ২/২১১।*

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থিত বুদ্ধি ও দ্রুত প্রশ্নোত্তর দানের বিষয়টি প্রবাদে পরিণত হয়।[৪০৪] যেকোন প্রশ্নের উত্তর তিনি সাথে সাথেই দিতে পারতেন। অধিকাংশ সময় কোন বিষয় খাতা বা বইতে না লিখে মুখস্থ রাখতে পারতেন।[৪০৫]

তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। নিম্নে তাঁর কয়েকটি উল্লেখ যোগ্য গ্রন্থের নাম প্রদান করা হলোঃ[৪০৬]

১. কিতাবুল আয্দাদ, ২. শরহুল মুফাদ্দলিয়াত ৩. শরহুল মু'আল্লাকাত ৪. কিতাবুল ইযাহ ৫. মুখতাছারু ফী যিকরি অলিফাত ৬. কিতাবুল মুযাক্কার ওয়াল মুওয়ান্নাছ ৭. আররদ্দু 'আলা মান খালীফা মাসাহিফ 'উছামান। ৮. শরহুল কাফী (এক হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত) ৯. গরীবুল হাদীছ (সাড়ে চার হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত)।

কিতাবুল আমছালঃ ইবনুল আম্বারী বিরচিত কিতাবুল আমছাল একটি অনবদ্য প্রবাদ সংকলন। গ্রন্থটি প্রকৃত নাম 'আয্যাহির ফী মা'আনী কালিমাতিন্নাস'। ডঃ হাতিম সালিহ্ গ্রন্থটির মূল্যবান আচোলনা সহ সম্পাদনা করেছেন। ১৩৯৯/১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে বাগদাদে প্রকাশিত হয়েছে। ইবনুল আম্বারী মাছালের গুরুত্ব এবং এ সম্পর্কে গ্রন্থ রচনার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে গ্রন্থটির ভূমিকায় সুন্দর একটি বক্তব্য তুলে ধরেছেন।

"মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহ মানুষের স্রষ্টা। স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং তাঁর নৈকট্য লাভের জন্যে মানুষ বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন বাক্যে ডাকে, দোয়া করে এবং তাসবীহ তাহলীল করে থাকে। অথচ তারা জানেনা তারা তাদের দোয়া এবং তাসবীহ তাহলীলে কি বলছে ? প্রভূর কাছে কি যাচঞা করছে। এছাড়া আরবদের প্রবাদ ও বাগধারার অর্থ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে আলিমগণের বিভিন্ন মতামত ব্যক্তকরার কারণে এর সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। বিধায় সাধারণ লোকজন এগুলো অনুধাবন করতে অক্ষম। এ বিষয়কে সামনে রেখে আমি মাছাল সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করব ইন্শা আল্লাহ।"[৪০৭]

ডঃ 'আব্দুল মজীদ কাতামিশ বলেন, গ্রন্থটি অন্যান্য মাছালগ্রন্থ যেমন- মুফাদ্দল ইবন সালামা; আবূ 'ইকরামা আদ্দব্বী ও মু'আররিজ আস্সদূসীর কিতাবুল আমছালের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় ওসব গ্রন্থ আকারে বড় হলেও এটি তথ্যের দিক থেকে সমৃদ্ধ।

এ গ্রন্থটিতে প্রচলিত ৮৩৪ টি মাছাল ও বাগধারা রয়েছে। পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলীর ন্যায় এ গ্রন্থটিতেও শব্দ সমূহের ব্যাখ্যা রয়েছে।[৪০৮]

ইবনুল আম্বারী স্বীয় মাছাল গ্রন্থে নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি বেশী গুরুত্ব দিয়েছেনঃ
ক. জন সাধারণের কথা ও প্রবাদের ব্যাখ্যা,
খ. সাধারণ লোকদের ব্যবহৃত শব্দাবলী এবং আরবী প্রবাদের প্রয়োজনীয় সংশোধন, অথবা
গ. এগুলোর ব্যাখ্যায় এবং অর্থের ভুলের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান।

---

[৪০৪] । *ইবন খল্লিকানঃ ৩/৪৬৩।*

[৪০৫] । *আল-ফিহরিস্তঃ ৭৫।*

[৪০৬] । *ব্রুকলম্যানঃ ২/২১৪ ও ২১৬;যয়দানঃ ২/২১১।*

[৪০৭] । *কিতাবুয্যাহির ঃ ভূমিকা।*

[৪০৮] । *কাতামিশ ঃ ৯৯ : মতান্তরে সর্বমোট মাছাল সংখ্যা ৮৯৬ টি. ইসলামী বিশ্বকোষ ঃ ১৬/২/৬২৫।*

Dhaka University Institutional Repository

এপ্রসঙ্গে তিনি নিম্নলিখিত বাক্যগুলো ব্যবহার করেছেন।

জনসাধারণে কথা এরকম , জনসাধারণ এরূপ বলে অথচ বিশুদ্ধ প্রয়োগ হলো এটা, 'জনসাধারণ এধরণের ভুল করেছে যার শুদ্ধরূপ হলে এই ' 'এরকম বলছে জনসাধারণ এর ব্যাখ্যায় ভুল করে '।

মাছাল এবং ভাযার বিভিন্ন গ্রন্থে ইবনুল আম্বরীর গ্রন্থে ব্যবহৃত বহু মাছাল, প্রচলিত শব্দ এবং এর ব্যাখ্যা সমূহ পাওয়া যায়। যেমন- আবূ হিলাল আল 'আসকারীর জামহারায়, আবূ 'উবায়দ আল-বাকরীর ফসলুল মাকালে এবং ইবন মন্‌যুরের লিসানুল আরব্ব ।[৪০৯]

৩২. আল-মুনযিরীঃ নাম আবুল ফযল মুহম্মদ ইবন আবী জা'ফর আল- মুন্‌যিরী আল- মরুযী অল- হারভী। তিনি আল-মুবাররদ, ছা'লাব ও আবুল হায়ছামের ছাত্র ছিলেন। তিনি পারস্যবাসী ছিলেন।[৪১০] তিনি ব্যাকরণবিদ, ভাযাবিদ ও লেখক ছিলেন। তিনি উস্তাদ আবুল হায়ছামের সান্নিধ্যে বহুদিন অতিবাহিত করেন। কাফাতীর মতে তিনি বর্ণনায় ছিকা রাভী ছিলেন। তাঁর ছাত্র[৪১১] তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ আত্‌তাহযীব তাঁর থেকে রেওয়ায়েত করেন।[৪১২] তিনি ৩২৯/৯৪০ সনে ইন্‌তিকাল করেন।

কিতাবুল আমছালঃ মুনযিরীর মাছাল সংকলনটির নাম 'যিয়াদাত আমছালি আবূ 'উবায়দা'। য়াকূত তাঁর এ গ্রন্থটির উল্লেখ করেছেন।[৪১৩] তাঁর ছাত্র আযহারী তাহযীব গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেন, 'আমি আবূ 'উবায়দের কিতাবুল আমছালটি আমার উস্তাদ আবুল মুন্‌যিরের কাছে পাঠ করি'। তিনি দাবী করেন যে তিনি এ গ্রন্থটি আবুল হায়ছামের কাছেও পাঠ করেছেন। আল-মুনযিরী এ গ্রন্থে অনেক কিছু সংযোজন করেন। আমি এ সংযোজিত গ্রন্থটিও শুনেছি।[৪১৪]

ময়দানী আরো স্পষ্ট করে বলেন, এ মাছালটি আল- মুন্‌যিরী বর্ণনা করেন।[৪১৫] তিনি বলেন আমি তার লেখা মাছালই পেয়েছি।[৪১৬] এ ছাড়া তিনি আরো নয় স্থানে এ গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করেন।[৪১৭]

৩৩. আল-কুম্মীঃ নাম আহমদ ইবন ইব্‌রাহীম ইবন সামকা আল-কুম্মী। তিনি ব্যাকরণবিদ ও অভিধান বিশেযজ্ঞ ছিলেন। অত্যন্ত সম্মানী ও সমসাময়িক যুগের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি উত্তম গ্রন্থের প্রণেতাও। তিনি ৩৫/৯৬১ সনের মাঝা মাঝিতে ইন্‌তিকাল করেন।[৪১৮]

---

[৪০৯] । *কাতামিশ ঃ ১০০।*

[৪১০] । *ব্রুকলম্যান ঃ ২/২৩৮।*

[৪১১] । *তাঁর ছাত্রেরনাম আবূ মনসূর আল- আযহারী, য়াকূত ঃ ১৮/৯৯।*

[৪১২] । *ইম্বাহুর রুওয়াত ঃ ৩/৭১।*

[৪১৩] । *মু'জামুল উদাবা ঃ ১৮/১০০।*

[৪১৪] । *কাতামিশ ঃ ১০১।*

[৪১৫] । *ময়দানী ঃ ১/৮৬।*

[৪১৬] । *প্রাগুক্ত ঃ ১/৩০৫।*

[৪১৭] । *প্রাগুক্ত ঃ ১/৬৩.৮৭.৫০১.৬১৬.২/১০.৬০.৬২.৩১২৩.৪৫৫।*

Dhaka University Institutional Repository

কিতাবুল আমছালঃ তাঁর মাছাল সংকলনটির নাম জামিউ'ল আমছাল। কাফাতী,[৪১৯] সুয়ূতী,[৪২০] ছা'আলিবী,[৪২১] তাঁর এ গ্রন্থটির উল্লেখ করেন। সুয়ূতী আল মযুহির গ্রন্থে তাঁর অনেক সুদীর্ঘ বাক্য সংকলন করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে কুম্মীর ভাষ্যসহ একটি বড় কিতাবুল আমছাল ছিল।[৪২২]

৩৪. হাম্যাহ আল-ইস্পাহানী ঃ নাম হামযাহ ইবন হাসান আল- ইস্পাহানী। হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর শুরুতে বাগদাদে অবস্থান করেন। তিনি মুলতঃ ইস্পাহানী। তিনি অনারবদের সমর্থক ছিলেন। ফারসী বিষয়ের উপরে তার অধিকাংশ রচনা।[৪২৩]

তিনি বাগদাদের বড় বড় পণ্ডিতদের কাছে লেখা পড়া করেন। তিনি ছিলেন স্বভাবজাত অভিজ্ঞ লেখক।[৪২৪] এজন্যে ইবনু নদীম[৪২৫] ও কাফাতী[৪২৬] তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি ৩৫১/৯৬২ সনে ইন্তিকাল করেন।[৪২৭]

তাঁর প্রখ্যাত কয়েকটি গ্রন্থ হলোঃ

১. কিতাবুল আমছাল ২. কিতাবু তারীখ সন্নাই মুলূকিল আরয ওয়াল আম্বিয়া ও ৩. কিতাবুল খাসাইস ওয়াল মুওয়াযানা বায়নাল 'আরাবিয়্যা: ওয়াল ফারসিয়্যা:।

কিতাবুল আমছাল ঃ তাঁর মাছাল গ্রন্থটির নাম 'আদ্দুররা আল- ফাখিরা ফি আমছালিস্সাইরা' অথবা 'কিতাবুল আমছাল 'আলা আফ'আলু মিন'[৪২৮]। গ্রন্থটি বহু মাছাল ও মাছালের উৎসের সংকলন। হামযাহ এ গ্রন্থের শুরুতে একটি মূল্যবান ভূমিকা উপস্থাপন করেছেন। তিনি এর বিষয়বস্তু বিভিন্ন অভিধানে আফ'আলু মিন জাতীয় মাছালের ব্যবহার ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ইতিপূর্বে এজাতীয় মাছাল যারা সংকলন করেছেন তাঁদের এবং তাদের মাছাল সংকলনের বর্ণনা দিয়েছেন। এর পর আফ'আলুৎ তা'আজ্জব (আশচর্যবোধক ক্রিয়া) ও ইসম তাফযীলের গঠন প্রক্রিয়ায় ব্যাকরণবিদদের বিভিন্ন মতামতও উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে আরবী ভাষা ব্যাপক তাই একে ব্যাকরণবিদদের নিয়ম নীতির সীমায় আবদ্ধ করা ঠিক নয়। তা ছাড়া অনেক ভাষাবিদ এ বিষয় গুলোকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বহু মাছাল এবং আরবদের উক্তি উল্লেখ করেছেন। যাতে ব্যাকরণগত

---

[৪১৮]। *ইম্বাহুর রুয়াত ঃ ১/১৯।*

[৪১৯]। *প্রাগুক্তঃ১/২৯*

[৪২০]। *আল-মুযহিরঃ ১/৪৯৪.৫০১.৫০৩।*

[৪২১]। *ছাআ'লিবীঃ আত্তামছীল ওয়াল মুহাযারাতঃ ২৪।*

[৪২২]। *আল-মুযহিরঃ ১/৪৯৪.৫০১.৫০৩।*

[৪২৩]। *কাতামিশঃ ১০২।*

[৪২৪]। *যয়দানঃ ২/৩৬৫।*

[৪২৫]। *আলফিহ্রিসতঃ ১৩৯।*

[৪২৬]। *ইম্বাহুর রুয়াতঃ ১/৩৫৫।*

[৪২৭]। *আদ্দুররা আল- ফাখিরাঃ ভূমিকা।*

[৪২৮]। *ইসলামী বিশ্বকোষঃ ১৬/১ /৬২৫।*

Dhaka University Institutional Repository

ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও আলিমগণ এগুলোকে গ্রহণ করেছেন। আরবের সিংহভাগ মাছাল জীবজন্তু সংক্রান্ত এ বিষয়টিকে তিনি দ্ব্যর্থ কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। দেশ-স্থান-কাল-পাত্র এবং জাতি ও গোত্র ভেদে মাছালগুলোকে আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন

তিনি মাছালগুলোকে ৩০টি অধ্যায়ে বিন্যাস্ত করেছেন। ২৮ অধ্যায়ে মাছালগুলোকে বর্ণানুক্রমিক ও সংখ্যানুক্রমিক উল্লেখ করেছেন। ২৯ তম অধ্যায়ে মুত্তয়াল্লাদ মাছাল উল্লেখ করেছেন। চাই সেটা গদ্যে অথবা পদ্যে হোকনা কেন। ৩০ তম অধ্যায়ে যে সব আরবী বাক্য মাছাল হিসেবে প্রচলিত তা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ উপনাম, ইবন ও দ্বিবচন দিয়ে যে সব মাছাল আছে তা তিনটি আলাদা পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন। পরিশেষে তিনি আরবের মরু অঞ্চলের কিছু কাল্পনিক গল্প উল্লেখ করেছেন।

তিনি আরবী মাছালগুলো বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস্ত করার চেষ্টা করেছেন যদিও সকল মাছালে এ ক্রমিক ঠিক রাখা সম্ভব হয়নি। এরপর তিনি যে সব মাছালের ব্যাখ্যার প্রয়োজন সেগুলো ব্যাখ্যা করেছেন।[৪২৯]

তিনি প্রতিটি মাছালের শেষে কোন মাছালটি প্রাচীন,[৪৩০] কোনটি ইসলামী,[৪৩১] কোনটি মুত্তয়াল্লাদ,[৪৩২] কোনটি কোন অধিবাসীর [৪৩৩] এবং কোনটি কোন গোত্রের [৪৩৪]সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি ফারসী ভাষা ও সাহিত্যেও পন্ডিত ছিলেন। তার এ পান্ডিত্য মাছালের ব্যাখ্যায় প্রতিভাত হয়েছে। [৪৩৫]

গ্রন্থটিতে ১৩০০ টি প্রাচীন,জাহিলী ও ইসলামী মাছাল এবং ৫০০ মুওয়াল্লাদ মাছাল রয়েছে। তাঁর এ গ্রন্থটিকে অনুসরণ করেছেন আবূ হিলাল আল-'আসকারী। তিনি আরবী মাছাল উল্লেখ করার পর "الأمثال المضروبة في التناهي والمبالغة"শিরোনামে প্রতিটি অধ্যায়ের পর আফ'আলু মিন জাতীয় মাছালগুলো উল্লেখ করেছেন। ময়দানী আরবী মাছাল উল্লেখের পর "ما جاء على هذا الباب" শিরোনামের অধীনে এ গ্রন্থ হতে 'আফ'আলু মিন' জাতীয় মাছাল সংকলন করেছেন। তিনি স্বীয় 'মাজমা'উল আমছালের' ভূমিকায় স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। আয্‌যমখশরী স্বীয় 'আল-মুসতাক্সা ফী আমছালিল আরব' ও 'আদ্‌দুররা আল- ফাখিরার' মাঝে তুলনা করে লিখেছেন কিন্তু তিনি একথা কোথাও স্পষ্ট করে উল্লেখ করেননি। গ্রন্থটি 'আব্দুল মজীদ কাতামিশের সম্পাদনায় কায়রো থেকে ১৩৯১-২/১৯৭১-২সনে দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয়।[৪৩৬]

৩৫. আবূ 'আলী আল-কালীঃ আবূ 'আলী আল-কালী ২৮৮/৯০১ সনে আরমেনিয়ায় জন্মগ্রহন করেন। ৩০৩/৯১৫ সনে বাগদাদে গমন করেন। যুগের প্রখ্যাত আলিমদের কাছে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ৩২৮/৯২৯ সন

---

[৪২৯] । আদ্‌দুররা আল-ফাখিয়া, ভূমিকা।

[৪৩০] । প্রাগুক্ত : মাছাল নং - ৫২ ও ৬২৪।

[৪৩১] । প্রাগুক্ত : মাছাল নং- ৪৮৯।

[৪৩২] । প্রাগুক্ত : মাছাল নং- ২৩, ২৬, ৮২ ও ২০৭।

[৪৩৩] । প্রাগুক্ত : মাছাল নং- ১১৫, ২২৩, ৩৩৯, ৩৯৬, ৪৪২, ৬১৬, ৬১৭, ৬২৩ ও ৭১১।

[৪৩৪] । প্রাগুক্ত : মাছাল নং- ২২৬, ৫৫৭, ৫৫৯, ৫৬২, ৬৮৫, ৬৮৬ ও ৭১৫।

[৪৩৫] । প্রাগুক্ত : মাছাল নং- ২০, ২২৬, ৩০৫ ও ৪৮৬।

[৪৩৬] । ইসলামী বিশ্বকোষ : ১৬/২,/৬২৫।

Dhaka University Institutional Repository

পর্যন্ত বাগদাদে অবস্থান করেন।৩৩০/৯৪২সনে তিনি কর্ডোভায় চলেযান। ৩৫৬/৯৬৫ সনে তিনি ইন্‌তিকাল করেন।[৪৩৭]

কিতাবুল আমছালঃ আল-কালীর মাছাল সংকলনটির নাম 'কিতাব আফ'আলু মিন কাযা'। শ্রেণীকক্ষে বক্তব্যর সময় তাঁর ছাত্রগণ কর্তৃক গৃহীত নোটে সর্বমোট ৩৬৩টি মাছাল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এতে। এগুলো আফ'আলু মিন কাযা এর ওযনে অবিন্যস্তভাবে সংকলিত । গ্রন্থটি ১৩৪৪/১৯২৬ সনে কায়রোতে প্রথম প্রকাশিত হয়। মুহম্মদ আল-ফাযিল ইবন আশুরের সম্পাদনায় ১৩৯২/১৯৭২ সনে তিউনিস থেকেও প্রকাশিত হয়।[৪৩৮]

৩৬. আল-ইস্‌তাখ্‌রী ঃ ইস্‌তাখ্‌রীর একটি মাছাল সংকলন আছে বলে শুধু ময়দানী উল্লেখ করেছেন।[৪৩৯] তিনি এ প্রসংগে বলেন, আমি জীবনী গ্রন্থাবলীতে বহু অনুসন্ধান করেছি। কিন্তু তাঁর নাম বা তাকে এ উপাধী প্রদানকারী কে ? তাকে পাইনি।[৪৪০] সীরাত গ্রন্থাবলীতে বহু ইসতাখরী আছে কিন্তু তাঁর সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা গেল না।[৪৪১]

৩৭. 'আসকারী ঃ নাম আবূ আহমদ হাসান ইবন আব্‌দিল্লাহ ইবন সা'ঈদ আল-'আসকারী। 'আসকার মুকাররমের' দিকে সম্পর্কিত করে তাঁকে 'আসকারী বলা হয়। তিনি ইতিহাস ও কিংবদন্তির পণ্ডিত ছিলেন।[৪৪২] উত্তম রচনার জন্যেও তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[৪৪৩] তাঁর শিষ্যদের অনেকেই বড় বড় বিদ্যান ছিলেন।[৪৪৪] তন্মধ্যে ভাগ্নে আবূ হিলাল আল-'আসকারী অন্যতম। ইবন খল্লিকান বলেন, তিনি সাহিত্য ও হিফযের ইমাম এবং ইতিহাস ও কিংবদন্তির পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর অনেক উপকারী গ্রন্থ রয়েছে।[৪৪৫] যার মধ্যে কিতাবুত্ তামহীক ওয়াত তাহরীক' ও 'কিতাবুয-যাওয়াজির ওয়াল মাওয়াইয' অন্যতম।[৪৪৬]

কিতাবুল আমছাল ঃ তাঁর মাছাল সংকলনটির নাম 'আল-হিকাম ওয়াল আমছল'[৪৪৭] য়াকূত,[৪৪৮] কাফাতী,[৪৪৯] ইবন খল্লিকান[৪৫০] ও সুয়ূতী[৪৫১] এঁরা সবাই এ গ্রন্থটির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় গ্রন্থটি বিনষ্ট হয়ে গেছে।

---

৪৩৭ । *প্রাগুক্ত ।*

৪৩৮ । *আবিদীন ঃ ২০৮ ।*

৪৩৯ । *ময়দানী ঃ ১/৪৬৫ ।*

৪৪০ । *ইবন খল্লিকান ঃ ১/১২৯;তারীখ বাগদাদ ঃ ১০/১৩৪ : আস-সাম'আনী ঃ আল-আনসাব, হাযদরাবাদ ,১৯৬২,১/২৮৬-৮৮ ; য়াকূত ঃ মু'জামুল বুলদান, (ইস্‌তাখার)।*

৪৪১ । *কাতামিশ ঃ ১০৬*

৪৪২ । *যয়দান ঃ ২/৩৫৩ ।*

৪৪৩ । *মু'জামুল দাবাঃ ৮/২৩৬ ।*

৪৪৪ । *প্রাগুক্ত ।*

৪৪৫ । *ইবন খল্লিকানঃ ১/৩৬৪ ।*

৪৪৬ । *যয়দানঃ ২/৩৫৪ ।*

৪৪৭ । *প্রাগুক্ত ।*

Dhaka University Institutional Repository

জামহারায় বহু মাছালের ব্যাখ্যায় আবু আহমদের মতামত পাওয়া যায়। গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি মিসরের যকীপাশা লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে বলে জুরজী যয়দান উল্লেখ করেনে।[৪৫২]

৩৮. আস-সাহিব ইবন 'আব্বাদঃ নাম আবুল কাসিম ইসমা'ঈল ইবন-'আববাদ ইবনিল 'আব্বাস। তিনি মুঈদুদদৌলার (মৃ-৩৭৩/৯৮৩) সাহচর্যে শৈশবকাল কাটান বলে তিনি আস্সাহিব বা সাথী নামে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি ইস্তাখারে মতান্তরে তালিকানে ৩২৪/৯৩৬ সনে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রুকনুদ্ দৌলা ও আযদুদ্দৌলার কাতিব ছিলেন। আস্সাহিব পিতার সঙ্গে 'রিয়ে' অবস্থান করতেন। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দীক্ষা তিনি পিতার কাছেই পান। বাগদাদে তিনি তাঁর লেখাপড়া সমাপ্ত করেন। তিনি বুওয়ায়হ-এর আঠারো বছর মন্ত্রী ছিলেন। যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের কাছে তিনি লেখাপড়া করেন। তিনি কবি এবং বড় লেখকও ছিলেন। তিনি ৩৮৫/৯৯৫ সনে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর গ্রন্থাবলীর অন্যতম হলোঃ

১. কিতাবুল মুহীত ২. দীওয়ানুশশি'র ৩. আল-ইক্না ৪. আল-কাশফ 'আন মাসাভী শি'রিল মুতানাব্বী ৫. আল-মান্যুমাতুল ফরীদা: ও ৬. আস্-সফীনা।[৪৫৩]

কিতাবুল আমছালঃ তার মাছাল সংকলনটির নাম 'আল-আমছালুস সাইরা মিন শি'রিল মুতানাব্বী' তিনি মুতানাব্বীর কবিতা হতে সংকলন করে গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটি ১৩৭০/১৯৫০ সনে বৈরুতে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির ভায্য লিখেন যুহদী য়াকুন।[৪৫৪]

৩৯. আল-খালি' ঃ নাম হুসায়ন ইবন মুহম্মদ আররাফিকী। তিনি আল-খালি' হিসেবেই পরিচিতি লাভ করেন। সাহিত্য, ব্যাকরণ এবং ভাষাতত্ত্বের গুরু ছিলেন। তিনি কবিও ছিলেন। তাঁর অনেক কবিতা রয়েছে। তৎকালীন বড় বড় পণ্ডিতের কাছে বিদ্যার্জন করেন।[৪৫৫] তিনি ৩৮৮/৯৯৮ সনে ইন্তিকাল করেন।

কিতাবুল আমছাল ঃ তাঁর একটি মাছাল সংকলন আছে। য়াকূত[৪৫৬] ও সুয়ূতী[৪৫৭] এ গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করেছেন। তবে মাছাল সংকলনে এর কোন উল্লেখ পাওয়া যায়না।[৪৫৮]

---

৪৪৮ । *মু'জামুল উদাবাঃ ৮/২৩৬।*

৪৪৯ । *ইম্বাহুর রুয়াতঃ ১/৩১২।*

৪৫০ । *ইবন খল্লিকানঃ ১/৩৬৫।*

৪৫১ । *বুগয়াতল ও'য়াতঃ ১/৫০৬*

৪৫২ । *যয়দানঃ ২/৩৫৪।*

৪৫৩ । *ব্রুকলম্যানঃ ২/২৬৮-৭০।*

৪৫৪ । *প্রাগুক্তঃ ২৭০।*

৪৫৫ । *তাঁর শিক্ষদের মধ্যে আবূ 'আলী আল- ফারসী ও -আস্সয়রাফী অন্যতম। য়াকূতঃ ১০/১৫৫।*

৪৫৬ । *প্রাগুক্ত।*

৪৫৭ । *বুগয়াতুল ও'য়াতঃ ১/৫৩৮।*

৪৫৮ । *কাতামিশঃ ১০৭।*

Dhaka University Institutional Repository

৪০. আলগন্‌দাজানী ঃ আবুন্‌নাদা মুহম্মদ ইবন আহমদ আল গন্‌দাজানী। তিনি হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর একজন বিজ্ঞ পন্ডিত। আবু সা'ঈদ আস সয়রাফী[৪৫৯] সহ সমসাময়িক যুগের বহু উস্তাদের কাছে পাঠ গ্রহণ করেন।[৪৬০] য়াকূত তাঁর সম্পর্কে বলেন, এ ব্যক্তি মরু অঞ্চলে তাবু বাসীদের কাছে চলে যান। সেখান থেকে তিনি আরবের জ্ঞান আহরণ করেন।[৪৬১] জীবনী গ্রন্থাকারগণ তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে কোন কিছু লিখেননি।[৪৬২]

কিতাবুল আমছাল ঃ তাঁর একটি মাছাল সংকলন আছে বলে ময়দানী দাবী করেছেন। তিনি এ সম্পর্কে বলেন, এ মাছালের ব্যাপারে আবুন্‌নাদা এরকম বর্ণনা করেছেন।[৪৬৩] তিনি আরো বলেন, আবুন্‌নাদা এ মাছালের বিষয়ে বলেন,[৪৬৪] তিনি আরো দশ স্থানে তাঁর থেকে সংকলন করেছেন।[৪৬৫] ময়দানী এবং 'আসকারীর একটি বাক্য ব্যতীত আর কেউ আবুন্‌নাদার কথা কিছু বলেননি।[৪৬৬]

---

[৪৫৯] । নাম আবূ সা'ঈদ আল হাসান ইবন আব্‌দুল্লাহ আল-মরযুবানী আস্‌সয়রাফী । তিনি ২৮৪ / ৮৯৫ সনে জন্ম গ্রহন করেন। তার মাতা দুনিয়া বিমুখ ছিলেন। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লোকজন সব সময় তাঁর কাছে ভীড় জমাতো। তিনি মু'তাযিলী ছিলেন। বাগদাদে বসবাস করতেন। তিনি ৩৬৮ / ৯৭৯ সনে ইন্‌তিকাল করেন। ফিকহুললুঘা ঃ ২৩।

[৪৬০] । ইম্বাহুর রুয়াত ঃ ৪ / ১৮১।

[৪৬১] । মু'জামুল উদাবা ঃ ১ / ১৫৯।

[৪৬২] । কাতামিশ ঃ ১০৭।

[৪৬৩] । ময়দানী ঃ ১/১০৩।

[৪৬৪] । প্রাগুক্ত ঃ ২/৯৬।

[৪৬৫] । প্রাগুক্ত ঃ ১/২৬০. ৩৭৭. ৪৭৯, ৫৩৫, ৫৯০. ৬১০. ২/১০. ২৩, ৯৪. ১৫৪।

[৪৬৬] । জামহারা ঃ ২/১৩২।

Dhaka University Institutional Repository

৪১. **আবূ হিলাল আল-'আসকারী ঃ** নাম আবূ হিলাল হাসান ইবন 'আব্দুল্লাহ ইবন সাহল ইবন সা'ঈদ ইবন য়াহইয়া ইবন মিহরান আল-'আসকারী। তিনি পারস্যের কুরু আহওয়াযের অন্তর্ভূক্ত 'আসকার মুকরিমের জন্ম গ্রহণ করেন। এরপর তিনি বাগদাদ ও বসরায় গমন করেন।[৪৬৭]

'আসকারী ছিলেন ভাষাবিদ পন্ডিত। কাফাতী ইম্বাহুর রুয়াত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'আসকারী একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যবসা ব্যপদেশে তিনি দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ান। এবং তথাকার প্রসিদ্ধ পন্ডিতদের কাছে জ্ঞান আহরণ করেন। অতঃপর ব্যবসা কেন্দ্র 'আসকারে ফিরে আসেন। কিন্তু এ ব্যবসা কার্য তাকে গ্রন্থ রচনা থেকে বিরত রাখতে পারেনি।
তার শিক্ষকদের মধ্যে তার মামা আবু আহমদ 'আসকারী (২৯৩/৯০৫-৩৮২/৯৯২) অন্যতম। 'আসকারী মামার সান্নিধ্যে বহুদিন অতিবাহিত করেন এবং তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। জামহারাতুল আমছাল ও দিওয়ানুল মা'আনী গ্রন্থদ্বয়ে তার মামা থেকে গৃহিত বহু রেওয়ায়েতের উল্লেখ করেছেন। আল-বাখরাযী (৪৬৭/১০৭৫) বলেন এপন্ডিত ব্যাক্তি বাজারে যেতেন পণ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করতেন। এতদসত্ত্বেও সাহিত্যিক হিসেবে তার মর্যাদা সামান্যতম ক্ষুন্ন হয়নি। য়াকূত বলেন, লোভ থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখার জন্য তিনি কাপড়ের ব্যবসা করতেন।[৪৬৮]

আবূ হিলাল আল-'আসকারী বহু জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্রে গমন করেন এবং সেখানে নানা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। উত্তম গ্রন্থ রচনার জন্যে তিনি প্রসিদ্ধী লাভ করেন।[৪৬৯] তার কিছু গ্রন্থের নাম নিম্নে প্রদান করা হলো।[৪৭০]

১.কিতাবুস্ সনা'আতায়ন ২.কিতাবুল মসূন ৩.কিতাবুল মু'জাম ৪.কিতাবুল আওয়াইল ৫.কিতাবুয্ যাওয়াজির ওয়াল মাওয়াইয ৬. আল-ফুরুকু ফিল্লুঘা ৭.আন্নাওয়াদির ফিল্লুঘা ৮.কিতাবুল কুরামা ৯.আল-হিচ্ছু আলা তলবিল ইলম ১০.আত-তালখীছ ১১.আল-মুআররাব 'আনিল মাঘরিব ১২.তাফসীরুল কুরআন ১৩.মাহাসিনুন নছর ওয়ান নাযম ১৪.সন'আতুল কালাম ১৫.শরহুল ফসীহ ১৬. কিতাবুদ্দীনার ওয়াদ্ দিরহাম। য়াকূতের মতে তিনি ৩৯৫/১০০৪ সনে ইন্তিকাল করেন।[৪৭১] কাফাতীর মতে ৪০০/১০০৯ সনের পরেও তিনি জীবিত ছিলেন।[৪৭২]

জামহারাতুল আ মছাল ঃ আবূ হিলাল আল 'আসকারী বিরচিত জামহারাতুল আমছাল মাছাল সাহিত্যের একটি অনবদ্য মৌলিক গ্রন্থ। আরবী মৌলিক মাছালগুলো স্থান পেয়েছে এতে। গ্রন্থটি লেখা সমাপ্ত হয় ৩৯৫হিঃ সনের ১০ শা'বান বুধবার।[৪৭৩] ১৩০৭/১৮৮৯ সনে ভারতের বোম্বে থেকে এবং ১৩১০/১৮৯২ সনে মাজমা'উল আমছালের কিনারায় মিসরের খায়রিয়া ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হয়।[৪৭৪] পুনরায় ১৩৮৪/১৯৬৪ সনে কায়রোর Modern Arabic Foundation দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

---

[৪৬৭] । ডঃ 'আব্দুল কাদির হুময়ন ঃ আল-মুখতাসার ফী তারীখিল বালাঘা, বৈরুত ১মসং-১৪০২/১৯৮২, পৃষ্ঠা ১০১।

[৪৬৮] । জামহারা ঃ ভূমিকা।

[৪৬৯] । ইম্বাহুর রুয়াতঃ ৪/১৮৩।

[৪৭০] । ডঃ 'আব্দুল হামীদ শুলকানীঃ মাছাদিরুল লুঘা, রিয়াদ, ১৪০০/১৯৮০, পৃ-২০৬ঃ ব্রকলম্যান: ২/২৫৩-৫৫।

[৪৭১] । প্রাগুক্তঃ২/২৫২।

[৪৭২] । য়াকূতঃ ১৬/২৬৪।

[৪৭৩] । মু'জামুল উদাবা ঃ ১৬/২৬৪।

[৪৭৪] । ইম্বাহুর রুয়াত ঃ ৪/১৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

এ গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ মুহাম্মদ আবুল ফযল ইব্রাহীম ও ডঃ 'আব্দুল মজীদ কাতামিশ কর্তৃক প্রয়োজনীয় মূল্যবান পাদটীকা ও সূচীসহ লেবাননের বৈরুত থেকে ১৪০৯/১৯৮৮ সনে প্রকাশিত হয়।[৪৭৫]

আল-আসকারীর জামহারাতুল আমছাল একটি উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপুর্ণ গ্রন্থ। আরবী সাহিত্যে মাছালের স্থান অনেক উর্ধ্বে, তিনি ভূমিকাতে একথাটি খুব জোর দিয়ে বলেছেন। এবং এর প্রভাব ও গ্রহনযোগ্যতা সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। আরবগণ মাছালের মূল্য এবং এর স্থান সম্পর্কে অবগত ছিলেন তাই তারা শক্তিশালী পদ্যের মাধ্যমে এগুলোকে ব্যক্ত করতে প্রয়াস পেয়েছেন যাতে এর প্রচলন ও ব্যবহার সহজ হয়।[৪৭৬] তাঁর মতে মাছাল আরবদের ব্যবহৃত অন্যান্য বাক্যের মত নয়। কেননা এগুলোর অর্থ ও ভাব উদ্ধার খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। মাছালের দুর্লভ শব্দ, উৎস এবং যে উদ্দেশ্যে মাছালের ব্যবহার এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ছাড়া মাছাল বুঝা কষ্ট সাধ্য।

তিনি এ গ্রন্থে মাছালগুলো বর্ণানুক্রমিক বিন্যস্ত করেছেন। যাতে মাছাল সংগ্রাহক, গবেষ ক ও পাঠকদের পক্ষে প্রয়োজনীয় মাছাল সহজে বের করা সম্ভব হয় এ গ্রন্থে হামযা আল- ইস্পাহানীর মাছালগুলো উল্লেখ করেছেন এবং মাছালের উৎপত্তি, উদ্দেশ্য ও অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। 'মাছাল অপরিবর্তনীয়, যেভাবে এর প্রচলন হয়েছে হুবহু তাই বর্ণনা করতে হবে' একথা দিয়ে ভূমিকার ইতি টেনেছেন। আল-'আসকারী স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখিত মাছাল গুলো উনত্রিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। আরবী বর্ণের ক্রমানুসারে আটাশটি এবং ৴ বর্ণ দিয়ে একটি এ মোট উনত্রিশটি অধ্যায়ে মাছালগুলো উল্লেখ করেছেন।

তিনি অধ্যায়ের শিরোনামের পর পরই সূচীপত্রের মত সমস্ত মাছাল উল্লেখ করেছেন। 'আফ'আলু মিন' জাতীয় মাছালগুলো 'আল-আমছালুল মায্রুবা: ফিলমুবালাগা: ওয়ত্তানাহী (الأمثال المضروبة في المبالغة و التناهي) শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করেছেন। এরপর বর্ণিত অধ্যায়ে মাছালগুলোর মধ্যে যে গুলোর ব্যাখ্যা প্রয়োজন সেগুলোর ব্যাখ্যা করেছেন। মাছালগুলোর আবার বর্ণানুক্রমিক সূচী দিয়েছেন। সবশেষে তিনি আধুনিককালের নির্ঘন্টের ন্যায় একটি বিষয় নিঘণ্ট সংযোজন করেছেন' যাতে স্থান পেয়েছেঃ

১. সূচী।
২. ভাষ্য।
৩. কবিতা।
৪. রাজায (ছন্দ কবিতা)।
৫. নাম।
৬. জাতি ও গোত্র।

গ্রন্থটি আকারে বড় হওয়ায় দু'খণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডের মাছাল সংখ্যা ১১১১টি এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৮৯। দ্বিতীয় খণ্ডের মাছাল সংখ্যা ১৯৭৬টি এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬২২টি। উভয় খণ্ডের সর্বমোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২২১ এবং মাছাল সংখ্যা ৩০৮৭। এর মধ্যে ৮০০ টি মাছাল 'আফ'আলু মিন' জাতীয়। তিনি সর্বমোট ১৯৭২টি মাছালের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। বাকী গুলোর ভাবার্থ স্পষ্ট থাকায় সেগুলোর ব্যাখ্যা দেননি।

---

[৪৭৫] ।ইসলামী বিশ্বকোষ : ৩/১০৮: ১৬৫ /৬২৫।

[৪৭৬] । কাতামিশ : ১০৯।

Dhaka University Institutional Repository

আল'আসকারী বহু কষ্ট স্বীকার করে মাছালের উৎস, উদ্দেশ্য এবং সর্বপ্রথম এর প্রবক্তা কে তারও বর্ণনা দিয়েছেন। এছাড়া ভাষা এবং ব্যাকরণের প্রতিও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[৪৭৭] আল- 'আসকারী শুধু মাছাল সংগ্রাহকই ছিলেন না তিনি একজন বড় সাহিত্যিক, বৈয়াকরণ, অলংকার শাস্ত্রবিদ এবং সফল সমালোচকও ছিলেন। তিনি অনেক মাছালের টীকা-টিপ্পনী-ছাড়াও সমালোচনা সংক্রান্ত মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি মাছালের যে সব দিক সমালোচনা করেছেন তাহলো শব্দের সৌন্দর্য-অসৌন্দর্য, অর্থের উত্তম ও নিম্নমান এবং ভুল ও শুদ্ধ। এগুলো তাঁর গ্রন্থকে মাছালের অন্যান্য গ্রন্থ হতে আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেছে।

যে সব কবিতা মাছাল হিসেবে প্রচলিত তাও এগ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। বিরল শব্দের ব্যাখ্যায় যে সেব কবিতা উক্তি আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে সেগুলোর প্রতিও তিনি গভীর দৃষ্টি রেখেছেন। তিনি অধিকহারে কবিতা দিয়ে উদাহরণ দিয়েছেন। কুরআন, হাদীছ এবং 'আছার সমূহ দ্বারাও উদাহরণ পেশ করেছেন।

তাঁর গ্রন্থটি আরেকটি কারণে প্রশংসার দাবীদার তাহলোঃ তিনি একটি মাছালর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনুরূপ আরো মাছালের অবতারণা করেছেন চাই সেগুলো গদ্য মাছাল হোক অথবা পদ্য মাছাল।[৪৭৮] ফার্সী ভাষাতেও আল 'আসকারীর বিরাট পাণ্ডিত্য ছিল। এগ্রন্থে তিনি তার নমুনার স্বাক্ষর রেখেছেন। এগ্রন্থে তিনি বহু ফার্সী মাছাল উপস্থাপন করেছেন। সেগুলোর কোনটি আরবীতে রূপান্তরিত আবার কোনটি ফার্সীতে হুবহু বর্ণিত। তিনি এগুলো এবং আরবীর সাথে মিল রয়েছে এমন মাছালের তুলনা করেছেন। ফার্সী মাছালের যেসব শব্দ আরবীতে রূপান্তরিত[৪৭৯] সেখানে তিনি বলেছেন যে, আরব ও পারস্যে প্রচলিত অধিকাংশ মাছলের মধ্যে সামঞ্জস্য বিদ্যমান রয়েছে। তবে কোন কোন মাছাল সম্পর্কে তিনি ভিন্নমত পোষন করেছেন।[৪৮০] আল-'আসকারী তাঁর গ্রন্থের মাছালগুলোর কোনটি প্রাচীন,[৪৮১] কোনটি মুওয়াল্লাদ,[৪৮২] কোনটি আধুনিক,[৪৮৩] কোনটি লোগোক্তি এবং কোনটি প্রচলিত কথা[৪৮৪] এগুলো ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

মাছালের ব্যাখ্যায় তিনি নিজস্ব মতামত ব্যাক্ত করেছেন। তাঁর পূর্বসূরী পণ্ডিতদের থেকে গৃহীত রেওয়ায়েত সম্পর্কে তিনি একমত হতে পারেননি।[৪৮৫] এতে তাঁর স্বাধীন চিন্তার প্রমাণ মেলে। তিনি বিভিন্ন রেওয়ায়েতের মাঝে তুলনা করে একটিকে অপরটির প্রতি প্রাধান্য দিয়েছেন।[৪৮৬]

---

[৪৭৭] । *জামহারা ঃ ১/৫৬.৬৬.৭৮.১১৭.১২৮,১৭১-১৭৪,১৯৬,৩৮৩.৪২০.৫৬৪ ও ৫৬৯।*

[৪৭৮] । *প্রাগুক্ত ঃ ১/১৭৯.৩১৫.৩১৬.২/২৩৬.২৩৭.২৮১ ও ২৮২।*

[৪৭৯] । *প্রাগুক্তঃ১/৫৫.৬৫.১০৯.১১৭.১১৮.১২৬.১২৮.১৩৬.১৬৩.১৭৩.১৮৫.১৯৭.২৬৩.২৬৯.৫২৫,৫৪৩.২/৪১.৫৫.৭৫.১০১.১১৯.১৪১.১৫০.১৪৫. ২৩২.২৫২.২৬৩.৩৩৮৯।*

[৪৮০] । *প্রাগুক্ত ঃ ১/৩০১।*

[৪৮১] । *প্রাগুক্ত ঃ ২/২২৪ ও ২৪৪।*

[৪৮২] । *প্রাগুক্ত ঃ ১/২৪৪.৫৫৯.২/৬৫.১৭৩.২১৭।*

[৪৮৩] । *প্রাগুক্ত ঃ ১/২৪৪.২৫৪.২/১০২.২৪৫।*

[৪৮৪] । *প্রাগুক্ত ঃ ১/১৫১/১৬৪.৩০৫.৩০৬.৩৫০.৩৭৭.৪৫০.৪৮২.৪৮৮.৫১২.৫৫৩.২/৪৮.৯৮.১৪৯.১৯০.২৩১.২৫৩.২৫৮.২৫৯.৩৪১ ও ৪২৬।*

[৪৮৫] । *প্রাগুক্ত ঃ ১/৯৩.২৮০.৪১০.২/৪৯.৫৬.১৪২.১৪৪ ও ১৩৭।*

[৪৮৬] । *প্রাগুক্ত ঃ ১/৩৬৭.২/২৩৪ ও ২৩৯।*

Dhaka University Institutional Repository

আল-'আসকারী মাছালের ব্যাখ্যায় পূর্ববর্তী যেসব ভাষাবিদ ও ঐতিহাসিকদের উপর নির্ভর করেছেন তাঁদের কয়েকজন হলেনঃ আবূ 'আমর ইবনুল 'আলা, শরকী ইবন কুতামী, মুফাদ্দল আদ্দব্বী, হিশাম ইবন কালবী, মু'আররিজ আস্-সদূসী, আবূ 'উবায়দা, আবূ যায়দ, আল আসমা'ঈ,ইবনুল'আরাবী, লিহয়ানী, ইবন সিক্কীত, মুহম্মদ ইবন হাবীব ,ইবন কুতায়বা, মুবাররদ, ছা'লাব আল কিসাঈ, ফররা, মুফাদ্দল ইবন সালামা, ও ইবনুল আম্বরী।

তিনি মামা আবূ আহমদ আল-'আসকারী থেকে সবচাইতে বেশী রেওয়ায়েত গ্রহণ করেছেন। তিনি 'আখবারানা আবূ আহমদ' বলে মামা থেকে প্রায় একশ রেওয়ায়েত তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি কয়েকটি মাছাল গ্রন্থ হতে মাছাল সংকলন করেছেন। এদের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলোঃ হামযাহ আল- ইস্পাহানীর আদ্দুররা আল-ফাখিরা,[৪৮৭] আসমা'ঈ[৪৮৮] ও আবূ 'উবায়দার কিতাবুল আমছাল,[৪৮৯] ইবনুল মুকাফ্ফার কালীলাঃ ওয়া দিমনা;[৪৯০] এবং তাঁর নিজস্ব কয়েকটি গ্রন্থ যেমন- কিতাবুস সানাআ'তায়ন,[৪৯১] কিতাবুল আওয়াইল,[৪৯২] কিতাব শরহি ফসীহ,[৪৯৩] শরহু দীওয়ানিল হামাসা[৪৯৪] ইত্যাদি।

মুহম্মদ'আবুল ফযল ইব্রাহীম ও ডঃ 'আব্দুল মজীদ কাতামিশ বলেন, জামহারাতুল আমছালের দুটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে। একটি ইস্তাম্বুলের কুপরিলী লাইব্রেরীতে (কপিনং- ১২৩৩) এ কপিটি খুবই উত্তম। তথ্যের দিক থেকে এটি খুবই গুরুত্বের দাবীদার। এতে যে সব তথ্য আছে তা অন্য কোন পাণ্ডুলিপিতে নেই। বিশেষ করে অনেক উদ্ধৃত কবিতা। কপিটি স্পষ্ট নসখ জলী লিপিতে লেখা। পূর্ণ হরকত দেয়া। গবেষকদের সুবিধার্থে এর পার্শ্বে অনেক টীকা-টিপ্পনি দেয়া আছে। যেগুলো ব্যাখ্যা অথবা কোন শ্লোকের অর্থ অথবা কারো বংশ পর্যালোচনার সাথে সম্পৃক্ত।

গ্রন্থটি ২০৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। প্রতি পৃষ্ঠায় ২৩টি করে লাইন আছে। প্রতি লাইনে ১৪টি করে শব্দ আছে। পাণ্ডুলিপির মলাটে জামহারাতুল আমছাল নামটিই উল্লেখ আছে। কপিটি প্রস্তুতের তারিখ ১৫ইরমযান৮০৫হিঃ/ ১৪০২খৃঃ।

আর দ্বিতীয়টি হলো খাযায়েনিয়ার। এর মলাটের উপর পহেলা মহররম-৭৯২ হিজরীতে লেখা সমাপ্ত একথাটি লেখা আছে। এটাও নসখী লিপিতে লেখা। কিছু কিছু শব্দের উপর হরকত দেয়া আছে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১৮। প্রতি পৃষ্ঠার লাইন সংখ্যা ২২। প্রতি লাইনে ১০টি করে শব্দ আছে। এর একটি কপি মিসরের দারুল-কুতুবে আছে। পাণ্ডুলিপি নং- সাহিত্য-২২।

ইব্রাহীমও কাতামিশ উপরোল্লেখিত কুপরিলী পাণ্ডুলিপিকে মূল পাঠ নির্ধারণ করে সম্পাদনা শুরু করেন। যেহেতু এ কপিটিই সবচাইতে প্রাচীন ও সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তদুপরি এ কপি এবং অন্যান্য কপির মধ্যে অল্প বিস্তর পরিবর্তনও পরিবর্ধন দেখা যায়।[৪৯৫]

---

[৪৮৭] । আদ্দুররা আল-ফাখিরাঃ ভূমিকা।

[৪৮৮] । কিতাবুল আমছাল ঃ ১/১৩৬,১৫৯।

[৪৮৯] । কিতাবুল আমছাল ঃ১/১৫৯।

[৪৯০] । কালীলা: ওয়া দিমনা: ঃ ১/১৮,৭০,১৭০,২১৬ ও ২৮৮।

[৪৯১] । কিতাবুল আওয়াইল ঃ ১/৫৮৯,২/২২৪,৩৪৮,৩৮৮ ।(পাণ্ডুলিপিঃ প্যারিস ১/৫৯৮৬)।

[৪৯২] । কিতাবুল আওয়াইল ঃ ১/৫৮৯,২/২২৪,৩৪৮,৩৮৮ ।(পাণ্ডুলিপিঃ প্যারিস ১/৫৯৮৬)

[৪৯৩] । কিতাবু শরহিল ফসীহ ঃ ২/৩০৪ । (উল্লেখিতঃ কাতামিশঃ ১২)

[৪৯৪] । শরহু দীওয়ানিল হামাসাঃ ১/৪০৭ (উল্লিখিত ঃ কাতামিশ ঃ ১২)

[৪৯৫] [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

৪২. **শরীফ আররাযী** ঃ তাঁর প্রকৃত নাম মুহম্মদ ইবনিল হুসায়ন আত্‌তাহির আল-মূসূভী। তিনি ৩৫৯/৯৭০ সনে বাগদাদে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আলী বংশের নেতা এবং বড় লেখক ছিলেন। তিনি যুগের বড় বড় পণ্ডিতের কাছে আরবী ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। এদের মধ্যে ইবন জিন্নী[৪৯৫] ও আবূ সা'ঈদ আস্‌সয়রাফী অন্যতম।

সুলতান বাহাউদ্‌দৌলা তাঁকে তাঁর পিতার পর 'উলূভীদের পর্যবেক্ষক' নিয়োগ করেন। এবং তাঁকে ৪০১/১০১০ সনে শরীফ আররাযী উপাধিতে ভূষিত করেন। এর পর তাকে সারা দেশের পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়। তিনি ৪০৬/১০১৬ সনে ইন্‌তিকাল করেন। তাঁর কাব্য সংকলন ৪ খণ্ডে সমাপ্ত।[৪৯৬] *'আমছালু শরীফ আররাযী'* নামে একটি মাছাল সংকলন ছিল বলে ব্রুকলম্যান উল্লেখ করেছেন।[৪৯৭]

৪৩. **মজদুদ্‌দীন-মুহম্মদ ইবন আহমদ আল-ইরবিলী** (মৃ ৬৭৭/১২৭৮)ঃ ইনি শরীফ রাযী সংকলিত কিতাবুল আমছালটি সংক্ষেপ করে নাম দিয়েছেন *'মুখতাছারু আমছালি শরীফ আররাযী'*। গ্রন্থটি কায়রোতে পাওয়া যায়। নং৩/৩৪২।[৪৯৮]

৪৪. **আছ্‌ছা'আলিবী** ঃ আবূ মনসূর 'আবদুল মালিক ইবন মুহম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আন্‌-নিসাপুরী আছ-ছা'আলিবী। ৩৫০/৯৬২ সনে নিসাপুরে জন্মগ্রহন করেন। তিনি সমসাময়িক যুগের গ্রন্থকারদের শিরোমণি[৪৯৯] এবং একক ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন।[৫০০]তাঁর ছাত্র আবুল হাসান আলী ইবন হাসান আল বুখারযী (মৃ ৪৬৭/১০৭৪) বলেন, তিনি নিসাপুরের জাহিযএবং সমসাময়িক যুগের প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন।[৫০১] আল- হুফীর মতে তিনি জাতিগত ভাবে পারস্যবাসী ছিলেন।[৫০২] তিনি ৪২৯/১০৩৭ সনে ইন্‌তিকাল করেন।[৫০৩]
তাঁর বহু মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে। নিম্নে এর কিছু উল্লেখ করা হলো।[৫০৪]

১. আহাসিনুল মাহাসিন ২. আহসানু মা সামি'তু ৩. আরবা'উ রাসাইল ৪. আল - 'ইজায ওয়াল ঈজায ৫. আল-ইকতিবাস মিনাল কুরআনিল কারীম ৬. আত্‌তামছীল ওয়াল মুহাযারাত ৭. বরদুল ইকবাদ ফিল আদব ৮. খাসুল খাস ৯. সিহরুল বালাঘা: ওয়া সিররুল বরা'আ: ১০. সিররুল আদব ফী মজারী কালামিল 'আরব ১১. আবূ

---

[৪৯৫] । *আবুল ফতহ 'উছমান ইবন জিন্নী আরবী ব্যাকরণবিদ ছিলেন। তিনি ৩৩০/৯৪২ সনে জন্ম গ্রহন করেন। পিতা জিন্নী রোমক সম্রাট সুলায়মান ইবন ফাহদ আল-আযদীর দাস ছিলেন। তিনি আবূ 'আলীর সাহচর্যে চল্লিশ বছর কাটান। তাঁর মৃত্যুর পর তিনিই বাগদাদে নাহু শিক্ষাদানে ব্যস্ত থাকেন। ফিকহুল লুঘাঃ ১৩।*

[৪৯৬] । *ব্রুকলম্যান ঃ ২/৬৪।*

[৪৯৭] । *প্রাগুক্ত।*

[৪৯৮] । *প্রাগুক্ত।*

[৪৯৯] । *যয়দানঃ ৩২০।*

[৫০০] । *আল-বগভীঃ যহরুল আদব ওয়া ছামারুল আলবাব, কায়রো, ১৯৫৩,পৃ-১২৭।*

[৫০১] । *আল- বখারযীঃ দমিয়াতুল কাসর, সম্পাদনা মুহম্মদ রাগিব তাববাখ, আলেপ্পো, ১৯৩০,পৃ-২১৯।*

[৫০২] । *আহমদ মুহম্মদ আল-হুফীঃ তায়্যারাতুস্‌ সাকাফা: বায়নাল 'আরব ওয়াল ফারস,মিসর, ১৯৬৮,পৃ-২১৯।*

[৫০৩] । *যয়দানঃ ৩২০।*

[৫০৪] । *Dr.M. Abu Baker siddique: A critical Study of Abu Mansur AL- Tha'alibi's contribution to Arabic literature,1991,78-152.*

Dhaka University Institutional Repository

তাব্যিব আল - মুতানাব্বী মা লাহু ওয়া মা আলায়হি ১২. য়াতীমাতুদ্ দাহার ১৩. তাতিমাতুল য়াতীমা: ১৪. তুহ্ফাতুল ওযরা ১৫. ফিকহুল্ লুঘাঃ ১৬. আল-লাতাইফ ওয়াররাইফ ১৭. আল-কিতাবাতু ওয়াত তা'রীয ১৮. আজনাস্যুত তাজনীস ১৯. আল-লুতফু ওয়াল লাতাইফ ২০. কিতাবুল গিলমান ২১. আল মাকসূর ওয়াল মামদূদ ২২. আল-মুতাশাবিহ ২৩. শাম্মুল আদব ফী ইস্‌তিমালিল 'আরব ২৪. আল-মবহাজ ২৫. কিতাবুশ্ শাকওয়া ওয়াল 'ইতাব ও ২৬. লাতাইফুস সাহাবা ওয়াত্ তাবি'ঈন ।

কিতাবুল আমছালঃ তাঁর সংকলিত মাছাল গ্রন্থটির নাম 'আল-ফারাইদ ওয়াল কালাইদ'। এটি আরবের মাছাল ও হিকমা: সম্বলিত একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ । বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ছা'আলিবী আটটি অধ্যায়ে গ্রন্থটি রচনা করেন। প্রথম অধ্যায়ে 'ইলম ও 'আকলের ফযীলত, দ্বিতীয় অধ্যায়ে যুহ্দ, তৃতীয় অধ্যায়ে রসনার শিষ্টাচার , চতুর্থ অধ্যায়ে প্রবৃত্তির শিষ্টাচার, পঞ্চম অধ্যায়ে নৈতিকতা, ষষ্ঠ অধ্যায়ে সচ্চরিত্র , সপ্তম অধ্যায়ে রাজনীতি এবং অষ্টম অধ্যায়ে অলংকার শাস্ত্রের আলোচনা রয়েছে। গ্রন্থটি কায়রোর দারুল কুতুবিল আরাবিয়্যাতিল কুবরা হতে ১৩২৭/১৯১০ সনে প্রকাশিত হয়।

৪৫. আবুল ফযল আল-মীকালী (মৃ ৪৩৬/১০৪৪)

কিতাবুল আমছাল ঃ আল-মীকালী কর্তৃক সংকলিত মাছাল গ্রন্থটির নাম "নুবাযু মিন আমছালিল আমীর আল-মীকালী" এটি প্রায় আড়াই'শ মাছালের একটি ক্ষুদ্র সংকলন। মাছালগুলো বর্ণানুক্রমিক বিন্যস্ত এবং উপ-অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি উপ-অধ্যায় কুরআন ও হাদীসের এক বা একাধিক বাণী দ্বারা সূচিত। গ্রন্থটি ১৩৭৬/১৯৫৬ সনে দারুল মা'আরিফ থেকে প্রকাশিত হয়।[৫০৫]

৪৬. আল-ওয়াহিদী ঃ নাম আবুল হাসান আল-ওয়াহিদী। প্রখ্যাত মাছাল সংকলক আবুল ফযল আল ময়দানীর অন্যতম শিক্ষক। তিনি ৪৬৮/১০৭৬ সনে ইন্‌তিকাল করেন।

কিতাবুল আমছাল ঃ আল-ওয়াহিদীর সংকলিত মাছাল গ্রন্থটির নাম" আলওয়াসীত ফিল আমছাল'। গ্রন্থটি" 'আফীফ মুহাম্মদ 'আব্দুর রহমানের সম্পাদনায় ১৩৯৫/১৯৭৫ সনে কুয়েতে প্রকাশিত হয়।[৫০৬]

৪৭. আল-ময়দানী ঃ আবুল ফযল আহমদ ইবন মুহম্মদ ইবন আহমদ ইবন ইব্রাহীম আল-ময়দানী আন্ নিসাপুরী ছিলেন ময়দানের জ্ঞানী, ব্যাকরণবিদ ও ভাষাবিদ পণ্ডিত। আব্দুল গাফিরের মতে ময়দান নিশাপুরের একটি মহল্লা। এখানেই ময়দানী বসবাস করতেন। সেদিকে সম্পর্কিত করেই তাঁকে ময়দানী বলা হতো।

ময়দানী ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। মুহাম্মদ ইবন আবুল মা'আলী ইবন হাসান খোয়ারী 'যাল্লাতুল আদীব মিনাস্সিহাহ ওয়াত্তাহযীর' গ্রন্থে ময়দানীর পাণ্ডিত্য সম্পর্কে বলেন, আমি তাঁর অনেক সাথী লেখকদেরকে একাধিকবার বলতে শুনেছি। তারা বলেছেন, মেধা,বিচক্ষণতা এবং পাণ্ডিত্যের যদি আকৃতি থাকতো তাহলে ময়দানী সে আকৃতিই হতো।

আবুল হাসান আল- বায়হাকী বিশাহুদ্ দামিয়া গ্রন্থে উল্লেখ করেন, আমাদের উস্তাদ (ময়দানী) ছিলেন বিজ্ঞ পণ্ডিতদের অগ্রণী, সাহিত্যিকদের শিরোমণি, সম্মানীদের নেতা। তাঁর সমসাময়িক যুগে সকল জ্ঞানীর সাহিত্যাসরে প্রধান

---

৫০৫ । ইসলামী বিশ্বকোষঃ ১৬/১/৬২৫

৫০৬ । প্রাগুক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

অতিথি হয়ে যেতেন। কি গ্রীষ্ম কি শীত তাঁর পাঠচক্রে সব সময় লোকের ভীড় থাকতো। তিনি স্বহস্তে উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

ইবন খল্লিকান বলেন, ময়দানী ছিলেন একজন সুসাহিত্যিক ভাষাবিদ। তিনি মুফাসসির আবুল হাসান আল-ওয়াহিদীর সাহচর্য লাভ করেছিলেন। তিনি আরবী বিষয়ে বিশেষ করে ভাষা ও মাছাল সম্পর্কে পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি হাদীছ শিক্ষা লাভ করেছেন এবং রেওয়ায়াতও করেছেন। তিনি অনেক কবিতাও রচনা করেছেন। তাঁর অনেক ছাত্রও[৫০৭] ছিল।

ডঃ 'আব্দুল মজীদ কাতামিশ বলেন,তিনি সাহিত্যিক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং উত্তম গ্রন্থ রচনার জন্যে পরিচিত হন। তিনি উসূলে ফিকহ বিষয়েও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।[৫০৮] তাঁর বহু গ্রন্থ রয়েছে। নিম্নে প্রসিদ্ধ কয়েকটি গ্রন্থের উল্লেখ করা হলো।[৫০৯]

১. মাজমা'উল আমছাল ২. কিতাবুস্‌সামী ফিল আসামী ৩. আল-হাদী লিশ্‌-শাদী ৪. কিতাবুল আন্‌মুযাজ ফিন্‌নহু ৫. কিতাবুন্‌নহু ৬. কিতাবু নুযহাতিত্‌ তারফ ফী ইল্‌মিস সরফ ৭. মনিয়াতুর রাযী ফী রাসাইলিল্‌ কাযী ৮. শরহুল মুফাদ্‌দলিয়াত।

আব্দুল গাফিরের মতে ময়দানী ৫১৮/১১২৪ সনে রমযানের কদরের রাত্রে ইন্‌তিকাল করেন। ময়দানের গোরস্তানে তাঁকে দাফন করা হয়।[৫১০]

মাজমা'উল আমছালঃ মাজমা'উল আমছাল আল্লামা ময়দানীর এক অনবদ্য অবিস্মরণীয় উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। মাছালের উপর রচিত ও সংকলিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে এটি সর্বজনবিদিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। সবাই এ গ্রন্থের প্রতি মুখাপেক্ষী। অন্যান্য মাছাল গ্রন্থ হতে এর প্রসিদ্ধির সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

গ্রন্থটি ৩০অধ্যায়ে বিভক্ত। কিন্তু শওকী দয়ফ বলেন, আরবী বর্ণমালা অনুযায়ী এতে ২৯টি অধ্যায় আছে। প্রথম ২৮টি অধ্যায় ব্যাখ্যা সহ মাছাল গুলো বর্ণনা করেছেন এবং আভিধানিক রীতিতে বিন্যাস করেছেন। প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রথমে আরবী মাছাল এরপর 'আফ'আলু মিন' জাতীয় মাছাল অতঃপর মুওয়াল্লাদ মাছাল উল্লেখ করেছেন।

২৯তম অধ্যায়ে জাহিলী ও ইসলামী আরবের ঘটনা সম্বলিত স্মরণীয় ২২৫টি আয়্যামুল 'আরব[৫১১] এর সামান্য পরিচিতি সহ নামগুলো উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এতদ সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনাবলী সম্পর্কে স্বতন্ত্র গ্রন্থ থাকায় এবং গ্রন্থটি কলেবরে বৃদ্ধি পাবে বিধায় এগুলোর আলোচনা পরিহার করেছেন।

৩০তম অধ্যায়টি রসূল (সঃ) -এর এবং তাঁর সাহাবীগণ যেমন আবূ বকর(রাঃ), 'উমর (রাঃ), 'উসমান (রাঃ), আলী (রাঃ), ইবন 'আববাস (রাঃ) এবং 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রাঃ) -এর বাণী সম্বলিত। এছাড়াও মুগীরা ইবন

---

[৫০৭] ।এদের মধ্যে ইমাম আবু জা'ফর আহমদ ইবন আলী বায়হাকী এবং ময়দানীর ছেলে সা'ঈদ অন্যতম। *ময়দানীঃ ভূমিকা।*

[৫০৮] *। কাতামিশঃ ১১২।*

[৫০৯] *। য়াকূতঃ ৫/৪৫।*

[৫১০] *। ময়দানীঃ ভূমিকা।*

[৫১১] *। ময়দানী ঃ ২/৪৩০-৪৮।*

Dhaka University Institutional Repository

শু'বা, আবূ দারদা,আবূ যর, 'উমর ইবন 'আব্দুল 'আযীয, হাসান বসরী প্রমুখ সাহাবী ও তাবি'ঈর কিছু কিছু বাণী এ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করেছেন।

ময়দানী মাছালগুলোর ব্যাখ্যা, এদের মূলনীতি, মাছাল বর্ণনার কারণ, এবং মাছল সংশ্লিষ্ট কাহিনী বর্ণনা করতে কসূর করেননি।[৫১২] তিনি ওসব কাহিনী আবূ 'উবায়দ, মুফাদ্দল আদ্দব্বী, শরকী ইবন কুতামী, 'আতা ইবন মর্স'আব প্রমুখ ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতদের থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি মাছালের ব্যাখ্যা প্রদানের পর এর মাযারিব বর্ণনা করেছেন। এমনকি কোন কোন মাছালের ব্যাকরণগত তথ্য ও ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা করতেও ভুলেননি।

'আব্দুল মজীদ কাতামিশ বলেন,গ্রন্থটি অধ্যয়ণে প্রতীয়মান হয় যে, এতে কবিতার কোন আধিক্যতা নেই। অন্যান্য মাছাল গ্রন্থের ন্যায় সাহিত্যের কাহিনী সমূহের বাহুল্যতা পরিত্যক্ত হয়েছে। এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে,গ্রন্থকার অন্যান্য ভাষ্যকারের মত কবিতা ও কাহিনীর বাহুল্যতা না দেখিয়ে অধিক সংখ্যক মাছাল সংগ্রহের দিকে বেশী মনযোগ দিয়েছেন।[৫১৩] গ্রন্থটি দু'খণ্ডে সমাপ্ত একটি বৃহৎ মাছাল গ্রন্থ। এতে ৬০৮০টি মাছল রয়েছে। তম্মধ্যে ১০০০টি মুওয়াল্লাদ মাছাল, ৯০০টি আফআলু মিন জাতীয় মাছাল, ২২৫টি আয়্যামুল আরব এবং মাহনবীর (সঃ) ও অন্যান্যাদের দু'শতাধিক বাণী। এজন্যে সমস্ত মাছাল গ্রন্থের মধ্যে এটা সবচাইতে বৃহৎ গ্রন্থ।

উপরোক্ত মাছালের সংখ্যা ডঃ আব্দুল মজীদ কাতামিশের বর্ণানুযায়ী।[৫১৪]

M.H.Bakalla ময়দানীর এ গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন,[৫১৫]

AL-Maidani wrote his book: Majma-al-Amthal, in whichhe collected more than 5000 proverbs or proverbial phress. He differentiated between the ancient Arab proverbs and the proverbs of non-Arab, Origin in some cases a story or an anecdote was releted and used as the context in which a proverb had evolved.

জার্মান পন্ডিত Sellheim-এর গণনায় এতে মাছাল সংখ্যা ৫৬৩৮টি। তিনি আয়্যামুল আরবের নামগুলো, রাসূল (সঃ) এবং সাহাবী ও তাবিঈ'দের বাণীগুলোকে মাছালের অন্তর্ভূক্ত করেননি। এতে পৃষ্ঠা সংখ্যা-১ম খন্ড-৪৪৭+২য়খন্ড-৪৬২= সর্বমোট ৯০৯ পৃষ্ঠা ।

ময়দানী তাঁর গ্রন্থটি সংকলনে সীমাহীন পরিশ্রম করেছেন। তিনি আবূ-'উবায়দ, আবূ 'উবায়দা, আসমা'ঈ, আবূ যায়দ, আবূ 'আমর, আবূ ফায়দ, মুফাদ্দল ইবন মুহম্মদ, মুফাদ্দল ইবন সালামার মত বড় বড় ভাষাবিদ, মাছাল সংকলক পণ্ডিতদের মাছাল গ্রন্থসহ পঞ্চাশোর্ধ গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন।[৫১৬] হামযা ইবন হাসানের গ্রন্থ হতে কিছু তথ্য এতে সন্নিবেশ করেছেন। তিনি মাছালের যে সব গ্রন্থ হতে মাছালগুলো সংকলন করেছেন সেগুলোর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো : আবূ 'আমর ইবনুল 'আলা, [৫১৭] আবূ 'উবায়দা মা'মার ইবনুল মছান্না,[৫১৮] ইবন সাল্লাম,[৫১৯] মুফাদ্দল

---

[৫১২] । প্রাগুক্ত ঃ ১১৩।

[৫১৩] । প্রাগুক্ত ঃ ১১৪ ।

[৫১৪] । প্রাগুক্ত।

[৫১৫] ।*M.H. Bakalla: Arabic culture. London. 1404/1984,p.249.*

[৫১৬] । শওকী যয়ফ: আল-ফনূন ওয়া মাযাহিবুহ ফিন্নছরিল'আরবী কায়রো. ১৯৪৬. পৃ: ২০; ময়দানী ঃ ভূমিকা।

[৫১৭] । পৃ:১/১৯০।

[৫১৮] । পৃ:১/১৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইবন সালামা,[৫২০] শিমর ইবন হামদুভিয়া,[৫২১] হাম্‌যাহ্‌ আল- ইস্‌পাহানী,[৫২২] আবূ হায়ছাম রাযী,[৫২৩] আবুল ফযল মুন্‌যিরী,[৫২৪] আবুন্‌নাদা গান-দাজানী,[৫২৫] ইস্‌তাখ্‌রীর [৫২৬] কিতাবুল আমছাল। তিনি মাছাল ছাড়া ভাষার যে সব গ্রন্থ হতে সরাসরি মাছাল সংগ্রহ করেছেন এদের প্রসিদ্ধ কয়েকটি হলো- আযহারীর তাহ্‌যীবুল লুগা,[৫২৭] জওহরীর আস-সিহাহ,[৫২৮] আহমদ ফারিসের মাকাইসুল লুঘা,[৫২৯] খাযিঞ্জীর তাকমিলা,[৫৩০] আবূ হাতিম সিজিস্‌তানীর কিতাবুল ইবিল,[৫৩১] ও কিতাবুল মুফসিদ [৫৩২] এবং খাওয়ারিয্‌মীর কিতাবুল আমালী।[৫৩৩]

ময়দানী হামযা আল-ইস্‌পাহানীর 'আদদুররা আল-ফাখিরা ফীল আমছালিস্‌-সাইরা হতে ব্যাখ্যা সহ আরবী মাছালগুলো কোন-কোন স্থানে পরিবর্তন পূর্বক গ্রহন করেছেন। তবে ময়দানী ব্যাখ্যায় কিছু পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংযোজন অথবা বিয়ো জন করেছেন। তাঁর কোন কোন মতামতকে ময়দানী ভুলও প্রমাণ করেছেন।

সাধারণতঃ অন্যান্য মাছাল গ্রন্থে দেখা যায় না এমন অনেক মূল্যবান কিছু তথ্য এতে সংযোজিত হয়েছে। নিম্নের উদাহরণ গুলো এর উৎকৃষ্ট প্রমান।

১. دع العوراء تخطــــــئك (বক্রপথ পরিত্যাগ করো অন্যথায় বিপদে পড়বে)।

ময়দানী বলেন, এটি আরবদের সবচাইতে প্রজ্ঞাপুর্ন মাছাল।[৫৩৪]

২. المرأة من المرء و كل أدماء من آدم (নর হতে নারীর সৃষ্টি আর সমস্ত মানুষ আদমের সন্তান।)

ময়দানী বলেন, আরবে সর্বপ্রথম এ মাছালটির প্রচলন হয়।[৫৩৫]

---

[৫১৯] । পৃ:১/৮০, ২২০।

[৫২০] । পৃ:১/৩৭২, ২/২৬২।

[৫২১] । পৃ:১/৬৬৫।

[৫২২] । ভূমিকা।

[৫২৩] । পৃ:১/৩৪১, ২/১০।

[৫২৪] । পৃ:১/১২৫।

[৫২৫] । পৃ:১/৮৫, ৩০৫।

[৫২৬] । পৃ:১/১০৩, ২/৯২।

[৫২৭] । পৃ:১/৪৬৫।

[৫২৮] । পৃ:২/৪১৭।

[৫২৯] । পৃ:১/৩৪৫, ২/৪১৭।

[৫৩০] পৃ:২/১৯৭।

[৫৩১] । পৃ:১/৩৫৪।

[৫৩২] । ১/২৬৩।

[৫৩৩] । ২/২৪৬

[৫৩৪] । ময়দানী : ১/৩৭৬।

[৫৩৫] । প্রাগুক্ত : ২/২৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

৩. أحرزامرا أجله (সতর্কতার সাথে সংরক্ষিত বস্তু হলো মৃত্যু ।)

ময়দানী বলেন, এটা আরবদের সবচাইতে সত্য মাছাল ।[৫৩৬]

এ গ্রন্থটির আরো বৈশিষ্ট্য হলো এতে আমছালে মুওয়াল্লাদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অনারবদের সাথে সাথে আরবদের সংমিশ্রনের ফলে তাদের নতুন যে সমাজ ও জীবন দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে তারও প্রতিফলন ঘটেছে এসব মাছালে।

মজমা'উল আমছাল গ্রন্থটি রচনা লগ্ন থেকেই মানুষের দৃষ্টি কেড়েছে আর তা অব্যাহত রয়েছে। প্রাচীন মাছালগুলো সংরক্ষণ এবং আমছালে মুওয়াল্লাদ সংকলনে এটি একটি অনন্য মাছাল গ্রন্থ। অন্য কোন মাছাল গ্রন্থে আমছালে মুওয়াল্লাদ এতো ব্যাপক আলোচনা দেখা যায়না।

ইবন খল্লিকান বলেন, ময়দানীর মাজমাউল আমছাল মাছালের উপর রচিত একটি অনন্য উপকারী গ্রন্থ। এ বিষয়ে এর মত আর কোন গ্রন্থ আছে বলে আমার জানা নেই।[৫৩৭]

তিনি আরো বলেন, যমখশরী আল-মুস্‌তাক্‌সা রচনার পর ময়দানীর মাজমাউল আমছাল তাঁর হাতে আসে।তিনি গ্রন্থটি দীর্ঘক্ষণ পড়েন এবং এর সুন্দর রচনার জন্যে তিনি বিমুগ্ধ এবং নিজের রচনার জন্য লজ্জিত হন। ভিতরে ভিতরে ঈর্ষায় জ্বলে যান এবং একটি কলম হাতে নিয়ে الميداني -এর উপর একটি "ن" বর্ধিত করে النميداني দেন। ফার্সী ভাষায় যার অর্থ হলো অজ্ঞ- যে কিছুই জানেনা। ময়দানী এটা জানতে পেরে যমখশরীর কোন একটি বই নিয়ে الزمخشري এর "م" বর্ণ বিলুপ্ত করে তদস্থলে "ن" বর্ণ বসিয়ে الزنخشري করে দেন। ফার্সীতে যার অর্থ স্ত্রী বিক্রেতা।[৫৩৮]

গ্রন্থকারদের অনেকেই গ্রন্থটিকে সংক্ষেপ করেছেন। কেউবা কবিতাকারে বিন্যস্ত করেছেন কেউ বা সংক্ষেপ করেছেন। সংক্ষেপ করেছেন এমন দুজন ব্যক্তিত্বের নাম হাজ্জী খলিফা কাশ্‌ফুয্‌যনুন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

ক. শিহাবুদ্দীন মুহম্মদ ইবন আহমদ আল-কুদাঈ।
খ. আবূ য়াকুব ইউসুফ ইবন তাহির ইবন ইউসুফ ইবন হাসান খূরী।

আবু য়াকুব খুরী ময়দানীর অন্যতম ছাত্র। তিনি মাজমাউল আমছাল সংক্ষেপ করে গ্রন্থটির নাম দিয়েছেন 'ফারাইদুল খারাইদ ফিল আমছাল ওয়াল হিকাম।'

কাশ্‌ফুয্‌যনুন গ্রন্থে উল্লেখ আছে উছমানীয় শাসনামলে কোন এক বিদ্যান একে কবিতা আকারে বিন্যস্ত করেছেন।[৫৩৯]

৫৩৬। প্রাগুক্ত ঃ১/২৯৯।

৫৩৭। ইবন খল্লিকান ঃ ১/৪৬।

৫৩৮। প্রাগুক্ত : ময়দানী ঃভূমিকা।

৫৩৯। কাশ্‌ফুয্‌যনুন ঃ ২/৩৮২।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক যুগে শায়খ ইব্রাহীম আল-আহদাব (মৃঃ১৩১৮/১৮৯০) এর মাছালগুলো কবিতাকারে লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থটির নাম দিয়েছেন 'ফারাইদুল লাল ফী মাজমাইল আমছাল'।[৫৪০] যা বড় বড় দু'খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। পরিশেষে ১০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী বর্ণানুক্রমিক সূচী দিয়েছেন। এতে এ গ্রন্থের উপকারিতা দ্বিগুন বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক মাজমা'উল আমছাল গ্রন্থটির বিভিন্ন নাম দিয়েছেন। ইবন খল্লিকান গ্রন্থটির নাম দিয়েছেন 'কিতাবুল আমছাল, য়াকূত 'জামি'উল আমছাল' এবং হাজ্জী খলীফা 'মাজমা'উল আমছাল' নাম দিয়ে স্ব স্ব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। শেষের নামটিই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

গ্রন্থটি মিশরের বুলাক ও বুলাক ছাড়া অন্যান্য প্রেস থেকে কয়েকবার ছাপা হয়েছে। প্রতিটি সংস্করনে কিছু না কিছু রদবদল হয়েছে।[৫৪১]

মুহম্মদ মুহিউদ্দিন পার্শ্বটিকা সহ সম্পাদনা করেছেন। যা ১৩৭৪/১৯৫৫ সনে মিসরে প্রকাশিত হয়।

৫৪০। ইসলামী বিশ্বকোষ ঃ ১৬/২/৬২৬।

৫৪১। ময়দানী ঃ ভূমিকা।

Dhaka University Institutional Repository

৪৮. আযযমখশরী ঃ নাম আবুল কাসিম মাহমুদ ইবন 'উমর ইবন মুহম্মদ ইবন 'উমর আল-খাওয়ারিযমী। তিনি ৪৬৭/১০৭৪ সনে খাওয়ারিযমের যমখশরে জন্মগ্রহন করেন। যমখশরের দিকে সম্পর্কিত করেই তাঁকে যমখশরী বলা হয়। তিনি এনামেই সুপরিচিত। তিনি ছিলেন খাওয়ারিযমের গৌরব।[৫৪২] তিনি একজন প্রখ্যাত মু'তাযিলী মুফাস্সির। হাদীস, তাফসীর, ভাষা, ব্যাকরণ, সাহিত্য এবং অলংকার শাস্ত্রের তিনি ছিলেন ইমাম। সমসাময়িক যুগে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দী আলিম। যৌবনে পিতাকে হারালেও ধার্মিক মা তাঁকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেন।

তিনি খঞ্জ ছিলেন। এ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। বাগদাদের হানাফী ফকীহ দামিগানীর কাছে গমন করলে তিনি তাকে কর্তিত পা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি বলেন, "শৈশবে একটি চড়ুই পাখি ধরে সুতোয় বেঁধে খেলছিলাম। হাত থেকে ফস্‌কে পাখিটি গাছের কোঠরে ঢুকে পড়ে। তখন আমি সূতো ধরে টান দিলে পাখির একটি পা সূতোর সাথে ছিড়ে আসে। মা এটা দেখে বদ্‌দোয়া করতে গিয়ে বলেন, যে এপাখিটির পা ছিড়ে দিল তার পা-ও যেন ছিড়ে পড়ে। বয়ঃসন্ধিতে যখন আমি বিদ্যার্জনের জন্যে বুখারায় গমন করি। রাস্তায় বাহনের পিঠ হতে পড়ে গিয়ে এক পা ভেঙ্গে যায়। পরিশেষে তা কেটে ফেলতে বাধ্য হই।"[৫৪৩]

তিনি বুখারার আবূ মযার মু'তাযিলীর সান্নিধ্যে এসে ভাষা,ব্যাকরণ এবং সাহিত্যে শিক্ষা লাভ করেন। আবূ মুযার তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন।

তিনি ৫১২/১১১৮ সনে ৪৫ বছর বয়সে কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। তখন তিনি মান্নত করেন, "রোগ মুক্ত হলে সৃষ্টি কর্তার জন্যে কায়া ও মেধাকে ব্যয় করবেন।" রোগ মুক্তির পর তিনি হজ্জ করতে যান এবং সেখানে দীর্ঘ সময় অবস্থান করেন। এজন্যে তিনি জারুল্লাহ বা আল্লাহর ঘরের প্রতিবেশী হিসেবে পরিচিত হন। তিনি এ সুদীর্ঘ সময়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা এবং আল কুরআনের অন্যতম ভাষ্য 'আল- কাশ্‌শাফ' রচনা করেন।[৫৪৪]

তিনি শুধু একজন মুফাসসিরই ছিলেন না সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান চিন্তা ও দর্শনের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী এবং খ্যাতিমান ও শক্তিমান কবিও ছিলেন। তাঁর কাব্য চর্চার পরিধি এতো ব্যাপক ছিল যে, সকল প্রকার প্রতিকুলতা সত্ত্বেও কবিতার প্রায় সকল ক্ষেত্রে তাঁর পদচারণা ছিল। তাঁর মাকামায় বহু সংখ্যক কবিতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তিনি মু'তাযিলী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।[৫৪৫] শেষ জীবনে তিনি তওবা করেন, এবং নাসাইহুস্‌ সিগার ওয়ান্নাসাইহুল কিবার নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন।[৫৪৬] চিরকুমার যমখশরী ৫৩৮/১১৪৩ সনে ইন্‌তিকাল করেন।[৫৪৭]

হাদিছ, তাফসীর,ভাষা সাহিত্য এবং ব্যাকরণের উপর রচিত তাঁর ৭৩ খানা গ্রন্থ রয়েছে।তন্মধ্যে ১৭টি

---

[৫৪২] । ইন্বাহুর রুয়াতঃ ৩/২৬৫,২৬৬; ইবন খল্লিকান ঃ ৪/২৫৫ : বুগয়াতুল- ও'য়াতঃ ২/২৭৯।

[৫৪৩] ।আল- কাশ্‌শাফঃ ভূমিকা।

[৫৪৪] । প্রাগুক্ত।

[৫৪৫] । বুগয়াতুল ও'য়াত ঃ ২/২৭৯।

[৫৪৬] । কাশ্‌ফুয্‌যনুন ঃ ২/৬০১।

[৫৪৭] । যয়দান ঃ ৩/৫০।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত ১৮টি অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি এবং ৩৮টি বিনষ্ট হয়েছে। তাঁর গ্রন্থাবলির কয়েকটি নিম্নে বর্ণিত হলো।[৫৪৮]

১.আল-কাশ্শাফ ২. আল-মুহাজাত ৩. আল-মুফাস্সল ৪. আল-আন্মুজায ৫.লিসানুল বালাঘা ৬. আল-ফাইক ফী তাফসীরিল হাদীছ ৭. আল-মুফরাদ ওয়াল মুযাককার ফিল আরাবিয়্যা : ৮. আল-মুফরাদ ওয়াল মুআল্লাফুল 'আরব ৯. জাওয়াহিরুল লুঘা ১০. 'আকলুল কুল ১১. সামীমুল 'আরাবিয়্যা : ১২. দীওয়ানুল খুতাবা ১৩. দীওয়ানুশস্ শি'র ১৪. দীওয়ানুত্ তামছীল ১৫. দীওয়ানুর রাসাইল ১৬. আল মিনহাজ 'ফিল উসূল ১৭. আল-মাকামাত ১৮. আসামিউর রুয়াত ১৯. আন্নাসাইহুস সিগার ২০. আন্নাসাইহুল কিবার ২১. মুকাদ্দমাতুল আদব-ফিল্লুঘা ২২. আল আমলুল ওয়াযিহ ২৩. আ'জাবুল 'আজব ২৪. রবীউ'ল আবরার ২৫. আল-কিস্তাস্ ফিল'উরুজ ২৬. ফি মু'জামিল হদূদ ২৭.যাল্লাতুন নাশিদ ওয়ার রাইয ।

আল- মুস্তাক্সা ফী আমছালিল 'আরব ঃ আল- মুস্তাক্সা মাছালের অন্যতম প্রাচীন মৌলিক গ্রন্থ। গ্রন্থটি ২৮ অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায়গুলো আভিধানিক রীতিতে বর্ণানুক্রমিক সূক্ষ্মভাবে বিন্যস্ত। জুরজী যয়দান গ্রন্থটিকে আরবী প্রবাদের অভিধান বলে উল্লেখ করেছেন।

গ্রন্থটির শব্দ এবং বিষয়বস্তু উপস্থাপনার রীতি ভাষা তাত্ত্বিক অভিধানের মতই। 'আফ'আলু মিন' জাতীয় মাছাল গুলো অন্যান্য মাছালের মাঝে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আল'আসকারী ও ময়দানী এগুলোকে আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন।

গ্রন্থটি বর্ণানুক্রমিক বিন্যস্ত বিধায় তিনি এর আলাদা কোন সূচী রচনা করেননি। গ্রন্থের ভূমিকায় এরীতির উল্লেখ করেছেন। আরবী প্রতিটি বর্ণের অধীনে মাছালগুলোকে পৃথক পৃথক অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করেছেন।[৫৪৯] প্রতিটি অধ্যায়কে তিনি কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। যেমনঃ 'হামযাহ' (أ) -এর অধ্যায়ে 'হামযাহ' (أ) - এর সাথে প্রথমে 'হামযাহ' (أ) এরপর 'বা'(ب) এরপর 'তা' (ت) এভাবে প্রতিটি বর্ণ উল্লেখ করেছেন। প্রতিটি অধ্যায়ের সবগুলো পরিচ্ছেদে এরীতি তিনি অনুসরণ করেছেন। প্রায় সমার্থবোধক মাছালগুলোর মধ্যে যে মাছালটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। এবং বাকী গুলো প্রয়োজন অনুসারে বর্ণনা করেছেন। মাছাল বর্ণনায় তিনি কোথাও পুনরাবৃত্তি করেননি।

মাছালের উৎস ও কারণসমূহ,মাযরাব এবং মাছাল সংশ্লিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক ও ব্যাকরণ গত সমস্যাবলী উল্লেখ করতে কসূর করেননি। মাছাল সংশ্লিষ্ট কবিতাগুলোর ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক পটভূমিও উল্লেখ করেছেন।[৫৫০]

ডঃ 'আব্দুল মজীদ কাতামিশের মতে এগ্রন্থটিতে কিছু দোষ ক্রটিও আছে। যেমন-
ক. আলিমদের কোন রেওয়ায়েত গ্রহণ করেননি।
খ. পূর্ববর্তী মাছাল গ্রন্থ থেকে হুবহু নকল করেছেন।
গ. কোন কোন মাছালের প্রবক্তাদের নাম উল্লেখ না করে শুধু يقال (বলা হবে) বা قيل (বলা হয়ে থাকে)

---

[৫৪৮] *। প্রাগুক্ত : ৩৪৯-৫১ ।*

[৫৪৯] *। কাতামিশ ঃ ১১৯ ।*

[৫৫০] *। প্রাগুক্ত ঃ ১২০ ।*

Dhaka University Institutional Repository

এরকম দুর্বল শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। অথচ ঐসব প্রবক্তার নাম মাছালের অন্যান্য গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে।[৫৫১]

আল্লামা যমখশরী মক্কা মুকররমা থেকে ফিরে এসে নিজকে মাছাল সংকলনে মনোনিবেশ করেন এবং ৪৯৯/১১০৫ সনে এর রচনা সমাপ্ত করেন। আরব বিশ্বে এ গ্রন্থের বেশ খ্যাতি ও সুনাম রয়েছে।

যমখশরী এ গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থটি রচনা সম্পর্কে বলেন,আরবী সাহিত্যে মাছালের বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। জনসাধারণ যেমন তাদের কথা বার্তায় প্রয়োজন অনুসারে মাছাল ব্যবহার করে থাকে কবি ও সাহিত্যিকগণ অনুরূপ ভাবে তাদের প্রবন্ধ এবং চিঠি পত্রেও ব্যবহার করে থাকেন। এজন্যে যে এগুলো তাঁদের অন্তরে গভীরে প্রভাব সৃষ্টি করে। মাছাল প্রবক্তাদের অভিজ্ঞতার ফসল তাই তারা শহুরে কিংবা গ্রাম্য হোক না কেন তাদের স্বভাব চরিত্র তাদের মাছালে সুন্দর ভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। অনুরূপভাবে তাদের কাছে পরিচিত জীব-জন্তু পশু পাখির স্বভাব চরিত্রও নিখূঁত ভাবে ফুটে উঠেছে তাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত মাছালে।

কবিতা আরবদের জীবনালেখ্য ,জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভান্ডার। কাব্য রচনা আরবদের স্বভাবজাত বৃত্তি। তারা তাদের কুলজি, পূর্ব পুরুষদের কীর্তি কবিতায় সংরক্ষণ করতো। এদিয়েই তারা কাজ শুরু এবং শেষ করতো। জাহিলী কবিতা যেমন আরবের বিভিন্ন গোত্রের মান- সম্মান ইত্যাদির নিখুত চিত্র তদ্রূপ মাছালও আরবের সামাজিক,অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থা জানার বড় মাধ্যম। জাতির উত্থান-পতনের একটি স্বচ্ছ দর্পন।[৫৫২] আল্লামা যমখশরী মানব জীবনের প্রতিটি দিক প্রতিটি বিষয় যেমন লেন-দেন ও পরিবেশগত অবস্থার প্রকাশ করার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি ভাল-মন্দ, জ্ঞান ও প্রজ্ঞামূলক, প্রাচীন বা আধুনিক সব ধরনের মাছাল-ই তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

গ্রন্থটির গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অপরিসীম। এত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থটি প্রকাশের কোন তড়িৎ উদ্যোগ গ্রহন করা হয়নি। যদিও প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের বহু গ্রন্থাগারে এর অনেক পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। উছমানী বিশ্বকোষ ব্যবস্থাপক বলেন, গ্রন্থটির গুরুত্ব উপলব্ধি করতঃ নিম্নে বর্ণিত তিনটি পাণ্ডুলিপির উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় সংশোধনী ও টীকা সহ গ্রন্থটি প্রকাশ করেছি। পাণ্ডুলিপি তিনটি হলো ঃ

ক. আসিফিয়্যা পাণ্ডুলিপি।
খ. মিসরী পাণ্ডুলিপি।
গ. রামপুরী পাণ্ডুলিপি।

এ তিনটির প্রথমটিই হলো প্রধান ভিত্তি। আর সংশোধনের ক্ষেত্রে ঐটির সহযোগী হিসেবে রাম পুরী পাণ্ডুলিপির সাহায্য নেয়া হয়েছে। মিসরীয় পাণ্ডুলিপির সংকেত চিহ্ন হলো "م" (মীম) এবং রামপুরীর পাণ্ডুলিপির চিহ্ন হলো "ر" (রা)।

মিসরী ও রামপুরী পাণ্ডুলিপি দু'টো প্রায় এক। আসাফিয়্যা পাণ্ডুলিপির সাথে মাছালের স্তর বিন্যাস ও ব্যাখ্যার সাথেও এদুটোর হুবহু মিল পাওয়া যায়।

---

[৫৫১] । প্রাগুক্ত।

[৫৫২] । আল-মুস্‌তাক্‌স ঃ ১/৪।

Dhaka University Institutional Repository

ক. আসাফী পাণ্ডুলিপিঃ মূলতঃ আসাফী গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপি হিসেবে পরিচিত। ব্রুকলম্যান এ পাণ্ডুলিপিটি ভাষা বিভাগের অর্ন্তভূক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। কপি নং-৪৭৩ পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯২। এ পাণ্ডুলিপিতে كما تدين تدان এমাছালটি ছাড়া সবগুলো মাছাল আছে। মিসরী পাণ্ডুলিপিতে এমাছালটি পাওয়া গেলেও আসাফী ও রামপুরী পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায় না। আসাফী পাণ্ডুলিপিতে ২৪০টি অধ্যায় রয়েছে। এর প্রতি পৃষ্ঠার ছত্র সংখ্যা-১৯।

তিনি তিনটি (و لكن من يمشي يرضي بما ركب . هانة اليوم أوعد . هل نبت البقلة إلا الحقلة)[৫৫৩] মাছালের বিষয়ে আস্বস্ত হতে না পেরে ছেড়ে গেছেন।

এ পাণ্ডুলিপির প্রথম পরিচ্ছেদ " أ " (همـزة) দিয়ে শুরু। এটাই সবচাইতে বড় পরিচ্ছেদ। এ পরিচ্ছেদটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬২। আর অবশিষ্ট পরিচ্ছেদগুলো ب - ي (বা-য়া)পর্যন্ত। যা ২২৮পৃষ্ঠা জুড়ে আছে। এ পাণ্ডুলিপিতে মাছাল সংখ্যা ৩৪৬১টি।

আল্লামা যমখশরী তাঁর এ গ্রন্থের নাম দিয়েছেন কিতাবুল মুস্তাক্সা। এর ভূমিকায় এবং শেষে এ নামের উল্লেখ আছে। এ পাণ্ডুলিপির অন্যতম বৈশিষ্ট হলো একটি স্থান ব্যতীত কোন বাক্য একাধিকবার উল্লেখিত হয়নি। ماله امر ولها أمـره মীম পরিচ্ছেদে এ মাছালটি দু'বার উল্লেখ রয়েছে। গ্রন্থকার أني এর স্থানে أنا এবং يابن এর স্থলে يـابن ব্যবহার করেছেন। এ ছাড়াও কোন কোন স্থানে قال . فال . مال এ ধরনের শব্দগুলো অস্পষ্ট রেখেছেন।

খ. মিসরী পাণ্ডুলিপিঃ এ পাণ্ডুলিপিটি দারুল কুতুব আল- মিসরিয়্যাতে সাহিত্য বিভাগে পাওয়া যায়। কপি নং-২০৫৭৮। এতে ১৭৩টি অধ্যায় রয়েছে। প্রতি পৃষ্ঠায় ছত্র সংখ্যা ২১। নসখী লিপিতে লেখা। পাণ্ডুলিপিটি হরকত বিশিষ্ট হওয়ায় এটি সহজপাঠ্য। আসাফী পাণ্ডুলিপির বিন্যাসের চাইতে এর বিন্যাস ভিন্ন ধরনের। এতে ৬৪টি মাছালনেই। এবং না থাকার কারণও জানা যায়না। শুধু كما تدين تدان মাছালটি এতে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এমাছালটি আসাফী ও রামপুরী পাণ্ডুলিপিতে নেই। এতে কোন মাছাল বারংবার উল্লেখিত হয়নি। ماله أمر ولا أمره মাছালটি এপাণ্ডুলিপিতে আছে। যেমন রয়েছে আসাফী পাণ্ডুলিপিতে।

গ. রামপুরী পাণ্ডুলিপি ঃ ভারতের রামপুর গ্রন্থাগারে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে ১৮৬টি অধ্যায় রয়েছে। নসখী লিপিতে লেখা পাণ্ডুলিপিটি সহজ পাঠ্য। এতে লেখার সময়কাল উল্লেখ আছে ৯৬৬/১৫৫৮ সন। এ পাণ্ডুলিপির লেখক হলেন মুহম্মদ ইবন সিদ্দীক আলহাস।এর শেষে লেখা রয়েছে, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে।' পাণ্ডুলিপিটির লেখা সমাপ্ত হয় ৯৬৬/১৫৫৮ সনের ১৭ই রবিউল আউয়ালের মঙ্গলবার পূর্বাহ্নে। লিপিকার অধম মুহম্মদ ইবন সিদ্দীক আলহাস।[৫৫৪] 'উছমানী বিশ্বকোষ ব্যবস্থাপক গ্রন্থটির অনেকস্থানে সংশোধনী এনেছেন।

ক. মিসরী পাণ্ডুলিপিতে মাছাল সংশ্লিষ্ট অনেক পাদটীকা তার সঠিক স্থানে সংযোজন করেছেন।

খ. অন্যান্য মাছাল গ্রন্থে যে সব বড় বড় ভুল ছিল তা সংশোধন করা হয়েছে। অন্যান্য গ্রন্থ থেকে যে সব

---

[৫৫৩] ।। প্রাগুক্ত ঃ মাছাল নং- ১৪০১.১৪৩১.১৪৪৪।

[৫৫৪] । প্রাগুক্ত ঃ ১/১৩।

Dhaka University Institutional Repository

সংশোধন এনেছেন সেগুলোর নামও উল্লেখ করেছেন। যেমন মাজ'মাউল আমছালের সাংকেতিক চিহ্ন (ي) কিতাবুল ফাখিরের (ف) এবং আসকারীর (ك) ।

গ. অনেক স্থানে হরকত প্রদান করা হয়েছে আবার অনেক স্থানে হরকত দেয়া হয়নি বরং বিলোপ করা হয়েছে এর পাঠেরও পরিমার্জন করা হয়েছে। কুরআনের আয়াত, হাদীছে নববী ও কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে সাধ্যানুযায়ী বিষয়টি সম্পর্কে আরো স্পষ্ট ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

ঘ. আসাফী পাণ্ডুলিপিতে যেভাবে মাছালগুলো বর্ণানুক্রমিক বিন্যস্ত রয়েছে সেভাবেই বিন্যস্ত করা হয়েছে। মুসতাক্‌সার প্রতিখণ্ডে মাছালের নাম্বার গুলোর নিচে আবার নাম্বার দিয়ে যেসব গ্রন্থ হতে মাছাল গুলোর সংগৃহীত হয়েছে সেগুলোর সংকেত চিহ্ন দেয়া হয়েছে। আসাফী পাণ্ডুলিপি ও মিসরী পাণ্ডুলিপিতে মাছাল সংখ্যা নিম্নরূপ।[৫৫৫]

---

[৫৫৫] । প্রাগুক্ত ঃ ভূমিকা।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়	খন্ড	আসাফী	মিসরী	পার্থক্য
همزه	১ম	১৯১৭	১৮৯৯	১৮
বা - য়া (ب – ي)	২য়	১৫৪৪	১৪৯৮	৪৬
		৩৪৬১	৩৩৯৭	৬৪

গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করন ১৩৯৭/১৯৭৭ সনে বৈরুত থেকে দুখন্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথম খন্ডে (ভূমিকা, সূচী ও নির্ঘন্ট৪৮ + মুলগ্রন্থ ৪৫২) =৫০০ পৃষ্ঠা এবং দ্বিতীয় খন্ডে (সুচী ও নির্ঘন্ট ২৯ + মুলগ্রন্থ ৪১৭)= ৪৪৬ পৃষ্ঠা। সর্বোমোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৪৬।

৪৯. নাওয়াবিগুল কালিম ঃ ইহা যমখশারীর আরবী প্রবাদের আরেকটি গ্রন্থ । জুরজী যয়দান এটাকে ভাষা গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেছেন।এতে মাছাল, হিকমা সহ অনেক জ্ঞানগর্ভবাণী লিপিবদ্ধ আছে। ইহা ১২৮৭/১৮৭০ সনে মিসরে প্রকাশিত হয়। এর অনেক ভাষ্য রয়েছে। এটি ইস্তাম্বুল ও বৈরুত থেকেও প্রকাশিত হয়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী অনুবাদ সহ প্যারিসেও প্রকাশিত হয়।[৫৫৬]

আদম ইবন 'আব্দুল গফফার আদ্দম্মীর সম্পাদনায় ভাষ্য সহ ১৩৩২/১৯১৪ সনে মিশরের মাতবা'আতু কুল্লিয়ায় ১ম সংস্করন প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫০।

আল্লামা যমখশরীর মাছালের উপর রচিত আরো তিনটি গ্রন্থ আছে ঃ

*৫০. যুবদাতুল আমছাল ঃ*গ্রন্থটির নাম দেখে মনে হয় এটি একটি সংক্ষিপ্ত এবং আকারে ছোট একটি মাছাল সংকলন।

৫১. সাওয়াইরুল আমছাল ঃ গ্রন্থের নামে বুঝা যায় এতে আরবের প্রচলিত মাছাল বর্ণিত হয়েছে।

৫২. আল-বদরুস সাফিরা: ফিল আমছালিস সাইরা: ঃ এ গ্রন্থটির নাম দেখে মনে হয় এতে আমছালিস সাইরা বেশী স্থান পেয়েছে। তবে এতিনটি গ্রন্থের নাম ছাড়া আর কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

৫৩. **ইবনুল আছীর ঃ** তার প্রকৃত নাম আবুল ফতহ যিয়াউদ্দীন নসরুল্লাহ ইবন মুহম্মদ আশ্শায়বানী। তিনি ইবন উমর উপদ্বিপে ৫৫৮/১১৬৩ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। মুসিলে প্রতিপালিত হন এবং সেখানেই আদব শিক্ষা লাভ করেন। তিনি সুলতান সালাহ উদ্দীন (১১৭৪-১১৯৩) ও তার সন্তাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তিনি বাদশাহ আফযাল নুরুদ্দীন (১১৭১-১১৭৪) এরও ওযীর ছিলেন। তিনি প্রথমে মিসরে পরে সিরিয়ায় চলে যান। পরিশেষে মুসিলে এসে ৬৩৭/১২৩৯ সনে ইন্তিকাল করেন।[৫৫৭]

*কিতাবুল আমাছাল ঃ*গ্রন্থটির পূর্ননাম 'কিতাবু মাছালিছ ছাইর ফী আদবিল কাতিব ওয়াশ শা'ইর'। হান্না আল

---

[৫৫৬] । যয়দান ঃ ৩/৫০।

[৫৫৭] । হান্না আল-ফাখুরী ঃ তারীখ, ৭৫১-৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

-ফাখুরীর মতে এটি তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।[৫৫৮]তিনি গ্রন্থটিতে সুন্দর একটি ভূমিকা উপস্থাপন করেছেন। এতে তিনি গদ্য ও পদ্য লিখন পদ্ধতি সম্পর্কে কোন বর্ণনা ছেড়ে যাননি। তিনি তাঁর বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে প্রচুর কুরআন, হাদীস এবং আরবদের প্রচলিত মাছাল ও তাদের বাণীর সংযোগ ঘটিয়েছেন। গ্রন্থটি দু'খন্ডে সমাপ্ত। এর ১ম সংস্করন আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ভাষা অনুবদের শিক্ষকের সম্পাদনায় ১৩৫৯/১৯৩৯ সনে মিশর থেকে এবং ২য় সংস্করন ডঃ আল-হুফী ও ডঃ তাবানার সম্পাদনায় কায়রোর নহযাতুল মিসর প্রেস থেকে ১৩৭৯/১৯৫৯ সনে প্রকাশিত হয়।

৫৪. মুহাম্মদ ইবন আবী বকর-ইবন 'আব্দুল কাদির আররাযী ঃ মুহাম্মদ ইবন আবী বকর ইবন 'আবদুল কাদির আররাযী হিজরী সপ্তম শতকের একজন প্রখ্যাত আলিম। দায়লামের রায শহরের দিকে তাঁকে সম্পর্কিত করা হয়। অধিকাংশ জীবনী গ্রন্থকার তাঁর বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন বিধায় তাঁর জীবনী সম্পর্কে খুব একটা জানা যায় না। তিনি বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়ান।এক সময় তিনি মিসরেও চলে যান। সেখানে থেকে সিরিয়ায় এরপরে আনাযুলে চলে যান এবং সদরুদ্দীন কুনূভীর সাহচার্য লাভ করেন।[৫৫৯]

রাযী বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা গ্রন্থ রচনা করেছেন। জীবনী ও ফিহরিস্ত গ্রন্থে আমরা এর সন্ধান পাই। তাঁর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন গ্রন্থ হলো:[৫৬০] ১.আসইলাতুল কুরআন ওয়া উজুবাতিহী ২. তারীখ লতীফ ৩. তুহফাতুল মুলূক ওয়াস্‌সালাতীন ৪. হাদাইকুল হাকাইক ফিল মাওয়াইয ৫. দাকাইকুল হাকাইক ফিত্ তাসাউফ ৬. দওহাতুল বালাঘা ৭. রওযাতুল ফাসাহা: ফী'ইলমিল বয়ান ৮. গরীবুল কুরআন ৯. কিতাবুত্ তাওহীদ ১০. মুখতারুস সিহাহ ১১. মা'আনীউল মা'আনী ১২. হিদায়াতুল 'ইতিকাদ।

তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে কোন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়না তবে তার রওযাতুল ফাসাহা: গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, তিনি ৬৯১/১২৯১ সনে কুনিয়া শহরে ইন্‌তিকাল করেন।[৫৬১] তাঁর গ্রন্থটির মলাটে ৬৬৬/১২৬৭ সনের পরে ইন্‌তিকাল করেছেন বলে উল্লেখ আছে।

কিতাবুল আমছাল ওয়াল হিকাম ঃ আল্লামা রাযী সংকলিত অনন্য সাধারণ মাছাল গ্রন্থ। সংকলক নিজেই তার গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন, এ সংক্ষিপ্ত গ্রন্থটিতে আমি বিভিন্ন শ্লোক ও চরণ উল্লেখ করেছি যদ্বারা বিদ্বান ব্যাক্তিগণ তাদের রচনায়, বক্তৃতায় বিভিন্ন অর্থ বুঝাতে (পার্থিব অথবা পারলৌকিক বিষয়ে প্রজ্ঞাময় কথা, সংক্ষিপ্ত জ্ঞানগর্ভ যুক্তিপূর্ন বাক্য) উদাহরণ স্বরূপ ব্যবহার করতো পরিশেষে মাছাল হিসেবে প্রচলন ঘটে। তিনি বিভিন্ন কবিতার পুর্ণ শ্লোক অথবা চরণ যেগুলো মাছাল ও হিকাম হিসেবে প্রচলিত এমন অনেক মুল্যবান শ্লোক ও চরণ তিনি এ গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

তিনি এ গ্রন্থটিকে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। যেসব শ্লোক ও চরণ শুধু আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ ও তার প্রতি ভরসা করতে উৎসাহিত করে এসব শ্লোক ও চরণ তিনি প্রথম অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করেছেন।

---

[৫৫৮] । *প্রাগুক্ত ঃ ৭৫৩।*

[৫৫৯] । *কিতাবুল আমছাল ওয়ালহিকাম ঃ ভূমিকা ঃ ৫।*

[৫৬০] । *প্রাগুক্ত ঃ ৬।*

[৫৬১] । *প্রগুক্ত ঃ ৮।*

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মীয় প্রজ্ঞাপুর্ন বাক্য বা দুনিয়া বিমুখ সম্পর্কিত ঐসব শ্লোক ও চরণ যা মাছাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।

তিনি তৃতীয় অধ্যায়ে অল্পে তুষ্টি এবং প্রাচুর্যে বসবাস সম্পর্কীয়, চতুর্থ অধ্যায়ে শান্তনা ও শোক সম্পর্কীয়, পঞ্চম অধ্যায়ে পার্থিব প্রজ্ঞা সম্পর্কীয়, ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রণয় স্তুতি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ মুলক, সপ্তম অধ্যায়ে ভর্ৎসনা ও অভিযোগ সম্পর্কীয়, অষ্টম অধ্যায়ে কুৎসিত ও ধমক সম্পর্কীয়, নবম অধ্যয়ে হাস্যরস সম্পর্কীয় এবং দশম অধ্যায়ে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কীয় শ্লোক ও চরণ উল্লেখ করেছেন।

গ্রন্থটির শেষে বর্ণানুক্রমিক অন্ত্যানুপ্রাস হিসেবে শ্লোক ও চরণগুলো বিন্যস্ত করেছেন। পরিশেষ তিনি একটি মূল্যবান নির্ঘন্টও সংযোজন করেছেন।

ইমাম মুহম্মদ ইবন সউদ ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয়ের আরবী সাহিত্যের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ 'আব্দুর রাজ্জাক হুসয়ন গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। যার প্রথম সংস্ক রন 'আম্মানের দারুল বসীর ছাপাখানা হতে ১৪০৬/১৯৮৬ সনে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৪।

৫৫. আবুবকর ইবন 'আসিম ঃ (মৃঃ ৮২৯/১৪২৬)।

তার কিতাবুল আমছালটির নাম *'হাদাইকুল আযহার'*। এতে মোট ৮১৫ টি বিশ্লেষনহীন মাছাল রয়েছে। গ্রন্থটি ইবন শরীফার শিক্ষক 'আব্দুল আযায আল আহওয়ালীর সম্পাদনায় ১৩৮২/১৯৬২ সনে কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়।[৫৬২]

৫৬. আবুল মুহসিন আশ্‌শায়বী ঃ (মৃঃ ৮৩৭/১৪৩৩১)।

তিমছালুল আমছাল ঃ আশ্‌শায়বীর অন্যতম গ্রন্থ হলো এটি। এটি বৈরুতের লেবানন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ, ডি, থিসিস। আস'আদ যুবয়ানের সম্পাদনায় ১৪০২/১৯৮২ সনে দুখন্ডে বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়।[৫৬৩]

---

[৫৬২] । ইসলামী বিশ্বকোষ ঃ ১৬/২/৬২৭।

[৫৬৩] । প্রগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৫৭। মুস্তফা ইবন ইব্রাহীমের *'যুবদাতুল আমছাল'* নামে মাছাল সংকলনটি ৯৯৯/১৫৯১ সনে প্রকাশিত হয়।[৫৬৪]

৫৮। সামির কাজীম খলীল *'মাজমা'উল আমছাল'* আল-মাওরিদঃ মাছাল সংকলনটি অন্যতম গ্রন্থ। গ্রন্থটি ১ /১ ৩ সনে ইস্তাম্বুলে প্রকাশিত হয়।[৫৬৫]

৫৯.কাসিম ইবন মুহাম্মদ আল-হুলী আল-বকরুহী *'আদ্দুররুল-মুন্তাখাব ফী আমছালিল-আরব'* গ্রন্থটি সংকলন করেন। গ্রন্থটি ১১৬৯/১৭৫৫ সনে প্রকাশিত হয়।[৫৬৬]

৬০. ইব্রাহীম সারকসী (১৩০২/১৮৮৫) *'আদ্দুররাতুল য়াতীমা: ফিল আমছালিল কাদীমা'* গ্রন্থটি সংকলন করেন। গ্রন্থটি ১২৮৮/১৮৭১ সনে বৈরুতে প্রকাশিত হয়।[৫৬৭]

৬১. ইব্রাহীম ইবনিস সায়্যিদ 'আলী আল আহদাব (মৃ:১৩০৮/১৮৯০) *'ফারাইদুল লাল ফী মাজমা'ইল আমছাল'* রচনা করেন। এটি মূলতঃ ময়দানীর মাজমা'উল আমছালের কাব্যরূপ। তিনি গ্রন্থটির ভূমিকায় এর নামকরন সম্পর্কে বলেন, আমি মাজমা'উল আমছালকে কাব্যরূপ দিয়ে নাম রেখেছি 'ফারাইদুল লাল'। তিনি ময়দানীর গ্রন্থ হতে অতিরিক্ত যা সংযোজন করেছেন তা হলো প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ডের সূচী গ্রন্থের শেষে উল্লেখ করেছেন। এরপর মাছালগুলোর সূচী বর্ণানুক্রমিক বিন্যস্ত করেছেন। গ্রন্থটি ১৩১২/১৮৮৪ সনে দুখন্ডে বৈরুতে প্রকাশিত হয়।[৫৬৮]

৬২. মাহমুদ ইবন 'উমার আল-বাজূরী *'আমছালুল মুতাকাল্লিমিন মিন 'আওয়ামমিল মিস্-রিয়্যীন'* গ্রন্থটি সংকলন করেন। গ্রন্থটি ১৩১১/১৮৯৩ সনে কায়রোতে প্রকাশিত হয়।[৫৬৯]

৬৩. না'উম শুকয়র *'আমছালুল আওয়াম্ম ফী মিসর ওয়াস্ সুদান ওয়াশ্ শাম'* গ্রন্থটি সংকলন করেন। গ্রন্থটি ১৩১২/১৮৯৪ সনে কায়রোতে প্রকাশিত হয়।[৫৭০]

৬৪.আবুল হাসান 'আলী ইবন ফযল আল মু'আয়দী আত-তালকানী *'রিসালাতুল আমছাল আল-বাগদাদীয়্যা'* রচনা করেন। এটি ছয়শতাধিক মুওয়াল্লাদ মাছাল সম্বলিত প্রাচীনতম স্থানীয় সংগ্রহ। এতে মাছালগুলো বর্ণানুক্রমিক বিন্যস্ত।

---

[৫৬৪] । *ইসলামী বিশ্বকোষ ঃ ১৬/২/৬২৭।*

[৫৬৫] *।প্রাগুক্ত।*

[৫৬৬] *। প্রাগুক্ত।*

[৫৬৭] *। প্রাগুক্ত।*

[৫৬৮] *। প্রাগুক্ত ঃ ৬২৭।*

[৫৬৯] *। প্রাগুক্ত ঃ ৬২৮ : কিনদীল ঃ গ্রন্থপঞ্জী ।*

[৫৭০] *। প্রাগুক্ত ।*

Dhaka University Institutional Repository

তবে প্রচলিত বিষয় সর্ম্পকিত, মাছাল সাহিত্য বিষয়ে নয়। অনেক ক্ষেত্রে আলোচ্য মাছালগুলোর সঠিক প্রয়োগের জন্যে যথারীতি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাদান করা হয়েছে। এটি আঞ্চলিক ভাষায় আমছাল সম্বলিত সংকলনগুলোর পথিকৃত। গ্রন্থটি L.Massignon -এর সম্পাদনায় ১৩৩১/১৯১৩ সনে কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়।[৫৭১]

৬৫. যায়দ ইবন ইফা'আ *কিতাবুল আমছাল* রচনা করেছেন। গ্রন্থটি শুরুতে তিনি মাছাল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি এতে মাছালগুলো বর্ণানুক্রমিক বিন্যস্ত করেছেন। তিনি 'আফ'আলু মিন' জাতীয় মাছাল উল্লেখ করার পর امر। (আদেশাজ্ঞা) মাছাল এর পর استفهام। (প্রশ্নবোধক) সম্বলিত মাছালগুলো উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি যেসব মাছালের শুরুতে إن ، أن অব্যয় রয়েছে এগুলোকে উল্লেখ করেছেন। এটি ছাত্র শিক্ষকদের জন্যে একটি উপযোগী গ্রন্থ। গ্রন্থটি হায়দারাবাদ থেকে ১৩৫১/১৯৩২ সনে প্রকাশিত হয়।[৫৭২]

৬৬. আহমদ সা'ঈদ বাগদাদী *'আমছালুল মুতানাব্বী ওয়া হায়াতুহু বায়নাল আলামী ওয়াল আমালি'* গ্রন্থ সংকলন করেন। গ্রন্থটি ১৩৫১/১৯৩২ সনে কায়রোতে প্রকাশিত হয়।[৫৭৩]

৬৭. আলকুস সা'ঈদ 'আবূদ আকাবা *কিতাবুত্ তব্‌কাতিল বাহিজা: ফিল আমছালি ওয়াল হিকামিল 'আরাবিয়্যাতিদ দারিজা:* নামে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। আরবের মাছাল এবং 'হিকমা'গুলো এতে সংকলিত হয়েছে। তিনি এগুলো বিভিন্ন দেশ যেমন প্যালেস্টাইন, সিরিয়া এবং লেবানন থেকে সংগ্রহ করে বর্ণানুক্রমিক বিন্যস্ত করেছেন। এর মাছাল সংখ্যা ৫৩৩০টি। গ্রন্থটির শুরুতে একটি সুন্দর ভূমিকা উপস্থাপন করেছেন তিনি। তিনি এসব দেশের মাছালগুলো কথ্য ভাষায় উচ্চারণগত ভুল সহ উল্লেখ করেছেন। Professor Dr. G. R. Kampff meyer -এর জার্মান ভাষায় একটি গুরুত্বপুর্ন বাণীও স্থান পেয়েছে এ গ্রন্থে। গ্রন্থটি ১৩৫৩/১৯৩৩ সনে মাত্‌বাআতু দারিল আয়তামিস সুরিয়া থেকে প্রকাশিত হয়।[৫৭৪]

৬৮. হরম রফীক ফতহী বেক *'হাদাইকুল 'আম্মিয়্যা'* সংকলন করেন। তিনি সহজ ভাষ্য সহ বর্ণানুক্রমিক মাছাল বিন্যস্ত করেছেন। এ গ্রন্থটির শুরুতে একটি মুল্যবান ভূমিকা রয়েছে। গ্রন্থটি দু'খন্ডে সমাপ্ত। প্রথম খন্ড 'আলিফ'- 'গাইন' (ا – غ) পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় খন্ড ফা-য়া (ف – ي)পর্যন্ত। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ কায়রোর মাতবা'আতু আমীন 'আব্‌দুর রহমান থেকে ১৩৫৯/১৯৩৯ সনে প্রকাশিত হয়।[৫৭৫]

৬৯. ফাইকা : এইচ,আর,রফীক *'হাদাইকুল আমছালিল 'আম্মিয়্যা'* গ্রন্থটি সংকলন করেন। গ্রন্থটি ১৩৫৮-৬২/১৯৩৯-৪৩ সনে কায়রো হতে তিন খন্ডে প্রকাশিত হয়।[৫৭৬]

---

[৫৭১] । *ইসলামী বিশ্বকোষ ঃ ১৬/২/ ৬২৫।*

[৫৭২] . প্রাগুক্ত।

[৫৭৩] । *ব্রুকলম্যান ঃ ২/৮৭ ।*

[৫৭৪] । *ইসলামী বিশ্বকোষ ঃ ১৬/২/৬২৭।*

[৫৭৫] । *প্রাগুক্ত ।*

[৫৭৬] । *প্রাগুক্ত ঃ ৬২৮:কিনদীল ঃগ্রন্থপঞ্জী ।*

Dhaka University Institutional Repository

৭০. **আহ্‌মদ তয়মুর** *'আল-আমছালুল 'আম্‌মিয়্যাতুল মিসরিয়া:'* গ্রন্থটি সংকলন করেন। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ ১৩৬৮/১৯৪৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৭৫/১৯৫৬ এবং তৃতীয় সংস্করণ ১৩৯০/১৯৭০ সনে কায়রোতে প্রকাশিত হয় । গ্রন্থটি বর্ণানুক্রমিক বিন্যস্ত । খলীল ছাবিত এতে একটি সুন্দর ভূমিকা লিখেছেন যাতে মাছালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনাও রয়েছে ।[৫৭৭]

৭১. **আনীস ফারীহাঃ** *'আল-আমছালুল 'আমিয়াতুল লুবনানিয়্যা:'* গ্রন্থটি সংকলন করেন । সংকলক গ্রন্থের শুরুতে ইংরেজীতে সুন্দর একটি ভূমিকা উপহার দিয়েছেন । তিনি মাছালগুলো উল্লেখ করে ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন । তিনি এগুলোকে বর্ণানুক্রমিক বিন্যস্ত করেছেন । তবে শেষ বর্ণ পর্যন্ত সমাপ্ত করতে পারেননি । মাত্র 'আলিফ' থেকে 'শীন' পর্যন্ত বর্ণের মাছালগুলো উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটি ১৩৭৩/১৯৫৩ সনে বৈরুতের মাতাবি'উল মুরসালীন আল-লুবনানীঈন হতে প্রকাশিত হয়।[৫৭৮]

৭২. **'আবদুল মজীদ 'আবিদীন** : ডঃ 'আবদুল মজীদ 'আবিদীন মিসরের আলেক্সান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সুযোগ্য অধ্যাপক। তিনি মাছালের উপর গবেষণা করে একটি অনন্য গ্রন্থ রচনা করেন । গ্রন্থটির নাম *'আল-আমছাল ফিন্‌নছরিল-আরবী ইল-কাদীম মা'আ মুকাবিলাতিহা বিনাযাইরিহা ফিল্ আদাবিস সামিয়ীল উখরা'* ।

ডঃ 'আবিদীন এ গ্রন্থে মাছালের দুটি দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন । প্রথমতঃ তুলনামূলক আলোচনা দ্বিতীয়তঃ মাছালের ক্রমবিকাশ । এ গ্রন্থে মোট চারটি অধ্যায় আছে ।

প্রথম অধ্যায় চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত ঃ প্রথম পরিচ্ছেদে মাছালের শাব্দিক বিশ্লেষণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রকৃত মাছালের অবকাঠামো সম্পর্কে বিশেষ করে মাছালের পারিভাষিক অর্থ সম্পর্কে আলোচনা, তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রকৃত মাছালের পারিভাষিক অর্থের উৎস এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে মাছাল এবং এর সাধারণ প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা।

দ্বিতীয় অধ্যায় প্রাচীন মাছাল সম্পর্কে । এতে দশটি পরিচ্ছেদ রয়েছে ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদে আরব উপদ্বীপের পূর্বাঞ্চলের শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা । দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে ঐ একই অঞ্চলের মাছাল সম্পর্কে আলোচনা । চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ পশ্চিমাঞ্চলের মাছাল সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে । ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে মাছালের উৎস, সপ্তম পরিচ্ছেদে 'আফ'আলু মিন' জাতীয় মাছাল, অষ্টম পরিচ্ছেদে প্রাচীন মাছালের বিভিন্ন শাখা, নবম পরিচ্ছেদে শিল্পকলা এবং দশম পরিচ্ছেদে হাস্য কৌতুক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে ।

তৃতীয় অধ্যায় ঐশী গ্রন্থ কেন্দ্রীক মাছালের আলোচনা । যা ছয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ঐশীগ্রন্থাবলীর মাছাল এবং বিভিন্ন মাছালের মধ্যে পার্থক ও প্রাচীন হিকমা প্রজ্ঞাপূর্ন বাক্য সম্পর্কে আলোচনা।

---

৫৭৭ । *প্রাগুক্ত ।*

৫৭৮ । *প্রাগুক্ত ।*

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কুরআনী মাছাল ও এ সম্পর্কে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা, তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে সংক্ষিপ্ত ঐশীগ্রন্থের মাছাল সম্পর্কে আলোচনা, পঞ্চম পরিচ্ছেদে কুরআনে বর্ণিত কিয়াসী মাছাল সম্পর্কে আলোচনা,ষষ্ঠপরিচ্ছেদে কালীলা: ও দিমনার মাছাল সম্পর্কে আলোচনা।

চতুর্থ অধ্যায় আধুনিক মাছাল সম্পর্কে। এতে দুটি পরিচ্ছেদে আছে, প্রথম পরিচ্ছেদে আধুনিক মাছালের বৈশিষ্ট্য এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

গ্রন্থের পরিশেষে তিনটি পরিশিষ্টও নির্ঘন্ট রয়েছে, প্রথম পরিশিষ্ট আবূ আলী আল-কালীর কিতাবুল আমছালের পর্যালোচনা, দ্বিতীয় পরিশিষ্ট ইবন সাল্লামের রিসালা সম্পর্কে এবং তৃতীয় পরিশিষ্ট আরবী মাছাল ও আরামী মাছালের আলোচনা করা হয়েছে।

গ্রন্থটি কায়রোর দারুল -মিসর থেকে ১৩৭৬/১৯৫৬ সনে প্রকাশিত হয়।এর আরেকটি সংস্করণ ১৪১০/১৯৮৯ সনে একই ছাপাখানা হতে প্রকাশিত হয়।

৭৩। **'আব্দুল-খালিক আদ্দাব্বাগ'** *'মু'জামুল আমছালিল্ মুসিলিল আম্মিয়্যা:'* গ্রন্থটি সংকলন করেন। গ্রন্থটি মুসিল হতে ১৩৭৫/১৯৫৬ সনে দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয়।[৫৭৯]

৭৪। **হাফনী নাসিফ বেকঃ** মুহম্মদ হাফনী ইবনিশ-শায়খ ইসমা'ঈল ইব্‌নিশ-শায়খ খলীল ইবন নাসিফ মিসরের আধুনিক আরবীর অন্যতম সাহিত্যিক। ১২৭২/১৮৫৫ সনে কালয়ূ'বী প্রদেশে জন্মগ্রহন করেন। শৈশবেই কুরআন শরীফ হিফয করেন। শাফি'ঈ ফিকহ ও আরবী ভাষা বিজ্ঞান শিক্ষালাভ করেন,এবং কবিতা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতিমান ছাত্র হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেন। পাঠশেষে প্রথমে প্রতিবন্ধি স্কুলের শিক্ষক এর পর আইন কলেজের রচনা, অলংকার শাস্ত্র,গবেষণা,সাহিত্য ও বিতর্কের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান। এর পর তিনি সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ করেন। তিনি ১৯১৯ সনে ইন্তিকাল করেন। তার বহু গ্রন্থ রয়েছে,প্রসিদ্ধ কয়েকটি গ্রন্থ হলোঃ

১. কিতাবুল-কাওয়াফী ২. রিসালা ফিল'আরয ৩. রিসালা: ফিল-মান্‌তিক ৪. রিসালা: ফিল-অসূল ৫. রিসালা: ফিল-বহ্‌ছ ওয়াল- মানাযিরা ৬. দীওয়ানু শি'রিহী ৭. কিতাবু হায়াতিল লুঘাতিল আরারিয়্যা: ৮. কিতাবু 'আমিয়াতিশ-শাম ৯. কিতাবু বদি'উল্লুঘাতিল 'আম্মিয়্যা: ১০. কিতাবু 'আম্মিয়াতিস সা'ঈদ ১১. রিহলাতুহূ ইলাল আস্তানা।

কিতাবুল আমছাল ঃ তাঁর মাছাল সংকলনটির নাম 'কিতাবুল আমছালিল 'আম্মিয়া:' গ্রন্থটি ১৩৭৯/১৯৫৯ সনে মিসরে প্রকাশিত হয়।[৫৮০]

৭৫. **জামালুদ্দীন আশ্‌শায়বানী ঃ** *'তিমছালুল-আমছাল'* জামালুদ্দীনের অন্যতম গ্রন্থ। তিনি এতে ৪৪১ টি মাছাল সংকলন করেছেন। এর অধিকাংশ মাছাল ময়দানী ও যমখশরীর মাছাল গ্রন্থ হতে চয়নকৃত অবশিষ্ট গুলোর উৎস কিতাবুল অঘানী। শুধু স্বল্প সংখ্যক ক্ষেত্রে সূত্র উল্লেখ করা হয়নি। এর কাহিনীগুলো প্রায়শঃই সবিস্তারে বর্ণনা করা

---

[৫৭৯] । প্রাগুক্ত।

[৫৮০] । হান্না আল-ফাখুরীঃ তারীখঃ ৯৬৩-৬৪: ওসীতঃ ৩৫০-৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। এটি মূলতঃ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৬১ সনের পি এইচ.ডি. থিসিস। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন মুহম্মদ বাহাউল হক রানা।[৫৮১]

৭৬. **মুহররম কামালের** *'আল- হিকাম ওয়াল আমছাল ওয়ান্ নাসাইহ ইন্দাল মিসরিঈনিল কুদামাইল-আরাবিয়াতিল মিসরিয়্যাতিল 'আম্মা'*। গ্রন্থটি ১৩৮২/১৯৬২ সনে প্রকাশিত হয়।

৭৭. **আবূ সায়্যিদ** *'দিরাসাতুন ফী সিফরিল আমছাল'* সংকলন করেন। এটি অনুবাদ করেন ফখরী 'আতিয়া:। গ্রন্থটি ১৩৮২/১৯৬২ সনে মিসরে প্রকাশিত হয়।[৫৮২]

৭৮. 'আব্দুল করিম জুহায়মান *'আল-আমছালুশ শা'বিয়্যা: ফী কালবি জযীরাতিল আরব'* গ্রন্থ সংকলন করেন। তিনি এতে মাছাল গুলো বর্ণানুক্রমিক বিন্যস্ত করে'ছেন। এতে অনেক উপকারী একটি ভূমিকা লিখেছেন তিনি। গ্রন্থটি দু-খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ড 'আলিফ -'বা' (ب – ا)পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় খণ্ড 'যা -'য়া' (ز - ي)পর্যন্ত। গ্রন্থটির ১ম সংস্করণ রিয়াদ থেকে ১৩৮৩/১৯৬৩ সনে প্রকাশিত হয়।[৫৮৩]

৭৯. **মুহম্মদ তাহিরের** *'আলা রাইল মাছাল'* কায়রোর মাক্তাবাতুল খানজীতে ১৩৮৪/১৯৬৪ সনে প্রকাশিত হয়।

৮০. **জালাল আল-হানফী** *'আল-আমছালুল বাগদাদিয়্যা'* গ্রন্থটি সংকলন করেন। গ্রন্থটি ১৩৮৪/১৯৬৪ সনে দু'খণ্ডে বাগদাদে প্রকাশিত হয়।[৫৮৪]

৮১. **'আব্দুর রহমান আত্তিকরীতী** *'আল-আমছালুল বাগদাদিয়াতিল-মুকারানা:* গ্রন্থটি রচনা করেছেন। গ্রন্থটি ১৩৮৬-৯/১৯৬৬-৯ সনে বাগদাদ থেকে চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়।[৫৮৫]

৮২. **আত্তাহির আল-খুমায়রী** *'মুন্তাখাবাত মিনাল আমছালিল-'আম্মিয়্যা: আত-তুনিসিয়্যা:'* গ্রন্থটি সংকলন করেন। গ্রন্থটি ১৩৮৭/১৯৬৭ সনে তিউনিসে প্রকাশিত হয়।[৫৮৬]

৮৩. **মুহম্মদ কিনদীল আল-বাকলীর** *'ওয়াহদাতুল আমছালিল 'আম্মিয়া ফীল বিলাদিল 'আরাবীয়া:'* একটি অনবদ্য সৃষ্টি। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪৬। অন্যান্য মাছাল গ্রন্থের ন্যায় তিনি এ গ্রন্থটিকে বিন্যস্ত না করে বিষয় ভিত্তিক মাছালগুলো বিন্যস্ত করেছেন। এতে আটটি পরিচ্ছেদে ৯৫৫ টি মাছাল রয়েছে। এর সিংহভাগ মাছাল আঞ্চলিক ভাষায় (Dialog) রচিত বিধায় এগুলোর ভাবোদ্ধার দূরে থাক এ গুলোর উচ্চারণই খুবই কষ্টকর। নিম্নে এ গ্রন্থের মাছালগুলো বিষয় ভিত্তিক সংখ্যাসহ উল্লেখ করা হলো।

---

[৫৮১] । *ইসলামী বিশ্বকোষঃ ১৬/২/৬২৭।*

[৫৮২] । *প্রগুক্ত।*

[৫৮৩] । *প্রাগুক্তঃ ৬২৮:কিন্দীল স্বীয় ওয়াহদাতুল আমছাল গ্রন্থের গ্রন্থপঞ্জীতে 'আল আমছালুশ শা'বিয়্যা ফী কালবি জযীরাতিল আরাবিয়্যা: 'নামে তিনখন্ডে গ্রন্থটি প্রকাশ হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। কিনদীল ঃ গ্রন্থপঞ্জী।*

[৫৮৪] । *প্রাগুক্ত।*

[৫৮৫] । *প্রাগুক্তঃ ৬২৬।*

[৫৮৬] । *প্রাগুক্তঃ ৬২৮।*

Dhaka University Institutional Repository

নং	পরিচ্ছেদ	বিষয়	মাছালের সংখ্যা
১	প্রথম	উপদেশ ও নসীহত সংক্রান্ত	১০১ টি
২	দ্বিতীয়	নৈতিকতা	১৫১ টি
৩	তৃতীয়	সামাজিক অবস্থা	২৪৩ "
৪	চতুর্থ	অর্থনৈতিক অবস্থা	১৯৮ "
৫	পঞ্চম	আহকাম বিষয়ক	১০১ "
৬	ষষ্ঠ	রাজনৈতিক অবস্থা	৪৮ "
৭	সপ্তম	ভয়ভীতি ও উৎসাহ প্রেরণা	৮৭ "
৮	অষ্টম	শিক্ষা প্রশিক্ষণ	২৬ "

৯৫৫ টি

আল-বাকলী প্রতিটি মাছালের উৎস এবং এর ব্যাখ্যা করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি আরবের বিভিন্ন এলাকার মাছাল গুলোর সঙ্গে ঐ মাছালের তুলনাও করেছেন।
গ্রন্থটি ১৩৮৮/১৯৬৮ সনে কায়রোর মাক্তাবাতুল ইনজিলু আল- মিসরিয়্যায় প্রকাশিত হয়।

৮৪. **আহমদ তয়মূর** *'আল-কিনায়াতুল 'আম্মিয়্যা:* গ্রন্থটি সংকলন করেন। গ্রন্থটি ১৩৯০/১৯৭০ সনে কায়রোতে প্রকাশিত হয়।[৫৮৭]

৮৫. **সালাহ উদ্-দীন খলীল ইবন আবয়েক আস্সফীর** *'নছরুহ ছাইর 'আলাল মাছালিস সাইর'* গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি ১৩৯২/১৯৭২ সনে দামিশ্কে প্রকাশিত হয়।[৫৮৮]

৮৬. **ইব্রাহীম শাল্যান** *'আশ শা'বুল মিসরী ফী আমছালিহিল 'আম্মিয়্যা:* গ্রন্থ সংকলন করেন। গ্রন্থটি ১৩৯১/১৯৭২ সনে কায়রোতে প্রকাশিত হয়।[৫৮৯]

৮৭. **মুহমমদ সাদিক যালযালা** *'মাজমা'উল আমছালুল- 'আম্মিয়্যাতিল বাগদাদিয়্যা: ওয়া কাসাসুহা'* গ্রন্থটি সংকলন করেন। গ্রন্থটি ১৩৯৬/১৯৭৬ সনে কুয়েতে প্রকাশিত হয়।[৫৯০]

৮৮. **আহমদ কাব্বিশ** ঃ আরবী সাহিত্যে ট্রেনিং প্রাপ্ত এবং ডিপ্লোমাধারী। দামিস্কের মাধ্যমিক স্কুলের আরবী ভাষায় শিক্ষক।

---

[৫৮৭] *। প্রাগুক্ত ঃ ৬২৮।*

[৫৮৮] *। প্রাগুক্ত।*

[৫৮৯] *। প্রাগুক্ত।*

[৫৯০] *। প্রাগুক্ত।*

Dhaka University Institutional Repository

কিতাবুল আমছাল ঃ তার গ্রন্থটির নাম 'মাজমাউল হিকাম ওয়াল আমছাল মিনাশ শি'রিল আরবী'। এটি মাছালও হিকাম সম্বলিত আরবী কাব্য সংকলন। সকল যুগের মাছাল এবং হিকাম স্থান পেয়েছে এতে। গ্রন্থটি বর্ণানুক্রমিক বিন্যস্ত। কবিতার প্রতিটি শ্লোকের শেষে কবির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থটি ২৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এতে ২২৩ টি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৫৫৮। সংকলনটি ১৯৭৯ সনে মাতবা'আতু দারুল গরুরাতে প্রকাশিত হয়।

৮৯. আল-বিশর আররামী ও সফওয়াত কামাল *'আল-আমছালুল কুওয়ায়তিয়্যা: আল- মুকারানা:* 'গ্রন্থটি সংকলন করেন। গ্রন্থটি ১৩৯৮-১৪০০/১৯৭৮/১৯৮০ সনে কুয়েত থেকে দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয়[৫৯১]

৯০. হানী আল-'আমাদ *'আল-আমছালুশ শা'বিয়্যাতুল-উরদুনিয়্যা:* গ্রন্থটি সংকলন করেন। গ্রন্থটি ১৩৯৮/১৯৭৮ সনে 'আম্মান হতে প্রকাশিত হয়।[৫৯২]

৯১. য়ূসুফ ইয়যুদ্দীন *'আত্-তা'বীর আনিন্ নাফ্স ফিল মাছালিল 'আরবী'* গ্রন্থ সংকলন করেন। গ্রন্থটি ১৪০০/১৯৮০ সনে প্রকাশিত হয়।[৫৯৩]

৯২. হান্না আল- ফাখুরীঃ হান্না আল- ফাখুরী প্রখ্যাত আরবী ঐতিহাসিক। *'তারীখুল আদবিল 'আরবী'* নামে আরবী সাহিত্যের ইতিহাস তাঁর এক অনবদ্য সৃষ্টি। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে কিতাবুল হিকাম ওয়াল আমছাল অন্যতম।
কিতাবুল হিকম ওয়াল আমছালঃ হিকাম এবং আমছালের উপর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে এটি অনন্য সাধারণ গ্রন্থ। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৮। গ্রন্থটি আকারে ছোট হলেও এর সাহিত্যিক মূল্য অপরিসীম। অন্যান্য মাছাল গ্রন্থ হতে এটি একটু সতন্ত্র ভাবে রচিত। এতে পাঁচটি পরিচ্ছেদ রয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদে হিকমা:ও মাছালের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ও উভয়টির সংজ্ঞা প্রদানে বেশ কিছু মনীষীর উক্তির উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে জাহিলী যুগের হিকমা ও মাছাল প্রবক্তাদের সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ তাদের হিকমা ও মাছাল সমূহের উল্লেখ করেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে ইসলামী যুগে হিকমা ও মাছাল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এতে আল-কুরআনে বর্ণিত হিকমা এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর হিকমা ও মাছাল উল্লেখিত হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে আব্বাসী ও আব্বাসী পরবর্তী যুগের হিকমা ও মাছাল সম্পর্কে আলোচনা, এ যুগের প্রখ্যাত হিকমা ও মাছাল প্রবক্তাদের সংক্ষিপ্ত জীবনালেক্ষ্য সহ তাদের কিছু হিকমা ও মাছালের উল্লেখ রয়েছে।

---

[৫৯১] । *প্রাগুক্ত।*

[৫৯২] । *প্রাগুক্ত।*

[৫৯৩] । *প্রাগুক্তঃ ৬২৯।*

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদে আধুনিক আরবী সাহিত্যে হিকমা ও মাছাল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এতে আধুনিক যুগের হিকমা ও মাছাল প্রবক্তাদের সংক্ষিপ্ত জীবনালখ্য সহ তাদের কিছু কিছু হিকমা ও মাছাল লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। গ্রন্থটি ১৪০০/১৯৮০ সনে দারুল মা'আরিফ থেকে প্রকাশিত হয়।

৯৩. **আহমদ আস-সিবাঈ** *'আল-আমছালুশ শা'বিয়্যা: ফী মুদুনিল হিজায'* গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটি ১৪০১/১৯৮১ সনে জিদ্দা হতে প্রকাশিত হয়।[৫৯৪]

৯৪. **মুহমমদ আল- ঘরভী** *'আল- আমছাল ফী কিতাবিন নহজিল-বালাঘা:* গ্রন্থ সংকলন করেন। মুহমম্দ আল-ঘরভী শরীফ রাযী কৃত 'নহজুল-বালাঘা:' গ্রন্থে উল্লেখিত হযরত আলী (রাঃ)-এর মাছাল গুলো চয়ন করে এ গ্রন্থটির রচনা করেন। গ্রন্থটির শুরুতে মাছালের প্রকারভেদ, মাছালের উপকারিতা এবং আলী (রাঃ)-এর উপর সংকলিত মাছাল গ্রন্থ ও নহজুল বালাঘার মাছালকে কেন্দ্র করে যেসব মাছালগ্রন্থ সংকলিত হয়েছে এসম্পর্কে সম্যক আলোচনা করেছেন তিনি। এরপর কুরআনী মাছাল সম্পর্কেও সামান্য আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটির ১ম সংস্করণ ইরাণের কুম থেকে ১৪০১/১৯৮১ সনে প্রকাশিত হয়।

৯৫. **সালাহ উদ্দীন আল- মুনাজ্জিদ** *'আমছালুল মারই 'ইনদাল 'আরব'* গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটি ১৪০১/১৯৮১ সনে বৈরুতে প্রকাশিত হয়। মুহমম্দ আবূ সুফা 'আল- আমছালুল 'আরাবিয়্যা ওয়া মাছাদিরুহা ফিত্তুরাছ' গ্রন্থটি সংকলন করেন। গ্রন্থটি ১৪০২/১৯৮২ সনে আম্মানে প্রকাশিত হয়।[৫৯৫]

৯৬. **ইসমাঈল ইবন 'আলী আল-আকওয়াঃ** 'আল- আমছালুল য়ামানিয়্যা:' গ্রন্থটি সংকলন করেন। গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ড ১৪০৫/১৯৮৪ সনে বৈরুতে প্রকাশিত হয়।[৫৯৬]

৯৭. **'আফীফ 'আব্দুর রহমান** *'মু'জামুল আমছালিল 'আরাবিয়্যাতিল কাদীমা:* গ্রন্থটি সংকলন করেন। গ্রন্থটি ১৪০৫/১৯৮৫ সনে রিয়াদ থেকে দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয়।[৫৯৭]

৯৮. **মুহাম্মদ কামিল 'আব্দুস-সামাদ** *'আল- আমছালুশ শা'বিয়্যা আল্লাতী তুখালিফু মা জাআ ফী নুসূসিল ইসলাম ওয়া রুহিহি'* গ্রন্থটি সংকলন করেন। গ্রন্থটি ১৪০৫/১৯৮৫ সনে কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়।[৫৯৮]

৯৯. **রিয়াদ 'আব্দুল হামীদ মুরাদঃ** *'মু'জামুল আমছালিল 'আবাবিয়্যা'* নামে ৪ খণ্ডে একটি বৃহৎ মাছাল -কোষ রচনা করেন। গ্রন্থটি বর্ণানুক্রমিক বিন্যস্ত। আরবী ২৮টি বর্ণমালা অনুসারে ২৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি অধ্যায় উপ-অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি অধ্যায়ে প্রথমে فعل الماضي বা অতীত ক্রিয়া এতঃপর فعل المضارع বা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ক্রিয়া অতঃপর فعل الأمر বা আদেষাজ্ঞা ক্রিয়া অতঃপর إسم (বিশেষ্য) গুলোর প্রথমে مصدر

---

[৫৯৪] । প্রাগুক্তঃ ৬২৮।

[৫৯৫] । প্রাগুক্ত ঃ ৬২৯।

[৫৯৬] । প্রাগুক্ত।

[৫৯৭] । প্রাগুক্ত।

[৫৯৮] । প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

(ক্রিয়ামুল) এর পরে মুশতাক (বিশেষ্য মুল) এর পরে علم (নামবাচক বিশেষ্য) দিয়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। একটি মাছালে যতগুলো শব্দ রয়েছে প্রতিটির আদ্যাক্ষরে সেবর্ণের অধ্যয়ে মাছালটি উল্লেখিত হয়েছে। যেমনঃ إنك لاتجني من الشوك العنب মাছালটিতে উল্লেখিত تجني শব্দটি 'জীম' (ج)অধ্যায়ে الشوك শব্দটি 'শীন' (ش)অধ্যায় এবং العنب শব্দটি 'আইন' (ع) অধ্যয়ে পূর্ণ মাছাল সহ উল্লেখ রয়েছে। মাছালের ১১টি মৌলিক গ্রন্থ হতে এটি সংকলন করা হয়েছে। গ্রন্থগুলো হলো :

১. মুফাদ্দল আদ্দব্বীর কিতাবুল আমছাল ২. আবূ যায়দ মু'আররিজের কিতাবুল আমছাল ৩. আবূ'উবায়দ কাসিম ইবন সাল্লামের কিতাবুল আমছাল ৪. আবূ 'ইকরামা আদ্দব্বীর কিতাবুল আমছাল ৫. মুফাদ্দল ইবন সালামার কিতাবুল ফাখির ৬. হামযাহ আল-ইস্পাহানীর আদ্দুররা আল-ফাখিরা ৭. আল-আস্কারীর জামহারাতুল আমছাল ৮. আবূ 'উবায়দের ফসলুল মাকাল ৯. ময়দানীর মাজমা'উল আমছাল ১০. যমখশরীরের আল-মুস্তাক্সা ফী-আমছালিল 'আরব ও ১১. অজ্ঞাত লেখকের কিতাবুল আমছাল।সংকলক প্রতিটি মাছালের সাথে উৎকলিত গ্রন্থের সংকেত চিহ্ন দিয়েছেন। মাছাল কোষটির প্রথম সংস্করণ ১৪০৭/১৯৮৬ সনে রিয়াদের ইদারুতুছ-ছাকাফা: ওয়ান্ নশর হতে প্রকাশিত হয়।

১০০. ডঃ আব্দুল মজীদ কাতামিশ ঃ ডঃ 'আব্দুল মজীদ কাতামিশ প্রখ্যাত সাহিত্যিক শিক্ষাবিদ। তিনি উন্মুলকুরা বিশ্ব বিদ্যালয়ের সাহিত্য বিভাগের সুযোগ্য সহকারী অধ্যাপক। তিনি মাছাল সহ সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'আল-আমছালুল 'আরবীয়্যা: দিরাসা: তারীখীয়্যা: তাহলীলীয়্যা: অন্যতম গবেষণা গ্রন্থ।

আল-আমছালুল 'আবাবিয়্যা : দিরাসা: মুকারানা : তারীখীয়্যা: তাহ্লীলীয়্যা: এ গ্রন্থটি ডঃ কাতামিশের অনবদ্য সৃষ্টি । এর পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৭৩। ডঃ কাতামিশ গ্রন্থটিকে তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। এর ভূমিকায় মাছাল সম্পর্কে মোটামুটি আলোকপাত করেছেন। এতে মাছাল ও হিকমার অর্থ, এতদ উভয়ের মাঝে সম্পর্ক ও পার্থক্য, আরবদের ব্যবহৃত বাক্যসমূহ ও মাছালের শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

প্রথম অধ্যায়ে আরবী প্রবাদের ঐতিহাসিক আলোচনা করেছেন। এতে দু'টি পরিচ্ছেদ রয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে মাছালের উপর রচিত ও সংকলিত কিছু গ্রন্থের আলোচনা রয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মাছালের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়েও দু'টি পরিচ্ছেদ রয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদ মাছালের ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মাছালের সাহিত্যতাত্ত্বিক আলোচনা।

তৃতীয় অধ্যায়টি তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে মানুষের ব্যাক্তিগত ও সামাজিক অবস্থা সংক্রান্ত মাছাল, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মানুষের স্বভাব চরিত্র এবং বিশ্বাস সম্পর্কীয় মাছাল। আর তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রাকৃতিক পরিবেশ সংক্রান্ত মাছাল সমূহের আলোচনা রয়েছে।

গ্রন্থটির মাছালের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। আরবী প্রবাদ সম্পর্কে তত্ত্ব ও তথ্যের দিক থেকে বিচার করলে গ্রন্থটি একক প্রশংসার দাবীদার। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ দামিশকের দারুল ফিকর থেকে ১৪০৮/১৯৮৮ সনে প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

*১০১. আসিফিল হাকীম *'কিতাবুল আমছাল'* সংকলন করেন। এটি মূলতঃ ইংরেজীতে। অধ্যাপক আবদুল হামীদ ফারাহী গ্রন্থটি আরবীতে অনুবাদ করেন।এতে একটি ক্ষুদ্রাকারে ভূমিকা রয়েছে। এতে অনুবাদক মাছালগুলো বর্ণনার পূর্বে আসিফের মাছালের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। গল্পের রীতিতে তিনি আসিফের মাছালগুলো বর্ননা করেন। গ্রন্থটির ২য় সংস্করন দাইরাতুল হামিদিয়ার খরচে লক্ষ্ণৌ এর নদওয়াতুল 'উলামা প্রেসে ছাপা হয়।

*১০২. আবু নসর 'আব্দুর রহীম ইবন নফীস ইবন ওয়াহবান আস-সালামী *'আশ-শাওয়াহিদ ওয়াল আমছাল'* সংকলন করেন। গ্রন্থটি ইস্তাম্বুল থেকে প্রকাশিত হয়।[৫৯৯]

* ১০৩. অধ্যাপক মুরাদ ফারহ *'আমছালু সুলায়মান'* সংকলন করেন। গ্রন্থটি আলেক্সান্দ্রিয়ায় প্রকাশিত হয়।[৬০০]

* ১০৪. শফীকা: শাব্বীর *'আল-আমছালুল ইজতিমা'ঈয়া ওয়াল ফুকাহিয়্যা:* গ্রন্থটি সংকলন করেন। গ্রন্থটি কায়রোতে প্রকাশিত হয়। তাবি।[৬০১]

১০৫. নিতার আবাজীব *'আল- আমছালুশ শা'বিয়্যাতুশ-শামিয়্যা:'* গ্রন্থটি বৈরুতে প্রকাশিত হয়। তাবি।[৬০২]

এছাড়াও আরো কিছু মাছাল গ্রন্থ আছে যেগুলোর প্রকশনার স্থান ও কাল উভয়টিই অজ্ঞাত। নিম্নে এধরণের কিছু গ্রন্থের নাম প্রদান করা হলো।[৬০৩]

* ১০৬. আহমদ ইবন ইব্রাহীম ইবন সামকা আল- কুম্মীর *'কিতাবু জামি' ইল আমছাল'*।

* ১০৭. যকীউদ্দীন ইবন আবিল আসবীর *'কিতাবু দুররিল আমছাল'*।

* ১০৮. 'ইযযুল মুলক মুহমমদ ইবন 'আব্দিল্লাহর *'আল-আমছাল লিদ্দুওয়ালিল মুকবিলা: ফিল্ হিসাব ওয়াননুজুম'*

* ১০৯. শায়খ তাহির আল জাযাইরীর *'আশহারুল আমছাল'*।

---

[৫৯৯]. প্রাগুক্ত।

[৬০০]. প্রাগুক্ত।

[৬০১]. প্রাগুক্ত।

[৬০২]. প্রাগুক্ত।

[৬০৩]. তারকা চিহ্নিত গ্রন্থাবলীর জন্যে দেখুন ইসলামী বিশ্বকোষঃ ১৬/ /৬২১-২৯, Encyclopedia of Islam. New edition, Vol-vi.P. 821-22, আল ময়দানীঃ মাজমা'উল আমছাল; আল- 'আসকারীঃ জামহারাতুল আমছাল; আয্-যমখশরীঃ আল-মুসতাক্সা; ইবন সাল্লামঃ কিবাবুল আমছাল; কিনদীলঃ ওয়াহদাতুল আমছাল, গ্রন্থপঞ্জী; জাবির ফায়্যায;আল- আমছাল ফিল কুরআনিল কারীম ঃগ্রন্থপঞ্জী; ৪৪১-৫৫; ব্রুকলম্যানঃ ১ম ও ২য় খণ্ড; জুরজী যয়দান ঃ২য় খণ্ড ; ডঃ আব্দুল মজীদ আবিদীন ঃ আল আমছাল ফিননাছরিল 'আরবী আল-কাদীম : ডঃ 'আব্দুল মজীদ কাতামিশঃ আল- আমছাল আরাবিয়্যা ও মুফাদ্দল আদ্দব্বী ঃ আমছালুল আরব গ্রন্থপঞ্জী সহ মাছালও সাহিত্যের গ্রন্থাবলী।

Dhaka University Institutional Repository

* ১১০. মুহমমদ ইবন 'আব্দির রহমান ইবন আবী বকরের *'মাজমা'উল আমছাল ফী মা'আনীইল আমছাল।'*

* ১১১. মুহমমদ শিহাবুদ্দীনের *'মুখতাছার মাজমা'ইল আমছাল'*।

* ১১২. ইব্নুল 'আরাবীর *'কিতাবু তাফসীরিল আমছাল '*।

* ১১৩. ইবন আবিল হাদীদের *'আল-ফুল্কুদ্ দাইর 'আলাল মাছালিস সাইর।'*

* ১১৪. আবুল হাসান আহমদ ইবন ফারিসের *'কিতাব আব্য়াতিল ইস্তিশ্হাদ।'*

* ১১৫. সায়্যিদ যয়নুল 'আবিদীনের *'কিতাবুল আমছাল'*।

* ১১৬. আশ্ শায়খ আল- জাযাইরী (মৃ-১৩৩৮/১৯১৯) *'আশ্হারুল আমছাল'*।

* ১১৭. আশশায়খ আর-রঈসীর *'সাযারাতুল আদব মিন কালামিল 'আরব ওয়া বা'যি আমছালি 'আলী'*।

* ১১৮. নসর ইব্ন মুহমমদ আল- ইস্পাহানীর *'শরহি আমছালিল ময়দানী।'*

* ১১৯. হাবীব সা'ঈদের *'আল-আমছাল ফিল আসরিল হাদীছ'* কায়রোর মাতবা'আতুন নীল আল-মসীহী থেকে প্রকাশিত হয়।

* ১২০. আবূ য়াকূব খুরী *'ফারাইদুল খারাইদ ফিল আমছালি ওয়াল হিকাম.'*।

* ১২১. লেখক অজ্ঞাত, *'শিহাবুল আখবার ফিল হিকামওয়াল আমছাল ওয়াল আদাব'* ।

* ১২২. লেখক অজ্ঞাত, *' ইলমুল আমছাল'*।

পাণ্ডুলিপি

রাযীউদ্দী আবূ সা'ঈদ আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহমমদ ইবন 'আলী আল-'ইরাকী (মৃ-৫৬১/১১৬৬) মাছালের উপর চারটি গ্রন্থ সংকলন করেন। গ্রন্থগুলো হলো ঃ

•১২৩. *নুয্হাতুল আন্ফুস ওয়া রাওযাতুল মাজালিসঃ* এতে ৯০০ মাছাল সংকলিত রয়েছে। মুহাওয়ারাত বা বাগধারা ও মাছালের প্রথম প্রবক্তার পরিচিতি সহ বহু প্রাচীন কাহিনী এতে সংযোজিত হয়েছে। গ্রন্থটি ২৯টি অধ্যায়ে বর্ণানুক্রমিক বিন্যস্ত। এর প্রথমাংশ বিনষ্ট হওয়ায় এর একটিমাত্র পাণ্ডুলিপি বর্তমান আছে বলে জানা যায়। বর্তমানে এটি প্রকাশনাধীন।

Dhaka University Institutional Repository

* ১২৪. *কিতাবুল ওয়াসীত ফিল আমছালঃ* এটি মূলত নুযহাতুল আনফুস এর সারসংক্ষেপ। অবয়বে নুযহার এক-চতুর্থাংশ। এর সম্পাদক ভুলক্রমে আল- মযদানীর শিক্ষক আবুল হাসান আল- ওয়াহিদী (মৃ-৪৬৮/১০৭৬)কে এর সংকলক বলেছেন।

* ১২৫. *কিতাবুল বসীতঃ*

* ১২৬. *কিতাবুল ওজীয়ঃ* কিতাবুল ওয়াসীতের ভূমিকায় এদুটি গ্রন্থের সংকলক হিসেবে তাঁর নামই উল্লেখ আছে। তবে গবেষণায় জানা যায় এদু'টোর কোন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়না।

১২৭. *আবুল হাসান আল- বায়হাকী ঃ* তিনি ময়দানীর সুযোগ্য ছাত্রদের অন্যতম। ৫৬৫/১১৬৯ সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৬০৪]

গুরারুল আমছাল ওয়া দুরারুল আকওয়ালঃ গ্রন্থটি বায়হাকীর অনবদ্য সৃষ্টি। এতে মুওয়াল্লাদ মাছাল সহ ২৯০০টি মাছাল বর্ণানুক্রমিক বিন্যস্ত আছে। তিনি এতে স্পষ্ট বিভক্তি, মাছাল, লুগা : 'ইবার, হিকায়া, উত্তম ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা, আকর্ষণীয় ঘটনা ও বিবরণের মাধ্যমে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, পরিবার এবং স্বদেশ ও বিশ্ব সংক্রান্ত অনেক মাছাল অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এটি সমসাময়িকালের তথ্য নির্ভর দলীল। কখনো কখনো সংকলক রচয়িতা সম্পর্কে ভুল - ত্রুটি ও প্রকাশ করেছেন। হামযাহ ও 'আসকারীর মতো এতে ফারসী মাছালও উদ্ধৃত করেছেন।

গ্রন্থটি আংশিক সম্পাদনা করেন হুস্‌সাম আস্‌সগীর। এটি Frankfort University- এর ১৯৮৪ সনের পি-এইচ.ডি, থিসিস।

১২৮. আবূ য়াহয়া আল- যাজজালী (মৃ ৬৯৪/১২৯৪) বিরচিত *'আমছালুল আওয়াম্ম ফিল আন্দালুস'* নামে সংকলনটি দু'খণ্ডে সমাপ্ত। এতে ২১৫৭টি বিশ্লেষণহীন মাছাল রয়েছে। মুহমমদ ইবন শরীফা ব্যাপক ব্যাখ্যা সহ এটি সম্পাদনা করেন। এটি মূলতঃ কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৬৯ সনের পি.এইচ.ডি, থিসিস।[৬০৫]

১২৯. মুহমমদ ইবন 'আব্‌দিল বাকাঃ তিনি বাগদাদের বিখ্যাত ভাষাবিদ আবুল বাকা আল- উক্‌বারী' (মৃ-৬১৬/১২১৯)- এর পৌত্র।[৬০৬]

কিতাবুল আমছালঃ তাঁর মাছল গ্রন্থটির নাম 'মাজমা'উল আকওয়াল ফী মাআ'নীইল আমছাল' ছয় খণ্ডে সমাপ্ত গ্রন্থটি গবেষকদের আকর্ষরের উপযোগী, এগ্রন্থে তিনি ৩৫টি সূত্র ব্যবহার করেছেন। সূত্রগুলোকে বিচার বিবেচনা পূর্বক বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত করে ভূমিকায় সেগুলোর অর্থ প্রদান করেছেন। এগ্রন্থের অংশবিশেষ ৬২৫/১২৩৭ সনের পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত আছে।[৬০৭]

---

[৬০৪] *মু'জামুল উদাবাঃ ৫/২১২।*

[৬০৫] *ইসলামী বিশ্বকোষঃ ১৬/খ/৬২৭।*

[৬০৬] *প্রাগুক্ত।*

[৬০৭] *A.J.Arbary.Jornal of Arabic literature. vol-1. 1970.P.P.109-112.*

Dhaka University Institutional Repository

১৩০. মুহাম্মদ ইবন আহমদের *'আমছালুশ শরীফ রাযী'* অথবা *'মুখতাছার আমছালিশ শরীফ আর রাযী'*। পাণ্ডুলিপিটি দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যায় রক্ষিত আছে। নং- আদব-১৫০০।

১৩১. লেখক অজ্ঞাত, *আমছাল ওয়া হিকাম*। ঐ-নং- ১৫০৫৭।

১৩২. লেখক অজ্ঞাত, *আমছাল ওয়া হিকাম*। ঐ -নং -৪৭৫৬।

১৩৩.হাজ্জী খলীফার *'তুহফাতুল আখবার মিনাল হিকাম ওয়াল আমছাল ওয়াল আশআ'র'* ঐ-নং-আদব ১৫-।

১৩৪. লেখক অজ্ঞাত, *'ফিল আমছালিস্ সাইরা: ফিলকুরআন'*। ঐ-নং- তাফসীর-৬৪।

১৩৫. মুহাম্মদ শুকরীর *মাজমা'উল আমছালুল 'আম্মীয়্যা:*। পাণ্ডুলিপি নং-৫১৯১।

Dhaka University Institutional Repository

২.আমছালুল কুরআন সংকলন

অদ্যাবধি আমছালুল কুরআনের উপর বিশোর্ধ-গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এর মধ্যে কতকগুলো প্রকাশিত হয়েছে, কতকগুলো পাণ্ডুলিপি এবং কতকগুলো অপ্রকাশিত অথবা প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু প্রকাশনার স্থান বা প্রকাশকাল অজ্ঞাত রয়ে গেছে। নিম্নে এমন কিছু গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলো ঃ

* ১৩৫. 'আলী আসগর হিকমতের *'আমছালুল কুরআন'* গ্রন্থটি ১৩৩৩/১৯১৪ সনে তেহরানে প্রকাশিত হয়।

* ১৩৬.'আলী ফিকরী *'ইযাতুদ্ দীনীয়্যা: ফিল-আমছালিল* কুরআনীয়্যা: ওয়ান্নাবাভীয়্যা ওয়াল 'আরাবিয়্যা:'রচনা করেন। এর প্রথম সংস্করণ ১৩৫/১৯৩৭ সনে 'ঈসা আল-হলভী প্রেসে ছাপা হয়।

* ১৩৭. আল-হাসান ইবনুল-ফযলের *'আল আমছালুল কামিনা ফিল কুরআন'* গ্রন্থটি ১৩৮৩/১৯৬৩ সনে বৈরুতে প্রকাশিত হয়েছে।

* ১৩৮. ডঃ মাহমুদ ইবন শরীফের *'আল-আমছাল ফিল কুরআন'*-এর দ্বিতীয় সংস্করণ মিসরের দারুল মাআরিফ হতে ১৩৮৫/১৯৬৫ সনে প্রকাশিত হয়।

* ১৩৯. 'আব্দুর রহমান মাহমুদ *'আবদুল্লাহর 'আল-মাছাল ফিল কুরআন ওয়াল কিতাবিল মুকাদ্দাস'* গ্রন্থটি ১৩৯১/১৯৭১ সনে বাগদাদে প্রকাশিত হয়।

১৪০. ইবনুল কায়্যিম আল-জওযিয়্যাঃ নাম ইমাম শামসুদ্দীন মুহম্মদ ইবন আবী বকর আয্-যরঈ আদ্-দামিশকী। তবে তিনি ইবনুল কায়্যিম আল-জওযিয়্যা নামেই খ্যাতি লাভ করেন। পিতাসহ যুগের স্বনামধন্য 'আলিমদের কাছে বিদ্যা অর্জন করেন। তিনি ৭৫১/১৩৫৩ সনে ইন্তিকাল করেন।

আল- আমছাল ফিল-কুরআনিল করীমঃ গ্রন্থটি আকারে ছোট। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র ৬৩। এতদসত্ত্বেও কুরআনী মাছলের উপর এটি অনন্য গ্রন্থ। এতে তিনি কিয়াসী মাছাল গুলোই উল্লেখ করেছেন। আল-কুরআনে বর্ণিত মাছাল সংক্রান্ত আয়াতগুলো উল্লেখ করে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটি আবূ হুযায়ফা ইব্রাহীম ইবন মুহাম্মদের সম্পাদনায় ১৪০৬/১৯৮৬ সনে তান্তাতে প্রকাশিত হয়।

১৪১. ডঃ মুহম্মদ জাবির ফায়্যাযঃ ডঃ মুহাম্মদ জাবির ফায়্যায ১৩৫১/১৯৩২ সনে ইরাকের ফল্লুজা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাইমারী ও প্রিপারেটরী শিক্ষা ফল্লুজাতেই সমাপ্ত করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে উচ্চতর শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে ভর্তি হন। ১৩৭৫/১৯৫৬ সনে এ কলেজ হতে উচ্চতর শিক্ষাকোর্স সমাপ্ত করেন। শিক্ষা শেষে তিনি বাগদাদের কেন্দ্রীয় প্রিপারেটরী প্রতিষ্ঠানের বালাগাত (অলংকার শাস্ত্র)-এর শিক্ষক নিয়োগ হন। একই সাথে তিনি আয়নুশ শামস বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদ থেকে ১৩৮৮/১৯৬৮ সনে এম.এ(থিসিস গ্রুপ) ডিগ্রী লাভ করেন। তার এম. এ. শ্রেণীর গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম ছিল 'আল-আমছাল ফিল কুরআনিল কারীম'। তিনি ১৩৯৮/১৯৭৮ সনে আল- আমছাল ফিল হাদীছিশ শরীফ' অভিসন্দর্ভ রচনা করে পি এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৪০৭/১৯৮৭ সনের ৫ই মার্চ ইন্তিকাল করেন। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁর বহু গবেষণা প্রবন্ধ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।এর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো এই ঃ

Dhaka University Institutional Repository

১. আল-মাজায ফিল কুরআনিল কারীম ২. আত্-তারবিয়্যা ওয়া খুলুভ্যিল কুরআন মিনহা ৩. নযরিয়্যাতুন্ নযম ৪. আল- মা'আজিমুল 'আরাবিয়্যা ওয়া তুরুকিল ইস্তিফাদা: মিনহা ৫. মাফ্হুমুল ফাসাহাঃ ৬. মাফ্হুমুল বালাঘা ৭. আল- কিনায়া: ।

আল-আমছাল ফিল কুরআনিল কারীম ডঃ মুহমমদ জাবির ফায়্যাযের শ্রেষ্ঠ গবেষণা গ্রন্থ। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৫৫।

গ্রন্থটি দু'টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায় দু'টি পরিচ্ছেদ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে মাছালের বিশ্লেষণ, সংজ্ঞা, কাহিনী, গুরুত্ব এবং প্রকারভেদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হিকমা, তাশবীহ ও কিসসা এবং এদের সাথে মাছালের কি সম্পর্ক আছে এতদবিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে আল-আমছালুল কুরআনীয়ার সংজ্ঞা, মাছাল সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে। যেসব আয়াতে মাছাল শব্দ উল্লেখ আছে সেগুলো অবতরণের ক্রমধারানুযায়ী কুরআনী মাছাল, মক্কী মাছাল ও মদনী মাছাল উল্লেখ করা হয়েছে। মাছাল শব্দ উল্লেখ নেই এমন অনেক আয়াত ক্রমানুসরে এবং কুরআনে বর্ণিত মুশরিকদের কথা যা মাছাল হিসেবে গণ্য সেগুলোও উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর আল- আমছালুল-কুরআনীয়ার সংখ্যা, প্রকারভেদ, বিষয়বস্তু এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে,পার্থিব জীবন এবং মুনাফিক ও তাদের নিফাক সংক্রান্ত উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রাচীন ও আধুনিক মাছালের সাথে আল-আমছালুল-কুরআনীয়ার তুলনা করা হয়েছে। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ ১৪১৪/১৯৯৩ সনে এবং দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪১৫/১৯৯৫ সনে রিয়াদে International Islamic Publishing House থেকে প্রকাশিত হয়।

প্রকাশনার স্থান ও প্রকাশকাল অজ্ঞাত এমন কুরআনী মাছাল সংকলনঃ

* ১৪৩. আল-জুনয়দ ইবন মুহাম্মদ ইবনিল জুনয়দ আল-কাওয়ারীরীঃ (মৃ-২৯৮/২১০) *'আমছালুল কুরআন'* নামে একটি মাছাল গ্রন্থ রচনা করেন।

১৪৪. আবূ 'আব্দিল্লাহ ইব্রাহীম ইবন আরাফা আন্-নাফতাভীয়্যা (মৃ-৩২৩/৯৩৫)-এর *'আমছালুল কুরআন'* নামে একটি কুরআনী মাছাল সংকলন রয়েছে। য়াকূত[৬০৮] ও সূয়ূতী[৬০৯] এ গ্রন্থটির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ডঃ 'আব্দুল মজীদ কাতামিশ এর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন।[৬১০]

[৬০৮] । *মু'জামুল উদাবা ঃ*

[৬০৯] । *বুগয়াতুল ওয়াতঃ ১/৪২৯।*

[৬১০] । *কাতামিশ ঃ ৯৮।*

Dhaka University Institutional Repository

* ১৪৫. মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবনিল জুনয়দ আল- ইসকাফী (মৃ-৩৮১/৯৯১) *'আমছালুল কুরআন'* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

* ১৪৬. মুহাম্মদ ইবন হুসয়ন আস-সুলমী আন্-নিশাপুরী (মৃ-৩৮১/৯৯১) *'আমছালুল কুরআন '* গ্রন্থ রচনা করেন।

* ১৪৭.'আলী ইবন মুহমমদ আল- মাওয়ারদী (মৃ-৪৫০/১০৫৮) *'আমছালুল কুরআন '* রচনা করেন।

* ১৪৮. আবূ 'আব্দির রহমান *'আমছালুল কুরআন'* রচনা করেন।

* ১৪৯. আল- হাসান ইবনিল ফযল *'আল- আমছালুল কামিনা ফিল কুরআন'* রচনা করেন।

* ১৫০. আবূ তালিব মুহাম্মদ ইবন 'আলী ইবন আল-খীমী *'আমছালুল কুরআন'* রচনা করেন।

* ১৫১. আল-হাসান ইবন 'আব্দির রহমান ইবন ইসহাক আল- কুযা'ঈ *'আল- আমছালুল কামিনা ফিল কুরআন'* রচনা করেন।

পাণ্ডুলিপি

* ১৫২. বদরুদ্দীন হাসান ইব্নিল ফুরাত *'কারাযাতুল ইব্‌রীয ফিল আমছালিল মুস্তাখরাজ মিনাল কিতাবিল 'আযীয'* গ্রন্থটি রচনা করেন।

* ১৫৩. আবূ মুহাম্মদ যকীউদ্দীন 'আব্দুল' 'আযীম ইবন' 'আবদ' *'আল- আমছাল মিনাল কুরআন ওয়াস-সুন্না'* গ্রন্থটি রচনা করেন।

* ১৫৪. আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন 'আলী আল- হাকিম আত্তিরমিযী *'আল- আমছাল মিনাল কিতাব ওয়াস্-সুন্না'* গ্রন্থটি রচনা করেন।

* ১৫৫. নুরুল হক তানভীরের *'আমছালুল কুরআন ওয়া আছরুহা ফিল আদবিল 'আরবী হাত্তা নিহায়াতিল করনিছ ছালিছিল হিজরী'* নামে একটি পাণ্ডুলিপি কায়রোর মাকতাবাতু কুল্লিয়াতি দারুল উলূম গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। নং রিসালা-৭।

* ১৫৬. ইবন কায়্যিম আল জাওযীয়্যার *'তাশবীহাতুল কুরআন ওয়া আমছালিহী'* নামে একটি পাণ্ডুলিপি দারুল কুতুব আলমিসরিয়্যাতে সংরক্ষিত আছে। নং- *তাফসীর* ... ২৬৯৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

* ১৫৭. **লেখক অজ্ঞাত** *'ফিল আমছালিস সাইর : ফিল কুরআন'* পাণ্ডুলিপিটি দারুল কুতুব আলমিসারিয়াতে সংরক্ষিত আছে। নং- তাফসীর-৬৪।

* ১৫৮. **অধ্যাপক আমীন আল- খুলী** কুরআনের মাছাল বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষে যে লেকচার দিয়েছেন সেগুলো *'আল-আমছাল ফিল কুরআন'* নামের পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ আছে। যা অধ্যাপক ডঃ মুস্তফা নাসিফের কাছে সংরক্ষিত আছে।

৩. আমছালুল হাদীছ সংকলন ঃ

* ১৫৯. **আবুল হুসয়ন মুহাম্মদ ইবন আবী আহমদের** *'আল-মাজাযাতুন নবভয়্যিা'* গ্রন্থটি ১৩২৮/১৯১০ সনে বাগদাদ /কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়।

* ১৬০. **আল-আমীন ইবন আল- মজরুহীর** *'আল- আহাদীছুল মুখতারাতিল জামি'আ আলমিআ'* **গ্রন্থটি যানজাবিরে ১৩০৬/১৯৬৭ সনে প্রকাশিত হয়।**

* ১৬১. **আবুশ্ শায়খ আল-ইস্পাহানীঃ** আবূ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন জা'ফর ইবন হায়্যান আল-আনসারী আবূশ শায়খ আল-ইস্পাহানী নামে পরিচিত। তিনি ২৭৪/৮৮৭ সনে ইস্পাহানে জন্মগ্রহন করেন। তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ছিলেন। যাহাবী তাঁকে ইস্পাহানের হাফিযে হাদীছ ও যুগের মুসনাদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

তিনি দশ বছর বয়সে হাদীছ অধ্যয়ন শুরু করেন এবং যুগের বড় বড় মুহাদ্দিসদের কাছে হাদীছে শিক্ষা লাভ করেন। তৎকালীন প্রখ্যাত মুহাদ্দিসদের থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন।[৬১১]

আবুশ শায়খ ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত সম্পদ অর্জনে ব্যস্ত থাকেন। এরপর তিনি হাদীছ শিক্ষার জন্যে দেশ বিদেশ সফর করেন। তিনি দামিশকের আব্দুল গণী ইবনু আবী 'আসরুন; ইবন মাওয়াযিন,বাগদাদের ইবন কুলয়ব ও ইবন বুশ এবং ইস্পাহানের ইবন মাসউদ জামাল প্রমুখদের কাছে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন।[৬১২]

ইবন নাসিরুদ্দীন বলেন, তিনি ছিলেন, অধিক ভ্রমন কারী হাফিযে হাদীছের একজন। লেখাপড়া এবং সম্মানের দিক থেকেও উচ্চ মার্গের একজন অনন্য ব্যক্তি ছিলেন।

---

[৬১১] *তিনি নানা মাহমুদ ইবন ফারজ, ইব্রাহীম ইবন সাদান, মুহমমদ ইবন 'আব্দুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবন আসাদ মাদানী, আহমদ ইবন মুহম্মদ আলী, আবূ বকর ইবন আবু আসিম, ইসহাক ইবন হাসান, আবূ ইয়ালী মুসীলী ও আবূ আরুবা হারানী প্রমুখ মুহাদ্দিছ বর্গ থেকে হাদীছ শ্রবন করেন। আবুশ্ শায়খ : কিতাবুল আমছাল ফিল হাদীছিন্ নববী, সম্পাদনা ডঃ আব্দুল 'আলী 'আব্দুল হামীদ হামিদ, বোম্বে, ভারত, ১৪০৮/১৯৮৭ পৃষ্ঠা -২২।*

[৬১২] *। তাঁর কিতাবুল আমছালে যেসব উস্তাদের নাম উল্লেখ রয়েছে তাঁরা হলেন, তাবূ মুহম্মদ 'আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মদ ইবন ইদ্রীস'। ইবনু আবী হাতিম, যাকারিয়া ইবন য়াহইয়া আসসমাজী, 'আবদান আল-আহওয়াযী; ইবন মতভীয়া, ইব্রাহীম ইবন মুহাম্মদ ইবন হাসান ও আবূ বকর আল-বাযযার। তাঁর ছাত্ররা হলেন, আবূ নু'আয়ম আল- ইস্পাহানী। আবূ বকর ইবন মরদুভিয়া ও আবূ আহমদ মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন সামভীয়া। প্রাগুক্ত।*

Dhaka University Institutional Repository

ইবন রজব বলেন, সমসাময়িক যুগে ইস্পাহানীদের মধ্যে অনেক বিষয়ে তিনি একক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি পাঁচ শতাধিক উস্তাদের কাছে হাদীছ শিক্ষা লাভ করেন।

যাহাবী বলেন, আমি তাঁর মত খুব কম লোককেই দেখেছি যিনি আজীবন হাদীছ অধ্যয়নে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় সাত শত।[৬১৩]

তিনি ছিলেন, অত্যন্ত মেধাবী, তীক্ষ্ম স্মরণশক্তির অধিকারী, 'আবিদ, সত্যভাষী ও সৎ। সমসাময়িক অনেক উস্তাদের তিনি সতীর্থ ছিলেন।

যাহাবী কোন এক 'আলিম থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি যখন তাবরানীর নিকট যেতাম, দেখতাম তিনি হাস্য কৌতুক করছেন আর আবুশ শায়খ লিখছেন।[৬১৪]

তিনি ছিলেন ইমাম হাফিজ ,নির্ভরশীল অভিজাত শ্রেণীর জ্ঞানী ব্যক্তি, প্রশস্ত বর্ণনাকারী, সুন্দর চরিত্রের অধিকারী ও অধি ক ভ্রমনকারী।

সাম 'আনী বলেন, তিনি ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী নেতা। স্বীয় দেশে আপামর জনসাধারণের কাছে পরিচিত অত্যন্ত সুফী ব্যক্তি। তিনি দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন। তাই তাঁর কাছে বহু লোক হাদীছ শ্রবণ করার সুযোগ পেয়েছিল।[৬১৫]

তাঁর থেকে যেসব রাভী রেওয়ায়েত করেছেন তাঁদের অন্যতম হলেন, আবুল হাসান মাস'উদ ইস্পাহানীও আবুল হাজ্জাজ য়ূসুফ ইবন খলীল। তিনি ৩৬৯/৯৭৯ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর কিছু মূল্যবান গ্রন্থ হলো ঃ

১. কিতাবুল আয়মা: ২. আখলাকুন্ নবী ৩.কিতাবুল আযান ৪. কিতাবুছ ছাওয়াব ৫. কিতাবুন্ নাওয়াদির ৬. তবকাতুল ইস্পাহানী ৭. কিতাবুত তাওবীখ ৮. কিতাবুল আমছাল
মাছালের গ্রন্থটি ছাড়া তাঁর আর । গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি।[৬১৬]

কিতাবুল আমছাল ফিল হাদীছিন নাবাভী ঃ ইহা নাইজেরীয়ার বায়রো কানু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী শিক্ষার সুযোগ্য অধ্যাপক ডঃ 'আব্দুল 'আলী আব্দুল হামীদ হামিদ সম্পদনা করেন। এর পৃষ্ঠ সংখ্যা ৫৩১।

ইতালীর ইমব্রুযিয়ানা লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত একক পাণ্ডুলিপি (নং-২৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮৭) থেকে এর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হয়। এটি ৭০৮/১৩০৮ সনে সুন্দর লিপিতে লেখা হয়েছে। গ্রন্থটি সহজ পাঠ্য হলেও ভুল থেকে মুক্ত নয় এবং পৃষ্ঠাগুলো ও অগোছালো।[৬১৭]

সম্পাদক এ গ্রন্থটির ভূমিকায় মাছালের উপর আলোচনা করেছেন এবং গ্রন্থকারের জীবনী সম্পর্কেও সম্যক আলোচনা করেছেন।

---

৬১৩ । *তাযকিরাতুল হুফফাযঃ ২/৯৪৬।*

৬১৪ । *প্রাগুক্ত ঃ ৪/১২৬৫।*

৬১৫ । *জালালাবাদী ঃ আখলাকুন্নবী , ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ , ঢাকা;১৯৯৬,ভূমিকা ।*

৬১৬ । *আবশি শায়াখ ঃ ২২।*

৬১৭ । *প্রাগুক্ত ঃ ২৪।*

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থটি দু'খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথমাংশ ২৫৭টি এবং দ্বিতীয়াংশে ১১৬টি মাছাল সম্বলিত হাদীস রয়েছে। গ্রন্থকার প্রথমে শুধু হাদীছে বর্ণিত মাছাল উল্লেখ করেছেন এরপরে পূর্ণ হাদীছটি সনদসহ বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থটির শেষাংশে একশত পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থে উল্লেখিত মাছালের হাদীছের এবং হাদীছের রাভীদের নামের সূচী প্রদান করেছেন। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ বোম্বের আদ্দারুস সালাফিয়্যা: থেকে ১৪০৮/১৯৮৭ সনে প্রকাশিত হয়।

* ১৬২. আবূ যায়দের *'কিতাবুন্ নাওয়াদির'* গ্রন্থটি টীকা টিপ্পনী সহ ১৩১২/১৯৯৪ সনে সা'ঈদ আল-খূরী আশ্‌শারতুনী বৈরুত থেকে প্রকাশ করেন।

প্রকাশনার স্থান ও প্রকাশনার কাল অজ্ঞাত আমছালুল হাদীছ গ্রন্থাবলী ঃ

* ১৬৩. 'আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন জা'ফর *'কিতাবুল আমছালির রসূল'* রচনা করেন।

* ১৬৪. ইবন দুরয়দ মুহম্মদ ইবনিল হাসান ইবন দুরয়দ আল আযদী *'কিতাবুল মুজতানা'* নামে একটি আমছালুল হাদীছ গ্রন্থ রচনা করেন।

* ১৬৫. আবূ মুহাম্মদ আর্ রামহারমাযী *'আমছালুর রসূল আল মুজিযা'* রচনা করেন।

* ১৬৬. আবূ আহমদ আল-হাসান ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন সা'ঈদ 'আসকারী *'আমছালুন নবী'* রচনা করেন।

* ১৬৭. আবু আহমদ আল হাসান ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন সা'ঈদ আল-আস্কারী *'আল-আমছাল ওয়াল হিকাম মিন কালামি সা' য়্যিদিল উমাম'* রচনা করেন।

* ১৬৮. আবূ আরুবা: আল হুসয়ন ইবন আবী মনসুর 'আব্দিল মালিক ইবন মুহাম্মদ ইসমা'ঈল *'আমছালুস সাইরা: আল্লাতী রুভীয়াত আনিন নাবী ওয়া গায়রিহি'* রচনা করেন।

* ১৬৯. আবুল অফা আল-মারাগী *'আল-লুবাব ফী শরহীশ শিহাব'* গ্রন্থ রচনা করেন।

* ১৭০. যয়নুল 'আবিদীন ইবন আব্দুর রউফ আল মানাভী *'ইসআকুত তুল্লাব বিতারতীবিশ শিহাব'* গ্রন্থ রচনা করেন।

* ১৭১. আল-আমিদী *'গুরারুল হিকম ওয়া দুরারুল কালিম'* গ্রন্থ রচনা করেন।
* ১৭২. শায়খ মুহাম্মদ *'আবদুহু'কালিমাতু আলী (রাঃ) ইবন আবীতালিব'* গ্রন্থটির ভাষ্য লিখেন ।
* ১৭৩. আলী বুখারী *'আকওয়ালু আমীরিল মু'মিনিন'* গ্রন্থ রচনা করেন।
* ১৭৪. লেখক অজ্ঞাত *'আমছালু 'আলী মা'আ তাফসীরাত ফারসীয়্যা:'* রচনা করেন।
* ১৭৫. লেখক অজ্ঞাত *'আমছালু 'আলী মা'আ শারহুত তুর্কী'* রচনা করেন।
* ১৭৬. আল-জাহিয *'আমছালু সা: য়্যিদিনা 'আলী'* রচনা করেন।
* ১৭৭. লেখক অজ্ঞাত *'শাযারাতুল আদব মিন কালামিল 'আরব ওয়া বা'যু আমছালি 'আলী'*।
* ১৭৮. লেখক অজ্ঞাত, *'আমছালু সা। য়্যিদিনা আলী'*।
* ১৭৯. লেখক অজ্ঞাত, *'আমছালু সা য়্যিদিনা আলী'*। এটি রিসালাতুল ইসলাম পত্রিকার ৭-১৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪.আধুনিক সংকলন সমূহঃ (পাশ্চাত্যে)

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে ইউরোপে আরবী প্রবাদ সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। হিব্রু ভাষায় অধ্যয়নের সহায়ক হিসেবে এ মাছালগুলো খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে পাঠক ও অনুসন্ধিৎসু শিক্ষার্থীদের মাঝে টিকে থাকে। ১০৮২/১৬৭১ সনে Epocock কর্তৃক আল-ময়দানীর মাজ'মাউল আমছাল গ্রন্থটি সম্পাদনার পরিকল্পনা নেয়া হয়। ১২৫৪/১৮৩৮ সনে G.w Freytag কর্তৃক এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হয়। সে সময় হতে ইউরোপীয় বিদ্বান, পর্যটক ও ভাষাবিদগণ বিশাল সংখ্যক আরবী প্রবাদ (যার মধ্যে অধিকাংশ আঞ্চলিক ভাষায়) লিপিবদ্ধ ও প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে নিম্নে বর্ণিত গ্রন্থগুলো উল্লেখ্য যোগ্য ।[৬১৮]

১৮০. **J. Scaliger** -এর *Classical Arabic Collection* গ্রন্থটি ১০২৩/১৬১৪ সনে প্রকাশিত হয়।

১৮১. **J.L.Bourckhardt** *"Arabic Proverbs or the manners and customs of the modern Egyptians"* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ম্যানচেষ্টার বিশ্ব বিদ্যালয়ের *Arabic Studies* –এর অধ্যাপক *C.E. Bosworth* কর্তৃক একটি ভুমিকা এতে স্থান পেয়েছে। মূলতঃ এটি মিসরবাসী শরফুদ্দীন ইবন আসাদের থেকে Bourckhardt ১৮১৭ সনে অনুবাদ করেন। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮৩ এবং প্রবাদ সংখ্যা ৭৮২ । এতে অনেক আঞ্চলিক প্রবাদও আছে। প্রথমে প্রবাদ গুলো আরবীতে লেখা হয়েছে। এরপর এগুলো ইংরাজী অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। অতপর কঠিন শব্দের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রবাদটি কোন বিষয়ে প্রযোজ্য মাঝে মাঝে সেদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রবাদগুলো নাম্বার দিয়ে উলেখ করা হয়েছে। এটি ১২৩৩/১৮১৭ সনে কায়রো থেকে , ১২৪৬/১৮৩০ও ১২৯২/১৮৭৫ সনে জার্মান থেকে প্রকাশিত হয়। এবং ১৯৮৪ সনে লন্ডনে কার্জন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।

১৮২. **J.L. Burkhardt** -এর *Arabian proverbs of the Modern Egyptians* গ্রন্থটি লন্ডন থেকে ১২৯০/১৮৭৪ সনে প্রকাশিত হয়।

১৮৩. **D. Sacy** -এর **Clasical Arabic Collecton** গ্রন্থটি ১২৪২/১৮২৬ সনে প্রকাশিত হয়।

১৮৪. **Ernest Bertheau** কর্তৃক *Libri proverbiorum Abi obeid Elgasimi filli salaini Elchuzzami* গ্রন্থটি Gottingean থেকে ১২৫২/১৮৩৬ সনে প্রকাশিত হয়।

১৮৫. **G.W.Freytag** -এর *Arabum proverbia* গ্রন্থটি ১২৫৪/১৮৩৮ সনে Bonne থেকে প্রকাশিত হয়।

১৮৬. **C. de Land berg** -এর *"proverbs et dictons de Lo province de syrie section de sayda"* গ্রন্থটি Leiden-paris থেকে ১২৫৯/১৮৪৩ সনে প্রকাশিত হয়।

---

[৬১৮] । ইসলামী বিশ্বকোষ ঃ ১৬/২ /৬২৮-২৯; *Encyclopidea of Islam Vol. VI. PP. 824-25; Mrs. A.P. Singer : Arabic Proverbs, List of abbreviations. pp. IX-XI* ; মুহাম্মদ কিনদীল আল-বাকলী ঃ ওহাদাতুল আমছাল, গ্রন্থপঞ্জী।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৭. **J. Berggren** *Guide Francais -Arabe Vulgaire* রচনা করেন । গ্রন্থটি ১৮৪৪ সনে Upsal হতে প্রকাশিত হয়।

১৮৮. **A socin** কর্তৃক *Aribische sprichworter und Reden sarlen* গ্রন্থটি ১২৯৫/১৮৭৮ সনে Tubingen থেকে এবং ১৩৭৮/১৯৬৭ সনে Wiesbaden থেকে পুন: মুদ্রিত হয়।

১৮৯. **C. Snouck Hurgronje** *"Mekkanische Sprichworter Und Redenserten``* গ্রন্থটি রচনা করেন। এটি The hegue তে ১৩০৪/১৮৮৬ সনে প্রকাশিত হয়।

১৯০. **A. D. Green:** *A Collection of Modern Arabic Stories, Ballads, Poems and Proverbs.* গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটি ১৮৯৩ সনে প্রকাশিত হয়।

১৯১. **K.L. Tallqvist** *"Arabische Sprichworter und Spiele``* গ্রন্থটি রচনা করেন। ইহা Helsingfors এ ১৩১৫/১৮৯৭ সনে প্রকাশিত হয়।

১৯২. **Leonhard Bauer** -এর *``Volks Leben in lande der Bibel``* Leipzig হতে ১৯০৩ সনে প্রকাশিত হয়।

১৯৩. **R.C Trench** -এর *"proverbs and their Lesson's``* নামে একটি প্রবাদ গ্রন্থ ১৩২৩/১৯০৫ সনে লণ্ডনের নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হয়।

১৯৪. **M Ben cheneb** এর *"proverbs arabes de L'Algeric et du Maghreb* গ্রন্থটি তিন খণ্ডে সমাপ্ত। এটি ১৩২৩-৫/১৯০৫-৭ সনে প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয়।

১৯৫. **Von Engen Mittwock** -এর *"A berglaubische Verstellungen und Brauche der Alten Ather nach Hamza Al-Isbahani"* গ্রন্থটি ১৩৩২/১৯১৩ সনে বার্লিনে প্রকাশিত হয়।

১৯৬. **Mrs.A.P.Singer:** মিসেস সিংগার খার্তুমের অধিবাসী। জীবনের সুদীর্ঘ সময় তিনি সিরিয়া মিসর এবং সুদানে অতিবাহিত করেন। এসব এলাকায় সুদীর্ঘ জীবনে যে অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেন 'কিতাবুল আমছাল' তারই ফসল।

কিতাবুল আমছালঃ গ্রন্থটির পূর্ণ নাম 'আমছালুল আওয়াম্ম মিন মিসর ওয়াস্ সুদান ওয়াশ্ শাম। মিসর, সিরিয়া এবং সুদানে অবস্থান কালে তথাকার জন সাধারণের কাছ থেকে তিনি যে সব মাছাল শুনতেন কাজের ফাঁকে ফাঁকে তা লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। তাঁর এক শুভাকাংখী Frau Hasselbaek-এর পরামর্শক্রমে তিনি এগুলোকে ইংরেজী অনুবাদসহ প্রকাশ করেন। গ্রন্থটির ভাষ্য লিখে সম্পাদনা করেন Strassburg University-এর অধ্যাপক Dr. Enno Littmenn গ্রন্থটি ১৩৩২/১৯১৩ সনে কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়। এতে মাছাল সংখ্যা ১৬০। মাছালগুলো ইংরেজী উচ্চারণ সহ ইংরেজীতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৭৬। গ্রন্থটির শেষে মূল মাছালগুলো
আরবীতে লেখা হয়েছে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭. **E.Westermack** -এর *Wite and Wisdom in Marocco: A Study of native Proerbs* গ্রন্থটি ১৩৪৯/১৯৩০ সনে লন্ডনে এবং ১৩৫০/১৯৩১ সনে নিউইর্য়কে প্রকাশিত হয়।

১৯৮. **A Teylor** -এর The Proverbs গ্রন্থটি ১৩৫০/১৯৩১ সনে ক্যামব্রিজে প্রকাশিত হয়।

১৯৯. **G.Kampffmeger.M.Thilo** কর্তৃক তিন খন্ডে রচিত *5000 arabische Sprichworter aus palastina* গ্রন্থটি সা'ঈদ 'আব্বুদ ১৩৫১-৫/১৯৩৩-৭ সনে বার্লিনে প্রকাশ করেন।

২০০. **S.D.F. Goitein** মাছালের উপর *Jemenica Sprichworter und Redensarten aus ZentralJemen* গ্রন্থটি রচনা করেন, যা ১৩৫৩/১৯৩৪ সনে Leipzig থেকে প্রকাশিতএবং ১৩৯০/১৯৭০ সনে লাইডেনে পুন:মুদ্রিত হয়।

২০১. **A. Teylor** *"An index to The Proverbs``* গ্রন্থটি ১৩৫৩/১৯৩৪ সনে Helsinki তে এবং ৩৮২/১৯৬২ সনে . Hatboro pa-copeshagen থেকে প্রকাশিত হয়।

২০২. **Mrs.A.P. Singer** *"Kairiner Sprichworter und Ratsel"* নামে একটি মাছাল গ্রন্থ রচনা করেন। এটি ১৩৫৬/১৯৩৭ সনে Leipzig থেকে এবং ১৩৮৬/১৯৬৬ সনে Nendelnথেকে প্রকাশিত হয়।

২০৩. **M. Feghali** কর্তৃক রচিত *Proverbs et dictons Syro-Libanais* গ্রন্থটি ১৩৫৭/১৯৩৮ সনে প্যারিসে প্রকাশিত হয়।

২০৪. **A. Frayha** -এর *"Modern Lebanese proverbs"* দু-খণ্ডে সমাপ্ত গ্রন্থটি ১৩৭৩/১৯৫৩ সনে বৈরুতে প্রকাশিত হয়।

২০৫. **Fatma. M.Mahgoub** *'A Linguistic study of cairenic proverbs`* গ্রন্থটি রচনা করেন।ইহা ১৩৮৮/১৯৬৮ সনে Bloomingtion-The Hague এ প্রকাশিত হয়।

২০৬. **E. Gercia Gomez** -এর *"Hacia un Rafranero arabigo-andaluz"* গ্রন্থটি ১৩৯০/১৯৭০ সনে স্পেনে তিন-খন্ড প্রকাশিত হয়।

২০৭. **Sellheim**-এর *আল-আমছালুল-আরাবিয়্যাঃ* ১৩৯১/১৯৭১ সনে বৈরুতে প্রকাশিত হয়।

২০৮. **Omar AL-Sasi** *"Sprichworter und adere volkskundliche.Tex aus Mekka"* গবেষণা গ্রন্থটি রচনা করেন। এটি Munster University এর ১৩৯২/১৯৭২ সনে Ph.D. Thesis.

২০৯. **A. Frayha** *'`A Dictionary of modern Lebanese proverbs'* রচনা করেন। দু'খণ্ডে সমাপ্ত মাছাল অভিধানটি ১৩৯৪/১৯৭৪ সনে বৈরুতে প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২১০. **R.Y. Ebied and M.J.L young** -এর *A collection of Arabic proverbs from Mosul* গ্রন্থটি AIUON হতে ১৩৯৬/১৯৭৬ সনে প্রকাশিত হয়। Vol- XXXV', pp-317-50.

২১১. **R.A. Barakat.** *'A Contexual Study of Arabic proverbs'* গ্রন্থটি রচনা করেন। এটি ১৪০০/১৯৮০ সনে Helsinki তে প্রকাশিত হয়।

২১২. **J. Abela** *"proverbs populaires du liben Sud saida et ses environs"* গ্রন্থটি ১৪০১/১৯৮১ সনে প্যারিস থেকে দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এতে ৩৬৯৪ টি মাছাল রয়েছে।

২১৩. **ক্লোন্ড ব্রুজ আসৃজীর** *'আল-আমছালুস্ সাইরা ওয়াল আক্ওয়ালুদ দাইরা ইন্দা আওলাদিল আরব "*গ্রন্থটি ১৪০৩/১৯৮৩ সনে লণ্ডনে প্রকাশিত হয়।

২১৪.**Paul Lunde** এবং **Justin wintle``A dictionary of Arabic and Islamic Proverbs** রচনা করেন। অভিধানটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৭। এতে ৪৫১ টি বিষয়ে প্রায় পৌনে দু'হাজার প্রবাদ রয়েছে।আরবী ছাড়াও তুর্কী ,ফার্সী, মৌরিশ, আফগানী ও কুর্দী ভাষার প্রবাদ রয়েছে। যে সব দেশের প্রবাদ এতে স্থান পেয়েছে তাহলো ইরাক,ইরান,মিসর, লেবানন, মরক্কো, কুর্দিস্তান, তুরস্ক, সুদান,সিরিয়া,ওমান, আফগানিস্তান, মালটা, তিউনিস,সৌদী আরব, আলজেরিয়া, ইয়েমেন ও মৌরিতানিয়া। প্রবাদ গুলো ইংরেজীতে।পার্শ্বে কোনদেশের প্রবাদ সে দেশের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অভিধানটি শুরুতে একটি *Acknoledgment* ও *Preface* রয়েছে। *Acknoledgment* -এ পাশ্চাত্যে । ছাড়াও বিভিন্ন ভাষায় রচিত বেশ কিছু প্রবাদ গ্রন্থের উল্লেখ রয়েছে। এরপর*A summary of Classification* -এ বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে। অভিধানটির প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪ সনে লন্ডনে হয়।

২১৫. **<u>Jan Knappert</u>** ঃ আফ্রিকার অনেক দেশেই আরবী সরকারী ভাষা। এতে রয়েছে সহস্রাধিক ভাষার প্রচলন। এর অনেক গুলোতে বহু প্রবাদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। *Jan Knappert* এর কিছু প্রবাদ সংকলন করে বর্ণানুক্রমিক অথচ বিষয় ভিত্তিক বিন্যস্ত করে সংকলিত গ্রন্থটির নাম *The A-Z of African proverbs* দিয়েছেন। এর ভূমিকায় উল্লেখ রয়েছে :

"More than a thousand languages are spoken in African; proverbs have been found in every African language studied so far. Of all those thousands of proverbs the present book will offer a selection of the very best, the wisest, the most poetic."

গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ লণ্ডন থেকে ১৪০৮/১৯৮৯ সনে প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫০। আফ্রিকার যেসব দেশের প্রবাদ এতে স্থান পেয়েছে সেগুলো হলো ঃ মিসর, আলজিরিয়া, মরক্কো, উত্তর আফ্রিকা, দক্ষিন আফ্রিকা, বুগাণ্ডা, জায়ার, সোমালী, লাইবেরীয়া, ইউরোবা, উগাণ্ডা, নামিবিয়া, সুদান, মংগো, কংগো, জিগুতা, কেনিয়া,কন্ডু জায়ার, মালাগাসী, নাইজেরিয়া, ইথিওপিয়া, মোজাম্বিক, তাঞ্জানিয়া, জাঞ্জিবার, ঘানা, বুরুণ্ডী,টুণ্ড,ইউম্বী, ডামা, এংগুলা, হাউসা, তেতিলা, কিম্বন্ডু ,কাওয়ান জামা, কিকুইয়্যু, ক্যামেরুন,জাম্বিয়া ,বামবারা,লিবিয়া ,কানিয়ামা, কিপসিগি,হায়া,মালি, ,জুলু, বুটসওয়ানা, কুনামা, জিগুলা,ন্নদী, জানডে, শুনা, উম্বুন্ডু, এখুলা, মালাভী,

Dhaka University Institutional Repository

ম্যাউম্বে, মাসাউ,বুরগান্ডা, ঘায়েনা, সনগা, ট্রান্সভাল , উভাম্বু, গান্ডা, লেসুথু, বারবার, গিনি, ইউম্বে , ইত্যাদি ।[৬১৯] এ গ্রন্থে ৬৮টি বিষয়ে ১৫৩০টি প্রবাদ আছে।

৫. জার্নাল সমূহঃ

২১৬. **Jemes Richard Jewett** -এর *Arabic proverbs and proverbial phrases* প্রবন্ধটি Journal of the American Oriental society তে ১৮৭৯ সনে New Heven থেকে প্রকাশিত হয়।

২১৭. **Von Dr. Wilheln Spitta-Bey** কর্তৃক লিখিত *Grammatik Des arabischen Vulgardialekts von Aegypten* প্রবন্ধটি Leipzig -এ পৃষ্ঠা : ৪৯৪-৫১৬ তে প্রকাশিত হয়।

২১৮. **Jemes Richard Jewett** কর্তৃক লিখিত *'Arabic proverbs and proverbial phrases`* The journal of the American oriental society, vol. xv এ ১৮৯১ সনে New Heven থেকে প্রকাশিত হয়।

২১৯. **A. O. Green** *A Collection of Modern stories, Ballads, Poems and Proverbs* প্রবন্ধটি ১৮৯৩ সনে লন্ডনে প্রকাশিত হয়।

২২০. **Von Lydia Einsler** কর্তৃক লিখিত *Arabischs Sprichworter. Gsammelluberseztzt und eriaunert* প্রবন্ধটি ১৮৯৬ সনে The Zeitschrift des Deutschen palastina. Vereins. Band xIx, Leipzig -pp. 65-101 তে প্রকাশিত হয়।

২২১. **Von Bround Meissner** কর্তৃক লিখিত *Neuarabische und Ratsel aus dem Iraq* প্রবন্ধটি ১৯০১ সনে The Mittheilungen des seminers fur orientalische sprachen zu Berlin, Jahagang. vI, Abteilungll, Berlin. pp. 137-174. তে প্রকাশিত হয়।

২২২. **Von. A. S. Yahuda** কর্তৃক লিখিত *Bagdadische sprichworter* প্রবন্ধটি orientalische studien এ ১৯০৬ সনে ৩৯৯-৪১৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়।

২২৩. **Von. A. S. Yahuda** কর্তৃক লিখিত *Yemenische sprichworter aus sanaa* প্রবন্ধটি Zeitschrift fur Assyriologie. Band xxvI. Strassburg. 1911. pp. 345-358. তে প্রকাশিত হয়।

---

[৬১৯] । আফ্রিকার মহাদেশের নিম্নলিখিত দেশগুলোর ভাষা আরবী ঃ মিসর, আলজেরিয়া, ম'রক্কো, সুদান, কমরো দ্বীপপুঞ্জ, সোমালিয়া, ইরিত্রিয়া, লিবিয়া, তিউনেসিয়া, মৌরিতানিয়া ও নাইজেরিয়া।
[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

২২৪. **Cirle Brockelmann** -এর *Al- Hurkestarische volksweishcit (With Arabic and other parallels)* প্রবন্ধটি ১৯২০ সনে Ostasiatische zeitschrift জার্নালের ৭ম খন্ডে ৫০-৭৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়।

২২৫. **S.D. Goitein** –এর *The Origin and Historical significance of the present day Arabic proverbs* প্রবন্ধটি Islamic Culture vol xxv1 No-1 Jubilee Number,part 11 January 1952 তে হায়দ্রাবাদ থেকে ১৬৯-১৭৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়।

২২৬. **Ch.A. Ferguson and J.M.Echols** -এর *Critical bibliography of spoken Arabic proverb Literature* প্রবন্ধটি Journal of American folklore এ LXV নং ২৫৫,১৯৫২ সনে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৭-৮৪।

২২৭. **W.P. Zenner** -এর *Ethnic Stereolyping in arabic proverbs* প্রবন্ধটি ১৯৭০ সনের Journal of American Folklore এ ৮৩ তম সংখ্যায় ৪১৯-২৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়।

২২৮. **S.L.khazradji** *"A paroemiological experiment (Comparison of Russian proverbs and sayings with Arabian ,Tadjiko- persian and English)* প্রবন্ধটি ১৯৭৪ সনের Narody Azii,Afriki জার্নালের xx/1 সংখ্যায় ১৪৭-৫১ পৃষ্ঠায় রুশ ভাষায় প্রকাশিত হয়।

২২৯. **E. Rehatsek** -এর *"Some parallel proverbs in English Arabic and Persian"* প্রবন্ধটি JBBRAS জর্নালে ১৮৭৮-৮০ সনে XIV সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পৃষ্টা ৮৬-১১৬।

২৩০. **M.H.Huxley** *``Syrian songs, Proverbs and stories''* প্রবন্ধটি A Journal of American Oriental Society জর্নালের XX III খন্ডে প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৬. মাছালের গ্রন্থ ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থে মাছাল সংকলন ঃ

আরবী সাহিত্যে মাছাল গ্রন্থ ছাড়াও এমন অনেক গ্রন্থ রয়েছে যেগুলোতে লেখকগণের কেউ বা একটি অধ্যায় কেউ বা উপ-অধ্যায় কেউ বা দু' চার পৃষ্ঠায় মাছালের সংগা, গুরুত্ব, উৎস, কারণ, ব্যাখ্যা অথবা শুধু মাছাল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । নিম্নে এধরনের কিছু গ্রন্থের যৎ কিঞ্চিত আলোচনা করা হলো ।

২৩১. জালালুদ্দীন আস্‌সুয়ূতী ভাষা তত্ত্বের উপর লিখিত *'আল-মুযহির ফী 'উলূমিল লুঘা ওয়া আনওয়াউহা'* গ্রন্থের ৩৫ তম অধ্যায়ে মা'রিফাতুল আমছাল (প্রবাদ পরিচিতি) অধ্যায়ে (৪৮৬-৫০৪) ১৮ পৃষ্ঠাব্যাপী মাছাল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । তিনি এতে বিভিন্ন মনীষীর দেয়া মাছালের কিছু সংগা মাছালের বৈশিষ্ট্য সহ কিছু মাছালের আলোচনা করেছেন । গ্রন্থটি মুহাম্মদ আহ্‌মদ,আলী মুহম্মদ আল-বাজাভী ও মুহম্মদ আবুল ফযল ইব্‌রাহীমের যৌথ সম্পাদনায় মিসরে প্রকাশিত হয় । তা.বি. ।

২৩২. আশ্‌শায়খ আহমদ আল-ইস্‌কনদরী *'তারীখুল আদাবিল 'আরবী'* গ্রন্থে মাছালের কিছু বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন । জাতি ভেদে জীবিকা বিভিন্ন হওয়ায় মাছাল বিভিন্ন রকম হতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন । আলোচনা শেষে কয়েকটি মাছালও তিনি উল্লেখ করেছেন । গ্রন্থটি মিসরে প্রকাশিত হয় । তাবি.।

২৩৩. ডঃ যকী মুবারক বিরচিত *'যহরুল আদব ওয়া ছামারুল আলবাব'* গ্রন্থে কিছু মাছাল উল্লেখ করেছেন । গ্রন্থটি বৈরুতের দারুল জায়ল থেকে প্রকাশিত হয় । তা.বি.

২৩৪. আবূ হিলাল আল- 'আসকারীর *'শরহুল ফসীহ'* গ্রন্থে অনেক মাছাল আছে বলে ডঃ কাতামিশ উল্লেখ করেছেন ।[৬২০]

২৩৫. আবূ হিলাল আল- 'আসকারীর *'কিতাবুল আওয়াইলে'* অনেক মাছাল রয়েছে ।[৬২১]

২৩৬. শরীফ আর-রাযী ঃ (৩৫৯/৯৭০-৪০৬/১০১৬) *'নহজুল বালাঘা'* গ্রন্থ সংকলন করেন । এটি মূলতঃ হযরত 'আলী (রাঃ) এর বাণী সংকলন । এতে প্রচুর মাছাল ও হিকমা রয়েছে । গ্রন্থটির সূচী লিখেন ডঃ সুবহী আস-সালিহ । এটি ইরাণের কুমে প্রকাশিত হয় । তাবি. ।

২৩৭. আহমদ হাসান আয্‌যায়্যাত *'তারীখুল আদ'বিল 'আরবী'* গ্রন্থে ১২টি মাছাল এবং এগুলোর ব্যবহারের কারন অতি সংক্ষেপে মাত্র দু' (২৫-২৬) পৃষ্ঠায় এর আলোচনা সমাপ্ত করেছেন । গ্রন্থটির ২৪তম সংস্করণ মিসর থেকে প্রকাশিত হয় । তাবি. ।

২৩৮. শিহাবুদ্দীন মুহম্মদ ইবন মাহমুদ আবিল ফতহ আল-আবশিহী আল-মহাল্লী *'আল-মুস্‌তাতরফ ফী কুল্লি ফন্নিল মুস্‌তায়্‌রাফ'* - এর প্রথম খন্ডের ৬ষ্ট অধ্যায়ে 'ফিল আমছালিস সাইরা:' শিরোনামের অধীনে মাছালের বিভিন্ন বিষয়ের কয়েকটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করেছেন ।

প্রথম পরিচ্ছেদে কুরআন ও হাদীছ শরীফে যেসব মাছাল আছে সেগুলোর উল্লেখ করেছেন ।

---

[৬২০] . *কাতামিশ ঃ ১১২; জামহারা ঃ ২/২৩৫ ।*

[৬২১]. *কাতামিশ ঃ ১১২ ।*

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লোগোক্তি ও মুওয়াল্লিদীনের মাছাল,

চতুর্থ পরিচ্ছেদে বর্ণানুক্রমিক কিছু কবিতা যা মাছাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তা উল্লেখ করেছেন । তিনি তার আলোচনাকে (২৭-৩৯) ১১ পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ রেখেছেন । গ্রন্থটি দারু এহয়াউত তুরাছিল 'আরবী থেকে প্রকাশিত হয় । তা.বি. ।

২৩৯. আবদুল আযীয মায়মানী *'সিমতুল লালী'* গ্রন্থের সূচীতে (১২৬-১৩১পর্যন্ত) মোট ৬ পৃষ্ঠায় ২৫৭টি আল- আমছালুস সাইরা ঃ উল্লেখ করেছেন । গ্রন্থটি ১৩৫৬/১৯৩৭ সনে লাজনাতুত্তালীফ ওয়াত্তরজমা ওয়ান্নুশর থেকে প্রকাশিত হয় ।

২৪০. মওলানা মুশ্তাক আহমদ *'তাসহীলু রওযাতুল আদব ফী আসহীলি কালামিল 'আরব'* গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে 'ফিন্নওয়াদিরি ওয়াল আমছাল' শিরোনামের অধীনে ২৩১টি মাছাল উল্লেখ করেছেন । গ্রন্থটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় । তা.বি. ।

২৪১. আহমদ আল-হাশিমী রচিত *'জাওয়াহিরুল আদব ফী আদাবিয়্যা ওয়া ইনশাই লুঘাতিল 'আরব'* গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে (২৬৩-৩০০) ৩৮ পৃষ্ঠা মাছাল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । তিনি মাছালের প্রকারভেদ, মাছালের শর্ত, মাছালের উপকারিতা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন । এরপর বিষয় ভিত্তিক ৬৮০টি কুরআনী মাছাল এবং ২৪৩ টি আরবী মাছাল উল্লেখ করেছেন । আরবী মাছালগুলোর পাদটিকায় মাযরাবুল মাছাল, আসবাবুল মাছাল, মাওরাদুল মাছাল, আসলুল মাছাল এবং কোন ক্ষেত্রে এগুলো প্রযোজ্য তাও উল্লেখ করেছেন । গ্রন্থটি দুখন্ডে বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয় । তাবি. ।

২৪২. আবুল কাসিম আল-হারীরী (৪৪৬/১০৫৪-৫১৬/১১২২) *'আল-মাকামাতুল হারীরীয়্যা:'* গ্রন্থের পঞ্চাশ মাকামায় বহু মাছালের উল্লেখ করেছেন । গ্রন্থটি Oriental Translation Fund এর অর্থানুকুল্যে Dr. F.Sleingass "The Assemblies of-Al-Hariri" নামে অনুবাদ করেন । এর Preface এবং Index লিখেন F.F. Arbuthnot. এ অনুদিত গ্রন্থটির কোন্ কোন্ পৃষ্ঠায় proverbs অথবা proverbial রয়েছে সেগুলো Index এ উল্লেখ করা হয়েছে । এতে দেখা যায় মোট ১৮৫ পৃষ্ঠায় মাছালগুলো উল্লেখিত হয়েছে । গ্রন্থটি ১৩১৬/১৮৯৮ সনে লন্ডনে প্রকাশিত হয় ।

২৪৩. আবূ 'উছমান আল-জাহিয *'কিতাবুল হায়ওয়ান'* গ্রন্থে জীবজন্তুর প্রকারভেদ , এদের স্বভাব , চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে আরবদের বহু কবিতা ও মাছালের উল্লেখ করেছেন । এতে ১৭৬ টি প্রাচীন মাছাল ও ১৫০ টি মুওয়াল্লাদ মাছাল আছে বলে ডঃ কাতামিশ উল্লেখ করেছেন[৬২২] । গ্রন্থটি সাতখন্ডে ১৩২৪/১৯০৬ সনে মিসরে প্রকাশিত হয়।

২৪৪. আবূ 'আলী ইসমা'ঈল ইবনিল কাসিম আল-কালী *'কিতাবুল আমালী'* গ্রন্থে 'নবযাতুম মিন আমছালিল 'আরব' শিরোনামের অধীনে বেশ কিছু মাছাল উল্লেখ করেছেন । গ্রন্থটি মিসরের বুলাক থেকে ১৩২৪/১৯০৬ সনে প্রকাশিত হয় ।

---

[৬২২]. *আবিদীন ঃ ৯২ ।*

Dhaka University Institutional Repository

২৪৫. ইবনুল জাওযীয়্যা: *'কিতাবুল ফাওয়াইদ'* গ্রন্থে (৬৬-৬৭ পর্যন্ত) দু'পৃষ্ঠায় কুরআনী মাছাল, প্রচলিত মাছাল, রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর মাছাল এবং কাব্যাকারে মাছাল সম্পর্কে সম্যক আলোচনা করেছেন । গ্রন্থটির ১ম সংস্করণ ১৩২৭/১৯০৯ সনে মিসরে প্রকাশিত হয় ।

২৪৬. মুহম্মদ আতোয়া আদ্দামিশকী *'কিতাবুল মুনতাখাব ফী তারীখ আদাবিল 'আরবী'* গ্রন্থে (পৃ-৭৯-৮৪ পর্যন্ত) মোট ছয় পৃষ্ঠায় মাছাল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । গ্রন্থটি ১৩৩২/১৯১৩ সনে মিসরে প্রকাশিত হয় ।

২৪৭. আবু নসর ওহীদের *'মিরকাতুল আদবে'* কিছু রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর মাছাল, কিছু সুলয়মান (আঃ) -এর, কিছু 'আলী (রাঃ)- এর এবং কিছু কাব্যে রচিত মাছাল উল্লেখ করেছেন । গ্রন্থটি ১৩৩৩/১৯১৮ সনে ঢাকাতে প্রকাশিত হয়।

২৪৮. আমীন সায়্যিদ আহমদ আয্যয়্যাত আস্সামিরী আল-মিসরী *'ফিননাওয়াদিরিল ফুকাহিয়্যা: ওয়াল আমছাল আল-আদাবিয়্যা : ওয়াল যাওয়ায়িদিত তব'ঈয়্যা: ওয়াস সনা'ঈয়্যা:'* গ্রন্থে বহু মাছাল উল্লেখ করেছেন । গ্রন্থটির ১ম সংস্করণ ১৩৪২/১৯২৩ সনে প্রকাশিত হয় ।

২৪৯. 'আল্লামা আবুল কাসিম আল-হাসান ইবন মুহম্মদ ইবন হাবীব আন্নিশাপুরীর (মৃ-৪০৬/১০১৫) *'উকালাউল মুজানীন'* গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয়ে বহু মাছাল বর্ণিত আছে । গ্রন্থটির ১ম সংস্করণ ওজীহ ফারসী আল-কায়লানীর টীকা-টিপ্পনী ও ভাষ্য সহ ১৩৪৩/১৯২৪ সনে মিসর থেকে প্রকাশিত হয় ।

২৫০. জুরজী যয়দান *'তারীখু আদাবিল লুঘাতিল আরাবিয়্যা:'* গ্রন্থে 'আল- আমছাল' শিরোনামের অধীনে মাছালের সংগা, প্রকারভেদ এবং কয়েকটি মাছাল উল্লেখ করেছেন । তিনি মাছালের কয়েকটি গ্রন্থ সম্পর্কেও সম্যক ধারনা দিয়েছেন । তাঁর আলোচনাও মাত্র দু' (১ম খন্ডে ২৫-২৬) পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ । গ্রন্থটির ২য় সংস্করণ মিসর থেকে ১৩৪৩/১৯২৪ সনে প্রকাশিত হয় ।

২৫১. শায়খ আহমদ আল-ইস্কন্দরী ও শায়খ মুস্তফা 'আনানী' *আল ওয়াসীত ফিল-আদবিল-'আরবী ওয়া তারিখীহী'* গ্রন্থে (১৬ থেকে ১৮) তিন পৃষ্ঠায় সংক্ষেপে মাছালের সংজ্ঞা প্রকারভেদ এবং এর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং (৩০-৩২) তিন পৃষ্ঠায় কিছু মাছাল এদের প্রবক্তা এবং যে বিষয়ে মাছাল প্রযোজ্য সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন। গ্রন্থটির সপ্তম সংস্করণ ১৩৪৭/১৯২৮ সনে মিসর থেকে প্রকাশিত হয় ।

২৫২. আবুল 'আব্বাস মুহম্মদ ইবন য়াযীদ আছ্ছা'আলিবী (মৃ-২৮৫/৮৯৮) *'আল কামিল ফিল্ লুঘা ওয়াল আদব ওয়ান্নাহ্ ওয়াস্ সরফ'* গ্রন্থে ৭৫টি মাছাল উল্লেখ করেছেন । তন্মধ্যে ৪ টি আফ'আলু মিন জাতীয় মাছাল[৬২৩] । গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ আহমদ মুহম্মদ শফিকের সম্পাদনায় মুস্তফা আল-হলবীতে ১৩৫৬/১৯৩৭ সনে প্রকাশিত হয় ।

২৫৩. ডঃ আহমদ আমীন (১৩০৪/১৮৮৬-১৩৭৪/১৯৫৪) স্বীয় *ফজরুল ইসলাম* গ্রন্থে "আল-আমছাল" শিরোনামের অধীনে মাছালের উৎস জ্ঞানীগুনীদের মতামত সহ এর শাব্দিক অর্থ এবং মাছালের প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । এতে মাছালের গুরুত্ব সহ কিছু মাছাল এবং কয়েকজন মাছাল সংকলকের নাম ও গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন । (পৃঃ ৬১-৬৬) মোট ছয় পৃষ্ঠায় তাঁর আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন । গ্রন্থটি কায়রো থেকে ১৩৬৫/১৯৪৫ সনে প্রকাশিত হয় ।

---

[৬২৩]. *প্রাগুক্ত।*

Dhaka University Institutional Repository

২৫৪. **মীখাইল নুআঈমা** সংকলনের তৃতীয় খন্ডে *'করমুন 'আলা দরব'* শিরোনামের অধীনে (পৃ ৫৭৫-৬৮৩) ১০৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মাছাল সহ আরবের প্রচলিত বেশ কিছু প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী লিপিবদ্ধ আছে । গ্রন্থটির ১ম সংস্করণ ১৩৬৬/১৯৪৬ সনে এবং ২য় সংস্করণ ১৪০৭/১৯৮৭ সনে বৈরুতে প্রকাশিত হয় ।

২৫৫. **শওকী দয়ফ** *'আল-ফনুন ওয়া মাযাহিবুহু ফিন্-নছরিল 'আরবী'* গ্রন্থে 'আল-আমছালু আল-জাহিলীয়্যা:' শিরোনামের অধীনে (পৃ-২০-২৭ পর্যন্ত) মোট ৮ পৃষ্ঠায় মাছাল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। । তিনি প্রথমে কয়েকজন প্রসিদ্ধ মাছাল সংকলকের নাম তাঁদের গ্রন্থ সহ উল্লেখ করেছেন । এর পর কিছু মাছাল সংকলন করেছেন । গ্রন্থটি কায়রো থেকে ১৩৬৬/১৯৪৬ সনে প্রকাশিত হয় ।

২৫৬. **M.H. Bakalla** *'Arabic Culture'* গ্রন্থে 'Arabic proverbs : Their cultural implication' শিরোনামের অধীনে (পৃ-২৪৮-২৫৩ পর্যন্ত) মোট ৬ পৃষ্ঠায় সংক্ষেপে মাছালের গুরুত্ব ময়দানীর মাজমাউল আমছালের বর্ণনা এবং আটটি মাছালের ইংরেজী উচ্চারণ ও অনুবাদ উল্লেখ করেছে । গ্রন্থটি ১৪০৪/১৯৮৪ সনে লন্ডনে প্রকাশিত হয় ।

২৫৭. **ইমাম আবুল বারাকাত 'আব্দুর রহমান ইবন মুহম্মদ ইবন আবী সা'ঈদ আল-আন্বারী** *'কিতাবু আসরারিল 'আরাবিয়্যায়'* বহু মাছাল উল্লেখ করেছেন । গ্রন্থটি মুহম্মদ বাহজার আল-বায়তারের সম্পাদনায় ১৩৭৭/১৯৫৭ সনে দামিশকে প্রকাশিত হয় ।

২৫৮. **ডঃ ইহসান 'আব্বাস** কর্তৃক রচিত *'তারীখুল আদাবিল আন্দালুসী'* গ্রন্থে বহু স্পেনীয় মাছালের উল্লেখ রয়েছে । গ্রন্থটির ১ম সংস্করন ১৩৮০/১৯৬০ সনে বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয় ।

২৫৯. **আবু মনসুর মালিক ইবন মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আছ্ছাআ'লিবী** *'আত্তামছীল ওয়াল মুহাযারাত'* (The use of proverbial saying and Elegent conversation) গ্রন্থে যবুর , তওরাত , ইঞ্জিল এবং কুরআন থেকে বহু বাণী উল্লেখ করেন । রসুলুল্লাহ (সঃ) এর বাণী, প্রবাদ, প্রাক-ইসলামী ও ইসলামী যুগের বহু প্রবাদ জ্ঞানগর্ভ বাণী, রাজা-বাদশাহ এবং দার্শনিক ও মনীষীদের উক্তির সমাহার ঘটেছে এগ্রন্থে । গ্রন্থটি বিভিন্ন বিষয়ের উপর চারটি অধ্যায়ে ৬০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত । চারটি রিসালা নিয়ে'মুন্তাখাবাতুত্ তামছীল ওয়াল মুহাযারা' নামে গ্রন্থটি কনস্টান্টিনোপল হতে ১৩০২/১৮৮৫ সনে প্রকাশিত হয় । আর পূর্ণ গ্রন্থটি 'আবদুল ফাত্তাহ মুহাম্মদ আল হ'লুর সম্পাদনায় ঈ'সা আল-হলবী হতে ১৩৮১/১৯৬১ সনে প্রকাশিত হয় ।

২৬০. **মুহাম্মদ কিন্দীল আল-বাকলী** *'সুয়ারুম মিন্ আদবিনাশ্ শা'বী'* ১৯৬২ সনে আল-ইন্জিলুল মিসরিয়্যায় প্রকাশিত হয়।

২৬১. **আছ্ছাআ'লিবীর** *'ছিমারুল কুলুব ফী মুযাফ ওয়াল মন্সুব'* গ্রন্থে বেশ কিছু মাছাল রয়েছে । গ্রন্থটি মুহাম্মদ আবুল ফযল ইব্রাহীমের সম্পাদনায় কায়রোর দারুন নাহদা হতে ১৩৮৪/১৯৬৫ সনে প্রকাশিত হয়।

২৬২. **অধ্যাপক ডঃ জাওয়াদ আলী** *'আল মুফাস্সল ফিল 'আরব কাবলাল ইসলাম'* গ্রন্থের ৮ম খন্ডের ১২৭ তম অধ্যায়ে "আল আমছাল" শিরোনামে (পৃ ৩৫৪-৩৭০ পর্যন্ত) মোট ১৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী মাছাল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি এতে মাছাল শব্দটির উৎস এবং অন্য ভাষায় মাছাল শব্দটির সমার্থবোধক শব্দ কি তা

Dhaka University Institutional Repository

সহ উল্লেখ করেছেন। এতে মাছালের বৈশিষ্ট্যমাছাল সংকলকদের গ্রন্থসহ কয়েকজন সংকলকের নাম এবং উৎসসহ কিছু মাছালের উল্লেখ করেছেন । গ্রন্থটি ১৩৯৬/১৯৭৬ সনে বৈরুতে দশ খন্ডে প্রকাশিত হয় ।

২৬৩. আবূ হিলাল আল-'আসকারী স্বীয় *'কিতাবুল সানা'আতায়ন'* গ্রন্থে বেশ কিছু মাছাল উল্লেখ করেছেন । গ্রন্থটি আল-বাজাভীর সম্পাদনায় ১৩৯১/১৯৭১ সনে প্রকাশিত হয় ।

২৬৪. খাজা 'আব্দুল মজীদ জামীর *'ফন্নুল 'আরবী ওয়াল ফন্নুত-তা'লীমা'* গ্রন্থে বেশ কিছু মাছালের উল্লেখ আছে । গ্রন্থটি ১৩৫২/১৯৩৩ সনে লক্ষ্ণৌ থেকে এবং ১৩৯৫/১৯৭৫ সনে কায়রো থেকে প্রকাশিত হয় ।

২৬৫. আল-বাহী আল-খুলীর *'তাযকিরাতুদ্ দু'আত'* গ্রন্থে মাছালের একটি অধ্যায় উল্লেখ করেছেন । গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪০৮/১৯৮৮ সনে দারুত তুরাছ হতে প্রকাশিত হয় ।

২৬৬. আনীস আল-মাকদিসী *'তাতাউরুল আসালীবিন্-নছরিয়্যা: ফিল 'আদবিল 'আরবী'* গ্রন্থে মাছাল সম্পর্কে আলোচনা করেন । গ্রন্থটির ৬ষ্ঠ সংস্করণ ১৩৯৯/১৯৭৯ সনে বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয় ।

২৬৭. বুতরুস্ 'আল-বুস্তানী' *মুনতাকিয়াতি উদাবাউল 'আরব'* গ্রন্থে 'আল-আমছাল ওয়াল হিকাম' শিরোনামে (পৃ-২২৬-২৩১ পর্যন্ত) মোট ৫ পৃষ্ঠায় মাছাল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । প্রথমে তিনি মাছাল ও হিকমতের মাঝে পার্থক্য করেছেন । এরপর মাছাল সংকলকদের আলোচনা করেছেন । পরিশেষে গদ্যাকারে ও পদ্যাকারে কিছু মাছাল উল্লেখ করেছেন । গ্রন্থটি দার মারুন গরুদ থেকে ১৩৯৯/১৯৭৯ সনে প্রকাশিত হয় ।

২৬৮. ডঃ 'আব্দুল হামীদ আশ-শালকানী *'মাসাদিরুল লুঘা'* গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে (পৃ-১৮৯-২০৮ পর্যন্ত) ২০ পৃষ্ঠা ব্যাপী 'আল-আমছাল' শিরোনামের অধীনে মাছাল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । তিনি প্রথমে আরবী সাহিত্যে মাছালের অবদান, আরবদের দোয়া সম্পর্কীয় বাক্য, মাছাল হিসেবে যেসব লোগোক্তির প্রচলন আছে সেগুলো উল্লেখ করেছেন । এরপর প্রসিদ্ধ কয়েকটি সংকলিত মাছাল গ্রন্থের উপর নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছেন । গ্রন্থটি ১৪০০/১৯৮০ সনে রিয়াদে প্রকাশিত ।

২৬৯. ডঃ 'উমর ফররুখ *'আব্কারিয়্যাতুল-লুঘাতিল আরাবিয়্যা:'* গ্রন্থে 'আল-আমছালু মা'আলিম লিল হাযারা' শিরোনামের অধীনে কিছু মাছাল উল্লেখ করে সেগুলো উৎস ও আলোচনা করেছেন । (পৃ-১৩১-১৩৭ পর্যন্ত) মোট ৭ পৃষ্ঠায় তাঁর আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন । গ্রন্থটি বৈরুত থেকে ১৪০১/১৯৮১ সনে প্রকাশিত হয় ।

২৭০. লেবানন বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধ্যাপক ডঃ 'আব্দুল মজীদ আল-হুর্র *'মাআ'লিমুল আদাবিল 'আমিলী'* গ্রন্থে বেশ কিছু মাছাল উল্লেখ করেছেন । গ্রন্থটি ১৪০৩/১৯৮২ সনে বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়। ।

২৭১. মুহাম্মদ 'উছমান 'আলী বিরচিত *'ফী আদব মা কাবলাল ইসলাম ঃ দিরাসা: ওস্ফিয়া: তাহলীলিয়্যা:'* গ্রন্থে কিছু মাছাল উল্লেখ করেছেন । গ্রন্থটির ২য় সংস্করণ ১৪০৩/১৯৮৩ সনে "দারুল আওযাঈ লিত-তাবা'আঃ ওয়ান্নশর ওয়াত-তাওযী থেকে প্রকাশিত হয় ।

২৭২. ডঃ উমর ফররুখ *'তারীখুল আদাবিল 'আরবী'* গ্রন্থে মাছালের সংগা সহ ছয়টি জাহিলী মাছাল উল্লেখ করেছেন । গ্রন্থটির পঞ্চম সংস্করণ ১৪০৪/১৯৮৪ সনে বৈরুতে প্রকাশিত হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

২৭৩. **আবূ মনসুর 'আবদুল মালিক ইবন মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আছ্‌ছা'আলিবীর** *'খাসুল খাস'* গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'ফী আমছালিল 'আরব ওয়াল-আজম ওয়াল খাচ্ছা ওয়াল 'আম্‌মা জাআত ফী মা'আনীহা আলফাযুম মিনালকুরআন বিআহসানি মা'আনিহা'শিরোনামের অধীনে 'আরব অনারবের লোগোক্তি ও প্রাজ্ঞোক্তি আলোচনা করেছেন । তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'ফীমা জাআ মিনাল আমছালি 'আলা ওযনি আফ'আলু মিন কাযা" এর অধীনে 'আফ'আলু মিন' জাতীয় মাছাল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । গ্রন্থটির ১ম সংস্করণ ডঃ সাদিক তাওয়াবের সম্পাদনায় ১৪০৮/১৯৮৪ সনে হায়দরাবাদ থেকে প্রকাশিত হয় ।

২৭৪. **আবূ 'উছমান আল-জাহিয** *'আল বয়ান ওয়াত্ তা' ঈন'* গ্রন্থে ১৫৪ টি মাছাল উল্লেখ করেছেন । গ্রন্থটি চার খন্ডে আব্দুস সালাম হারুনের সম্পাদনায় ভাষ্যসহ ১৪০৫/১৯৮৫ সনে বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয় । সম্পাদক গ্রন্থের সবগুলো মাছাল চতুর্থ খন্ডের শেষে মাছাল সূচীতে বর্ণানুক্রমিক উল্লেখ করেছেন ।

২৭৫. **খলীফা মুহম্মদ আত্-তালিসী** *'মিন বাওয়া'ইশ শি'রিল 'আরবী'* গ্রন্থে বেশ কিছু কাব্যকারে মাছাল উল্লেখ করেছেন । গ্রন্থটির ২য় সংস্করণ লিবিয়া তিউনিস থেকে ১৪০৫/১৯৮৫ সনে প্রকাশিত হয় ।

২৭৬. **মুহাম্মদ আহমদ জা'দ আল-মওলা, 'আলী মুহাম্মদ আল- বাজাভী ও মুহম্মদ আবুল ফযল ইব্‌রাহীম** *'কাসাসুল 'আরব'* গ্রন্থ সংকলনকরেন । এতে বহু মাছাল উৎস সহ (বাংলা সাহিত্যে ডঃ বরুন কুমারের 'প্রগল্প' বইটি ওর অনুরূপ) বর্ণিত হয়েছে । গ্রন্থটি ১৪০৮/১৯৮৮ সনে বৈরুতের দারুল জায়ল থেকে প্রকাশিত হয় ।

২৭৭. **ডঃ জাম'আ আল-মাবরুক 'আউন** *'আল-মুবাররদ হায়াতুহু ওয়া আছারুহু'* গ্রন্থে বহু মাছাল আল মুবাররদ থেকে সংকলন করেছেন । এ গ্রন্থটির প্রথম সংস্করন ১৪০৮/১৯৮৮ সনে বৈরুতে প্রকাশিত হয় ।

২৭৮. **বুতরুস আল-বুস্‌তানী** *'উদাবাউল আরব ফিল জাহিলীয়্যাঃ ওয়া সদরিল ইসলাম'* গ্রন্থে বহু মাছালের উল্লেখ করেছেন । এগ্রন্থটি ১৪০৯/১৯৮৯ সনে বৈরুতে প্রকাশিত হয় ।

২৭৯. *The Encyclopadia of Islam* (New edition) Prepared by a numbers of leading orientalists. ৬ষ্ঠ খন্ডে ইসলামী বিশ্বকোষ বাংলায় যে বিষয়গুলো বর্ণিত হলো সেগুলোই এখানে আলোচিত হয়েছে । মূলত এ ইংরোজী সংস্করণ থেকেই ঐ বাংলায় অনুবাদ করা হয় । এটি ১৪০৯/১৯৮৯ সনে E. J. Brill কর্তৃক লাইডেনে প্রকাশিত হয় ।

২৮০. **ইবন 'আব্‌দ রব্বিহী (মৃ-৩২৮/৯৪০)** *'আল- 'ইকদুল ফরীদ'* গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে 'কিতাবুল জাওহার. ফিল আমছাল' শিরোনামে (পৃ-১৮৫-২৩৭ পর্যন্ত) মোট ৫৩ পৃষ্ঠায় মাছাল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । তিনি প্রথমে রসুলুল্লাহ (সাঃ)- এর পর আকছুম ইবন সায়ফীর মাছাল উল্লেখ করেছেন । এছাড়াও প্রবাদ পুরুষ, প্রবাদ মহিলা, জীবজন্তু সংক্রান্ত ও জীবজন্তু ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের মাছাল এবং আবূ 'উবায়দা কর্তৃক বর্ণিত মাছাল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । এরপর তিনি বিষয় ভিত্তিক মাছালগুলো উল্লেখ করেছেন । এতে মোট ১৮২টি বিষয়ে সহশ্রাধিক মাছাল রয়েছে । গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪১০/১৯৯০ সনে বৈরুতে প্রকাশিত হয় ।

২৮১. **ডঃ উমর ফররুখ ও আরো অনেকের** রচিত *'তারিখুল 'উলূম 'ইন্‌দাল 'আরব'* গ্রন্থে মাছাল সম্পর্কে সম্যক আলোচনা করেছেন । গ্রন্থটি বৈরুতের দারুন নহযাতিল আরাবিয়্যাতে ১৪১০/১৯৯০ সনে প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২৮২. **হুমায়ুন খান (মৃ-১৯৯৫)** কিছু আরবী প্রবাদ (মুল পাঠ ছাড়া) বাংলায় অনুবাদ করেছেন । প্রবাদগুলো *অগ্রপথিক* (ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা)জুন ১৪১৩/১৯৯৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় । তিনি বিষয়ভিত্তিক প্রবাদগুলো বিন্যস্ত করেছেন । এতে ৫৭টি বিষয়ের উপর মোট ৫৬৮ টি আরবী প্রবাদের বাংলা অনুবাদ উল্লেখ করা হয়েছে ।

২৮৩. আহমদ আল-ইস্কন্দরী ও আরো অনেকের রচিত আল-মুফাস্সল ফী তারীখিল আদবিল আরবী মিনাল 'উসূরিল কাদীমাঃ ওয়াল ওসীতাঃ ওয়াল হাদীছাঃ গ্রন্থে আল-আমছাল শিরোনামে (৯৮-৯৯) মাত্র দু'পৃষ্ঠায় মাছাল সম্পর্কে আলোচনা করেন। গ্রন্থটি ডঃ হাস্সান খাল্লাকের সম্পাদনায় ১৪১৪/১৯৯৪ সনে বৈরুতের দারু ইহয়াউলউলূম থেকে প্রকাশিত হয়।

২৮৪. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ *বিশ্বকোষ* প্রকল্পের অধীনে প্রকাশিত ইসলামী বিশ্বকোষের ১৬ খন্ড ২য় ভাগে (পৃ-৬১৪-৬২৯পর্যন্ত) মোট ১৭ পৃষ্টায় মাছাল প্রবন্ধে কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করে প্রতিটি স্তরে সংক্ষেপে মাছালের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা হয়েছে । যেমন প্রথম স্তরে লোককথা, কাহিনী, উৎকীর্ণ লিপি, শ্লোক, হিকমা, বা সারগর্ভ বাক্যের আলোচনা ।

দ্বিতীয় স্তরে আলী (রাঃ)এর প্রবাদ, কথার ধারা, মাছালের ইসলামী রূপ,
তৃতীয় স্তরে লোককথা ও তুলনা,
চতুর্থ স্তরে 'আফ'আলু মিন' জাতীয় মাছালের আলোচনা ,
পঞ্চম স্তরে মুওয়াল্লাদ মাছালের আলোচনা ,
ষষ্ঠ স্তরে OJ d Testament ও New Testament এ উল্লেখিত মাছালের আলোচনা ;
সপ্তম স্তরে কাহিনী ,
অষ্টম স্তরে শুধু স্থানীয় ভাবে প্রচলিত মাছাল সমূহ, নবম স্তরে উদ্ধৃত শ্লোক সমূহ এবং
দশম স্তরে কুরআন ও হাদীছের মাছাল সমূহ আলোচনা করা হয়েছে । কিছু প্রাচীন মাছাল সংকলন, আধুনিক মাছাল সংকলন ইউরোপীয় ও প্রাচ্য দেশীয় সংকলন সমূহ সম্পর্কেও আলোচনা রয়েছে । এটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকা কর্তৃক ১৪১৬/১৯৯৬ সনে প্রকাশিত হয় ।

মাছাল উল্লেখ আছে এমন কিছু কাব্য সংকলন ঃ

২৮৫. *দীওয়ানুল খান্সা ঃ* আল-আব-লুয়ুস চীখু আল- য়াসূঈ সংকলনটির ভাষ্য লিখে নাম দেন "আনীসুল জুলাসা ফী শরহি দীওয়ানিল খান্সা "। ে বর্ণিত মাছালগুলো আলাদা সূচীতে উল্লেখ করা হয়েছে । সংকলনটি ৩১৪/১৮৯৬ সনে বৈরুতে প্রকাশিত হয় ।

২৮৬. *হামসাতুল বুহতরীতে* বহু মাছালের উল্লেখ রয়েছে । সংকলনটি মিসরের আল-মাতবা'আতুর রহমানিয়্যায় ১৩৪৮/১৯২৯ সনে প্রকাশিত হয় ।

২৮৭. *শরহু দীওয়ানিল মুতানাব্বীতে* বহু মাছালের উল্লেখ রয়েছে । সংকলনটির দ্বিতীয় সংস্করণ কায়রোর মাতবা'আতুল ইস্তিকামায় ১৩০৭/১৯৩৮ সনে প্রকাশিত হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

২৮৮. *দীওয়ানুল বারুদী :* আলী আল-জারিম ও মুহম্মদ শফীক হারুন কর্তৃক ভাষ্য ও সম্পাদনায় দারুল কুতুবিল মিসবিয়্যা হতে ১৩৬১/১৯৪২ সনে ১ম ও ২য় খন্ড প্রকাশিত হয় এবং ১৩৯৫/১৯৭৫ সনে ৩য় ও চতুর্থ খন্ড প্রকাশিত হয় । সংকলনটিতে কয়েক'শ মাছাল রয়েছে ।

২৮৯. *'শরহু দীওয়ানি যুহায়র ইবন আবী সুলমাতে'* বহু মাছালের উল্লেখ রয়েছে । সংকলনটি মাত্‌বা'আতু দারিল কুতুবিল মিসরিয়্যা হতে ১৩৬৩/১৯৪৪ সনে প্রকাশিত হয় ।

২৯০. *'দীওয়ানুল হুযালীঈনে'* অনেক মাছাল রয়েছে । সংকলনটির প্রথম সংস্করণ মাতবা'আতু দারিল কুতুবিল মিসরিয়্যা হতে ১৩৬৭/১৯৪৮ সনে প্রকাশিত হয় ।

২৯১. ইমাম আবূ সা'ঈদ আল-হাসান ইবন হুসায়ন ইবন 'উবায়দিল্লাহ আস-সুকরী *'শরহু দীওয়ানি কা'ব ইবন যুহায়র'* কাব্য সংকলনের মাছালগুলো আলাদা সূচীতে উল্লেখ করেছেন । সংকলনটি ১৩৬৯/১৯০৫ সনে কায়রোর মাতবা'আতু দারিল কুতুবিল মিসরিয়্যা হতে প্রকাশিত হয় ।

২৯২. *'দীওয়ানু আবী তাম্মামে'* বহু মাছালের উল্লেখ রয়েছে । সংকলনটি মুহম্মদ 'আব্‌দুহু আযামের সম্পাদনায় মিসরের দারুল মা'আরিফ হতে ১৩৭১/১৯৫১ সনে প্রকাশিত হয় ।

২৯৩. *'দীওয়ানু আবী নুওয়াসে'* বহু মাছালের উল্লেখ আছে । সংকলনটি মুহম্মদ 'আব্‌দুল মজীদ আল-গাযালীর সম্পাদনায় মাতবা'আতু মিসর হতে ১৩৭৩/১৯৫৩ সনে প্রকাশিত হয় ।

২৯৪. *'দীওয়ানু 'উবায়দ ইবনিল আব্‌রাসে'* বহু মাছালের উল্লেখ রয়েছে । সংকলনটির প্রথম সংস্করণ হুসয়ন নাসসারের সম্পাদনায় মিসরের মাত্‌বা'আতু মুস্‌তফা আল-হলবীতে ১৩৭৭/১৯৫৪ সনে প্রকাশিত হয় ।

২৯৫. *'দীওয়ানু ইমরু'উল কয়সে'* বেশ কিছু মাছালের উল্লেখ আছে । সংকলনটি আবুল ফযল ইব্‌রাহীমের সম্পাদনায় মিসরের দারুল মা'আরিফ হতে ১৩৭৮/১৯৫৮ সনে প্রকাশিত হয় ।

২৯৬. *দীওয়ানু তারাফাতে* বেশ কিছু মাছালের উল্লেখ রয়েছে । ডঃ আলী আল-জুনদী বিভিন্ন রেওয়ায়েত হতে এটি সংকলন করেন । সংকলনটি মিসরের মাতবা'আতুর রিসালা হতে ১৩৭৮/১৯৫৮ সনে প্রকাশিত হয় ।

২৯৭. *'দীওয়ানু লবীদে'* বেশ কিছু মাছাল আছে । সংকলনটি ইহসান 'আব্বাসের সম্পাদনায় কুয়েত হতে ১৩৮২/১৯৬২ সনে প্রকাশিত হয় ।

২৯৮. *'দীওয়ানু 'উরওয়া: ইবনিল ওয়ারদে'* বেশ কিছু মাছাল রয়েছে । সংকলনটি বৈরুতের দারু সাদির হতে ১৩৮৪/১৯৬৪ সনে প্রকাশিত হয় ।

২৯৯. *'দীওয়ানু 'আদী ইবন যায়দে'* বেশ কিছু মাছাল রয়েছে । সংকলনটি আবদুল জববার আল-মু'আয়বাদের সম্পাদনায় বাগদাদ থেকে ১৩৮৫/১৯৬৫ সনে প্রকাশিত হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

৩০০. *'দীওয়ানু হাতীম আত্ তাঈতে'* বেশ কিছু মাছাল রয়েছে । সংকলনটি লন্ডনের মাত্বা'আতুস-সাম হতে ১৩৯২/১৯৭২ সনে প্রকাশিত হয় ।

৩০১. *'দীওয়ানু শরীফ আর-রাযীতে'* বহু মাছাল সংকলিত আছে । সংকলনটি ১৪০৩/১৯৮৩ সনে বৈরুতে প্রকাশিত হয় ।

৩০২. *'দীওয়ানুল 'আশাতে'* বেশ কিছু মাছাল আছে । সংকলনটির প্রথম সংস্করণ ডঃ মুহম্মদ হুসায়নের সম্পাদনায় মিসরের আল-মাতবা'আতুন নমুযাজিয়্যাতে প্রকাশিত হয় । তাবি ।

৩০৩. *'দীওয়ানু 'আন্তারাতে'* বেশ কিছু মাছাল আছে । সংকলনটি আব্দুল মুন্'ঈম 'আব্দুর রউফ শিলবী ভাষ্য সহ সম্পাদনা করেন । শিরকাতু ফন্নুত্তাবা'আতে প্রকাশিত হয় । তাবি ।

কুরআনী মাছালের আলোচনা রয়েছে এমন কিছু গ্রন্থ

৩০৪. **জালালুদদীন আস-সুয়ূতী** *'আল-ইতকান ফী 'উলুমিল কুরআন'* গ্রন্থে ৬৬ তম অধ্যায় 'ফী আমছালিল কুরআন' শিরোনামের অধীনে কুরআনী মাছাল বর্ণনার কারণ, এর প্রকারভেদ এবং কুরআনী মাছালের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু আরবী প্রবাদ উল্লেখ করেছেন । তিনি মাত্র (১৬৭-১৬৯ পর্যন্ত) তিন পৃষ্ঠার মধ্যে তাঁর আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন । গ্রন্থটি ১৩৯৮/১৯৭৮ সনে মিসর থেকে প্রকাশিত হয় ।

৩০৫. **মান্না' খলীল আল-কাত্তান** *'আল মাবাহিছ ফী 'উলুমিল কুরআন'* গ্রন্থে 'আমছালুল কুরআন' শিরোনামে (পৃ- ২৮১-২৮৯) মোট নয় পৃষ্ঠা ব্যাপী মাছাল ও কুরআনী মাছাল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । এতে তিনি মাছালের শাব্দিক বিশ্লেষণ, সাহিত্যের পরিভাষায় মাছালের সংজ্ঞা, মাছালের প্রকারভেদ, উদাহরণ সহ প্রত্যেক প্রকারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং মাছালের উপকারীতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । গ্রন্থটির সপ্তম সংস্করণ ১৪০০/১৯৮০ সনে বৈরুতে প্রকাশিত হয় ।

৩০৬. **বদরুদ্দীন মুহম্মদ ইবন 'আব্দিল্লাহ আয-যরকশী** *'আল-বুরহান ফী 'উলুমিল কুরআন'* গ্রন্থে 'আমছালুল কুরআন' সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ আবুল ফযল ইব্রাহীমের সম্পাদনায় 'ঈসা আল-হলবী হতে ১৩৭৬/১৯৫৭ সনে প্রকাশিত হয় ।

৩০৭. **ইবনুল জাওযী** *'রউযুল কাওয়ারীর'* গ্রন্থে কুরআনী মাছাল সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে ।

৩০৮. **ইবনুল জাওযী** *'কিতাবুল ফাওয়াইদ'* গ্রন্থে কুরআনী মাছাল সম্পর্কে সামান্য আলোচনা রয়েছে ।

৩০৯. **আহমদ আল-হাশিমীর** *'জাওয়াহিরুল আদব'* গ্রন্থে কুরআনী মাছাল সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে ।

৩১০. **জা'ফর ইবন শামসিল খিলাফা** (মৃত্যু ৬২২/১২২৫) *'কিতাবুল আদাব'* গ্রন্থে কুরআনী মাছালের আলোচনা করেছেন ।

৩১১. **ইবনুল কায়্যিম আল-জওযিয়্যার** (মৃ-৭৫৪/৪৩৫৩) এর *'ইলামুল মুকিঈন'* গ্রন্থে কুরআনী মাছাল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন ।

Dhaka University Institutional Repository

৩১২. ডঃ 'আব্দুল মজীদ কাতামিশ *'আল-আমছালু ল-আরাবিয়্যাঃ'* গ্রন্থে কুরআনী মাছাল সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন । গ্রন্থটি দামিশকের দারুল ফিকর হতে ১৪০৬/১৯৮৬ সনে প্রকাশিত হয় ।

৩১৩. ডঃ 'আব্দুল মজীদ 'আবিদীন *'আল-আমছাল ফিন্নছরিল 'আরবীইল ক্বাদীম'* গ্রন্থে কুরআনী মাছাল সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন । গ্রন্থটি আলেক্সান্দ্রিয়ার দারুল মা'রিফাতিল জামি'ঈয়্যা হতে ১৪০৯/১৯৮৯ সনে প্রকাশিত হয় ।

৩১৪. শয়খ খালিদ 'আবদুর রহমান *'আল-'ইকুদ ল ফুরকান' ওয়াল-কুরআন'* গ্রন্থে আমছালুল কুরআন শিরোনামের অধীনে মাছালের সংগা কুরআনী মাছালের প্রকারভেদ,এর উপকারীতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটির ১ম সংস্করণ -১৪১৪/১৯৯৪ সনে প্রকাশিত হয়।

অভিধান সমূহ

৩১৫. নজীব নজম করমের *'আল-কামূসুল 'আম্মী লিমিসর ওয়া সুরিয়া'* অভিধানে বেশ কিছু মাছাল রয়েছে। এটি ১৯৩০ সনে বৈরুতে প্রকশিত হয়।

৩১৬. **Constantine Theodory** কর্তৃক *A Dictionary of Modern Technical Terms (Arabic-English)* অভিধানটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমছাল ওয়া আকওয়াল হাকীমা নছরান (proverbs and Aphoristic sayings in prose) শিরোনামের অধীনে ৩৪১ টি গদ্যাকারে মাছাল বর্ণানুক্রমিক উল্লেখ করা হয়েছে

তৃতীয় অধ্যায়ে 'আমছাল ওয়া আকওয়াল হাকীমা শি'রান' (proverbs and Aphoristic saying in vers) শিরোনামের অধীনে ১০৯টি পদ্যাকারে মাছাল বর্ণানুক্রমিক উল্লেখ করা হয়েছে । প্রতিটি মাছালের সাথে সাথে ইংরেজী অনুবাদ প্রদান করা হয়েছে । এর প্রথম সংস্করণ ১৩৭৯/১৯৫৯ সনে বৈরুতের দারুল কুতুব হতে প্রকাশিত হয় ।

৩১৭. **J.Milton Cown-** এর *A Dictionary of Modern Written Arabic* এ বেশ কিছু মাছাল রয়েছে। অভিধানটির তৃতীয় সংস্করণ ১৯৭৬ সনে নিউ ইয়র্কে প্রকাশিত হয়।

৩১৮. *আল-মুনজিদ (আরবী-উর্দূ) অভিধানে* 'আরবী আমছাল আওর আকওয়াল হিকমত' শিরোনামে আদ্যাক্ষর অনুক্রমে ১৬৫৪টি মাছাল উল্লেখ করা হয়েছে । এবং মাছালগুলোর ক্রমিক নাম্বার প্রদান করা হয়েছে । মাছালগুলো সহজে বুঝার জন্যে মাছাল সংশ্লিষ্ঠ ঘটনা, কারণ এর উৎসও উল্লেখ করা হয়েছে । তুলনামূলক ভাবে সহজ, গুরুত্বপূর্ণ, অর্থবহ, উপকারী এবং বিশুদ্ধ আরবীতে প্রচলিত মাছালগুলো শুধু এতে চয়ন করা হয়েছে । অপেক্ষাকৃত যেসব মাছাল একটু কঠিন সেগুলোর ব্যাখ্যাও দেয়া হয়েছে । এ পর্যায়ে ময়দানী, 'আসকারী ও যমখশরী সহ আরো অন্যান্যদের মাছাল গ্রন্থের সহায়তায় গ্রহন করা হয়েছে । আরবী মাছালের মিল রয়েছে এমন অনেক উর্দূ প্রবাদ কোন কোন স্থানে সংযোজন করা হয়েছে । (১১৫৬-১২৩২) ৭২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মাছালগুলো বিস্তৃত । ১৪০০/১৯৮০ সনে এ অভিধানটির প্রথম সংস্করণ কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

৩১৯. **মুনীর বা'লাবাক্কী** *Al-Maurid (English-Arabic)* অভিধানের শেষাংশে The Lamp of Experience A Collection of English Proverbs With Origins and Arabic Equivalents) শিরোনামের অধীনে ১৮৭ টি ইংরেজী প্রবাদ উল্লেখ করেছেন । এর সাথে তিনি ঐ প্রবাদগুলোর আরবী অনুবাদ প্রদান করেছেন । এবং প্রবাদটির উৎস কারণ সেটাও উল্লেখ করেছেন । এর সাথে ইংরেজী অন্য কোন প্রবাদ ও ইংরেজীর কোন কবি সাহিত্যিকের কোন কথার মিল থাকলে সেগুলোও উল্লেখ করেছেন । শুধু তাই নয় প্রবাদটির সাথে মিল রয়েছে এমন আরবী প্রবাদ প্রচলিত উক্তি অথবা কবির নাম সহ তাদের কবিতা (যা মাছাল হিসেবে প্রচলিত) উল্লেখ করেছেন । প্রবাদগুলো তিনি বর্ণানুক্রমিক বিন্যস্ত করেছেন । ৯৭ পৃষ্ঠায় এমাছালগুলো বিস্তৃত । অভিধানটি ১৪০০/১৯৮০ সনে প্রকাশিত ।

৩২০. **Could Field,** *A Dictionary of Oriental Qutations* গ্রন্থে 'Arabic and persian sayings শিরোনামের অধীনে অসংখ্য আরবী ফার্সী বাণী উল্লেখ করেছেন । এর মধ্যে বহু আরবী প্রবাদ রয়েছে । লেখক এ বাণী গুলোর আরবী ফার্সী উচ্চারণ ও অনুবাদ ইংরেজীতে প্রদান করেছেন । গ্রন্থটি George Allen & Company Ltd. কর্তৃক লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছে । প্রকাশনা সন অজ্ঞাত । গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫১ । Saying এবং প্রবাদগুলো কোন ব্যক্তিএবং কোন গ্রন্থ হতে সংকলিত সংক্ষেপে এগুলোও পার্শ্বে উল্লেখ করেছেন ।

৩২১. **ইবনু মনযূর** *'লিসানুল 'আরব'* অভিধানে মাছাল শব্দটির ব্যাপক আলোচনা করেছেন । কুরআন ও হাদীছে শব্দটি কি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তাও আলোচনা করেছেন । তিনি অনেক শব্দের ব্যাখ্যায় প্রচুর মাছাল উল্লেখ করেছেন । অভিধানটির অনেক সংস্করণ রয়েছে । এর একটি সংস্করণ ১৪০৫/১৯৮৫ সনে ইরানের কুমে প্রকাশিত হয় ।

৩২২. *আল-মুনজিদ ফিল লুঘাতি ওয়াল 'আলাম (আরবী - আরবী)* অভিধানের শেষাংশে 'ফারাইদুল আদব ফিল আমছাল ওয়াল আকওয়ালিস সাইরা ইনদাল আরব' শিরোনামে আদ্যাক্ষর অনুক্রমে সাড়ে ষোল'শ মাছালের উল্লেখ আছে । মাছালের সাথে সাথে এর উৎস ঘটনা কাহিনী, কারণ এবং কোন বিষয়ে তা প্রযোজ্য ও প্রয়োগ হয় তাও উল্লেখ করা হয়েছে । (৯৭০-১০০১) ৩১ পৃষ্ঠা ব্যাপী মাছালগুলো বিস্তৃত । এর ৩০ তম সংস্করণ ১৪০৮/১৯৮৮ সনে প্রকাশিত হয় ।

৩২৩. **আহমদ আমীনের** *'কামূসুল আদাদ ওয়াত তাকালীদ ওয়াত তা'আবীরিল মিসরিয়্যা:*-তে বেশ কিছু মাছাল রযেছে এটি লজনাতুত্ তা'লীফ ওয়াত তরজমা ওয়ান্ নশ্র প্রকাশ করে। তাবি।

৩২৪. **আল-আযহারী** ঃ *তাহ্যীবুল-লুঘা।*[৬২৪]

৩২৫. **আল-জওহরী** ঃ *আস-সিহাহ,* দারুল কুতুবিল 'আরাবী, কায়রো, ১৯৫৬ খৃঃ।

৩২৬. **আহমদ ফারিস** ঃ *মু'জাম মাকাইসিল্ লুঘা,* আল-হলবী, কায়রো, ১৩৬৬/১৯৪৬।

---

[৬২৪]. *৩২০-৩৩০ ক্রমিক পর্যন্ত গ্রন্থগুলোতে প্রচুর মাছাল রয়েছে। ময়দানী এসব গ্রন্থ হতে বহু মাছাল সংকলন করেছেন।*
দ্রঃ ২৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

৩২৭. খাযিন্ত্রী ঃ *তাকমিলা* ।

৩২৮. আবূ হাতিম সিজিস্থানী ঃ *কিতাবুল ইবল* ।

৩২৯. *কিতাবুল মুযর্দিন* ।

৩৩০. খাওয়ারিযমী ঃ *কিতাবুল আমালী* ।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

একই অর্থে ব্যবহৃত আরবী, বাংলা ও অন্যান্য ভাষার প্রবাদের আলোচনা

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

একই অর্থে ব্যবহৃত আরবী,বাংলা ও অন্যান্য ভাষার প্রবাদের অলোচনা।

এ বিশ্বে অগণিত মানুষের বাস। বর্ণে-আকৃতিতে, সুরতে-সেকলে, জাতি-ধর্মে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় এদের মাঝে। এদের ভৌগোলিক সীমারেখা, শারীরিক গঠন, পোষাক-পরিচ্ছদ, ভাষা ও বর্ণনা ভঙ্গিতেও যথেষ্ঠ পার্থক্য বৈপরীত্য পরিদৃষ্ট হয়। এটি মহান আল্লাহর অপার মহিমার নিদর্শন। এরশাদ হচ্ছে,

ومن آياته خلق السموات و الأرض و اختلاف ألسنتكم و ألوانكم إن في ذلك لآيات للعلمين (তাঁর আরও এক নিদর্শন হচ্ছে নভোঃ মণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সৃষ্টি। এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয় এতে রয়েছে জ্ঞানীদের জন্যে বহু নিদর্শন)(৩০ঃ২২)

এতদসত্ত্বেও তার চিন্তা-চেতনা, ভাবনা-অনুভুতি,ধ্যান-ধারণা এসব দিক বিবেচনা করলে দেখা যায় মানুষ এক অভিন্ন জাতি। এরশাদ হচ্ছে , كان الناس أمة واحدة . (সমস্ত মানুষ এক অভিন্ন জাতি)। (২ঃ২১৩)।এজন্যেই আমরা হরিহর শেঠের মত বিশিষ্ট প্রবাদ গবেষককেও দ্ব্যর্থকণ্ঠে একথাটি স্বীকার করতে দেখি। তিনি বলেন, *"প্রচলিত প্রবাদ বাক্য যাহা সাধারণত জ্ঞানেরই প্রতিধ্বনি বা স্বল্পকথায় সংযমিত জ্ঞান বিষয়ক পদসমষ্টি তার মধ্যে যে সমতা পরিদৃষ্ট হয় তাহা পর্যালোচনা করিলে ভিন্ন জাতির মধ্যেও বহু বিষয়ে আভ্যন্তরিক মিল দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়।"*[১]

এ অভিন্ন জাতির মানুষ ও মানুষের জীবনই মাছাল বা প্রবাদের মূল উপজীব্য। প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা এর মূল ভিত্তি। জীবনের কতকগুলো মৌলিক বিষয় নিয়ে প্রবাদ রচিত হয়ে আসছে। যতদিন বিশেষ বিষয়টি সমাজ বা সংসার জীবনে বর্তমান থাকে ততদিনই সে বিষয়ক প্রবাদের প্রচলন থাকে। জীবন-যাত্রার পরিবর্তনের সাথে সাথে জীবনের সাথে সম্পর্কিত প্রবাদ গুলো যুগ যুগ ধরে লোক পরম্পরায় চলতে থাকে। জীবনের সাথে প্রবাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে বলেই জীবন ও সমাজের এক নিখুঁত প্রতিচ্ছবি এর মাধ্যমে ফুটে উঠে।

জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও অন্তরের অনুভূতিই প্রবাদের জন্মভূমি। আমাদের দৈনন্দিন কর্মের সুষ্ঠু প্রকাশ, বৈচিত্র্যময় জীবনের অভিজ্ঞতা, নীতিকথা, তত্ত্বকথা, রসিকতা, সুখ-দুঃখ, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, আশা-নিরাশা, প্রেম-প্রীতি, মিলন-বিচ্ছেদ, হিংসা-বিদ্বেষ, নিন্দা-প্রশংসা, যাত্রা-অযাত্রা, কৃষ্টি-কালচার, শরীর-স্বাস্থ্য ,শিল্প-বাণিজ্য, মেঘ-বৃষ্টি, খরা-বাদলা, অকাল-সুকাল, চুরি-ডাকাতি,শত্রুতা-মিত্রতা, পাপ-পূণ্য প্রভৃতির সব কিছুই প্রবাদের আওতাভুক্ত। পরিবারের স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, পুত্র-কন্যা, বধূ-শাশুড়ী, বিমাতা, সতীন, চাচা-মামা, খালা-ফুফু, উজির-নাজির দাসী-বাদী, দাতা-কৃপণ, চোর-ডাকাত, কানা-খোড়া, কামার-কুমোর, গোয়াল-ধোপা কোন কিছুই প্রবাদের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি।

---

[১]. হরিহর শেঠঃ ভিন দেশীয় জনবাদ মধ্যে-ভাবধারার সমতা: ভারতবর্ষ পত্রিকা,ভাদ্র, ১৩৩৫ বাং , পৃ-৪৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

এমনকি গৃহস্থালীর চাল-ভাত,শাক-মাছ, দুধ-ঘি, থালা-বাটি , হাড়ি-কালসী, কোদাল-কুড়াল, চালনী-ধুচুনী, ছুরি-দা, বই- কলম হতে আরম্ভ করে গৃহপালিত গরু-ভেড়া, ছাগল, হাতী-ঘোড়া,কুকুর-বিড়াল,উট-দুম্বা, শিয়াল-শুকর, হাঁস-মুরগী, কাক-বক, চড়ুই-বাবুই, ইঁদুর-ছুচো, সাপ-ব্যাঙ, গিরগিটি-টিকটিকি, মশা-মাছি, আটেল (উটের উকুন) ইত্যাদি সবই প্রবাদকারের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। আর এ বিষয়গুলোর সিংহভাগই বিশ্বের যেকোন একটি অঞ্চলে পাওয়া যাবেই, তাই যে কোন দেশের প্রবাদকাররা এবিষয়গুলোর উপরে প্রবাদ রচনা করেছেন। ফলে একই বিষয়ে বিভিন্ন দেশের প্রবাদের মাঝে বেশ একটা মিল দেখতে পাওয়া যায়।

মোট কথা মানুষের অন্তর্জগতের যেকোন অনুভূতি ও বহির্জগতের যে কোন দৃশ্যমান বিষয় বস্তু সেটা যেকোন দেশেই হোক না কেন আমাদের প্রবাদকারের শিকারে পরিণত হয়েছে,হচ্ছে এবং হবে।

প্রবাদ লোক অভিজ্ঞতার বাস্তব চিত্র। এটি আকার আকৃতিতে সংক্ষিপ্ত হলেও অনেক কথাকে ধরে রাখে। আরবীতে خير الكلام ما قل و دل (অল্পকথায়অধিক ভাব বুঝায় এমন বাক্যই উত্তম)[২] কথাটি প্রবাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। একটি জাতির চিন্তা ভাবনার বিস্তৃতি বা সংকোচন তার প্রবাদে প্রকাশ পায়। এমনকি তার বুদ্ধি-বৃত্তির চর্চা কি পরিমান উন্নত তাও জানা যায় প্রবাদের মাধ্যমে। আবার এও লক্ষ্যণীয় যে, একই ভাবের অভিব্যক্তি ঘটছে অনেক দেশে প্রায় একই রীতিতে। তখন মনে হয় মানুষের অঙ্গ-প্রতঙ্গের যেমন মিল রয়েছে তেমনি মিল রয়েছে তার ভাবনা ও কল্পনায়। যে জাতি যত সজীব প্রাণবন্ত উৎফুল্ল ও তেজস্বী সে জাতির প্রবাদও ততো সরস। পৃথিবীতে খুব কম দেশেই আছে যেখানে প্রবাদের প্রচলন নেই। একদেশের প্রবাদ অন্য দেশের প্রবাদের অবিকল চিন্তা ধারণা ধারণ করে আছে তার দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

মোট কথা প্রবাদ জাতির বাস্তব প্রতিচ্ছবি। এতে প্রতিভাত হয় সকল জাতির পারিবারিক,রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক,ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় ছাপ বিধায় সকল দেশের প্রবাদে এক অপূর্ব সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। পল্লব সেন গুপ্ত যথার্থই বলেছেন,

সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে প্রবাদেরা গড়ে উঠে বলে বিশ্বজনীন অভিজ্ঞতা তার মধ্যে নিহিত। অতএব একভাষার প্রবাদ আরেক ভাষার প্রবাদের সংঙ্গে সহজাত জ্ঞাতিত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে।[৩]

এ প্রেক্ষিতকে সামনে রেখে যিনি প্রবাদ নিয়ে আলোচনা করতে চান তিনি নিশ্চয় দেখতে পারেন যে, একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রতিটি ভাষায় অসংখ্য প্রবাদের প্রচলন আছে। ভাষা ও শব্দাবলী পৃথক হওয়া সত্ত্বেও প্রবাদগুলোর অর্থ ও ভাব একই। বিষয়টির স্পষ্টতার জন্য আমরা এখানে কোন একটি বিষয়ে বিশেষ বিশেষ জাতির ভাষায় ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য প্রবাদ সমূহের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি মাত্র।

মাছাল সংগ্রাহক ও আলোচকগণ সাধারণতঃ বিষয় ভিত্তিক আলোচনা না করে আরবী বর্ণানুক্রমিকে মাছাল গুলো উল্লেখ করেছেন। তাঁদের গ্রন্থাবলীতে মাছালগুলো ২৮ অথবা ২৯ টি অধ্যায়ে বিভক্ত হয়েছে। কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর প্রযোজ্য মাছাল সমূহ একত্রিত করে উল্লেখকরা খুবই কষ্ট সাধ্য ব্যাপার। এর পরেও আলোচনার সুবিধার্থে আমরা বিষয় গুলোকে বাংলা বর্ণানুক্রমিক বিন্যস্ত করেছি এবং ঐ বিষয়ে আরবীতে প্রচলিত প্রধান প্রধান মাছালগুলো উল্লেখ করেছি। সেই সাথে একই অর্থে ব্যবহৃত পৃথিবীর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রায় শত টি ভাষায় প্রচলিত প্রবাদের আলোচনা করেছি।

---

[২]. *আল-মুনজিদ ঃ ৯৮৫ ; মুনজিদ ঃ ১১৮৩ ।*

[৩]. *পল্লব সেন গুপ্ত ঃ লোক সংস্কৃতি ঃ বিশ্বজনীনতা ও জাতিয় সংহতি ; পশ্চিম বঙ্গ পত্রিকা, ১৫ই মার্চ-১৯৮২ ।*

Dhaka University Institutional Repository

১.অকর্মন্য

কর্ম বিমুখ ব্যক্তিরাই সাধারণত: অকর্মন্য হয়ে থাকে। সমাজে এধরনের লোকের অভাব নেই। এরা কাজে কর্মে এতো ফাঁকিবাজ হয় যে, কোন কাজের ফরমাশ দিলেই তা থেকে পালাতে বিভিন্ন অজুহাত খোঁজে। এদের বচন খুব মিষ্টি হয়। বিনা পরিশ্রমে এরা সবকিছু অর্জন করতে চায়। এরা সর্বদা কাজের সময় গর হাজির থাকে কিন্তু স্বার্থের সময় নিজেরটা ঠিকই ষোল আনা পরিপূর্ণ করে। এমন লোক দিয়ে সমাজের কোন উপকার হয়না। নিম্নের প্রবাদগুলোতে এবিষয়টিই স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে।

১.আরবী ঃ من العـــــــجـز نتـجـت الفاقـة : অপরাগতা দ রিদ্রতার স্রষ্টা।[৪]

২.আরবী ঃ من عتب علي الدهر طالت معتبته : যুগের দোষারোপকারীর ক্লান্তি বেশী।[৫]

৩.আরবী ঃ الصانع المهمل يتشاجر مع ادواتـه : অকর্মন্য কারিগর তার সরঞ্জামাদির সাথে বিবাদ করে।[৬]

৪.বাংলা ঃ নাচতে না জানলে উঠানের দোষ ঃ[৭]

৫. বাংলা ঃ কামাতে পারেনা নাপিতের ধামাভরা ক্ষুর।[৮]

৬. বাংলা ঃ নাচতে জানেনা, উঠান বাঁকা।[৯]

৭. বাংলা ঃ নাকামানে নাপিত বেড়াল ধরে কামায়।[১০]

৮. বাংলা ঃ নিকামায়ে দরজী ছেলের মুখ সেলাই করে।[১১]

৯. বাংলা ঃ অকাজের মানুষ , ভোতরা দা।[১২]

১০.বাংলা ঃ নিস্কর্মা লোক খুড়োর গঙ্গাযাত্রা করে।[১৩]

১১.বাংলা ঃ অরাধুণীর হাতে পড়ে রুই মাছ কাঁদে।[১৪]

১২.বাংলা ঃ টুটু কম্পানীর ম্যানেজার।[১৫]

---

৪. *ইবন সাল্লাম ঃ ২৮০।*

৫. *মুনির বা'লাবাক্কী ঃ আল-মাওরিদ , বৈরুত , ১৪০৫/১৯৮৫. পৃ-৫।*

৬. *প্রাগুক্ত।*

৭. *ডঃ জয়শ্রী ভট্রাচার্য ঃ বাংলার প্রবাদে নারীমন,কলিকাতা, তা.বি. পৃ-৯৮।*

৮. *নুতন বাংলা অবিধান ঃ কলিকাতা, তা.বি. পৃ-১৫৪৭*

৯. *সুবল চন্দ্র মিত্র ঃ বাংলা প্রবাদ ও প্রবচন ; ঢাকা , ১৯৯৩ ,পৃ- ৯৪।*

১০. *মুহম্মদ হাবীবুর রহমান ঃ বচন ও প্রবচন . ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ-১৮৯ ।*

১১. *সুবল ঃ ৯৬*

১২. *হাবীব ঃ ১৮৯*

১৩. *প্রাগুক্ত।*

১৪. *প্রাগুক্ত ঃ ১৩ : নুতন বাংলা অভিধান ঃ কলিকাতা. তা.বি. ১৫৩৪ : উইলিয়াম মর্টন ঃ দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ . কলিকাতা. ১৯৯০. পৃ-২২।*

১৫. *হাবীব ঃ ১৮৮।*

Dhaka University Institutional Repository

১৩. বাংলা ঃ নিস্কর্মা কি করে, না ধানে চালে এক করে।[১৬]

১৪. বাংলা ঃ নিস্কর্মা চাষার বিশখানা কাস্তে।[১৭]

১৫. বাংলা ঃ নিস্কর্মা কীর্তনিয়ার ধামালী সার।[১৮]

১৬. বাংলা ঃ নিস্কর্মা পুরুষের তিনটি দড়, আহার ,নিদ্রা বাগটি বড়।[১৯]

১৭. বাংলা ঃ নিস্কর্মা ভাসুরের বচন মিঠা, নিত্য ব'স খান চিশন পিঠা।[২০]

১৮. বাংলা ঃ অকেজো বউ লাউ কাটতে দড়।[২১]

১৯. ইংরেজীঃ Idle man's head is Devil's workshop.[২২]

২০. ইংরেজীঃ An idle brain is the devil's workshop.[২৩]

২১. ইংরেজীঃ like work man like work.[২৪]

২২. ইংরেজীঃ What is a workman without his tools.[২৫]

২৩. ইংরেজীঃ A bad workman quarrels with his tools.[২৬]

২৪.Uganda: If your hand writing is faulty, blame it on a useless pen.[২৭]

২৫.Uganda: If your teeth are turning yellow,blame it on tobacco juice.[২৮]

২৬.Uganda: If the dinner was not ready, was the firewood not wet?[২৯]

২৭.Malay : One unable to dance blames the damp ground.[30]

২৮.দ্রাবিড় ঃ নিকামান্যে নাপিত বিড়াল ধরিয়া কামায়।[৩১]

২৯.দ্রাবিড় ঃ নিস্কর্মা চাষার ৫৮ খানা কাস্ত্যা।[৩২]

---

[১৬]. *প্রাগুক্ত ঃ ১৮৯।*

[১৭]. *প্রাগুক্ত।*

[১৮]. *প্রাগুক্ত।*

[১৯]. *প্রাগুক্ত।*

[২০]. *প্রাগুক্ত।*

[২১]. *প্রাগুক্ত।*

[২২]. *পাঠান ঃ ১৫৩।*

[২৩]. *সুবল ঃ ৫৪।*

[২৪]. *G.L. Apperson. The Wordsworth. Dictionary of proverbs. Great Britain.1993.P.711.*

[২৫]. *Ibid.*

[২৬]. *Ibid* ; বাংলার প্রবাদে নারীমন ঃ ৯৮ আল-মাওরিদ ঃ ৫ ;সুবল ঃ ৯৪ ।

[২৭]. *Jan Knappert : The A-Z of African Proverbs. London. 1989. P.20.*

[২৮]. *Ibid.*

[২৯]. *Ibid.*

[৩০]. *বাংলার প্রবাদ মালা নারী মন ঃ ৯৮।*

[৩১]. *রেভারেন্ড জেমস লঙ ঃ প্রবাদ মালা , কলিকাতা, ১৯৮০, ২/৩৫।*

[৩২]. *প্রাগুক্ত।*

Dhaka University Institutional Repository

৩০.ওলন্দাজ ঃ আনাড়ী ছুতারেরই অধিক খুচির প্রয়োজন।[৩৩]

৩১.পাঞ্জাবী ঃ আনাড়ী তাঁতি উঁচু জায়গায় সূতো পাতে।[৩৪]

৩২.পাঞ্জাবী ঃ নাচতে না জেনে নাচ্‌তী বলে উঠন বাঁকা।[৩৫]

৩৩.উৎকল ঃ অকর্মা মানুষ যেদিকে যায়, দেব দেবী তথা হৈতে পালায়।[৩৬]

৩৪.ফরাসী ঃ কাটতে না জানলেই করাতের দোষ।[৩৭]

৩৫.ইদ্দিশ ঃ যে মেয়ে নাচ্‌তে পারেনা, সে বলে বাজনাটা ঠিক বাজছে না[৩৮]

৩৬.তেলেগু ঃ নাচতে নাপারলেই বাজনার দোষ।[৩৯]

৩৭.হিন্দী ঃ নাচ না আয়ে তো আঙ্গ টেড়।[৪০]

২.অকৃতজ্ঞতা

কারো কোন কাজের বা উপকারের স্বীকৃতিই কৃতজ্ঞতা। মানুষের মাঝে এগুণটির খুব অভাব। মানুষ উপকারীর প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন তো করেইনা বরং তার ক্ষতি করতেও দ্বিধা করেনা। নিম্নের বিভিন্ন ভাষার প্রবাদগুলোতে এসত্যটিই প্রকাশ পেয়েছে ।

১. আরবী ঃ أكلتم تمري و عصيتم أمري : আমার খেজুর খেয়ে আমার হুকুম অমান্য করলে?[৪১]

২. বাংলা ঃ সেই পাতে খায়, সেই পাত মারায় (ঢাকা)।[৪২]

৩. বাংলা ঃ যার দওলতে চয়া-চন্দন তার পাতে খোলার ব্যঞ্জন।[৪৩]

৪. বাংলা ঃ নুন খেয়ে নেমক হারামি।[৪৪]

৫. বাংলা ঃ যারে দিয়ে রামের মা তারে তুমি চিনলেনা।[৪৫]

৬. বাংলা ঃ যার বুকে বসে খায়,তার চোখের ভেউয়া উপরায়।(ঢাকা)[৪৬]

---

৩৩. *প্রাগুক্ত ঃ ২/১১।*

৩৪. *প্রাগুক্ত ঃ ২/৪১।*

৩৫. *প্রাগুক্ত ।*

৩৬. *প্রাগুক্ত ঃ ৪৬।*

৩৭. *ইবনে ইমাম ঃ বিশ্বের প্রবাদ , কলিকাতা, ১৩৭২ বাং, পৃ-১২৯।*

৩৮. *প্রাগুক্ত ঃ ১৪৪।*

৩৯. *প্রাগুক্ত ঃ ২৭৪।*

৪০. *বাংলার প্রবাদে নারীমন ঃ ৯৮।*

৪১. *আল-মুনজিদ ঃ ৯৭১ : মুনজিদ ঃ ১১৫৮ ।*

৪২. *পাঠান ঃ ১৩৭, হাবীব ঃ ৩৩০।*

৪৩. *প্রাগুক্ত।*

৪৪. *হাবীব ঃ ৩৩০।*

৪৫. *প্রগল্ল ঃ ৭৬ : হাবীব ঃ ৩৩০।*

Dhaka University Institutional Repository

৭. বাংলা ঃ পাতের ভাত দে পুষলা যোগী, উল্টে বলে পরবাস কি?[৪৭]

৮. বাংলা ঃ যার জন্যে বনবাসী, সে-ই দেয় গলায় ফাঁসী। (ঢাকা)[৪৮]

৯. বাংলা ঃ যার পরে, তার খায়, তারই ভিটায় ঘুঘু চরায় (কুমিল্লা)।[৪৯]

১০. বাংলা ঃ ঘরের ভাত দিয়ে শকুনী পোষে , গোয়ালের গরু টেঁকে বসে।(যশোর)[৫০]

১১. বাংলা ঃ পোষা শারো (শালিক) চক্ষে ঠোকায়।[৫১]

১২. ইংরেজী ঃ To cherish a serpent in ones bosom.[৫২]

13. ইংরেজী ঃ Breed up a crow, and it will pluck your eyes.[53]

14. ইংরেজী ঃ If you save a rogue from the gallows, he will rob you the next night.[54]

15. ইংরেজী ঃ Hounds and horses devour their masters.[55]

16. ইংরেজী ঃ Save a stronger from the sea and he will become your enemy.[56]

১৭. ইংরেজী ঃ To make capital out of others materials.[57]

18. ইংরেজী ঃ Ingra titude dreeth up wells, and the time bridges fells.[58]

১৯. ইংরেজী ঃ Ingrati tute is the daughter of prided.[59]

২০. কাশ্মীরী ঃ বিছুটি গাছটা আমিই লাগিয়েছিলুম, আমারই হাতে ছোবল মেরেছে।[৬০]

২১. হিন্দী ঃ যাকে মানুষ করবে সেই ছুরি মারবে।[৬১]

২২. স্প্যানিস ঃ দাঁড়কাক পুষলে তোমার চোখেই ঠোকরাবে।[৬২]

---

৪৬. পাঠান: ১৩৮।

৪৭. প্রাগুক্ত ; হাবীব ঃ ৩৩০।

৪৮. প্রাগুক্ত।

৪৯. প্রাগুক্ত।

৫০. প্রাগুক্ত।

৫১. লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ঃ ৫৯।

৫২. *Ashutush Dev: Students Favouirte Dictionary (English-Bengali) 24th ed , Calcutta,1996 , P.932.*

৫৩. *Ibid.*

৫৪. *Ibid.*

৫৫. *Ibid.*

৫৬. *Ibid.*

৫৭. *Ibid. p.938.*

৫৮. *Wordsworth. P. 327.*

৫৯. *Ibid..*

৬০. বিশ্বের প্রবাদ ঃ ২৬২।

৬১. প্রাগুক্ত ঃ ২৩৬।

৬২. প্রাগুক্ত ঃ ১৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

২৩. আর্মেনিও ঃ শীতে নেতিয়ে পড়া সাপটাকে আগুনের তাপে চাঙ্গা করে তুললে তোমাকেই সে সর্ব প্রথম ছোবল মারবে।[৬৩]

২৪. ফরাসী ঃ দাঁড় কাককে লালন পালন করিলে সে তোমার চক্ষু উৎপাটন করিবে।[৬৪]

২৫. মালয়ী ঃ শীম তার শুটিটাকে ভুলে যায়।[৬৫]

২৬. মালেয়ালম ঃ কৃতঘ্নের শীত নাই অর্থাৎ সঙ্কোচ নাই,[৬৬]

২৭.দ্রাবিড় ঃ আগুনে পতিত বিছা যে করে উদ্ধার অমনি দংশিবে সেই অঙ্গুলে তাহার[৬৭]

২৮.Moorish : I tought him to swim and he drowned me.[৬৮]

২৯.Tunisian : I put a date in his mouth and he poked me in the eye with a stick.[৬৯]

৩০.Lebanese : Beware of the man to whom you have done a good turn.[৭০]

৩. অতিরিক্ত

অতিরিক্ততা কখনো ভাল নয়। চাই সেটা কাজে কর্মে হোক অথবা খাওয়া-পরাতে হোক অথবা ভালো কোন গুণের ক্ষেত্রে হোক। যদিও প্রবাদে আছে 'যত গুড় তত মিষ্টি'। কিন্তু মিষ্টির যখন সীমা ছেড়ে যায় তখন ওটা আর ভক্ষণের উপযোগী থাকেনা। বিভিন্ন ভাষায় এর কুফল সম্পর্কে বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে। এর কিছু হলো ঃ

১. আরবী ঃ من كثرة الملاحين غرقت السفينة : অধিক মাল্লায় নৌকা ডুবে।[৭১]

২. আরবী : إذا كثرت النواتية غرقت الركب: নৌকার পাল বেশী হলে ডুবে যায়।[৭২]

৩. আরবী ঃ كثر الآسية تقطع عروق المحبة : অধিক দুর্ব্যবহার ভালবাসার রশি ছিন্ন করে দেয়।[৭৩]

৪. আরবী فرخة بين أربعة ما منها منفعة : পাখীর বাচ্চা চারটি হলে তা কোন উপকারে আসে না।[৭৪]

---

[৬৩].প্রাগুক্ত ঃ ৯৫।

[৬৪].প্রাগুক্ত ।

[৬৫].প্রাগুক্ত ঃ ২৭।

[৬৬].প্রবাদ মালা ঃ ২/২৬।

[৬৭]. প্রাগুক্ত ঃ ২/৩১।

[৬৮]. Paul lunde and Jastin wintle: A dictionary of Arabic and Islmic proverbs. London. 1984.p.70.

[৬৯]. Ibid..

[৭০]. Ibid..

[৭১]. আল-মুনজিদ ঃ ১০০৬ ; মুনজিদ ঃ ১২১১ ।

[৭২]. Burkhordt. No-15.

[৭৩]. তয়মুর ঃ ৩১১, কিন্দীল ঃ ১৮১।

[৭৪]. কিন্দীল ঃ ২৩৬; তয়মুর ঃ ২৭৭, বাজুরী ঃ ১১৫।

Dhaka University Institutional Repository

৫. আরবী ঃ فرخـة بين أربعـة ما فيها منفعـة : পাখীর বাচ্চা চারটি হলে তাতে কোন উপকার পাওয়া যায়না।[৭৫]

৬. সিরিয় ঃ বেশী রাধুনী আহার নষ্ট।[৭৬]

৭. বাংলা ঃ অতি সন্যাসীতে গাজন নষ্ট।[৭৭]

৮. বাংলা ঃ অতি পর্শে গৌর নটা।[৭৮]

৯. বাংলা ঃ অতি বড় সোদর তিনদিন করিবে আদব।[৭৯]

১০. বাংলা ঃ অতি ক্ষুধা যার হাড় কাটা তার।[৮০]

১১. বাংলা ঃ আতি চালাকের গলায় দড়ি, অতি বোকার পায়ে বেড়ি।[৮১]

১২. বাংলা ঃ অতি সুন্দরী নাপায় বর, অতিঘরণী না পায় ঘর।[৮২]

১৩. বাংলা ঃ অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।[৮৩]

১৪ বাংলা ঃ.এক হেঁসেলে তিন রাধুনী, পুড়ে মলো ফেন গালুনী।[৮৪]

১৫. বাংলা ঃ কষতে কষতে বাঁধন ছেঁড়ে।[৮৫]

১৬. বাংলা ঃ ভাগের মা গঙ্গা পায়না।[৮৬]

১৭. বাংলা ঃ সাজার কাজ কেউ করেনা।[৮৭]

১৮.ইংরেজী ঃ Too much cunning overreaches itself.[৮৮]

১৯. ইংরেজী ঃ Too many cook spoil the broth.[৮৯]

২০. ইংরেজী ঃ Too much of a good thing good for nothing.[৯০]

২১. ইংরেজী ঃ Too much of anything is bad.[৯১]

---

[৭৫]. *শুকরী ঃ ৫৭।*

[৭৬]. *ডঃ বরুণ কুমার চক্রবর্তী ঃ বাংলার লোক সাহিত্য চর্চার ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৯৪, পৃ-২৯।*

[৭৭]. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ২২২; নতুন ঃ ১৫৩২ ; সুবল ঃ ১২০.১৩৭।*

[৭৮]. *প্রবাদমালা ঃ ৩/২।*

[৭৯]. *প্রবাদমালা ঃ ৩/২: নতুন ঃ ১৫৩২, বাংলা প্রবাদ ঃ ২।*

[৮০]. *বাংলা প্রবাদ ঃ ১।*

[৮১]. *নতুন ঃ ১৫৩২ ঃ দেব ঃ ৯৩২ ; বাংলা প্রবাদ ঃ ১।*

[৮২]. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ২১৭ ; বাংলা প্রবাদ ঃ ১ ; সরল ঃ ১৩০৬ ; নতুন ঃ ১৫৩২।*

[৮৩]. *বাংলা প্রবাদ ঃ ২ ; সরল ঃ ১৩০৬।*

[৮৪]. *বাংলা প্রবাদে নারীমন ঃ ৯৪ ; দেব ঃ ৯২৫।*

[৮৫]. *সুবল ঃ ৩৮ ; বাংলাপ্রবাদ ঃ ৮০।*

[৮৬]. *সরল ঃ ১৪১১ ; মর্টন ঃ ১৪।*

[৮৭]. *সুবল ঃ ২০৪।*

[৮৮]. *Dev-923.*

[৮৯]. *Ibid : 925 ; সুবল ঃ ১৬৪ ; বাংলা প্রবাদে নারীমন ঃ ৯৪।*

[৯০]. *সুবল ঃ ১৬৪।*

Dhaka University Institutional Repository

২২. ইংরেজী ঃ What is every bodys bussiness is nobodysbussiness.[৯২]

২৩. ইংরেজী ঃ Ass that is common property is always worse saddled.[৯৩]

২৪. ফরাসী ঃ অধিক টেপাটেপিতে বাইন হাত ছাড়া হয়।[৯৪]

২৫. দ্রাবিড় ঃ অমৃতও অধিক পান করিলে বিষ হয়।[৯৫]

২৬.সার্ব্বিয় ঃ মধু (অতিমিষ্টি) হওয়া ভাল নহে, সবে চেটো নেবে,
গরল হোয়োনা,থুথু করে ফেলে দিবে।[৯৬]

২৭. রুস ঃ মুর্গী অধিক তা দিলে আন্ডায় ঘোলা পড়ে।[৯৭]

২৮. জাপানী ঃ ফুল অধিক তো ফল অল্প।[৯৮]

২৯. সিংহলী ঃ বৌকে বড্ডবেশী ভালবাসা তাড়াতাড়ি বিপত্নীক হবার লক্ষণ।[৯৯]

৩০. ফার্সী ঃ থাকলে দু'জন ধাইমা বাঁকা হয় বাচ্চার মাথা।[১০০]

৩১. হিব্রু ঃ দু'জন রাধুনী থাকলে হাঁড়ি গরমও হয়না ঠাণ্ডাও হয়না।[১০১]

৩২. হিন্দী ঃ বহুত সে যোগী মঠ উজার।[১০২]

৪. অনুকূল /প্রতিকূল

'সময়' একই গতিতে চলে। কারোর জন্যে তার অপেক্ষা নেই। কাজে লাগাতে পারলে সময় তার অনুকূলে আর না লাগাতে পারলে তার প্রতিকূলে। তাই বলে সময় সর্বদা একজনের অনুকূলেই থাকবে আবার অন্য জনের শুধু প্রতিকূলেই থাকবে তা কখনো হয় না। নিম্নের প্রবাদগুলোর ইঙ্গিত সেদিকেই ।

১. আরবী ঃ يـــوم لنا و يـــوم علينـــــا : একদিন আমাদের আরেকদিন তোমাদের।[১০৩]

---

৯১. প্রাগুক্ত ঃ ৯।

৯২.প্রাগুক্ত ঃ ২০৪।

৯৩. প্রাগুক্ত।

৯৪. প্রবাদ মালা ঃ ২/১৯

৯৫. প্রাগুক্ত ঃ ২/৩১।

৯৬. প্রাগুক্ত ঃ ২/৪৩।

৯৭. প্রাগুক্ত ঃ ২/৬০।

৯৮. বিশ্বের প্রবাদ ঃ ৮।

৯৯. প্রাগুক্ত ।

১০০. প্রাগুক্ত ঃ ৫৩।

১০১. প্রাগুক্ত ঃ ৮০।

১০২. বাংলা প্রবাদে নারীমন ঃ ৯৪।

১০৩. আল-মাওরিদ ঃ ৩৬ ; আল-মুনজিদ ঃ ৯৮৬ ; মুনজিদ ঃ ১২৩২।

Dhaka University Institutional Repository

২. আরবী ঃ الدهر يومان : يوم لك و يوم عليك : যুগের দু'দিন- একদিন তোমাদের অনুকুলে আরেকদিন তোমাদের প্রতিকূলে। [১০৪]

৩. আরবী : الدنيا بدل يوم عسل و يوم بصل : পৃথিবী পরিবর্তনশীল। তাই একদিন মধু অন্যদিন পেঁয়' জ (মিশর,সুদান) ।[১০৫]

৪. বাংলা ঃ চোরের দশদিন গৃহস্থের একদিন। (ঢাকা) [১০৬]

৫.বাংলা ঃ নিত্যি চোরের, একদিন হাউধের(সাধু) ।[১০৭]

৬. ইংরেজী ঃ Every dog has his day.[১০৮]

৫.অনুগত

কাকেও অনুগত ও বাধ্য রাখতে হাতে কিছু রাখতে হয়। লাগাম হাতে থাকলে ঘোড়া যেমন বাধ্য থাকে অনুরূপভাবে কুকুরকে ক্ষুধার্ত রেখে অথবা কাকেও মুখাপেক্ষী রেখে বাধ্য করা যায়। নিম্নের প্রবাদগুলো এভাবার্থই প্রকাশ করছে।

১. আরবী ঃ أجع كلبك يتبعك : কুকুরকে ক্ষুধার্ত রাখ অনুগত থাকবে।[১০৯]

২. বাংলা ঃ বাধা ছাগল ছেলেরও বশ।[১১০]

৩. ফরাসী ঃ ক্ষিদেই সিংহকে পোষ মানায়।[১১১]

---

১০৪. *আল-মাওরিদ ঃ ৩৬।*

১০৫. *Singer .No. -169.*

১০৬. *পাঠান ঃ ১৬৫।*

১০৭. *প্রাগুক্ত।*

১০৮. *আল-মাওরিদ ঃ ৩৬।*

১০৯. *আল-মুনজিদ ঃ ৯৭৮ : মুনজিদ ঃ ১১৭১।*

১১০. *হাবীব ঃ ২১৮।*

১১১. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ১৩২।*

Dhaka University Institutional Repository

৬. অনুশোচনা

অতীত কখনো ফিরে আসেনা। যা চলে গেছে অথবা হৃত হয়েছে অথবা নষ্ট হয়েছে তা হাজারো কাঁদলে বা আফসোস করলেও আসেনা। বরং ওর স্মরণ মনের কষ্ট ও বেদনা বাড়িয়েই তুলে তাই হৃত বস্তুর জন্যে আফসোস না করাটাই ভাল। তাতে মনে প্রশান্তি আসে। এদিকেই ইঙ্গিত করছে নিম্নের প্রবাদগুলো ঃ

১. আরবী لاتلهف إلي ما فاتك : তোমার যা হারিয়েছে তার জন্যে দুঃখ করো না।[১১২]

২. আরবী لاتأسف علي ما فاتك : তোমার যা হারিয়েছে তার জন্যে আফসোস করো না।[১১৩]

৩. আরবী لايرد الميت البكاء عليه : ক্রন্দনে মৃতু লোককে ফিরিয়ে আনতে-পারবেনা।[১১৪]

৪. আরবী من لم يأس علي ما فاته أراح نفسه : হৃত বস্তুতে যে নিরাশ হয়না যে আত্মাকে শান্তি দিতে পারে না।[১১৫]

৫. বাংলা : পস্তানিক একশেষ।[১১৬]

৬.বাংলা ঃ হাহুতাশ জীবন ক্ষয়, ধীরে সুস্থে জয় হয়।[১১৭]

৭.ইংরেজী ঃ Repentance always comes too late.[১১৮]

৮.ইংরেজী ঃ It is no use criying over spilt milk.[১১৯]

৯. ইংরেজী ঃ Let by gones by-gones.[১২০]

১০. ইংরেজী ঃ Do not rip up old sores.[১২১]

১১. ইংরেজী ঃ Let the dead past bury its dead.[১২২]

১২. জার্মান ঃ অনুতাপই অন্তঃকরণের ঔষধ।[১২৩]

১৩. সংস্কৃত গতস্যঃ শোচনা নাস্তি।[১২৪]

---

১১২. *আল- ইকদুল ফরীদ ঃ ২/২১৩।*

১১৩. *মুনজিদ ঃ১১৫৯।*

১১৪. *আল-মাওরিদ ঃ ৫৫।*

১১৫. *ময়দানী ঃ ২/২৭৫ ; জামহার ঃ ২/২৪৯ ; কিতাবুল ফাখির ঃ ২৬৪ ; আল-মুস্তাকসা ঃ ২/৩৬০ ; ইবন সাল্লাম ঃ ১৬৩।*

১১৬. *হাবীব ঃ ২৬১।*

১১৭. *প্রাগুক্ত।*

১১৮. *Wordsworth:528.*

১১৯. *আল-মাওরিদ ঃ ৫৪।*

১২০. *Dev-928.*

১২১. *Ibid.*

১২২. *Ibid.*

১২৩. *প্রবাদমালা ঃ ২/১।*

১২৪. *প্রবাদমালা ঃ ৩/৪০ ; দেব ঃ ৯২৮ ; বাংলার প্রবাদ ঃ ৬৩ ; নতুন ঃ ১৫৫০ ; সরল ঃ ১২৮৯ ; মটন ঃ ৪৪ ; হাবীব ঃ ২৬১।*

Dhaka University Institutional Repository

১৪. সংস্কৃতঃ গতসৎনশোচামি কৃতং নমন্যে ।[১২৫]

১৫. উর্দুঃ آب پچھتائےکیا ھوتا ھےجب چریاں چگ گئي کھیت : পাখি যখন ক্ষেত খেয়েই ফেলেছে সেখানে আফসোস করে লাভ কি ।[১২৬]

৭. অপেক্ষাকৃত বড় জিনিসই বড় ঃ

যেস্থানে বড় কিছু নেই সেখানে অপেক্ষাকৃত বড় জিনিসকেই সব চাইতে বড় বলে মনে করা হয় ।বিভিন্ন ভাষায় প্রবাদ গুলোতে এ বিষয়টিই পরিস্ফুটিত হয়েছে।

১. আরবীঃ الذئب خاليا أسد : খালী বনে নেকড়েই সিংহ ।[১২৭]

২. আরবীঃ الذئب خاليا أشد : খালী বনে নেকড়েই অধিক শক্তিশালী ।[১২৮]

৩. আরবীঃ إن البغاث بأرضنا يستنسر : বাগাছ পাখী আমাদের দেশে শকুন ।[১২৯]

৪. আরবীঃ الأعور بين العميان ملك : অন্ধদের মাঝে টেরাচোখ বিশিষ্ট ব্যক্তিই রাজা ।[১৩০]

৫. আরবীঃ الأعور بين العميان طرفة : অন্ধদের মাঝে টেরাচোখ বিশিষ্ট ব্যক্তিই উত্তম ।[১৩১]

৬. আরবী ঃ أعور بيلاد العميين مفتح : অন্ধদের দেশে টেরা চোখ বিশিষ্ট ব্যক্তিই চক্ষুষ্মান (হিমস) ।[১৩২]

৭. আরবী ঃ الأعور بين العميان مفتح : অন্ধদের মাঝে টেরা চোখ বিশিষ্ট ব্যক্তিই চক্ষুষ্মান (হিমস) ।[১৩৩]

৮. আরবী ঃ الأعور في بلاد العميان طرفه : অন্ধের দেশে টেরা চক্ষু বিশিষ্ট ব্যক্তিই উত্তম ।[১৩৪]

৯. বাংলা ঃ নাই দেশে বুট কালাই সন্দেশ ।[১৩৫]

১০. বাংলা ঃ কচুবনে খাটাস বাঘ ।[১৩৬]

---

[১২৫] . *সরল:১৩০১ ।*

[১২৬] . *সাঈদী ডিকশনারী ঃ (উর্দু-উর্দু) লক্ষ্ণৌ, তা.বি . ,পৃ-১৩৩৯ ।*

[১২৭] . *ময়দানী ঃ ১/২৮৭ ; আল- ইকদুল ফরীদ ঃ ২১৮ ; মুনজিদ ঃ ১১৮৫ ; আল-মুনজিদ ঃ ৯৮৬ ।*

[১২৮] . *ময়দানী ঃ ১/৮৭ ; জামহারা ঃ ১/৪৫৯ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ১/৩১৯ ; ইবন সাল্লাম ঃ২২২ ।*

[১২৯] . *ময়দানী ঃ ১/১০ ; জামহার ঃ ১/১৯৭ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ১/৪০২ ; আল-বকরী ঃ ১২৯ ; ইবন সাল্লাম ঃ ৯৩ ।*

[১৩০] . *কিনদীল ঃ ১১১ ।*

[১৩১] . *কজুরী ঃ ৬০ ; শুকয়র ঃ ৬২ ।*

[১৩২] . *কিনদীল ঃ ১১১ ; আল-হুযালী ঃ ১/৩৩ ।*

[১৩৩] . *কিনদীল ঃ ১১১ ।*

[১৩৪] . *John Lewis Burckhardt : Arabic Proverbs of The Manners and Customs of the Modern Egyptians : 2nd ed. London, 1875, p.34.*

[১৩৫] . *ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ ঃ লোকসাহিত্যে ধাঁধা ও প্রবাদ,ঢাকা,১৯৬৮, পৃ-৮৮ ।*

Dhaka University Institutional Repository

১১. বাংলা ঃ আঁদাড় গাঁয়ে শিয়াল বাঘ।[১৩৭]

১২. বাংলা ঃ উজার বনে শিয়াল রাজা। [১৩৮]

১৩. বাংলা ঃ কাঙ্গালের মুড়িই সন্দেশ।[১৩৯]

১৪. বাংলা ঃ পেটুকের কচুই মন্ডা।[১৪০]

১৫. সংস্কৃত ঃ এরন্ডোহপি দ্রুয়েতে (যে দেশে বৃক্ষ নেই সেখানে এরন্ডও বৃক্ষ বলে পরিগণিত)।[১৪১]

১৬. হিব্রু ঃ যেখানে নেই কোন পুরুষ সেখানে হও তুমি পুরুষ। [১৪২]

১৭. আইরিশ ঃ অন্ধের রাজ্যে এক চোখ বিশিষ্টই রাজা।[১৪৩]

১৮. অসমিয়া ঃ যে দেশে নেই কোন গাছ। রেড়িও সেখানে বট গাছ।[১৪৪]

১৯. ইটালিয়ান ঃ যেখানে কুকুর নেই সেখানে শেয়াল রাজা।[১৪৫]

২০. হিন্দী ঃ ছোট ঝোপে বেড়ালই সিংহ। [১৪৬]

২১. হিন্দী ঃ নাকহীনদের মাঝখানে নাকের ছ্যাঁদাওলাই নাকবাবু।[১৪৭]

২২. উর্দু ঃ অন্ধদের মাঝে কানাই রাজা। [১৪৮]

২৩. মারাঠী ঃ বিড়াল হলে অন্ধ, ইঁদুর মহাবীর। [১৪৯]

২৪. মারাঠী ঃ কানা গরুর পালে খোঁড়া গরুই রাজা।[১৫০]

২৫. পাঞ্জাবী ঃ পিঁপড়ার কাছে পেয়ালাই সাগর।[১৫১]

২৬. তামিল ঃ পঙ্গুর কাছে লেংড়াই মস্ত বাহাদুর।[১৫২]

২৭. ফরাসী ঃ অন্ধকারে ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গও জ্বলিতে থাকে।[১৫৩]

---

১৩৬. *প্রবাদমালা ঃ ৩/২৫।*

১৩৭. *প্রাগুক্ত ঃ ২/৫৯।*

১৩৮. *সুবল ঃ ২৭ ; মর্টন ঃ ৬৫।*

১৩৯. *হাবীব ঃ ৩৫১।*

১৪০. *প্রাগুক্ত।*

১৪১. *নতুন ঃ ১৫৪৩।*

১৪২. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ৭৩।*

১৪৩. *প্রাগুক্ত ঃ ১২০।*

১৪৪. *প্রাগুক্ত ঃ ২৭১।*

১৪৫. *প্রাগুক্ত ঃ ১৬০।*

১৪৬. *প্রাগুক্ত ঃ ২৩৭।*

১৪৭. *প্রাগুক্ত ঃ ২৩৮।*

১৪৮. *ডঃ য়ুনুস আগাসকার ঃ উর্দু কাহাওতী আওর উনকে সমাজী ও লিসানী পাহলু. বোম্বে. ১ম সং. ১৯৮৮. ২৬৬।*

১৪৯. *প্রাগুক্ত ঃ ২৫০।*

১৫০. *প্রাগুক্ত ঃ ২৫৩।*

১৫১. *প্রাগুক্ত ঃ ২৫৭।*

১৫২. *প্রাগুক্ত ঃ ২৬৯।*

Dhaka University Institutional Repository

২৮. মালে:য়ালম ঃ বোবার নিকটে তোতলা মহাজ্ঞানবান।[১৫৪]

২৯. রুস ঃ মাছ মাঘী হোল কাকড়াও মাছ।[১৫৫]

৩০. স্প্যানিয় ঃ অন্ধের দেশে এক নেত্র পুরুষ রাজা।[১৫৬]

৮.অভ্যাস

অভ্যাস মানুষের দাস। এটা অনেকটা মানুষের স্বভাবজাত। আবার কতকটা অর্জিতও। তবে অভ্যাস একবার গড়ে উঠলে তা স্বভাবে পরিণত হয়। তাই যার যা স্বভাব কাজে-কর্মে, আচার-ব্যবহারে তা প্রকাশ পাবেই। নিম্নের বিভিন্ন দেশের প্রবাদগুলো এ সত্যতা প্রমাণ করছে।

১. আরবী ঃ جلد الخنزير لاينذبغ : শুকুরের চামড়া দাবাগত (শুকনো) করা যায় না।[১৫৭]

২. আরবী ঃ هل يستطيع الحبشي أن يغير بشرته: হাবশী কি তার কৃষ্ণ চামড়া পরিবর্তন করতে পারবে

النمر أن يغير رقطه : আর চিতা কি তার গায়ের ডোড়া পরিবর্তন করতে পারবে?[১৫৮]

৩. আরবী ঃ الإنسان العادة طبيعة : মানুষ স্বভাবের অনুগামী।[১৫৯]

৪. আরবী ঃ العادة توام الطبيعة : অভ্যাস স্বভাবের জমজ ভাই।[১৬০]

৫. আরবী ঃ العادة أملك من الأدب : অভ্যাস শিষ্টাচার হতেও শক্তিশালী।[১৬১]

৬. আরবী ঃ عادة السوء شر من المغرم : বদ অভ্যাস ঋণ হতেও খারাপ।[১৬২]

৭. আরবী ঃ الطبع أغلب : অভ্যাস সর্বদা জয়ী হয়।[১৬৩]

৮. আরবী ঃ الطبع غلب التطبع : স্বভাবজাত অভ্যাস কৃত্তিম অভ্যাসের উপর জয়ী হয়।[১৬৪]

---

১৫৩. *প্রবাদমালা ঃ ২/১৯।*

১৫৪. *প্রাগুক্ত ঃ ২/৩০।*

১৫৫. *প্রাগুক্ত ঃ ২/৫৯।*

১৫৬. *প্রাগুক্ত ঃ ২/৮।*

১৫৭. *আল -মুনজিদ ঃ ৯৭৭।*

১৫৮. *কিতাবুল মুকাদ্দস ঃ পুরাতন পুস্তক, সিফর আরমিয়া, ১৩ঃ২৩।*

১৫৯. *আল-মাওরিদ ঃ ২০।*

১৬০. *প্রাগুক্ত ঃ ৯ : Burkhardt. No-448.*

১৬১. *আল- ইকদুল ফরীদ ঃ ২/২২০।*

১৬২. *প্রাগুক্ত ঃ জামহারা ঃ ২/৪২ ; ময়দানী ঃ ২/২৪ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ২/১০৫ ; ইবন সাল্লাম ঃ ২৮০।*

১৬৩. *আল-মাওরিদ ঃ ৮৫।*

৯. আরবী ঃ العادة طبيعة خامسة : অভ্যাস পঞ্চম স্বভাব।[১৬৫]

১০. আরবী ঃ رجعت الحليمة لعادتها القديمة : হালীমা তার পুরাতন স্বভাবে ফিরে এসছে।[১৬৬]

১১. আরবী ঃ رجعت زيمة لعادتها القديمة : যীমা তার পুরাতন স্বভাবে ফিরে এসেছে।[১৬৭]

১২. আরবী ঃ رجعت حليمة الي عادتها القديمة : হালীমা তার পুরতান স্বভাবে ফিরে এসেছে[১৬৮]

১৩. আরবী ঃ رجعت حليمة علي عادتها القديمة : হালীমা তার প্রাচীন স্বভাবের উপর ফিরে এসেছে।[১৬৯]

১৪. আরবী ঃ دنبة الكلب ما تتعادل কুকুরের লেজে শতরকমের ছাঁচে ফেলে প্রচেষ্টা করলেও সোজা হবেনা।[১৭০]

إن حطيته في مية قالب

১৫. আরবী ঃ ذنب الكلب عمره مايستقيم : কুকুরের সারা জীবনেও ওর লেজ সোজা হবে না।[১৭১]

১৬. Morocco : Place the tail of a gray-hound in a tube a hundred years, it will never stand straight.[172]

১৭. Egypt ,Syria : The Tail of a dog cannot be straightened all his life[173]

১৮. Egypt : They put the dogs tail into a mould forty years : it come back crooked.[174]

১৯. Mesopotamia : If the tail of a dog remains forty years in a mould, it comes out crooked.[175]

২০. Jerusalem : If thou placest a dogs tail in a hundred moulds, it remains out crooked.[176]

২১. Baghdad : They left the tail of a dog forty days in a reed but it come out crooked.[177]

---

১৬৪ . *প্রাগুক্ত।*

১৬৫ . *প্রাগুক্ত ; Burckhardt : No.-133.*

১৬৬ . *কিন্দীল ঃ ৫২ ; শুকরী ঃ ৪০ ।*

১৬৭ . *হুয্যালী ঃ ১/১৬২ ; তয়মূর ঃ ১৫৩ ; বাজুরী ঃ ৮৩ ; শুকয়র ঃ ১২৪ ।*

১৬৮ . *জুহায়মান ঃ ১/৩৮৭ ।*

১৬৯ . *জালাল হানফী ঃ ১/১৮৯ ।*

১৭০ . *A.P. Singer : Arabic proverbs, Egy pt, 1913,P. 22.*

১৭১ . *Burkhardt : No-285; Green : A Collection of Modern Arabic Stories, Balads, Poems and Proverbs, London. 1893. No-36.*

১৭২ . *Ibid.23.*

১৭৩ . *Shuqair p. 24. No. 4.*

১৭৪ . *Shuqair p. 102.*

১৭৫ . *Ibid.*

১৭৬ . *Ibid .*

Dhaka University Institutional Repository

২২. বাংলা ঃ অঙ্গার হাজার ধুইলেও ময়লা ছাড়েনা।[১৭৮]

২৩. বাংলা ঃ অভ্যাস দোষ না ছাড়ে চোরে শুন্য ভিটায় মাটি কোরে।[১৭৯]

২৪. বাংলা ঃ আদা শুকালেও ঝাল যায়না।[১৮০]

২৫. বাংলা ঃ ইল্লত যায়না ধূইলে ; খাইচ্ছত যায়না মইলে।[১৮১]

২৬. বাংলা ঃ সেকরা মায়ের কানের সোনাও চুরি করে।[১৮২]

২৭. বাংলা ঃ কয়লা না ছাড়ে ময়লা।[১৮৩]

২৮. বাংলা ঃ কুকুরের লেজ ঘি দিয়ে মল্লেও সোজা হয়না।[১৮৪]

২৯ বাংলা ঃ. সোনার শয্যা পেতে দিলেও কুকুর না ছাড়ে ছাই।[১৮৫]

৩০. বাংলা ঃ কুকুর রাজা হলেও গু খায়।[১৮৬]

৩১. বাংলা ঃ যার যা রীত ছাড়েনা কদাচিৎ।[১৮৭]

৩২. বাংলা ঃ ঘি দিয়ে ভাজা নিমের পাত, নিম ছাড়েনা আপন জাত।[১৮৮]

৩৩. বাংলা ঃ যতই কর বুঝা পড়া, তবু যাবেনা জাতের ধারা।[১৮৯]

৩৪. বাংলা ঃ ছুচোয় যদি আতর মাখে, তবু কি তার গন্ধ ঢাকে।[১৯০]

৩৫. বাংলা ঃ বাজনা বাজিয়ে ধান ঝাড়লেও তবু তুষ ছাড়া হয়না ।[১৯১]

৩৬. বাংলা ঃ মেজে ঘষে হলো ক্ষয়,কালো কভু ধলো নয়।[১৯২]

৩৭ বাংলা ঃ ফকিরের ছেলে বাদশা হলেও, থলের দিকে চোখ যায়।[১৯৩]

৩৮. বাংলা ঃ বাঘের বুড়ো হলেও বাগ যায় না।[১৯৪]

---

[১৭৭]. *Ibid.*

[১৭৮]. *সুবল ঃ ৮ : হাবীব ঃ ২৫১।*

[১৭৯]. *প্রবাদমালা ঃ ৩/৫।*

[১৮০]. *সুবল ঃ ১৩১১ ; নূতন ঃ ১৫৩৬ ; সুবল ঃ ১৮,৪৫, মর্টন ঃ ১৩৭।*

[১৮১]. *ঢাকা পাঠান ঃ ৩২৪ দেব ঃ ৯২৪ ; নূতন ঃ ১৫৩৯ ;*

[১৮২]. *হাবীব ; ২৫১।*

[১৮৩]. *পাঠান ঃ ৩২৪ : সবল ঃ ৩৭ ; সরল ঃ ১৩২০।*

[১৮৪]. *প্রবাদ মালা ঃ ৩/৫ : নতুন ঃ ১৫৪৮ ; সরল ঃ ১৩২৫ : বাংলা প্রবাদ ঃ ৫১ : মর্টন ঃ ৫৩ : হাবীব ঃ ২৫২।*

[১৮৫]. *হাবীব ঃ ২৫১।*

[১৮৬]. *প্রাগুক্ত ঃ ৮২।*

[১৮৭]. *প্রাগুক্ত ঃ ২৫১।*

[১৮৮]. *বাংলা প্রবাদ ঃ ৪২,৭৫ ; নতুন ঃ ১৫৫২ ।*

[১৮৯]. *হাবীব ঃ ২৫১।*

[১৯০]. *নতুন ঃ ১৫৫৫ ; হাবীব ঃ ৮২।*

[১৯১]. *হাবীব ঃ ২৫১।*

[১৯২]. *প্রাগুক্ত ঃ ৫৭৭।*

[১৯৩]. *হাবীব ঃ ২৫১।*

Dhaka University Institutional Repository

৩৯. বাংলা ঃ বক কি কখনো ময়না হয় ? জলের দিকে চেয়ে রয়।[১৯৫]

৪০. বাংলা ঃ পাগলা কুকুরের গুন গাইলেও কামড় দেয়।[১৯৬]

৪১. বাংলা ঃ কুকুরকে দিলে পিঠের পায়েশ, ছাড়েনা তবু গুয়ের আয়েশ।[১৯৭]

৪২. বাংলা ঃ ঘৃত ত্যাজ্য করে মাছি, ঘা দেখলেই ঘটে রুচি।[১৯৮]

৪৩. বাংলা ঃ সোনার বাটিতে বিষ রাখলেও অমৃত হয় না।[১৯৯]

৪৪. বাংলা ঃ সরষের দানা ছোট হলেও ঝাল কম না।[২০০]

৪৫. ইংরজী ঃ Habit has become a nature. [২০১]

৪৬. Custom is second nature.[২০২]

৪৭. Custom makes all things easy.[২০৩]

৪৮. Leopard cannot change its spots. [২০৪]

৪৯. Black will take no other hue.[২০৫]

৫০. Habit is the second nature.[২০৬]

৫১. What is the bred in the bone must be out of the flesh.[২০৭]

৫২. আর্মেনীয় ঃ নেকড়ে পিটায়ে ভেড়া করা যায় না[২০৮]

৫৩. উর্দূ ঃ ফোকলা হলেও নেকড়ের স্বভাব বদলায় না।[২০৯]

৫৪. ওলন্দাজ ঃ ব্যাঙ সোনার পিঁড়িতে বসিলেও, ডোবা দেখলে লাফ দিবে[২১০]

৫৫. ওলন্দাজ ঃ শুওরের পেট ভরিলেই ডাবা উপুর করিয়া ফেলে।[২১১]

---

[১৯৪]. *প্রাগুক্ত।*

[১৯৫]. *প্রাগুক্ত ঃ ২৫২।*

[১৯৬]. *প্রাগুক্ত।*

[১৯৭]. *প্রাগুক্ত ।*

[১৯৮]. *প্রাগুক্ত ।*

[১৯৯]. *প্রাগুক্ত ।*

[২০০]. *প্রাগুক্ত ।*

[২০১]. *Wordsworth : 130.*

[২০২]. *Ibid.*

[২০৩]. *Ibid.*

[২০৪]. *Dev. 924.*

[২০৫]. *Ibid.*

[২০৬]. *Ibid : নূতন ঃ ১৫৩৯।*

[২০৭]. *Dev - 940.*

[২০৮]. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ৯৫।*

[২০৯]. *প্রাগুক্ত ঃ ২৪৪।*

[২১০]. *প্রবাদমালা ঃ ২/১৪।*

Dhaka University Institutional Repository

৫৬. ওলন্দাজ ঃ স্বর্ণ-অঙ্গুরী ধারণ করিলেও যে বানর সেই বানর।[২১২]

৫৭. চীনা ঃ কাককে সাদা রং মাখালেও কাক আবার কালো হয়ে যায়।[২১৩]

৫৮. ডাচ ঃ সোনার সিংহাসনে বসালেও ব্যাঙ সেই ডোবাতেই লাফিয়ে পড়বে।[২১৪]

৫৯. তেলেগু ঃ শুকোলেও তেতুলের টক যায় না।[২১৫]

৬০. তামিল ঃ চন্দন কাঠ ঘষলে ক্ষয়ে যায় কিন্তু গন্ধ যায় না।[২১৬]

৬১. তামিল ঃ শত আদরেও কেউটের স্বভাব বদলায় না।[২১৭]

৬২. দ্রাবিড় ঃ কুকুরের ধৌত করে রাখ সিংহাসনে, তথাপি ধাইবে সেই মল অন্বেষণে ।[২১৮]

৬৩. দ্রাবিড় ঃ পিতল ঘষ আর মাজ তার গন্ধ যায় না।[২১৯]

৬৪. দ্রাবিড় ঃ দিনের মধ্যে তিনবার নাইলেও কাক কখনও বক হয়ে না।[২২০]

৬৫. দ্রাবিড় ঃ গুবুরে পোকাকে সিংহাসনে বসাইলেও গোবর গাদী খুজবে ।[২২১]

৬৬. ফরাসী ঃ কুকুরকে স্নানই করাও আর তাহার লোমই আচঁড়ায়ে দাও, যে কুকুর সেই কুকুরই থাকিবে।[২২২]

৬৭. ফার্সী ঃ রেশমের জামা পরালেও গাধা থেকে যায় গাধা।[২২৩]

৬৮. মারাঠীঃ কুকুরের লেজ কয়েক বছর নলে পুরে রাখলেও সোজা হয় না।[২২৪]

৬৯. মালেয়ালমঃ বারো বৎসর নলের মধ্যে কুকুরের ল্যাজ পুরে রাখলেও তা সোজা হয় না।[২২৫]

৭০. রুস ঃ বৎসর বৎসর নেকড়ের লোম ছাড়িলে কি হবে, কিন্তু সে যে নেকড়ে সেই নেকড়ে।[২২৬]

৭১. রুস ঃ অভ্যাসের পোশাক মরণের আগে ছাড়া যায় না।[২২৭]

৭২. স্প্যানিসঃ রেশমী কাপড় পরলেও বাঁদর বাঁদরই থাকে।[২২৮]

---

২১১. *প্রাগুক্ত ঃ ২/১৫।*

২১২. *প্রাগুক্ত ।*

২১৩. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ২১।*

২১৪. *প্রাগুক্ত ঃ ১৬৮।*

২১৫. *প্রাগুক্ত ঃ ২৭৪।*

২১৬. *প্রাগুক্ত ঃ ২৬৭।*

২১৭. *প্রাগুক্ত ঃ ২৪৪।*

২১৮. *প্রবাদমালা ঃ ২/৩২।*

২১৯. *প্রাগুক্ত ঃ ২/৩৫।*

২২০. *প্রাগুক্ত ।*

২২১. *প্রাগুক্ত ঃ ২/৩৩।*

২২২. *প্রাগুক্ত ঃ ২/২০।*

২২৩. *বিশেষ প্রবাদ ঃ ৫৫।*

২২৪. *প্রাগুক্ত ঃ ২৫০।*

২২৫. *প্রবাদ মালা ঃ ২/২৭।*

২২৬. *প্রাগুক্ত ঃ ২/৫৭।*

২২৭. *বিশেষ প্রবাদ ঃ ১৭৪।*

৭৩. দ্রাবিড় ঃ গুর গুরে পাখী আকাশে উঠিলেও চিল হয় না। [২২৯]

৭৪. সংস্কৃতঃ অঙ্গার: শত ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চিতি। [২৩০]

৭৫. সংস্কৃতঃ তথাপি কাকো ন চ রাজ হংস। [২৩১]

৭৬. সংস্কৃতঃ শ্বা যদি ক্রিয়াতে রাজা, স কিং না শ্নাত্যুপনহম্। [২৩২]
(কুকুর রাজা হলেও চর্ম পাদুকা পেলেই ভক্ষন করে।)

৭৭. Turkish: Habits are worse then rabies. [233]

৯. অলস

কর্ম বিমুখ ব্যাক্তিরাই হলো অলস। এরা জীবনে কোন উন্নতি সাধনতো করতেই পারেনা বরং অধঃপতনের অতল তলে তলিয়ে যায়। দারিদ্রতা আর দুর্ভোগ এদের নিত্য সাথী। বিভিন্ন দেশের প্রবাদে এ বিষয়টিই প্রতিভাত হয়েছে।

২. আরবী ঃ رأس الكسـلان بيت الشيطان : অলসের মাথায় শয়তানের বাসা । [২৩৪]

২. আরবী ঃ الباطل سالـه رجلــــــــين : অলসের কোন পা নেই। [২৩৫]

৩. আরবী ঃ كسـل مايـطـعـم عســـــــــل : অলস মধু খেতে পারে না। [২৩৬]

৪. আরবী ঃ لقد ضل من بالت عليه الثعالب : যার উপর শৃগাল প্রশ্রাব করেছে সে অপদস্ত হয়েছে। [২৩৭]

৫. বাংলাঃ আলস্য দারিদ্রতার চাবি। [২৩৮]

৬. বাংলাঃ কত রবি জ্বলেরে কে বা আঁখি মেলে রে। [২৩৯]

৭. বাংলাঃ আলস্য হেন ধন থাকতে দুঃখের কি চিন্তন। [২৪০]

---

২২৮. *প্রাগুক্ত ঃ ১৬৮।*

২২৯. *প্রবাদ মালা ঃ ২/৩৩ ।*

২৩০. *সুবল ঃ ৮ ; সরল ঃ ১৩০৬।*

২৩১. *সরল ঃ ১২৮৯।*

২৩২. *নূতন ঃ ১৫৮২।*

২৩৩. *Wordsworth : 58.*

২৩৪. *কিনদীল ঃ ২৬৬।*

২৩৫. *Burekhardt. No- 45.*

২৩৬. *Ibid. No- 540.*

২৩৭. *ময়দানী ঃ ২/১৮১ ; ইবন সাল্লাম ঃ ১২২ ; আল- ইকদুল ফরীদ : ২/২০৬ ; জামহারা ঃ ১/৪৬৫ : আল-বকরী ঃ ১৮৬।*

২৩৮. *প্রবাদমালা ঃ ২/১ ।*

২৩৯. *বাংলা প্রবাদ ঃ ৩৬।*

২৪০. *অনুক্ত ঃ ৯/১/৩৯ ।*

Dhaka University Institutional Repository

৮. বাংলাঃ আলস্য হেন ধন থাকতে দুঃখের অভাব কি। [২৪১]

৯. বাংলাঃ হাত আলসে মনের দোষে, শত্রু বাড়ে দেশে দেশে । [২৪২]

১০. বাংলাঃ আলসে রে কলা খাবি? বলে ছুলিয়ে দে। [২৪৩]

১১. বাংলাঃ আলসের আলসে , তোর খলই যায় ভাসিয়া যাক খলই ভাসিয়া, কালকে বানাইম বসিয়া। [২৪৪]

১২. বাংলাঃ নিষ্কর্মার মন, কুচিন্তার ভবন। [২৪৫]

১৩. বাংলাঃ হাত আলস্যে দাতে ছাতা। [২৪৬]

১৪. বাংলাঃ ঘুমন্ত বাঘে শিকার ধরেনা। [২৪৭]

১৫. ইংরেজীঃ Idleness is the greatest prodigality in the world. [248]

১৬. ইংরেজীঃ Idleness is the key of beggary mother of poverty. [249]

১৭. ইংরেজীঃ Idleness is the parent of all vice. [250]

১৮. ইংরেজীঃ Idleness is the root of all evil. [251]

১৯. ইংরেজীঃ Idlenees of comes no goodness . [252]

২০. সংস্কৃত ঃ সুপ্তস্য সিংহস্য প্রাবশান্তি মগে মৃগাঃ (ঘুমন্ত সিংহের মুখে হরিণ প্রবেশ করেনা)। [২৫৩]

২১. পর্তুগীজঃ আলস্য দরিদ্যতার কুঁজী কাঠি[২৫৪]

২২. ওলন্দাজঃ আলস্য ক্ষুধার জন্মদাতা, আর চৌর্যের সহোদর। [২৫৫]

২৩. স্প্যানিসঃ কুড়েমিই দারিদ্র ।[২৫৬]

২৪. ডাচ ঃ দারিদ্র আর অভাব আমাদের সবচেয়ে বেশী শেখায়।[২৫৭]

---

[২৪১]. *প্রাগুক্ত ; হাবীব ঃ ১৮৩।*

[২৪২]. *হাবীব ঃ ১৮৮।*

[২৪৩]. *প্রাগুক্ত ; অনুক্ত ঃ ঐ . ৩৯।*

[২৪৪]. *প্রাগুক্ত।*

[২৪৫]. *প্রাগুক্ত ঃ ১৮৯।*

[২৪৬]. *প্রাগুক্ত।*

[২৪৭]. *নূতন ঃ ১৫৫৩।*

[২৪৮]. *Wordsworth.p . 32.*

[২৪৯]. *Ibid.*

[২৫০]. *Ibid. p. 322.*

[২৫১]. *Ibid.*

[২৫২]. *Ibid.*

[২৫৩]. *নূতন ঃ ১৫৫৩।*

[২৫৪]. *প্রবাদ প্রবচন ঃ ১০১।*

[২৫৫]. *প্রাগুক্ত ঃ ১১।*

[২৫৬]. *বিশের প্রবাদ ঃ ১৬৬১।*

[২৫৭]. *প্রাগুক্ত ঃ ১৮২।*

২৫. রুমান ঃ অলস হয়ে বসে থাকলে ভাগ্যও বসে থাকবে।[২৫৮]

২৬. ওড়িয়া ঃ কুড়ে লোক চিবিয়ে খায় নিজেরই মগজটাকে।[২৫৯]

২৭. উর্দু ঃ কুড়েমি, ঘুম আর হাই। এই তিন জমের ভাই।[২৬০]

২৮. তামিল ঃ আলসেমিতে অমৃতও হয়ে যায় বিষ।[২৬১]

২৯. Kikuyu: Laziness is soon over taken by the poverty.[262]

৩০. Turkish: The busy are tempted by the devil, but the devil is tempted by; dleness.[২৬৩]

১০.অল্পে তুষ্টি

নিজের যতটুকুন আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাটাই মনের সবচাইতে বড় প্রশান্তি। অপরের বেশী আছে আর নিজের কম আছে বলে হাহুতাশ করলে মনের অশান্তি বেড়ে যায় কমে না । বিভিন্ন জাতির প্রবাদে এ বিষয়টাই প্রতিভাত হয়েছে।

১. আরবী ঃ خير الغني القنوع : অল্পে তুষ্টি ব্যাক্তিই উত্তম ধনী।[২৬৪]

২. আরবী ঃ إطمئن علي قدر أرضك : নিজের যে পরিমান জমি আছে তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাক।[২৬৫]

৩. আরবী ঃ أقله أبركه : অল্পতে অধিক বরকত আছে।[২৬৬]

৪. আরবী ঃ الخف بركة : কমে বরকত আছে।[২৬৭]

৫. আরবী ঃ صاحب القليل أولي به : অল্প আছে যার সেই পাবার বড় হকদার।[২৬৮]

৬ আরবী ঃ أقلها موال ينزه صاحبه: কম সম্পদ সম্পদশালীকে পবিত্র রাখে। ছোট গান গায়ককে তুষ্ট রাখে ।[২৬৯]

---

২৫৮. *প্রাগুক্ত ঃ ২১৪।*

২৫৯. *প্রাগুক্ত ঃ ২২৯।*

২৬০. *প্রাগুক্ত ঃ ২৪২।*

২৬১. *প্রাগুক্ত ঃ ২৬৬।*

২৬২. *knappert,p,66.*

২৬৩. *Paul Lunde and justin wintle; Adictionary of Arabic and Islam Proverbs. London. 1984,P,66.*

২৬৪. *মুনজিদ ঃ ১১৮৩ : আল-মুনজিদ ঃ ৯৮৫।*

২৬৫. *ময়দানী ঃ ১/৪৩৫।*

২৬৬. *কিনদীল ঃ ২০০ : তয়মূর ঃ ২৮, বাজুরী ঃ ১৩ ; শুকয়র ঃ ১১।*

২৬৭. *আবূদী ঃ ৮৪।*

২৬৮. *Burckhard. No- 373.*

২৬৯. *কিনদীল ঃ ২০১; তয়মূর ঃ ২৮ ; বাজুরী ঃ ৪৭ ; শুকরী ঃ ৪ : শুকয়র ঃ ৬৩।*

Dhaka University Institutional Repository

৭. আরবী ঃ القناعـة كنز لايفني : অল্পে তুষ্ট থাকা মানুষের এমন সম্পদ যা কখনো নিঃশেষ হয় না। [২৭০]

৮. বাংলাঃ তৃপ্তি সুখের মূল। [২৭১]

৯. বাংলাঃ কমে পোষে বেশী এ দোষে। [২৭২]

১০. বাংলাঃ অল্পের মধ্যে রেশ নেই। [২৭৩]

১১. ইংরেজীঃ Contenment is the souce of happiness .[274]

১২. ইংরেজীঃ Content is happiness . [275]

১৩. ইংরেজীঃ Content is morethan kingdoom.[276]

১৪. ইংরেজীঃ Content is worth a crown. [277]

১৫. ইংরেজীঃ Content lodges of lener in cottages than places.[278]

১৬. ইংরেজীঃ He who wants content earit find an easy chair. [279]

১৭. ইংরেজীঃ Contentment is the greatest wealth. [280]

১৮. Omani: Everyone is pleased with his brains noone is pleased with his wealth. [281]

১৯. Omani: He who has never seen meat is happy with tripe. [282]

২০. দিনামারঃ অল্প আগুনে শীত হয়, অধিক আগুনে পুড়িয়া মারে। [২৮৩]

২১. রুসঃ যে অল্পে খুশী ভগমান তাকে মনে রাখে। [২৮৪]

---

[২৭০]. *আল-মাওরিদ ঃ ৪৫।*

[২৭১]. *ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ এর নিকট থেকে শ্রুত।*

[২৭২]. *ইসলামপুর,জামালপুর।*

[২৭৩]. *রেভারেন্ড জেমস লঙঃ প্রবাদমালা : ১৯৮০, কলিকাতা ৩য় খন্ড , পৃ. ৬।*

[২৭৪]. *Al- Maurid. p. 45.*

[২৭৫]. *Wordsworth. p. 112.*

[২৭৬]. *Ibid.*

[২৭৭]. *Ibid.*

[২৭৮]. *Ibid.*

[২৭৯]. *Ibid.*

[২৮০]. *Ibid. 113.*

[২৮১]. *Paul lunde. P. 25.*

[২৮২]. *Ibid.*

[২৮৩]. *প্রবাদমালা ঃ ২/১৫।*

[২৮৪]. *প্রগুক্ত ঃ ২/১৩।*

Dhaka University Institutional Repository

১১- অল্প বিদ্যা

জিনিসের উৎপন্ন অথবা আমদানী বেশী হলে তার মূল্য কমে যায় কিন্তু বিদ্যা এমনই সম্পদ যে, যার যত বেশী আছে তার মূল্য তত বেশী এবং তার অহংকার তত কম। কিন্তু অল্প বিদ্যাধারী খুবই অহংকারী হয়। সে ধরাকে সরা জ্ঞান করে সমাজে বিশৃংখলার সৃষ্টি করে। নিচের প্রবাদগুলো এর সত্যতা প্রমাণ করছে।

১. আরবী ঃ نصف العلم أخطر من الجهل : অর্ধেক জ্ঞান মুর্খতার চাইতেও ভয়ঙ্কর। [২৮৫]

২. বাংলা ঃ অল্প জলের পুটি মাছ ছটফট করে। [২৮৬]

৩. বাংলাঃ না বুঝে ছিলাম ভালো, অধিক বুঝে পরাণ গেল। [২৮৭]

৪. বাংলাঃ অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী। [২৮৮]

৫. বাংলাঃ অল্প জলের তিতো পুঁঠি, তার এত ফটফটি।[২৮৯]

৬. বাংলাঃ অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী কথায় কথায় ডিকশোনারী।[২৯০]

৭.বাংলাঃ অল্প বৃষ্টিতে কাদা হয় বেশী বৃষ্টি সাদা হয়। [২৯১]

৮.বাংলাঃ অল্প বিদ্যা মহাগর্ব। [২৯২]

৯.বাংলাঃ খালী কলসীর বাজনা বেশী। [২৯৩]

১০.বাংলাঃ শূণ্য কলসীর ঠনঠনি বেশী। [২৯৪]

১১.বাংলাঃ উনা কলসীর দুনা শব্দ। [২৯৫]

১২.বাংলাঃ অতিদর্পে হতলঙ্কা। [২৯৬]

১৩. বাংলাঃ ফোঁপরা/ফাপা ঢেকির শব্দ বেশী। [২৯৭]

১৪. ইংরেজীঃ A little learning is a dengerous thing. [298]

---

২৮৫. *র-মাওরীদ ঃ ৯।*

২৮৬. *সরল ঃ ১৩০৯ ; মর্টন ঃ ১২২ ; নতুন ঃ ১৫৩৪ ; সুবল ঃ ১৪ : বাংলা প্রবাদ ঃ ৪০।*

২৮৭. *নতুন ঃ ১৫৬৪।*

২৮৮. *সরল ঃ ১৩০৯ ; বিশ্বের প্রবাদ ঃ ২১৯ ; কাজী ঃ ৯১ ; বাংলা প্রবাদ ঃ ৪০।*

২৮৯. *প্রাবাদমালা ঃ ৩/৬।*

২৯০. *মাসিক অনুক্ত ঃ ৮ম বর্ষ , ১ম সংখ্যা, ১৩৯৭ বাংলা, পৃ. ৩৯।*

২৯১. *সরল ঃ ১৩০৯ : অনুক্ত ঃ ৮/১/৩৯*

২৯২. *প্রবাদমালা ঃ ৩/৬।*

২৯৩. *নতুন ঃ ১৫৮২।*

২৯৪. *নতুন ঃ ১৫৮২।*

২৯৫. *সরল ঃ ১৩০৭।*

২৯৬. *সরল ঃ ১৩০৬: নতুনঃ ১৫৩২: বাংলার প্রবাদ ঃ ২।*

২৯৭. *নতুন ঃ ১৫৭০।*

Dhaka University Institutional Repository

১৫. ইংরেজীঃ Empty vessels sounds much. [299]

১৬. ইংরেজীঃ Much ado about nothing . [300]

১৭. ইংরেজীঃ The mountain in labour producing a mouse. [301]

১৮. ইংরেজীঃ Great toiland little work. [302]

১৯. ইংরেজীঃ Much cry and little wool. [303]

২০. ইংরেজীঃ The noise is greater than the nunts. [304]

২১. ইংরেজীঃ Great boast, little roast. [305]

২২. ইংরেজীঃ A long tongu has a short-hand . [306]

২৩. ইংরেজীঃ The ass that brays most eats least. [307]

২৪. ফরাসী ঃ অল্প বৃষ্টিতেই বেশী কাদা হয়। [৩০৮]

২৫. হিন্দী ঃ আধো আধি বিদ্যা শিক্ষা জীবনে মরণ। অসম্পূর্ণ বিদ্যা বল কোন্ প্রয়োজন। [৩০৯]

২৬. হিন্দি ঃ সেকরার ঠুকঠাক কামারের এক ঘা। [৩১০]

২৭. দিনামারঃ শূণ্য শকটেই অধিক শব্দ । [৩১১]

২৮. হিব্রু ঃ এক থলি পয়সার চেয়ে থালার ভেতরের দুটো পয়সাই বেশী আওয়াজ। [৩১২]

২৯. ওলন্দাজঃ অল্পকালে পাকে যেই, ত্বরায় পচে সেই। অল্প কালে জ্ঞানী হলে শীঘ্র যায় টেসে। [৩১৩]

৩০. সংস্কৃত ঃ বহবারম্ভে লঘু ক্রিয়া। [৩১৪]

---

[২৯৮]. *আল-মাওরিদ ঃ ৯ ; দেব ঃ ৯২৩ ; সরল ঃ ১৩০৯ ; সুবল ঃ ১৪, ৯৬, ১১৪ ।*

[২৯৯]. *নতুন ঃ ১৫৪৯, ৭০ ; দেব ঃ ৯৩৪ ।*

[৩০০]. *দেব ঃ ৯৩৪ ।*

[৩০১]. *সুবল ঃ ১১ ; সরল ঃ ১৩০৭ ।*

[৩০২]. *Dev : 934.*

[৩০৩]. *Ibid.*

[৩০৪]. *Ibid.*

[৩০৫]. *Ibid.*

[৩০৬]. *Ibid : 937.*

[৩০৭]. *Ibid.*

[৩০৮]. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ১৩০ ।*

[৩০৯]. *প্রবাদমালা ঃ ২/৪৪ ।*

[৩১০]. *প্রাগুক্ত ঃ ২/৪৫ ।*

[৩১১]. *প্রাগুক্ত ঃ ২/১৮ ।*

[৩১২]. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ৭৯ ।*

[৩১৩]. *প্রবাদ মালা ঃ ২/১১ ।*

[৩১৪]. *সরল ঃ ১২৯৩ ।*

Dhaka University Institutional Repository

১২ .অসম্ভব

'অসম্ভব বলতে পৃথিবীতে কিছু নেই। এমন কথার প্রচলন থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে একথাটি প্রযোজ্য নয়। অনেক অসম্ভব বিষয় আছে যা সম্ভব করতে গেলেই ফ্যাসাদের সৃষ্টি হবে। প্রবাদ গুলোতে এভাবটিই ফুটে উঠেছে।

১. আরবী ঃ هل يرتجي مــــطر غير سحاب : মেঘ ছাড়া কি বৃষ্টির আশা করা যায় ? [৩১৫]

২. আরবী ঃ تسألني برمتــــين سلــــجما : তুমি আমার কাছে রাম্‌মাতা‾নে শালগম চাচ্ছ ?[৩১৬]

৩. আরবী ঃ لايجمع سيــــفان في غــمد : দুটি তরবারী এক খাপে রাখা যায় না।[৩১৭]

৪.আরবী ঃ ليس في مقدور المرء أن يخدم سيدين إثنين : দু'জন মনিবের কাজ এক সঙ্গে একই দাসের পক্ষে সম্ভব নয়।[৩১৮]

৫. বাংলা ঃ বিনা দুধে দই বসে না।[৩১৯]

৬. বাংলা ঃ এক গ্রামে দু'জন মোড়ল থাকে না।[৩২০]

৭. বাংলা ঃ এক কাঁথায় দু'দরবেশ রাত কাটাতে পারে না।[৩২১]

৮. তুর্কি ঃ একটা তীরে দুটো পাখি শিকার করা যায় না।[৩২২]

৯. জাপানী ঃ কখনো ভক্ত প্রজা খুশী করে না দু'জন রাজা।[৩২৩]

১০. জাপানী ঃ এক সঙ্গে দুজোড়া জুতো পরা যায় না।[৩২৪]

১১. চীনা, ফার্সীঃ দুজন অথিতি এক ঘরে থাকতে পারবেনা।[৩২৫]

১২. চীনা ঃ একটা আলো দুটো ঘর আলো করতে পারবেনা।[৩২৬]

১৩. চীনা ঃ ইন্দুরের মুখে হাতীর দাঁত বেরয় না।[৩২৭]

১৪. দ্রাবিড় ঃ দুধ কি আবার গরুর পালানে ফিরে যেতে পারে?[৩২৮]

---

[৩১৫]. *আল-মুনজিদ ঃ ৯৯৮ : মুনজিদ ঃ ১১৭২. ১১৯৮।*

[৩১৬]. *জাওয়াহিরুল আদব ঃ ২/২৯৬।*

[৩১৭]. *মুনজিদ ঃ ১১৮৯ : ময়দানী ঃ ২/২৩০ : আল-মুস্‌তাক্‌সা ঃ ২/৩৯০।*

[৩১৮]. *সিফর মাত্তা ঃ ১৬ ঃ ২৪।*

[৩১৯]. *কাজী।*

[৩২০]. *ইসলামপুর .জামালপুর।*

[৩২১]. *প্রাগুক্ত।*

[৩২২]. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ৯০।*

[৩২৩]. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ৮।*

[৩২৪]. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ১০।*

[৩২৫]. *প্রাগুক্ত ঃ ৬০।*

[৩২৬]. *প্রাগুক্ত ঃ ২৩১।*

[৩২৭]. *প্রবাদ মালা ঃ ২/৩৯।*

Dhaka University Institutional Repository

১৫. দ্রাবিড় ঃ শিশির পাতে কি পুকুর পরিবে?[৩২৯]

১৬. দ্রাবিড় ঃ হাজার টাকা দিলেও কাটা কান জোড়া যায় না।[৩৩০]

১৭.রুস ঃ এক গর্তে দুই ভালুকের জায়গা হয়না।[৩৩১]

১৮.রুস : এক সময়ে দুইবার বসন্ত হয় না।[৩৩২]

১৯.তামিলঃ হাজার লোক মিলে মিশে থাকতে পারে ,কিন্তু দুবোন হলেও দুজন মেয়ে এক সঙ্গে হেসে খেলে থাকতে পারেনা।[৩৩৩]

২০. তেলেগু ঃ এক খাপে দুটো তলোয়ার রাখা যায়না।[৩৩৪]

২১. Buganda: Do not try to get the ants from two anthills at the same time.[335]

22. Yaunde: No one can hunt too bird at the same time.[336]

23. Ovambu: Two hares do not hide in one shrub.[337]

24. Kenya : Two male lions can not rule together in one valley.[338]

25. Lebanes : You can not fry a egg in the wind .[339]

26. Lebanes : You can not break a stone with an egg.[340]

১৩. অহংকার/ গর্ব

অহংকার মানুষের অন্যতম খারাপ গুণ। পতনের অন্যতম কারণ হলো অহংকার। অহংকারীর পতন অবশ্যম্ভাবি। নিচের প্রবাদগুলো এ কথাটিই প্রমাণ করছে।

---

[৩২৮] *.প্রবাদ মালা ঃ ২/৩৫।*

[৩২৯] *.প্রাগুক্ত ঃ ২/৩৮।*

[৩৩০] *.প্রাগুক্ত ঃ ২/৩৯।*

[৩৩১] *.প্রাগুক্ত ঃ ২/৫২।*

[৩৩২] *.প্রাগুক্ত ঃ ২/৫৩।*

[৩৩৩] *.বিশ্বের প্রবাদ ঃ ২৬০।*

[৩৩৪] *.প্রাগুক্ত ঃ ২৭৪।*

[৩৩৫] *.Knappert.62.*

[৩৩৬] *. Ibid.71.*

[৩৩৭] *. Ibid.72.*

[৩৩৮] *. Ibid . 75.*

[৩৩৯] *. Paul lunde.68.*

[৩৪০] *.Ibid.*

Dhaka University Institutional Repository

১. আরবী ঃ إذا أراد ربنا هـلاك نملة أنبـت لهـا أجنحـة : পিঁপড়ার ধ্বংস চাইলে আল্লাহ তার পাখা গজিয়ে দেন।[৩৪১]

২.বাংলা ঃ অহংকার করিলেই ধ্বংস হয়।[৩৪২]

৩.বাংলা ঃ অহংকারে ছারখার।[৩৪৩]

৪. বাংলা ঃ অতিদর্পে হতালংকা।[৩৪৪]

৫. বাংলা ঃ অহংকারে গদ গদ, ভূমিতে না পড়ে পদ।[৩৪৫]

৬. বাংলা ঃ অহংকারে পথ হাটে হোঁচট খেয়ে পড়ে মাঠে।[৩৪৬]

৭. বাংলা ঃ আজকে রাজা ফুটানি করে, কাল ভিক্ষার ঝুলি ধরে।[৩৪৭]

৮. ইংরাজীঃ Pride and grace dwell never in one place .[348]

৯. ইংরাজীঃ Pride and poverty are ill met, yet often seen together.[349]

১০. ইংরাজীঃ Pride costs us more than hunger,thirst and cold.[350]

১১. ইংরাজীঃ Pride feels no frost.[351]

১২. ইংরাজীঃ Pride goes befor, shame follows after .[352]

১৩. ইংরাজীঃ Pride in prosperity turns to misery in adversity.[353]

১৪. ইংরাজীঃ Pride is the sworn enemy to content.[৩৫৪]

১৫. ইংরাজীঃ Pride maked side, overdone.[355]

১৬. ইংরাজীঃ Pride of the rice makes the labo rs of the poor.[356]

---

৩৪১ .*Burckhardt. No- 11.*

৩৪২. *সুবল ঃ ১৫ ; ১৩০৯ : হাবীব ঃ ৩০৩*

৩৪৩.*প্রাগুক্ত ।*

৩৪৪ .*বাংলা প্রবাদ ঃ ২ : নতুন ঃ ১৫৩২ ; হাবীব ঃ ৩০২ ।*

৩৪৫ .*নতুন ঃ ১৫৩৫ ।*

৩৪৬ .*অনুক্ত ঃ ঐ ৪০ ।*

৩৪৭ . *প্রাগুক্ত ঃ ৮/৪/৪০ ।*

৩৪৮ . *Wordsworth :511*

৩৪৯ . *Ibid.*

৩৫০ . *Ibid.*

৩৫১ . *Ibid.*

৩৫২ . *Ibid.*

৩৫৩ . *Ibid :512.*

৩৫৪ . *Ibid.*

৩৫৫ . *Ibid.*

৩৫৬ . *Ibid.*

Dhaka University Institutional Repository

১৭. ইংরাজীঃ Pride will have a fall.[357]

১৮. ইংরাজীঃ Pride will spit in prides face.[358]

১৯. ইংরাজীঃ Pride is in the saddle, shame is on the crupper, when.[359]

২০. ইংরাজীঃ Pride goeth before destructon .[360]

২১. ইংরাজীঃ Pride must abid.[৩৬১]

২২. ফার্সী هم چني ديگر نيست: আমিই সর্বে সর্বা ।[৩৬২]

২৩. উর্দু ঃ هم سے بڑا كون هے : আমার চাইতে বড় কে?[৩৬৩]

২৪. সংস্কৃত ঃ মা কুরু ধন-জন-যৌবন গর্বং নিমিষে হরতি কাল সর্বং ।[৩৬৪]

১৪.আত্ম সম্মান

সম্মান মানব জীবনে বড় সম্পদ। এ সম্পদ নিজেকেই রক্ষা করতে হয়। নিজের সম্মান নিজে রক্ষা করতে না পারলে অপরে রক্ষা করে দিবে না। আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিরা পৃথিবীর সব কিছুর বিনিময়ে হলেও আত্মসম্মান রক্ষা করে থাকে। ভূলুণ্ঠিত হতে দেয় না কখনো। নিম্নের প্রবাদগুলোতে এ বিষয়টিই পরিস্ফুটিত হয়েছে। ঃ

২. আরবী ঃ تجوع الحرة ولاتأكل بثدييها : স্বাধীনা (ভদ্র) মহিলা ভুখা থাকে কিন্তু ধাত্রী হননা।[৩৬৫]

২. আরবী ঃ الحر حر و لو مسه ضر : স্বাধীন-স্বাধীনই থাকে যদিও স্পর্শ করে বিপদ তাকে।[৩৬৬]

৩. আরবী ঃ شفيت نفسي و جدعت أنفي : নিজের নাক কেটেছি কিন্তু আপনাকে বাঁচিয়েছি।[৩৬৭]

---

৩৫৭. *Ibid.*

৩৫৮. *Ibid.*

৩৫৯. *Ibid.*

৩৬০. *Santhi :Santhis 150 Proverbs, Hydrabad, 66 ; সুবল ঃ ১৫ : সরল ঃ ১৩০৯ ।*

৩৬১. *Wordsworth.512.*

৩৬২. *পাঠান ঃ ১৯৮ ।*

৩৬৩. *প্রাগুক্ত ।*

৩৬৪. *প্রাগুক্ত ।*

৩৬৫. *আল -ইকদুল ফরীদ' ঃ ২/২১৫ ; ময়দানী ঃ ১/১২২ : জামহারা ঃ ১/২৬১ : আল-ফাখির ঃ ১০৯ ; আল-মুসতাক্মা ঃ ২/২০ ; আল-বকরী ঃ ২৮৯ ; ইবন সাল্লাম ঃ ১৯৬। আল -মুনজিদ ঃ ৯৭৮ : মুনজিদ ঃ ১১৭১ ।*

৩৬৬. *Burckhardt. No. - 117.*

৩৬৭. *মুনজিদ ঃ ১১৯৯ : আল-মুনজিদ ঃ ৯৯৪ ; ময়দানী ঃ ১/৩৬২ : জামহারা ঃ ১/৬৩৭ , ৫৫২ : আল-মুস্তাক্সা ঃ ২/১৩৩ ; মু জামুল আমছাল ঃ ২/৪৭৬ ।*

Dhaka University Institutional Repository

৪.বাংলা ঃ আপনা মান আপনি রাখে, মাথায় চুল দিয়া কাটা কান ঢাকে ।[৩৬৮]

৫. বাংলা ঃ আপনার মান আপনার হাতে ।[৩৬৯]

৬. বাংলা ঃ থাক মান যাক প্রাণ ।[৩৭০]

৭. ইংরেজী ঃ Death before dishonour.[৩৭১]

৮. ইংরেজী ঃ Dont wash your dirty linen before the public .[372]

১৫.উপকার

এহ্‌সান বা উপকার মানুষের নৈতিক গুণাবলীর অন্যতম। এর জোরে মানুষ'কে যেভাবে বন্দী করা যায়। অন্য কিছুতে তা সম্ভব নয়। কিন্তু অনেক সময় এর উল্টো ফলও পরিলক্ষিত হয়। উপকারকারীর কোন না কোন ভাবে অনিষ্ট করা চাই-ই। এ বিপরীত মুখী বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত আছে নিম্নের প্রবাদগুলোঃ

১. আরবী ঃ الإنسان عبد الإحسان : মানুষ ইহসানের দাস ।[৩৭৩]

২. আরবীঃ الإحسان يقطع اللسان : ইহসান মানুষ কে নির্বাক করে দেয় ।[৩৭৪]

৩. আরবীঃ إتقي شرا من أحسنت إليه : উপকৃতের অনিষ্টতা হতে দূরে থাক ।[৩৭৫]

৪. বাংলা ঃ যে দেখালে যো, তারেই কাল কাশনদী দেখায় গো ।[৩৭৬]

৫. বাংলা ঃ যার ধারী, মরণ হোক তারই ।[৩৭৭]

৬. পশতু ঃ আত্মীয় ছাড়া আর সকলের উপকার কর ।[৩৭৮]

৭. উর্দু ঃ احسان کا بدلہ احسان ہے : উপকারের প্রতিদান উপকারই ।[৩৭৯]

---

৩৬৮. পাঠান ঃ ১০০ ; সুবল ঃ ২১ ঃ নতুন ঃ ১৫৩৭ ঃ সরল ঃ ১৩১১ ।

৩৬৯. সুবল ঃ ২১ ।

৩৭০. প্রাগুক্ত ঃ ৭৯ ।

৩৭১. সুবল ঃ ৭৯ ।

৩৭২. প্রাগুক্ত ঃ ২০ ; নতুন ঃ ১৫৩৭ ; সরল ঃ ১৩১১ ।

৩৭৩. *Burckhardt. No-689.* আল- মুনজিদ ঃ ৯৭২ ; মুনজিদ ঃ ১১৭২ ।

৩৭৪. আল-মুনজিদ ঃ ৯৮১ ; মুনজিদ ঃ ১১৭৫ ।

৩৭৫. ময়দানী ঃ ১/১৪৫ ।

৩৭৬. পাঠান ঃ ১৩৮ ।

৩৭৭. প্রাগুক্ত ঃ ১৩৯ ।

৩৭৮. বিশ্বের প্রবাদ ঃ ৪৫ ।

৩৭৯. সাঈদী ঃ ১৩৪৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. ঐক্য

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে তাকে একত্রে ঐক্যবদ্ধ ভাবে বসবাস করতে হয়। পৃথিবীর কোন বৃহৎ কাজই মানুষের একা সম্পাদন সম্ভব নয়। দশে মিলে কাজ করলে অনেক অসাধ্যকে সাধন করা যায়। নিচের প্রবাদগুলো এদিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

১. আরবী ঃ الإتـحـاد قـــوة : একতাই শক্তি।[৩৮০]

২. আরবী ঃ ذيبين يقتلو । لأسد : অনেক নেকড়ে সিংহকে হত্যা করতে পারে।[৩৮১]

৩. বাংলা ঃ এক মন হলে সমুদ্রশুকায়।[৩৮২]

৪. বাংলা ঃ দশের না(নৌকা) পাহাড়ের উপর দিয়ে চলে।[৩৮৩]

৫. বাংলা ঃ দশের নড়ি একের বোঝা।[৩৮৪]

৬. বাংলা ঃ দশে লাগে, ভুত ভাগে।[৩৮৫]

৭. বাংলা ঃ একা সিংহ নাহি পারে অজার সংহতি।[৩৮৬]

৮. বাংলা ঃ দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ (ঢাকা)।[৩৮৭]

৯. ইংরাজীঃ Union is strength.[388]

---

৩৮০. *আল-মাওরিদ ঃ ৯৩।*

৩৮১. *কিনদীল ঃ ১৫৪ ; গুকয়র ঃ ১২৪।*

৩৮২. *নতুন ঃ ১৫৪২ ; হাবীব ঃ ২৫।*

৩৮৩. *বাংলা প্রবাদ ঃ ১০৮।*

৩৮৪. *প্রাগুক্ত।*

৩৮৫. *প্রাগুক্ত : পাঠান ঃ ২৩১.*

৩৮৬. *হাবীব ঃ ২৫।*

৩৮৭. *পাঠান ঃ ২৩১ ; বাংলা প্রবাদ ঃ ১০৮ ।*

388. *আল-মাওরিদ ঃ ৯৩।*

Dhaka University Institutional Repository

১৭.কথা

কথা নিয়ে কথার শেষ নেই। ভালো কথা দিয়ে যেমন বিশ্বকে করতলগত করা যায়, তেমন খারাপ কথার দ্বারা বিশ্বটাকে ধ্বংশ করা যায়। বেশী কথায় বেশী ঝামেলা। কম কথায় বিপদও কম। এ কথা নিয়ে বিশ্বের সকল ভাষাতেই প্রচুর প্রবাদের সৃষ্টি। নিম্নে এ প্রসঙ্গে কিছু প্রবাদের উল্লেখ করা হলো।

১. আরবী ঃ طعن اللسان كوخز السنان : জিহবার আঘাত বর্শার আঘাতের মত।[৩৮৯]

২. আরবী ঃ رب قول أشد من صول : অনেক কথা বর্শার আঘাত হতেও অধিক কষ্টদায়ক।[৩৯০]

৩. আরবী ঃ مقتل الرجل بين فكيه : মানুষের হত্যার স্থান হলো দু'চোয়ালের মাঝের বস্তুটি। অর্থাৎ জিহবা।[৩৯১]

৪. আরবী ঃ إياك أن يضرب لسانك عنقك :তোমার জিহবা তোমার গর্দানে আঘাত করা থেকে নিজকে বাঁচাও।[৩৯২]

৫. আরবী ঃ القول ينفد مالاتنفد الأمر : কথায় যা বলতে পারে সূচ তা করতে পারেনা।[৩৯৩]

৬. আরবী ঃ من أكثر أهجر : বাচালের ভুল বেশী হয়।[৩৯৪]

৭. আরবী ঃ المكثار كحاطب الليل : বাচাল রাত্রে কাষ্ঠ সংগ্রহ কারীর ন্যায়।[৩৯৫]

৮. আরবী ঃ كثر الكلام يقل القيمة : বাচালের মূল্য কম।[৩৯৬]

৯. আরবী ঃ إن البلاء موكل بالمنطق : কথার দ্বারা মানুষের বিপদ আসে।[৩৯৭]

১০.আরবীঃ الصمت حكم و قليل فاعله: চুপ থাকা বিজ্ঞের কাজ আর একাজটি খুব কম লোকেই করে থাকে।[৩৯৮]

---

[৩৮৯] . *ময়দানী ঃ ১/৪৩৩।*

[৩৯০] . *প্রাগুক্ত ঃ ১/২৯০ : জামহারা ঃ ১/৪৭৬ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ১/৪৫০ ; আল-বকরী ঃ ২৩ ; ইবন সাল্লাম ঃ ৪১ : আল-মুনজিদ ঃ ১০০৫ : মুনজিদ ঃ ১২১৯।*

[৩৯১] . *ময়দানী ঃ ২/২৬৫ ; জামহারা ঃ ২/২২৮ ; ইবন সাল্লাম ঃ ৪১ ; আল-ফাখির ঃ ২৬২।*

[৩৯২] . *ময়দানী ঃ ১/৫১২ : আল-মুস্তাকসা ঃ ১/৪৫০ : ইবন সাল্লাম ঃ ৪১ : আল-বকরী : ২৩।*

[৩৯৩] . *আল-মুনজিদ ঃ ১০০০ : মুনজিদ ঃ ১২৩৯।*

[৩৯৪] . *আল- 'ইকদুল ফরীদ ঃ ২/১৯৩ : ময়দানী ঃ ২/৩০৩ : আল-মুস্তাক্সা ঃ ১/১৪৯ : জামহারা ঃ ২/২২৮ : আল-ফাখির : ২৬৪ ; আল-বকরী : ২৯।*

[৩৯৫] . *মুনজিদ : ১২১৯ : আল-"ইকদুল ফরীদ : ২/১৯৩ ; আল-মুনজিদ : ১০০৬।*

[৩৯৬] . *তয়মর : ৩১৩ : শুকরী : ৬৩ : শুকয়র : ১০১*

[৩৯৭] . *আল- মুনজিদ : ৯৭৪ : মুনজিদ : ১১৬৪ : আব্দুর রহমান কাশগরী : আল-হাদীকা, ঢাকা, তা.বি. "বা" অধ্যায়।*

Dhaka University Institutional Repository

১১.আরবী ঃ عي صامت خير من عي ناطق : দুর্বল বক্তার চাইতে দুর্বল চুপকারী উত্তম।[৩৯৯]

১২.আরবী ঃ الصمت يكسب أهله المحبة : চুপ থাকলে পরিবারে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।[৪০০]

১৩.আরবীঃ إن يكون الصمت من ذهب فما أغني الخرسان: চুপ থাকা স্বর্ণের মত মূল্যবান হলেও বোবা ধনী হতো না।[৪০১]

১৪.আরবীঃ إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب : কথার মূল্য যদি রৌপ্য হয় তাহলে চুপ থাকার মূল্য হবে স্বর্ণ।[৪০২]

১৫.আরবী ঃ خير الخلال حفظ اللسان : উত্তম চরিত্র হলো রসনা সংযত করা।[৪০৩]

১৬.আরবী ঃ سلامة الإنسان في حفظ اللسان : মানুষের নিরাপত্তা, রসনা সংযতে।[৪০৪]

১৭.আরবী ঃ رب سكوت أبلغ من كلام : কথা বলার চাইতে অধিকক্ষণ চুপ থাকা উত্তম।[৪০৫]

১৮.আরবীঃالندم علي السكوت خير من الندم علي السكوت : কথা বলে লজ্জা পাওয়ার চাইতে না বলে লজ্জা পাওয়া উত্তম।[৪০৬]

২০.বাংলা ঃ কথার নাম মধুবাণী, যদি কথা কইতে জানি।[৪০৭]

২১. বাংলা ঃ বাতে হাতির পায়, বাতে হাতি পায়।[৪০৮]

২২. বাংলা ঃ বচনে জগৎ তুষ্ট, বচনে জগৎ রুষ্ট।[৪০৯]

২৩.বাংলা ঃ মুখের কথা, হাতের ঠিল ছাড়লে ফেরেনা।[৪১০]

২৪. বাংলা ঃ কথার ঘা সয়না, হাতের ঘা সয়।[৪১১]

---

৩৯৮. ময়দানী : ১/৪০২ ; জামহারা : ১ /৫৬৯ ; আল-মুস্তাক্সা : ১/৩২৮ ; আল-বকরী : ৩০ ; আল-ইকদুল ফরীদ : ২/১৯৩ : ইবন সাল্লাম :৪৪।

৩৯৯. ময়দানী : ২/২৯ : আল-মুস্তাক্সা : ২/১৭৫ ; ইবন সাল্লাম : ৪৪ ; আল-ইকদুল ফরীদ : ২/১৯৪ ; ইবন সাল্লাম :৪৩ : আল-বকরী : ২৯।

৪০০. ময়দানী : ১/৪০২ : আল-ইকদুল ফরীদ : ২/১৯৪ ; ইবন সাল্লাম : ৪৩ ; আল-বকরী : ২৯।

৪০১. মীখাইল নূ'আয়মা:

৪০২. আল-মাত্তরিদ : ৮১।

৪০৩. প্রাগুক্ত ঃ ময়দানী : ১/২৪২; আল-মুস্তাক্সা: ২/৯৯: মু'জামুল আমছাল :২/৭৭।

৪০৪. প্রাগুক্ত।

৪০৫. আল-মুনজিদ :৯৯১: মুনজিদ :১১৯৪।

৪০৬. ময়দানী : ২/৩৪৬: আল-মুস্তাক্সা : ১/৩৫৩: ইবন সাল্লাম : আল-ইকদুল করীদ: ২/১৯৪।

৪০৭. সুশীল কুমার ভট্টাচার্য ঃ উত্তর বঙ্গের লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ঃ ৬০ ; বিশ্বের প্রবাদ ঃ ২২০ ; বাংলা প্রবাদ ঃ ৩৭।

৪০৮. লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি ঃ ৬০ ; বাংলার প্রবাদ ঃ ৩৬।

৪০৯. পাঠান ঃ ৩৩৭।

৪১০. প্রবাদমালা ঃ ২/৩৯।

৪১১. বিশ্বের প্রবাদ ঃ ২১৯ ; বাংলার প্রবাদ ঃ ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

২৫. বাংলা ঃ কথার গুণে বার্তা নষ্ট ।[৪১২]

২৬. বাংলা ঃ কথার গুণে তরি, কথার দোষে মরি ।[৪১৩]

২৭. বাংলা ঃ বাঁশ মরে ফুলে, মানুষ মরে বোলে ।[৪১৪]

২৮. বাংলা ঃ নিরবের শত্রু নাই ।[৪১৫]

২৯. বাংলা ঃ কথা কয় যেই, কাদায় পড়ে সেই ।[৪১৬]

৩০. বাংলা ঃ ঘন কথায় খেতা আরায় (হারায়) ।[৪১৭]

৩১. বাংলা ঃ গাছের শত্রু লতা, প্রানের শত্রু কথা ।[৪১৮]

৩২. বাংলা ঃ না কথার বালাই নাই ।[৪১৯]

৩৩. ইংরেজী ঃ Speech is silver, but silence is gold.[৪২০]

৩৪. ইংরেজী ঃ First virtue is to keepe tounge.[৪২১]

৩৫. ইংরেজী ঃ Silence gives consent.[৪২২]

৩৬. ইংরেজী ঃ Speech is index of mind.[৪২৩]

৩৭. Hausa : God protect us from the tale-bearer.[৪২৪]

৩৮. Tetela : The tounge will never get tired even when the teeth fall out.[৪২৫]

৩৯. স্পেনীয় ঃ এক বালতি জলের চেয়ে, একটা মিষ্টি কথায় অধিক নির্বান করে ।[৪২৬]

৪০. বাগদাদি ঃ রসনার অগ্রভাগ চিনি দিয়ে মোড়া ।[৪২৭]

৪১. আর্মেনিয় ঃ মুখের কথায় হৃদয় থেকে কাঁটা বার করে আনে ।[৪২৮]

---

[৪১২]. *সুবল ঃ ৩৬ ; নূতন ঃ ১৫৪৫ ; সরল ঃ ১৩২০, হাবীব ঃ ১৪৩ ।*

[৪১৩]. *বাংলার প্রবাদ ঃ ৩৭ ।*

[৪১৪]. *ঢাকা ঃ পাঠান ঃ ৩৭৫ ।*

[৪১৫]. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ২/২২ ।*

[৪১৬]. *ঢাকা ; পাঠান ঃ ৩৭৫ ।*

[৪১৭]. *ঢাকা ঃ প্রাগুক্ত ।*

[৪১৮]. *রাজশাহী . প্রাগুক্ত ।*

[৪১৯]. *সুবর ঃ ৯৪ ।*

[৪২০]. *আল-মাওরিদ ঃ ৮০ . সুবল ঃ ৯৪ ; Wordsworth - 594.*

[৪২১]. *আল-মাওরিদ ঃ ৮১ ।*

[৪২২]. *প্রাগুক্ত ।*

[৪২৩]. *Wordsworth - 594.*

[৪২৪]. *Knappert : 56.*

[৪২৫]. *Ibid-57.*

[৪২৬]. *প্রবাদমালা ঃ ২/৮ ।*

[৪২৭]. *প্রাগুক্ত ঃ ২/২৫ ।*

[৪২৮]. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ৯৩ ।*

Dhaka University Institutional Repository

৪২. আইরিশ ঃ কথা কওয়াই সব দুঃখের দাওয়াই।[৪২৯]

৪৩. ফারসী ঃ লাঠি যেখানে হার মানে, মিষ্টি কথায় সেখানে কাজ হয়।[৪৩০]

৪৪. ফারসী ঃ মুদিত মুখে মাছি প্রবেশ করতে পারেনা।[৪৩১]

৪৫. রুশ ঃ একটি মধুর কথা যেন বসন্তের একটি মধুর দিন।[৪৩২]

৪৬. বুলগেরিয়ান ঃ ভালো কথা সোনার চাবি।[৪৩৩]

৪৭. বুলগেরিয়ান ঃ মধুর কথায় লোহার দরজাও খুলে যায়।[৪৩৪]

৪৮. হিন্দী ঃ হাতীর পিঠে জিভই চাপা, জিভই আবার মন্ডু খসায়।[৪৩৫]

৪৯. উর্দু ঃ দিতেনা প্যারলে চিনি। কথায় থাকে যেন চিনি।[৪৩৬]

৫০. চীনা ঃ অনেক কথায় অনেক ভুল হয়।[৪৩৭]

৫১. তামিল ঃ মুখ ফস্কানো পা ফস্কানোর চেয়েও বেশী বিপদের।[৪৩৮]

৫২. ইটালী ঃ চুপ থাকার জন্য কাউকে অনুতাপ করতে হয় না, কিন্তু একটি কথার জন্য অনেক অনুতাপ করতে হয়।[৪৩৯]

৫৩. হিন্দী ঃ কথার দাম এক টাকা। চুপ থাকার দাম দু'টাকা।[৪৪০]

৫৪. হিব্রু ঃ ঠিক সময়ের কথাটির দাম এক টাকা। ঠিক সময়ে চুপ থাকার দাম দু'টাকা।[৪৪১]

৫৫. স্পেনীয় ঃ ছুরীর মার মিটে কিন্তু জিহবার মার মিটে না।[৪৪২]

৫৬. চীন ঃ কথাটি মুখের বাহির হলে অক্ষৌহিণী সেনা দ্বারা ফেরেনা।[৪৪৩]

৫৭. রুস ঃ কথা চড়ুই পাখির ন্যায় উড়ে গেলে আর ধরা যায় না।[৪৪৪]

৫৮. বাগদাদি ঃ উনুন বন্ধ করা যায় কিন্তু পরের মুখ বন্ধ করা যায় না।[৪৪৫]

---

[৪২৯]. *প্রাগুক্ত ঃ ১১৮।*

[৪৩০]. *প্রাগুক্ত ঃ ১২৬।*

[৪৩১]. *প্রবাদমালা ঃ ২/২২।*

[৪৩২]. *প্রাগুক্ত ঃ ১৯২।*

[৪৩৩]. *প্রাগুক্ত ঃ ২০৮।*

[৪৩৪]. *প্রাগুক্ত।*

[৪৩৫]. *প্রাগুক্ত ঃ ২৩৫।*

[৪৩৬]. *প্রাগুক্ত ঃ ২৪৩।*

[৪৩৭]. *প্রাগুক্ত ঃ ৩৭।*

[৪৩৮]. *প্রাগুক্ত ঃ ২৬৭।*

[৪৩৯]. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ১৫৭।*

[৪৪০]. *প্রাগুক্ত ঃ ২৩৫।*

[৪৪১]. *প্রাগুক্ত ঃ ৭৭।*

[৪৪২]. *প্রবাদমালা ঃ ২/৯।*

[৪৪৩]. *প্রাগুক্ত ঃ ২/৩৯।*

[৪৪৪]. *প্রাগুক্ত ঃ ২/৫৩।*

Dhaka University Institutional Repository

৫৯. পশতু ঃ তলোয়ারের ঘা ভালো হয়, কথার ঘা শুকায় না ।[৪৪৬]

৬০. ফার্সী ঃ নগরের দরজা বন্ধ করা যায়, মানুষের মুখ বন্ধ করা যায় না ।[৪৪৭]

৬১. তুর্কী ঃ জিভের হাড় নেই তবুও কাটে ভাই ।[৪৪৮]

৬২. তুর্কী ঃ ছুরির চেয়ে বেশী খুন করতে পারে জিভ ।[৪৪৯]

৬৩. ইদ্দিশ ঃ ভুলে যাওয়া যায় হাতের মারটা মনে গেঁথে থাকে কথার কাঁটা ।[৪৫০]

৬৪. বুলগেরিয়ান ঃ কথা তীর না হলেও বুকে বাঁধে ।[৪৫১]

৬৫. সংস্কৃত ঃ মৌনিন ঃ কলহো নাস্তি ।[৪৫২] (মৌন ব্যাক্তির কাহারো সাথে কলহ হয় না ।)

১৮. কপটতা

এ পৃথিবীতে এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা কেতা দুস্তর হয়ে চলাফেরা করে কিন্তু এদের ভিতরে সব সময় একটা দুরভিসন্ধি লুকিয়ে থাকে। এদর মুখে থাকে মধু কিন্তু ভিতরে থাকে বিষ। এরা মানুষকে সহজেই পটকিয়ে সুযোগ মত ঘাড় মটকিয়ে ফেলে। এ ধরনের কপটদের চরিত্র প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন ভাষার নিম্নের প্রবাদগুলোতে ।

১. আরবী ঃ فـــــم تـسبـح و يـد تذبـح : মুখে তসবীহ জপে আর হাতে যবাই করে ।[৪৫৩]

২. আরবী ঃ زي العقـــــربة يقرس و يلبـد : বিচ্ছুর মত একবার আঘাত করে আবার দংশন করে ।[৪৫৪]

৩. আরবী ঃ كل رأس مطاطية تحتها ألف بلية : প্রত্যেক অবনত মস্তকে হাজারো বিপদ লুকায়িত থাকে ।[৪৫৫]

৪. বাংলা ঃ হরি হরিও বলে, পটলও তোলে ।[৪৫৬]

৫. বাংলা ঃ মুখে হরি বলি হাতে কাজ করি । [৪৫৭]

৬. বাংলা ঃ মন মে শেখ ফরীদ, বগলে মে ইট । [৪৫৮]

---

[৪৪৫] *প্রাগুক্ত ঃ ২/২৪ ।*

[৪৪৬] . *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ৪৬ ।*

[৪৪৭] . *প্রাগুক্ত ঃ ৫৫ ।*

[৪৪৮] . *প্রাগুক্ত ঃ ৮৬ ।*

[৪৪৯] . *প্রাগুক্ত ।*

[৪৫০] . *প্রাগুক্ত ঃ প্রাগুক্ত ঃ ৫০ ।*

[৪৫১] . *প্রাগুক্ত ঃ ২০৯ ।*

[৪৫২] . *সরল ঃ ১৩০৩ ।*

[৪৫৩] . *মুনজিদ ঃ ১২১২, মুজামুল আমছাল ঃ ২/৩৩১ ; Burckharalt. No 472, ময়দানী ঃ ২/৯০ ।*

[৪৫৪] . *কিনদীল ঃ ৫৫, তয়মুর ঃ ১৮০; বাজুরী ঃ ৬০ ; নাউম শুকয়র ঃ ৮৫ ।*

[৪৫৫] . *তয়মুর ঃ ৩১৯ : বাজুরী ঃ ১২৮ : শুকয়র ঃ ১০১ : কিনদীল ঃ ৭৩ ।*

[৪৫৬] . *যশোর . পাঠান ঃ ২৪৫ ।*

[৪৫৭] . *ভট্টাচার্য, ৪৭৪ ।*

[৪৫৮] . *মর্টনঃ ৬৬ ।*

Dhaka University Institutional Repository

৭. বাংলা ঃ মুখে শেখ ফরীদ, বগলে ইট। [৪৫৯]

৮. বাংলা ঃ মুখে এক, কাজে আর, বুঝতে নাহি ছোকরার ধার। [৪৬০]

৯. বাংলা ঃ কপট প্রেমে লুকোচুরি, মুখে মধু প্রাণে ছুরি। [৪৬১]

১০. বাংলা ঃ বাহিরেতে লেপা পোছা দুধের মত সাদা। ভেতরে চোদ্দ কোটি শয়তানের দাদা। [৪৬২]

১১. বাংলা ঃ বাহিরে হাসি খুশি, অন্তরে গরল-রাশী। [৪৬৩]

১২. বাংলা ঃ জর কাটে তলে তলে উপরে পানি ঢালে। মনে কালি মুখে মিলি। [৪৬৪]

১৩. বাংলা ঃ মুখে খুব মিঠে, নিমনিষিন্দে পেটে। [৪৬৫]

১৪. বাংলা ঃ এক চোখে কান্না এক চোখে হাসি। [৪৬৬]

১৫. বাংলা ঃ ঘোমটার নীচে খেমটা নাচ। [৪৬৭]

১৬. বাংলা ঃ [৪৬৮]

১৭. চাকমা ঃ সাঙদা ভিদির কঙদা। [৪৬৯]

১৮. ইংরেজী ঃ An angeles face with a hart of gall. [470]

১৯. ইংরেজী ঃ A serpent under the flower. [471]

২০. ইংরেজী ঃ Conquetry under the guise of modesty. [472]

২১. ইংরেজী ঃ Dalliance with an air of innocence. [473]

২২. উর্দু ঃ بغل مين چهري منه مين رام رام বগলে ছুরি আর মুখে রাম রাম। [৪৭৪]

২৩. উর্দু ঃ গলায় মালা বুকে সাপ। [৪৭৫]

---

৪৫৯. *আজমী - ২৮; পাঠান-২৪৪।*

৪৬০. *প্রগুক্ত পৃ. ২৪৫।*

৪৬১. *নতুনঃ ১৫৪৫।*

৪৬২. *প্রাগুক্ত।*

৪৬৩. *প্রাগুক্তঃ ২৫০।*

৪৬৪. *প্রাগুক্তঃ ২৫৩।*

৪৬৫. *বিশেষ প্রবাদঃ ২২১।*

৪৬৬. *প্রবাদমালাঃ ৩/১৯।*

৪৬৭. *বাংলা প্রবাদে নারীমন- ৯৮।*

৪৬৮. *বাংলা প্রবাদঃ ১৪৬: হাবীব, ৩৬১।*

৪৬৯. *বাংলা প্রবাদে নারীমনঃ ৯৮।*

৪৭০. *Dev: 936.*

৪৭১. *Ibid*

৪৭২. *Ibid: 929 .*

৪৭৩. *Ibid.*

৪৭৪. *আগাসকার ঃ ২৭৩।*

Dhaka University Institutional Repository

২৪. হিন্দী ঃ রামরাম মুখে, ছুরী রেখে বুকে। [৪৭৬]

২৫. জাপানী ঃ চতুর বাজ পাখি তার নখ লুকিয়ে রাখে। [৪৭৭]

২৬. পশতু ঃ হাতে কোরান, চোখ কিন্তু গরুটির দিকে । [৪৭৮]

২৭. মালয়ী ঃ বাইরে দেবী, ভেতরে ডাইনী। [৪৭৯]

২৮. মালয়ী ঃ বাঘ লুকিয়ে রাখে নখ।[৪৮০]

২৯. আর্মেনিয় ঃ একহাতে সে মুরগীটাকে খাওয়ায় আর এক হাতে তার ডিমটা চুরী করে। [৪৮১]

৩০. আইরিশ ঃ গালে টোল, বুকে শয়তান।[৪৮২]

৩১. দ্রাবিড় ঃ একহাতে প্রহার অন্য হাতে আলিঙ্গন।[৪৮৩]

৩২. কাশ্মীরী ঃ গালে চুমু, গলায় ছুরি।[৪৮৪]

৩৩. তামিল ঃ এদিকে মিথ্যের ঝুড়ি, ওদিকে মন্দির গড়ে দেয়।[৪৮৫]

৩৪. কানাড়ী ঃ হাতে নমস্কার, বগলের তলায় ছুরি।[৪৮৬]

৩৫. Buganda : Some people are like ants , they look insignificant but they have a nasty sting.[৪৮৭]

১৯. কর্মফল

পৃথিবীটা প্রতিদানের স্থান। এখানে যে যেমন কাজ করবে সে তার কাজ অনুয়ায়ী ফল পাবে। এটাই পৃথিবীর নিয়ম। ভালো কাজের ফল ভালোই হয়ে থাকে। আর খারাপ কাজের প্রতিফল সাধারনতঃ খারাপই হয়ে থাকে। এ বিবরটিই প্রতিভাত হয়েছে নিম্নের প্রবাদগুলোতে।

২. আরবী ঃ كـــما تـديـن تـدان : তুমি যেমন ঋণ দেবে তুমিও তেমনি পাবে।[৪৮৮]

---

৪৭৫. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ২৪৪*

৪৭৬. *প্রবাদমালা ঃ ২/৪৫।*

৪৭৭. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ৭।*

৪৭৮. *প্রাগুক্ত ঃ ৪৬।*

৪৭৯. *প্রাগুক্ত ঃ ২৫।*

৪৮০. *প্রাগুক্ত ঃ ২৯১।*

৪৮১. *প্রাগুক্ত ঃ ৯৪।*

৪৮২. *প্রাগুক্ত ঃ ১২০।*

৪৮৩. *প্রবাদ মালা ঃ ২/৩২।*

৪৮৪. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ২৬১।*

৪৮৫. *প্রাগুক্ত ঃ ২৬৯।*

৪৮৬. *প্রাগুক্ত ঃ ২৭৮।*

৪৮৭. *Knappert P.39.*

Dhaka University Institutional Repository

২. আরবী ঃ كـما تـزرع تـحـصد : যেমন আবাদ করবে তেমন ফসল কাটবে।[৪৮৯]

৩. আরবী ঃ من لاحاك فقد عاداك : যে অপরকে গালি দিবে সে গালি তার উপরেই পতিত হবে।[৪৯০]

৪. আরবী ঃ من نجل الناس نجلوه : যে অপরকে দোষারোপ করবে অন্যরাও তাকে দোষারোপ করবে।[৪৯১]

৫. বাংলা ঃ ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।[৪৯২]

৬. বাংলা ঃ ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।[৪৯৩]

৭. ইংরেজী ঃ As you sow, so you reap.[494]

৮. ইংরেজী ঃ As you brew, so you druk.[495]

৯. ইংরেজী ঃ As you make your bed so you must lie on it.[496]

১০. উর্দূ ঃ جیسا کروگے ویسا بھروگے : যেমন আবাদ করবে তেমন গোলা ভরবে।[৪৯৭]

২০. কলুর বলদ

এ পৃথিবীতে এক শ্রেনীর লোক আছে যারা শুধু ভোগ করে। আরেক শ্রেনীর লোক আছে যারা শুধু খেটে মরে তারা কোনদিন এর ফল ভোগ করতে পারেনা। নিম্নের বিভিন্ন ভাষার প্রবাদগুলোতে এ বিষয়টিই উল্লেখিত হয়েছে।

১. আরবী ঃ زي الإبرة تكسي الناس و هي عريانه : সূচ অনেককেই কাপড় পরিধান করায় কিন্তু সে সর্বদা নগ্ন থাকে।[৪৯৮]

২. আরবীঃ مثل الإبرة تكسي الناس وهي عريانه : সূচের মত, যে অনেককেই কাপড় পরায় কিন্তু নিজেই উলঙ্গ থাকে (নজদ)।[৪৯৯]

---

৪৮৮ . *জামহারা ঃ ২/১৩৬ ; ময়দানী ঃ ২/১৫৫,১৬২ ; আলমুনজিদ ঃ ৯৮৬. মুনজিদ ঃ ১১৮৫ : আল-মুসতাকসা ঃ ২/২৩১ ; মুজামুল আমছাল ঃ ২/২৫১।*

৪৮৯ . *ময়দানী ঃ ২/১৬২ আল মুনজিদ ঃ ৯৯০ ; মুনজিদ ঃ ১২৯২।*

৪৯০ . *ময়দানী ঃ ২/৩১২ ; জামহারা ঃ ২/২৩০ ; আল মুস্তাকসা ঃ ২/৩৫৯ : ইবন সাল্লাম ঃ ৭৯।*

৪৯১ . *ময়দানী ঃ ২/৩০৯ ; আল-মুসতাকসা ঃ ২/৩৬০ ; আল-বকরী ঃ ১০২ ; ইবন সাল্লাম ঃ ৭৯০।*

৪৯২ . *নূতন ঃ ১৫৩৯ ; সুবল ঃ ২৫।*

৪৯৩ . *সুবল ঃ ৭৬।*

৪৯৪ . *Sanfhis . P-14.*

৪৯৫ . *Dev. P-938.*

৪৯৬ . *Ibid.*

৪৯৭ . *সাঈদী ঃ ১৩৪০।*

৪৯৮ . *কিনদীল ঃ ৫৩ ; আল-মুস্তাতরফ ঃ ১/৪৬; বাজুরী ঃ ৯৩ ; তয়মূর ঃ ১১২*

Dhaka University Institutional Repository

৩. আরবী ঃ ايسود احواسو و ايبيض حواس النـاس : সূচ নিজে উলঙ্গ থাকে কিন্তু অন্য মানুষকে কাপড় পরায় (মুসিল) ।[৫০০]

৪. আরবী ঃ كالإبــــــرة تكسي الناس و هي عريانه : সূচের মতে যে অন্য লোককে কাপড় পরায় কিন্তু নিজে উলঙ্গ থাকে (আলজিরিয়া ও মরক্কো) ।[৫০১]

৫. আরবী ঃ تـــــجري يامشكاح للي قاعد مرتاح : শ্রমিকরা শ্রমদিয়ে যা উপার্জন করে মহাজনরা তা আরামে ভোগ করে ।[৫০২]

৬. আরবী ঃ ايكـــــــد ابو كلاش يأكل ابو جزمه : মুর্খ পেশাদার পরিশ্রম করে আর জ্ঞানীরা বসে বসে খায় (মুসিল) ।[৫০৩]

৭. আরবী ঃ اجـــــري يا مشكاح للي قاعد مرتاح : হে শ্রমিক ঃ তোমরা সুখিদের জন্যে পরিশ্রম করো ।[৫০৪]

৮. বাংলা ঃ ছাগলে বিয়ায় শিয়ালে খায় ।[৫০৫]

৯. বাংলা ঃ কাকে করে বাসা কোকিলে করে বাস ।[৫০৬]

১০. বাংলা ঃ বেঁজি গর্ত করে সাপ বাসা করে ।[৫০৭]

১১. বাংলা ঃ উদে মাছ ধরে, খটাশে তিন ভাগ করে ।[৫০৮]

১২. বাংলা ঃ ইঁদুর গর্ত খুড়ে মরে সাপ এসে দখল করে ।[৫০৯]

১৩. বাংলা ঃ কেউ ভেনে কুটে মরে, কেউ ফুঁদিয়া গাল ভরে ।[৫১০]

১৪. ইংরেজী ঃ One beats the bush another catches the bird.[৫১১]

১৫. ইংজেরী ঃ Foxes dig not their holes.[৫১২]

১৬. ইংজেরী ঃ The blood of the soldier makes glory of the general.[৫১৩]

---

[৪৯৯] . *আরব আবুদী ঃ ৩০০ ; নাউম শুকয়র ঃ ৪৫ ; জুহায়মান ঃ ৩/৭০ ।*

[৫০০] . *হুযালী ঃ ১/৪৫ ; শুকরী ঃ ৪০ ;*

[৫০১] . *ইবন শনব ঃ ২/১৫৩. Burkhordt.No-563.*

[৫০২] . *কিনদীল ঃ ৫৩ ।*

[৫০৩] . *হুযালী ঃ ১/৫৮ ;*

[৫০৪] . *শুকরী ঃ ১ ।*

[৫০৫] . *হাবীব ঃ ৮২*

[৫০৬] . *প্রাগুক্ত ।*

[৫০৭] . *প্রাগুক্ত ।*

[৫০৮] . *সুবল ঃ ২৮ ; নূতন ঃ ১৫৪০; সরল ঃ ১৩১৫, বাংলা প্রবাদ ঃ ২৩ ।*

[৫০৯] . *নূতন ঃ ১৫৩৯ ; হাবীব ঃ /৮২ ।*

[৫১০] . *মর্টন ঃ ৯৩ ।*

[৫১১] . *Dev:933*

[৫১২] . *Ibid.*

Dhaka University Institutional Repository

১৭. ইংজেরী ঃ One soweth, another reapeth.[৫১৪]

১৮. ইংজেরী ঃ The chicken is the countrys but the city eats.[৫১৫]

১৯. ইংজেরী ঃ A fish mongers, wife many feed a conger, but a serning mans wife may starve from hunger.[৫১৬]

২০. ওলন্দাজ ঃ গাধা দানা বয়ে মরে, ঘোড়াতে আহার করে।[৫১৭]

২১. ফরাসী ঃ সে ঝাড়ে বন, অন্যে ধরে পাখী।[৫১৮]

২২. দ্রাবিড় ঃ ইন্দুর গর্ত খুঁড়ে মরে। সাপে তাহা দখল করে।[৫১৯]

২৩. চীনা ঃ চাষ করে বলদ জোড়া।যতেক ফসল খায় ঘোড়া।[৫২০]

২৪. মালয়ী ঃ একজন খায় কাঁঠাল। আরেকজনের হাত হয় আঠাল।[৫২১]

২৫. ফার্সী ঃ গাধা মরে খেটে, ঘোড়া খায় ঘাস।[৫২২]

২৬. তুর্কি ঃ কর্তারা ফুর্তি করে আর চাকররা মরে।[৫২৩]

২৭. স্প্যানিস ঃ গরুটি খেটে মরে চাষিটি নাম কেনে।[৫২৪]

২৮. রুস ঃ ভালুকটা নাচে আর বেদেটা টাকা পায়।[৫২৫]

২৯. Liberia : The worker is out in the sunshine, the owner sits in the shade.[৫২৬]

৩০. Ubria: The servant took a big handful of food ; the dog barked loudly.[৫২৭]

---

৫১৩. *Ibid.*

৫১৪. *Ibid.*

৫১৫. *Ibid.*

৫১৬. *Ibid.*

৫১৭. *প্রবাদ মালাঃ ১/১২*

৫১৮. *প্রাগুক্ত ঃ ২/২৩।*

৫১৯. *প্রাগুক্ত ঃ ৩১।*

৫২০. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ২২।*

৫২১. *প্রাগুক্ত ঃ ২৮।*

৫২২. *প্রাগুক্ত ঃ ৫৪।*

৫২৩. *প্রাগুক্ত ঃ ৮৯।*

৫২৪. *প্রাগুক্ত ঃ ১৬৪।*

৫২৫. *প্রাগুক্ত ঃ ১৯৪।*

৫২৬. *Knappert. P.41*

৫২৭. *Ibid.*

Dhaka University Institutional Repository

২১. কষ্ট

জীবনে সাফল্য অর্জন করতে হলে কষ্ট স্বীকার করতে হয়। ঐকান্তিক যত্ন বা সাধনা না করলে সিদ্ধিলাভ হয় না। এ সত্যটি প্রতিভাত হয়েছে নিচের প্রবাদগুলোতে।

১. আরবী ঃ من لم يركب الأهوال لم ينال الآمال : যে বিপদের স্কন্ধে আরোহন করেনা সে ঈপ্সিত বস্তু লাভ করতে পারেনা।[৫২৮]

৩. আরবী ঃ من تعب استراح : যে কষ্ট করে সে আরামে থাকে।[৫২৯]

৪. আরবী ঃ من الشوكة تخرج الورد : কাঁটা গাছেই গোলাপ ফুটে।[৫৩০]

৫. আরবী ঃ تراب العمل ولازعفران البطالة : অলসতার জাফরানের চাইতে পরিশ্রমের মাটি উত্তম।[৫৩১]

৫. আরবী ঃ التدبير نصف المعيشة : প্রচেষ্টা অর্ধেক জীবিকা।[৫৩২]

৬. বাংলা ঃ আগুন পোহাতে গেলে ধোঁয়া সইতে হয়।[৫৩৩]

৭. বাংলা ঃ কষ্ট ছাড়া কেষ্ট মেলেনা।[৫৩৪]

৮. বাংলা ঃ কষ্ট বই ইষ্ট নাই।[৫৩৫]

৯. বাংলা ঃ কাটা বিনা কমল নাই।[৫৩৬]

১০. বাংলা ঃ কষ্ট বিনা কৃষ্ট মিলেনা।[৫৩৭]

১১. বাংলা ঃ পরিশ্রম সৌভাগ্যের মূল।[৫৩৮]

১২. বাংলা ঃ পরিতে হইবে শাঁখা, তবে কেন মুখ বাঁকাঃ[৫৩৯]

১৩. বাংলা ঃ যতন না হলে নাহি মিলায় রতন।[৫৪০]

১৪. বাংলা ঃ শাঁখা পরতে হলে মুখ বাঁকা করলে চলবেনা।[৫৪১]

---

[৫২৮]. *মুনজিদ ঃ ১১৯০ : আল-মুনজিদ ঃ ৯৮৯।*

[৫২৯]. *Burckhardt: No 669*

[৫৩০]. *মুনজিদ ঃ ১২০১ : আল-মুনজিদ ঃ ৯৯৫।*

[৫৩১]. *কিনদীল ঃ ১৩৫।*

[৫৩২]. *প্রাগুক্ত ঃ ২১২।*

[৫৩৩]. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ২১৯।*

[৫৩৪]. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ২১৯ ; নূতন ঃ ১৫৪৫ : বাংলা প্রবাদ ঃ ৪০।*

[৫৩৫]. *সুবল ঃ ৩৮ ; বাংলা প্রবাদ ঃ ৪০।*

[৫৩৬]. *নূতন-১৫৪৫ : সরল ; ১৩১৯ :*

[৫৩৭]. *সুবল ঃ ৩৮।*

[৫৩৮]. *দেবঃ ৯৩৩।*

[৫৩৯]. *নূতন ঃ ১৫৬৬।*

[৫৪০]. *প্রাগুক্ত ঃ ১৫৭৮।*

Dhaka University Institutional Repository

১৫. বাংলা ঃ চাকের মধু কি ইষ্ট হইত, মৌমাছির খোঁচা যদি না রইত ?[৫৪২]

১৬. ইংরেজী ঃ No pains no gains.[৫৪৩]

১৭. ইংরেজী ঃ No rose without a thron.[৫৪৪]

১৮. No sweat no sweet.[৫৪৫]

১৯. No cross. no crown.[৫৪৬]

২০. Dilegence is the mother of good luck.[৫৪৭]

২১. No gains without pains.[৫৪৮]

২২. Without pains no gains.[৫৪৯]

২৩. Nothing venture, nothing have.[৫৫০]

২৪. Zaire : No profit without travelling.[৫৫১]

২৫. Sudan : Do you want to harvest corn without cultivating corn.[৫৫২]

২৬. Ethiopia : If you work like a slave you will eat like a king.[৫৫৩]

২৭. Zambia : If you want to get rid of the flies throw the bad meat away.[৫৫৪]

২৮. Angola : When you want sell a cow you have to leave home.[৫৫৫]

২৯. Moltese : He who works hardast ea ts least.[৫৫৬]

৩০. সংস্কৃত ঃ নহি সুখং দুঃখৈ বিনা লভ্যতে ।[৫৫৭]

---

৫৪২. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ২১৯ ।*

৫৪৩. *হাবীব ঃ ১৯১ ।*

৫৪৪. *Dev. 926 : সুবল.৩৮*

৫৪৫. *santhi: ৮৫.*

৫৪৬. *Dev: 926*

৫৪৭. *Ibid.*

৫৪৮. *Ibid.933.*

৫৪৯. *Wordsworth. P.242.*

৫৫০. *Ibid.*

৫৫১. *Dev-930*

৫৫২. *Knoappert.P. 18.*

৫৫৩. *Ibid. P.20.*

৫৫৪. *Ibid.*

৫৫৫. *Ibid.*

৫৫৬. *Ibid. P. 18.*

৫৫৭. *Paul lunde.P.157.*

৫৫৮. *সুবল ৩৮ ।*

Dhaka University Institutional Repository

৩১. সর্ব্বিয়র ঃ যে ব্যক্তি আগুন পোহাবে, তাকে প্রথমে ধোঁয়া সহিতেও হবে।[৫৫৮]

৩২. ফার্সী ঃ কিন্তু কষ্ট না করলে মেলেনা রত্ন।[৫৫৯]

৩৩. ফার্সী ঃ ঝিনুকটা চেষ্টা করেছিল। তাই পেটে মুক্তা হয়েছিল।[৫৬০]

৩৪. ফার্সী ঃ ময়ূর পেতে চাও ? ভারত বর্ষে যাবার জন্যে তৈরী হও।[৫৬১]

৩৫. ফার্সী ঃ গোলাপ চাই যদি তোর। চলবেনা কাঁটার অনাদর।[৫৬২]

৩৬. ফার্সী ঃ যেখানে গোলাপ সেখানে কাঁটাঃ যেখানে সম্পদ সেখানে সাপ।[৫৬৩]

৩৭. হিব্রু ঃ যেমন যত্ন তেমন রত্ন।[৫৬৪]

৩৮. তুর্কি ঃ ফুলের বিছানায় শুয়ে জ্ঞান অর্জন করা যায়না।[৫৬৫]

৩৯. ফরাসী ঃ বাদাম খেতে হলে খোলাটা ভাঙতেই হবে,[৫৬৬]

৪০. উর্দূ ঃ ডিম পেতে চাইতে মুরগীর ডাক সইতেই হবে।[৫৬৭]

৪১. মারাঠী ঃ দুঃখ সইলে তবেই আনন্দ আসবে।[৫৬৮]

৪২. পাঞ্জাবী ঃ দাসের মত খাটে যে । রাজার মতো খায় সে।[৫৬৯]

২২. কাজের গুরুত্ব

মানুষের জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত। জীবনের এ স্বল্প পরিসরে যতটুকু কাজ করা যায় তাই লাভ। তাই প্রাত্যহিক জীবনের সম্ভাব্য সকল কাজ সম্পাদন করা কর্তব্য। অলসতা বশতঃ আজকের কাজটি আগামী দিনের জন্যে ফেলে রাখা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাহলে প্রতিদিন একটি করে কাজ জমে পর্বত সম হবে যা কোনদিন সম্পাদন সম্ভব নয়। এদিকেই ইঙ্গিত করছে নিম্নের প্রবাদগুলো ঃ

১. আরবী ঃ لاتـؤخـر عمـل اليـوم لغـد : আজকের কাজ আগামী দিনের জন্যে ফেলে রেখোনা।[৫৭০]

---

৫৫৮. *প্রবাদমালা ঃ ৪৩।*

৫৫৯. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ৫১।*

৫৬০. *প্রাগুক্ত।*

৫৬১. *প্রাগুক্ত।*

৫৬২. *প্রাগুক্ত*

৫৬৩. *প্রাগুক্ত ঃ ৬০।*

৫৬৪. *প্রাগুক্ত ঃ ৭৫।*

৫৬৫. *প্রাগুক্ত ঃ ৮৪।*

৫৬৬. *প্রাগুক্ত ঃ ১২৫।*

৫৬৭. *প্রাগুক্ত ঃ ২৪২।*

৫৬৮. *প্রাগুক্ত ঃ ২৪৯।*

৫৬৯. *প্রাগুক্ত ঃ ২৫৬।*

৫৭০. *মুনজিদ ঃ ১১৫৭ ; Burckhardt.No-597.*

Dhaka University Institutional Repository

২. আরবী ঃ لاتـوجل عمل اليوم إلـي غـد ঃ আজকের কাজ আগামী দিনের জন্যে দেরী করোনা।[৫৭১]

৩. বাংলা ঃ আজ করতে পারো যা কালকের তরে রেখোনা তা।[৫৭২]

৪. ইংরেজী ঃ Dont leave for tomorrow, what you have to do today.[৫৭৩]

৫. ইংরেজী ঃ Never put off till tomorrow what can be done to day.[৫৭৪]

৬. ইংরেজী ঃ Work to day for you know not how much you mey be hindered to -morrow.[৫৭৫]

৭. হিন্দী ও উর্দূ ঃ آج کا کام کل پر نہ ٹال ঃ আজকের কাজ আগামী কালের জন্যে ফেলে রেখোনা।[৫৭৬]

২৩. কাজের সময় অসুবিধা :

কার্য সিদ্ধির জন্যে যথা সময়ে যথোপযুক্ত জিনিসের প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনের সময় সে জিনিসটি না পাওয়া গেলে কাজে ব্যাঘাত ঘটে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এরকম পরিস্থিতির শিকার হতে হয়। নিম্নের প্রবাদগুলো এ অর্থই বহন করছে।

১. আরবী ঃ نام عصـام سـاعـة الرحيـل ঃ যাত্রার সময় চাবুক ঘুমিয়েছে।[৫৭৭]

২. বাংলা ঃ শিকারের সময় কুত্তার হাগা।[৫৭৮]

৩. বাংলা ঃ উলু দেবার সময় গালে ঘা।[৫৭৯]

৪. বাংলা ঃ বিয়ের কনে বলে হাগব।[৫৮০]

---

৫৭১. *আল-মাওরিদ ঃ ৭০।*

৫৭২. *বাংলা প্রবাদে নারীমন ঃ ৯৯।*

৫৭৩. *সাঈদী।*

৫৭৪. *আল-মাওরিদ ঃ ৭০।*

৫৭৫. *Wordsworth : ৭১১.*

৫৭৬. *আগাগাসকার ঃ ২৫৭।*

৫৭৭. *আল-মুনজিদ ঃ ১০১১ ; মুনজিদ ঃ ১২২৭।*

৫৭৮. *ইসলামপুর জামালপুর।*

৫৭৯. *প্রবাদমালা ঃ ৩/১৮।*

৫৮০. *ভট্টাচার্য ঃ ৬/৫৭।*

Dhaka University Institutional Repository

২৪. কাটা দিয়ে কাটা তোলা

সমজাতীয় জিনিস দিয়েই সমস্যার সমাধান দেয়া হয়। এ অর্থটিই বহন করছে নিম্নের প্রবাগুলোঃ

১. আরবী ঃ الحديد بالحديد يفلح : লোহা দিয়ে লোহা কাটা হয়।[৫৮১]

২. আরবী ঃ لايفل الحديد إلا الحديد : লোহা ছাড়া আর কিছুতে লোহা কাটা হয়না।[৫৮২]

৬. আরবী ঃ زي الحديد تقطع في بعض : লোহার মত এক অংশ অন্য অংশ কাটে।[৫৮৩]

৪. আরবী ঃ زي الحديد يقطع بعضه : লোহার মত একে অপরকে কাটে।[৫৮৪]

৫. আরবী ঃ الشجر ما يهزها إلا فرع منها : গাছের ডালই ওটাকে কাপিয়ে তোলে।[৫৮৫]

৭. আরবী ঃ النبع يقرع بعضه بعضا : নাবা বৃক্ষের শাখা একটি অন্যটিকে ঘর্ষণ করে।[৫৮৬]

৭. আরবী ঃ الشر للشر خلق : মন্দ মন্দের জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে।[৫৮৭]

৮. বাংলা ঃ কাটা দিয়ে কাটা তোলা হয়।[৫৮৮]

৯. বাংলা ঃ কেণ্ডা (কাঁটা) দি কেণ্ডা খোয়ান।[৫৮৯]

১০. বাংলা ঃ মাছের তেলে মাছ ভাজা।[৫৯০]

১১. বাংলা ঃ চোর দিয়ে চোর ধরা হয়।[৫৯১]

১২. বাংলা ঃ বিষে বিষ ক্ষয়।[৫৯২]

১৩. বাংলা ঃ হাতি দিয়ে হাতি ধরা হয়।[৫৯৩]

১৪. বাংলা ঃ ঢিল দিয়ে ঢিল ভাঙ্গ।[৫৯৪]

---

[৫৮১]. *মুনজিদ ঃ ১১৭৩ ; আল- ইকদুল ফরীদ ঃ ২/২০২ ; ময়দানী ঃ ১/১১ ; জামহারা, ১/৩৪৫ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ১/৪০৩ ঃ ইবন সাল্লাম ঃ ৩৫৯ : আল -বকরী ঃ ১৩৪ ; আল-মুনজিদ ঃ ৯৭৯,১০১১ ; মুনজিদ ঃ ১১৯৮।*

[৫৮২]. *কিনদীল ঃ ২৬১।*

[৫৮৩]. *তয়মূর ঃ ১৭০।*

[৫৮৪]. *কিনদীল ঃ ২৬১।*

[৫৮৫]. *বাজ রী ঃ ৬।*

[৫৮৬]. *আল-ইকদুল ফরীদ ঃ ২/২০৩।*

[৫৮৭]. *আল-মুনজিদ ঃ ১০১১ ; মুনজিদ ঃ ১১৯৮।*

[৫৮৮]. *ভট্টাচার্য ঃ ৬/১২৬ : হাবীব : ১৫৯ : সুবল ঃ ৭০ : নতুন ঃ ১৫৪৫।*

[৫৮৯]. *বাংলা প্রবাদ চর্চার ইতিহাস ঃ ৩৮।*

[৫৯০]. *হাবীব ঃ ১৫৯।*

[৫৯১]. *সরল ঃ ১৩১১ ; নূতন ঃ ১৫৫৪ ; বাংলা প্রবাদ ঃ ৪২ ; হাবীব ঃ ১৫৯।*

[৫৯২]. *বাংলা প্রবাদ নারীমন ঃ ১০১ : সুবল ঃ ১৩০ ; হাবীব ঃ ১৫৯।*

[৫৯৩]. *হাবীব ঃ ১৫৯।*

Dhaka University Institutional Repository

১৫. বাংলা ঃ জল দিয়ে জল বার করা ।[৫৯৫]

১৬. বাংলা ঃ ভূত দিয়ে ভূত ছাড়ানো ।[৫৯৬]

১৭. ইংরেজী ঃ Like cures like.[৫৯৭]

১৮. One nail drives out another.[৫৯৮]

১৯. Poison drives out poison.[৫৯৯]

২০. To set a thief to catch a thief.[৬০০]

২১. Similia similibus curantur.[৬০১]

২২. জাপানী ঃ চোর ধরতে চোর লেলিয়ে দেওয়া ।[৬০২]

২৩. জাপানী ঃ হীরেয় হীরে কাটে ।[৬০৩]

২৪. জার্মান ঃ চোর দিয়ে চোর ধর ।[৬০৪]

২৫. তে লুগু ঃ হীরে দিয়েই কাটতে হয় হীরে ।[৬০৫]

২৬. দ্রাবিড় ঃ কাঁটা দিয়ে কাঁটা বাহির করা ।[৬০৬]

২৭. ফার্সী ঃ লোহা দিয়েই দাবানো যায় লোহা ।[৬০৭]

২৮. ফার্সী ঃ পাথর ভাঙ্গা যায় পাথর দিয়ে । [৬০৮]

২৯. ফরাসী ঃ এক প্রেকে অন্য প্রেক বাহির করা ।[৬০৯]

৩০. বুলগেরিয় ঃ কাঁটাই কাটা বের করে ।[৬১০]

৩১. সংস্কৃত ঃ বষমৌধং (বিষে বিষ ক্ষয়) ।[৬১১]

---

৫৯৪ . *প্রাগুক্ত : নূতন ঃ ১৫৫৮ ।*

৫৯৫ . *সুবল ঃ ৭০ : সরল ঃ ১৩৩৮ ; হাবীব ঃ ১৫৯ ।*

৫৯৬ . *হাবীব ঃ ১৫৯,৪৩৯ ।*

৫৯৭ . *দেব ঃ ৯২৬ ; সুবল ঃ ১৩০ ।*

৫৯৮ . *দেব ঃ ৯২৬ ।*

৫৯৯ . *বাংলা প্রবাদে নারীমন ঃ ১০১ ।*

৬০০ . *দেব ঃ ৯২৬ ।*

৬০১ . *সরল ঃ ১৩৬৮ : সুবল ঃ ৭০ ।*

৬০২ . *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ১১ ।*

৬০৩ . *প্রাগুক্ত ।*

৬০৪ . *প্রবাদমালা ঃ ২/২ ।*

৬০৫ . *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ২৭৫ ।*

৬০৬ . *প্রবাদ মালা ঃ ২/৩২ ।*

৬০৭ . *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ৫৩ ।*

৬০৮ . *প্রাগুক্ত ।*

৬০৯ . *প্রবাদ মালা ঃ ২/১৯ ।*

৬১০ . *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ২১০ ।*

Dhaka University Institutional Repository

২৫. কৃপণতা

প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম খরচ করে অর্থের পাহাড় গড়াই কৃপণতা। কৃপণ অভাব গ্রস্থকে না দেয়ার হাজারো ছল চাতুরীর আশ্রয় নেয়। এরা নিজেরা তো দান করেই না বরং অপরের দানে এদের পরাণ ফাটে। এরা মৃত্যুর সময় না খেয়ে মারা যায় আর সম্পদগুলো অন্যরা ভোগ করে। নিম্নের প্রবাদগুলোতে এবিষয়টিই প্রতিভাত হয়েছে।

১. আরবী ঃ الشحيح أعذر من الظالم : কৃপণ জালিম হতেও ওযর কারী।[৬১২]

২. আরবী ঃ ما عنده خير ولا مـــير : তার কাছে ভাল-মন্দ কিছুই নেই।[৬১৩]

৩. আরবী ঃ سـواء هـو والعـــــدم : তার থাকা না থাকা সমান।[৬১৪]

৪. আরবী ঃ سـواء عليك هـو الفـــقر : সে আর মরুভূমি উভয়টিই তোমার কাছে সমান।[৬১৫]

৫. আরবী ঃ ما تبل إحـدي يديـه الأخري : তার একহাত অন্য হাতকে ভিজায়নি।[৬১৬]

৬. আরবী ঃ بـيـتـي يـبـخــــــل لا أنا : আমার গৃহ কৃপণতা করেছে আমি নই।[৬১৭]

৭. আরবী ঃ إنمـا يـضـن بـالـضــــنين : কৃপনের সাথে কৃপণতা করা হয়ে থাকে।[৬১৮]

৮. আরবী ঃ مات فلان وهو عريض البطان : অমুক (কৃপণ) মারা গেছে অথচ তার পেট ছিল খালি।[৬১৯]

৯. আরবী ঃ الحر يعطي و العبـد يالم قلبـه : স্বাধীন ব্যক্তি দান করে আর দাসের কলিজা পুড়ে।[৬২০]

১০. বাংলা ঃ কারুনের ধন পোকায় খায়।[৬২১]

১১. বাংলা ঃ খেতে দিতে ছল-বল, দিন দিন যায় পৌদের তল[৬২২]

---

[৬১১]. *সুবল ঃ ১৩০ ।*

[৬১২]. *ইবন সাল্লাম ঃ ১৯১ ময়দানী ঃ ১/৩৬৫ ; জামহারা ঃ ১/৫৪০ ; আল-মুস্তাকসা ঃ ১/৩২৬ ; আল-ফাখির ঃ ২৪৫ ; মুজামুল আমছাল ঃ ২/৪৪২ ।*

[৬১৩]. *ময়দানী ঃ ২/২৮৫ ; জামহারা ঃ ২/২৬৬ : আল-মুস্তাক্সা ঃ ২/৩২৬ : ইবন সাল্লাম ঃ ৩০৬ ।*

[৬১৪]. *ময়দানী ঃ ১/৩৩৮ ঃ জামহারা ঃ ১/৫১৮ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ২/১৩২ : ইবন সাল্লাম ঃ ৩০৭ ।*

[৬১৫]. *ময়দানী ঃ ১/৩৩৮ : আল-মুস্তাক্সা : ২/১৩২ : ইবন সাল্লাম ঃ ৩০৭ : আল বকরী ঃ ৪৩০ ।*

[৬১৬]. *ময়দানী ঃ ২/২৬৭ : আল-মুস্তাকসা : ২/৩১৯ : ইবন সাল্লাম ঃ ৩০৭ ।*

[৬১৭]. *ময়দানী ঃ ১/৯২ জামহারা ঃ ১/২১৫ : আল-মুস্তাক্সা ঃ ২/১৬ : ইবন সাল্লাম ঃ ১৭০ ।*

[৬১৮]. *জামহারা ঃ ১/৪৯ : ময়দানী ঃ ১/৫২ ঃ আল-মুস্তাক্সা ঃ ১/৪১৯ : ইবন সাল্লাম : ১১১ : আল-ইকুদুল-ফরীদ ঃ ২/২০৪ ।*

[৬১৯]. *ময়দানী ঃ ২/২৬৮ : জামহারা ঃ ২/২৬৯ : আল-মুস্তাক্সা ঃ ২/৩৩৯ : ইবন সাল্লাম ঃ ৩১৪ ।*

[৬২০]. *জামহারা ঃ ১/৩৫৯ ; ময়দানী ঃ ১/২১১ ঃ আল-মুস্তাক্সা ঃ ১/৩১২ ঃ ইবন সাল্লাম ঃ ৩০৮ ।*

[৬২১]. *জামালপুর ।*

Dhaka University Institutional Repository

১২. বাংলা ঃ খেতে গেলে হাস-হাস, দিতে গেলে সর্বনাশ ।[৬২৩]

১৩. বাংলা ঃ খায়না করে পুঁজিপাটা, তা'র কপালে মারি ঝাঁটা ।[৬২৪]

১৪. বাংলা ঃ খুদ খেয়ে পুঁজি করে, দুই পুরুষ ধরে খরচ করে ।[৬২৫]

১৫. বাংলা ঃ কৃপণের ধন ক্ষয়, চুরি না হয় ডাকাতি হয় ।[৬২৬]

১৬. বাংলা ঃ দাতার দেখে দান, বখিলের কাটে প্রাণ ।[৬২৭]

১৭. বাংলা ঃ কৃপণের ধন বর্বরেই খায় ।[৬২৮]

১৮. বাংলা ঃ দাতার নারিকেল কৃপণের বাঁশ ।[৬২৯]

১৯. বাংলা ঃ দাতাই দান করে ভাণ্ডারীর পেট ফুলে ।[৬৩০]

২০. বাংলা ঃ কারুনের ধন দরিয়ায় গছেনা ।[৬৩১]

২১. বাংলা ঃ কৃপণের ধন বর্বরে খায় কৃপণ করে হায় হায় ।[৬৩২]

২২. বাংলা ঃ ধন সোহাগী মরেন কুঁড়োর জাও খেয়ে ।[৬৩৩]

২৩. বাংলা ঃ চিপসার ধন উঁইয়ে খায় ।[৬৩৪]

২৪. বাংলা ঃ কৃপণের ধন ক্ষয়, রাজা,বহ্নি ও তস্করে হয় ।[৬৩৫]

২৫. বাংলা ঃ কৃপণের ধন তেড়তের ফল, কমেনা বাড়ে না বার মাস ।[৬৩৬]

২৬. বাংলা ঃ সঞ্চয়ীর অবসাদ নাই ।[৬৩৭]

২৭. বাংলা ঃ না দেওয়ার চাল, আজ না কাল ।[৬৩৮]

---

৬২২. *পাঠান : ১৭১ ।*

৬২৩. *প্রাগুক্ত ।*

৬২৪. *প্রাগুক্ত ।*

৬২৫. *প্রাগুক্ত ।*

৬২৬. *প্রাগুক্ত ।*

৬২৭. *প্রাগুক্ত ।*

৬২৮. *সুবরল ঃ ৪৬ ।*

৬২৯. *হাবীব ঃ ২৫০ ।*

৬৩০. *প্রাগুক্ত ।*

৬৩১. *প্রাগুক্ত ।*

৬৩২. *প্রাগুক্ত ।*

৬৩৩. *প্রাগুক্ত ।*

৬৩৪. *প্রাগুক্ত ।*

৬৩৫. *প্রাগুক্ত ।*

৬৩৬. *প্রাগুক্ত ।*

৬৩৭. *প্রাগুক্ত ।*

৬৩৮. *প্রাগুক্ত ।*

Dhaka University Institutional Repository

২৬.কিংকর্তব্য বিমূঢ়

জীবন সংগ্রামের পথ পারি দিতে গিয়ে মানুষ অনেক সময় এমন বিপদ সঙ্কুল স্থানে অবস্থান করে অথবা এমন অবস্থায় পতিত হয় যে, কোন দিকে যাওয়া বা কিছু করার কোন উপায় থাকেনা। এমন পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় প্রবাদের সৃষ্টি হয়েছে।নিম্নে এর কিছু উল্লেখ করা হলো ঃ

১. আরবী ঃ إن يقتـل ينـقم وإن يتـرك يلقـــــــــم : অজগরকে হত্যা করলে প্রতিশোধ নিবে, আর ছেড়ে দিলে গিলে খাবে।[৬৩৯]

২. আরবী ঃ كالأشقر إن تقدم نحر و إن تأخر عقـر : সর্পের ন্যায় সামনে বাড়ালে দংশন করবে, পিছিয়ে গেলে কাটবে।[৬৪০]

৩. আরবী ঃ هـو بيـن حـاذف و قـــاذف : সে লাঠি প্রহারকারী এবং পাথর নিক্ষেপকারীর মাঝে রয়েছে।[৬৪১]

৪.আরবী ঃ كالمستغيـث من الرمضـــــــــــاء بالنار : মরুভূমির গরম বালিতে পা পুড়ে যাওয়া অস্থির ব্যক্তির বাঁচার জন্যে চিৎকারের ন্যায়।[৬৪২]

৫. বাংলা ঃ জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ, যে পারে সে ভাঙ্গে ঘাড়।[৬৪৩]

৬. বাংলা ঃ বল্লে মা মার খায়, না বল্লে বাপ এঁটো খায়।[৬৪৪]

৭. বাংলা ঃ রাম মারলেও মারবে, রাবণ মারলেও মারবে।[৬৪৫]

৮. বাংলা ঃ শ্যাম রাখি কি কুল রাখি।[৬৪৬]

৯. ইংরেজী ঃ On the horns of a dilemma.[647]

১০. ইংরেজী ঃ Between divil and the deep sea.[648]

১১. ইংরেজী ঃ To be between two stools.[649]

১২. ইংরেজী ঃ To fall between two fores.[650]

---

৬৩৯. *ইবন সাল্লাম ঃ ২৬২ ঃ জামহারা ঃ ২/১৬৭ ; ময়দানী ঃ ২/১৪৫ ঃ আল-মুস্তাক্সা ঃ ২/২০৩ ; আল- বকরী ঃ ৩৭২।*

৬৪০. *ময়দানী ঃ ২/১৪০ ; জামহারা ঃ ২/১৫২ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ২/২০৩ ; ইবন সাল্লাম ঃ ২৬২ ; আল-বকরী ঃ ৩৭৬।*

৬৪১. *ইবন সাল্লাম ঃ ২৬২।*

৬৪২. *জামহারা ঃ ২/১৬০ ; ময়দানী ঃ ২/১৪৯ ; আল-বকরী ঃ ৩৭৭ ; ইবন সাল্লাম ঃ ২৬৩।*

৬৪৩. *সরল : ১৩৩৮।*

৬৪৪. *প্রাগুক্ত ঃ ১১৯।*

৬৪৫. *প্রাগুক্ত ঃ ১৮৩।*

৬৪৬. *সরল ঃ ১৪০৭।*

৬৪৭. *সুবল ঃ ৭০, ১৮৩ ঃ নুতন ঃ ১৩৩৮ ; ১৪০৭।*

৬৪৮. *সুবল ঃ ৭০ ; সুবল ঃ ১৩৩৮।*

৬৪৯. *Dev- 930.*

৬৫০. *Ibid.*

Dhaka University Institutional Repository

২৭. গণনা

কার্যসিদ্ধির পূর্বেই অনেকে কাজের ফলাফল সম্পর্কে মনে মনে বিভিন্ন রকম অংক কষতে থাকে । অনেক সময় অংকের ফল মিলেনা । তখন আফসোস ও অনুশোচনা করতে হয় । তাই নিম্নের প্রবাদগুলোতে এধরনের অনুমান বশতঃ অংক কষতে নিষেধ করা হয়েছে ।

১. আরবী ঃ لا تعد فراخك قبل أن تنقس ডিম থেকে বাচ্চা বেড় হওয়ার পূর্বে গণনা করোনা ।[৬৫১]

২. বাংলা ঃ অজাত পুত্রের নামকরণ ।[৬৫২]

৩. বাংলা ঃ গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল ।[৬৫৩]

৪. বাংলা ঃ পরহস্ত ধন ।[৬৫৪]

৫. বাংলা ঃ মনে মনে লঙ্কা ভাগ ।[৬৫৫]

৬. বাংলা ঃ আম না হতে আমসত্ত ।[৬৫৬]

৭. ইংরেজী ঃ .Don't count your chickens before they are hatched.[৬৫৭]

৮. ইংরেজী ঃ To sound the trumpet before victory.[৬৫৮]

৯. ইংরেজী ঃ Count not on money that is still to come.[৬৫৯]

১০. ইংরেজীঃ Counting the chickens before they are hatched[৬৬০]

১১. Hausa : Don't pad the cow before you milk her.[৬৬১]

১২. Buganda : Do not open your mouth before the food is there.[৬৬২]

১৩. ওলন্দাজ ঃ জালে না পড়িলে কাতলা বলিয়া চিৎকার করিওনা[৬৬৩]

---

[৬৫১] আল-মাওরিদ ঃ ৩৯

[৬৫২] সুশীল কুমার ভট্টাচার্য ঃ উত্তর বঙ্গের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি , কলিকাতা, তা.বি. ৬০ ।

[৬৫৩] প্রাগুক্ত : আজমী ঃ ১৩

[৬৫৪] দেব ঃ ৯৩৩

[৬৫৫] সুবল ঃ ১৪৬

[৬৫৬] নূতন ঃ ১৫৩৮ ।

[৬৫৭] Al-Maurid : 39

[৬৫৮] Dev.P. 928

[৬৫৯] Ibid. 933

[৬৬০] সুবল ঃ ১৪৬

[৬৬১] Knappert : 18.

[৬৬২] Ibid. 84

[৬৬৩] প্রবাদমালা ঃ ২/১২ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. ফরাসী ঃ ভালুক মারার পূর্বে তাহার চামড়া বিক্রি করিওনা [৬৬৪]

১৫. রুস ঃ যে পর্যন্ত আমলা না হয় সে পর্যন্ত ফসলের তারীফ করোনা । [৬৬৫]

১৬. ফরাসী ঃ ডিম থেকে বেরোবার আগেই দ্বানাগণনাকরোনা শুরু । [৬৬৬]

১৭. উর্দু ঃ ছাল বিক্রি করার আগে ভালুকটিকে ধর। [৬৬৭]

২৮.গোপন

গোপন বিষয় সব সময় গোপন রাখতে হয় । এর এতো ক্ষমতা যে , একটু ছিদ্র পেলেই বের হতে চেষ্টা করে । তাই অতি সাবধানে গোপন কথা বলতে হয়।কেননা দেয়ালেরও কান আছে।কথা গোপন রাখার জন্য অন্তরই এক মাত্র গোপন স্থান । এক গোপন কথা একাধিক ব্যক্তির কানে গেলে এটা আর গোপন থাকেনা । এসম্পর্কে বিশ্বের প্রায় সকল ভাষাতেই প্রবাদের সৃষ্টি হয়েছে । নিম্নে এর কিছু উল্লেখ করা হলো ঃ

১. আরবী ঃ للحيطان آذان — দেয়ালেরও কান আছে [৬৬৮]

২.আরবী ঃ إن للحيطان آذانا — নিশ্চয় দেয়ালেরও কান আছে ঃ [৬৬৯]

৩. আরবীঃ الحائط لو آذان — দেয়ালের যদি কান থাকতো (মুসিল) [৬৭০]

৪. আরবী ঃ الحيطه لها ودان — দেয়ালেরও কান আছে ।[৬৭১]

৫. আরবী ঃ الحيطان لها ودان — দেয়ালেরও কান আছে । [৬৭২]

৬. আরবী ঃ الحيطان لها أودان — দেয়ালেরও কান আছে [৬৭৩]

৭. আরবী ঃ صدرك أوسع لسرك — তোমার অন্তর গোপনের জন্যে অতি প্রশস্ত স্থান । [৬৭৪]

৮. আরবী ঃ السر إن زاد عن إثنين ينعرف — গোপন (কথা) দু'ব্যক্তির‌বেশী হলেই প্রকাশ হয়ে পড়ে ।[৬৭৫]

৯. আরবী ঃ كل سر جاوز الإثنين شاء — যে কোন গোপন দু'জনকে অতিক্রম করলেই ছড়িয়ে পড়ে ।[৬৭৬]

---

[৬৬৪] *প্রাগুক্ত ঃ ২/১২ ।*

[৬৬৫] *প্রাগুক্ত ঃ ২/১৬৬ ।*

[৬৬৬] *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ১২৫ ।*

[৬৬৭] *প্রাগুক্ত ২৪৫ ।*

[৬৬৮] *আবদুল করীম জুহায়মান ঃ আল-আমছালুকশ শ্যা'রিয়্যা ফী কালবি শিবহিল জযীরাতিল আরাবিয়্যা : রিয়াদ ১৩৮৩/ পৃঃ ১/২৯৫ ।*

[৬৬৯] *আল মাওরিদ ৯১ ।*

[৬৭০] *আবদুল খালেক আদ্দাব্বাগ আল-হুযালী ঃ মু'জামু আমছালিল. মুসিল. বাগদাদ. ১৯৫৬ পৃ ১/১৫৬ ।*

[৬৭১] *তয়মূর ঃ ১৯৭; নাউমগুকারের পৃ-৭৯ ।*

[৬৭২] *কিনদীল ঃ ১৪৮ ।*

[৬৭৩] *Burckhardt.No-92 রদ ঃ নং ৯২ ।*

[৬৭৪] *(ময়দানী ঃ ১/৩৯৬ ; জামহারা ঃ ১/৫৭৫ ; আল-মুসতাক্সা ঃ ২/১৩৯ ; ইবন সাল্লাম ঃ ৫৭) ।*

[৬৭৫] *কিনদীল ঃ ১৬৯ ।*

Dhaka University Institutional Repository

১০. আরবীঃ السر بين إثنين و إن جا الثالث يفسد — গোপন দু'জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা চাই তিনজনের কানে গেলেই ফ্যাসাদ বাঁধে। [৬৭৭]

১১. আরবীঃ السر إن طلع بين إثنين يبقي يظهر — গোপন দু'জনের মধ্যে অবশিষ্টথাকবে তা বের হলেই প্রকাশ হয়ে পড়বে । [৬৭৮]

১২. আরবীঃ السر إن فات الإثنين بقي جهر — গোপন দু'জনের মধ্যে থাকবে যদি ছুটে যায় তাহলে প্রকাশ হয়ে পড়ব ।[৬৭৯]

১৩. আরবীঃ السر بين إثنين يصر بين الفي — গোপন দু'জনের মধ্যে থাকবে তা না হলে হাজার জনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়াব ।[৬৮০]

১৪. আরবীঃ السر بين إثنين و الثالث فضولي — গোপন দু'জনের মধ্যে থাকবে। তৃতীয় ব্যক্তির কানে গেলে তাহবে অতিরিক্ত [৬৮১]

১৫. আরবীঃ ما لسرك مثل صدرك — তোমার গোপনের জন্যে তোমার অন্তরের মত উত্তম স্থান আর কোথায় ? [৬৮২]

১৬. আরবীঃ سرك من دمك — তোমার গোপন তোমার রক্ত।[৬৮৩]

১৭. আরবীঃ أملك الناس لنفسه من كتم سره من صديقه و خليله — সেই শক্তিশালী যে স্বীয় গোপন বিষয় বন্ধু বান্ধব থেকে লুকিয়ে রাখে।[৬৮৪]

১৮. বাংলা ঃ তিনজনে জানেতো ত্রিশ জন জানে।[৬৮৫]

১৯. বাংলা ঃ দেয়ালেরও কান আছে ।[৬৮৬]

২০. ইংরেজী ঃ Walls have ears. [৬৮৭]

২১. ইংরেজী ঃ A secret between more than two is not secrect.[৬৮৮]

---

[৬৭৬] *ময়দানী ঃ ২/২৮৭ ; ইবন সাল্লাম ; ৫৮ ; আল মুস্তাক্সা ঃ ১/৩৬৭ ।*

[৬৭৭] *তয়মুর ঃ ১৯৮০ ।*

[৬৭৮] *(কিনদীল ঃ ১৪৮) ।*

[৬৭৯] *নাউম তকয়রঃ ৮৬ ।*

[৬৮০] *আল-হযালী ১/২৩৩ ।*

[৬৮১] *ইবল শনব ঃ ২/৮ ।*

[৬৮২] *মহম্মদ আল-আবুদী ঃ আল-আমছাল আমমিয়া ফী নজাদ , মিশর , ১৯৫৯,পৃ- ২৮২ ।*

[৬৮৩] *জামহারা ঃ ১/৫১০ ; ময়দানী ঃ ১/৩৪৩ ; ইবনসাল্লাম ঃ ৫৮ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ২/১১৮ ; আল-বকরী ঃ ৫৯ ।*

[৬৮৪] *আল-মুস্তাক্সা ঃ১/৩৬৭ ; ময়দানী ঃ ২/২৮৭ ; ইবন-সাল্লাম-৫৮ ।*

[৬৮৫] *নতুন ঃ ১৫৫৮ ।*

[৬৮৬] *ইসলামপু, জামালপুর ।*

[৬৮৭] *আল-মাওরিদ ঃ ৯১ : Wordsworth : 665.*

Dhaka University Institutional Repository

২২. ফ্রেন্স ঃ Secret de deux ; Secret de Dieu ; secret de trois secret de tous.[689]

২৩. ফ্রেন্স ঃ Walls have ears and little pots too.[৬৯০]

২৪.চীনা ঃ গোপন কথা যদি রাস্তায় বলতে চাও, উঁকি দিয়ে দিয়ে দেখে নাও পাশের ঝোপটাও ।[৬৯১]

২৫.হিব্রু ঃ বৌকে হাজার ভালোবাসলেও বলো না কোনো গোপন কথা ।[৬৯২]

২৬. ইদ্দিশ ঃ গোপন কথা তোমার বন্দী , ফাঁস করলেই তুমি তার বন্দী ।[৬৯৩]

২৭. স্প্যানিস ঃ তিনজনে জানে তো সবাই জানে ।[৬৯৪]

২৮ স্প্যানিস ঃ. গোপন কথা একজন জানলে গোপন থাকে , দুজন জানলে সবাই জানে ।[৬৯৫]

২৯. কানাড়ী ঃ তিনজন জানে যেটা । তিন জগতে ছড়িয়ে পড়ে সেটা ।[৬৯৬]

৩০. স্প্যানিস ঃ তিনজনের যে গুপ্ত কথা, তাহা সকল লোকের গুপ্তকথা ।[৬৯৭]

৩১. ফরাসী ঃ প্রাচীরেরও কান আছে ।[৬৯৮]

২৯. ঘর পোড়া গরু

যে বা যারা একবার কোন কিছুতে ভয় পায় তাহলে পরবর্তী কালে ঐধরনের জিনিসেও ভীত হয় । কারণ তার মধ্যে বা তাদের মধ্যে সর্বদা ঐ ভীতিটাই কাজ করে । নিম্নের দেশী-বিদেশী প্রবাদগুলোতে এ বিষয়টিই প্রতিভাত হয়েছে ।

১. আরবী ঃ من نهشته الحية حـذر الرسن الأبلق যাকে সাপে দংশন করেছে সে দড়ি দেখেও ভয় পায় ।[৬৯৯]

২. আরবী ঃ الملدوغ يخاف جـــرة الحبل দংশিত ব্যক্তি দড়িসহ কলসকে ভয় পায় ।[৭০০]

---

৬৮৮ *প্রাগুক্ত ।*

৬৮৯ *প্রাগুক্ত ।*

৬৯০ *Knappert, P .105.*

৬৯১ *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ১৮ ।*

৬৯২ *প্রাগুক্ত ঃ ৭৩ ।*

৬৯৩ *প্রাগুক্ত ঃ ১৫০ ।*

৬৯৪ *প্রাগুক্ত ঃ ১৬৯ ।*

৬৯৫ *প্রাগুক্ত ঃ ২৩৮ ।*

৬৯৬ *প্রাগুক্ত ঃ ২৭৯ ।*

৬৯৭ *প্রবাদমালা ঃ ২/৯ ।*

৬৯৮ *প্রাগুক্ত ।*

৬৯৯ *ইবন সাল্লাম ঃ ২২৩ ; আল-মাওরিদ, ৬ ; আল-মুনজিদ ঃ ১০১১ মুনজিদ ঃ ১২২৭ ।*

Dhaka University Institutional Repository

৩. বাংলা ঃ চুন খেয়ে গাল পুড়েছে , দই দেখলে ভয় হয় ।[৭০১]

৪. বাংলা ঃ যার ছেলে কুমীরে খায় সে ঢেঁকি দেখলে ভয় পায় ।[৭০২]

৫. বাংলা ঃ ঘর পোড়া গরু রক্ত সন্ধ্যা দেখিয়া ডরায় ।[৭০৩]

৬. বাংলা ঃ যার গোষ্ঠী কুম্ভিরে খায়, সে ঢেঁকি দেখলে ডরায় ।[৭০৪]

৭. বাংলা ঃ ঘর পোড়া গরু সিদুঁরে মেঘ দেখলেভয় পায় ।[৭০৫]

৮. ইংরেজী ঃ Once bitten twice twice shy.[৭০৬]

৯. ইংরেজী ঃ A burnt child Fears the fire.[৭০৭]

১০. ইংরেজী ঃ A scalded dog fears cold water.[৭০৮]

১১. ইংরেজী ঃ One burnt by fire never touches the ashes .[৭০৯]

১২. ইংরেজী ঃ Burnt child dreads the fire .[৭১০]

১৩. উর্দু دودہ کا جلا چھاچہ کو پھونک پھونک کرپیتاہے গরম দুধে যে পুড়েছে সে ফুঁদিয়ে পান করে ঘোল[৭১১]

১৪. সংস্কৃত ঃ পানে পয়সা দুগ্ধে তক্রৎ ; ফুৎকৃত্য পামরা পিবান্তি! (তপ্ত দুগ্ধে হাত পুড়লে মুর্খেরা ফুদিয়ে ঘোল পান করে) ।[৭১২]।

১৫. সিংহলী ঃ জ্বলন্ত কাঠ দিয়ে যাকে মারা হয়েছে সে জোনাকি দেখলেও ডরায়[৭১৩]

১৬. হিব্রু ঃ যাকে সাপে কেটেছে সে দড়ি দেখেও ভয় পায় ।[৭১৪]

---

[৭০০] *আল-মাওরিদ ঃ ৬ ।*

[৭০১] *সরল ঃ ১৩৩৪ ।*

[৭০২] *প্রাগুক্ত ঃ ১৩৯৩ :সুবল ঃ ১৬৯ ।*

[৭০৩] *মর্টন ঃ ৬৫ : সুবল ঃ ১৭০ ।*

[৭০৪] *মর্টন ঃ ১৬৫ ।*

[৭০৫] *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ২২২; নুতন ঃ ১৫৫২ ; সরল ঃ ১৩১১, ১৩৯৩ ; সুবল ঃ ৫৭ ।*

[৭০৬] *Dev 928.*

[৭০৭] *Ibid ; সুবল ঃ ৫৭ ; সরল ঃ ১০৩৪ ।*

[৭০৮] *Ibid .*

[৭০৯] *সাঈদী ঃ ১৩৩৯ ।*

[৭১০] *Words worth : 73 ; সুবল ঃ ১৭০ ।*

[৭১১] *সাঈদী ঃ ১৩৩৯ ।*

[৭১২] *সরল ঃ ১২৩০ ।*

[৭১৩] *সত্যরঞ্জন সেন ঃ প্রবাদ রত্নাকর , কলিকাতা , ১৯৫৭ , পৃ-১৯ ।*

[৭১৪] *প্রাগুক্ত ।*

Dhaka University Institutional Repository

১৭. হিন্দী ঃ ভয় পাওয়া কুকুর বাতাসের শব্দে চিৎকার করে ।[৭১৫]

১৮. ইতালী ঃ যাকে সাপে কেটেছে সে গিরগিটি দেখেও ভীত হয় [৭১৬]

১৯. মালেয়ালাম/স্পেনীয় ঃ তপ্ত জলে ঝলসানো বিড়াল ঠান্ডা জলেও ভয় পায় । [৭১৭]

২০. স্প্যানীয় ঃ যার গরু হারায় সেসর্বদা ঘন্টার শব্দ শুনে । [৭১৮]

২১. ওলন্দাজ ঃ পাতায় লতায় ভয় হইবে যাহার সে যেন কভু না যায় বনের মাঝার [৭১৯]

২২. দিনামার ঃ যাকে সাপে কামড়াইয়াছে তার বাইন মাছকেও ভয় । [৭২০]

২৩. ফরাসী ঃ ফাঁসীতে যার প্রাণ গত তার ঘরে ডোরের কথা উল্লেখ করা অনুচিত । [৭২১]

২৪. মালোয়ালাম ঃ পোড়া বিড়ালের শীতল জলেও ভয় । [৭২২]

২৫. হিন্দী ঃ ভালুকে মারিল বাপে পোড়া কাঠদেখে কাপে । [৭২৩]

২৬. উৎকল ঃ সাপে দংশিয়াছে নন্দনে যার কুপের দড়িতে আতঙ্গ তার । [৭২৪]

২৭. চীনা ঃ যে খেয়েছে সাপের কামড় তার উলু ঘাসকেও ভয় । [৭২৫]

২৮. ইটালী ঃ গরম জলে পোড়া কুকুর ঠান্ডা জলকেও ভয় পায় । [৭২৬]

২৯. ওড়িয়া ঃ সাপে কামড়ানো ছেলের মা দড়ি দেখলেই ভয় পায় । [৭২৭]

৩০. চালাক / বোকা

সমাজে দু'শ্রেণী মানুষের বাস । চালাক আর বোকা । জ্ঞানী বা চালাক লোক যে কোন কথা আকারে ইঙ্গিতে বুঝে কার্য সিদ্ধি করতে পারে কিন্তু বোকা লোকদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে নির্দিষ্ট বিষয়টি বুঝিয়ে দিতে হয়। নিম্নের প্রবাদগুলো এদিকেই ইঙ্গিত করছে ।

---

[৭১৫] *প্রাগুক্ত ।*

[৭১৬] *প্রাগুক্ত ।*

[৭১৭] *প্রাগুক্ত ; প্রবাদমালা ঃ ২/৮ ।*

[৭১৮] *প্রবাদমালা ঃ ২/৯ ।*

[৭১৯] *প্রাগুক্ত ঃ ২/১৩ ।*

[৭২০] *প্রাগুক্ত ঃ ২/১৭ ।*

[৭২১] *প্রাগুক্ত ঃ ২২০ ।*

[৭২২] *প্রাগুক্ত ঃ ২/২৮ ।*

[৭২৩] *প্রাগুক্ত ঃ ২/৪৫ ।*

[৭২৪] *প্রাগুক্ত ঃ ২/৪৯ ।*

[৭২৫] *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ২০ ।*

[৭২৬] *প্রাগুক্ত ঃ ১৫৯ ।*

[৭২৭] *প্রাগুক্ত ঃ ২২৯ ।*

Dhaka University Institutional Repository

১. আরবী ঃ العبد يقرع بالعصي و الحر تكفيه الإشارة — দাসকে লাঠি দিয়ে বুঝাতে হয় আর স্বাধীন ব্যক্তি ইঙ্গিতেই বুঝে।[৭২৮]

২. আরবী ঃ إن اللبيب تكفيه الإشارة — জ্ঞানী ব্যক্তির জন্যে ইশারাই যথেষ্ঠ ।[৭২৯]

৩. আরবী ঃ العاقل من غمزة و الجاهل من رفضة — জ্ঞানী বুঝে ইঙ্গিতে আর মুর্খ বুঝে প্রহারে ।[৭৩০]

৪. আরবী ঃ العاقل من غمزة و المجنون من لكزة — জ্ঞানী বুঝে ইশারায় আর পাগল বুঝে চড় থাপ্পড়ে ।[৭৩১]

৫. বাংলা ঃ দু'ই চার লাথি পড়লে ঘাড়ে , ঠারে ঠুরে বুঝতে নারে , বাঙাল আর বলব কারে ? তবে বাঙাল বুঝতে পারে ।[৭৩২]

৬. বাংলা ঃ চালাক বুঝে ঠারে ঠুরে বোকায় বুঝে ক্বিলে, কানায় বুঝে চোখে আঙ্গুল দিলে[৭৩৩]

৭. ইংরেজী ঃ A word to a wise man is enough.[৭৩৪]

৮. ,, Few words to the wise suffice.[৭৩৫]

৯. ফার্সী ঃ عقلمند را اشاره بس آست — জ্ঞানীর জন্যে ইশারাই যথেষ্ঠ ।[৭৩৬]

১০. মারাঠী ঃ চালাক বোঝে এক কথায় বোকা বোঝে লাঠির ঘায় ।[৭৩৭]

৩১. চেনা

যে যে বিষয়ে সুদক্ষ, সে সে বিষয়ে সামান্য সুত্র দেখে তার অন্তর্নিহিত ব্যাপার বুঝিতে সক্ষম হয় । অর্থাৎ যার সম্পর্ক যার সাথে সে সে বিষয়টির সামান্য লেশ ধরেও প্রকৃত বিষয়টি উদ্ধার করতে পারে । নিম্নের প্রবাদ গুলোতে এ অর্থই প্রকাশ পাচ্ছে ।

---

[৭২৮] *মুনজিদ ঃ ১২০৭ ; আল-মাওরিদ ঃ ১৬ ।*

[৭২৯] *প্রাগুক্ত ঃ ১২২১ ।*

[৭৩০] *কিনদীল ঃ ৬৫ ; তয়মুর ঃ ২৩৭ ।*

[৭৩১] *প্রাগুক্ত ঃ ৬৪ : কিনদীল ঃ ৬৫ বাজুরী ঃ ৫৯ ; শুকয়র ঃ ৯১৬ ।*

[৭৩২] *পাঠান ঃ ২৪২ ।*

[৭৩৩] *প্রাগুক্ত ।*

[৭৩৪] *আল-মাওরিদ ঃ ১৬ ।*

[৭৩৫] *প্রাগুক্ত ।*

[৭৩৬] *বহুল প্রচলিত প্রবাদ ।*

[৭৩৭] *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ২৪৯ ।*

Dhaka University Institutional Repository

১. আরবী ঃ الذبان يعرف وجه اللبان মাছি গোয়ালের মুখ চিনে ।[৭৩৮]

২. আরবী ঃ الدبان يعرف وش اللبان মাছি গোয়ালের মুখ চিনে (সিরিয়া) ।[৭৩৯]

৩. আরবী ঃ الذبابه يدل القـــطـف মাছি পতিত ফলের সন্ধান দেয় (নজদ) ।[৭৪০]

৪. আরবী ঃ الذبن ما يجي إلا عالحلا যার কাছে মিষ্টি আছে তার কাছেই মাছির আগমন ঘটে থাকে (মুসিল, আল জিরিয়া ও মরক্কো) ।[৭৪১]

৫. আরবী ঃ النحلة تعرف دقن اللبان মধুমক্ষিকা গোয়ালের চোয়ালে চেনে (হিমস) ।[৭৪২]

৬. বাংলা ঃ কলমে কায়স্থ চিনি গোঁফেতে রাজপুত্র বৈদ্য চিনি তার যার ঔষধ মজবুত ।[৭৪৩]

৭. বাংলা ঃ জহর চিনে জহুরী অক্ষর চিনে মহুরী ।[৭৪৪]

৮. বাংলা ঃ মাছে চিনে গহীন গঙ্গা পক্ষী চিনে গাছের ডাল ।[৭৪৫]

৯. বাংলা ঃ রসিকে রসিক চিনে ভোমরায় চিনে মধু, ইস্টিমারের খালাসী চিনে ইছামাছ আর কদু ।[৭৪৬]

১০. বাংলা ঃ সাপের হাঁচি বেদে চিনে ।[৭৪৭]

১১. বাংলা ঃ মানুষে মানুষ চিনে , মৌমাছি চিনে মধু ।[৭৪৮]

১২. ইংরাজী ঃ Manners Show race.[৭৪৯]

১৩. ইংরেজী ঃ The snakecatcher knows how the serpent sneezes.[৭৫০]

১৪. ইংরাজী ঃ A man Knows better what he is about than another.[৭৫১]

১৫. দ্রাবিড় ঃ স্বর্ণকার জানে কে ধনের ঈশ্বর । ধোপা চিনে গ্রাম মধ্যে দুঃখী কোন নর ।[৭৫২]

---

[৭৩৮] *মুনজিদ ঃ ১১৮৫ ; আল-মুনজিদ ঃ ৯৮৬ ।*

[৭৩৯] *কিনদীল ঃ ৫২ ; তয়মুর ঃ ১৩৬ ; শুকয়র ঃ ৮১ ; Burckhardt No-60.*

[৭৪০] *আবূদী ঃ ১০১ ।*

[৭৪১] *হুয়ালী ঃ ১/২০১ ; শুকরী ঃ ৭ ।*

[৭৪২] *শনব ঃ ১/২৬৩ ।*

[৭৪৩] *বাংলার প্রবাদে নারীমন ঃ ৯৬ ।*

[৭৪৪] *কাজী ঃ ৮৮ ।*

[৭৪৫] *ইসলামপুর, জামালপুর ।*

[৭৪৬] *পাঠান ঃ ৩৬০ ।*

[৭৪৭] *সুবল ঃ ২০৮ ।*

[৭৪৮] *হাবীব ঃ ৮৭ ।*

[৭৪৯] *বাংলার প্রবাদে নারীমন ঃ ৯ ।*

[৭৫০] *Dev – 940.*

[৭৫১] *Ibid.*

[৭৫২] *প্রবাদমালা ঃ ২/৩৫ ।*

Dhaka University Institutional Repository

১৬. বুলগেরিয়া ঃ গোলাপের মর্ম শুধু নাইটিঙ্গেল পাখীই বোঝে।[৭৫৩]

৩২ চেষ্টা

কোন কিছু পেতে হলে চেষ্টা করতে হয়। চেষ্টার ফল অনেক সময় পাওয়া না গেলেও একেবারে শুন্য হয়না। তবে চেষ্টা না করে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে নিজের অংশটাও অপরে ভোগ করে।নিচের প্রবাদগুলো তাই প্রমান করছে।

১. আরবী ঃ مـــن جــــــــد وجـــد	যে চেষ্টা করে সে পায়।[৭৫৪]
২. আরবী ঃ مـــن نـــــــــال جـــال	যে ঘুরে সে পায়।[৭৫৫]
৩. আরবী ঃ لا تـدرك الراحــــــــة إلاالتعب	পরিশ্রম ছাড়া সুখ পাওয়া যায়না।[৭৫৬]
৪. আরবী ঃ فـــي الــحـــــــركـة بـــركـة	হরকতে বরকত আছে।[৭৫৭]
৫. আরবী ঃ أطـــلــــــــــب تـــظـفـر	অন্বেষণ কর সফল হবে।[৭৫৮]
৬. আরবী ঃ مـن غـاب خاب و أكل نـصيبه الأصحاب	যে অনুপস্থিত থাকবে তার অংশ বন্ধুরা খাবে।[৭৫৯]
৭. আরবী ঃ الـتـدبـيـر نـــــــــصف المعـيشـة	প্রচেষ্টা অর্ধেক জীবিকা।[৭৬০]
৮. আরবী ঃ أطـلـبه مـن حـــــيث و لـيس(لاأيـس)	যেখানে পাও অন্বেষণ করো , নিরাশ হয়োনা।[৭৬১]
৯. আরবী ঃ إزرع كـل يـــــــوم تـأكـل كـل يـوم!	প্রতিদিন বপন কর প্রতিদিনই খেতে পাবে।[৭৬২]
১০. আরবী ঃ لا يفــترس اللـيث الظبـي و هـو رابض	সিংহ গুহায় থেকে হরিণ শিকার করতে পারেনা।[৭৬৩]
১১. আরবী ঃ ادلـــي دلـــوك فـــي الـــــــــدلاء،	পানি উঠাতে হলে তোমার বালতি কূপে নামাও।[৭৬৪]

---

[৭৫৩] *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ২১০।*

[৭৫৪] *মুনজিদ ঃ ১১৬৭।*

[৭৫৫] *প্রাগুক্ত ঃ ১১৭১।*

[৭৫৬] *আল-'ইকদুল ফরীদ ঃ ২/২১৪ ; মু'জামীল আমছাল ঃ ১/২৭৭ ; আল-বকরী ঃ ২৫৪।*

[৭৫৭] *ময়দানী ঃ ১/৫২।*

[৭৫৮] *প্রাগুক্ত ঃ ৪৩৬ ; আল-'ইকদুল ফরীদ ঃ ২/২১৫ ; ইবন সাল্লাম ঃ ১৯৯ ; জামহারা ঃ ১/৭৩ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ১/২২৪।*

[৭৫৯] *আল-বকরী ঃ ৪৫১ ; ইবন সাল্লাম ঃ ৩২৫।*

[৭৬০] *প্রাগুক্ত ঃ ১৫।*

[৭৬১] *ময়দানী ঃ ১/২১৮।*

[৭৬২] *কিন্দীল ঃ ১৯৯ ; তয়মুর ঃ ২৩।*

[৭৬৩] *আল-'ইকদুল ফরীদ ঃ ২/২১৫।*

Dhaka University Institutional Repository

১২. আরবী : ألق دلوك في الدلاء — পানি উঠাতে হলে তোমার বালতি কূপে নিক্ষেপ কর ।[৭৬৫]

১৩. আরবী : إسئلوا تعطوا ، أطلبوا تجدوا، و اقرعوا يفتح لكم،لأن من سئل يأخذ ومن يطلب يجد و من يقرع يفتح له — যাচঞা কর দান করা হবে , অন্বেষণ কর পাবে, দরজায় আঘাত কর খোলা হবে। কেননা যার কাছে যাচঞা করা হয় তার থেকে গ্রহণ করা হয় আর যে অন্বেষণ করে সে পায়! আর যে দরজায় করাঘাত করে তার জন্যে খোলা হয় । ।[৭৬৬]

১৪. আরবী : من غاب خاب حظه — যে ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকে সে তার অংশ থেকে বঞ্চিত হয় ।[৭৬৭]

১৫. বাংলা :চেষ্টায় কিনা হয় সাগারে বাঁধ বাঁধা যায় ।[৭৬৮]

১৬. বাংলা: পরিশ্রম সকল সুখের মুল ।[৭৬৯]

১৭. ইংরেজী: Where there is a will there is a way.[৭৭০]

৩৩. চিকিৎসা

নসীহতকারী নিজে যদি নসীহত না জানে তাহলে তার নসীহত অপরের মধ্যে কার্যকরী হয়না । অনুরুপভাবে চিকিৎসক যদি নিজেই রোগাক্রান্ত হন তাহলে অন্যের চিকিৎসা করবেন কিভাবে । এ বিষয়টিই স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে । নিম্নের প্রবাদগুলোতে ।

১. আরবী : طبيب يداري و هو مريض — ডাক্তার মানুষের চিকিৎসা করছে অথচ সে নিজেই রোগী ।[৭৭১]

২. আরবী : يا طبيب طب لنفسك — হে ডাক্তার আপনি নিজের চিকিৎসা করুন ।[৭৭২]

৩. আরবী : لا تعظني و تعظعظي — ওহে আমাকে নসীহত না করে নিজেকেই করুন ।[৭৭৩]

---

[৭৬৪] *Hans wehr. P. 291.*

[৭৬৫] *ইবন সাল্লাম : ৩২৫ ।*

[৭৬৬] *সিফর মাত্তা : ৭ : ৮ ।*

[৭৬৭] *আল-মুস্‌তাক্‌সা : ২/৩৫৮ ; ইবন সাল্লাম : ৩২৫ ; জামহারা : ২/২৭০ : আল-বকরী : ৪১৫ ।*

[৭৬৮] *অট্টাচার্য : ৬/২৩১ ।*

[৭৬৯] *প্রবাদমালা : ৩/১৬ ।*

[৭৭০] *Dev – 924.*

[৭৭১] *মুনজিদ : ১২০৪ ; আল মুনজিদ : ৯৯৭ ।*

[৭৭২] *জামহারা : ২/৪২৩ ; ময়দানী : ২/৪১১ ; আল-মুসতাকসা : ২/৪০৬ : ইবন সাল্লাম : ২০৭ : ইকদুল ফরীদ : ২১৬ : আল-মুনজিদ : ৯৯৭ : মুনজিদ : ১২০৪ ।*

[৭৭৩] *মুনজিদ : ১২০৪ ।*

Dhaka University Institutional Repository

৪. আরবী ঃ طبيب يداوي الناس و هو عليل ডাক্তার নিজে রুগী অথচ অন্য লোকের চিকিৎসা করে ।[৭৭৪]

৫. বাংলা ঃ সে সরে(সেরিষা) দিয়ে ভূত খেদামু সেই সরের মদ্যে ভূত ।[৭৭৫]

৬. কামলা (জন্ডিস) আপনি সামলা ।[৭৭৬]

৭. ইংরেজী ঃ Physician heal thyself .[৭৭৭]

৮. দ্রাবিড় ঃ বৈদ্য ঔষধ দিয়ে ফিরিতেছেন , ওদিকে ঘরে ঘায়ের পোকায় তার স্ত্রী মরিল ।[৭৭৮]

৯. চীনা ঃ ডাক্তার যদি হয় সেয়ানা নিজের চিকিৎসা নিজে করেনা ।[৭৭৯]

১০. পর্তুগীজ ঃ যত ডাক্তার তত রোগ ।[৭৮০]

১১. বেলজিয়াম ঃ অসুখ আসে ঘোড়ায় চেপে কিন্তু যায় পায়ে হেঁটে ।[৭৮১]

১২. আসমিয়া ঃ বদ্যির নাকেই রয়েছে দাদ ।[৭৮২]

১৩. মারাঠী ঃ ডাক্তারের ছেলেটি গালফুলে মরেছে ।[৭৮৩]

১৪. কাশ্মীরী ঃ দুএকটা রুগী না মরা অব্দি ডাক্তার ডাক্তারই নয় ।[৭৮৪]

৩৪. ছেলে মেয়ের বিয়ের গুরুত্ব

বিয়ের উপযুক্ত হলেই ছেলে মেয়েকে বিয়ে দেয়া উচিৎ। তারে এ ব্যাপারে মেয়েকে অগ্রাধিকার দিতে হয়। আর ছেলের জন্যে জাতের মেয়ে এবং মেয়ের জন্য ভাল জামাই নির্বাচন করতে হয় । নিম্নের প্রবাদগুলো এ বিষয়টিই স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে ।

১. আরবী ঃ اخطب لبنتك قبل مـــا تخطب لابنك ছেলের আগে মেয়ের বিয়ের পয়গাম পাঠাও ।[৭৮৫]

---

[৭৭৪] *Burckhardt No. 404.*

[৭৭৫] *ইসলামপুর , জামালপুর ।*

[৭৭৬] *সুবল ঃ ৪১ ।*

[৭৭৭] *সুবল ঃ ৪১ ।*

[৭৭৮] *প্রবাদমালা ঃ ২/৩৬ ।*

[৭৭৯] *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ২২ ।*

[৭৮০] *প্রাগুক্ত ঃ ১৭৪ ।*

[৭৮১] *প্রাগুক্ত ঃ ১৭৯ ।*

[৭৮২] *প্রাগুক্ত ঃ ২৩১ ।*

[৭৮৩] *প্রাগুক্ত ঃ ২৫৪ ।*

[৭৮৪] *প্রাগুক্ত ঃ ২৬২ ।*

Dhaka University Institutional Repository

২. আরবী ঃ إختار لولدك الأصول و اختر لابنتك الرجول। ছেলের জন্যে ভাল ঘরের মেয়ে আর মেয়ের জন্য ভাল ছেলে বিয়ের জন্যে নির্বাচন কর ।[৭৮৬]

৩. বাংলা ঃ মেয়ে বিয়া দিবে ভাত দেখে, পুত্র বিয়া দিবে জাত দেখে[৭৮৭]

৪. বাংলা ঃ ভাত দেইখ্যা দিবে ঘি , জামাই দেইখ্যা দিবে ঝি ।[৭৮৮]

৫. বুলগেরিয়া ঃ ছেলের বিয়ে যখন হোক মেয়ের বিয়ে তাড়া ।[৭৮৯]

৬. চীনা ঃ তাড়াতাড়ি বিয়ে করা ছেলে মেয়ে দুজনেরই কর্তব্য ।[৭৯০]

৭. বুলগেরিয়া ঃ মাকে দেখে মেয়েকে কর বিয়ে ।[৭৯১]

৮. ফার্সী ঃ Only three things warrant haste:the marriage of a daughter, the bural of the dead and the feeding of a guest.[৭৯২]

৩৫. ছেলে / মেয়ের প্রতি পিতা মাতার স্নেহ

পিতা মাতার মত আপনজন এ পৃথিবীতে আর নেই । তবে পিতার চাইতে মাতা সন্তানের প্রতি অনেক যত্নশীল । এজন্যে কুরআন হাদীছে পিতার চাইতে মাতার গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে বেশী । পিতার নৈতিকতা অবক্ষয়ের জন্যে অনেক সময় মাতা সংসার বিমুখ হন । তখন সন্তানের অবস্থা খুবই করুন হয় । নিম্নের প্রবাদগুলো এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে ।

১. আরবী ঃ الأم تـعـشـــــــــــــــــــــش و الأب بـطـفـش মা বেশী আদর করেন আর বাবা কার্পণ্য করেন ।[৭৯৩]

২. আরবী ঃ أنا أمكم حميتــــــــــكم و أنا أبوكم كليتكم আমি তোমাদের মা বেশী অনুগ্রহশীল । আর আমি বাবা তোমাদের বোঝাবহনকারী ।[৭৯৪]

৩. আরবী ঃ الأب عاشق و الأم غيرانه و البنت في البيت পিতা পরকীয়া প্রেমিক তাই মাতার সংসারের

---

[৭৮৫] *কিনদীল ঃ ৩০৬ : তয়মুর ঃ ১৬ ।*

[৭৮৬] *যামামা ঃ সংখ্যা ৩য় বর্ষ ১৯৬৬ ।*

[৭৮৭] *হাবীব ঃ ৭৪ ।*

[৭৮৮] *প্রাগুক্ত ।*

[৭৮৯] *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ২০৫ ।*

[৭৯০] *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ১৪ ।*

[৭৯১] *প্রাগুক্ত ঃ ২০৫ ।*

[৭৯২] *Paul Lunde P. 59.*

[৭৯৩] *কিনদীল ঃ ৩০৯ ; বাজুরী ঃ ৫ ।*

[৭৯৪] *আবূদী ঃ ৩৭ ।*

حيرانه — কাজে অনিহা ফলে মেয়ের অবস্থা বারোটা বাজার মতো ।[৭৯৫]

৪. আরবী ঃالأب عاشق و الأم غيرانه و بنتهم في البيت حيرانه। — পিতা অন্যের প্রতি আসক্ত মা কাজে বিরক্ত আর তাদের মেয়ে বাড়ীতে পেরেশান ।[৭৯৬]

৫. আরবী ঃالأب عاشق و الأم غيرانه و بنتهم في الدار حيرانه। — পিতা অন্যের প্রতি আসক্ত মা কাজে বিরক্ত আর তাদের মেয়ে ঘরে পেরেশান ।[৭৯৭]

৬. আরবী الأب عاش والأم حيرانه و الأولاد باوشم الحالة। — পিতা আসক্ত , মা পেরেশান আর সন্তান খুব দুরবস্থায় (হিমস) ।[৭৯৮]

৭. বাংলা ঃ এক পিঠ ভিজে ঘুয়ে আর মুতে, আরেক পিঠ কাঁপে মার মাঘ মাইয়ার শীতে ।[৭৯৯]

৮. বাংলা ঃ মার মায়াই মায়া , বটের ছায়াই ছায়া ।[৮০০]

৯. উর্দু ঃ পরস্ত্রীর সাথে প্রেম করার চেয়ে সাপ ধরে বিষ খাওয়াত বরং ভালো ।[৮০১]

১০. তেলুগু ঃ মা স্বর্গীয় দান, বাবা অমূল্য সম্পদ ।[৮০২]

৩৬. ছোট থেকে বড়

পৃথিবীর সকল জিনিসের উৎস ছোট থেকে । বিরাটকায় অশ্বত্থ বৃক্ষের বীজ সরিষার দানা হতেও ছোট । বিন্দুতেই রচিত হয় সিন্ধু । একটু একটু ধুলো জমে সৃষ্টি হয় পাহাড়ের । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তাধারার সমষ্টিই একটি বিরাট গ্রন্থ । বিভিন্ন দেশের প্রবাদের এ বিষয়টি খুব সুন্দর ভাবে প্রতিভাত হয়েছে ।

১. আরবী ঃ أول الغيث القطر — বৃষ্টির সূচনা বিন্দু হতে ।[৮০৩]

২. আরবী ঃ أول الشجرة النواة — গাছের উৎস বীজ ।[৮০৪]

৩. আরবী ঃ من الحبة تنشأ الشجرة — গাছের সৃষ্টি বীজ হতে ।[৮০৫]

---

[৭৯৫] *তয়মুর ঃ ৪ ; কিনদীল ঃ ৩০৫; Burckhardt, No-114.*

[৭৯৬] *বাজুরী ঃ ৫৯ ।*

[৭৯৭] *Burckhardt, No-30.*

[৭৯৮] *কিনদীল ঃ ৩০৫ ।*

[৭৯৯] *পাঠান ঃ ৫৭ ।*

[৮০০] *প্রাগুক্ত ।*

[৮০১] *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ৮০১ । বিশ্বের প্রবাদ ঃ ২৪১ ।*

[৮০২] *প্রাগুক্ত ঃ ২৭০ ।*

[৮০৩] *ময়দানী ঃ ১/৫৮ ।*

[৮০৪] *আল-মাওরিদ ঃ ৬১, ময়দানী ঃ ১/৫ আল-মুসতাক্সা ঃ ১/৪৪০ ; মুজামল আমছাল ঃ ২/৪৪৯ ।*

[৮০৫] *আল-মাওরিদ ঃ ৬১ ।*

Dhaka University Institutional Repository

৪. আরবী ঃ إنما القرم من الأفيل — ছোট উট গুলোই বড় উটে পরিণত হয় ।[৮০৬]

৫. আরবী ঃ الذود إلى الذود إبل — বাচ্চা উটগুলোই বড় উটে পরিণত হয় ।[৮০৭]

৬. আরবী ঃ العصي من العصية — ছোট লাঠি বড় লাঠিতে পরিণত হয় ।[৮০৮]

৭. আরবী ঃ معظم النار من مستصغر الشرر — অল্প অগ্নি হতে বেশী অগ্নি ছাড়িয়ে পড়ে ।[৮০৯]

৮. আরবী ঃ يحدث من بعض الأمور أمور — কোন কোন বিষয় অনেক বিষয়ের জন্ম দেয় ।[৮১০]

৯. আরবী ঃ الشر صغاره — অধিক খারাপের মূল ছোট জিনিস ।[৮১১]

১০. আরবী ঃ شرارة تحرق الحارة — ছোট একটি অঙ্গার পুরো কোয়াটারটাই জ্বালিয়ে দিতে পারে ।[৮১২]

১১. আরবী ঃ اليسير يجني الكثير — সামান্য থেকে অনেক জিনিসের সৃষ্টি ।[৮১৩]

১২. আরবী ঃ الشر يبدؤه صغاره — খারাপের সূচনা ছোট থেকে ।[৮১৪]

১৩. আরবী ঃ التمرة تمر — ছোট খেজুর হতে বড় খেজুর হয় ।[৮১৫]

১৪. বাংলা ঃ বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি ঃ
সাগরের সৃষ্টি ।[৮১৬]

১৫. বাংলা ঃ গড়ে বিন্দু বিন্দু ধূলিকণা , বিন্দু বিন্দু জল গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল ।[৮১৭]

১৬. বাংলা ঃ বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি , পুকুরের সৃষ্টি ।[৮১৮]

১৭. বাংলা ঃ সরিষা কুড়তে কুড়তে তেল হয় ।[৮১৯]

১৮. বাংলা ঃ রাই কুড়তে কুড়তে বেল হয় ।[৮২০]

---

[৮০৬] প্রাগুক্ত ঃ ময়দানী ঃ ১/২৪ ; আল-মুসতাক্সা ঃ ১/৪০৯ : আল-বকরী ঃ ২২১ : ইবন সাল্লাম ঃ ১৪৫: জামহারা ঃ ২/৪১ ।

[৮০৭] ময়দানী ঃ ১/১৩৭ : ইবন সাল্লাম ঃ ১৪৫ ; ইবন সাল্লাম ঃ ১৯০ :আল-মুসতাক্সা ঃ ১/৩০৭ : আল-বকরী ঃ ২৮২ ।

[৮০৮] জামহারা ঃ ২/৪০ : ইবন সাল্লাম ঃ ১৪৫ ; ময়দানী ঃ ১/১৫ ; আল-মুসতাক্সা ঃ ১/৩৩৪ ; আল-বকরী ঃ ২২১ : মুনজিদ ঃ ১২০৯ ।

[৮০৯] কিনদীল ঃ ১৮৮ ; আল-মাওরিদ ঃ ২৭ ।

[৮১০] প্রাগুক্ত ।

[৮১১] ময়াদনী ঃ ১/৫০ ।

[৮১২] *Burckhardt.No. 110.*

[৮১৩] ময়দানী ঃ ২/৪২৭ : ইবন সাল্লাম ঃ ১৫২ ; আল মুস্তাক্সা ঃ ১/৩৫৭ ।

[৮১৪] ময়দানী ঃ ১/৩৬৪ : জামহারা ঃ ১/৫৫০ : ইবন সাল্লাম ঃ ১৫ আল- বকরী ঃ ২৩২ ।

[৮১৫] ময়দানী ঃ ১/১৩৭ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ১/৩০৭ : ইবন সাল্লাম ঃ ১৯০ : আল-বকরী ২৮২ ।

[৮১৬] পাঠান ঃ ২৩২ ।

[৮১৭] প্রাগুক্ত ঃ ২৩৩ ।

[৮১৮] নুতন ঃ ১৫৭৩ : সুবল ঃ ১২৮ ।

[৮১৯] পাঠান ঃ ২৩৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯. বাংলা ঃ তিল কুড়িয়ে তাল ।[৮২১]

২০. বাংলা ঃ একেকে একুশ করে ।[৮২২]

২১.ইংরেজী ঃ Little and Little, By the bird makes his nest.[৮২৩]

২২. ইংরেজী ঃ Little body doth offen harbour a great soul .[৮২৪]

২৩. ইংরেজী ঃ A Little bush may hold a great hare ; a little body a great heart[৮২৫]

২৪. ইংরেজী ঃ Making a mountain of a more hill.[৮২৬]

২৫. ইংরেজী ঃ Little drops of water, little grains of sand. Make the mighty ocean and the pleasant land[৮২৭]

২৬. ইংরেজী ঃ Many a little makes a mickle[৮২৮]

২৭. ইংরেজী ঃ Constant dropping wears away a store.[৮২৯]

২৮. ইংরেজী ঃ Many drops make a show[৮৩০]

২৯. ইংরেজী ঃ Rome was not built i a day[৮৩১]

৩০.ইংরেজী ঃ Many a penny makes a pound.[৮৩২]

৩১. Latin : Gutta cavat Lapicem non vi sed saepe candendo[৮৩৩]

৩২. Hausa: A small insect spoils a big nut.[৮৩৪]

---

[৮২০] *প্রাগুক্ত ।*

[৮২১] *নুতন ঃ ১৫৫৮ : সুবল ঃ ৭৮ ।*

[৮২২] *প্রবাদমালা ঃ ৩/১৯ ।*

[৮২৩] *Wordsworth .P-370.*

[৮২৪] *Ibid.*

[৮২৫] *Ibid.*

[৮২৬] *সুবল ঃ ৭৮ ।*

[৮২৭] *আল-মাওরিদ ঃ ৬১ ।*

[৮২৮] *Dev : 1517.*

[৮২৯] *আল-মাওরিদ ঃ ২৭ ।*

[৮৩০] *Dev – 935.*

[৮৩১] *আল-মাওরিদ ঃ ৭৮ ।*

[৮৩২] *Dev 938.*

[৮৩৩] *আল-মাওরিদ ঃ ২৭ ।*

[৮৩৪] *Knappert. p- 40.*

Dhaka University Institutional Repository

৩৩. Dama: A man may be famous is the world and yet small in his own house.[৮৩৫]

৩৪. জাপানী ঃ ধুলো জমে পাহাড় ক্রমে ।[৮৩৬]

৩৫. মালয়ী ঃ এ্যাত্তটুকু পোকা থেকেই এ্যাত্তবড় সাপ ।[৮৩৭]

৩৬. ফরাসী ঃ ফোঁটা ফোটা জলের বিন্দুও পাথরকে ক্ষইয়ে দেয় ।[৮৩৮]

৩৭. ডাচ ঃ প্রকান্ড ড্রাগন হতে চাইলে আগে অনেকগুলো সাপ খেতে হয় ।[৮৩৯]

৩৮. বুলগেরিয় ঃ বিন্দু বিন্দু শিশিরের ঘায়ে পাহাড় কাটে ।[৮৪০]

৩৯. উর্দু ; ایک دن کے تین سو ساٹھ دن ھوتا ہے একদিন করে ৩৬০ দিন হয় ।[৮৪১]

৩৭. জ্ঞানী / মুর্খ

জ্ঞান মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে ধাবিত করে । আর মুর্খতা খারাপ পথে পরিচালিত করে । তাই মুর্খ বন্ধুতে যা সম্ভাবনা জ্ঞানী শত্রুতে সম্ভাবনা তত কম । নিম্নের প্রবাদগুলোতে এ ভাবার্থই প্রকাশ পেয়েছে।

১.আরবী ঃ عدو الرجل حمقه و صديقه عقله নির্বুদ্ধিতা মানুষের শত্রু আর জ্ঞান তার বন্ধু ।[৮৪২]

২.আরবী ঃ عدوعاقل خير من صديق جاهل মুর্খ বন্ধুর চাইতে জ্ঞানী শত্রু ভাল ।[৮৪৩]

৩.আরবী ঃ ظن العاقل خير من يقين الجاهل জ্ঞানীর ধারনা মুর্খের বিশ্বাস হতে উত্তম ।[৮৪৪]

৪.আরবী ঃ ظن العاقل أصح من يقين الجاهل জ্ঞানীর ধারনা মুর্খের বিশ্বাস হতে সঠিক ।[৮৪৫]

৫. আরবী ঃ عداوة العاقل ولا صحبة الجاهل জ্ঞানীর শত্রুতা মূর্খের বন্ধুত্ব নয়.[৮৪৬]

৬. আরবী ঃ معاداة العاقل خير من مصادقة الأحمق আহাম্মক বন্ধুর চাইতে জ্ঞানী শত্রু ভাল ।[৮৪৭]

---

[৮৩৫] *Ibid P- 44 .*

[৮৩৬] *বিশ্বের প্রবাদ - ৫ ।*

[৮৩৭] *প্রাগুক্ত ঃ ২৯ ।*

[৮৩৮] *প্রাগুক্ত ঃ ১৩১ ।*

[৮৩৯] *প্রাগুক্ত ঃ ১৮৪ ।*

[৮৪০] *প্রাগুক্ত ঃ ২১১ ।*

[৮৪১] *আগাসকার ঃ ২৬৯ ।*

[৮৪২] *ময়দানী ঃ ২/২৩ : আল-মুস্তাক্সা ঃ ২/১৫৯ : ইবন সাল্লাম ঃ ১২৫ ।*

[৮৪৩] *আল-মাওরিদ ঃ ২০ ।*

[৮৪৪] *ময়দানী ঃ ১/৪৪৫ : কিনদীল ঃ ৬৪ : শুকয়ব ঃ ৩০ ।*

[৮৪৫] *ইবন শনব ঃ ২/৭৬ ।*

[৮৪৬] *Burckhadt .No-415.*

Dhaka University Institutional Repository

৭. বাংলা ঃ নাদান দোস্তের চাইতে দানা দুশমন ভাল । মুর্খ বন্ধুর চেয়ে জ্ঞানী শত্রু ভাল । [৮৪৮]

৮. বাংলা ঃ দানা দুশমন নাদান দোস্ত ।
তাজা মিছুলী গান্ধা গোস্ত । [৮৪৯]

৯. ইংরেজী ঃ A wise man begings is the end ; a fool ends in the begings . [৮৫০]

১০. ইংরেজী ঃ A wiseman enemy is better than a foolish friend. [৮৫১]

১১. ইদ্দিশ ঃ খারাপ বন্ধুর চেয়ে শত্রু ও ঢের ভালো । [৮৫২]

১২. ইদ্দিশ ঃ জ্ঞানীর সঙ্গে নরকে থাকাও ভালো ,তবু বোকার সঙ্গে স্বর্গে নয় । [৮৫৩]

১৩. হাঙ্গেরী ঃ চালাক শত্রুর চেয়ে বোকা বন্ধু বেশী ক্ষতি করে । [৮৫৪]

৩৮. টাকা

টাকা মানুষের জীবনে সর্বাধিক পরিচিত এবং প্রয়োজনীয় বস্তু।জীবনে মরনে মোট কথা সর্বাবস্থায় সকল মানুষের জন্যে এটির প্রয়োজন হয়ে পড়ে । টাকার জন্যেই মানুষ আকাশ পাতাল জয় করছে আবার টাকা কারণেই মাটির সাথে মিশে যাচ্ছে । টাকাতেই অসম্ভবকে সম্ভব করা যায় । এ টাকাকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর সকল ভাষাতেই প্রবাদের সৃষ্টি হয়েছে । নিম্ন এর কিছু উল্লেখ করা হল ।

১. আরবী ঃ بفلوسك بنت السلطان عروسك — পয়সা হলে রাজার মেয়েকেও বিয়ে করা যায় । [৮৫৫]

২. আরবী ঃ الدراهم يجيبن بنات الرجال — দিরহাম বড় বড় লোকদের মেয়েদেরকে এনে দিতে পারে । [৮৫৬]

৩. আরবী ঃ الفلوس اتجب العروس — পয়সা কনে নিয়ে আসে । [৮৫৭]

৪. আরবী ঃ الدراهم مراهم — টাকা মিষ্টি সুগন্ধ । [৮৫৮]

৫. আরবী ঃ ما المرء إلا بدرهمة — মানুষ তার টাকা দ্বারা মানুষ । [৮৫৯]

---

[৮৪৭] *ইবন সাল্লাম ঃ ১৮৭ ।*

[৮৪৮] *পাঠান ১৬৭ ।*

[৮৪৯] *হাবীব ঃ ৩১১ ।*

[৮৫০] *Wordsworth .*

[৮৫১] *পাঠান ঃ ১৬৭ ।*

[৮৫২] *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ১৪৬ ।*

[৮৫৩] *প্রাগুক্ত ঃ ১১৫ ।*

[৮৫৪] *প্রাগুক্ত ঃ ১৯৯ ।*

[৮৫৫] *কিনদীল ঃ ২০৯ ।*

[৮৫৬] *আবুদী ঃ ৯১ ।*

[৮৫৭] *হুযালী ঃ ১/৩১ ।*

[৮৫৮] *Burkhadt , No-72*

Dhaka University Institutional Repository

৬. বাংলা ঃ টাকা টাকা টাকা ।

৭. বাংলা ঃ গোপলা হল গোপাল জ্যেঠা , মঙ্গল হল কাকা ।[৮৬০]

৮. বাংলা ঃ টাকা থাকলে মেড়াকান্ড দেশের মধ্যে বুদ্ধিমান ।[৮৬১]

৯. বাংলা ঃ টাকা থাকলে রামা শ্যামা শরা দেখে দুনিয়াখানা ।[৮৬২]

৯. বাংলা ঃ টাকা দিয়ে টাকা কাঁদে হাতী দিয়ে হাতী বাঁধে ।[৮৬৩]

১০. বাংলা ঃ টাকা দিলে কানা ছুঁড়ি বিয়ে করতে হুড়োহুড়ি ।[৮৬৪]

১১. বাংলা ঃ টাকা দেখতে গোল , থাকলে গোল , না থাকলেও গোল ।[৮৬৫]

১২. বাংলা ঃ টাকায় নিভায় মনের জ্বালা আপন বাপে ডাকে শালা ।[৮৬৬]

১৩. বাংলা ঃ টাকা যার মামলা তার ।[৮৬৭]

১৪. বাংলা ঃ টাকার নামে কাঠের পুতুলও হাঁ করে ।[৮৬৮]

১৫.বাংলা ঃ টাকার বলে দুনিয়া চলে ।[৮৬৯]

১৬. বাংলা ঃ টাকা নাম মহাশয়, যা কহাও তাই কয় ।[৮৭০]

১৭. বাংলা ঃ টাকা হলে বাঘের চোখ মিলে ।[৮৭১]

১৮. বাংলা ঃ টাকায় কিনা হয় ।[৮৭২]

১৯.বাংলা ঃ অর্থই অনর্থের মূল ।[৮৭৩]

২০. বাংলা ঃ অর্থেন সবের বশ ।[৮৭৪]

---

[৮৫৯] *Burkhadt ,No-680*

[৮৬০] *বাংলা প্রবাদ ঃ ৯৬ ।*

[৮৬১] *প্রাগুক্ত ।*

[৮৬২] *প্রাগুক্ত ।*

[৮৬৩] *প্রাগুক্ত ।*

[৮৬৪] *প্রাগুক্ত ।*

[৮৬৫] *প্রাগুক্ত ।*

[৮৬৬] *প্রাগুক্ত ।*

[৮৬৭] *প্রাগুক্ত ।*

[৮৬৮] *প্রাগুক্ত ।*

[৮৬৯] *প্রাগুক্ত ।*

[৮৭০] *প্রাগুক্ত ।*

[৮৭১] *ইসলামপুর, জামালপুর ।*

[৮৭২] *হাবীব ঃ ২৩৯ ।*

[৮৭৩] *প্রবাদমালা ঃ ৩/৫ ।*

Dhaka University Institutional Repository

২১. বাংলা ঃ অর্থের বলবৎ পর্বে ।[৮৭৫]

২২. বাংলা ঃ টাকায় টাকা আসে ।[৮৭৬]

২৩. বাংলা ঃ পৃথিবীটা কার ? টাকার ।[৮৭৭]

২৪. বাংলা ঃ টাকায় সকলের বল হয় ।[৮৭৮]

২৫. বাংলা ঃ টাকায় সব হয় ।[৮৭৯]

২৬. বাংলা ঃ টাকা কিষ্ণঃ টাকা মহেশ্বর ।
টাকা হইলে হয় পছন্দ মায়ের নেংরা বর ।[৮৮০]

২৭. বাংলা ঃ টাকার নাম বাবু, যেখানটা যায় সেখানটা কার ।[৮৮১]

২৮. বাংলা ঃ টাকার নাম জয়রাম , টাকা থাকলে সব কাম ।[৮৮২]

২৯. বাংলা ঃ টাকার নাম ভাগ্যধর ঃ আপন বানায় পরের ঘর ।[৮৮৩]

৩০. বাংলা ঃ সর্বকর্তা কাকা , মূল কর্তা টাকা ।[৮৮৪]

৩১. বাংলা ঃ টাকায় করে কাম, শুধু মর্দের নাম ।[৮৮৫]

৩২. বাংলা ঃ ইষ্টি কুটুম টাকা ।[৮৮৬]

৩৩. বাংলা ঃ টাকা বেটা বড় বেটা, টাকা বেটা পাথর কাটা ।[৮৮৭]

৩৪. বাংলা ঃ টাকায় সব হয় খোড়াঁ ঘোড়ার পা হয় ।[৮৮৮]

৩৫. বাংলা ঃ টাকা থাকলে তালুয়ের বাপের শ্রাদ্ধ হয় ।[৮৮৯]

---

[৮৭৪] *প্রাগুক্ত ঃ ৬ ।*

[৮৭৫] *প্রাগুক্ত ।*

[৮৭৬] *সুবল ঃ ৭৩ : বাংলা প্রবাদ ঃ ৯৩ ।*

[৮৭৭] *হাবীব ঃ ২৩৯ ।*

[৮৭৮] *প্রাগুক্ত ।*

[৮৭৯] *প্রাগুক্ত ।*

[৮৮০] *প্রাগুক্ত ।*

[৮৮১] *প্রাগুক্ত ।*

[৮৮২] *প্রাগুক্ত ।*

[৮৮৩] *প্রাগুক্ত ।*

[৮৮৪] *প্রাগুক্ত ।*

[৮৮৫] *ইসলামপুর , জামালপুর ।*

[৮৮৬] *হাবীব ঃ ২৩৯ ।*

[৮৮৭] *প্রাগুক্ত ।*

[৮৮৮] *প্রাগুক্ত ঃ ২৪০ ।*

Dhaka University Institutional Repository

৩৬. বাংলা ঃ যার কড়ি তার জয় ।[৮৯০]

৩৭. বাংলা ঃ টাকা তুমি যারে বাকা তার বৃথাই জন্ম রাখা ।[৮৯১]

৩৮. বাংলা ঃ টাকা যায় পীরিতের দেশে দেশে ভাটা পড়লে ফিরে আসে ।[৮৯২]

৩৯. বাংলা ঃ টাকা তুমি যাও কোথা ? পীরিত যেথা ।
আসবে কবে ? বিচ্ছেদ যবে ।[৮৯৩]

৪০. বাংলা ঃ সময়ে বহিনী ভগিনী আপন সোদর ভাই ।
ঘরের স্ত্রী আপন নয়, যদি গাঁটে পয়সা নাই ।[৮৯৪]

৪১. বাংলা ঃ কড়ি কৃষ্ণ দুই ভাই, কড়ি হলি কৃষ্ণ পাই ।[৮৯৫]

৪২. বাংলা ঃ মুর্খ ধমকায় পন্ডিত্যের যদি কড়ি থাকে ।
নির্ধনের সত্যকথা মিথ্যা হেন লাগে ।[৮৯৬]

৪৩. ইংরেজী ঃ If money gose, money comes.
If money stays, death comes.[৮৯৭]

৪৪. ইংরেজী ঃ Money will make the pot boil.[৮৯৮]

৪৫. ইংরেজী ঃ Money will do more than my lord letter.[৮৯৯]

৪৬. ইংরেজী ঃ Money without love is like salt without pilchers.[৯০০]

৪৭. ইংরেজী ঃ What will not money do.[৯০১]

৪৮. ইংরেজী ঃ Money bess man goes fast through the market.[৯০২]

---

[৮৮৯] *প্রাগুক্ত ।*

[৮৯০] *প্রাগুক্ত ।*

[৮৯১] *প্রাগুক্ত ।*

[৮৯২] *প্রাগুক্ত ।*

[৮৯৩] *প্রাগুক্ত ।*

[৮৯৪] *প্রাগুক্ত ।*

[৮৯৫] *প্রাগুক্ত ।*

[৮৯৬] *প্রাগুক্ত ।*

[৮৯৭] *E.M. Forster : A passage to India, Delhi, তাবি, পৃ-১৫৮ : ঐ অনুবাদ ঃ রবি শেখর সেনগুপ্ত, কলিকাতা, ১৯৯৪ পৃ-১৬১ ।*

[৮৯৮] *Wordsworth - 423*

[৮৯৯] *Ibid.*

[৯০০] *Ibid.*

[৯০১] *Ibid.*

[৯০২] *Ibid.*

Dhaka University Institutional Repository

৪৯. ইংরেজী : All things are obedient to money. [১০৩]

৫০. ইংরেজী : He that wants money wants all thing.[১০৪]

৫১. ইংরেজী : If money go before all ways lie open. [১০৫]

৫২. ইংরেজী : Money answar all things. [১০৬]

৫৩. ইংরেজী : Money begest money . [১০৭]

৫৪. ইংরেজী : Money governs the world. [১০৮]

৫৫. ইংরেজী : Money is purse will be always is fashion . [১০৯]

৫৬. ইংরেজী : Money is a good servant but a bad master. [১১০]

৫৭. ইংরেজী : Money is a great traveller is the world . [১১১]

৫৮. ইংরেজী : Money makes friend enemies. [১১২]

৫৯. ইংরেজী : Money makes marriage. [১১৩]

৬০. ইংরেজী : Money makes mastery. [১১৪]

৬১. ইংরেজী : Money makes the man. [১১৫]

৬২. Malterise : In this world every thing passes except false money. [১১৬]

৬৩. Tunisian : Money gives life to the soul cleanses the filthy and makes the old man a bridegroom.[১১৭]

---

[১০৩] *Ibid 421.*

[১০৪] *Ibid.*

[১০৫] *Ibid.*

[১০৬] *Ibid.*

[১০৭] *Ibid.*

[১০৮] *Ibid . P-422.*

[১০৯] *Ibid.*

[১১০] *Ibid.*

[১১১] *Ibid.*

[১১২] *Ibid.*

[১১৩] *Ibid.*

[১১৪] *Ibid.*

[১১৫] *Ibid.*

[১১৬] *Paulluned . 92.*

[১১৭] *Ibid.*

৬৪. Yemens : Money summons the most obstinate djinn. [১১৮]

৬৫. Congo : We all love money but money loves only some of us. [১১৯]

৬৬. South African: Money makes the crooked strangth. [১২০]

৬৭. দিনামার : স্বর্গদ্বার ব্যতীত সকল দ্বারই সোনার চাবীতে খোলা যায় । [১২১]

৬৮. জাপানী : স্বর্গ নরকও টাকায় বাঁধা । [১২২]

৬৯. চীনা : টাকা অন্ধের চোখ খোলে । টাকা পুরুতেরও চোখ গালে । [১২৩]

৭০. চীনা : টাকা থাকলে দেবতারাও তোমার কথা শুনবে । [১২৪]

৭১. চীনা : টাকার গন্ধ পেলে অন্ধও চোখ খোলে । [১২৫]

৭২. চীনা : টাকার আছে শতেক পা । [১২৬]

৭৩. চীনা : টাকা থাকলে তামার সব কথায় বেদবাক্য । [১২৭]

৭৪. বর্মী : টাকাতেই যায় মামলা জেতা । [১২৮]

৭৫. পশতু : আর আছে টাকা , তার সব পথই খোলা । [১২৯]

৭৬. ফার্সী : টাকা করে মানুষ শিকার । [১৩০]

৭৭. হিব্রু : নদী, ইহুদী-আইন আর টাকা পৃথিবীতে এ তিনেরই গলার জোর । [১৩১]

৭৮. তুর্কি : দরবেশ সন্ন্যাসীরও টাকার দরকার । [১৩২]

---

[১১৮] *Ibid.*

[১১৯] *Krappert . 15.*

[১২০] *Ibid.*

[১২১] *প্রবাদমালা : ২/১৩ ।*

[১২২] *বিশ্বের প্রবাদ : ৪ ।*

[১২৩] *প্রাগুক্ত : ৯৫ ।*

[১২৪] *প্রাগুক্ত ।*

[১২৫] *প্রাগুক্ত : ১৬ ।*

[১২৬] *প্রাগুক্ত ।*

[১২৭] *প্রাগুক্ত ।*

[১২৮] *প্রাগুক্ত : ৩৪ ।*

[১২৯] *প্রাগুক্ত : ৪৫ ।*

[১৩০] *প্রাগুক্ত : ৫২ ।*

[১৩১] *প্রাগুক্ত : ৭৪ ।*

[১৩২] *প্রাগুক্ত : ৮৩ ।*

Dhaka University Institutional Repository

৭৯. আর্মেনীয় ঃ কুৎসিতকে রূপ, খোড়াকে পা, অন্ধকে চোখ আর চোখের জলকেও দাম দেয় টাকা ।[১৩৩]

৮০. গ্রীক ঃ টাকার বন্ধু সবাই ।[১৩৪]

৮১. গ্রীক ঃ টাকাই মানুষ ।[১৩৫]

৮২. আইরিশ ঃ যে টাকা করে সে কখনো ক্লান্ত হয়না ।[১৩৬]

৮৩. ফরাসী ঃ প্রেমে বেশ কিছু , টাকায় সবকিছু ।[১৩৭]

৮৪. ফরাসী ঃ টাকায় পাসপোর্ট ।[১৩৮]

৮৫. জার্মান ঃ আগে কর টাকা তারপর ঈশ্বরকে পুজো ।[১৩৯]

৮৬. জার্মান ঃ টাকার সামনে রাজারাও মাথা নোয়ায় ।[১৪০]

৮৭. ইদ্দিশ ঃ বিবেক বুদ্ধি ছাড়া টাকা আর সবকিছুই কিনতে পারে ।[১৪১]

৮৮. স্প্যানিস ঃ টাকা মুখ খুললে সবাই মুখে চাবী লাগায় ।[১৪২]

৮৯. স্প্যানিস ঃ টাকার ছোয়ায় অস্ত্র ও পড়ে ভেঙ্গে ।[১৪৩]

৯০. স্প্যানিস ঃ টাকা থাকলে নিজেকে যায়না চেনা ।[১৪৪]

৯১. স্প্যানিস ঃ টাকাই সৌভাগ্যের ঝাপি ।[১৪৫]

৯২. স্প্যানিস ঃ টাকা মা বাপকেও ভুলে যায় ।[১৪৬]

৯৩. পর্তুগীজ ঃ টাকায় খুললে মুখ সবাই থাকে চুপ ।[১৪৭]

---

[১৩৩] প্রাগুক্ত ঃ ৯২ ।

[১৩৪] প্রাগুক্ত ঃ ১০০ ।

[১৩৫] প্রাগুক্ত ঃ ।

[১৩৬] প্রাগুক্ত ঃ ১১৮ ।

[১৩৭] প্রাগুক্ত ঃ ১২৪ ।

[১৩৮] প্রাগুক্ত ।

[১৩৯] প্রাগুক্ত ঃ ১৩৮ ।

[১৪০] প্রাগুক্ত ।

[১৪১] প্রাগুক্ত ঃ ১৪৬ ।

[১৪২] প্রাগুক্ত ঃ ১৬৫ ।

[১৪৩] প্রাগুক্ত ।

[১৪৪] প্রাগুক্ত ।

[১৪৫] প্রাগুক্ত

[১৪৬] প্রাগুক্ত ।

[১৪৭] প্রাগুক্ত ঃ ১৭৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

৯৪. বেলজিয়াম: গাঁটে থাকলে কড়ি । তারই কেনা যায় চেরী ।[১৪৮]

৯৫. ডাচ ঃ যার বিত্তর টাকা আছে । বরফের ওপরেও সে নাবে ।[১৪৯]

৯৬. রুস ঃ কেউ টাকার প্রভু আবার টাকাই কারো প্রভু ।[১৫০]

৯৭. রুস ঃ টাকা মুখ খুললে সত্য মুখে চাবি আঁটে ।[১৫১]

৯৮. রুস ঃ যার টাকা আছে সবাই তার ভাই ।[১৫২]

৯৯. বুলগেরিয় ঃ হাতের টাকাই সবচেয়ে ভালো দাওয়াই ।[১৫৩]

১০০. রুমানীয় ঃ টাকা থাকলে বাঘের চোখও পাওয়া যায় ।[১৫৪]

১০১. হিন্দী ঃ স্বর্গের দরজা ছাড়া টাকা আর সব দরজায় ঢুকতে পারে ।[১৫৫]

১০২. উর্দূ ঃ টাকাই রাজা ।[১৫৬]

১০৩. উর্দূ ঃ টাকার কাছে সব অস্ত্রই হার মানে ।[১৫৭]

১০৪. উর্দূ ঃ টাকা দুনিয়ার কান ধরে নাচাচ্ছে ।[১৫৮]

১০৫. কাশ্মিরী ঃ কপালের ওপর একটা পয়সা রাখলে মরা মানুষও বেঁচে উঠবে ।[১৫৯]

১০৬. কানাড়ী ঃ টাকার আওয়াজে মরা মানুষও লাফিয়ে উঠে ।[১৬০]

---

[১৪৮] *প্রাগুক্ত ঃ ১৭৭ ।*

[১৪৯] *প্রাগুক্ত ঃ ১৮২ ।*

[১৫০] *প্রাগুক্ত ঃ ১৯১ ।*

[১৫১] *প্রাগুক্ত ।*

[১৫২] *প্রাগুক্ত ।*

[১৫৩] *প্রাগুক্ত ঃ ২০৭ ।*

[১৫৪] *প্রাগুক্ত ঃ ২১৪ ।*

[১৫৫] *প্রাগুক্ত ঃ ২৩*

[১৫৬] *প্রাগুক্ত ঃ ২৪১ ।*

[১৫৭] *প্রাগুক্ত ।*

[১৫৮] *প্রাগুক্ত ।*

[১৫৯] *প্রাগুক্ত ঃ ২৬০ ।*

[১৬০] *প্রাগুক্ত ঃ ২৭৭ ।*

Dhaka University Institutional Repository

৩৯. তেলার মাথায় তেল

যার আছে মানুষ তাকেই দেয় । যার নেই তাকে কেউ দিতে চায়না । এটাই যেন পৃথিবীর নিয়ম । নিম্নের প্রবাদগুলোতে এ বিষয়টিই প্রতিভাত হয়েছে ।

১. আরবী ঃ طعم مطعوم و لا تطعم محروم! ভুক্তাকে খাওয়াও অভুক্তকে নয় ।[৯৬১]

২. আরবী ঃ طعم لمعلم و خلي المحقوم ভুক্তের জন্যে খাদ্য অভুক্তের জন্যে নয় ।[৯৬২]

৩. বাংলা ঃ তেলা মাথায় তেল দেওয়া ।[৯৬৩]

৪. ইংরেজী ঃ To carry coat to new castle.[৯৬৪]

৫. Welzh : To pour water into severn.[৯৬৫]

৬. Greek : To carry apples to Alunous.[৯৬৬]

৭. Asiatic : To carry bades to Damascus.[৯৬৭]

৮. American: To carry leaves to the wood.[৯৬৮]

৯. Persian : To carry peppers to Hindustan.[৯৬৯]

১০. আইরিশ ঃ যার আছে অনেক সেই আরো পায় ।[৯৭০]

১১. আইরিশ ঃ যার মাখন আছে সেই আরো মাখন পায় ।[৯৭১]

১২. ইটালিয়ান ঃ যার আছে ভগবান তাকেই সাহায্য করেন ।[৯৭২]

---

৯৬১. *শুকয়র ঃ ৬২ ; কিনদীল ঃ ১০৯ ; তয়মুর ঃ ৫৯ ; বাজুরী ঃ ৬ ;*

৯৬২. *হুযালী ঃ ১/২৫৪ ।*

৯৬৩. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ২২৩ ; সিদীক ঃ ২৫৮ ।*

৯৬৪. *সিদ্দীকী ঃ ২৫৮ ।*

৯৬৫. *প্রাগুক্ত ।*

৯৬৬. *প্রাগুক্ত ।*

৯৬৭. *প্রাগুক্ত ।*

৯৬৮. *প্রাগুক্ত ।*

৯৬৯. *প্রাগুক্ত ।*

৯৭০. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ১১৭ ।*

৯৭১. *প্রাগুক্ত ।*

৯৭২. *প্রাগুক্ত ঃ ১৫৮ ।*

Dhaka University Institutional Repository

১৩. হাঙ্গেরী ঃ ভগবান শক্তিমানেরই সহায় ।[৯৭৩]

৪০. দুর্বল/অপারগ

সবলরা দুর্বলকে গ্রাস করবে এটাই যেন পৃথিবীর চিরচারিত নিয়ম হয়ে দাড়িয়েছে । আর দুর্বলেরাও তাদের যাঁতা কলে নিপীড়িত নিস্পেষিত হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে । অশ্রু ছাড়া এদের আর কোন অবলম্বন নেই । নি ের প্রবাদগুলোতে এ বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে ।

১. আরবী ঃ حيلة العاجز دموعه — দুর্বলদের প্রধান অবলম্বন অশ্রু ।[৯৭৪]

২. আরবী ঃ حيلة المقل دموعه — দুর্বলদের কৌশল হলো অশ্রু ।[৯৭৫]

৩. আরবী ঃ جهد المقل دموعه — দুর্বলদের প্রচেষ্টার (প্রধান অবলম্বন) তার অশ্রু ।[৯৭৬]

৪. আরবী ঃ قضا عاجز — অক্ষম পুর্ণ করেছে ।[৯৭৭]

৫. আরবী ঃ زي القراد مايركب إلا الجثة الضعيفة — আঢেল (উকুন) দুর্বল উট/কুকুর ছাড়া আর কোনটির উপ লটকে থাকেনা ।[৯৭৮]

৬. আরবী ঃ الذيب ما يتصلط إلا علي شاة الصعلوك — নিঃস্ব দুর্বল বকরীর উপরেই নেকড়ে আক্রমন করে ।[৯৭৯]

৭. বাংলা ঃ মড়াকে মারিস কেন , না মড়া কথা কয়না কেন ।[৯৮০]

৮. বাংলা ঃ মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা ।[৯৮১]

৯. বাংলা ঃ মটরের চাপে মশুরি চেপটা ।[৯৮২]

১০. ইংরেজী ঃ As weak as a wassail.[৯৮৩]

---

[৯৭৩]. *প্রাগুক্ত ঃ ২০০ ।*

[৯৭৪]. *কিনদীল ঃ ৫১ ।*

[৯৭৫]. *তয়মুর ঃ ১১৮ ।*

[৯৭৬]. *আল-মুসতাতরফ ঃ ১/৪৩১ বাজুরী ঃ ৭৪ ঃ*

[৯৭৭]. *আবুদী ঃ ২২০*

[৯৭৮]. *কিনদীল ঃ ৫১ ।*

[৯৭৯]. *আবূদী ঃ ১০৩ ।*

[৯৮০]. *বাংলা প্রবাদ ঃ ১৬৮ ।*

[৯৮১]. *প্রাগুক্ত ।*

[৯৮২]. *প্রাগুক্ত ।*

[৯৮৩]. *Words worth : 670.*

Dhaka University Institutional Repository

১১. ইংরেজী ঃ As weak as water.[৯৮৪]

১২. ইংরেজী ঃ The weakest goes to the wall.[৯৮৫]

১৩. ইংরেজী ঃ The weak may stand the strong in stead.[৯৮৬]

১৪. ইংরেজী ঃ Weak men had need be witty.[৯৮৭]

১৫. ইংরেজী ঃ Weak things united become strong.[৯৮৮]

১৬. Dama : Big birds eat little birds.[৯৮৯]

৪১. দুর্ভাগ্য

সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য জমষ ভাই । এদের অবস্থান পাশাপাশি হলেও দুভার্গ্য যখন মানুষকে গ্রাস করে তখন সে ওটাকে আর সহজে ছাড়াতে পারেনা । সে যেখানেই থাকুক না কেন দুর্ভাগ্য তার পিছু নেয় । এটি যত জোরে আসে তত আদ্ধে ছাড়ে । নিম্নের প্রবাদগুলোতে এ ভাবার্থ প্রকাশ পেয়েছে ।

১.আরবী ঃ لا يـــــعــــــدك شـــقـــي مـهــيـــر — দুর্ভাগ্যের সাথেই দুর্ভাগ্য থাকে ।[৯৯০]

২.আরবী ঃ قيل للشقي هلم إلي السعادة فقال حسبي ما أنا فيه — দুর্ভাগাকে সৌভাগ্যের দিকে আহবান করলে সে বলে বেশ আছি ।[৯৯১]

৩.আরবীঃ طـعـامـك مـا جـــنـي و دخـــانـك عـمـانـــي — তোমার খাবার তো আসেইনি বরং তোমার ধোয়া আরো কষ্ট দিয়েছে ।[৯৯২]

৪. বাংলা ঃ তোকে দোষী না কপাল দোষী তুই আম খা আমি বড়া চুষি ।[৯৯৩]

---

৯৮৪. *Ibid.*

৯৮৫. *Ibid.*

৯৮৬. *Ibid*

৯৮৭. *Ibid.*

৯৮৮. *Ibid : 67.*

৯৮৯. *Knappert.38.*

৯৯০. *ময়দানী ঃ ২/২১৯ ; জামহারা ২/৩৯৭; আল-কুসতাক্সা ঃ ২/২৭৩ ; ইবন সাল্লাম ঃ ১২৭ ।*

৯৯১. *ময়দানী ঃ ২/৯৭ ;আল-মুস্তাক্সা ঃ ২/২০০ ; ইবন সাল্লাম ঃ ১২৭ ।*

৯৯২. *তয়মুর ঃ ২৩৭ ।*

৯৯৩. *ইসলামপুর, জামালপুর*

৫. বাংলা ঃ কপালে আছে হাড় ।
কি করবে চাচা সাহিদার ।[৯৯৪]

৬. বাংলা ঃ পোড়া কপাল জোড়া লাগেনা । [৯৯৫]

৭. বাংলা ঃ বিধি হলে বাম কি করবে রাম ।[৯৯৬]

৮. বাংলা ঃ কপালে থাকলে গু কাকেও এনে দেয় ।[৯৯৭]

৯. বাংলা ঃ কপালে নেই সুখ বিধাতা বিমুখ । [৯৯৮]

১০. বাংলা ঃ যখন কপাল মন্দ হয় বহুলোকে মন্দ কয় । [৯৯৯]

১১. বাংলা ঃ যখন যার কপাল বাঁকে দুর্বা বনে বাঘ থাকে । [১০০০]

১২. বাংলা ঃ অভাগা যে দিকে চায় সাগর শুকায়ে যায় । [১০০১]

১৩. বাংলা ঃ অভাগা চোর যে বাড়ী যায় হয় কুকুর ডাকে বা রাত পোহায় । [১০০২]

১৪. উর্দু ঃ جسکو نہ دے خدا تعالي اسکو نہ دے اسف الدولہ (যাকে আল্লাহ না দেয় তাকে আসফুদদৌলায়ও দেয়া না)[১০০৩]

১৫. আইরিশ ঃ দুর্ভাগা লোক মাত্রই কুৎসিত । [১০০৪]

১৬. আইরিশ ঃ দুর্ভাগ্য আসে তুফানে ভেসে । [১০০৫]

১৭. চীনা ঃ টাকাও ফুরায়, ঘোড়াও মরে
আত্মীয় বন্ধুরাও সরে পড়ে । [১০০৬]

---

[৯৯৪]. *প্রাগুক্ত ।*

[৯৯৫]. *হাবীব ঃ ২১১ ।*

[৯৯৬]. *প্রাগুক্ত ।*

[৯৯৭]. *প্রাগুক্ত ।*

[৯৯৮]. *প্রাগুক্ত ।*

[৯৯৯]. *প্রাগুক্ত ।*

[১০০০]. *প্রাগুক্ত ।*

[১০০১]. *প্রাগুক্ত ।*

[১০০২]. *প্রাগুক্ত ।*

[১০০৩]. *হাবীব ঃ ২১২*

[১০০৪]. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ১১৭ ।*

[১০০৫]. *প্রাগুক্ত ।*

Dhaka University Institutional Repository

১৮. জার্মান ঃ দুর্ভাগ্য মানুষকে বড় করে ।[১০০৭]

১৯. জার্মান ঃ দুর্ভাগ্য তার বাড়িটি রঙিন কাগজের মোড়কে করে আনে না ।[১০০৮]

২০. তেলুগু ঃ খোড়া ঠ্যাঙেই হোচট লাগে ।[১০০৯]

২১. তেলুগু ঃ কপাল পুড়লে হাতের ছড়িটাও সাপ হয়ে যায় ।[১০১০]

২২. ফরাসী ঃ চিররুগীরাই বেশী দিন বাঁচে ।[১০১১]

২৩. রাশিয়ান ঃ দুর্ভাগ্যের জমিটা খুব উর্বর ।[১০১২]

২৪. রাশিয়ান ঃ দুর্ভাগ্যকে চাইলে এড়াতে
সৌভাগ্যকেও হবে হারাতে ।[১০১৩]

২৫. রুমান ঃ দুর্ভাগ্য আসে রথে
যায় ছুঁচের ছিদ্রপথে ।[১০১৪]

২৬. রুমান ঃ সৌভাগ্য আর দুর্ভাগ্যের পাশাপাশি ঘর ।[১০১৫]

২৭. বাংলা ঃ কপালে নেই ঘি ঠকঠকালে হবে কি ।[১০১৬]

৪২. দোষ

পৃথিবীর কেউই দোষমুক্ত নয় । কিন্তু মানুষের স্বভাব নিজের দোষ কোন দিন তলিয়ে দেখেনা । শুধু পরের দোষটি খুঁজে বেড়ায় । দেখা যাচ্ছে আর দোষ খোঁজা হচ্ছে তার চাইতে অনুসন্ধানকারীর মাঝে বেশী দোষ রয়েছে । নিম্নের প্রবাদগুলো এর বাস্তব প্রমান ।

[১০০৬]. প্রাগুক্ত ঃ ১৫ ।

[১০০৭]. প্রাগুক্ত ঃ১৩৭ ।

[১০০৮]. প্রাগুক্ত ঃ ১৩৬ ।

[১০০৯]. প্রাগুক্ত ঃ ২৭২ ।

[১০১০]. প্রাগুক্ত ।

[১০১১]. প্রাগুক্ত ঃ ১৩৭ ।

[১০১২]. প্রাগুক্ত ঃ ১৮৯ ।

[১০১৩]. প্রাগুক্ত ।

[১০১৪]. প্রাগুক্ত ঃ ২১৩ ।

[১০১৫]. প্রাগুক্ত ।

[১০১৬]. প্রাগুক্ত ঃ ২১৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

১. আরবী ঃ عيبت القدرة ع المغرفة قالت لها يا سوده و محرفه	কেতলী কাঠের পাত্রকে বলে তুই বড় কালো আর সে বলে, তুই অলস, বাচাল ।[১০১৭]
২. আরবী ঃ أجت القدره تعير المرغفة و تقول لها روحي يا سوده يا مقرفة	কেতলী কাঠের প্রাত্রকে দোষ দিয়ে বলে যাহ তুই বড় কালো। তখন সে বলে তুই বড় অলস বাচাল ।[১০১৮]
৩. আরবী ঃ الشبكة تعير المنخل	জাল চালুনীকে দোষ দিচ্ছে ।[১০১৯]
৪.আরবী ঃ عيبت البصلي عالثومي قالت انتي الكشر أنا الثوم	পিয়াজ রসুনকে বলে তোর গায়ে এতো খোসা কেন ?[১০২০]
৫.আরবী ঃ عيوبي لا أراها و عيوب الناس أجري وراها	আমার দোষ দেখিনা অথচ মানুষের কত দোষ তার পিছু পিছু চলে ।[১০২১]
৬. আরবী ঃ العيب من اهل العيب ما هو عيب	দোষীদের দোষ কোন দোষ নয় ।[১০২২]
৭. আরবী ঃ العيب من أهل العيب ماهش عيب	দোষীদের দোষ কোন দোষ নয় ।[১০২৩]
৮. আরবী ঃ إن طلع العيب من أهل العيب ما هش عيب	অপরাধীদের থেকে কোন দোষ প্রকাশ পেলে তা দোষ না ।[১০২৪]
৯. আরবী ঃ رمتني بدائها و انسلت	যে রোগের অপবাদ আমাকে দিচ্ছ সে রোগ তো তোমার মাঝেই সংক্রমিত হয়েছে ।[১০২৫]

১০. বাংলা ঃ সূচ কয় চালুনীরে তোর নিচে কেন ছেঁদা ।[১০২৬]

১০১৭. *কিনদীল ঃ ৬৭ ; বাজূরী ঃ ১১০ ; Burckhardt. No. 435.*

১০১৮. *কিনদীল ঃ ৬৭ ।*

১০১৯. *আবূদী ঃ ১৩১ ।*

১০২০. *হুযালী ঃ ১/২৮৪ ; শুকরী ঃ ৫৬ ; ইবন শানব ; ২/৬৭ ; John liwes : 122.*

১০২১. *তয়মুর ঃ ২৬৬ ।*

১০২২. *শুকয়র ঃ ৩৩ ।*

১০২৩. *তয়মুর ঃ ১২৬ ।*

১০২৪. *কিনদীল ঃ ৪৭ ।*

১০২৫. *জাওয়াহির ঃ ২৯৮ ।*

১০২৬. *সিদ্দীকী ঃ ২৫৯ ।*

১১. বাংলা ঃ চালুনী বলে ছুচ তুমি কেন ছেঁদা ।[১০২৭]

১২. বাংলা ঃ ছুচ বলে ধুচুনি ভাই তুমি বড় ফুটো ঃ[১০২৮]

১৩. বাংলা ঃ ওল বলে মানকচু ভায়া তুমি নাকি লাগ ।[১০২৯]

১৪. বাংলা ঃ ঝাঝরি বলে ছুচকে তুমি বড় ফুটো ।[১০৩০]

১৫. বাংলা ঃ রসুন বলে কাঁচ কলা ভাই তোমার বড় খোসা ।[১০৩১]

১৬. বাংলা ঃ আপনি ছিদ্র মানেনা পরের ছিদ্র খোজে ।[১০৩২]

১৭. বাংলা ঃ গুয়ে বলে গোবর দাদা, তোর গায়ে কেন গন্ধ ।[১০৩৩]

১৮. বাংলা ঃ আনারস বলে কাঠা ল ভাই, তুমি বড় খসখসে ।[১০৩৪]

১৯. বাংলা ঃ চালুনী বলে ছুঁচ তোর পোদ কেন ছেঁদা ।[১০৩৫]

২০. বাংলা ঃ আপন দোষ দেখেন না যার সর্বাঙ্গেই বেখা ।[১০৩৬]

২১. বাংলা ঃ পরের দোষ আকাশ জোড়া, আপন দোষ ছোটো ।[১০৩৭]

২২. বাংলা ঃ চালুনী বলে ধুচুনী ভায়া, তুমি বড় ফুটো ।[১০৩৮]

২৩. বাংলা ঃ চালুনীর পোদ ঝরঝর করে, চালুনী ছুঁচের বিচার করে ।[১০৩৯]

২৪. বাংলা ঃ রসুন বলে পেঁয়াজ ভাই তোর গন্ধে মরে যাই ।[১০৪০]

[১০২৭]. *দেবঃ ৯২৯ : নতুন ঃ ১৫৫৪ ;সুবল ঃ ১৯ : সরল ঃ ১৩৩৪ : ১৩৭ : মর্টন ঃ ৯৩*

[১০২৮]. *নতুন ঃ ১৫৫৪ : বাংলা প্রবাদ ভুমিক ঃ ৩৭ ।*

[১০২৯]. *প্রাগুক্ত ।*

[১০৩০]. *নতুন ঃ ১৫৫৬ ।*

[১০৩১]. *সুবল ঃ ১৭৯ : সরল ঃ ১৩৯৯ ; বাংলা প্রবাদ ঃ (ভুমিকা) ৩৭ ।*

[১০৩২]. *নতুন ঃ ১৫৩৬ ; সরল ঃ ১৩১১ ; সুবল ঃ ১৯ ।*

[১০৩৩]. *সুবল ৫৪ : বাংলা প্রবাদ ঃ ভুমিকা ৩৭ ।*

[১০৩৪]. *নতুন ঃ ১৫৩৬ ; সুবল ঃ ১৯ বাংলা প্রবাদ ঃ ভুমিকা ঃ ৩৭ ।*

[১০৩৫]. *বাংলা প্রবাদ ঃ ভুমিকা ঃ ৩৭ ।*

[১০৩৬]. *প্রাগুক্ত ।*

[১০৩৭]. *প্রাগুক্ত ।*

[১০৩৮]. *প্রাগুক্ত ।*

[১০৩৯]. *প্রাগুক্ত ।*

[১০৪০]. *প্রাগুক্ত ।*

Dhaka University Institutional Repository

২৫. বাংলা ঃ পেঁচা পিঁপড়েকে বলে সর লো সর, খেবড়া মুখী ।[১০৪১]

২৬. বাংলা ঃ পরে ছিদ্র বেল, নিজে ছিদ্র সরিষা ।[১০৪২]

২৭. ইংরেজী ঃ The pot calls the cattle black.[১০৪৩]

২৮. ইংরেজী Those who live in glass houses should not pelt stones at others.[১০৪৪]

২৯. ইংরেজী The saucepan should not call the kettle black.[1045]

৩০. ইংরেজী The raven chides blackness.[1046]

৩১. ইংরেজী The kiln calls the oven burnd bouse.[1047]

৩২. চাইনিজঃ Grow mocks the pig for his blackness.[1048]

৩৩. স্পেনীয়ঃ Said the pot to the kettle get away black face.[1049]

৩৪. আইরীশঃ The griddle calling the pot black bottom.[1050]

৩৫. ফ্রান্স ঃ The saucepan laughs at the pipkin.[1051]

৩৬. তুর্কী ঃ The kettle calls the saucepan sutty.[1052]

৩৭. বুলগেরীয়ঃ The lame man lughs at the legless.[1053]

৩৮. রুশ ঃ The shovel insults the poket.[1054]

১০৪১. *প্রাগুক্ত ।*

১০৪২. *প্রাগুক্ত ।*

১০৪৩. *Dev. 929 : সুবল ঃ ১৯৫৪, ১৭৯ ।*

১০৪৪. *Dev. 929 .*

১০৪৫. *Ibid.*

১০৪৬. *Ibid.*

১০৪৭. *Ibid.*

১০৪৮. *সিদ্দীক ঃ ২৫৯ ।*

১০৪৯. *প্রাগুক্ত ।*

১০৫০. *প্রাগুক্ত ।*

১০৫১. *প্রাগুক্ত ।*

১০৫২. *প্রাগুক্ত ।*

১০৫৩. *প্রাগুক্ত ।*

Dhaka University Institutional Repository

৩৯. আমেরিকানঃ Pot calls the kettle black.[1055]

৪০. মারাঠী ঃ খ্যাদা নাক বোঁচা নাক দেখে হাসে ।[১০৫৬]

৪১. তুর্কি ঃ কাক বলে কোকিল তোর রংটা বড় কালো ।[১০৫৭]

৪২. ফার্সী ঃ অন্ধ টাক দেখে হাসছে ।[১০৫৮]

৪৩. স্পানীয়ঃ কূঁজো আপন কূঁজ দেখিতে পায়না পরের দেখিতে পটু ।[১০৫৯]

৪৪. সর্ব্বিয় ঃ পেঁচা পিঁপড়েকে গালি দিল , মরলো মর থেবরা মুখী ।[১০৬০]

৪৫. রুস ঃ ঘোড়ার কাছে শুওর এসে বলে, তোর পা বাঁকা তোর লোম অসার ।[১০৬১]

৪৬. সংস্কৃত ঃ আপ্ত ছিদ্রনং ন জানামী পর ছিদ্র পদে পদে ।[১০৬২]

৪৩. দোষমুক্ত নয়

পৃথিবীর মানুষ যত গুণবান বিদুষী হোক না কেন প্রত্যেকের মাঝে কিছু না কিছু দোষ ত্রুটি আছে । নিম্নের প্রবাদগুলোতে এ বিষয়ে বর্ণনা রয়েছে ।

১. আরবী ঃ لا تعدم الحسناء ذاما কোন সুন্দরীই দোষমুক্ত নয় ।[১০৬৩]

২ বাংলা ঃ চাঁদেরও কলঙ্ক আছে, গোলাপে কন্টক ।[১০৬৪]

৩. " কন্টক বিনা কমল নাই, কলঙ্ক শুন্য চন্দ্র নাই ।[১০৬৫]

১০৫৪. *প্রাগুক্ত ।*

১০৫৫. *প্রাগুক্ত ।*

১০৫৬. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ২৫০ ।*

১০৫৭. *প্রাগুক্ত ঃ ৮৮ ।*

১০৫৮. *প্রাগুক্ত ঃ ৫৯ ।*

১০৫৯. *প্রবাদমালা ঃ ২/৮*

১০৬০. *প্রাগুক্ত ঃ ২/৪৩ ।*

১০৬১. *প্রাগুক্ত ঃ ২/৫৪ ।*

১০৬২. *প্রাগুক্ত ঃ ৩/১২ ।*

১০৬৩. *আল-মুনজিদ ঃ ৯৯৯ ; মুনজিদ ঃ ১২০৭ ।*

১০৬৪. *সরল ঃ ১৩৩৪ ; আজমী ঃ ১৬ ; হাবীব ঃ ১৭১ ।*

১০৬৫. *হাবীব ঃ ১৭১ ।*

Dhaka University Institutional Repository

৪. ,, ভাল কুকুরের গায়েও এটুলি থাকে ।[১০৬৬]

৫. ,, মিষ্টি আমেই পোকা পড়ে ।[১০৬৭]

৬.ইংরেজী ঃ There are less to every wine.[১০৬৮]

৭. ,, No rose without thorns.[১০৬৯]

৮. ,, There is no unmixed good.[১০৭০]

৯. বর্মী ঃ দোষ দেওয়া হয়না এমন লোক কেইবা আছে ?[১০৭১]

১০.জার্মান ঃ লাল আপেলেও পোকা থাকে ।[১০৭২]

১১. হাঙ্গেরিয়া ঃ সুর্যেও কলঙ্ক আছে ।[১০৭৩]

১২. ফরাসী ঃ চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে ।[১০৭৪]

১৩. রুস ঃ ভালো কুকুরের গায়েও এঁটুলী আছে ।[১০৭৫]

৪৪. দৃষ্টের আড়াল মনের আড়াল

মানুষ একজন আরেকজনের যত প্রিয় হোকনা কেন যতক্ষণ সে সম্মুখে থাকবে ততক্ষণই তাকে স্মরণ করা হয়।যখন সে দুরে চলে যায় তখন তাকে ভুলে যায় সবাই । নিম্নের প্রবাদগুলো এর সত্যতা প্রমাণ করছে ।

১.আরবী ঃ بعيد عن العين بعيد عن القلب চোখের আড়াল হলে অন্তরের আড়াল হয় ।[১০৭৬]

২. আরবী ঃ الـــبــعــد يــنــســي দুরবর্তী মানুষকে বিস্মরণ করে দেয় ।[১০৭৭]

[১০৬৬]. *প্রাগুক্ত : বাংলা প্রবাদ ঃ ১৬৫ ।*

[১০৬৭]. *হাবীব ঃ ১৭১ ।*

[১০৬৮]. *Dev – 929*

[১০৬৯]. *সরল ঃ ১৩৩৪ ।*

[১০৭০]. *Dev – 929.*

[১০৭১].

[১০৭২]. *প্রাগুক্ত ঃ ১৪০ ।*

[১০৭৩]. *প্রাগুক্ত ঃ ২০১ ।*

[১০৭৪]. *প্রবাদমালা ঃ ২/২০ ।*

[১০৭৫]. *প্রাগুক্ত ঃ ২/৫৮ ।*

[১০৭৬]. *আল-মাওরিদ ঃ ১৬*

৩. আরবী : البعد جفاء   দুরবর্তীতা কষ্টদায়ক ।[১০৭৮]

৪. আরবী : أذكر الغائب يقترب   অনুপস্থিতকে স্মরণ কর নিকটবর্তী হবে ।[১০৭৯]

৫. আরবী : أذكر غائبا تراه   অনুপস্থিতকে স্মরণ কর দেখতে পাবে ।[১০৮০]

৬. বাংলা : উড়ে থাকলে পুরে মন
দূরে গেলে ঠন্‌ঠন্[১০৮১]

৭. ,, সামনে থাকি যতক্ষণ
মন পোড়ে ততক্ষণ ।[১০৮২]

৮. ইংরেজী : Out of sight out of mind .[১০৮৩]

৯. ,, Absence makes the heart grow fonder.[১০৮৪]

১০.ফরাসী : চক্ষুর অন্তর হইলেই মনের অন্তর ।[১০৮৫]

৪৫. ধীর / ত্বরা

সব কিছু তড়িৎগতিতে সম্পন্ন করতে চাওয়া মানুষের স্বভাব । অথচ ত্বরা কাজে ভুল বেশী হয় । এজন্যে অনেককে লজ্জা ও পেস্তে হয় । আবার ঈপ্সিত বস্তু হতে অনেক সময় বঞ্চিত হতে হয় । অথবা অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে আরো বিলম্ব হয়ে যায় । বিভিন্ন ভাষার প্রবাদে এর বাস্তব প্রমান মেলে ।

১. আরবী : رب عجلة تهب ريثا   অনেক ত্বরা বেশী দেরী করায় ।[১০৮৬]

২. আরবী : رب عجلة تعقب ريثا   অধিক ত্বরার পরিণাম দেরী ।[১০৮৭]

১০৭৭. *প্রাগুক্ত : ৭৫ ।*

১০৭৮. *প্রাগুক্ত ।*

১০৭৯. *ইবন সাল্লাম : ৭০ ; জামহারা : ১/২৮০ ; আল-মুস্তাক্সা ১১/১২৯)*

১০৮০. *ইবন সাল্লাম : ৭০ ; ময়দানী : ১/২৮০ ; আল-মুস্তাক্সা : ১/১২৯*

১০৮১. *পাঠান : ২৪৪ ।*

১০৮২. *প্রাগুক্ত ।*

১০৮৩. *আল-মাওরিদ : ১৬*

১০৮৪. *প্রাগুক্ত ।*

১০৮৫. *প্রবাদমালা : ২/২০ ।*

১০৮৬. *আদ্দব্বী : ৬১: আল-ফাখির : ২০৪ : জামহারা : ১/৪৮২ : ময়দানী : ১/২৯৪ : ইবন সাল্লাম : ২৩২ : আল-রকরী : ৩৩৫ ; আল-মুসতাক্সা : ২/৯৭ ।*

৩. আরবী ঃ رب ريث يعقب فوتا — অধিক দেরীর পরিণাম শুন্য ।[১০৮৮]

৪. আরবী ঃ الخطا زاد العجول — ভুল ত্বরার পাথেয় ।[১০৮৯]

৫. আরবী ঃ العجلة عطلة — ত্বরা কাজ বন্ধের কারণ ।[১০৯০]

৬. আরবী ঃ العجلة من الشيطان — ত্বরা শয়তানের কাজ ।[১০৯১]

৭. আরবী ঃ العجلة من الشيطان و التاني من الرحمن — ত্বরা শয়তানের কাজ আর মন্থর আল্লাহর কাজ ।[১০৯২]

৮. আরবী ঃ العجلة مذمومة — ত্বরা নিন্দনীয় ।[১০৯৩]

৯. আরবী ঃ العجلة أخت الندامة — ত্বরা লজ্জার সাথী ।[১০৯৪]

১০. আরবী ঃ من تأني ادرك ما تمني — ধীর গতিতে যে কাজ করে সে ঈপ্সিত বস্তুলাভ করে ।[১০৯৫]

১১. আরবী ঃ تمشي و تدوم خير أن تعدو ولا تدوم — বিরতিহীন চলা বিরতি দিয়ে দৌড়ানোর চাইতে উত্তম ।[১০৯৬]

১২. আরবী ঃ مصر ما عمر بمرة — মিসর একবারে নির্মিত হয়নি ।[১০৯৭]

১৩. আরবী ঃ مصر ما عمرت كلها بيوم و يحد — সম্পূর্ন মিসর একদিনে নির্মিত হয়নি ।[১০৯৮]

১৪. আরবী ঃ الدنيا ما انخلقتش في يوم — পৃথিবী একদিনে সৃষ্টি হয়নি ।[১০৯৯]

১০৮৭. আল-মুনজিদ ঃ ৯৯০ : মুনজিদ ঃ ১০৯২ ।

১০৮৮. প্রাগুক্ত ।

১০৮৯. আল-মুনজিদ ঃ ৯৮৪ : মুনজিদ ঃ ১৪৭৫ ।

১০৯০. তয়মুর ঃ ২৪০ : শুকরী ঃ ১১ ।

১০৯১. বাজুরী ঃ ৪ ।

১০৯২. শুকয়র ঃ ৩১ ।

১০৯৩. জুহায়মান ঃ

১০৯৪. কিনদীল ঃ ১৬৭ : ইবন শনব:২/৮২ ।

১০৯৫. আল-মুনজিদ ঃ ৯৭২ : মুনজিদ ঃ ১১৬০ : আল-মাওরিদ ঃ ৩৭ ।

১০৯৬. ইবন সাল্লাম ঃ ২৩২ ।

১০৯৭. আবূদী ঃ ৩০৯ ।

১০৯৮. জালাল হানফী ঃ ২/২৫২ ।

১০৯৯. কিনদীল ঃ ৩৩৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৫. বাংলা : ধীর মন্থর গতিতে, জয়ী হয় বাজীতে ।[১১০০]

১৬. বাংলা : কর যদি তাড়া তাড়ি,ভুলের হবে বাড়াবাড়ি ।[১১০১]

১৭. ইংরেজী : Haste comes no alon.[১১০২]

১৮. ইংরেজী : Haste makes waste.[১১০৩]

১৯. ইংরেজী : Haste makes waste and wast makes rich man poor.[1104]

২০. ইংরেজী : Haste often rues.[1105]

২১. ইংরেজী : Haste trips up its own heels.[1106]

২২. ইংরেজী : When you went up.[1107]

২৩. ইংরেজী : The more haste the less speed.[1108]

২৪. ইংরেজী : Rom was not built in a day.[১১০৯]

২৫.Morocco: There is good in evers delay.[১১১০]

২৬. Cornish: Hast makes waste and waste makes want. and want makes st rife betweenthe good man and his wife.[১১১১]

২৭. বর্মি : তাড়াহুড়ো করা মানেই দেরি হওয়া ।[১১১২]

[১১০০]. *পাঠান : ২৪০ ।*

[১১০১]. *প্রাগুক্ত : সুবল : ৩৭ ।*

[১১০২]. *Words worth : 288.*

[১১০৩]. *Ibid.*

[১১০৪]. *Ibid.*

[১১০৫]. *Ibid.*

[১১০৬]. *Ibid.*

[১১০৭]. *Ibid.*

[১১০৮]. *সুবল : ৩৭ ।*

[১১০৯]. *আল-মাওরিদ : ৭৬ ।*

[১১১০]. *Paul hunde. 103.*

[১১১১]. *Wordsworth . 288.*

[১১১২]. *বিশ্বের প্রবাদ : ৩৫*

Dhaka University Institutional Repository

২৮. আইরিশ ঃ তাড়াহুড়োর লাগামটাকে হাতের মুঠোয় রাখো ধরে ।[১১১৩]

২৯. স্পানিস ঃ যে ধীরে সুস্থে কাজ করে তার সংজ্ঞা হয় ।[১১১৪]

৩০. ডাচ ঃ তাড়াহুড়ো করে রুটি সেঁকা । সে রুটি হয় ত্যাড়া বাঁকা ।[১১১৫]

৩১. হাঙ্গেরী ঃ তাড়াহুড়োটাই দ্রুতগতি নয় ।[১১১৬]

৩২. হাঙ্গেরী ঃ হাটে তাড়াতাড়ি । হাঁপায় তাড়াতাড়ি ।[১১১৭]

৩৩. বুলগেরিয় ঃ তাড়াহুড়োর কাম দ্বিগুন কাজ ।[১১১৮]

৩৪. বুলগেরিয় ঃ যে আস্তে হাটে সে অনেক দুরে যায় ।[১১১৯]

৩৫. জার্মান ঃ ধীরে সুস্থে ক্রয় করে, পায় দ্রব্য সস্তা দরে ।[১১২০]

৪৬. ধৈর্য

ধৈর্য মানুষের অন্যতম গুন । ধৈর্য্যের মাধ্যমেই সাধারণ মানুষ মহা মানবে পরিণত হয় । কাজে-কর্মে বিপদে-আপদে যে যত ধৈর্য ধরবে সে ততটুকু স্থায়িত্ব লাভ করবে । নিম্নে বিভিন্ন ভাষার প্রবাদগুলোতে ধৈর্য ধারনের উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে ।

১. আরবী ঃ الصبر مفتاح الفرج — ধৈর্য প্রশস্ততার চাবিকাঠি ।[১১২১]

২. আরবী ঃ من صبر ظفر — যে ধৈর্য ধরে সে কৃতকার্য হয় ।[১১২২]

৩. আরবী ঃ دواء الدهر الصبر عليه — ধৈর্যই যুগের (বিপদের) প্রতিষেধক ।[১১২৩]

[১১১৩]. *প্রাগুক্ত ঃ ১১৮ ।*

[১১১৪]. *প্রাগুক্ত ঃ ১৬৬ ।*

[১১১৫]. *প্রাগুক্ত ঃ ১৮২ ।*

[১১১৬]. *প্রাগুক্ত ঃ ১৯৯ ।*

[১১১৭]. *প্রাগুক্ত ।*

[১১১৮]. *প্রাগুক্ত ঃ ২০৮ ।*

[১১১৯]. *প্রাগুক্ত ।*

[১১২০]. *প্রবাদমালা ঃ ২/৫ ।*

[১১২১]. *আল-মুনজিদ ঃ ৯৯৫ ; মুনজিদ ঃ ১২০১ ; শুকয়র ঃ ২৯ ; তয়মুর ঃ ২১৯ ; ময়দানী ঃ ১/৪৩১ ; খাসুলখাহ ঃ ১১; কিনদীল ঃ ৩০ ।*

[১১২২]. *আল-মুনজিদ ঃ ৯৯৫ ; মুনজিদ ঃ ১২০১ ।*

[১১২৩]. *আল-মুনজিদ ঃ ৯৮৬ ; মুনজিদ ঃ ১১৫৮ ;ময়দানী ঃ ১/২৭৪ ; মুজাম ঃ ২/৫১৬ ; Burkhardt : No. 274.*

Dhaka University Institutional Repository

৪. আরবী ঃ حيلة من لا حيلة له الصبر — যার কোন কৌশল/অবলম্বন নেই তার ধৈর্যই একমাত্র সম্বল ।[১১২৪]

৫. আরবী ঃ الصبر عند الصدمة الأولي — দুঃখের সময় ধৈর্য ধারণই উত্তম কাজ ।[১১২৫]

৬. আরবী ঃ الصبر خير و لو كان مر نرضي به — ধৈর্যধারণ তিক্ত হলেও উত্তম । ওর প্রতি আমরা সন্তুষ্ট ।[১১২৬]

৭. আরবী ঃ ثمرة الصبر نجح الظفر — ধৈর্যের ফল কৃতকার্যতা ।[১১২৭]

৮. আরবী ঃ طول البال تهد الجبال — ধৈর্য ধরলে উদ্দেশ্য সফল হয় ।[১১২৮]

৯. আরবী ঃ من صبر علي الحامي كله بارد — প্রয়োজনে ধৈর্য ধারণ করলে মানুষ তার ফল ধীরে ধীরে পায় ।[১১২৯]

১০. আরবী ঃ إصبر عا لحصرم تأكلو عنب — আঙ্গুর পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ কর খেতে পারবে ।[১১৩০]

১১. আরবী ঃ المصيبة للصابر واحد و للجازع إثنتان — ধৈর্যশীলের জন্যে বিপদ একটি আর অধৈর্যশীলের জন্যে দু'টি ।[১১৩১]

১২. বাংলা ঃ যে সহে সে রহে ।[১১৩২]

১৩. সবুরে মেওয়া ফলে, বেসবুরে আগুন জ্বলে ।[১১৩৩]

১৪. সবুরে মেওয়া ফলে ।[১১৩৪]

১৫. যত সয় , তত বয় ।[১১৩৫]

১১২৪. *আল-মুসতাক্‌সা ঃ ২/৭০ ; জামহারা ঃ ১/৩৫২ ; আল-ফাখির ঃ ৩৬৪ ; ইবন সাল্লাম ঃ ১৬২ ।*

১১২৫. *মুজাম ঃ ২/৫১৬ ; ফতহুল বারী ৩/৪১৫ ; মুসনদ আহমদ ঃ ১৩০ , ১৪৩ আল-মুসতাক্‌সা ঃ ১/৩২৭ ; ইবন সাল্লাম ঃ ১৬২ ।*

১১২৬. *শুকয়ব ঃ ৮৯ ; আবূদী ঃ ১৪৪ ।*

১১২৭. *ময়দানী ঃ ১/১৫৪ ; মুজাম ঃ ২/৫১৬ ।*

১১২৮. *শুকয়র ঃ ৯০ ; বাজুবী ঃ ১০৩ ; তয়মুর ঃ ২৩২ ।*

১১২৯. *কিনদীল ঃ ২৫২ ।*

১১৩০. *আল হুয়ালী ঃ ১/৪৯ ।*

১১৩১. *মুজাম ঃ ২/৫১৭ ; জামহারা ঃ ৩৫৩ ; ইবন সাল্লাম ঃ ১৬১ ।*

১১৩২. *পাঠান ঃ ২০৭ ।*

১১৩৩. *প্রাগুক্ত ঃ ২০৮ ।*

১১৩৪. *বাংলার প্রবাদনারী মন ঃ ১০১ ; সুবল ঃ ২০২ ।*

১১৩৫. *পাঠান ঃ ২০৭ ।*

Dhaka University Institutional Repository

১৬. ইংরেজী ঃ He that hath patience, hath fal thrishes for a farthing. [১১৩৬]

১৭. ইংরেজী ঃ He that hath no patience hath nothing. [১১৩৭]

১৮. ইংরেজী ঃ Patience cariries with it half a release. [1138]

১৯. ইংরেজী ঃ Patience conquers. [1139]

২০. ইংরেজী ঃ Patience is a flower that grows not in the every garden. [1140]

২১. ইংরেজী ঃ Patience is a good nag , but shall bolt. [1141]

২২. ইংরেজী ঃ Patience is a plaster for all sores. [1142]

২৩. ইংরেজী ঃ Patience is a virtue. [1143]

২৪. ইংরেজী ঃ Patience is the best remedy. [1144]

২৫. ইংরেজী ঃ Patience money and time bring all thing to pass. [1145]

২৬. ইংরেজী ঃ In space comes a grace. [1146]

২৭. ইংরেজী ঃ Patience has its reward. [1147]

২৮. ইংরেজী ঃ Patience is bitter but its fruit is sweet. [1148]

২৯. ইংরেজী ঃ Tarry long brings much home. [1149]

[১১৩৬]. *Words worth : 480.*

[১১৩৭]. *Ibid.*

[১১৩৮]. *Ibid.*

[১১৩৯]. *Ibid.*

[১১৪০]. *Ibid.*

[১১৪১]. *Ibid*

[১১৪২]. *Ibid.*

[১১৪৩]. *Ibid.*

[১১৪৪]. *Ibid.*

[১১৪৫]. *Ibid.*

[১১৪৬]. *Ibid.*

[১১৪৭]. *সুবল ঃ ২০২ ।*

[১১৪৮]. *পাঠান ঃ ২০৮ ।*

Dhaka University Institutional Repository

৩০.স্পেনীয় ঃ চোটের তাড়না সহ হইলে নেহাই ।
হাতুড়ী যদ্যাপি হও চুট মার ভাই ।[১১৫০]

৩১. জাপানী ঃ হোকনা কঠিন পাথরের উপর ।
তবু বসে থাকো তিনটি বছর ।[১১৫১]

৩২. সিংহলী ঃ ধৈর্যেই শান্তি ।[১১৫২]

৩৩. ফার্সী ঃ ধৈর্যে আছে কষ্ট । কিন্তু ফলটি তার মিষ্টি ।[১১৫৩]

৩৪. তুর্কি ঃ বহু ধৈর্য ধরে । জালটি কাটে ইঁদুরে ।[১১৫৪]

৩৫. তুর্কি ঃ স্বর্গের দরজার চাবি ধৈর্য ।[১১৫৫]

৩৬. তুর্কি ঃ এক মুহূর্তের ধৈর্যে দশ বছরের সুখ ।[১১৫৬]

৩৭. ফরাসী ঃ সবুর করে যে, সবই পায় সে ।[১১৫৭]

৩৮. ইটালিয়ান ঃ ধৈর্যশীল লোক জগৎটাকে হাতের মুঠোয় পায় ।[১১৫৮]

৩৯. বুলগেরীয় ঃ ধৈর্য তুঁত গাছের পাতাটিকেও রেশমী করে দেয় ।[১১৫৯]

৪০. হিন্দী ঃ ধৈর্যই সবচেয়ে বড় ধর্ম ঃ[১১৬০]

৪১. হিন্দী ঃ সবুরকে ডাল মে মেরা লগতা হ্যায়ে ।[১১৬১]

[১১৪৯]. *বাংলা প্রবাদে নারী মন ঃ ১০১ ; সরল ঃ ২০২ ।*

[১১৫০]. *প্রবাদমালা ঃ ২/৮ ।*

[১১৫১]. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ৫ ।*

[১১৫২]. *প্রাগুক্ত ঃ ৪০ ।*

[১১৫৩]. *প্রাগুক্ত ঃ ৫১ ।*

[১১৫৪]. *প্রাগুক্ত ঃ ৮৪ ।*

[১১৫৫]. *প্রাগুক্ত ঃ ।*

[১১৫৬]. *প্রাগুক্ত ঃ ১০০ ।*

[১১৫৭]. *প্রাগুক্ত ঃ ১২৫ ।*

[১১৫৮]. *প্রাগুক্ত ঃ ১৫৬ ।*

[১১৫৯]. *প্রাগুক্ত ঃ ২০৮ ।*

[১১৬০]. *প্রাগুক্ত ঃ ২৩৪ ।*

[১১৬১]. *বাংলার প্রবাদের নারীমন ঃ ১০১ ।*

Dhaka University Institutional Repository

৪৭. নাইদেয়া

যার পজিশন যেখানে তাকে সে ভাবেই রাখতে হয় । প্রাপ্তির বেশী পেলেই আর তার কদর থাকেনা । তখন তার অবমূল্যায়ন হয় । এদিকেই ইঙ্গিত করছে প্রবাদগুলো ।

১. আরবী ঃ سمن كلبك يأكلك — কুকুরকে ঘি খাওয়ালেও তোমাকে কামড়াবে ।[১১৬২]

২. বাংলা ঃ — কুকুরকে নাই দিলে মাথায় উঠে ।[১১৬৩]

৩. বাংলা ঃ — নাই দিলে কুকুর মাথায় চড়ে ।[১১৬৪]

৪. ইংরেজী ঃ Jest with an ass and he will flap you in the face with his tail.[১১৬৫]

৫. ইংরেজী ঃ Give him on inch and he will take anell.[১১৬৬]

৬. ইংরেজী ঃ Let not the shoe-make go beyond his last.[১১৬৭]

৭.ওলন্দাজ ঃ কুকুরকে আদর দিলে কাপড় ময়লা করে ।[১১৬৮]

৮. ওলন্দাজ ঃ কুকুরকে নাই দিলে মাথায় উপর চড়ে ।[১১৬৯]

৯. ফরাসী ঃ দাড়কাককে লালন পালন করিলে সে তোমার চক্ষু উৎপাটন করিবে ।[১১৭০]

৪৮. নারী / মেয়ে

নর-নারী একে অপরের সম্পুরক । একজনকে বাদ দিয়ে অপরজনের চিন্তা করা যায়না । এ নারীর পক্ষে বিপক্ষে বিশ্বে প্রায় সকল ভাষাতেই প্রচুর প্রবাদের সৃষ্টি হয়েছে । নিম্নের প্রবাদগুলো এর উৎকৃষ্ট প্রমান ।

[১১৬২]. *ময়দানী ঃ ১/৩৩, ১৪৫ ; কিতাবুল ফাখির ঃ ৭০ : আল-বকরী ঃ ৪১৯, ৪৮৯ ; জামহারা ঃ ১/৫২৫ : আদদববী ঃ ১৬০ ; আল-মুসতাক্‌সা ঃ ২/১২১ ; ইবন সাল্লাম ঃ ২৯৬ ;*

[১১৬৩]. *দেব ঃ ৯২৭ ।*

[১১৬৪]. *নতুন ঃ ১৫৬৩ ; মর্টন ঃ ১৩৭২ ।*

[১১৬৫]. *Dev – 929.*

[১১৬৬]. *Ibid.*

[১১৬৭]. *Ibid.*

[১১৬৮]. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ১২১ ।*

[১১৬৯]. *প্রাগুক্ত ।*

[১১৭০]. *প্রবাদমালা ঃ ২/৩৭ ।*

Dhaka University Institutional Repository

১. আরবী ঃ من خطب حسناء يعطي مهرا — সুন্দরীকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে মোহর বেশী দিতে হয় ।[১১৭১]

২. আরবী ঃ خذ الأصيل لو على لحصير — সদ্বংশীয়া চাটাইতে জন্মগ্রহন করলেও তাকে গ্রহণ (বিয়ে) করো (সিরিয়) ।[১১৭২]

৩. আরবী ঃ إياكم و خضراء الدمن — খারাপ পরিবেশে লালিত সুন্দরী মেয়ে (কে বিয়ে করা) থেকে দূরে থাকো ।[১১৭৩]

৪. আরবী ঃ النساء حبائل الشيطان — নারীরা শয়তানের ফাঁদ ।[১১৭৪]

৫. আরবী ঃ إن النساء شقائق الأقوام — নারীরা সমাজের অর্ধেক ।[১১৭৫]

৬. বাংলা ঃ জাতের নারী কালাও ভালো
নদীর পানি ঘোলাও ভালো ।[১১৭৬]

৭. বাংলা ঃ নদীর পানিও ঘোলা না ।
কুলের মেয়েও কালা নয় ।[১১৭৭]

৮. বাংলা ঃ নারীর গুণে ভাত, নারীর গুণে হাভাত ।[১১৭৮]

৯. বাংলা ঃ নদী, নারী, শৃঙ্গধারী, এ তিনে না বিশ্বাস করি ।[১১৭৯]

১০. বাংলা ঃপিয়াজ, ধুম, নষ্ট-নারী, চক্ষে আনে অশ্রুবারি ।[১১৮০]

১১. বাংলা ঃ ছেলে নষ্ট হাটে বউ নষ্ট ঘাটে ।[১১৮১]

১২. বাংলা ঃ গরু, জরু, পাটুনী, মাঝে মাঝে পিটুনী ।[১১৮২]

[১১৭১]. *আল-মুনজিদ ঃ ৯৮৪ ; মুনজিদ ঃ ১১৮১ ।*

[১১৭২]. *Singer : No. 30*

[১১৭৩]. *আল-মুনজিদ ঃ ৯৮৪ মুনজিদ ঃ ১১৮১ ।*

[১১৭৪]. *আল-মুনজিদ ঃ ১০১০ ঃ মুনজিদ ঃ ১২২৫ ।*

[১১৭৫]. *প্রাগুক্ত ।*

[১১৭৬]. *পাঠান - ২৫*

[১১৭৭]. *টাঙ্গাইল প্রাগুক্ত ।*

[১১৭৮]. *প্রাগুক্ত ঃ ৩০ হাবীব ঃ ৮৮ ।*

[১১৭৯]. *পাঠান ঃ ৩৬ : হাবীব ৮৮ ।*

[১১৮০]. *প্রাগুক্ত ঃ ৪৬ ।*

[১১৮১]. *প্রাগুক্ত ঃ ৬৮ ।*

[১১৮২]. *হাবীব ঃ ৮৮ ।*

Dhaka University Institutional Repository

১৩. বাংলা ঃ মেয়ে মানুষের পেটে কথা হজম হয়না । [১১৮৩]

১৪. বাংলা ঃ নারীর বল চোখের জল । [১১৮৪]

১৫.ইংরেজী ঃ Women are necessary evils. [1185]

১৬. ইংরেজী ঃ Women have no souls. [1186]

১৭. ইংরেজী ঃ Women have two faults. [1187]

১৮. ইংরেজী ঃ A wicked woman and an evil is three half pence worse than the devil.[1188]

১৯. ইংরেজী ঃ A woman and a glass are ever in danger.[1189]

২০. ইংরেজী ঃ A woman can do more that the devil.[1190]

২১. ইংরেজী ঃ A woman hath nine lives like a cat. [1191]

২২. ইংরেজী ঃ A woman is a weather-cock.[1192]

২৩. ইংরেজী ঃ A woman‘s heart and her tongue are not relatives.[১১৯৩]

২৪. ইংরেজী ঃ A woman‘s strangth is in her tongue. [১১৯৪]

২৫. ইংরেজী ঃ Many woman many words.[১১৯৫]

২৬. ইংরেজী ঃ One tongue is enough for a woman. [১১৯৬]

১১৮৩. *প্রাগুক্ত ।*

১১৮৪. *প্রাগুক্ত ।*

১১৮৫. *wordsworth.706.*

১১৮৬. *Ibid.*

১১৮৭. *Ibid.*

১১৮৮. *Ibid 703.*

১১৮৯. *Ibid.*

১১৯০. *Ibid.*

১১৯১. *Ibid.*

১১৯২. *Ibid.*

১১৯৩. *Ibid.*

১১৯৪. *Ibid704.*

১১৯৫. *Ibid.*

Dhaka University Institutional Repository

২৭. ইংরেজী ঃ Three women and a goose make a market.[১১৯৭]

২৮. ইংরেজী ঃ Women and music should never be dated.[১১৯৮]

২৯. ইংরেজী ঃ Women and there wills are dangerous ills.[১১৯৯]

৩০. ইংরেজী ঃ Women want the best frost.[১২০০]

৩১. ইংরেজী ঃ Women, money and wine have their good and their pine.[১২০১]

৩২. ইংরেজী ঃ Women advice is cold advice.[১২০২]

৩৩. ইংরেজী ঃ Womens jars breed man's wars.[১২০৩]

৩৪. ইংরেজী ঃ Women, weath and wine have each two qualities
a good and a bad.[১২০৪]

৩৫. ইংরেজী ঃ Women wind and fortune are given to change.[১২০৫]

৩৬. ইংরেজী ঃ Women tongue wag like lambs tails.[১২০৬]

৩৭. ইংরেজী ঃ Women must have their wills.[১২০৭]

৩৮. ইংরেজী ঃ Women command a modest man, but like himself.[১২০৮]

৩৯. পশতু ঃ মেয়েরা দুটি জায়গায় ভালো থাকে ঘরে আর গোরে।[১২০৯]

১১৯৬. *Ibid.*

১১৯৭. *Ibid.*

১১৯৮. *Ibid.*

১১৯৯. *Ibid.*

১২০০. *Ibid707.*

১২০১. *Ibid.*

১২০২. *Ibid.*

১২০৩. *Ibid.*

১২০৪. *Ibid.*

১২০৫. *Ibid.*

১২০৬. *Ibid.*

১২০৭. *Ibid.*

১২০৮. *Ibid.*

১২০৯. *বিশ্বের প্রবাদ - ৪৩।*

Dhaka University Institutional Repository

৪০. ফার্সী ঃ ঘোড়া, মেয়ে, তলোয়ার বিশ্বাস করা ভার।[১২১০]

৪১. গ্রীক ঃ জগতে তিন অভিশাপ-সাগর, নারী, আগুন।[১২১১]

৪২. গ্রীক ঃ মেয়ে মানুষই পুরুষের জীবনে সবচেয়ে বড় সুখ
আর সবচেয়ে বড় দুঃখ আনে।[১২১২]

৪৩. গ্রীক ঃ মেয়ে মানুষ মরে গেলেও করোনা বিশ্বাস। [১২১৩]

৪৪. ফরাসী ঃ মেয়েরা হলো পুরুষের সাবান।[১২১৪]

৪৫.ফরাসী ঃ রূপ আর বোকামি দু' যমজ বোন।[১২১৫]

৪৬.জার্মান ঃ সৌন্দর্যই মেয়েদের সবচেয়ে বড় যৌতুক।[১২১৬]

৪৭.জার্মান ঃ মেয়েদের চেহারাটা হয় দেবীর, হৃদয়টা সাপের আর বুদ্ধিটা গাধার।[১২১৭]

৪৮. জার্মান ঃ মদ গান আর মেয়ে মানুষকে যে ভালোবাসে না
সে সারা জীবনের মতো খেকো রয়ে যায়।[১২১৮]

৪৯. ইদ্দিস ঃ মেয়ে মাত্রই ইভ।[১২১৯]

৫০.ইটালিয়ানঃ মেয়ে মানুষ রাজত্ব করলে শয়তান মন্ত্রী হয়।[১২২০]

৫১.ইটালিয়ান ঃ মেয়ে মানুষ ছাড়া আর সব কিছুই ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন।[১২২১]

৫২.ইটালিয়ান ঃ জল,ধোয়া আর খারাপ স্ত্রীই পুরুষ মানুষকে ঘর ছাড়া করে।[১২২২]

১২১০. *প্রাগুক্ত ঃ ৪৯।*

১২১১. *প্রাগুক্ত ঃ ৯৭।*

১২১২. *প্রাগুক্ত।*

১২১৩. *প্রাগুক্ত।*

১২১৪. *প্রাগুক্তঃ ১২২।*

১২১৫. *প্রাগুক্ত।*

১২১৬. *প্রাগুক্ত ঃ ১৩৩।*

১২১৭. *প্রাগুক্ত।*

১২১৮. *প্রাগুক্ত।*

১২১৯. *প্রাগুক্ত ঃ ১৪৪।*

১২২০. *প্রাগুক্ত ঃ ১৫৩।*

১২২১. *প্রাগুক্ত।*

Dhaka University Institutional Repository

৫৩. স্প্যানিস ঃ সাবধান খারাপ মেয়েকে ।[১২২৩]

৫৪. স্প্যানিস ঃ মেয়েরা কাঁচের তৈরী ।[১২২৪]

৫৫. স্প্যানিস ঃ মেয়েরা ছায়ার মতো ধরতে গেলে পালায়, পালাতে গেলে পিছু নেয় ।[১২২৫]

৫৬. ডাচ ঃ মেয়েরা বাছে দু'টি জিনিষ নিজের খাবার, মনের মানুষ ।[১২২৬]

৫৭. ডাচ ঃ ঘরে একজন ভালো মেয়ে থাকলেই জানলা দিয়ে আনন্দের আলো উপচে পড়ে ।[১২২৭]

৫৮. রুস ঃ মেয়েদের ছড়ি দিয়ে পেটালে সোনা জুটবে কপালে ।[১২২৮]

৫৯. বুলগেরিয়ঃ মেয়েরা শয়তানের সব শয়তানি বার করে দিতে পারে ।[১২২৯]

৬০. বুলগেরিয়ঃ মেয়েদের ছুরি শানাবার জায়গাটি ছাড়া শয়তান আর সব জায়গাই জানে ।[১২৩০]

৬১. বুলগেরিয়ঃ মেয়েরা গোপন রাখে শুধু নিজের বয়েস আর যেটা জানে না ।[১২৩১]

৬২. বুলগেরিয়ঃ সুন্দরী স্ত্রীর চেয়ে কুকুরকে সহজে বিশ্বাস করতে পারো ।[১২৩২]

৬৩. হিন্দি ঃ নরকের দ্বার নারী ।[১২৩৩]

৬৪. হিন্দি ঃ মেয়েদের হাতে কোন গ্রাম চালাবার ভার দিলে সে গ্রাম মরুভূমি হয়ে যাবে ।[১২৩৪]

৬৫. পাঞ্জাবী ঃ মেয়েদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে শয়তানও প্রার্থনা করে । [১২৩৫]

১২২২. *প্রাগুক্ত ঃ ১৫৪ ।*

১২২৩. *প্রাগুক্ত ঃ ১৬২ ।*

১২২৪. *প্রাগুক্ত ।*

১২২৫. *প্রাগুক্ত ।*

১২২৬. *প্রাগুক্ত ঃ ১৮০ ।*

১২২৭. *প্রাগুক্ত ।*

১২২৮. *প্রাগুক্ত ঃ ১৮৭ ।*

১২২৯. *প্রাগুক্ত ঃ ২০৪ ।*

১২৩০. *প্রাগুক্ত ।*

১২৩১. *প্রাগুক্ত ।*

১২৩২. *প্রাগুক্ত ঃ ২০৫ ।*

১২৩৩. *প্রাগুক্ত ঃ২৩২ ।*

১২৩৪. *প্রাগুক্ত ।*

১২৩৫. *প্রাগুক্ত ঃ ২৫৫ ।*

Dhaka University Institutional Repository

৬৬. তামিল ঃ শয়তানও মেয়েদের করুণা করে।[১২৩৬]

৬৭. তামিল ঃ মেয়েদের কেউ কখনো খুশী করতে পারেনা।[১২৩৭]

৬৮. তামিল ঃ ঘরে শয়তানকে আশ্রয় দেওয়াও বরং ভালো, তবু জ্ঞানী স্ত্রী লোককে নয়।[১২৩৮]

৬৯. ওলন্দাজ ঃ নষ্ট নারী যার ধরায় নরক তার।[১২৩৯]

৭০. দিনামার ঃ কোমল বচন ও কমনীয় বদনই নারীদিগের ভূষণ।[১২৪০]

৭১. দিনামার ঃ নষ্ট নারী শয়তানের গুলম্যাক।[১২৪১]

৭২. দিনামার ঃ পিয়াজ, ধুম, নষ্টনারী, চোখে আনে অশ্রু বারি।[১২৪২]

৭৩. উৎকল ঃ রমনীর বিমোহন ঘর বর সুশোভন, ঘরে কিছু থাক আর নাহি থাক ধন।[১২৪৩]

৭৪. রুস ঃ নারীর এক সপ্তায় সাত শুক্র বার।[১২৪৪]

৭৫. রুস ঃ ধরা চায় চাষ, ঘোড়া ইচ্ছা করে দানা।[১২৪৫]

৭৬. রুস ঃ রমনীর ইচ্ছা শুধু বেশ ভূষ নানা।[১২৪৬]

৭৭. রুস ঃ নারীরা আবদার যে মিটুবে সে পুরুষ এখনও জন্মে নাই।[১২৪৭]

৭৮. সংস্কৃত ঃ স্ত্রীয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং
দেবান জানান্তি কুতো মনুষ্যা ।[১২৪৮]

৭৯. Swahili : The most satan will look like the most attractive woman .[১২৪৯]

১২৩৬. প্রাগুক্ত।

১২৩৭. প্রাগুক্ত।

১২৩৮. প্রাগুক্ত।

১২৩৯. প্রবাদমালা ঃ ১৩।

১২৪০. প্রাগুক্ত ঃ ১৩।

১২৪১. প্রাগুক্ত।

১২৪২. প্রাগুক্ত।

১২৪৩. প্রাগুক্ত:৪৮।

১২৪৪ প্রাগুক্ত: ৫৫।

১২৪৫. প্রাগুক্ত।

১২৪৬. প্রাগুক্ত।

১২৪৭. প্রাগুক্ত।

১২৪৮. সরল ঃ ১২৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

৮০. Tetela: A woman wants more.[১২৫০]

৮১.Liberia : A lively woman has many friend.[১২৫১]

৪৯. নুতন

নুতন জিনিসের সমাদর সবার কাছেই। পৃথিবীতে এমন ব্যক্তি হয়তো পাওয়া যাবেন যে নুতনকে ভালবাসেনা। নূতনের সমাদর যেমন পুরাতনের অনাদরও তেমনি। নিম্নের প্রবাদগুলিতে এ বিষয়টিই প্রতিভাত হয়েছে।

১.আরবী ঃ لكل جديد لذيذ প্রত্যেক নতুন জিনিসের স্বাদ আছে।[১২৫২]

২.আরবী ঃ كل جتدة ستبليها عدة প্রত্যেক নতুন অচিরেই পুরাতন হবে।[১২৫৩]

৩. আরবী ঃ لاجديد لمن لا خلق له পুরাতন নেই তার নতুনও নেই।[১২৫৪]

৪. বাংলা ঃ নয়া নয়া বাঁশটি নয়া নয়া রং
পুরাণ হইলে বাঁশটি গলায় ঢং ঢং।(বরিশাল)[১২৫৫]

৫. বাংলা ঃ নূতন নূতন খৈয়ের মোয়া মচমচ করে
পূরাণ হইলে খৈয়ের মোয়া নেতাইয়া পড়ে।[১২৫৬]

৬. বাংলা ঃ নূতন নূতন তেঁতুলের বীচি, পুরাণ হইলে আতায় বাতায় গুঁজি।[১২৫৭]

১২৪৯. *Knappert P.13.*

১২৫০. *Ibid.*

১২৫১. *Ibid 138.*

১২৫২. *বহুল প্রচলিত প্রবাদ।*

১২৫৩. *আল-মুনজিদ ঃ ৯৭৬ : মুনজিদ ঃ ১১৬৭।*

১২৫৪. *ময়দানী ঃ২/২৬ : আল-মুস্তাক্সা ঃ ২/২৬ : জামহারা ঃ ২/৩৮৩ : আল-ফাখির ঃ ২৭৯ : ইবন সাল্লাম ঃ ১৯০: আল-মুনজিদ ঃ ৯৭৬ : মুনজিদ ঃ ১১৬৭।*

১২৫৫. *পাঠান ঃ ৩৬৫।*

১২৫৬. *প্রাগুক্ত।*

১২৫৭. *প্রাগুক্ত।*

Dhaka University Institutional Repository

৭. বাংলা ঃ নূতন নূতন নয় কড়া, পুরাণ হইলে হয় কড়া।[১২৫৮]

৮. ওলন্দাজঃ নূতন জোড়া না পাইলে পুরণ জোড়া ছেড়না।[১২৫৯]

৯. গ্রীক সব জিনিসেরই বদলটা মধুর।[১২৬০]

৫০. নিজের জিনিসের মুল্যায়ণ

নিজের জিনিস বাপেরও বড়। যদিও সেটা সামান্য হোকনা কেন। যার যার জিনিস তার কাছেই মূল্য বেশী এবং তার কাছে সেটা অন্যের ভালটার চাইতেও অধিক মূল্যবান। নিচের বিভিন্ন ভাষার প্রবাদগুলো এর সত্যতা প্রমাণ করছে।

১. আরবী ঃ أنـفك منك و إن كانت أجدع তোমার নাক কর্তিত হলেও তোমারই।[১২৬১]

২. আরবী ঃ يـدك منك وإن كانت شـلاء লোলা হলেও তা তোমার নিজের হাত।[১২৬২]

৩. আরবী ঃ غثك خير مـن سميـن غيـرك অপরের মোটাটির চাইতে নিজের দুর্বলটি উত্তম।[১২৬৩]

৪. আরবী ঃ مـنك عيصـك و إن كان أشبا তোমার আত্মীয় স্বজন তোমার বিরোধিতা করলেও তোমার উৎস তো তাদের থেকেই।[১২৬৪]

৫. বাংলা ঃ স্বদেশের খলশে পুটি বিদেশের রুই কাতলা।[১২৬৫]

৬. বাংলা ঃ স্বদেশের কুকুর ধরি, বিদেশের ঠাকুর ঠেলি।[১২৬৬]

৭. বাংলা ঃ নিজের জিনিস বাপেরও বড়।[১২৬৭]

[১২৫৮]. *কুমিল্লা প্রাগুক্ত।*

[১২৫৯]. *প্রবাদমালা ঃ ২/১৩।*

[১২৬০]. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ১০৩।*

[১২৬১]. *মুনজিদ ঃ ১২৩১ : আল-মুনজিদঃ ৯৭২ : জাওয়াহির ঃ ১/২৯৭।*

[১২৬২]. *আল-মুনজিদ ঃ ৯৭২: মুনজিদ ঃ ১২৩১।*

[১২৬৩]. *মুনজিদ ঃ ১২২০ : ময়দানী ঃ ২/৫৮ : জামহারা ঃ ২/৮১ : আল-ফাখির ঃ ২০৬ : ইবন সাল্লাম ঃ ২৮৭ : আল-মুসতাকসা ঃ ২/১৭৬ : আল-বকরী ঃ ৪০৫।*

[১২৬৪]. *ময়দানী ঃ ২/২৯৮: জামহারাঃ২/৩৭১: আল-মুসতাকসাঃ২/২২৮: ইবন সাল্লামঃ১৪৩: আল-বকরীঃ২২৭।*

[১২৬৫]. *ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ এর নিকট শ্রুত।*

[১২৬৬]. *প্রাগুক্ত।*

[১২৬৭]. *ইসলামপুর,জামালপুর।*

Dhaka University Institutional Repository

৮. বাংলা ঃ	আপন বুদ্ধিতে ফকির হই,পরের বুদ্ধিতে বাদশা নই।[১২৬৮]
৯. বাংলা ঃ	আপন বুঝে রাজা, পরের বুঝে ভোজা।[১২৬৯]
১০. বাংলা ঃ	ছিড়ি কুটি নিজে যুত, মারি ধরি নিজের পুত।[১২৭০]
১১. বাংলা ঃ	পরের ঘর ঢুকতে ডর, আপন ঘর হেগে ভর।[১২৭১]
১২. ইটালিয়ানঃ	সব পাখীর কাছেই নিজের বাসাটি স্বর্গ।[১২৭২]
১৩. জাপানী ঃ	পাখীর কাছে নিজের নীড়ই স্বর্গ।[১২৭৩]
১৪. মালোয়ালমঃ	পরের দন্ত অপেক্ষা নিজের ডাল অধিক প্রিয়।[১২৭৪]
১৫.Mali:	Your son is always better than your brothers son.[1275]
১৬.Burundi :	Better your own house than a basket of food.[1276]
১৭.Swahili :	The wood peeker is proud of his hole in a tree.[1277]
১৮.Ethiopia :	The family at home, the donkey in the thistles.[1278]
১৯.South Africa :	A home of your own is worth wagons of gold.[1279]

২০.Congo : Every bird thinks its nest is the best.[1280]

[১২৬৮]. *পাঠান:৯৯।*

[১২৬৯]. *প্রাগুক্ত।*

[১২৭০]. *প্রাগুক্ত ঃ ১০০।*

[১২৭১]. *প্রাগুক্ত ঃ ১০৩।*

[১২৭২]. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ১৫৯।*

[১২৭৩]. *প্রাগুক্ত ঃ ৬।*

[১২৭৪]. *প্রবাদমালা ঃ ২/১৮।*

[১২৭৫]. *Knappert. 25.*

[১২৭৬]. *Ibid. 37*

[১২৭৭]. *Ibid . 65.*

[১২৭৮]. *Ibid.*

[১২৭৯]. *Ibid.*

[১২৮০]. *Ibid.*

Dhaka University Institutional Repository

২১.Ovambo : Even the dwarf mouse has a hole of its own.[1281]

২২.Zaire: The cock grows proudly on his own dungheap.[1282]

৫১. নিজের জিনিসের সবাই প্রশংসা করে

নিজের জিনিসের মূল্য যেহেতু নিজের কাছেই বেশী তাই কেউ. নিজের জিনিস মন্দ হলেও মন্দ বলে । নিজের স্বল্প বস্তুর প্রশংসা করে থাকে । নিম্নের প্রবাদগুলোতে এ বিষয়টি প্রতিভাত হয়েছে ।

১.আরবী ঃ كل فتاة بأبيها معجبة প্রত্যেক যুবতী তার পিতার চোখে সুন্দরী ।[১২৮৩]

২. আরবী ঃ القرد في عين أمه غزالة বানর তার মায়ের দৃষ্টিতে হরিনী ।[১২৮৪]

৩. আরবী ঃ زين في عين والد ولده প্রত্যেক পিতার চোখেই আপন সন্তান সুন্দর ।[১২৮৫]

৪. আরবী ঃ من يمدح العروس إلا أهلها বর/কনের প্রশংসা নিজের পরিবারের লোকেরাই করে ।[১২৮৬]

৫. আরবী ঃ حميم الرجل واصله নিকট আত্মীয়রাই বেশী আপন/অন্তরঙ্গ হয় ।[১২৮৭]

৬. বাংলা ঃ নিজের ঘোল কেউ টক বলেনা ।[১২৮৮]

৭. বাংলা ঃ সকলেই আপনার প্রিয়জনকে মনোহর দেখে ।[১২৮৯]

৮. বাংলা ঃ কন্যের মা কন্যে বাখনায়, আমার মেয়েটি ভাল ।[১২৯০]

৯. বাংলা ঃ নিজের বউকে কেউ বাঁজা বলেনা ।[১২৯১]

১২৮১. *Ibid.*

১২৮২. *Ibid.66*

১২৮৩. *ময়দানী ঃ ২/১৩৪ : জামহারা ঃ ২/১৪৩ ; আল-বকরী ঃ ২১৮ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ২/২২৮ : আল-ফাখির ঃ ২৫৩ : ইবন সাল্লাম ঃ ১৪৩ ।*

১২৮৪. *Singer P.5. shuqair No.38 77.*

১২৮৫. *ময়দানী ঃ ১/৩১৯ : জামহারা ঃ ১/৩৫০ : আল-মুস্তাক্সা ঃ ২/১১২ : ইবন সাল্লাম ঃ ১৪৪ : আলবকরী ঃ ২১৮ ।*

১২৮৬. *ময়দানী ঃ ২/৩১১ : আল-মুস্তাক্সা ঃ ২/৩৬৪ : জামহারা ঃ ১/৩৫০ : ইবন সাল্লাম ঃ ১৪৪ ।*

১২৮৭. *ময়দানী ঃ ১/১৯৯ : আল-মুস্তাক্সা ঃ ২/৬৬ : জামহারা ঃ ১/৩৫০ : ইবন সাল্লাম ঃ ১৪৪ ।*

১২৮৮. *দেব ঃ ৯৩৩ : সরল ঃ ১৩১১, ১৩৫৩ নূতনঃ ১৫৬৫ : সুবল ঃ ৯৭, ১০৩ ।*

১২৮৯. *সুবল ঃ ১৩০৪ ।*

১২৯০. *ভট্টাচার্যঃ ৬৫ ।*

১২৯১. *বাংলা প্রবাদ ঃ ১২৪ ।*

Dhaka University Institutional Repository

১০. বাংলাঃ নিজের দই কেউ টক বলেনা।[১২৯২]

১১. বাংলাঃ নিজের ছেলে নন্দ দুলাল, পরের ছেলে নাড়ু গোপাল।[১২৯৩]

১২. বাংলাঃ নিজের ছেলে সোনাধন, পরের ছেলে দুশমন।[১২৯৪]

১৩. বাংলাঃ নিজের ছেলেটি খায় এতটি, বেড়ায় যেন লাটিমাটি।[১২৯৫]

১৪. বাংলাঃ পরের ছেলেটা খায় এতটা বেড়ায় যেন বাঁদরটা।[১২৯৬]

১৫. বাংলাঃ গোয়াল নিজের দই টক বলেনা।[১২৯৭]

১৬.ইংরেজীঃ All his own gess: es are swans.[১২৯৮]

১৭. ইংরেজীঃ Every cook praises his own broth.[১২৯৯]

১৮. Ethiopia: The elephant takes on the colour of the home he has chosen.[1300]

১৯.জাপানী ঃ সবাই ভাবছে তার হাঁসটা রাজহাঁস।[১৩০১]

২০.চীনাঃ কোন ফল ওয়ালাই বলবেনা তার ফলটা টক।[১৩০২]
কোন মদওয়ালাই বলবেনা তার মদ তেতো।

২১.পশতু ঃ শেয়ালের চোখে তার নিজের ছানাটা খুব বড় বলে বোধ হয়েছিল।[১৩০৩]

২২. গ্রীকঃ বাপের প্রশংসা হতভাগ্য ছেলের চেয়ে কেউ বেশী করেনা।[১৩০৪]

১২৯২. *বাংলা প্রবাদে নারীমন ঃ ৯৮।*

১২৯৩. *বাংলা প্রবাদ ঃ ১২৪।*

১২৯৪. *প্রাগুক্ত।*

১২৯৫. *সরল ঃ ১০৩।*

১২৯৬. *প্রাগুক্ত।*

১২৯৭. *ইসলামপুর,জামালপুর।*

১২৯৮. *বাংলা প্রবাদে নারীমন ঃ ৯৮।*

১২৯৯. *Dev.933.*

১৩০০. *Knappert.66.*

১৩০১. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ৭।*

১৩০২. *প্রাগুক্ত ঃ ২০।*

১৩০৩. *প্রাগুক্ত ঃ ৪৭।*

১৩০৪. *প্রাগুক্ত ঃ ৯৯।*

Dhaka University Institutional Repository

২৩.ইদ্দিশঃ মাতালের কাছে কোন মদই খারাপ নয়;
ব্যবসায়ীর কাছে কিছুই দুর্নীতি নয়;
লম্পটের কাছে কোন মেয়েই কুচ্ছিত নয়।[১৩০৫]

২৪.জার্মানঃ সব বদ্যিরই ধারনা তার ওষুধটিই সবচেয়ে ভালো।[১৩০৬]

২৫.মারাঠী ঃ গাঁয়ের মতে গাধা শাশুড়ির মতে রাজা।[১৩০৭]

২৬.তামিলঃ সমস্ত মন্দিরের চেয়ে নিজের মা বেশী সুন্দর।[১৩০৮]

২৭.তেলুগুঃ কাকের ডাক কাকের কাছেই মিষ্টি।[১৩০৯]

২৮.সংস্কৃতঃ সববঃ কান্তমাত্মীয়র পশংতি (সকলেই আপনার প্রিয়জনকে মনোহর দেখে)[১৩১০]

২৯.হিন্দীঃ অপনে দহিকো খট্টা কোন কহতা হ্যয়।[১৩১১]

৩০.রুসঃ দুহিতারে সুন্দর ভাবেন মাতা, পুত্রে জ্ঞানবান ভাবে যেই জন্ম দাতা।[১৩১২]

৩১. রুসঃ শিয়াল মাত্রেই আপনার লেজের প্রশংসা করে।[১৩১৩]

৩১.উর্দুঃ اپنی جھاچھ کو کون کھٹا کہتا ہے নিজের ঘোলকে কেউ কি টক বলে ?[১৩১৪]

৫২. নিজের স্বার্থদ্ধার

মানুষ সব সময় চায় তার নিজের স্বার্থ সিদ্ধ হোক এবং তা কোন কিছুর বিনিময়ে হোকনা কেন। প্রয়োজনের সময় মানুষ মান সম্মানের দিকে তাকাতেও ফুরসত পায়না। এজন্যে তারা নানা কৌশল অবলম্বন করে থাকে। নিম্নের প্রবাদগুলোতে এমন কিছু অবলম্বনের উল্লেখ আছে ।

১৩০৫. প্রাগুক্ত ঃ ১৪৯ ।

১৩০৬. প্রাগুক্ত ঃ ১৪১ ।

১৩০৭. প্রাগুক্ত ঃ ২৪৮ ।

১৩০৮. প্রাগুক্ত ঃ ২৬৪ ।

১৩০৯. প্রাগুক্ত ঃ ২৭৩ ।

১৩১০. সরল ঃ ১৩০৪ ।

১৩১১. বাংলা প্রবাদে নারীমন ঃ ৯৮ ।

১৩১২. প্রবাদমালা ঃ ২/৫৫ ।

১৩১৩. প্রাগুক্তঃ৬১ ।

১৩১৪. আগাসকার ঃ ২৬১ ।

Dhaka University Institutional Repository

১. আরবী ঃ بـؤس الكلب في تمـه تا تأخذ غرضـك منـه নিজের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কুকুরে মুখে চুমু দাও(সিরিয়) ।[১৩১৫]

২. আরবী ঃ إن كان لك حاجه عند الكلب قول: يا سيدي কুকুরের কাছে প্রয়োজন থাকলে তাকে বলো ওহে মহাশয়(সিরিয়) ।[১৩১৬]

৩.Arabic: He who needs the dog says him:Good morning my lord (Egypt).[1317]

৪. Arabic Address the dog my uncle so that he may cross the river with thee.[1318]

৫. Arabic When the monkey reigns, dance before him.[1319]

৬. Arabic Prostral thyself before the wicked monkey in his time.[1320]

৭.বাংলা ঃ বাঁদীর পা ধর নিজের কাজ উদ্ধার কর ।[১৩২১]

৮. বাংলা ঃ গলায় কাঁটা বিঁধিলে বিড়ালের পায়ে ধর্ত্তে হয় ।[১৩২২]

৯. বাংলা ঃ কাযের(কাজের) জন্যে কুকুরের পায়ে তেল ।[১৩২৩]

১০. বাংলা ঃ মাছের কাঁটা গলায় লাগিলে বিড়ালের পায়ে পড়া ।[১৩২৪]

১১.ইংরেজী ঃ To seek help in a difficulty from one despised.[১৩২৫]

১২.ইংরেজী ঃ A drowning man catches at straw.[১৩২৬]

১৩.রুস ঃ সাজ না পরানো পর্যন্ত ঘোড়ার গায়ে হাত বুলাও ।[১৩২৭]

১৩১৫. *Singer. 115.*

১৩১৬. *কিনদীল ঃ ২৯০ শুকয়র নং-৬৯, ৭৮,১২০,২৮৭ ।*

১৩১৭. *Singer . 54.*

১৩১৮. *Ibid.*

১৩১৯. *Ibid 37.*

১৩২০. *Ibid.*

১৩২১. *ইসলামপুর, জামালপুর ।*

১৩২২. *প্রবাদমালা ঃ ৩/৪১ ।*

১৩২৩. *মর্টন ঃ ১৬৬ ।*

১৩২৪. *প্রাগুক্ত ঃ ৮৬ ।*

১৩২৫. *Dev.928.*

১৩২৬. *Ibid.*

Dhaka University Institutional Repository

১৪.উর্দু ঃ ابني غرض سے گدهي كو باپ بناتے هيں (স্বার্থোদ্ধারের জন্যে গাধাকে বাপ বল) [১৩২৮]

৫৩. নিজের গুরুত্বহীনতা

এ পৃথিবীর লোক কোননা কোন পেশায় জড়িত। যারা স্বস্ব পেশায় পারদর্শী সে বিষয়ে আপনার ব্যাপারে থাকে উদাসীন। তাই দেখা যায় স্বর্ণকারের বউয়ের নাক গহনাবিহীন। সুতোরের ঘর দরজাবিহীন, কুমরের ভাঙা পাতিল। নিম্নেত প্রবা(মরক্কো, আলজিরি)যগুলো এরই সত্যতা বহন করে।

১.আরবী ঃ بـــاب الـــنـــجـــار مـــخـــلـــع সূত্রধরের ঘরের দরজা নেই। [১৩২৯]

২. আরবী ঃ بـــاب الـــنـــجـــار مـــخـــلـــوع সূত্রধরের ঘর দরজাবিহীন(সিরিয়) ।[১৩৩০]

৩. আরবী ঃ نجـــار ولا لــــــــه بــــــــاب এমন সূত্রধর যার ঘরের দরজা নেই (নজদ) ।[১৩৩১]

৪. আরবী ঃ بـــاب الـــنـــجـــار مـــحـــلـــول সূত্রধরের ঘর দরজাবিহীন(মরক্কো, আলজিরি) ।[১৩৩২]

৫. আরবী ঃ صـــانـــع ولا لـــــــــه قـــدر এমন ডেগচী কারিগর যার কোন ডেগচী নেই(নজদ) ।[১৩৩৩]

৬. আরবী ঃ الاســـكافـي حـافـي و الحـايك عـريـان চর্মকারের পা খালী আর তাঁতীর শরীর নগ্ন(মিসর) ।[১৩৩৪]

১৩২৭. *প্রবাদমালা ঃ ২/৬১।*

১৩২৮. *আগাসকার ঃ ২৬১।*

১৩২৯.*কিনদীল ঃ ১২৭ ; তয়মুর ঃ ৪৩ ; শুকয়র ঃ ৭২ ; শফীকা শাব্বীর ঃ আল-আমছালুল ইজতিমা'ঈয়্যা ওয়াল ফুকাহিয়্যা, তা.বি ; পৃ-১/২২১ ; বাজুরী ঃ ৬৬।*

১৩৩০. *কিনদীল ঃ ১২৭।*

১৩৩১. *আবূদী ঃ ১৪২।*

১৩৩২. *ইবন শানব ঃ ১/১৩০।*

১৩৩৩. *কিনদীল ঃ ১২৭ ।*

১৩৩৪. *কিনদীল ঃ ১২৭।*

Dhaka University Institutional Repository

৭. আরবী ঃ بيت اسكا في حيفي و بيت السقا عطشان চর্মকারের তাবু চামড়া বিহীন আর সাকীরা পিপাসিত(মিসর)।[১৩৩৫]

৮. আরবী ঃ بـاتـت جـيـعـانـة و زوجـهـا خـبـاز বেকারী মালিকের স্ত্রী না খেয়ে ঘুমায়।[১৩৩৬]

৯.বাংলা ঃ কামারের ভাঙ্গা দাও।[১৩৩৭]

১০. বাংলাঃ সোনারের বউয়ের নাক খালী।[১৩৩৮]

১১. বাংলাঃ ঘরামীর ঘর ছেঁদা।[১৩৩৯]

১২. বাংলাঃ
বৈদ্যের বউয়ের নিত্য জ্বর
কামলার বউয়ের ভাঙ্গা ঘর।(ঢাকা)[১৩৪০]

১৩. ফার্সী ঃ কামারই ভাঙ্গা পাত্রে জল খায়।[১৩৪১]

১৪.ইটালিয়ান ঃ যে চরকা কাটে তার একটি কাপড় থাকে, যে চরকা কাটেনা তার দুটো কাপড় থাকে।[১৩৪২]

৫৪. নিজ সম্পর্কীয় জ্ঞান

মানুষ নিজ সম্পর্কে অন্যের চাইতে বেশী জানবে এটাই স্বাভাবিক। ঘোড়ার সহিস গরুর রাখালের চাইতে ঘোড়া সর্ম্পকে এবং হাতীর মাহুত সহিসের চাইতে হাতী সম্পর্কে ভাল জানবে এটাই স্বাভাবিক। নিম্নের প্রবাদগুলোতে এসত্যটিই প্রতিভাত হয়েছে।

১. আরবী ঃ صاحب البيت أدري ما فيه গৃহস্বামী তার গৃহ সম্পর্কে ভাল জানেন।[১৩৪৩]

২. আরবী ঃ المرء أعلم بشانه মানুষ তার নিজ বিষয় সম্পর্কে ভাল জানে।[১৩৪৪]

১৩৩৫. হুযালী ঃ ১/১২২ : শুকরী ঃ ২৬।

১৩৩৬. Burckharat.P.148.

১৩৩৭. জামালপুর।

১৩৩৮. জামালপুর।

১৩৩৯. নুতন ঃ ১৫৫২; সুবলঃ৫৭; মর্টনঃ২০।

১৩৪০ পাঠানঃ৪৮১।

১৩৪১. বিশ্বের প্রবাদঃ৫৬।

১৩৪২. প্রাগুক্তঃ১৫৯।

১৩৪৩. মুনজিদ ঃ ১২০১ : আল-মুনজিদ ঃ ৯৯৬।

১৩৪৪. ইবন সাল্লামঃ ৬৩

Dhaka University Institutional Repository

৩. আরবী ঃ كل احـد أعــلــم بـشــانــه প্রত্যেকেই নিজ বিষয় সম্পর্কে অবগত থাকে[১৩৪৫]

৪. আরবী ঃ كل امرئ فــي شـانــه بـســاع প্রত্যেক মানুষ নিজ বিষয়ে প্রচেষ্টা করে থাকে।[১৩৪৬]

৫. আরবী ঃ لكل اناس في بـعـيـرهـم خـبـر প্রত্যেক মানুষ তার উটের খবর রাখে।[১৩৪৭]

৬. আরবী ঃ الخـيــل أعــلــم بـفـرسـانـه অশ্ব তার আরোহীকে ভালভাবে চেনে।[১৩৪৮]

৭. আরবী ঃ انا أخـبـر بـشـمـس بـلـدي আমার দেশের সূর্য সম্পর্কে আমিই ভাল জ্ঞাত।[১৩৪৯]

৮. বাংলা ঃ বাড়ী আলাই তার বাড়ীর খবর ভালো জানে।[১৩৫০]

৯. বাংলা ঃ গাছ থেকে পড়ে গেল জন পাঁচ সাত,যার যেখানে ব্যথা তার সেখানে হাত।[১৩৫১]

১০.ইংরেজীঃ The wearer best knows where the shoe pinches.[১৩৫২]

১১.Kubumdu: Only the family knows the secret place in the house.[১৩৫৩]

১২. ফার্সী ঃ রাজাই তার রাজ্যের গোপন খবর জানে।[১৩৫৪]

৫৫. নিজকে মাপা

মানুষ যে যেমন সে অন্যকেও তেমনি মনে করে থাকে। যে নিজে ভাল সে অন্যকেও ভাল মনে করে। আর নিজে মন্দ হলে অপরকেও মন্দ ভাবে। নিচের প্রবাদগুলোতেএসত্যটিই প্রতিভাত হয়েছে।

১৩৪৫. *প্রাগুক্ত ; জামহারা ঃ ১/৪৭৫ ; ময়দানী ঃ ২/২৮৯ ; আল-বকরী ঃ ৭৩।*

১৩৪৬. *ময়দানী ঃ ২/১৩৪ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ২/২২৫ ; আল-ইকদুল ফরীদ ঃ ২২১ ইবন সাল্লামঃ ৩৮১।*

১৩৪৭. *জামহারা ঃ ২/১৮৭ ; ময়দানী ঃ ২/১৭৯ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ২/২৯১ ; ইবন সাল্লাম ঃ ৩০৪।*

১৩৪৮. *জামহারা ঃ ১/৪১৮ : ময়দানী ঃ ১/২৩৮ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ১/৩১৬ ; ইবন সাল্লামঃ ৩০৪।*

১৩৪৯. *Burckhardt No.57.*

১৩৫০. *ইসলামপুর, জামালপুর।*

১৩৫১. *সুবল ঃ ৫২।*

১৩৫২. *প্রাগুক্ত।*

১৩৫৩. *Knappert. 44.*

১৩৫৪. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ৫৬।*

১. আরবী ঃ الإنسـان يقـيس علـي نـفسـه মানুষ নিজকে দিয়ে অপরের অনুমান করে।[১৩৫৫]

২. বাংলা ঃ আপনার মত জগৎ দেখা।[১৩৫৬]

৩. বাংলা ঃ আপনি যেমন তেমন, জগৎ দেখি তেমন।[১৩৫৭]

৪. ইংরেজীঃ As a man thinks so he is.[1358]

৫. সংস্কৃত ঃ আত্মবৎ মনতে জগৎ।[১৩৫৯]

৬. উর্দু ঃ آدمي جيسا خود هوتا هے ويسا هي دوسـرون كـو سمـجهـتا هـے মানুষ নিজে যেমন অন্যকেও তেমনি মনে করে থাকে।[১৩৬০]

৫৬. নিজের জিনিসের দরদ

পাগল যে কিছুই বুঝেনা সেও নিজেরটা বুঝে। সে কখনো নিজেরটার ক্ষতি করেনা। নিম্নের প্রবাদগুলো এরই উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

১. আরবী ঃ إبـلـيش مـا يـخـرب بـيتـه ইবলিশও নিজের বাড়ীর ক্ষতি করেনা।[১৩৬১]

২. বাংলা ঃ নিজের বুঝ পাগলেও বুঝে।[১৩৬২]

৩. বাংলা ঃ আপন ভাল পাগলেও বোঝে।[১৩৬৩]

৪. উর্দু ঃ آپني مصلحت هر شخص خوب جانتا هے নিজের ভাল সবাই ভাল জানে।[১৩৬৪]

১৩৫৫. *বহুল প্রচলিত মাহাল।*

১৩৫৬. *নূতন ঃ ১৫৩৭ : সুবল ঃ ২১।*

১৩৫৭. *নূতন ঃ ১৫৩৭।*

১৩৫৮. *আঈদী ঃ ১৩৪২।*

১৩৫৯. *সুবল ঃ ২১।*

১৩৬০. *সাঈদী ঃ ১৩৪২।*

১৩৬১. *কিনদীল।*

১৩৬২. *জামালপুর।*

১৩৬৩. *বাংলার প্রবাদ ঃ ১৩।*

১৩৬৪. *আগাসকার ঃ ২৬১।*

Dhaka University Institutional Repository

৫৭. না থাকার চাইতে অল্প থাকা ভাল

একেবারে না থাকার চাইতে কিছু থাকা ভাল যা প্রয়োজনে সামান্য হলেও কাজে লাগতে পারে। নিম্নের প্রবাদগুলোতে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১.আরবী ঃ	الكحل خير من العمي	অন্ধের চাইতে অসুস্থ চোখ ভাল।[১৩৬৫]
২. আরবী ঃ	الرمد خير من العمـي	অন্ধের চাইতে অসুস্থ চোখ ভাল।[১৩৬৬]
৩. আরবী ঃ	رأيان خـيـر مـن راي	দু'টি দৃষ্টি একটি দৃষ্টি হতে উত্তম।[১৩৬৭]
৪. আরবী ঃ	الـكـحـل ولا الـعـمـي	অসুস্থ চোখ(চাই) দৃষ্টিহীনতা নয়(সিরিয়)।[১৩৬৮]
৫. আরবী ঃ	الـطـشـاش ولا العمي	দুর্বল চক্ষু অন্ধের চাইতে ভাল(সুদান)।[১৩৬৯]
৬. আরবী ঃ	نص العمي ولا العمي كله	অন্ধ নয় কানাই ভাল(মিসর)।[১৩৭০]
৭. আরবী ঃ	أعوج أحسن مـن العمـي	অন্ধের চাইতে টেরা চোখ ভাল।[১৩৭১]
৮. আরবী ঃ	الطشاش و لا العمـي كله	পূর্ণ অন্ধের চাইতে দুর্বল চক্ষু ভাল।[১৩৭২]
৯. আরবী ঃ		বন্ধা হইয়া থাকা অপেক্ষা মেয়ের উপর মেয়ে প্রসব করা ভাল(সিরিয়)।[১৩৭৩]

১০. বাংলা ঃ নাই মামার চাইতে কানা মামা ভাল।[১৩৭৪]

১৩৬৫. *আল মাওরিদ ঃ ৪৫।*

১৩৬৬. *প্রাগুক্ত।*

১৩৬৭. *প্রাগুক্ত ঃ ৪২।*

১৩৬৮. *Singer No. 34; শুকয়র নং-১৪।*

১৩৬৯. *কিনদীল ঃ ১৬৭ : তয়মুর ঃ ২২৮ : শুকয়র ঃ ৯০।*

১৩৭০. *হুয়ালা ঃ ১/৫৩।*

১৩৭১. *প্রাগুক্ত: শুকরী ঃ ১০।*

১৩৭২. *বাজুবী ঃ৪৮।*

১৩৭৩. *সিরিয় জাতির প্রবচন , বামা বুধিনী ' পত্রিকা ঃ সংখ্যা ২৫৬, ৩য় কল্প ৪র্থ ভাগ বৈশাখ-১২৯৩; ডঃ বরুন কুমার ঃ বাংলা প্রবা চর্চার ইতিহাস : কলিকাতা ঃ ১৯৯০, পৃ-২৯।*

১৩৭৪. *নুতন ঃ ১৫৬৫ : সরল ঃ ১৩৫১ : ১৪০৭ : মর্টন ঃ ৭৯।*

Dhaka University Institutional Repository

১১. বাংলা ঃ নাই মার চাইতে কানা মা ভাল।[১৩৭৫]

১২. বাংলা ঃ শুন্য অপেক্ষা সামান্য ভাল।[১৩৭৬]

১৩. ইংরেজীঃ Some is better that nothing.[1377]

১৪. ইংরেজীঃ Better small fish that none.[1378]

১৫. ইংরেজীঃ Half a loaf is better than no bread.[1379]

১৬. ইংরেজীঃ Half a loaf is better than no loaf.[1380]

১৭. ইংরেজীঃ Four eyes see more than two.[1381]

১৮. ইংরেজীঃ A squent eye is better than no eye.[1382]

১৯. ইংরেজীঃ A bad excust is better than none at all.[1383]

২০. ল্যাটিন ঃ Plus vident oculi quan oculns.[1384]

২১. জার্মানঃ A sparrow in the hand is better than pigeon on the roof.[1385]

২২. ফার্সী ঃ A sparrow in the hand is better than a crane in the air.[1386]

২৩. ইতালী ঃ A bird in the cage is worth a bird at large.[1387]

২৪. আমেরিকানঃ A bird in the hand is worth two in the bush.[1388]

১৩৭৫. *সিদ্দীকী ঃ ২৬১।*

১৩৭৬. *সরল ঃ ১৪০৭।*

১৩৭৭. *Dev-932 ; সরল ঃ ১৪০৭।*

১৩৭৮. *সরল ঃ ১৪০৭।*

১৩৭৯. *আল-মাওরিদ ঃ ৪৫।*

১৩৮০. *Dev-932; সুবল ঃ ৯৪।*

১৩৮১. *আল-মাওরিদ ঃ ৪৫।*

১৩৮২. *Dev-932.*

১৩৮৩. *Ibid.*

১৩৮৪. *আল-মাওরিদ ঃ ৪৫।*

১৩৮৫. *সিদ্দীকী ঃ ২৬১।*

১৩৮৬. *প্রাগুক্ত।*

১৩৮৭. *প্রাগুক্ত।*

Dhaka University Institutional Repository

২৫.স্পেনীসঃ দুই চক্ষু অপেক্ষা চারি চক্ষুতে অধিক দৃষ্ট হয়।[১৩৮৯]

২৬. স্পেনীসঃ অন্ধ হওয়ার চেয়ে এক চোখা হওয়া ঢে । ভাল।[১৩৯০]

২৭. ফরাসী ঃ মাংস না পেলে হাড়টাই চি বানো ভাল।[১৩৯১]

২৮. তেলুগু ঃ অন্ধ চোখের চেয়ে ট্যারা চোখ ভাল।[১৩৯২]

৫৮. নির্ব্বোধ

বোকারা কোন কাজে পারদর্শী হতে পারেনা। নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী যতটুকু পারে ততটুকুই করে থাকে। তাই তাকে কোন ঝামেলা বা আপদে পতিত হতে হয়না। কিন্তু অতি চালাক যারা চালাকী করতে গিয়ে লায় দড়ি পড়ে তাই তাকে বিভিন্নরকম দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

১. আরবী ঃ استرح من لا عقل له — বুদ্ধিহীন ব্যক্তি সুখে থাকে।[১৩৯৩]

২. আরবী ঃ ذوالعقل يشقي في النعيم بعقله و أخو الجهالة في الشقا منعم — জ্ঞানী নেয়ামতের প্রাচুর্যে থেকেও জ্ঞানের কারণে দুর্ভোগ পোহায়, আর মুর্খ লোক দুর্ভোগে থেকে নেয়ামত লাভ করে।[১৩৯৪]

৩. আরবী ঃ رب حلم اضاعه عدم المال و جهل غطي عليه النعم — অনেক জ্ঞানীকে কপর্দক নিশেষ করে দিয়েছে। আর অনেক মুর্খকে নেয়ামত আচ্ছাদিত করেছে।[১৩৯৫]

৪. বাংলা ঃ নির্বোধরাই সুখী।[১৩৯৬]

৫. ইংরেজীঃ Where ignorence is bless, It is folly to be wise.[1397]

[১৩৮৮]. প্রাগুক্ত।

[১৩৮৯]. প্রবাদমালা ঃ ২/৯।

[১৩৯০]. বিশ্বের প্রবাদ ঃ ১৬৯।

[১৩৯১]. প্রাগুক্ত ঃ ১২৬।

[১৩৯২]. প্রাগুক্ত ঃ ২৭৫।

[১৩৯৩]. ময়দানী ঃ ১/২৯৭ : জামহারা ঃ ১/১০ : আল-বকরী ঃ ৫১ : মু'জাম ঃ ২ ৭৭।

[১৩৯৪]. মুসতাতরফ ঃ ১/৩১।

[১৩৯৫]. দীওয়ানে হাসসান ঃ ৪০।

[১৩৯৬]. ডঃ কাজী দ্বীন মুহম্মদ থেকে শ্রুত।

[১৩৯৭] আল-মাওরিদ ঃ ৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

৬.আর্মেনিয়ঃ	বোকারা কখনো অসুখী নয়।[১৩৯৮]
৭.আর্মেনিয়ঃ	বোকার জাঁতা ঈশ্বরে ঘুরিয়ে দেন।[১৩৯৯]
৮. গ্রীক ঃ	জ্ঞানের ভাগ্যে দারিদ্র লেখা।[১৪০০]
৯. চীনা ঃ	বোকা লোক সুখী হতে পারে, সুখী লোক সবসময় বোকা নয়।[১৪০১]
১০.রুমানঃ	সৌভাগ্য মেয়েদের মত শুধু বোকাদেরকেই ভালবাসে।[১৪০২]
১১. রুস ঃ	সৌভাগ্যটা বোকাদের পুকুরের মাছ।[১৪০৩]

৫৯. নিষিদ্ধ বস্তু

নিজের চাইতে পরের জিনিসের প্রতি লোভ মানুষের আজন্ম। নিজেরটা যত সুস্বাদু হোকনা কেন, তবু মনে হয় অপরেরটাই যেন বেশী সুস্বাদু। নিম্নের প্রবাদগুলোতে এ বিষয়টিই প্রতিভাত হয়েছে।

১. আরবী ঃ	كل ممنوع حلو	প্রত্যেক নিষিদ্ধ বস্তু মিষ্টি।[১৪০৪]
২. আরবী ঃ	كل ممنوع متبوع	প্রত্যেক নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি মানুষের আকর্ষণ বেশী।[১৪০৫]
৩. আরবী ঃ	المرء تواق إلي مالم ينل	অপ্রাপ্য জিনিসের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেশী।[১৪০৬]
৪. আরবী ঃ	أحب الشئ إلى الإنسان ما منع	নিষিদ্ধ বস্তু মানুষের সবচাইতে প্রিয়।[১৪০৭]
৫. বাংলা ঃ	পরের বাড়ীর পিডা, গালে লাগে মিডা।[১৪০৮]	
৬. বাংলা ঃ	পরের পিঠে, বড় মিঠে।[১৪০৯]	

[১৩৯৮]. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ২৯৩।*

[১৩৯৯] *প্রাগুক্ত ঃ ২৯৪।*

[১৪০০]. *প্রাগুক্ত ঃ ১০১।*

[১৪০১]. *প্রাগুক্ত ঃ ১৯।*

[১৪০২]. *প্রাগুক্ত ঃ ২১০।*

[১৪০৩]. *প্রাগুক্ত ঃ ১৮৯।*

[১৪০৪]. *Burekhard No.557.*

[১৪০৫]. *আল-মাওরিদ ঃ ৪২ : আল-মুনজিদ ঃ ১০০৯ : মুনজিদ ঃ ১২২৪।*

[১৪০৬]. *আল-মাওরিদ ঃ ৪২ : আল-মুনজিদ ঃ ৯৭৯ : মুনজিদ ঃ ১১৭২।*

[১৪০৭]. *প্রাগুক্ত।*

[১৪০৮]. *পাঠান ঃ ১৩৩।*

Dhaka University Institutional Repository

৭.ইংরেজীঃ Forbidden fruit is sweet.[1410]

৮. ইংরেজীঃ Stolen water is sweeter.[1411]

৯. ইংরেজীঃ Stolen bread taste better.[1412]

১০. ইংরেজীঃ Stolen fruits sweetest.[1413]

১১. ইংরেজীঃ Apples are sweet when they are plucked in the gardenar absence.[1414]

১২. জাপানীঃ নিষিদ্ধ ফলটি খেতে কি মিষ্টি।[১৪১৫]

১৩. গ্রীক ঃ নিষিদ্ধ জিনিসের একটি গোপন মাধুর্য আছে।[১৪১৬]

১৪. ইদ্দিশঃ পরের খাবারটি সর্বদাই মিষ্টি।[১৪১৭]

১৫. ডাচ ঃ দাইমার রুটি মায়ের পিঠেটার চেয়ে খেতে মজা।[১৪১৮]

১৬. রুশ ঃ নিষিদ্ধ জিনিসের খদ্দের মেলাই।[১৪১৯]

১৭. বুলগেরিয়ঃ পরের ডিমের দুটো কুসুম থাকে।[১৪২০]

[১৪০৯]. *সুবল ঃ ১০৩।*

[১৪১০]. *আল-মাওরিদ ঃ ৪২।*

[১৪১১]. *প্রাগুক্ত।*

[১৪১২]. *প্রাগুক্ত।*

[১৪১৩]. *প্রাগুক্ত।*

[১৪১৪]. *প্রাগুক্ত।*

[১৪১৫]. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ৭।*

[১৪১৬]. *প্রাগুক্ত ঃ ১০৩।*

[১৪১৭]. *প্রাগুক্ত ঃ ১৪৯।*

[১৪১৮]. *প্রাগুক্ত ঃ ১৮৪।*

[১৪১৯]. *প্রাগুক্ত ঃ ১৯৩।*

[১৪২০]. *প্রাগুক্ত ঃ ২১০।*

Dhaka University Institutional Repository

৬০ . পরনির্ভর

নিজের সাধ্য সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করা সবার কর্তব্য। কারোর প্রতি নির্ভর করে কোন কাজে হাত দেয়া ঠিক নয়। তাহলে ক্ষতি গ্রস্থ হওয়ার সমূহ সম্ভবনা রয়েছে। নিম্নের প্রবাদগুলোতে এ অর্থটিই ফুটে উঠেছে।

১.আরবীঃ من اتكل زاد غيره طال جوعــه : যে পরের পাথেয়ের ভরসা করে তার ক্ষুধা আরো বেড়ে যায়।[১৪২১]

২.আরবী ঃ عـليك باليـأس مما في أيـدي النـاس : অন্য মানুষের কাছে যা আছে তার আশা করলে নিরাশ করতে হয়।[১৪২২]

৩. বাংলা ঃ যে করে পরের আশ, সে খায় বনের ঘাস।[১৪২৩]

৪. বাংলা ঃ পর প্রত্যাশী দুই পর উপাসী।[১৪২৪]

৫. বাংলা ঃ পর প্রত্যাশী নর, উপুস্র করে মর।[১৪২৫]

৬. বাংলা ঃ পর ভরসা করে যে, পানিতে ডুবিয়া মরে সে।[১৪২৬]

৭. বাংলা ঃ যে করে পরের আশ, তার ঘটে সর্বনাশ।[১৪২৭]

৮. হিব্রু ঃ প্রতিবেশীর হাঁড়ি যার ভরসা জগৎটা তার কাছে বড় অন্ধকার।[১৪২৮]

৯. দ্রাবিড় ঃ সমুদ্র শুকালে মাছ খাব বলে বক শুকিয়ে মরিল।[১৪২৯]

৬১. পরীক্ষা

যে কোন জিনসের যাচাই বাছাইয়ের জন্যে পরীক্ষা একটি বড় মাধ্যম। এর দ্বারা অনেকেই উন্নতি উচচ শিখরে উঠে আবার কেউ অসম্মানিত হয়। নিম্নের প্রবাদগুলোতে এবিষয়টিই প্রতিভাত হয়েছে।

[১৪২১]. *মুনজিদ ঃ ১২৩১ ; আল-মুনজিদ ঃ ৯৭০ ; ময়দানী ঃ ২/৩২৮ ; মু'জাম ঃ ২/৩১৭।*

[১৪২২]. *আল-ইসাবা ঃ ২/৪২।*

[১৪২৩]. *পাঠান ঃ ১৬২।*

[১৪২৪]. *প্রাগুক্ত।*

[১৪২৫]. *প্রাগুক্ত।*

[১৪২৬]. *প্রাগুক্ত।*

[১৪২৭]. *প্রাগুক্ত।*

[১৪২৮]. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ৭৭।*

[১৪২৯]. *প্রবাদমালা ঃ ২/৩৯।*

Dhaka University Institutional Repository

১. আরবী ঃ عند الإمتحان يكرم الرجل أو يهان : পরীক্ষার সময় মানুষ সম্মানিত ও অপমানিত হয়।[১৪৩০]

২. আরবী ঃ عند الرهان تعرف السوابق : বন্ধকির সময় ইতিহাস জানা যায়।[১৪৩১]

৩. আরবী ঃ لايعرف السيف إلا بالقطع : কর্তন করা ছাড়া তরবারীর ধার বুঝা যায় না।[১৪৩২]

৪. বাংলা ঃ ঘোড়া চিনি কানে, দাতা চিনি দানে, মানুষ চিনি হালে, আর মণি চিণি বলে।[১৪৩৩]

৫. বাংলা ঃ কামারের হাপড়ে কত কি পোড়ায়, কোনটা ভাল থাকে কোনটা কেটে যায়।[১৪৩৪]

৬. বাংলা ঃ সোনা বলে জ্ঞান ছিল, ঘষিতে পিতল হলো।[১৪৩৫]

৭. বাংলা ঃ কূলা হাতে দিয়া কন্যার পরীক্ষা, নাট বাঙ্গ তাহার পরীক্ষা নাই।[১৪৩৬]

৬২. পরের ক্ষতি

অন্যের অনিষ্ট করতে গেলে এর কুফল নিজের উপরেই পতিত হয়। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। এবিষয়টিই নিম্নের প্রবাদ গুলোতে প্রতিভাত হয়েছে।

১. আরবী ঃ من حفر حفرة وقعها فيها : পরের জন্যে গর্ত করে সে গর্তে সে নিজেই পড়ে।[১৪৩৭]

২. বাংলা ঃ পরের লাগি খাদ করে, আপনি খাদে পইরা মরে।[১৪৩৮]

৩. বাংলা ঃ কারো মন্দ কেউ করেনা যার মন্দ সেই করে।[১৪৩৯]

৪. বাংলা ঃ পরের জন্যে গর্ত খোড়ে, আপনি তাতে ম'রে পড়ে।[১৪৪০]

৫. বাংলা ঃ পরের জন্যে ফাঁদ পাতে, আপনি প'ড়ে ম'রে তাতে।[১৪৪১]

[১৪৩০]. *আল-মাওরিদ ঃ ৮৮।*

[১৪৩১]. *প্রাগুক্ত : ময়দানী ঃ ২/৩৫ : মু'জাম ঃ ২৭৬।*

[১৪৩২]. *আল-মাওরিদ ঃ ৮৮।*

[১৪৩৩]. *হাবীব ঃ ১০৫।*

[১৪৩৪]. *প্রাগুক্ত ঃ ১০৬।*

[১৪৩৫]. *প্রাগুক্ত।*

[১৪৩৬]. *প্রবাদ মালা ঃ ২/১৬।*

[১৪৩৭]. *আল-মুনজিদ ঃ ৯৮১ : মুনজিদ ঃ ১১৪৪।*

[১৪৩৮]. *ভট্টাচার্য ঃ ৬/৬৫০।*

[১৪৩৯]. *প্রবাদ মালা ঃ ৩/৩২।*

[১৪৪০]. *নুতন ঃ ১৫৬৭ : সুবল ঃ ১০৩।*

[১৪৪১]. *নতুন ঃ ১৫৬৭ ; সবুল ঃ ১০৩।*

Dhaka University Institutional Repository

৬. বাংলা ঃ পরের মন্দ করতে গেলে আপনার মন্দ আগে হয়।[১৪৪২]

৭. বাংলা ঃ গুটি পোকা গুটি করে নিজের ফাঁদে নিজে মরে।[১৪৪৩]

৮. বাংলা ঃ আকাশে থুথু ফেলিলে আপনার গায়ে লাগে।[১৪৪৪]

৯. বাংলা ঃ কারো মন্দ কেউ করেনা যার মন্দ সেই করে।[১৪৪৫]

১০. বাংলা ঃ আকাশে ধুলো ছুড়লে আপন চোখে এসে পড়ে।[১৪৪৬]

১১. ইংরাজী: Hoist with ones own petard.[1447]

১২. ইংরাজী: The engineer hoisted with his own peterd.[1448]

১৩. ইংরাজী: They that touch pitch will be defiled.[1449]

১৪. ইংরাজী: He who handles pitch besmears himself.[1450]

১৫. ইংরাজী: The biter is sometimes bit :[1451]

১৬. ইংরাজী: Harm watch harm eatch.[1452]

১৭. ইংরাজী: Harm seek harm lind.[1453]

১৮. ইংরাজী: He who spite againse the wind spits against his owon face.[1454]

১৯. সিংহলী ঃ অন্যের ওপর যা করবে । তার ফল নিজের ওপরেই ফলবে।[১৪৫৫]

২০. অসমিয় ঃ পরের জন্যে ছড়ালে কাঁটা জখন হবে নিজের পা টা।[১৪৫৬]

১৪৪২. *সুবল ঃ ১০৪ ।*

১৪৪৩. *প্রাগুক্ত ঃ ৫৪ ।*

১৪৪৪. *প্রবাদ মালা ঃ ৩/২৫ ।*

১৪৪৫. *প্রাগুক্ত ঃ ৩/৩২*

১৪৪৬. *সুবল ঃ ১৫ ।*

১৪৪৭. *সুবল ঃ ১০৩ ।*

১৪৪৮. *প্রাগুক্ত ঃ ৫৪ ।*

১৪৪৯. *Dev-724 .*

১৪৫০. *Ibid.*

১৪৫১. *Ibid. 439 .*

১৪৫২. *Ibid.*

১৪৫৩. *Ibid.*

১৪৫৪. *Ibid.924.*

১৪৫৫. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ৪১ ।*

Dhaka University Institutional Repository

৬৩. পারদর্শীতা

প্রত্যেক বিষয়েই পন্ডিত আছে। যে যে বিষয়ে পন্ডিত তাকে সে বিষয়ের কাজই করতে দেয়া উচিৎ নইলে সমস্যা দেখা দিতে পারে । নিম্নের প্রবাদগুলো এদিকেই ইঙ্গিত করছে।

১. আরবীঃ على الخبير سقطت : অভিজ্ঞের উপরেই বিপদ পতিত হয়।[১৪৫৭]

২. আরবীঃ كفي قوما بصاحبهم خبير : কোন জাতীর জন্যে একজন পারদর্শী ব্যক্তিই যথেষ্ট।[১৪৫৮]

৩. আরবীঃ لكل أناس في جماهير خبير : প্রত্যেক দলের মাঝে একজন বিজ্ঞ পন্ডিত থাকে।[১৪৫৯]

৪. আরবীঃ ول القوس باريها : ধনুক বানাতে পারদর্শী এমন ব্যক্তিকেই ধনুক বানাতে দাও।[১৪৬০]

৫. আরবীঃ إعط القوس باريها : ধনুক বানাতে পারদর্শী এমন ব্যক্তিকেই ধনুক বানাতে দাও।[১৪৬১]

৬. আরবীঃ كل قوم أعلم بصناعتهم : প্রত্যেক পেশার লোক তার পেশা সম্পর্কে ভাল জানে।[১৪৬২]

৭. আরবীঃ الخيل أعلم بفرسانها : অশ্ব তার আরোহী সম্পর্কে ভাল অবগত আছে।[১৪৬৩]

৮. বাংলাঃ যার কাজ তারি সাজে, অপরে ধ্বরলে লাঠি বাজে।[১৪৬৪]

৯. বাংলাঃ যার কাজে তারে সাজে, অন্য লোকের লাঠি বাজে।[১৪৬৫]

১০. ইংরাজীঃ One mans boat can't be better manned by another.[1466]

১১. ইংরাজীঃ The cobler should stick to his last.[1467]১২. ইংরাজীঃ He made himself worse by trying to better his furtune.[1468]

[১৪৫৬]. *প্রাগুক্ত ঃ ২৩১।*

[১৪৫৭]. *আল-ইকদুল ফরীদ ঃ ২১৬।*

[১৪৫৮]. *প্রাগুক্ত।*

[১৪৫৯]. *প্রাগুক্ত।*

[১৪৬০]. *প্রাগুক্ত।*

[১৪৬১]. *ময়দানী ঃ ২/১৯ ; আল-ফাখির ঃ ৩০৪ ; ইবন সাল্লাম ঃ ২০৪ ; জামহারা ঃ ১/৭৬ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ১/২৪৭ ; আল-বরকতী ঃ ২৭৯।*

[১৪৬২]. *ইবন সাল্লাম ঃ ২০৪ ; আল-ইকদুল ফরীদ ঃ ২১৬।*

[১৪৬৩]. *ময়দানী ঃ ১/২৩৮ ; জামহারা ঃ ১/৪১৮ ; ইবন সাল্লাম ঃ ২০৪ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ১/৩১৬।*

[১৪৬৪]. *নতুন ঃ ১৫৭৮ ; প্রগল্প ঃ ৭৭।*

[১৪৬৫]. *সবল ঃ ১৬৯ ।*

[১৪৬৬]. *Dev-927.*

Dhaka University Institutional Repository

১৩. ইংরাজীঃ Go further and fare worse .[1469]

৬৪. পারদর্শীরাও অপারদর্শীতার পরিচয় দেয়

মানুষ স্বীয় কাজে যত পারদর্শী এবং পরিপক্ক হোকনা কেন তার কাজে ত্রুটি থাকবেই। সব পারদর্শী সব সময় সব কাজে পারদর্শীতা প্রদর্শন করতে পারবে এবিষয়ে কেউ নিশ্চয়তা দিতে পারে না। নিম্নের প্রবাদ গুলোই এর বাস্তব প্রমাণ।

১. আরবী ঃ لكل صارم نبوة : প্রত্যেক ধারালো তরবারী ভোতা হয়।[১৪৭০]

২. আরবী ঃ لكل جواد كبوة : প্রত্যেক দ্রুতগামী অশ্বও হোচট খায়।[১৪৭১]

৩. আরবী ঃ إن الجواد قد يعثر : দ্রুতগামী অশ্বেরও কখনো কখনো পা পিছলে।[১৪৭২]

৪. আরবী ঃ لكل عالم هفوة : প্রত্যেক আলিমের পদস্খলন হয়।[১৪৭৩]

৫. বাংলাঃ হাতীর পিছলে পাও
সুজন কান্ডারী হয়,তারো ডুবে নাও।[১৪৭৪]

৬. আর্মেনীয় ঃ যে জানে যত, ভুল করে সে তত।[১৪৭৫]

৭. ইদ্দিশ ঃ জ্ঞানী ভুল করলে মারাত্মক ভুল করে।[১৪৭৬]

৮. জাপানী ঃ পথ চলতে মাঝে মাঝে কুকুরের পায়েও কাঁটা ফোটে।[১৪৭৭]

৯. জাপানী ঃ দাঁত মাঝে মাঝে জিভকে কামড়ে ফেলে।[১৪৭৮]

১০. তামিলঃ হাতীর রও মাঝে মাঝে পা পিছলে যায়।[১৪৭৯]

১৪৬৭. *Ibid . 938.*

১৪৬৮. *Ibid.*

১৪৬৯. *Ibid.*

১৪৭০. *আল-ইকদুল ফরীদ ঃ ২/১৯৬ ; আল-মাওরিদ ঃ ৩৫ ; আল-মুনজিদ ঃ ১০০১ ; মুনজিদ ঃ ১২১১ ।*

১৪৭১. *আল-মাওরিদ ঃ ৩৫ আল-মুনজিদ ঃ ৯৭৮ ।*

১৪৭২. *আল-মুনজিদ ঃ ৯৭৮ ।*

১৪৭৩. *মুনজিদ ঃ ১২০২ ; আল-মুনজিদ ঃ ১০০১ ।*

১৪৭৪. *বাংলার লোক সাহিত্য চর্চার ইতিহাস ঃ ৪৮ ।*

১৪৭৫. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ৯৩ ।*

১৪৭৬. *প্রাগুক্ত ঃ ১৪৮ ।*

১৪৭৭. *প্রাগুক্ত ঃ ১১ ।*

১৪৭৮. *প্রাগুক্ত ঃ ১২ ।*

Dhaka University Institutional Repository

১১. ফরাসীঃ অল্প ঝড়েও বড় গাছ পড়ে।[১৪৮০]

১২. মালয়ীঃ হাতির চার পা আছে তবুও হোচট খায়।[১৪৮১]

১৩. হিন্দী ঃ বাঁদরও মাঝে মাঝে গাছ থেকে পড়ে যায়।[১৪৮২]

৬৫. পূণরাবৃত্ত

মানুষ এক ভুল দু'বার করে না। বিশেষ করে মু'মিনরা আরো করে না। যদি করে তাহলে তার ক্ষমা সহজে হয় না। নিচের প্রবাদগুলোতেএ বিষয়টাই প্রতিভাত হয়েছে।

১. আরবী ঃ لايلدغ المـــؤمن في جحر مرتـــين : ' মুমিন এক গর্তে দু'বার পতিত হয় না।[১৪৮৩]

২. আরবী ঃ لايلسع المـــؤمن في جحر مرتـــين : 'মুমিন এক গর্তে দু'বার পতিত হয় না।[১৪৮৪]

৩. আরবী ঃ ليس لرجل لدغ مـن جحـر مـــرتن : যে ব্যক্তি দু'বার গর্তে পতিত হয়েছে তার জন্য কোন আপত্তি গ্রহনীয় নয়।[১৪৮৫]

৪. বাংলা ঃ শৃগাল একই গর্তে দু'বার পতিত হয় না।
নেড়া আর কবার, বেল তলায় যায়।[১৪৮৬]

৫. ইংরেজী ঃ A Fox is not taken twice in the same snare.[1487]

৬. উর্দূ ঃ اندھا لکڑي ایک ھي بار کھوتا ھے : অন্ধ লাঠি একবারই হারায়।[১৪৮৮]

৭. তুর্কি ঃ বোকারাই শুধু এক গর্তে দু'বার পড়ে।[১৪৮৯]

[১৪৭৯]. *প্রাগুক্ত ঃ ২৬৮।*

[১৪৮০]. *প্রাগুক্ত ঃ ১২৮।*

[১৪৮১]. *প্রাগুক্ত ঃ ২৯।*

[১৪৮২]. *প্রাগুক্ত ঃ ২৩৮।*

[১৪৮৩]. *আল-মাওরিদ ঃ ৭।*

[১৪৮৪]. *আল-'ইকদুল ফরীদ ঃ ২/১১৮।*

[১৪৮৫]. *আল-মাওরিদ ঃ ৭।*

[১৪৮৬]. *নুতন ঃ নুতন ঃ ১৫৩৮, ১৫৬৬, সরল ঃ ১৩১৩।*

[১৪৮৭]. *আল-মাওরিদ ঃ ৭।*

[১৪৮৮]. *আগা .সকার ঃ ২৬৬।*

[১৪৮৯]. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ৮৬।*

Dhaka University Institutional Repository

৬৬. প্রতিবেশী ঃ

সুখে বসবাস করার জন্য প্রতিবেশীর গুরুত্ব অপরিসীম। ভাগ্য চক্রে প্রতিবেশী যদি খারাপ হয় তাহলে কষ্টের আর সীমা থাকে না। তাই ভালো প্রতিবেশীর প্রতি গুরুত্ব প্রকাশ করেছে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার প্রবাদ গুলো।

১. আরবী ঃ الجار قبل الدار و الـرفيق قبل الطـريـق : বাড়ী ক্রয়ের পূর্বে প্রতিবেশীদের দেখ আর রাস্তা চলার পূর্বে বন্ধু নির্বাচন কর।[১৪৯০]

২. আরবী ঃ أطلـب الجار قبل الـدار و الـرفيق قبل الطريـق : বাড়ী ক্রয়ের পূর্বে প্রতিবেশী অনুসন্ধান কর। আর রাস্তা চলার পূর্বে বন্ধু।[১৪৯১]

৩. আরবীঃ إسأل عن الجار قبل الدار و عن الرفيق قبل الطريـق : বাড়ী ক্রয়ের পূর্বে প্রতিবেশী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর, আর রাস্তা চলার পূর্বে বন্ধু খোঁজ কর।[১৪৯২]

৪. আরবী ঃ لايـنـفـعك مـن جـار سـوء تـواق : খারাপ প্রতিবেশী তোমার কোন উপকারে আসবে না।[১৪৯৩]

৫. আরবী ঃ بعـت جـاري و لـم أبـع داري : আমি প্রতিবেশী বিক্রি করেছি বাড়ী নয়। [১৪৯৪]

৬.আরবী ঃ ما ظنـك بجـارك ؟ قـال كـظـن نـفسـي : তোমার প্রতিবেশী সম্পর্কে তোমার ধারনা কি? উত্তরে বলল নিজের মতো। [১৪৯৫]

৭. আরবী ঃ إشـتـري الجـار قـبـل الـدار : বাড়ী ক্রয়ের পূর্বে প্রতিবেশী ক্রয় কর। [১৪৯৬]

৮. আরবী ঃ جـارك وإن جـارك : জুলুম করলেও প্রতিবেশী প্রতিবেশীই। [১৪৯৭]

৯. আরবী ঃ الـجـار جـار و إن جـار : প্রতিবেশী প্রতিবেশীই যদিও সে জুলুম করে।[১৪৯৮]

[১৪৯০]. ময়দানী ঃ ২/৭২ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ১/৩০৮ ; ইবন সাল্লাম ঃ ২৭৭; আল-বকরী ঃ ৩৯২।

[১৪৯১]. ইবন শানব ঃ ১/৪৩।

[১৪৯২]. কিনদীল ঃ ১০৪ ; বাজুরী ১৭।

[১৪৯৩]. জামহারা ঃ ২/৩৯০ ; ময়দানী ঃ ২/২৩৫ ; ইবন সাল্লাম ঃ ২৭৭ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ২/২৭৭।

[১৪৯৪]. ময়দানী ঃ ১/১০৪ ; জামহারা ঃ ১/২১৯ ; আল-মুসতাকসা ঃ ২/১০ ; ইবন সালম ঃ ২৭৮ ; আল-মুনজিদ ঃ ৯৭৫ ; মুনজিদ ঃ ১১৬৫।

[১৪৯৫]. ময়দানী ঃ ২/২৮৭ ; ইবন সাল্লামা ঃ ২৭৮।

[১৪৯৬]. তয়মূর ঃ ২৫ ; শুকয়র ঃ ১০।

[১৪৯৭]. কিনদীল ঃ ১৪০।

Dhaka University Institutional Repository

১০. আরবীঃ الجـــار أولـــي بـــالـــشـــفـــعـــة : প্রতিবেশীই প্রিয়েমশনের বেশী অধিকারী।[১৪৯৯]

১১.আরবী ঃ جـارك الـــقـــريـــب ولا اخـــوك الـبـعـيـد : নিকট প্রতিবেশীই আপন ; দূরের ভাই নয়।[১৫০০]

১২. বাংলা ঃ পড়শীর মুখ না, আরশীর মুখ।[১৫০১]

১৩. বাংলা ঃ এক ঠোকরে মাছ বিধে না সেই না কেমন বড়শী এক ডাকে সাড়া দেয় না সেই বা কেমন পড়শী।[১৫০২]

১৪. বাংলা ঃ টোপ গিললে মাছ বিধে না সেই বা কেমন বড়শী ইশারায় কথা বুঝে না সে কেমন পড়শী।[১৫০৩]

১৫. বাংলা ঃ খল পড়শী, নাদান ভাই তার সাথে বসতি নাই।[১৫০৪]

১৬. বাংলা ঃ পড়শী, না বড়শী।[১৫০৫]

১৭. Maltese: Love your nerighbour, but-don't let him in your house .[1506]

১৮. রুস ঃ বাটী ক্রয় করা অপেক্ষা পড়শী ক্রয় করা ভাল।[১৫০৭]

১৯. রুস ঃ ভাই বিনা থাকতে পারি। পড়শী বিনা থাকতে নারি।[১৫০৮]

২০. রুস ঃ দূরের আত্মীয়ের চেয়ে কাছের প্রতিবেশী ভালো।[১৫০৯]

২১. চীনা ঃ ভালো প্রতিবেশী অমূল্য সম্পদ।[১৫১০]

২২. গ্রীক ঃ শেয়ালের চেয়েও বেশী নজর রাখে প্রতিবেশী।[১৫১১]

২৩. স্প্যানিসঃ ভালো প্রতিবেশী পেলে মেয়েরও বিয়ে হবে, মদও বেচা হবে।[১৫১২]

[১৪৯৮]. *তয়মূর ঃ ৮১।*

[১৪৯৯] *কিনদীল ঃ ২৬২ ; তয়মূর ঃ ৮১।*

[১৫০০]. *শুকয়রঃ ২০।*

[১৫০১]. *পাঠান ঃ ১১৬ ; সুবল ঃ ১০১ ; নতুন ঃ ১৫৬১।*

[১৫০২]. *পাঠান।*

[১৫০৩]. *প্রাগুক্ত।*

[১৫০৪]. *প্রাগুক্ত।*

[১৫০৫]. *প্রাগুক্ত ; সুবল ঃ ১০১ ; নতুন ঃ ১৫৬৬।*

[১৫০৬]. *Paul lunde. P,96.*

[১৫০৭]. *প্রবাদমালা ঃ ২/৫৮ ; বিশ্বের প্রবাদ ঃ ১৯১।*

[১৫০৮]. *প্রবাদমালা ঃ ২/১২৬।*

[১৫০৯]. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ১৯২।*

[১৫১০]. *প্রাগুক্ত।*

[১৫১১]. *প্রাগুক্ত ঃ ১০০।*

Dhaka University Institutional Repository

২৪. স্প্যানিসঃ প্রতিবেশীকে দেবতা ভাবো, কিন্তু দরজায় তালা মারো।[১৫১৩]

২৫. স্প্যানিসঃ খারাপ প্রতিবেশী ছুঁচ দেয় কিন্তু দেয়না সুতো।[১৫১৪]

২৬. পর্তুগীজ ঃ দরজায় তালা দিয়ে রাখলে প্রতিবেশীটিও সৎ থাকতে পারে।[১৫১৫]

২৭. হিন্দী ঃ প্রতিবেশীকে ভালোবাস, তাই বলে পাঁচিলটা ভেঙো না।[১৫১৬]

২৮. হিন্দী ঃ যে টুপি নিজের মাথায় চেপে বসে সেটা প্রতিবেশীর মাথায় জোর করে পরিয়ে দিও না।[১৫১৭]

৬৭. প্রতিটি কাজের কারণ আছে

প্রতিটি কাজ, বিষয় অথবা কথার পিছে এক বা একাধিক কারণ থাকে । নিম্নের প্রবাদগুলো সেদিকেই ইঙ্গিত করছে।

১. আরবীঃ كل شئ له سبب : প্রত্যেক বস্তুর কারণ আছে।[১৫১৮]

২. আরবীঃ لكل ساقطة لاقطة : প্রত্যেক কথার সমালোচনাকারী আছে।[১৫১৯]

৩. আরবীঃ كل رأس به صداع : প্রত্যেক মাথায় ব্যাথা আছে।[১৫২০]

৪. আরবীঃ لكل شر باعث : প্রত্যেক খারাপের কারণ আছে।[১৫২১]

৫. আরবীঃ لكل شمس مغرب : প্রত্যেক সূর্যের অস্তস্থল আছে।[১৫২২]

৬. আরবীঃ لكل عقد حل :প্রত্যেক সমস্যার সমাধান আছে।[১৫২৩]

১৫১২. *প্রাগুক্ত ঃ ১৬৭।*

১৫১৩. *প্রাগুক্ত।*

১৫১৪. *প্রাগুক্ত।*

১৫১৫. *প্রাগুক্ত ঃ ২৩৪।*

১৫১৬. *প্রাগুক্ত ঃ ২৩৪।*

১৫১৭. *প্রাগুক্ত ঃ ২৩৪।*

১৫১৮. *কিনদীল ঃ ৩৪।*

১৫১৯. *আল-মুনজিদ ঃ ৯৯১ ; মুনজিদ ঃ ১১৯৪।*

১৫২০. *আল-মুনজিদ ঃ ৯৮৭ ; মুনজিদ ঃ ১১৮৮।*

১৫২১. *আল-মুনজিদ ঃ ৯৯৪ ; মুনজিদ ঃ ১১৯৯।*

১৫২২. *আল-মুনজিদ ঃ ৯৯৫ ; মুনজিদ ঃ ১১২০।*

১৫২৩. *আল-মুনজিদ ঃ ১০০১ ; মুনজিদ ঃ ১২১০।*

Dhaka University Institutional Repository

৭. আরবীঃ لـكـل غـد طـعـام : প্রত্যেক আগামির জন্য খাবার আছে।[১৫২৪]

৮. আরবীঃ لـكـل مـقـام مـقـال : প্রত্যেক জায়গাতেই কিছু কথা আছে।[১৫২৫]

৯. আরবীঃ لـكـل داء دواء : প্রত্যেক রোগের ঔষধ আছে।[১৫২৬]

১০.আরবীঃ لكـل مـسـئـلـة وجـهـان : প্রত্যেক প্রশ্নের দুটি দিক আছে।[১৫২৭]

১১. আরবীঃ لـكل شئ حسناته و سيئاته : প্রত্যেক বস্তুর ভাল ও মন্দ আছে।[১৫২৮]

১২. আরবীঃ لـكـل سـوال جـواب : প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর আছে।[১৫২৯]

১৩. আরবীঃ لكل عمـل ثـواب لكل كـلام جـواب : প্রত্যেক কাজের প্রতিদান আছে এবং প্রত্যেক কথার উত্তর আছে।[১৫৩০]

১৪. আরবীঃ لـكـل دهـر رجـال : প্রত্যেক যুগেই ক্ষনজন্মা পুরুষ থাকে।[১৫৩১]

১৫. আরবীঃ كـل لقـمـة تـنـادي أكالـهـا : প্রত্যেক লোকমাই খাদককে আহবান করে।[১৫৩২]

১৬. আরবীঃ لـكـل وردة شـوكـهـا : প্রত্যেক গোলাপের কাঁটা আছে।[১৫৩৩]

১৭. আরবীঃ لـكـل در جـالـب : প্রত্যেক পালান (পশুর স্তন) এর দোহন কারী আছে।[১৫৩৪]

১৮. বাংলা ঃ ভিন রোগের ভিন ঔষধ।[১৫৩৫]

১৯. ইংরাজী ঃ Every why hav a where for.[১৫৩৬]

২০. ইংরেজীঃ Every fold hav its blacksheep.[1537]

১৫২৪. আল-মুনজিদ ঃ ১০০৩; মুনজিদ ঃ ১২১৪।

১৫২৫. আল-মুনজিদ ঃ ১০০৬; মুনজিদ ঃ ১২১৯।

১৫২৬. আল-মুনজিদ ঃ ৯৮৬; মুনজিদ ঃ ১১৮৫; আল-মাওরিদ ঃ ৪২০।

১৫২৭. আল-মাওরিদ ঃ ৩৭।

১৫২৮. প্রাগুক্ত।

১৫২৯. প্রাগুক্ত ঃ ৪২।

১৫৩০. আল-মুনজিদ ঃ ১০০১; মুনজিদ ঃ ১২১১।

১৫৩১. আল-মুনজিদ ঃ ৯৮৬; মুনজিদ ঃ ১১৮৫।

১৫৩২. কিনদলি ঃ ৩৪।

১৫৩৩. আল-মাওরিদ ঃ ৩৭।

১৫৩৪. আল-মুনজিদ ঃ ৯৮৬; মুনজিদ ঃ ১১৮৪।

১৫৩৫. হাবীব ঃ ১৭৯।

১৫৩৬. আল- মাওরিদ ঃ ৪২।

১৫৩৭. সুবল ঃ ৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

২১. উর্দূ ঃ সব দিনেরই রাত্রি আছে।[১৫৩৮]

২২. ওলন্দাজ ঃ জোয়ার মাত্রেই ভাটা আছে।[১৫৩৯]

২৩. ফার্সী ঃ সব ব্যাথারই আছে দাওয়াই।[১৫৪০]

২৪. ফার্সী ঃ প্রত্যেক হাসির পিছনে থাকে দু'শটি অশ্রুবিন্দু।[১৫৪১]

২৫. ফার্সী ঃ পত্যেক অশ্রুর পিছনে আছে হাসি।[১৫৪২]

২৬. সিংহলী ঃ প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর আছে।[১৫৪৩]

২৭. Swahili : Every pot will find its pot.[১৫৪৪]

২৮. Swahili : Every goat will find its butcher.[১৫৪৫]

২৯. Swahili : There is a lid for every pot, a key for every lock.[১৫৪৬]

৬৮. প্রতিজ্ঞা

প্রতিজ্ঞা পালন অন্যতম মানবীয় গুণ। শুধু একটি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গতেই বিরাট ক্ষতি হতে পারে। কুরআন ও হাদীছে প্রতিজ্ঞা পালনের বিশেষ তা'কিদ রয়েছে। নিম্নের প্রবাদগুলোতে প্রতিজ্ঞার গুরুত্ব সম্পর্কে ইঙ্গিত রয়েছে।

১. আরবী ঃ ما وعده إلا برق خلب : ধোকা প্রদানকারী বিজলীর মত তার প্রতিশ্রুতি।[১৫৪৭]

২. আরবী ঃ ماوعده إلا وعد عرقوب : তার প্রতিশ্রুতি 'উরকূবের প্রতিশ্রুতি বৈ তো নয়।[১৫৪৮]

৩. আরবী ঃ آفة المروة خلف الوعد : প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ মানবতার জন্যে বিপদ।[১৫৪৯]

[১৫৩৮]. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ২৪৫।*

[১৫৩৯]. *প্রবাদমালা ঃ ২/১৩।*

[১৫৪০]. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ৫৬।*

[১৫৪১]. *প্রাগুক্ত।*

[১৫৪২]. *প্রাগুক্ত।*

[১৫৪৩]. *প্রাগুক্ত ঃ ৩৮।*

[১৫৪৪].. *Knappert . 86.*

[১৫৪৫]. *bid.79.*

[১৫৪৬]. *Ibid.85.*

[১৫৪৭]. *আল-ইকদুল ফরীদ ঃ ২/২০০।*

[১৫৪৮]. *ইবন-সাল্লাম ঃ ৭১।*

[১৫৪৯]. *ইবন সাল্লাম ঃ ৭১ ঃ ময়দানী ঃ ১/৫৯ ঃ আল-মুস্তাক্সা ঃ ১/৫ ; আল-বকরী ঃ ৮৫।*

Dhaka University Institutional Repository

৪. আরবী ঃ أنجز حر ما وعد : স্বাধীন ব্যাক্তি যা প্রতিজ্ঞা করে তা পূর্ণ করে।[১৫৫০]

৫. আরবী ঃ الوفاء من الله بمكان : প্রতিশ্রুত পূর্ণকারীর জন্যে আল্লাহর কাছে প্রতিদান রয়েছে।[১৫৫১]

৬. বাংলা ঃ কুজনের নাহিলাজ, নাহি অপমান,সুজনের এক কথা মরণ সমান।[১৫৫২]

৭. বাংলা ঃ কথা টলার চাইতে পা টলা ভাল।[১৫৫৩]

৮. জাপানী ঃ বীর পুরুষের এক কথা।[১৫৫৪]

৯. তুর্কী ঃ বীরের মুখের কথাই লোহার বর্ম।[১৫৫৫]

৬৯ . প্রশংসা

কাজের শুরুতে প্রশংসা না করে কাজের দক্ষতা দেখে প্রংশসা করা উচিৎ, এদিকেই ইঙ্গিত করছে নিচের প্রবাদগুলো।

১. আরবী ঃ لاتحمدن أمة عام اشترائها : দাসী ক্রয়ের বৎসরে তার এবং স্বাধীনার বিয়ের বৎসরে প্রশংসা করতে

ولا حرة عام بنائها নেই।[১৫৫৬]

২. আরবী ঃ لا تهرف قبل أن تعرف : কোন জিনিসের প্রকৃত পরিচয় না জেনে প্রশংসা করোনা।[১৫৫৭]

৩. আরবী ঃ لا تمدح قبل ان تختبر : কোন জিনিসের প্রকৃত খবর না জেনে প্রশংসা করবেনা।[১৫৫৮]

৪.আরবী ঃ الحمد مغنم و المذمة مغرم : প্রশংসা গণীমতস্বরূপ আর দোষক্রটি বর্ণনা জরিমানা স্বরূপ।[১৫৫৯]

৫. বাংলা ঃ পুড়লো মেয়ে উড়লো ছাই, তবে তার গুণ গাই।[১৫৬০]

১৫৫০. ৫১. জামহারা ঃ ১/৩০ ; ময়দানী ঃ ২/৩৩২ ; আদ্‌দব্বী ঃ ১৭; আল-ফাখির ঃ ৬১ ঃ আল-বকরী ঃ ৮৫, ইবন সাল্লাম ঃ ৭১।

১৫৫১. আল-মুস্‌তাক্‌সাঃ ১/৩৫৫ ; ইবন সাল্লাম ঃ ৭২ ; ময়দানী ২/৩৭১ ; আল-বকরী ঃ ৮৫।

১৫৫২. পাঠান । ৩৭৫।

১৫৫৩. নতুন ঃ ১৫৪৫ ; বাংলা প্রাবদ ঃ ৩৭।

১৫৫৪. বিশ্বের প্রবাদ ঃ ৬।

১৫৫৫. প্রাগুক্ত ঃ ৮১।

১৫৫৬. আল-'ইকদুল ফরীদ ঃ ২/২৯৮,ইবন সাল্লাম ঃ ৬৭ ; ময়দানীঃ ২/২১৩ ; জামহারা ঃ ২/৩৭, আল- মুস্‌তাক্‌সা ঃ ১/৭৫ ; ' আল-বকরী ঃ ৭৭ ; আল- ফাখির ঃ ২৬৫।

১৫৫৭. আল-'ইকদুল ফরীদ ঃ ২/১৯৮ ; ময়দানী ঃ ২/১৯৯ ; আল-বকরী ঃ৭৭ ; জামহারা ঃ ২/৩৭৮ ; ইবন সাল্লাম ঃ ৬৭।

১৫৫৮. আল-'ইকদুল ফরীদ ঃ ২/১৯৮।

১৫৫৯. আল-'ইকদুল ফরীদ ঃ ২/১৯৮।

১৫৬০. সুবল ঃ ১১১।

৬. ইংরেজী ঃ Praise is but the shadwo of virtue.[1561]

৭. ইংরেজী ঃ praise makes good man better and badman wopse.[1562]

৮. ইংরেজী ঃ Praise is fool,[1563]

৯. ইংরেজী ঃ Praise without profit puts little into the pot.[1564]

১০.ইংরেজী ঃ Praise a hill but keep on the pain.[1565]

১১.ইংরেজী ঃ Praise at parting.[1566]

১২. ইংরেজী ঃ Praise no man till he is dead.[1567]

১৩. ইংরেজী ঃ Praise not the lord.[1568]

১৪. ইংরেজী ঃ Praise the brodge he goes over.[1569]

১৫. ইংরেজী ঃ Praise the child and you make love to the mother.[1570]

১৬. ইংরেজী ঃ Praise the sea but keep on land.[1571]

১৭. ইংরেজী ঃ Praise the wine before ye taste at the grap,ye.[1572]

১৮. তুর্কী ঃ বোকা প্রশংসা করে স্ত্রীর, চালাক প্রশংসা করে পোষা কুকুরের ।[১৫৭৩]

১৫৬১ . *Wordsworth.509.*

১৫৬২ . *Ibid.*

১৫৬৩ . *Ibid.*

১৫৬৪ . *Ibid.*

১৫৬৫ . *Ibid.*

১৫৬৬ . *Ibid.*

১৫৬৭ . *Ibid.*

১৫৬৮ . *Ibid.*

১৫৬৯ . *Ibid.*

১৫৭০ . *Ibid.*

১৫৭১ . *Ibid.*

১৫৭২ . *Ibid.*

১৫৭৩ . *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ৮৬ ।*

Dhaka University Institutional Repository

৭০. প্রয়োজন

পৃথিবীর সবাই কারো না কারো মুখাপেক্ষী। এবং সবারই কিছু না কিছুর প্রয়োজন আছেই। এমন অনেক প্রয়োজন আছে যা মিটানো যাচ্ছে না অথচ প্রয়োজনটি সারতেই হবে। তখন মানুষ এর উপায় বের করতে বাধ্য হয়। নিম্নের প্রবাদগুলোতে এসম্পর্কেই বর্ণনা রয়েছে।

১. আরবী ঃ الحاجة أم الإختراع : প্রয়োজন আবিস্কারের উৎস।[১৫৭৪]

২. আরবী ঃ الحاجة تفتق الحيلة : প্রয়োজন কৌশল আবিস্কার করে।[১৫৭৫]

৩. আরবী ঃ الضرورات تبيح المحظورات : প্রয়োজন নিষিদ্ধ সমূহ মোবাহ (বৈধ) করে।[১৫৭৬]

৪. আরবী ঃ الضرورات لها أحكام : প্রয়োজনের আলাদা নিয়ম আছে(সিরিয়া)।[১৫৭৭]

৫. আরবী ঃ الضرورات تبيح المحرمات : প্রয়োজন হারামকে বৈধ করে।[১৫৭৮]

৬. আরবী ঃ صاحب الحاجة أعمي : অভাবী ব্যক্তি চোখে সরষে ফুল দেখে।[১৫৭৯]

৭. বাংলা ঃ প্রয়োজন আবিস্কারের আবিকাঠি।[১৫৮০]

৮. বাংলা ঃ কাজ আটকালে বুদ্ধি যোগায়।[১৫৮১]

৯. ইংরেজী ঃ Necessity is a coal-black·' [১৫৮২]

১০.ইংরেজ ঃ Necessity is a hard dart.[১৫৮৩]

১১. ইংরেজীঃ Necessity is the mother of invention.[১৫৮৪]

১২. ইংরেজী ঃ Necessity has no law.[১৫৮৫]

১৫৭৪. *আল-মাওরিদ ঃ ৭০।*

১৫৭৫. *প্রাগুক্ত।*

১৫৭৬. *আল-মুনজিদ ঃ ৯৯৭ ; মুনজিন ঃ ১২০৩ ; কিনদীল ঃ ১৬৫ ।*

১৫৭৭. *তয়মূর ঃ ২২৪ ; শুকয়র ঃ ৮৯।*

১৫৭৮. *জুহায়মান ঃ ২/৭৩।*

১৫৭৯. *আল-মুনজিদ ঃ ৯৯৬ ; মুনজিদ ঃ ১২০১।*

১৫৮০. *দেব ঃ ৯২৮।*

১৫৮১. *সুবল ঃ ৩৯ ; সরল ঃ ১৩২২।*

১৫৮২. *Wordsworth : 438.*

১৫৮৩. *Ibid.*

১৫৮৪. *সুবল ঃ ৩৯ ; সরল ঃ ১৩২২ ; Wordsworth. 438.*

১৫৮৫. *Wordsworth .438.*

Dhaka University Institutional Repository

১৩. ইংরেজী ঃ Necessity knows no law.[১৫৮৬]

১৪. ইংরেজী ঃ Need makes the old wife trot.[১৫৮৭]

১৫. ইংরেজী ঃ Necessity and opportunity may makep a coward valiant.[১৫৮৮]

১৬. ইংরেজী ঃ Necessity makes even cowards brave. [১৫৮৯]

১৭. আইরিশ ঃ প্রয়োজন কোন মানেনা নিয়ম ।[১৫৯০]

১৮. ডাচ ঃ প্রয়োজনের কাছে খাটেনা কোন নিয়ম ।[১৫৯১]

১৯. রুস ঃ প্রয়োজনই আইন পাল্টায় ।[১৫৯২]

২০.রুস ঃ প্রয়োজন দামের বিচার করেনা ।[১৫৯৩]

২১. সংস্কৃতি ঃ আতুরে নিয়মোঃ নাস্তি ।[১৫৯৪]

২২. উর্দ্দৃ ঃ حاجت إيجاد كي مان هے : প্রয়োজন আবিস্কারের মা ।[১৫৯৫]

৭১. বন্ধু

সমাজ জীবনে বন্ধু একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বন্ধুদের চরিত্র হলো দুধের মাছির মত। সুসময়ে এসে শুধু ভীড় করে আর বিপদের সময় সবাই কেটে পড়ে। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় বন্ধুকে কেন্দ্র করে বহু প্রবাদের জন্ম হয়েছে। নিম্নে এর কিছু উল্লেখ করা হলোঃ

১. আরবীঃ الصديق عند الضيق : সংকীর্ণতার সময়ের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু ।[১৫৯৬]

২. আরবীঃ عند الضيق لا أخ ولا صديق : বিপদে ভাইও না বন্ধুও না ।[১৫৯৭]

১৫৮৬. *Dev.928.*

১৫৮৭. *Ibid.*

১৫৮৮. *Wordsworth : 438.*

১৫৮৯. *Ibid.*

১৫৯০. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ১২০ ।*

১৫৯১. *প্রাগুক্ত ঃ ১৮৫ ।*

১৫৯২. *প্রাগুক্ত ঃ ১৯২ ।*

১৫৯৩. *প্রাগুক্ত ঃ ১৯৬৭ ।*

১৫৯৪. *সরল ঃ ১২৮৭ ।*

১৫৯৫. *সাঈদী ঃ ১৩৪০ ।*

১৫৯৬. *আল-মাওরিদ ঃ ৮ ।*

Dhaka University Institutional Repository

৩. আরবীঃ عند الشدة و الضيق يبان العدو من الصدق : বড় বিপদে বন্ধুও শত্রুর আবরণ প্রকাশ করে।[১৫৯৮]

৪. আরবীঃ عـنـد الـشـدائـد تـعـرف الإخـوان : বিপদে ভাইয়ের পরিচয়।[১৫৯৯]

৫. আরবীঃ ما تـجـئ الـمـصـايـب إلا مـن الـحـبـائـب : বিপদ বন্ধু থেকেই আপতিত হয়।[১৬০০]

৬. আরবীঃ طـول مـا أنـت طـيـب تكثر أصحابك : যতদিন তুমি ভাল থাকবে ততদিন তোমার বন্ধু বাড়তেই থাকবে।[১৬০১]

৭. আরবীঃ ضـــرب الحـــبـــيـــب أوجـــــع : বন্ধুর আঘাত সবচাইতে বেদনা দায়ক।[১৬০২]

৮. আরবীঃ ضـــرب الحـبـيـب مـثـل أكـل زبـيـب : বন্ধুর মার যবীব (ভেজানো আঙুর) এর মত।[১৬০৩]

৯.আরবীঃ حبيب ماله حبيب مالـه و عـدو مالـه عـدو مالـه : মাল খরচনা করলে বন্ধু জুটেনা। মাল খরচ করলে শত্রুও বন্ধ হয়।[১৬০৪]

১০. আরবী ঃ خذ لك من كل بلد صاحب لاتاخد مـن كـل أقليم عـدو : যেদেশে যাবে বন্ধু জুটাবে, কিন্তু শত্রু নয়।[১৬০৫]

১১. আরবী ঃ خد الك في كل بلد صاحب ولاتاخد في كل أقليم عـدو : যে শহরে যাবে বন্ধু গ্রহণ করবে কিন্তু শত্রু নয়।[১৬০৬]

১২.আরবী ঃ خد لك في كل بلد صاحب ولا تاخد في كل أقليم عدو :যে শহরে যাবে বন্ধু বানাবে কিন্তু শত্রু বানাবে না।[১৬০৭]

১৫৯৭ . Buckhardt. No - 419.

১৫৯৮ . কিন্দিল ঃ ১৭৪ ; ইবন শনব ঃ ১০৬।

১৫৯৯ আল-মুনজিদ ৯৯৪ ; মুনজিদ ঃ ১১৬৮।

১৬০০ . কিনদিল ঃ ৩৮৬।

১৬০১ . কিনদিল ঃ ২৭২ ; তয়মুর ঃ ২৩২।

১৬০২ . আল-মুনজিদ ঃ ৯৯৭ ; মুনজিদ ঃ ১২০৪।

১৬০৩ . Burck hardt -No 387.

১৬০৪ . কিনদীলঃ ১৪৫,২৬৪; তয়মুর ঃ ১০২।

১৬০৫ . কিন্দীল ঃ ১৪৯।

১৬০৬ . তয়মুর শুকয়র ঃ ৮০ ; শুকরী ঃ ৩৫

১৬০৭ . কিন্দীল ঃ ২৬ ; বাজুর ঃ ৩৫ ; শুকয়র ঃ ৭১।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. . আরবীঃ تعــــاشروا كالأحـبـاب و تـعـامـلـوا كالأجانـــب : বন্ধুর মত ব্যবহার করবে আর প্রবাসীর ন্যায় লেনদেন করবে।[১৬০৮]

১৪.বাংলা ঃ সোনা রূপা চেনা যায় পাথরে ঘষিলে, বন্ধু বান্ধব চে া যায় বিপদে পড়িলে।[১৬০৯]

১৫. বাংলা ঃ অসময়ের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু।[১৬১০]

১৬. বাংলা ঃ সময়ে সবাই সখা, অসময়ে কেউ না দেয় দেখা।[১৬১১]

১৭. বাংলা ঃ বন্ধুর ফুলের আঘাত সয়না অপরে লাঠি মারলেও কিছু হয়না।[১৬১২]

১৮. বাংলা ঃ বিপদে বন্ধুর পরীক্ষা।[১৬১৩]

১৯. বাংলা ঃ বিপদে বন্ধুর পরিচয়।[১৬১৪]

২০. বাংলা ঃ বন্ধুর চিন নিদানের দিন।[১৬১৫]

২১. বাংলা ঃ সুখের পায়রা।[১৬১৬]

২২. বাংলা ঃ সম্পদে বন্ধু লাভ বিপদে পরীক্ষা।[১৬১৭]

২৩. ইংরেজী ঃ A Frirnd in bread and buttur.[১৬১৮]

২৪. ইংরেজী ঃ A dversity is the only balance to weigh friends.[১৬১৯]

২৫. ইংরেজী ঃ A friend in need is a friend indeed[১৬২০]

২৬. ইংরেজী ঃ Fair weather freeinds.[১৬২১]

[১৬০৮]. *আল-মাওরিদ ঃ ৭৮।*

[১৬০৯]. *হাবীব ঃ ৩১০।*

[১৬১০]. *হাবীব ঃ ৩১০।*

[১৬১১]. *হাবীব ঃ ৩১০।*

[১৬১২]. *কাজী থেকে শ্রুত।*

[১৬১৩]. *হাবীবুর রহমান ঃ ৩১০।*

[১৬১৪]. *সুবল ঃ ১২৯ , ১৪০, ২০৩ ; সিদ্দীক ঃ ২৬৮ ; সুবল ঃ ১২৯।*

[১৬১৫]. *ভট্টাচার্য ঃ ৩৮৮ ; হাবীব ঃ ৩১০*

[১৬১৬]. *সুবল ঃ ২০৯।*

[১৬১৭]. *বাংলার প্রবাদে নারীমন ঃ ১০০।*

[১৬১৮]. *Dev-923.*

[১৬১৯]. *Ibid.*

[১৬২০]. *Ibid ; সুবল ঃ ১২৯।*

[১৬২১]. *সুবল। ২০৯,২১০।*

Dhaka University Institutional Repository

২৭. ইংরেজী ঃ Rats desert the sinking ship[১৬২২]

২৮. ইংরেজী ঃ Prosperity brings friend, oldversity driver them.[১৬২৩]

২৯. চীনা ঃ মদ মাংশ যতক্ষণ। বন্ধুত্বও ততক্ষণ।[১৬২৪]

৩০. মালয়ী ঃ ট্যাকে না থাকলে টাকা। বন্ধুর স্থান ফাঁকা।[১৬২৫]

৩১. বর্মী ঃ দুঃসময়ে বন্ধুর যাচাই হয়।[১৬২৬]

৩২. গ্রীক ঃ সিদ্ধির বন্ধু অনেকেই।[১৬২৭]

৩৩. গ্রীক ঃ যার আছে অনেক বন্ধু তার কোন নেই বন্ধু।[১৬২৮]

৩৪. গ্রীক ঃ রান্নাঘরে হাঁড়ি গরম তো বন্ধুত্বও গরম।[১৬২৯]

৩৫. ফরাসী ঃ আদালতে একজন বন্ধু থাকা টাকা থাকার চেয়েও কাজের।[১৬৩০]

৩৬. জার্মান ঃ উনুনে আগুন যতক্ষণ।বন্ধুত্বের মেয়াদও ততক্ষণ।[১৬৩১]

৩৭. ইদ্দিশ ঃ বোতল পেলে অনেক বন্ধু জোটে।[১৬৩২]

৩৮. রুস ঃ বন্ধু'রা সবচেয়ে বড় আত্মীয়।[১৬৩৩]

৩৯. হিন্দী ঃ বন্ধু দরকারের সময় সর্বদাই নিরাশ করে।[১৬৩৪]

৪০. হিন্দী ঃ নিজের ভাই-ই -সবচেয়ে বড় বন্ধু আবার সবচেয়ে বড় শত্রু।[১৬৩৫]

৪১. হিন্দী ঃ মধু থাকলে মাছি আসবেই।[১৬৩৬]

[১৬২২] . *প্রাগুক্ত।*

[১৬২৩] . *বাংলা প্রবাদে নারীমন ঃ ১০০।*

[১৬২৪] . *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ১৫।*

[১৬২৫] . *প্রাগুক্তঃ ২৬।*

[১৬২৬] . *প্রাগুক্ত ঃ ৩৪।*

[১৬২৭] . *প্রাগুক্ত ঃ ৯৯।*

[১৬২৮] . *প্রাগুক্ত ।*

[১৬২৯] . *প্রাগুক্ত ঃ ১০০।*

[১৬৩০] . *প্রাগুক্ত ঃ ১২৪।*

[১৬৩১] . *প্রাগক্ত ঃ ১৩৭।*

[১৬৩২] . *প্রাগুক্ত ঃ ১৪৬*

[১৬৩৩] .*প্রাগুক্ত ঃ ১৮২।*

[১৬৩৪] . *প্রাগুক্ত ঃ ২৩৩।*

[১৬৩৫] . *প্রাগুক্ত ঃ ২৩৪।*

৪২. পাঞ্জাবী ঃ স্ত্রীকে যাচাই করা যায় শুন্য ভাঁড়ারে ঃ বন্ধুকে যাচাই করা যায় বিপদে; গরুকে যাচাই করা যায় মাঘ মাসে।[১৬৩৭]

৪৩. তামিল ঃ হাঁড়ি গরম তো বন্ধুত্ব ও গরম।[১৬৩৮]

৪৪. ইতালী ঃ যার নিকট রুটি তার নিকট বন্ধু।[১৬৩৯]

৪৫. রুস ঃ চির জনমের বন্ধু শুধু কবরে খুজে পাবে।[১৬৪০]

৪৬. রুস ঃ পরমান্ন থাকে যদি রন্ধনের শালে, বন্ধুর অভাব নাই ভোজনের কালে।[১৬৪১]

৪৭. স্প্যানিস ঃ কপট বন্ধু আর মাছির দুঃসময়ে দেখা পাওয়া যায়না।[১৬৪২]

৪৮. Younde : If you have friends ylu will not be alone.[1643]

৪৯. Swahili : A good friend is like a brother.[1644]

৫০. Hausa : The friend who goes surety often has to pay.[1645]

৫১. American : A friend in need is a friend undeed.[1646]

৫২. Latin : A friend even to the alter.[1647]

৫৩. Turke : True friend is better then a relation.[1648]

৫৪. German : Friendship is love with Under- standny.[1649]

৫৫. উর্দূ ঃ বিপদে কাজে আসে এমন বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু।[১৬৫০]

১৬৩৬. *প্রাগুক্ত ঃ ২৩৭।*

১৬৩৭. *প্রাগুক্ত ঃ ২৫৫।*

১৬৩৮. *প্রাগুক্ত ঃ ২৬৬।*

১৬৩৯. *প্রবাদ মালা ঃ ২/৭।*

১৬৪০. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ১৯০।*

১৬৪১. *প্রবাদ মালা ঃ ২/৫৬।*

১৬৪২. *বিশ্বের প্রবাদঃ ১৬৫।*

১৬৪৩. *Knappert. P.50.*

১৬৪৪. *Ibid. 51.*

১৬৪৫. *Ibid.*

১৬৪৬. *সিদ্দীকী ঃ ২৬৮।*

১৬৪৭. *প্রাগুক্ত ঃ*

১৬৪৮. *প্রাগুক্ত ।*

১৬৪৯. *প্রাগুক্ত ।*

১৬৫০. *সাঈদী ঃ ১৩৪০।*

Dhaka University Institutional Repository

৫৬. ফার্সী ঃ বিপদ আপদের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু ।[১৬৫১]

৭২. বন্ধু দিয়ে বন্ধু চেনা

মানুষ সামাজিক জীব। তাই সে বন্ধু ছাড়া চলতে পারেনা। অন্যান্য প্রাণীর মধ্যেও এটি পরিলক্ষিত হয়। যে যেমন সে তার মতই একজনকে সাথী হিসেবে নির্বাচন করে থাকে। তাই কারো পরিচয় জানতে হলে তার ঐ সাথীর মাধ্যমেই জানা যায়। নিম্নের প্রবাদগুলো এসম্পর্কেই।

১. আরবী ঃ جليس المرء مثله ঃ মানুষ তার বন্ধুর মতই হয়ে থাকে[১৬৫২]

২. আরবী ঃ الإنسان علي دين خليله। মানুষতার বন্ধুর নীতিতেই চলে।[১৬৫৩]

৩. আরবী ঃ المرء بخليله। মানুষ তার বন্ধুর মত।[১৬৫৪]

৪. আরবী ঃ قل لي من تعاشر أقل لك من أنت তোমার চলাফেরা কার সাথে? আমাকে বল তোমার পরিচয় বলে দিব।[১৬৫৫]

৫. আরবী ঃ كل غريب للغريب ينسب প্রত্যেক প্রবাসী আরেক প্রবাসীর সাথে মিলিত হয়।[১৬৫৬]

৬. আরবী ঃ الجنس يميل إلي جنسه। একজাতীর লোক অন্যরূপ জাতীর দিকে ঝুকে পড়ে।[১৬৫৭]

৭. বাংলা ঃ চোরে চোরে মাসতুত ভাই।[১৬৫৮]

৮. বাংলা ঃ চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা।[১৬৫৯]

৯. বাংলা ঃ শুড়ির সাক্ষী মাতাল।[১৬৬০]

১০. বাংলা ঃ এক গেলাসের ইয়ার ।[১৬৬১]

১৬৫১. *প্রাগুক্ত ঃ*

১৬৫২. *আল-মুনদি। ঃ ৯৭৭ ; মনুজিদ ঃ ১২০৫।*

১৬৫৩. *আল-মাওরিদ ঃ ১১।*

১৬৫৪. *প্রাগুক্ত ।*

১৬৫৫. *প্রাগুক্ত ।*

১৬৫৬. *আল-মুনজিদ ১০০৩ ; মুনজিদ ঃ ১২১৪।*

১৬৫৭. *বহুল প্রচলিত মাছাল ।*

১৬৫৮. *সিদ্দীকীঃ ২৬৮ ; বিশ্বের প্রবাদ ঃ ২১৮ ; নতুন ঃ ১৫৫৪ ; সুবল ঃ ১১৪ ; বাংলা প্রবাদ ঃ ৪০; মর্টন ঃ১৯ ; প্রগল্প ঃ৩৫।*

১৬৫৯. *নতুন ঃ ১৫৫৪।*

১৬৬০. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ২১৮; মর্টন : ২৯ সুবল :১৯৫।*

১৬৬১. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ২১৮।*

Dhaka University Institutional Repository

১১. বাংলা ঃ ছুচোর গোলাম চামচিকে ।[১৬৬২]

১২. বাংলা ঃ ঝাঁকের কই ঝাঁকে যায় ।[১৬৬৩]

১৩. বাংলা ঃ পালের গরু পালে মিশে ।[১৬৬৪]

১৪. ইংরাজী ঃ All thieves are cousins.[1665]

১৫. ইংরাজী ঃ A man is known by the company he keeps.[1666]

১৬. ইংরাজী ঃ The sheep return to the flock.[1667]

১৭. ইংরাজী ঃ Birds of a feather flock together.[1668]

১৮. ইংরাজী ঃ One saint knows a nother.[1669]

১৯. গ্রীক ঃ A jackdow always sits near a jackdow.[1670]

২০. আমেরিকান ঃ Birds of a gether flock to gether.[1671]

২১. Conge : If you keep the compay of thieves you will be come one.[1672]

২২. Dama : What one hyena does all hyenas do.[1673]

২৩. Sabihili: The tortois marries tortois .[1674]

২৪. উর্দু ঃ آدمي صحبت سے پهچانا جاتا ہے সঙ্গ দ্বারা মানুষ চেনা যায় ।[১৬৭৫]

২৫. ফার্সী ঃ کند هم جنس با هم جنس برواز

১৬৬২. প্রাগুক্ত ।

১৬৬৩. সুবল ঃ ৭৩ ।

১৬৬৪. প্রাগুক্ত ঃ ১০৮ ।

১৬৬৫. *Dev -929.*

১৬৬৬. সাঈদী ঃ ১৩৪০ ।

১৬৬৭. *Dev - 930.*

১৬৬৮. সুবল ঃ ৭৩ ; ১০৮ ।

১৬৬৯. সিদ্দীকী ঃ ২৬৮ ।

১৬৭০. প্রাগুক্ত ।

১৬৭১. প্রাগুক্ত ।

১৬৭২. *Knappert.55.*

১৬৭৩. *Ibid 39.*

১৬৭৪. *Ibid .36.*

১৬৭৫. সাঈদী :১৩৪০ ।

Dhaka University Institutional Repository

كبوتر با كبوتر باز با باز প্রত্যেই তার স্বজাতীর সাথে চলাফেরা করে ; কবুতর কবুতরের সাথে আর বাজপাখী যোজের সাথে ।[১৬৭৬]

২৬. ফরাসী ঃ একই জাতের পাখীর দল বাঁধে ।[১৬৭৭]

২৭. মালয়া ঃ পায়রার পিরীত পায়রার সঙ্গে । চড়াইয়ের পিরীত চড়াইরের সঙ্গে ।[১৬৭৮]

২৮. পশতু ঃ শেয়ালের চেলা শেয়াল । সিংহের চেলা সিংহ ।[১৬৭৯]

২৯. হিন্দী ঃ সঙ্গের ছাপ পড়বেই ।[১৬৮০]

৩০. হিন্দী ঃ ঋষিই চিনে ঋষিকে ।[১৬৮১]

৩১. হিব্রু ঃ ভেড়াই ভেড়ার শিষ্য ।[১৬৮২]

৩২. তুর্কি ঃ বাজের সঙ্গে বাজের , হাঁসের সঙ্গে হাঁসের , পালকওঠা মুরগীর সঙ্গে খোঁড়া মোরগের ।[১৬৮৩]

৩৩. রুস ঃ বড়লোক বড়লোক জানে , চাষার খর চাষার স্থানে ।[১৬৮৪]

৩৪. স্প্যানিস ঃ সঙ্গ দিয়ে মানুষ চেনা যায় ।[১৬৮৫]

৩৫. স্প্যানিস ঃ নেকড়ের সাথে ঘুরলে নেকড়ের মতই ডাকতে শিখবে ।[১৬৮৬]

৭৩. বহবাড়ম্বর

বহবাড়ম্বে সাধারণতঃ কাজ কমই হয়ে থাকে। যারা কাজে কর্মে পরিপক্ক নয় তারাই লম্ফ ঝম্প বেশী করে। আস্ফালন পদর্শন করে কিন্তু করিৎকর্মারা কখনো তা করে না। নিচের প্রবাদগুলো তাই প্রমাণ করছে।

১. আরবী ঃ السنور الصياح لا يصطاد شيئا। মিঁউ বিড়াল কিছুই শিকার করেনা ।[১৬৮৭]

১৬৭৬. *বহুল প্রচলিত মাছাল ।*

১৬৭৭. *বিশ্বের প্রবাদ:১২৮ ।*

১৬৭৮. *প্রাগুক্ত :২৬ ।*

১৬৭৯. *প্রাগুক্ত :৪৫ ।*

১৬৮০. *প্রাগুক্ত: ২৩৬ ।*

১৬৮১. *প্রাগুক্ত:৭৮ ।*

১৬৮২. *প্রাগুক্ত: ৭৮ ।*

১৬৮৩. *প্রাগুক্ত : ৮৩ ।*

১৬৮৪. *প্রবাদ মালা : ২/৫৭ ।*

১৬৮৫. *বিশ্বের প্রবাদ : ১৬৫ ।*

১৬৮৬. *প্রাগুক্ত ।*

Dhaka University Institutional Repository

২. বাংলা ঃ খেকি কুকুরের ঘেউ ঘেউ সার ।[১৬৮৮]

৩. বাংলা ঃ যে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে সে কুকুর কামড়ায় না ।[১৬৮৯]

৪. বাংলা ঃ বর্ষণ নেই গর্জন সার ।[১৬৯০]

৫. বাংলা ঃ যত গর্জে তত বর্ষেনা ।[১৬৯১]

৬. বাংলা ঃ অনেক গর্জনের পর এক ফোঁটা বৃষ্টি ।[১৬৯২]

৭. বাংলা ঃ অতি মেঘে অনাবৃষ্টি ।[১৬৯৩]

৮. বাংলা ঃ যত কয় তত নয় ।[১৬৯৪]

৯. বাংলা ঃ অসারে তর্জন গর্জন সার ।[১৬৯৫]

১০. বাংলা ঃ আণ্ডা পারেনা মুরগীর কড়কড়ানি সার ।[১৬৯৬]

১১. ইংরেজী ঃ Barking dogs seldombite.[1697]

১২. ইংরেজী ঃ Great barkens are no biters.[1698]

১৩. ইংরেজী ঃ Roaring cloud never rain.[1699]

১৪. জার্মান ঃ মোটা মুরগী বেশী ডিম পাড়েনা ।[১৭০০]

১৫. ইটালিয়ান ঃ যে গাধা সর্বদা ডাকে অল্প ঘাস খায় ।[১৭০১]

[১৬৮৭]. *আল-মাওরিদ ঃ ১৮ ।*

[১৬৮৮]. *নুতুন ঃ ১৫৪৯ ।*

[১৬৮৯]. *নুতন ঃ ১৫৭৯ ; সুবল ঃ ৭৮ ।*

[১৬৯০]. *নতুন ঃ ১৫৭১ ।*

[১৬৯১]. *প্রাগুক্ত ঃ ১৫৭৮ ; বাংলার লোক সাহিত্য চর্চা ঃ ২৫*

[১৬৯২]. *সুবল ঃ ১১ ।*

[১৬৯৩]. *প্রাগুক্ত ঃ ৯ ; নতুন ঃ ১৫৩২, বাংলা প্রবাদ ঃ ২ ; সরল ঃ ১৩০৬ ।*

[১৬৯৪]. *পাঠান ঃ ৩৭৪ ।*

[১৬৯৫]. *সুবল ঃ ১৫ ।*

[১৬৯৬]. *হাবীব ঃ ৮৩ ।*

[১৬৯৭]. *দেব ঃ ৯৩৭ ; সুবল ১৭৪ ; সরল ঃ ১৩৯৫ ।*

[১৬৯৮]. *প্রাগুক্ত ।*

[১৬৯৯]. *সাঈদী ঃ ১৩৪১ ।*

[১৭০০]. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ১৪৩ ।*

[১৭০১]. *প্রাগুক্ত ঃ ১৫৭ ।*

Dhaka University Institutional Repository

১৬. স্প্যানিস ঃ যে বিড়াল সর্বদা ম্যাও ম্যাও করে সে কখনো ইঁদুর ধরতে পারেনা।[১৭০২]

১৭. স্প্যানিস ঃ শুধু ডাকহাঁক লম্ব লম্বা। ডিমপাড়ার নামে অষ্টরম্ভা।[১৭০৩]

১৮. হিন্দী ঃ ঘেউ ঘেউ করলে কামড়াবার ভয় থাকেনা।[১৭০৪]

১৯. তামিল ঃ সর্বদা ঘেউ ঘেউ করে যে কুকুর। হয়না কখনো শিকারী কুকুর।[১৭০৫]

২০. জার্মান ঃ শিকারী পক্ষীরা গান গায়না।[১৭০৬]

২১. পর্তুগীজ ঃ যে কুকুর অধিক ডাকে, তার কামড় বড় কম।[১৭০৭]

২২. ওলন্দাজ ঃ গর্জনকারী বিড়াল অত্যল্প ইন্দুর ধরে।[১৭০৮]

২৩. দ্রাবিড় ঃ ঘেউ ঘেউয়া কুকুর শিকারী হয়না।[১৭০৯]

২৪. ওলন্দাজ ঃ হংসী চিৎকার করে কিন্তু কামড়ায় না।[১৭১০]

২৫. রুস ঃ হিত বক্তা বহুতম। হিতকর্তা অতি কম।[১৭১১]

২৬. সংস্কৃতি ঃ বহবারম্ভে লঘু ক্রিয়া।[১৭১২]

২৭. ফরাসী ঃ বড় কর্তারা বড় বক্তা নয়।[১৭১৩]

২৮. উর্দু ঃ جو گرجتے وہ برستے نہیں যা গর্জে তা বর্ষে না।[১৭১৪]

১৭০২. *প্রাগুক্ত ঃ ১৬৭।*

১৭০৩. *প্রাগুক্ত ঃ ১৬৯।*

১৭০৪. *প্রাগুক্ত ঃ ২৩৭।*

১৭০৫. *প্রাগুক্ত ঃ*

১৭০৬. *প্রবাদ মালা ঃ ২/৩।*

১৭০৭. *প্রাগুক্ত ঃ ২/১১।*

১৭০৮. *প্রাগুক্ত ঃ২/১২।*

১৭০৯. *প্রাগুক্ত ঃ ২/৩৩।*

১৭১০. *প্রাগুক্ত ঃ২/১৫।*

১৭১১. *প্রাগুক্ত ঃ ২/৬২।*

১৭১২. *সরল ঃ ১২৯৩।*

১৭১৩. *প্রবাদ মালা ঃ ২/২৩।*

১৭১৪. *সাঈদী ঃ ১৩৪১ ; বিশ্বের প্রবাদ ঃ ২৪৪।*

Dhaka University Institutional Repository

৭৪. বাকীর চাইতে নগদ ভাল

অধিক বাকীর চাইতে অল্প নগদ ভাল। পরের হাতের অনেক সম্পদের চাইতে নিজের সামান্যও উত্তম। নিম্নের প্রবদগুলো এবিষয়ে ইঙ্গিত করছে।

১. আরবী ঃ عصفور في اليد خير من عشرة علي الشجرة গাছের দশটি চড়ুইয়ের চাইতে হাতে একটি উত্তম (আলজিরিয়া, মরক্কো)।[১৯১৫]

২. আরবী ঃ عصفور في اليد ولا صقر علي الشجرة গাছের বাজ পাখী হতে হাতের চড়ুই উত্তম।[১৯১৬]

৩. আরবী ঃ عصفور في أيدك ولا كركي في أيد غيرك পরের হাতের বকের চাইতে নিজের হাতের চড়ুইটি উত্তম।[১৯১৭]

৪. আরবী ঃ عصفور في اليد ولا عشرة ع السجرة গাছের দশটি নয় হাতের একটি চড়ুইই উত্তম।[১৯১৮]

৫. আরবী ঃ عصفور في اليد ولا عشرة في السجر গাছের দশটি নয় হাতের একটি চড়ুই-ই উত্তম।[১৯১৯]

৬. আরবী ঃ زوج عود خير من قعود বসে থাকা স্বামীর চাইতে কাঠের স্বামীই উত্তম।[১৯২০]

৭. আরবী ঃ عصفور بالأيد ولا عشرة عالشجر হাতের একটি চড়ুই গাছের দশটি হতে উত্তম (বাগদাদ)।[১৯২১]

৮. আরবী ঃ هات اليوم صوف و غدا خد خروف আজ পশম দাও কাল মেষ শাবক নিবে (সিরিয়া)।[১৯২২]

৯. আরবী ঃ الف كركي في الجو ما تعوض عصفور في الكف আকাশের হাজার বকের চাইতে হাতের একটি চড়ুই উত্তম।[১৯২৩]

১০. আরবী ঃ إعطي صوف و غدا خد لك خروف আজ পশম দাও কাল মেষশাবক নিবে।[১৯২৪]

[১৯১৫]. *ইবন-শনব ঃ ২/৭৯।*

[১৯১৬]. *শুকয়র ঃ ৩২ ; শুকরী ঃ ৫৩ ; যূউসূফ হরফুশ ঃ আমছালু 'আমামিয়া শামিয়া, বৈরুত- ১৯১৪, পৃ- ১০।*

[১৯১৭]. *বাজুরী ঃ ১০৯ ; কিনদীল ঃ ২৩৩।*

[১৯১৮]. *তয়মুর ঃ ২৪৬।*

[১৯১৯]. *কিনদীল ঃ ২৩৩।*

[১৯২০]. *জামহারাঃ ১/৫০৩ ; ময়দানী ঃ ১/৩২০ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ২/১১১।*

[১৯২১]. *জালাল হানফী ঃ ১/২৫৭।*

[১৯২২]. *কিন্দীল, ২৫৪, বাজুরী, ১৬১ ; শুকয়র ঃ ৫৫, হরফুশ ঃ ১৬।*

[১৯২৩]. *Burckhardt.No-3.*

[১৯২৪]. *Sunger-280.*

Dhaka University Institutional Repository

১১. আরবী ঃ صفقة بنقد خير متن بدرة بنسية আট হাজার বাকীর চাইতে নগদ একটাকা ভালো ।[১৭২৫]

১২. আরবী ঃ اليوم إعطني صوف و غدا خد خروف আজ পশম দাও কাল মেষ শাবক নিবে (আলজিরিয়া ও মরক্কো) ।[১৭২৬]

১৩. আরবী ঃ بيضة اليوم خير من دجاجة الغد আগামী কালের মুরগীর চাইতে আজকের ডিম উত্তম ।[১৭২৭]

১৪. আরবী ঃ لا تبع نقدا بدين নগদকে বাকীতে বিক্রি করোনা ।[১৭২৮]

১৫. বাংলা ঃ বাকীর চাইতে নগদ ভাল ।[১৭২৯]

১৬. বাংলা ঃ বাকীর নাম ফাঁকি ।[১৭৩০]

১৭. জাপানী ঃ কালকের একশোর চেয়ে আজকের পঞ্চাশ টাকা ভাল ।[১৭৩১]

১৮. ফরাসী ঃ ডিমের মধ্যে দশটা পাখি থাকার চেয়ে হাতে একটা পাখিই ভাল ।[১৭৩২]

১৯. ইদ্দিশ ঃ দোকানের হাজার সোনাদানার চেয়ে হাতে আংটি টা ঢের ভাল ।[১৭৩৩]

২০. হাঙ্গেরী ঃ দুর্লভ টাকার চেয়ে সুলভ টাকাই ভালো ।[১৭৩৪]

২১. বুলগেরিয়ঃ কালকের মুরগীর চেয়ে আজকের ডিমটাই ভালো ।[১৭৩৫]

২২. রুমানিয় ঃ কালকের গরুর চেয়ে আজকের ডিমটাই ভালো ।[১৭৩৬]

২৩. উর্দূ ঃ نو نقد نه تیره ادهار তেরো টাকা বাকীর চাইতে নগদ নয় টাকা উত্তম ।[১৭৩৭]

[১৭২৫]. *Burckhardt. No-380.*

[১৭২৬]. *ইবন শনব ঃ ৩/৬৪ ।*

[১৭২৭]. *আল-মুনজিদঃ ৯৭৪ ; মুনজিদ ঃ ১১৬৫ ; আল মাওরিদ ঃ ৬ ।*

[১৭২৮]. *মুনজিদ ঃ ১১৬৫ ; আল-মুনজিদ ঃ ৯৭৫ ।*

[১৭২৯]. *আজমী ঃ ২৪ ।*

[১৭৩০]. *প্রাগুক্ত ।*

[১৭৩১]. *বিশ্বের প্রবাদঃ ৯ ।*

[১৭৩২]. *প্রাগুক্ত ঃ ১২৫ ।*

[১৭৩৩]. *প্রাগুক্ত ঃ ১৫১ ।*

[১৭৩৪]. *প্রাগুক্ত ঃ ২০৩ ।*

[১৭৩৫]. *প্রাগুক্ত ঃ ২০৮ ।*

[১৭৩৬]. *প্রাগুক্ত ঃ ২১৪ ।*

[১৭৩৭]. *সাঈদী ঃ ১৩৪০ ।*

Dhaka University Institutional Repository

২৪. Banbara : A coin is cash is better than ten on eradit.[১৭৩৮]

২৫. Banbara : One " here-it-is " is better than lon " you'll get it.[১৭৩৯]

২৬. Lotin : Eggs now are better than chicken tomorrow.[১৭৪০]

২৭. Hindi : An egg of to day is better than a lowt of tomorrow.[১৭৪১]

৭৫. বিপদ

বিপদ কখনো একভ আসেনা। একের পর এক আসতেই থাকে। এবিপদের কারণে কারো অনেক লাভ হয় আবার কারো সর্বনাশ হয়ে থাকে। নিম্নের প্রবাদগুলো এবিষয়টির স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে।

১. আরব ঃ فوق كل طامة طامة এক বিপদের উপর আরেক বিপদ আসে।[১৭৪২]

২. আরবী ঃ المصيبة لا يأتي فرادي বিপদ একাকী আসেনা।[১৭৪৩]

৩. আরবী ঃ إذا أخصب الزمان جاء العاوي و الهاوي যুগ যখন উর্বর হয়, টিড্ডি মাছিও সাথে রয়।[১৭৪৪]

৪. আরবী ঃ إذا جاء السنة جامعها أعوانها দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে রোগ-শোকও সাথে থাকে।[১৭৪৫]

৫. আরবী ঃ إذا طاحت البقرة كثرت سكاكينها গাভীর মৃত্যু আসলে ছুরির সংখ্যা বেড়ে যায় (মরক্কো ,আলজিরিয়া)।[১৭৪৬]

৬. অরবী ঃ إن وقعت البقرة تكتر السكاكين গাভীর মৃত্যু আসলে ছুরির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।[১৭৪৭]

[১৭৩৮]. *Knappert.P.119.*

[১৭৩৯]. *Ibid.*

[১৭৪০]. *সিদ্দীকী ঃ ২৬১।*

[১৭৪১]. *প্রাগুক্ত।*

[১৭৪২]. *Burckhardt. No-493.*

[১৭৪৩]. *মুনজিদ ঃ ১২০৩।*

[১৭৪৪]. *ময়দানী ঃ ১/১২।*

[১৭৪৫]. *প্রাগুক্ত ঃ ১/১২২।*

[১৭৪৬]. *ইবন শনব ঃ ১/২৩ ; ২/ ২১২।*

[১৭৪৭]. *কিনদীল ঃ ১২৪।*

Dhaka University Institutional Repository

৭. আরবী ঃ لا تقع البقرة تكثر سكاكينها গাভীর মৃত্যু উপস্থিত হলে ছুরির সংখ্য বেড়ে যায়।[১৯৪৮]

৮. আরবী ঃ الثور إن وقع كثرت سكاكينها বলদের মৃত্যু আসলে ছুরির সংখ্যা বৃদ্ধি পায় (সুদান)।[১৯৪৯]

৯. আরবী ঃ عند الشدائد تذهب الأحقاد বিপদের সময় বিদ্বেষ দূর হয়।[১৯৫০]

১০.আরবী ঃ مصائب قوم عند قوم فوائد এক জাতির বিপদ অন্য জাতির জন্যে উপকারী।[১৯৫১]

১১. আরবী ঃ زمان أربت بالكلاب و الثعالب যুগের আবর্তন কুকুর ও শৃগালকে নাদুস-নুদুস করেছে।[১৯৫২]

১২. বাংলা ঃ বিপদ কখনো একা আসেনা।[১৯৫৩]

১৩. বাংলা ঃ কারও সর্বনাশ, কারও পৌষ মাস।[১৯৫৪]

১৪. বাংলা ঃ কারো আষাঢ় মাস, কারো সর্বনাশ।[১৯৫৫]

১৫. বাংলা ঃ হাতী যখন-ফাঁদে পড়ে, চামচিকাতেও পোঁদে মারে।[১৯৫৬]

১৬. বাংলা ঃ হাতী পড়ছে দকে, ঠোকর দিচ্ছে বকে।[১৯৫৭]

১৭. বাংলা ঃ হাতী যদি ভেদরে পড়ে, চাম চিকায়ও লাথি মারে।[১৯৫৮]

১৮. বাংলা ঃ হাবড়ে পড়িলে হাতী ব্যাঙ্গে মারে চাটি।[১৯৫৯]

১৯. বাংলা ঃ গো মড়কে মুচির পার্বন।[১৯৬০]

২০. বাংলা ঃ কারো সর্বনাশ, কারো পৌষ মাস।[১৯৬১]

১৯৪৮. *অয়মূর ঃ ৩৪৪।*

১৯৪৯. *শুকয়ব ঃ ১২১।*

১৯৫০. *মুনজিদ ঃ ১১৯৮।*

১৯৫১. *মুনজিদ ঃ ১২০৩।*

১৯৫২. *ময়দানী ঃ ৩১৯।*

১৯৫৩. *ভট্টাচার্য ঃ ৬/৩৮৮।*

১৯৫৪. *সুবল ঃ ৪৩।*

১৯৫৫. *ইসলামপুর, জামালপুর।*

১৯৫৬. *পাঠান ঃ ৩০২।*

১৯৫৭. *প্রাগুক্ত ঃ ৩০৩।*

১৯৫৮. *প্রাগুক্ত।*

১৯৫৯. *প্রবাদ মালা ঃ ২/১২।*

১৯৬০. *সুবল ঃ ৫৬।*

Dhaka University Institutional Repository

২১. বাংলা ঃ কারুর ঘর পোড়ে, কেউ ধোঁয়া খায়।[১৭৬২]

২২. বাংলা ঃ বিপদকালে ছাগলেও চাট মারে।[১৭৬৩]

২৩. বাংলা ঃ হাতী যখন দকে পড়ে ভেকেও তখন লাথি মারে।[১৭৬৪]

২৪. বাংলা ঃ হাতি আড়ে পড়লে চামচিকাতেও লাথি মারে।[১৭৬৫]

২৫. বাংলা ঃ খোয়াড়ে পড়লে হাতী, চামচিকাতেও মারে লাথি।[১৭৬৬]

২৬. ইংরেজী ঃ What is sport to the cat is death to the rat.[1767]

২৭. ইংরেজী ঃ One mans meat is another mans pison.[1768]

২৮. ইংরেজী ঃ Some have the hap. some stick in the gap.[1769]

২৯. ইংরেজী ঃ Nero piddles while rome burns.[1770]

৩০. ইংরেজী ঃ Misfortunes come on wings and depart on foot.[1771]

৩১. ইংরেজী ঃ Misfortunes never come singly.[1772]

৩২. ইংরেজী ঃ When sorrows come, they come not single spies. But in battalions.[1773]

৩৩. ইংরেজী ঃ One misfortun never comes alon.[1774]

৩৪. ইংরেজী ঃ Misfortunes seldom come alone.[1775]

[১৭৬১]. *সুবল ঃ ৪২ ; সরল ঃ ১৩২৩ ; হাবীব ঃ ৩; মর্টন ঃ ৭।*

[১৭৬২]. *সুবল ঃ ৪২।*

[১৭৬৩]. *সুবল ঃ ১২৯।*

[১৭৬৪]. *বাংলা প্রবাদঃ ৬২ - ১০৬।*

[১৭৬৫]. *নুতন ঃ ১৫৮৮।*

[১৭৬৬]. *বাংলা প্রবাদ ঃ ৪২ ; বিশ্বের প্রবাদ ঃ ২১৮।*

[১৭৬৭]. *Dev-938.*

[১৭৬৮]. *Ibid.*

[১৭৬৯]. *Ibid.*

[১৭৭০]. *Ibid.*

[১৭৭১]. *Wordsworth : 49.*

[১৭৭২]. *Ibid.*

[১৭৭৩]. *Shakespear : Hamlet.lv. v; Dev-935.*

[১৭৭৪]. *Wordworth: 419.*

[১৭৭৫]. *Ibid.Dev- 935 ; সাঈদী ঃ ১৩৪৩।*

Dhaka University Institutional Repository

৩৫. ইংরেজী ঃ Little birds may peck a dead lion.[1776]

৩৬. Buganda : when the lion is ill, the mosquito dose the cupping.[1777]

৩৭. Zair : Ants Surrounds the dying elephant.[1778]

৩৮. Kinama : When the lion is dying the cow will low at him.[1779]

৩৯. ফার্সী ঃ সাপ বুড়ো হলে ব্যাঙেও লাথি মারে।[১৭৮০]

৪০. হিব্রু ঃ ষাড় কপোকাৎ হলে কশাইয়ের অভাব হয়না।[১৭৮১]

৪১. হাঙ্গেরী ঃ মরা সিংহকে গাধাও লাথি মারে।[১৭৮২]

৪২. ওলন্দাজ ঃ খরগোশও মৃত সিংহের দাড়ী ধরিয়া টানে ।[১৭৮৩]

৪৩. দ্রাবিড় ঃ হাবড়ে পড়িলে হাতী ,কাকেও মারে ছো,[১৭৮৪]

৪৪. উর্দূ ঃ مفلسي مين آٹا گيلا ؛[১৭৮৫]

৭৬. বাহ্যিক সৌন্দর্য

বাহ্যিক সৌন্দর্য দেখে কোন কিছুর সঠিক মূল্যায়ণ করা যায় না। অন্তর্নিহিত বিষয় অবহিত না হওয়া পর্যন্ত কোন জিনিসের মূল্যায়ুন ঠিকও নয়। কেননা বাহ্যিক আবরণটাই জিনিসের প্রকৃত অবস্থা নয়। ভিতরটাই আসল। নিম্নের প্রবাদগুলোতে এসত্যটিই প্রতিভাত হয়েছে।

১. আরবী ঃ ما كل بيضاء شحمة ولا كل سوداء فحمة প্রত্যেক সাদা জিনিস চর্বি নয়, আর প্রত্যেক কালো জিনিস কয়লা নয়।[১৭৮৬]

১৭৭৬. *Dev- 935.*

১৭৭৭. *Knappert.15.*

১৭৭৮. *Ibid.*

১৭৭৯. *Ibid. 32.*

১৭৮০. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ৫৩।*

১৭৮১. *প্রাগুক্ত ঃ ৭৮।*

১৭৮২. *প্রাগুক্ত ঃ ১৯৮।*

১৭৮৩. *প্রবাদমালা ঃ ২/১২।*

১৭৮৪. *প্রাগুক্ত ঃ ২/৩৯।*

১৭৮৫. *সাঈদী ঃ ১৩৪২।*

১৭৮৬. *আল-মাওরিদ ঃ ১৭ ; মুনজিদ ঃ ১১৬৫ ; আল-মুনজিদ ঃ ৯৭৫।*

Dhaka University Institutional Repository

২. আরবী ঃ ما كل أصفـر ديــنـارا لصفـرتـه প্রত্যেক হলুদ রংগের জিনিস দীনার নয়।[১৭৮৭]

৩. আরবী ঃ ما كـل بيضاء شحمة ولا كل سوداء تمرة প্রত্যেক সাদা জিনিস চর্বি নয়, আর প্রত্যেক কালো জিনিস খেজুর নয়।[১৭৮৮]

৪. আরবীঃ ليـس كـل مـن سـود وجـهه قال أنـا حـداد প্রত্যেক কৃষ্ণমুখী বলতে পারেনা আমি কর্মকার।[১৭৮৯]

৫. বাংলা ঃ চক চক করলেই স্বর্ণ হয়না।[১৭৯০]

৬. ইংরেজী ঃ All that glitters is not gold.[1791]

৭. ইংরেজী ঃ Appearances are not to be trusted.[1792]

৮. জার্মান ঃ আলো মাত্রেই সূর্য নহে।[১৭৯৩]

৭৭. বিপদের পর মুক্তি

বিপদ যত বড়ই হোকনা কেন একদিন না একদিন তা দূরীভূত হয়। যত সমস্যা তত সমাধান। সংকীর্ণতার পরই আসে প্রশস্ততা। নিচের বিভিন্ন ভাষার প্রবাদগুলোতে এভাবার্থই প্রকাশ পেয়েছে।

১. আরবী ঃ ما تضيـق إلا لما تـفـرج সংকীর্ণতার পর প্রশস্ততা আসে।[১৭৯৪]

২. আরবী ঃ إذا اشـتـد الـكرب هـان বিপদ যখন বড় হয় আসান তত সহজ হয়।[১৭৯৫]

৩. আরবী ঃ إن اشـتـد الكـرب هـان বিপদ যদি বড় হয় আসান তাহলে সহজ হয়।[১৭৯৬]

৪. আরবী ঃ كل ضـيـق و بـعـد فرج প্রত্যেক সংকীর্ণতার পর প্রশস্ততা আসে (মুসিল)।[১৭৯৭]

১৭৮৭. *প্রাগুক্ত।*

১৭৮৮. *প্রাগুক্ত।*

১৭৮৯. *Burckhardt: No-59.*

১৭৯০. *ভট্টাচার্য ঃ ৬/২১৬; নূতন ঃ ১৫৫৩; সুবল ঃ ৬০; সরল; ১৩১৩।*

১৭৯১. *সুবল ঃ ৬০।*

১৭৯২. *প্রাগুক্ত।*

১৭৯৩. *প্রবাদমালা ঃ ২/১।*

১৭৯৪. *কিনদীল- ৩৫।*

১৭৯৫. *অয়মূর ঃ ১৮।*

১৭৯৬. *শুকয়রঃ ৬৮; বাজুরী;১৪।*

১৭৯৭. *হয়ালী ঃ ২/৪২১।*

Dhaka University Institutional Repository

৫. আরবী ঃ ما تضيق إلا عند الفرج প্রশস্ততার কাছেই সংকীর্ণতা আসে (নজদ)।[১৭৯৮]

৬. আরবী ঃ ما تضيق إلا تفرج এমন সংকীর্ণতা নেই যাতে প্রশস্ততা নেই (বাগদাদ)।[১৭৯৯]

৭. আরবী ঃ إن بعد الضيق كان الفرج সংকীর্ণতার পর অবশ্যই প্রশস্ততা আছে।[১৮০০]

৮. আরবী ঃ ما بعد الضيق كان الفرج সংকীর্ণতার পর প্রশস্ততা হয়(তিউনিস)।[১৮০১]

৯. বাংলা ঃ মুশকিলে আসান।[১৮০২]

১০. বাংলা ঃ বারো মুশকিল তেরো আসান।[১৮০৩]

৭৮. বৃক্ষ

প্রত্যেক জিনিসের অথবা প্রত্যেক কাজের মূল্যায়ণ ফলাফলের উপর নির্ভর করে। ফলাফলের ভিত্তিতেই মূল্যায়ণ করা হয় কাজের। নিম্নের প্রবাদগুলোতে এসত্যটিই প্রকাশিত হয়েছে।

২. আরবী ঃ الشجرة تعرف بأثمارها গাছ ফল দ্বারা পরিচিত হয়।[১৮০৪]

২. আরবী ঃ من ثمارهم سوف تعرفهم তাদের ফলদ্বারা তাদেরকে তোমরা অচিরেই চিনতে পারবে।[১৮০৫]

৩. আরবী ঃ تخبر عن مجهولة مرآته বাহ্যিক অবস্থাই ভিতরের খবর প্রকাশ করে।[১৮০৬]

৪. আরবী ঃ إجعلوا الشجرة جيدة تحمل ثمراجيدا উত্তম চারাগাছ লাগাও উত্তম ফল ফলবে,
و اجعلوا الشجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا আর খারাপ চারাগাছ লাগালে খারাপ ফলই ফলবে।[১৮০৭]

৫. বাংলা ঃ বৃক্ষ ফলে পরিচয়। [১৮০৮]

[১৭৯৮]. আবূদী ঃ ২৭১।

[১৭৯৯]. জালাল. হানফীঃ ২/৪৪।

[১৮০০]. আল-মুনজিদ ঃ ১০০০ ; মুনজিদ ঃ ১২০৯।

[১৮০১]. কিনদীল ঃ ৩৫

[১৮০২]. সুবল ঃ ১৫৯।

[১৮০৩]. ইসলামপুর, জামালপুর।

[১৮০৪]. আল-মাওরিদ ঃ ১৫।

[১৮০৫]. সিফর মাত্তা ঃ ৭ঃ১৬।

[১৮০৬]. আল-মাওরিদ ঃ ১৫।

[১৮০৭]. সিফর,মাত্তা ঃ ১২/৩৩।

[১৮০৮]. দেব ঃ ৯৩৪ ; সরল ঃ ১২৯৩।

৬. বাংলা ঃ বৃক্ষ তোমার নাম কি ফলে পরিচয়।[১৮০৯]

৭. ইংরেজী ঃ A trea is known by its fruit.[1810]

৮. ইংরেজী ঃ The proof of the pudding is in the eating there of.[1811]

৯. সংস্কৃত ঃ ফলেন পরিচীয়তে।[১৮১২]

৭৯.ব্যবহার

যে যেমন করবে তার সাথে ঐরকম ব্যবহার করা উচিত। কেউ চড় দিতে চাইলে তার কাছে গাল পেতে দিই, এটা ঠিক নয়। এদিকে ইঙ্গিত করছে নিম্নের প্রবাদগুলো।

১. আরবী ঃ كما تغني تغني যেমন তুমি গান গাবে তেমনি তোমাকেও শুনানো হবে।[১৮১৩]

২. আরবী ঃ كما تدين تدان যেমন ঋণ দেবে তেমনি তোমাকেও দেয়া হবে।[১৮১৪]

৩. আরবীঃ عاملوا الأخرين مثلما تربدون ان يعاملوكم

অপরের থেকে তুমি যেরূপ ব্যবহার আশা কর তুমিও তাদের সাথে অনুরূপ আচরন করবে।[১৮১৫]

৪. আরবী ঃ عاملوا الناس مثلما تريدون أن يعاملوكم

তুমি মানুষের কাছে যেরূপ আচরণ আশা কর তুমিও তাদের সাথে অনুরূপ আচরণ করবে।[১৮১৬]

৫. বাংলা ঃ বাবাজীকে বাবাজী, তরকারীকে তরকারী (পাবনা)[১৮১৭]

৬. বাংলা ঃ যেমন শ্বশুর বাড়ী,তেমন অজু করি।[১৮১৮]

৭. বাংলা ঃ বান্দিরে লাথ্যি ; গোলামরে কিল, দায়েরে বালু কুড়ালরে হিল ।[১৮১৯]

১৮০৯. *ইসলামপুর, জামালপুর।*

১৮১০. *Dev-934. Words warth: 645.*

১৮১১. *Ibid.*

১৮১২. *Dev : 934; সরল, ১২৯৩।*

১৮১৩. *মীখাইল ঃ ৩/৬৭০।*

১৮১৪. *আল-মাওরিদ ঃ ৩২।*

১৮১৫. *সিফর মাত্তা ঃ ৬/৩১।*

১৮১৬. *সিফর লোক ঃ ৬/৩১।*

১৮১৭. *পাঠান ঃ ২৪২ ।*

১৮১৮. *প্রাগুক্ত ঃ ২৩৮।*

Dhaka University Institutional Repository

৮. বাংলা ঃ মানুষ বুঝে কয় কথা দেবতা বুঝে নোয়াই মাথা।[১৮২০]

৮০ . ভয়

মানুষ মাত্রই কোন না কোন জিনিষের ভয় মনে মনে পোষণ করে থাকে। যে জিনিসটির বেশী ভয় সর্বদা মনে থাকে সাধারণত ওটার দ্বারাই আক্রান্ত হয়। এদিকে ইঙ্গিত করছে নিম্নের প্রবাদগুলো।

১.আরবী ঃ اللي يخاف من العفريت يطلع عليه। যে ইফরীত জিন কে ভয় করে তার উপরই সে ভর করে।[১৮২১]

২. আরবী ঃ مـــن خاف مـــن شئ بلـي بـه যে জিনিসকে ভয় করে সে সেটি দ্বারাই আক্রান্ত হয়।[১৮২২]

২. আরবী ঃ مـــن خاف مـن علـة قتلتـه যে যে কারণ টি ভয় করবে সেটিই তাকে হত্যা করবে।[১৮২৩]

৩. বাংলা ঃ যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যা হয়।[১৮২৪]৫.ফরাসী ঃ যেখানেতে কমজোর সেইখানে ছিঁড়ে ডোর।[১৮২৫]

৮১. ভাই

ভাইয়ের পক্ষে বিপক্ষে বহু প্রবাদের সৃষ্টি হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায়। ভাই যদি ভাইয়ের মতো আচরণ করে তার মত বন্ধু নেই যদি না করে তাহলে তার মত শত্রু নেই। নিম্নের প্রবাদগুলো এদিকেই ইঙ্গিত করছে।

১.আরবী ঃ إن أخـــاك مـــــن أســـاك বিপদে যে সহানুভূতি জানায় সেই তোমার প্রকৃত ভাই।[১৮২৬]

২. আরবী ঃ رب أخ لـــك لـــم تلـــده أمـــك তোমার অনেক ভাই আছে যাদের কে তোমার মা জন্ম দেননি।[১৮২৭]

[১৮১৯] . *প্রাগুক্ত।*

[১৮২০] . *প্রাগুক্ত ঃ ২৩৪।*

[১৮২১] . *শুকয়র ঃ ৬২।*

[১৮২২] . *আবূদী: ৩২১।*

[১৮২৩] . *জুহায়মান : ১৫৩।*

[১৮২৪] . *সুবল : ১৭৪।*

[১৮২৫] . *প্রবাদ মালা : ২/২২।*

[১৮২৬] . *আল-মুনজিদ : ৯৭০; মুনজিদ : ১১৫৭।*

[১৮২৭] . *আল- মুনজিদ :৯৭১ : মুনজিদ ১১৫৭; জাওয়াহির : ১/২৯৭।*

Dhaka University Institutional Repository

৩.আরবী ঃ أخـــــــوك أم الــــــذئـــب ভাই না নেকড়ে।[১৮২৮]

৪. আরবী ঃ الأقــــارب هـم الــــعـــارب। আত্মীয়রাই বিচ্ছুর মত আচরণ করে থাকে।[১৮২৯]

৫.আরবী ঃ تبـاعدو في الديـار و تقـاربوا في المحبـة বাসস্থানের দিক থেকে ভাই দূরে থাকলেও ভাল বাসার দিক থেকে কাছাকাছি থাক।[১৮৩০]

৬. বাংলা ঃ মিত্রের শ্রেষ্ট জ্ঞাতী ভাই, তার বাড়া শত্রু নেই।[১৮৩১]

৭. বাংলা ঃ ভাইয়ের মত মিত্র নাই, ভাইয়ের তুল্য শত্রু নেই।[১৮৩২]

৮. বাংলা ঃ জ্ঞাতির শত্রু সবখান। পুকুরেও হয়না গঙ্গাস্নান।[১৮৩৩]

৯. বাংলা ঃ ভাই ভাই, মেরে যাই তো ফিরে চাই।[১৮৩৪]

১০. ইংরেজী ঃ Blood is thicker than water.[1835]

১১. Masai : Brothers must not quarel one another.[1836]

১২. Buganda : Brother are like calabushes : they bump each other but do not break.[1837]

১৩. হিন্দী ঃ নিজের ভাই-ই সবচেয়ে বড় বন্ধু, আবার সবচেয়ে বড়শত্রু।[১৮৩৮]

৮২ . ভালবাসা/প্রেম

প্রেম কম বেশী সবার মাঝেই আছে। কিন্তু এর মাত্রা যখন ছেড়ে যায় তখন প্রেমিক প্রেমিকাকে ছাড়া আর কিছু বুঝেনা। সে তার দোষ গুলোকেও গুণের আকারে দেখতে পায়। কেননা তার আসল দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে। নিম্নের প্রবাদগুলো এদিকেই ইঙ্গিত করছে।

১৮২৮. *ময়দানী ঃ ১/৫০ ; আল-মুনজিদ ঃ ৯৭০ ; মুনজিদ ঃ ১১৫৭।*

১৮২৯. *আল-'ইকদুল ফরীদ ঃ ২১০।*

১৮৩০. *প্রাগুক্ত।*

১৮৩১. *পাঠান ঃ ১০৯; বাংলার প্রবাদ ঃ ১৭৮।*

১৮৩২. *বাংলা প্রবাদ ঃ ১৬২ ; হাবীব ঃ ৩১০।*

১৮৩৩. *হাবীব ঃ ৩১০।*

১৮৩৪. *প্রাগুক্ত ঃ ৩; বাংলা প্রবাদঃ ১৬২ ; সুবল ঃ ১৩৭।*

১৮৩৫. *সুবল ঃ ১৩৭।*

১৮৩৬. *knappert.44.*

১৮৩৭. *Ibid.-45.*

১৮৩৮. *বিশ্বের প্রবাদঃ ২৩৪।*

Dhaka University Institutional Repository

১. আরবী ঃ الحب أعمي প্রেম অন্ধ।[১৮৩৯]

২. আরবী ঃ حبك الشئ يعمي يعصم বস্তুর ভালবাসা মানুষকে অন্ধ ও বধির করে দেয়।[১৮৪০]

৩. আরবী ঃ إن الهوي شريك العمي প্রবৃত্তি অন্ধের সাথী।[১৮৪১]

২. আরবী ঃ المحبوب ف راحد প্রেমিক সুখে থাকে (নজদ)।[১৮৪২]

৩. আরবী ঃ الحب ستر العيوب ভালবাসা দোষক্রটি গোপন করে (মরক্কো,আলজিরিয়া)।[১৮৪৩]

৬. আরবী ঃ حبيبك اللي تحب و لو كان دب তোমার প্রেমিক ভল্লুক হলেও তাকে ভালবাস।[১৮৪৪]

৭. আরবী ঃ حبيبك من تحبه و لو كان قرد তোমার প্রেমিক বানর হলেও তাকে ভালবাস।[১৮৪৫]

৮. আরবী ঃ حبيبك اللي تحبه و لو كان عبد نوبي তোমার প্রেমিক একজন নুবী দাস হলেও তাকে ভাল বাস।[১৮৪৬]

৯. আরবী ঃ حبيب مي بحبه و لو كان عبد اسود আমার বন্ধু ,তার ভাল বাসায় যদিও সে কৃষ্ণদাস[১৮৪৭]

১০.আরবী من أحب شئ أكثر من ذكره প্রিয় জিনিসের মানুষ আলোচনা করে থাকে বেশী (সিরিয়)।[১৮৪৮]

১১. আরবী ঃ إن الحب بعين واحد ভাল বাসার এক চোখ।[১৮৪৯]

১২. আরবী ঃ زر غبا تزدد حبا বিরতি দিয়ে দেখা করবে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে।[১৮৫০]

১৩. বাংলা ঃ প্রেমের চোখ অন্ধ।[১৮৫১]

[১৮৩৯]. *কিদ্‌নদীলঃ ৫০ ; আল-মাওরিদ ঃ ৭৪ ; আল-মুনজিদ ঃ ৯৭৯ ; মুনজিদ ঃ ১১৭২।*

[১৮৪০]. *আল-মুনজিদ ঃ ৯৭৯ ; মুনজিদঃ ১১৭২; আল-মাওরিদ, ৬২।*

[১৮৪১]. *আল-মাওরিদ ঃ ৬২।*

[১৮৪২]. *আবূদী ঃ ২০৫।*

[১৮৪৩]. *মুহম্মদ ইবন শনব ঃ আল-আমছালুল 'আমমিয়্যা ফিল জায়ায়ের ওযাল মাঘরিব,বৈরুত, ১৯১৪, ১/১৯৩।*

[১৮৪৪]. *তয়মূর ঃ ২০২।*

[১৮৪৫]. *Burckhardt. -No-227.*

[১৮৪৬]. *কিনদীল।*

[১৮৪৭]. *নাউম শুকয়র ঃ ২২।*

[১৮৪৮]. *Burckhardt. No-677.*

[১৮৪৯]. *মিখাইল নুআয়মা সংকলন।*

[১৮৫০]. *(ময়দানী ঃ ১/৩২২ ; জামহারা ঃ ১/৫০৫ ; আল-মুস্‌তাক্‌সাঃ ২/১০৯ ; আল-ফাখির ঃ ১৫১ ; ইবন সাল্লামঃ ১৪৮, ৩৭৯।*

[১৮৫১]. *বহুল প্রচলিত।*

Dhaka University Institutional Repository

১৪. বাংলা ঃ অতি প্রণয় যেখানে, নিত্যি যাবেনা সেখানে, যদি যাও নিত্যি ঘটবে একটা কীর্তি।[১৮৫২]

১৫. বাংলা ঃ অতি পীরিতি বালীয়বাঁধ।[১৮৫৩]

১৬. বাংলা ঃ অতি বন্ধু যেখানে, অতি বিচ্ছেদ সেখানে।[১৮৫৪]

১৭. ইংরেজী ঃ Love and a cough can not be hid.[1855]

১৮. ইংরেজী ঃ Love is blind.[1856]

১৯. ইংরেজী ঃ Love knowledge live not together.[1857]

২০. ইংরেজী ঃ Love and lordship like no fellowship.[1858]

২১. ইংরেজী ঃ Love and pride stock Bedlom.[1859]

২২. ইংরেজী ঃ Love comes in at the window and goes out at the door.[1860]

২৩. ইংরেজী ঃ Love is a sweel torment.[1861]

২৪. ইংরেজী ঃ Love is not found in the market.[1862]

২৫. ইংরেজী ঃ Love is the badstone of love.[1863]

২৬. ইংরেজী ঃ Love is the true price of love.[1864]

২৭. ইংরেজী ঃ Love is without law.[1865]

২৮. ইংরেজী ঃ Love lasteth as long as the money edureth.[1866]

[১৮৫২]. *সুবল ঃ ৯ পাঠান- ১১৮।*

[১৮৫৩]. *প্রবাদ মালা ঃ ৩/২।*

[১৮৫৪]. প্রাগুক্ত।

[১৮৫৫]. *Wordsworth. 384.*

[১৮৫৬]. *Ibid.*

[১৮৫৭]. *Ibid.*

[১৮৫৮]. *Ibid.*

[১৮৫৯]. *Ibid.*

[১৮৬০]. *Ibid.*

[১৮৬১]. *Ibid.*

[১৮৬২]. *Ibid.*

[১৮৬৩]. *Ibid.*

[১৮৬৪]. *Ibid.*

[১৮৬৫]. *Ibid.*

২৯. ইংরেজী ঃ Love laughs at locksmiths.[1867]

৩০. ইংরেজী ঃ Love makes wit of the tool.[1868]

৩১. ইংরেজী ঃ Love makes men oralors.[1869]

৩২. ইংরেজী ঃ Love rules his kingdom without sword.[1870]

৩৩. ইংরেজী ঃ Though love is blind, yet is not for want of eyes.[1871]

৩৪. Yourba : A person we love always does right.[1872]

৩৫. Kenya : Love connot be divided.[1873]

৩৬. Swahili : Love is a illness and the loved one is the only medicine.[1874]

৩৭. Zaire : Love is like being possessed by spirit: lovers are not their own masters.[1875]

৩৮. Bambara : Not all fields are good for cultivaton.[1876]

৩৯. Eqyption : Love is an outrage.[1877]

৪০. Syrian : Love veils defect.[1878]

৪১. Tumisian : When love comes. onannees go.[1879]

৪২. Sudanese : The essenec of love is Take.[1880]

১৮৬৬. *Ibid.*

১৮৬৭. *Ibid.*

১৮৬৮. *Ibid.*

১৮৬৯. *Ibid.*

১৮৭০. *Ibid.*

১৮৭১. *Ibid.*

১৮৭২. *Knappert.p. 81.*

১৮৭৩. *Ibid.*

১৮৭৪. *Ibid.*

১৮৭৫. *Ibid.*

১৮৭৬. *Ibid :82.*

১৮৭৭. *Pual Lunde.80.*

১৮৭৮. *Ibid.*

১৮৭৯. *Ibid.*

Dhaka University Institutional Repository

৪৩. ফার্সী ঃ প্রেমিক অন্ধ।[১৮৮১]

৪৪. ফার্সী ঃ লায়লীকে দেখতে হয় মজনুর চোখে।[১৮৮২]

৪৫. ইটালিয়ান ঃ প্রেম অন্ধ বটে, তবু দূরের জিনিস পায় দেখতে।[১৮৮৩]

৪৬. পর্তুগীজ ঃ প্রেমিকদের ঝগড়া মানে দ্বিগুণ প্রেম।[১৮৮৪]

৪৭. পর্তুগীজ ঃ ভালোবাসে যে যত দুঃখ সে পায় তত।[১৮৮৫]

৪৮. বুলগেরিয় ঃ প্রেম যেখানে। ভগবান সেখানে।[১৮৮৬]

৪৯. রুস ঃ প্রেম আর ক্ষুধাই জগৎকে চালাচ্ছে।[১৮৮৭]

৫০. হাঙ্গেরী ঃ প্রেম অন্ধ কূপ।[১৮৮৮]

৫১. হাঙ্গেরী ঃ প্রেম আর বোকামী নামেই শুধু আনন্দ।[১৮৮৯]

৫২. হিব্রু ঃ ভালবাসলে চোখ দুটো হয় অন্ধ ,আর কান দুটো হয় কালা।[১৮৯০]

৫৩. বুলগেরিয় ঃ একমাত্র প্রেমেরই কোনো ভাগীদার হয় না।[১৮৯১]

৫৪. হিন্দী ঃ প্রেমের সন্ধানে বেরিয়ে আমার মাথাটি মুড়িয়ে গেল।[১৮৯২]

৫৫. মারাঠী ঃ ভালো লাগার নেইকো রুচি। প্রেমের নেই শুচি অশুচি।[১৮৯৩]

৫৬. তামিল ঃ প্রেমের দেবতা অন্ধ।[১৮৯৪]

[১৮৮০]. *Ibid.*

[১৮৮১]. *বিশ্বের প্রবাদঃ ৫০।*

[১৮৮২]. *প্রাগুক্ত ঃ ৪৯।*

[১৮৮৩]. *প্রাগুক্ত ঃ ১৫৪।*

[১৮৮৪]. *প্রাগুক্ত ঃ ১৭১।*

[১৮৮৫]. *প্রাগুক্ত ।*

[১৮৮৬]. *প্রাগুক্ত ঃ ১৮৮,২০৫।*

[১৮৮৭]. *প্রাগুক্ত।*

[১৮৮৮]. *প্রাগুক্ত ঃ ১৭৯।*

[১৮৮৯]. *প্রাগুক্ত।*

[১৮৯০]. *প্রাগুক্ত ঃ ৭৩।*

[১৮৯১]. *প্রাগুক্ত ঃ ২০৫*

[১৮৯২]. *প্রাগুক্ত ঃ ২৩২।*

[১৮৯৩]. *প্রাগুক্ত ঃ ২৪৭।*

[১৮৯৪]. *প্রাগুক্ত ঃ ২৬৪।*

Dhaka University Institutional Repository

৫৭. তামিল ঃ শুধু প্রেমেরই আছে সহ্য শক্তি।[১৮৯৫]

৫৮. জাপানী ঃ প্রেমিকের চোখে পিয়ার গালের বসন্তের দাগটিও টোল খাওয়া বলে মনে হয়।[১৮৯৬]

৫৯. পশতু ঃ প্রেম কখনো করেনা সৌন্দর্যের বিচার, যে ঘুমিয়ে আছে বালিশ লাগেনা তার।[১৮৯৭]

৬০. পশতু ঃ ভালোবাসে যে কষ্ট করে সে।[১৮৯৮]

৮৩. ভাগ্য

ভাগ্যের ভাল মন্দের প্রতি বিশ্বাস ঈমানের অঙ্গ। ভাগ্যে যা আছে তা হবেই। যার ভাগ্যে যা আছে সে তাই পায়। এর বেশী অর্জন-সম্ভব নয়। ভাগ্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষাতেই কিছুনা কিছু প্রবাদের সৃষ্টি হয়েছে। নিম্নে বিভিন্ন ভাষার কিছু প্রবাদ উল্লেখ করা হলো।

১. আরবী ঃ اللـــــي من نصيبك يـصيـبك ভাগ্যে যা আছে তাই পাবে।[১৮৯৯]

২. আরবী ঃ اللــــي من نصيبك تتحصب নসীবে যা আছে তাই তুমি অর্জন করবে।[১৯০০]

৩. আরবী ঃ اللـــــي به نصيب ما يضـيـع যা আছে নসীবে বিনষ্ট কোনদিন না হবে(নজদ)।[১৯০১]

৪. আরবী ঃ اللي يصيبـك لـو تتقيـت مـا أخطاك তোমার ভাগ্যে যা আছে তা থেকে নিজকে বাঁচাতে পারবেনা।[১৯০২]

৫. বাংলা ঃ কপালের লিখন না যায় খণ্ডন।[১৯০৩]

৬. বাংলা ঃ কপালে নাইকো ঘি, ঠকঠকাইলেই হবে কি।[১৯০৪]

৭. বাংলা ঃ বিধাতার বাজী কেউ খায় পোলাও ভাত, কেউ খায় কাজি(রাজশাহী)।[১৯০৫]

৮. বাংলা ঃ যার নিয়তি যেখানে কে খণ্ডাবে সেখানে।[১৯০৬]

[১৮৯৫]. *প্রাগুক্ত।*

[১৮৯৬]. *প্রাগুক্ত।*

[১৮৯৭]. *প্রাগুক্ত ঃ ৪৪।*

[১৮৯৮]. *প্রাগুক্ত।*

[১৮৯৯]. *কিনদীল ঃ ১৯।*

[১৯০০]. *প্রাগুক্ত।*

[১৯০১]. *আবূদী ঃ ২৭।*

[১৯০২]. *জুহায়মান ঃ ১/১০৫।*

[১৯০৩]. *পাঠান ঃ ৩৪০।*

[১৯০৪]. *প্রাগুক্ত।*

[১৯০৫]. *প্রাগুক্ত।*

Dhaka University Institutional Repository

৯. বাংলা ঃ অদৃষ্টে ছিল হাড়, কি করবে চাচা খাদিমদার।[১৯০৭]

১০. বাংলা ঃ যদি থাকে নসিবে, আপনা আপনি আসিবে।[১৯০৮]

১১. বাংলা ঃ আছে যথেষ্ঠ, নাই অদৃষ্টে।[১৯০৯]

১২. বাংলা ঃ যখন কপাল ফেরে, শুকনায় ডিঙ্গি চরে।[১৯১০]

১৩. ইংরেজী ঃ Give a man luck and throw him in the sea.[1911]

১৪. ইংরেজী ঃ Luck is a lord.[1912]

১৫. ইংরেজী ঃ Lucky men need no counsed.[1913]

১৬. ইংরেজী ঃ There is no armour aqaust fate.[1914]

১৭. ইংরেজী ঃ All will be as god wills.[1915]

১৮. উর্দূ ঃ وهي هوتا هےجو منظور خدا هوتا هے খোদা যা মঞ্জুর করেছেন তাই হয়ে থাকে। [১৯১৬]

১৯. উর্দূ ঃ تقدير سے جاره نهين ভাগ্য থেকে বাঁচার উপায় নেই। [১৯১৭]

২০. ফারসী ঃ কপাল পুড়লে দাদা। ঘোড়াটি হয় গাধা। [১৯১৮]

২১. ফার্সী ঃ কপাল যার ভালো , নেভেনা তার আলো। [১৯১৯]

২২. ফার্সী ঃ সৌভাগ্য বাজারে বিকোয় না। [১৯২০]

[১৯০৬]. *প্রাগুক্ত।*

[১৯০৭]. *প্রাগুক্ত ঃ ৩৪৪।*

[১৯০৮]. *প্রাগুক্ত ঃ ৩৪৫।*

[১৯০৯]. *প্রাগুক্ত ঃ ৩৪৬।*

[১৯১০]. *প্রাগুক্ত ঃ ৩৪৯।*

[১৯১১]. *Wordsworth.388.*

[১৯১২]. *Ibid.*

[১৯১৩]. *Ibid.*

[১৯১৪]. *সাঈদী ঃ ১৩৪৩।*

[১৯১৫]. *প্রাগুক্ত।*

[১৯১৬]. *সাঈদী ঃ ১৩৪৩।*

[১৯১৭]. *প্রাগুক্ত।*

[১৯১৮]. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ৫০।*

[১৯১৯]. *প্রাগুক্ত।*

[১৯২০]. *প্রাগুক্ত।*

২৩. গ্রীক ঃ মানুষ ভাগ্যের হাতের খেলনা। [১৯২১]

২৪. গ্রীক ঃ ভাগ্যবানের মোরগটাও ডিম পাড়ে। [১৯২২]

২৫. গ্রীক ঃ যে যার ভাগ্যের ভাস্কর। [১৯২৩]

২৬. ইদ্দিশ ঃ সৌভাগ্য এলে সিংহাসনে বসাও। [১৯২৪]

২৭. ইদ্দিশ ঃ কপাল যখন খুলে ষাড়েও বাছুর দেয়। [১৯২৫]

২৮. হিন্দী ঃ কপাল ভাঙ্গলে উঠের পিঠে বসে থাকলেও কুকুরে কামড়ায়। [১৯২৬]

২৯. হিন্দী ঃ হাতের রেখা কে পারে মুছতে ? [১৯২৭]

৩০. Yaunde : The luck man will think his fortune is forever . [1928]

৩১. Swahili : One day even you will see your luck star. [1929]

৩২. Togo : Luck is a chameleon's skin. [1930]

৩৩. Dama : You will meet the cobra when you have no stick. [1931]

৩৪. Dama : The lucky mouse can hear the cat approaching . [1932]

৩৫. Buganda: Luck is always just around the corner. [1933]

৮৪. ভেবে কাজ করা

[১৯২১]. *প্রাগুক্ত ঃ ৯২।*

[১৯২২]. *প্রাগুক্ত।*

[১৯২৩]. *প্রাগুক্ত ।*

[১৯২৪]. *প্রাগুক্ত ঃ ১৪৫।*

[১৯২৫]. *প্রাগুক্ত।*

[১৯২৬]. *প্রাগুক্ত ঃ ২৩৩।*

[১৯২৭]. *প্রাগুক্ত ।*

[১৯২৮]. *Knappert. P. 83.*

[১৯২৯]. *Ibid.*

[১৯৩০]. *Ibid.*

[১৯৩১]. *Ibid.*

[১৯৩২]. *Ibid.*

[১৯৩৩]. *Ibid.*

Dhaka University Institutional Repository

কোন কাজ শুরু করার পূর্বে ওর পরিণাম সম্পর্কে আগেই চিন্তা করা উচিত। তাহলে সমূহ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। নিম্নের প্রবাদগুলোতে এবিষয়টিই প্রতিভাত হয়েছে।

১. আরবী ঃ قدر لرجلك قبل الخطو موضعها পা ফেলার পূর্বে ওর স্থান পরিমাপ করে নাও।[১৯৩৪]

২. আরবী ঃ مـد رجـلك علـي قد فراشك বিছানা অনুযায়ী পা সটান করো (মিসর,সিরিয়া, জেরুজালেম, মরক্কো, ও মেসোপটেমিয়াঃ)।[১৯৩৫]

৩. আরবী ঃ علي قـد الكسا مد رجـليك বিছানা অনুযায়ী তোমার পা সম্প্রসারিত করো।[১৯৩৬]

৪. বাংলা ঃ ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না।[১৯৩৭]

৫. ইংরেজী ঃ Marry in haste repent at lesure.[1938]

৬. ইংরেজী ঃ Lok before you lip.[1939]

৭. আমেরিকান ঃ Toke care before you leap[1940]

৮. আমেরিকান ঃ Before you mount look to the girth.[1941]

৯. ওলন্দাজ ঃ আপনার লেপের সীমা পর্যন্ত পা ছড়াও ।[১৯৪২]

১০. জার্মান ঃ লেপের পরিসর অনুসারে পা ছড়াও।[১৯৪৩]

১১. জার্মান ঃ লুনের সংস্থান দেখে মাছ কাট।[১৯৪৪]

১২. জার্মান ঃ কাজ শুরুর পূর্বে ভেবে নাও।[১৯৪৫]

১৩. ফার্সী ঃ খোলা খুলি কথা বলার আগে তোমার কথা মেপে নাও। [১৯৪৬]

১৯৩৪. *আল-মাওরিদ ঃ ৬১।*

১৯৩৫. *শুকয়র ঃ নং- ৪১, ৮৭।*

১৯৩৬. *Burckhardt. No-411.*

১৯৩৭. *সুবল ঃ ১৪৩।*

১৯৩৮. *প্রাগুক্ত।*

১৯৩৯. *Dev-926.*

১৯৪০. *আশরাফ সিদ্দীকী ঃ ২৬১।*

১৯৪১. *প্রাগুক্ত।*

১৯৪২. *প্রবাদমালা ঃ ২/১১।*

১৯৪৩. *প্রাগুক্ত ঃ ২/৩।*

১৯৪৪. *প্রাগুক্ত।*

১৯৪৫. *সিদ্দিকী ঃ ২৬১।*

Dhaka University Institutional Repository

১৪. ফার্সী ঃ আগে মাপো, পরে কাটো।[১৯৪৭]

১৫. মালয়ালাম ঃ লাফ মারিবার পূর্বে জায়গা দেখ।[১৯৪৮]

১৬. রুস ঃ দশবার মাপিবার পর একবার কাটো।[১৯৪৯]

১৭. রুস ঃ গাছটি ভালো কি মন্দ তাহা জানিয়া তাহার ছায়াতে বসিও।[১৯৫০]

১৮. হিন্দী ঃ নৌকা ডোবার পূর্বেই আবহাওয়ার অবস্থা জেনে নাও।[১৯৫১]

১৯. আইরিশ ঃ ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না।[১৯৫২]

[১৯৪৬]. *সিদ্দিকী ঃ ২৬১।*

[১৯৪৭]. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ৫৭।*

[১৯৪৮]. *প্রবাদমালা ঃ ২/২৯।*

[১৯৪৯]. *প্রাগুক্ত ঃ ২/৫৫।*

[১৯৫০]. *প্রাগুক্ত ঃ ২/৫৪।*

[১৯৫১]. *সিদ্দিক ঃ ২৬১।*

[১৯৫২]. *প্রবাদ মালা ঃ ২।*

Dhaka University Institutional Repository

৮৫. মৃত্যু

মৃত্যু মানুষের শুধু নয়। পৃথিবীর সকল প্রাণীর জন্যে অবধারিত বিধি। এটাকে কেউ লংঘন করতে পারেনি, পারেবওনা। জন্মিলে মরতে হবে এটাই পৃথিবীর বিধান। যার যেথায় মৃত্যু আছে। যেকোন প্রকারে হোক তাকে সেখানে পৌঁছতেই হবে। নিম্নের বিভিন্ন ভাষার প্রবাদগুলো এ কথাটির সত্যায়ন করছে।

১. আরবী ঃ إلي حل القدر عمي البصر ভাগ্যের নির্ধারিত সময়ে চোখ অন্ধ হয়।[১৯৫৩]

২. আরবী ঃ إذا وقع القدر عمي البصر ভাগ্যের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলে চোখ অন্ধ হয়।[১৯৫৪]

৩. আরবী ঃ إذا جاء الحين غطي العين যখন (মৃত্যুর) সময় ঘনিয়ে আস তখন চোখ বন্ধ হয়ে আসে।[১৯৫৫]

৪. আরবী ঃ إذا جاء القدر عشي البصر যখন ভাগ্যের সিদ্ধান্ত আসে চোখ অন্ধ হয়ে আসে।[১৯৫৬]

৫. আরবী ঃ إذا حان القضا ضاق الفضاء যখন মৃত্যু আসে তখন পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে আসে।[১৯৫৭]

৬. আরবী ঃ إذا جاء أجل البعير جال حول البئر উটের যখন মৃত্যু আসে কুপের চারিদিকে ঘুরতে থাকে।[১৯৫৮]

৭. আরবী ঃ ابن يومين ما يعيش تلاته যার বয়স দু'দিন নির্ধারিত সে তৃতীয় দিন বেঁচে থাকবেনা।[১৯৫৯]

৮. আরবী ঃ الحذر ما يمنع القدر ভীতি ভাগ্যকে (মৃত্যু)প্রতিহত করতে পারেনা।[১৯৬০]

৯. আরবী ঃ الحذر ما يرد القدر ভীতি ভাগ্য (মৃত্যু)কে বিতাড়িত করতে পারেনা।[১৯৬১]

১০. আরবী ঃ الحذر ما يمنعش قدر ভীতিভাগ্য (মৃত্যু)কে প্রতিহত করতে পারেনা।[১৯৬২]

১১. আরবী ঃ الموت بأقارب العبد মৃত্যু বান্দার ঘারে চেপে আছে।[১৯৬৩]

[১৯৫৩]. *জুহায়মান ঃ ১/১২২ ।*

[১৯৫৪]. *কিনদীল ঃ ১৬ ; শুকয়র ঃ ১০ ।*

[১৯৫৫]. *ময়দানী ঃ ১/২০ ; জামহারা ঃ ১/১১৮ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ১/১২৩ ; ইবন সাল্লাম ঃ ৩২৬ ।*

[১৯৫৬]. *জামহারা ঃ ১/১১৮ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ১/১২৩ ; ইবন সাল্লাম ঃ ৩২৬ ।*

[১৯৫৭]. *ময়দানী ঃ ১/৬০ ।*

[১৯৫৮]. *মুনজিদ ঃ ১১৭২ ; আল-মুনজিদ ঃ ৯৭৯ ।*

[১৯৫৯]. *কিনদীল ঃ ১৪ ; তয়মূর ঃ ৭ ; শুকরী ঃ ১ ।*

[১৯৬০]. *শুকয়র ঃ ৭৮ ; বাজূরী ঃ ৮ ।*

[১৯৬১]. *আবূদী ঃ ৭০ ।*

[১৯৬২]. *তয়মূর ঃ ১০৫ ।*

[১৯৬৩]. *'আবূদী ঃ ৩৩৮ ।*

Dhaka University Institutional Repository

১২. আরবী ঃ المـوت كأس ودايـرع النـاس — মৃত্যু মানুষের মাঝে ঘুর্ণায়মান পান পাত্র।[১৯৬৪]

১৩. আরবী ঃ المـوت يبجى علي أهون سبب — মৃত্যু সামান্য কারণেও আসে।[১৯৬৫]

১৪. আরবী ঃ دنيا و اخرتها .الموت — দুনিয়ার শেষ পরিণত হলো মৃত্যু।[১৯৬৬]

১৫. আরবী ঃ موت كأس كل نفس شارب — সকল প্রাণী মৃত্যুর পেয়ালা পান করবে।
قبر بيت كل نفس داخل — কবর বাটীতে সকল প্রাণী প্রবেশ করবে।[১৯৬৭]

১৬. বাংলা ঃ জন্ম মৃত্যু, বিবাহ এই তিন নিয়ে বিধাতা।[১৯৬৮]

১৭. বাংলা ঃ যার নিয়তি যেখানে সে খন্ডাবে সেখানে।[১৯৬৯]

১৮. বাংলা ঃ মরণকালে ঔষধ নাই।[১৯৭০]

১৯. বাংলা ঃ যার মরণ যেখানে নাও ভাড়া করে যায় সেখানে।[১৯৭১]

২০. বাংলা ঃ নিদানের বিধান নাই।[১৯৭২]

২১. বাংলা ঃ মরনের ধরণ নাই।[১৯৭৩]

২২. বাংলা ঃ যমের বাড়ীর পথ সকলেই চেনে।[১৯৭৪]

২৩. বাংলা ঃ মরণ যখন লিখেছে বিধি কাদা মেখে কি করবে দিদি।[১৯৭৫]

২৪. সার্ব্বিয়ঃ সকল দুঃখের জন্য মৃত্যুই মলম।[১৯৭৬]

১৯৬৪. *শুকয়র ঃ ৫১ ; বাজুরী ঃ ৩৭ ; কিনদীল ঃ ৩৯।*

১৯৬৫. *কিনদীল ঃ ৩৯।*

১৯৬৬. *কিনদীল ঃ ২৫।*

১৯৬৭. *বহুল প্রচলিত আরবী প্রবাদ।*

১৯৬৮. *হাবীব ঃ ৮০।*

১৯৬৯. *প্রাগুক্ত।*

১৯৭০. *প্রাগুক্ত।*

১৯৭১. *প্রাগুক্ত।*

১৯৭২. *প্রাগুক্ত।*

১৯৭৩. *প্রাগুক্ত।*

১৯৭৪. *প্রাগুক্ত ঃ ৮১।*

১৯৭৫. *প্রাগুক্ত।*

১৯৭৬. *প্রবাদমালা ঃ ৪৩।*

Dhaka University Institutional Repository

২৫. হিব্রু ঃ জীবনটা মানুষকে ধার দেয়া হয়; মৃত্যু হচ্ছে পাওনাদার- তাই সে একদিন দাবী করে বসে।[১৯৭৭]

২৬. তুর্কি ঃ মৃত্যু একটি কালো উট যাত্রী তুলে নেয়ার জন্যে দুয়োরে দুয়োরে পিঠ পেতে দেয়।[১৯৭৮]

২৭. গ্রীক ঃ মৃত্যু হলো ঋণ এ ঋণ শোধ করতেই হবে। [১৯৭৯]

২৮. আইরিশঃ মৃত্যু জগতের রাজা। গরীবের সবচেয়ে ভালো কবরেজ মৃত্যু।[১৯৮০]

২৯. ইদ্দিশঃ ধনীরা যদি তাদের মরবার জন্যে লোক ভাড়া করতে পারত গরিবদের তাহলে বিস্তর আয় হত।[১৯৮১]

৩০ হাঙ্গেরিয়ঃ মরার আগে কেউ সুখী নয়।[১৯৮২]

৩১.বুলগেরিয়ঃ মৃত্যু সদাই সত্য কথা বলে।[১৯৮৩]

৩২.রুমানীয়ঃ মানুষের জীবন যেন ছেলের হাতে ডিম।[১৯৮৪]

৩৩.রুমানীয়ঃ দেবতারা যাকে ভালোবাসেন সে অল্প বয়সেই মারা যায়।[১৯৮৫]

৩৪. উর্দু ঃ মৃত্যু করেনা পরোয়া হাকিমকে।[১৯৮৬]

৩৫. পাঞ্জাবীঃ মৃত্যু আর খদ্দের কখন আসবে কেউ বলতে পারেনা।[১৯৮৭]

৩৬. তেলুগু ঃ মৃত্যু একবারের বেশী আসেনা।[১৯৮৮]

৩৭. রুস ঃ মরিবার জন্যে প্রস্তুত হও কিন্তু চাষে অবহেলা না হয়।[১৯৮৯]

৩৮. রুস ঃ মৃত্যু একবার বৈ দু'বার নয়।[১৯৯০]

[১৯৭৭]. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ৭৪।*

[১৯৭৮]. *প্রাগুক্ত ঃ ৮২।*

[১৯৭৯]. *প্রাগুক্ত ঃ ৯৯।*

[১৯৮০]. *প্রাগুক্ত ঃ ১১৭।*

[১৯৮১]. *প্রাগুক্ত ঃ ১৪৭।*

[১৯৮২]. *প্রাগুক্ত ঃ ১৯৯।*

[১৯৮৩]. *প্রাগুক্ত ঃ ২০৬।*

[১৯৮৪]. *প্রাগুক্ত ঃ ২১৩।*

[১৯৮৫]. *প্রাগুক্ত।*

[১৯৮৬]. *প্রাগুক্ত ঃ ২৪১।*

[১৯৮৭]. *প্রাগুক্ত ঃ ২৫৬।*

[১৯৮৮]. *প্রাগুক্ত ঃ ২৭২।*

[১৯৮৯]. *প্রাগুক্ত ঃ ৫৯।*

Dhaka University Institutional Repository

৩৯. রুস ঃ না ডাকতেই সাড়া দেয় মৃত্যু ।[১৯৯১]

৪০. রুস ঃ মৃত্যুও বিনা পয়সায় মেলেনা জীবনটাই তাকে দি'তে হয়।[১৯৯২]

৪১. ইংরেজীঃ Those who are born must die.[১৯৯৩]

৪২. ইংরেজীঃ Death deep no calender.[১৯৯৪]

৪৩. ইংরেজীঃ Death squares all accounts.[১৯৯৫]

৪৪. ইংরেজীঃ Death quits all scores.[১৯৯৬]

৪৫. ইংরেজীঃ Death dealeth doubtfully.[১৯৯৭]

৪৬ ইংরেজীঃ Death devours lambs as well as sheep.[১৯৯৮]

৪৭. ইংরেজীঃ Death is the grand leveller.[১৯৯৯]

৪৮. ইংরেজীঃ Death when it comes will have no donial.[২০০০]

৪৯. Sudan: Death never comes twice.[২০০১]

৫০. Sudan: Only the rich fear Death.[২০০২]

৫১. Sudan: Death once arrived, does not go away.[২০০৩]

৫২. Namibia: Death will not forget you.[২০০৪]

[১৯৯০]. *প্রাগুক্ত ঃ ৬০।*

[১৯৯১]. *প্রাগুক্ত ঃ ১৯০।*

[১৯৯২]. *প্রাগুক্ত।*

[১৯৯৩]. *Dev-930.*

[১৯৯৪]. *Wordsworth : 140.*

[১৯৯৫]. *Ibid.*

[১৯৯৬]. *Ibid.*

[১৯৯৭]. *Ibid.*

[১৯৯৮]. *Ibid.*

[১৯৯৯]. *Ibid.*

[২০০০]. *Ibid.*

[২০০১]. *Knappert ; 32.*

[২০০২]. *Ibid.*

[২০০৩]. *Ibid.*

Dhaka University Institutional Repository

৫৩. Zulu: Man dies easily.[২০০৫]

৫৪. Zulu: Death is a guzzler: he takes both the fresh beer and the old.[২০০৬]

৫৫. Swahili: Death gives no warning and no delay.[২০০৭]

৫৬. Congo: Death is like a thief he never announces his visit.[২০০৮]

৫৭. Congo: The end of the world is death.[২০০৯]

৫৮. Congo: Death has no preference.[২০১০]

৫৯. Zambia: It is the silent lion that is stalking you.[২০১১]

৬০. Dama: Death is like a spoilt child : he gets everything.[২০১২]

৬১. Kumbundu: Death shakes us off like the wind shakes the leaves from the trees.[২০১৩]

৬২ North Africa: Dying is a man's most frightening experience.[২০১৪]

৬৩. South Africa: Only death is just.[২০১৫]

<u>৮৬. মশামারতে কামান দাগা / ছোট কাজের বড় আয়োজন।</u>

অনেক সময় মানুষ ছোট কাজের জন্যে বিরাট আয়োজন করে থাকে। যা আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। জনসমাজে এমন বিষয় হাস্যকর হয়। তখন মানুষ ইয়ার্কি ছলে নিম্নের প্রবাদগুলো বলে থাকে।

[২০০৪]. *Knappert ; 30.*

[২০০৫] *Ibid.*

[২০০৬]. *Ibid.*

[২০০৭]. *Ibid 31.*

[২০০৮]. *Ibid.*

[২০০৯]. *Ibid.*

[২০১০]. *Ibid.*

[২০১১]. *Ibid.*

[২০১২]. *Ibid 32.*

[২০১৩]. *Ibid.*

[২০১৪]. *Ibid.*

[২০১৫]. *Ibid.*

Dhaka University Institutional Repository

১. আরবী ঃ الميت كلب و الجنازة حراقة। কুকুর হলো মুর্দা তার জন্যে আবার গরম খাটকি।[২০১৬]

২. আরবী ঃ الميت كلب و الجنازةحامية। কুকুর হলো লাশ তার জন্যে আবার গরম খাটকি।[২০১৭]

৩. আরবী ঃ إذا يموت الميت أطول كراعينوا। মানুষ মরে গেলে তার পা লম্বা হয় (মুসিল)।[২০১৮]

৪. আরবী ঃ الميت من يموت تصير كراعينه। যে মরে তার পা লম্বা হয় (বাগদাদ)।[২০১৯]

৫. আরবী ঃ الجنازة حامية و الميت فار। লাশ হলো ইঁদুর তার জন্যে আবার গরম খাটকি (মরক্কো)।[২০২০]

৬. বাংলা ঃ নখের ছিদ্রে কুড়াল লাগান।[২০২১]

৭. বাংলা ঃ মশা মারতে কামান দাগা।[২০২২]

৮. বাংলা ঃ বেঙ মারতে সোনার কাড়।[২০২৩]

৯.ইংরেজীঃ To crush a butterfly on a wheel.[২০২৪]

১০. ইংরেজীঃ To take a hammar to spread a plaster.[২০২৫]

১১. ইংরেজীঃ To sand for a hatchet to break open an egg with.[২০২৬]

১২.ওলন্দাজঃ ঢাক বাজাইয়া খরগোশ ধরা।[২০২৭]

১৩ চীনা ঃ পাখি মারতে কামান দাগা।[২০২৮]

২০১৬. *কিনদীল ঃ ১৮৯।*

২০১৭. *আল-আসূজী ঃ আল-আমছালুস সাইরা ওয়াল আকওয়ালুদ দাইরা ইনদা আওলাদিল আবর; লন্ডন ১৮৮৩,৯২,১৮২।*

২০১৮. *হুযালী ঃ ১/৩৭।*

২০১৯. *জালাল-হানফী ঃ ২/১২৪।*

২০২০. *কিনদীল ঃ ১৮৯।*

২০২১. *সরল ঃ ১৩২।*

২০২২. *দেব ঃ ৯৩৬ ; বিশ্বের প্রবাদ ঃ ২২০ ; নূতন ঃ ১৫৭৬ ; সরল ঃ ৯১ ; ১৪৯, বাংলার লোক সাহিত্য চর্চা ঃ ৬০।*

২০২৩. *সুবল ঃ ১৩২।*

২০২৪. *Dev.936.*

২০২৫. *Ibid.*

২০২৬. *Ibid.*

২০২৭. *প্রবাদমালা ঃ ২/১৩।*

২০২৮. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ২৪।*

Dhaka University Institutional Repository

১৪. জাপানী ঃ করবে মুরগী জবাই, তার আবার তলোয়ার চাই।[২০২৯]

১৫.মারাঠী ঃ কফ সারাতে গলা কাটা।[২০৩০]

১৬.দ্রাবিড় ঃ ইঁদুর ধরিতে পর্ব্বত পাড়িবে নাকি?[২০৩১]

১৭. দ্রাবিড়ঃ নেংটে মারিবার সময় জয়ঢাক বাজাতে হবে।[২০৩২]

৮৭. মধ্যমপন্থা

সব জিনিসে অতি বেশী আবার অতি কম দু'টোই খারাপ। এ দু'টোর মাঝামাঝিটাই সর্বোত্তম। নিচের প্রবাদগুলোতে এ বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে।

১. আরবী ঃ خير الأمور أوسط — মধ্যম বিষয় সর্বোত্তম।[২০৩৩]

২. আরবী ঃ خير الأمور اوسطها — মধ্যম বিষয় সর্বোত্তম।[২০৩৪]

৩. আরবী ঃ خير الأمور أوسطه — মধ্যম বিষয় সর্বোত্তম।[২০৩৫]

৪. আরবী ঃ لا تكن حلوا فتسترط ولا مرا فتعقي — অতি মিষ্টি হয়োনা চুষে খাবে। অতি তিক্ত হয়োনা উগলিয়ে ফেলবে।[২০৩৬]

৫. আরবী ঃ لاتكن حلوا فتؤكل ولا مرا فتلفظ — অতি মিষ্টি হয়োনা খাওয়া হবে, অতি তিতা হয়োনা উগলিয়ে ফেলবে।[২০৩৭]

৬. আরবী ঃ لا تكن رطبا فتعصر ولا يابسا فتكسر — অতো তাজা হয়োনা রস নিংড়াবে, এতো শুকনো হয়োনা ভেঙ্গে খাবে।[২০৩৮]

৭. বাংলা ঃ অতি বাড় বেড়ো নাকো ঝড়ে ভাঙ্গবে মাথা

২০২৯. *প্রাগুক্ত ঃ ৯।*

২০৩০. *প্রাগুক্ত ঃ ২৫০।*

২০৩১. *প্রবাদমালা ঃ ২/৩১।*

২০৩২. *প্রাগুক্ত ঃ ২/৩৫।*

২০৩৩. *কিনদীল ঃ ২৬৬ ; শুকয়র ঃ ২৩।*

২০৩৪. *আবূদী ঃ ৮৬ ; জুহায়মান ঃ ১/৩২৭।*

২০৩৫. *জামহারা ঃ ৪১৯ ; ইবন সাল্লাম ঃ ২২০ ময়দানী ঃ ১/২৪৩ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ২/৭৭ ; আল-বকরী ঃ ৩১৭ ; আল-ফাইক ঃ ২/২১১ ; আল-মুনজিদ ঃ ৯৮৫ ; মুনজিদ ঃ ১১৮২।*

২০৩৬. *আল- ইকদুল-ফরীদ ঃ ২১৭।*

২০৩৭. *প্রাগুক্ত ; ময়দানী ঃ ২/২৩২ ; ২/২৫৮ ; আল-বকরী ঃ ৩১৬।*

২০৩৮. *মুনজিদ ঃ ১১৯০ ।*

Dhaka University Institutional Repository

অতি ছোট হয়ো নাকো ছাগলে খাবে পাতা।[২০৩৯]

৮. বাংলা ঃ সব জিনিসের মাঝারি ভাল।[২০৪০]

৯. বাংলা ঃ তিনেও নাই তেরতেও নাই।[২০৪১]

১০. বাংলা ঃ সাতেও নাই পাঁচেও নাই।[২০৪২]

১১. বাংলা ঃ ছিপেও নাই বড়শীতেও নয়।[২০৪৩]

১২. বাংলা ঃ ধারেও না ধারারও না।[২০৪৪]

১৩. বাংলা ঃ রাজারও রায়ত নই সাধুরও খাতক নই।[২০৪৫]

৮৮. যুগের পরিবর্তন

Time and tide wait for none যুগ পরিবর্তনশীল। যুগের আবর্তে সব কিছু বদলে যাচ্ছে। যুগ শিশুকে বার্ধ্যক্যে অতপর কবরে প্রবেশ করাচ্ছে। অনুঢ়াকে নবূঢ়া সধবাকে বিধবা বানাচ্ছে এযুগ। এযুগ ধনীকে গরীব, গরীবকে ধনী, রাজাকে ফকীর, এবং ফকীরকে রাজা বানাচ্ছে। যুগের এ বিচিত্র ধরনের আচরণ প্রকাশ পেয়েছে নিম্নের প্রবাদগুলো

১. আরবী ঃ كـــل ذات بعل ستئيم প্রত্যেক সধবা বিধবা হবে ।[২০৪৬]

২. আরবী ঃ بنعد الأيام و الأيام بتعدنا আমরা কালের গণনা করি আর কাল আমাদের গণনা করে।[২০৪৭]

৩. আরবী ঃ من يجتمع يتقعقع عمده যার বয়স বাড়ে তার মেরুদন্ড নড়বড়ে হয়।[২০৪৮]

২০৩৯. *পাঠান ঃ ১৮৯ ; হাবীব ঃ ১০৮ ; সরল ঃ ১৩৪ ; নূতন ঃ ১৫৩১ ; বাংলা প্রবাদ ঃ ১।*

২০৪০. *হাবীব ঃ ১৫৮।*

২০৪১. *প্রাগুক্ত।*

২০৪২. *প্রাগুক্ত।*

২০৪৩. *প্রাগুক্ত।*

২০৪৪. *প্রাগুক্ত।*

২০৪৫. *প্রাগুক্ত।*

২০৪৬. *ময়দানী ঃ ২/১৩৩ ; জামহারা ঃ ২/১৫৭ ; আল- মুস্তাক্সা ঃ ২/২২৬ ; আল-ইকদুল ফরীদ ঃ ২৩৪ ; ইবন সাল্লাম ঃ ৩৩৫ ; আল-বক্রী ঃ ৪৬১।*

২০৪৭. *কিনদীল ঃ ২১।*

২০৪৮. *ময়দানী ঃ ২/৩১২ ; জামহারা ঃ ২/২৭৩ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ২/২৬ ; আল-ফাখির ঃ ২৬৪ ; ইবন সাল্লাম ঃ ৩৩৬ ; আল-ইকদুল ফরীদ ঃ ২৩৪।*

Dhaka University Institutional Repository

৪. আরবী ঃ من يـر يـوما يـريه যে একদিন দেখবে তাকে আরো দেখানো হবে।[২০৪৯]

৫. আরবী ঃ إن تعش يوماً تر مالم تره যদি তুমি একদিনও জীবিত থাক তাহলে এমন কিছু দেখতে পাবে যা তুমি আর দেখনি।[২০৫০]

৬. আরবী ঃ لم يفت من لم يمت যে মরেনি সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি।[২০৫১]

৭. আরবী ঃ كم من صغير انتشي بأي الكبيرايده যুগের আবর্তে অনেকেই ছোট বড় হয়েছে।[২০৫২]

৮. বাংলা ঃ কালে সব করে।[২০৫৩]

৯. বাংলা ঃ কালেতেই লয় পায়।[২০৫৪]

১০. বাংলা ঃ কাল যায়না জল যায়।[২০৫৫]

১১. বাংলা ঃ সময় কাহারো নয়।[২০৫৬]

১২. বাংলা ঃ জোয়ারের জল কতক্ষণ।[২০৫৭]

১৩. বাংলা ঃ জোয়ারের পানি নারীর যৌবন, কখন আছে কখন নাই।[২০৫৮]

১৪. উৎকলঃ সব দিনে নাহি রয় নবীন যুবতী সব নিশা নহে কভু, পূর্ণ চন্দ্রবতী।[2059]

১৫. Younde: The days will change.[২০৬০]

৮৯. যেখানে যেমন

২০৪৯. ময়দানী ঃ ২/৩০৪ ; জামহারা ঃ ২/২৭২ ; আল-ফাখির ঃ ১৫২ ; ইবন সাল্লাম ঃ ৩৩৪ ; আল-মুস্তাকসা ঃ ২/৩৬১ ; আল-বকরী ঃ ৪৬১।

২০৫০. ময়দানী ঃ ১/৫৭ ; আল-মুস্তাকসা ঃ ১/৩৭১ ; ইবন সাল্লাম ঃ ৩৩৪।

২০৫১. ময়দানী ঃ ২/১৮১ ; জামহারা ঃ ২/১৯৮ ; আল-মুস্তাকসা ঃ ২/২৯৫ ; ইবন সাল্লাম ঃ ৩৩৭।

২০৫২. কিনদীল ঃ ১৮৪ ; তয়মুর ঃ ৩৩২ ; শুকয়র ঃ ৬ ; শুকরী ঃ ৬২।

২০৫৩. হাবীব ঃ ২৮।

২০৫৪. প্রাগুক্ত।

২০৫৫. প্রাগুক্ত।

২০৫৬. প্রাগুক্ত।

২০৫৭. প্রাগুক্ত ঃ ২৯।

২০৫৮. প্রাগুক্ত ঃ ২৯, ৩০।

২০৫৯. *Knappert. P. 44.*

২০৬০. প্রবাদমালা ঃ ২/৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

যে দেশের কৃষ্টি কালচার যেমন সে অনুযায়ীই একজন বিদেশীর চলা উচিৎ। অন্যথায় ঐ এক ব্যক্তির জন্যে আচার অনুষ্ঠানে বিঘ্ন ঘটতে পারে। তাছাড়া একাকী নিজের দেশের মত করে চললে বেমানান দেখায়। নিম্নের প্রবাদগুলোতে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে।

১. আরবী ঃ	إذا كنت في قوم فأحلب في إنائهم	তুমি যে সম্প্রদায়ের কাছে থাকবে তাদের দুধের পাত্রেই তুমি দুধ দোহন করবে।[২০৬১]
২. আরবী ঃ	إن لقيت بلد تعبد عجل حش برسم وادي له	যদি কোন শহরে গিয়ে দেখো তারা বাছুর পূজা করছে তাহলে সে এলাকার অনুসরণ কর।[২০৬২]
৩. আরবী ঃ	إن رأيت بلد تعبد عجل حش و أطعمه	যদি কোন শহরের লোককে পূজা করতে দেখ তুমিও তাই করো এবং তাকে খাওয়াও। [২০৬৩]
৪. আরবী ঃ	غن لقيت بلد تطعم طور حش و اطعمه	যদি কোন শহরের লোককে তূর পাহাড়কে খাওয়াতে দেখ তাহলো তুমিও তাই কর।[২০৬৪]
৫. আরবী ঃ	إذا وجدتهم يعبدوا العجل فعليك بالحشيش	যদি তুমি তাদেরকে বাছুর পূজা করতে দেখ তখন তোমারও তাই করা উচিৎ (মরক্কো আল জিরিয়া)।[২০৬৫]

৬. বাংলা ঃ যেই দেশের যেই ভাও, উপুর কইর‍্যা নাও বাও। [২০৬৬]

৭. বাংলা ঃ যেই দেশে যেই ভাও নাও মাথাত দিয়া পাতলা বাও।[২০৬৭]

৮. বাংলা ঃ যস্মিন দেশে যদাচার, কাছা খুলে নদী পাড়।[২০৬৮]

৯. বাংলা ঃ যেখানে যেমন, সেখানে তেমন।[২০৬৯]

১০. বাংলা ঃ দেশগুণে বেশ ।[২০৭০]

[২০৬১]. *ময়দানী ঃ ১/৬০ ; আল-মাওরিদ ঃ ৯৬।*

[২০৬২]. *কিন্দীল ঃ ২৯০।*

[২০৬৩]. *বাজুরী ঃ ৩০ ; নাত্তম শুকয়র ঃ ৬৮।*

[২০৬৪]. *শুকরী ঃ ২১।*

[২০৬৫]. *কিন্দীল ঃ ২৯০।*

[২০৬৬]. *পাঠান ঃ ২৩৭।*

[২০৬৭]. *প্রাগুক্ত।*

[২০৬৮]. *প্রাগুক্ত।*

[২০৬৯]. *প্রাগুক্ত ঃ ২৩৬ ; সুবল ঃ ১৭৪ ; সরল ঃ ১৩৯৬ ; হাবীব ঃ ২।*

[২০৭০]. *হাবীব ঃ ২।*

Dhaka University Institutional Repository

১১.ইংরেজী ঃ When you are at rome do as the Romans do.[2071]

১২. ইংরেজীঃ Do in rome as Rome does.[2072]

১৩. ইংরেজীঃ When thou art at Rome, thou must do as Rome does.[2073]

১৪. ইংরেজীঃ All things to all men.[2074]

১৫. তুর্কি ঃ অন্ধের দলে তুমিও তোমার চোখ বন্ধ কর।[২০৭৫]

১৬. রুস ঃ নেকড়ের সঙ্গে থাকিতে হইলে নেকড়ের মত চিৎকার কর।[২০৭৬]

৯০. যেমন তেমন

যে বিষয়ের জন্যে যেটা প্রযোজ্য সেখানে সেটার প্রয়োগ হওয়াটাই বাঞ্চনীয়। এভাবার্থটি প্রকাশ পাচ্ছে নিম্নের বিভিন্ন ভাষার প্রবাদগুলোতে।

১. আরবী ঃ العصي لن عصي ।। নাফরমানীর জন্যে লাঠিই যথেষ্ট।[২০৭৭]

২. বাংলা ঃ যেমন পাপ তেমন প্রায়শ্চিত্ত।[২০৭৮]

৩. বাংলা ঃ যেমন বাঁদী তেমন চরকা।[২০৭৯]

৪. বাংলা ঃ যেমন কর্ম তেমন ফল।[২০৮০]

৫. বাংলা ঃ যেমন কুকুর তেমন মুগুর।[২০৮১]

৬. বাংলা ঃ যেমন বুনো ওল তেমন বাঘা তেতুল।[২০৮২]

২০৭১. *Santhi ; 32.*

২০৭২. *সরল ঃ ১৩৯৬।*

২০৭৩. *আল-মাওরিদ ঃ ৯৬।*

২০৭৪. *সরল ঃ ১৩৯৬।*

২০৭৫. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ৯০।*

২০৭৬. *প্রবাদমালা ঃ ২/৫৬।*

২০৭৭. *আল-মাওরিদ ঃ ৮৭।*

২০৭৮. *হাবীব ঃ ১১।*

২০৭৯. *প্রাগুক্ত।*

২০৮০ *প্রাগুক্ত ঃ ১২।*

২০৮১. *সুবল ঃ ১৭৬ ; মর্টন ঃ ১৬১ ; হাবীব ঃ ১১।*

২০৮২. *হাবীব ঃ ১১ ; দেব ঃ ৯৩৮ ; প্রবাদমালা ঃ ২/২৩।*

Dhaka University Institutional Repository

৭. বাংলা ঃ যেমন পাপ তেমন তাপ ।[২০৮৩]

৮. বাংলা ঃ যেমন দেয় তেমন পায় ।[২০৮৪]

৯. বাংলা ঃ যেমন ভাব তেমন লাভ ।[২০৮৫]

১০. বাংলা ঃ যেমন মতি তেমন গতি ।[২০৮৬]

১১. বাংলা ঃ যেমন রোগ তেমন ওঝা ।[২০৮৭]

১২. ইংরেজী ঃ Like saint like offering .[2088]

১৩. ইংরেজী ঃ Strong diseases requreth a strong medicine.[2089]

১৪. ইংরেজী ঃ Desperate diseases need desperate remdies .[2090]

১৫. ইংরেজী ঃ An antidote is strong as the poison .[2091]

১৬. ইংরেজী ঃ As the evil, so is the renedy.[2092]

১৭. ইংরেজী ঃ Like master like man.[2093]

১৮. ইংরেজী ঃ Like priest, like people.[2094]

১৯.Congo: Say thank you so you may get more[2095].

২০.ল্যাটিন ঃ Extremis malis extrema remedia.[2096]

২০৮৩. *হাবীব ঃ ১১ ।*

২০৮৪. *প্রাগুক্ত ঃ ১২ ।*

২০৮৫. *প্রাগুক্ত ।*

২০৮৬. *প্রাগুক্ত ।*

২০৮৭. *প্রাগুক্ত ঃ ১১ ।*

২০৮৮. *সুবল ঃ ১৭৬ ।*

২০৮৯. *আল-মাওরিদ ঃ ৩০ ।*

২০৯০. *প্রাগুক্ত ।*

২০৯১. *Dev-738 .*

২০৯২. *Ibid.*

২০৯৩. *সুবল : ১৭৬ ।*

২০৯৪. *প্রাগুক্ত ।*

২০৯৫. *Knappert 37.*

২০৯৬. *আল-মাওরিদ : ৩১ ।*

Dhaka University Institutional Repository

২১.উর্দু ঃ جیسے کو تیسے যোকে যেমন।[২০৯৭]

২২.সংস্কৃত ঃ শঠে শ্যাঠাং সমাচরে ।[২০৯৮]

২৩. উর্দু ঃ اندھا امام ٹوٹي مسجد যেমন অন্ধ ইমাম তেমন ভাঙ্গা মসজিদ।[২০৯৯]

২৪. উর্দু ঃ اندھا هادي بهرا مرشد যেমন অন্ধ পীর তেমন শিষ্য বধির ।[২১০০]

২৫. উর্দু ঃ اندھا بادشاہ لنگرا وزیر যেমন অন্ধ রাজা তেমন পঙ্গু মন্ত্রী,

کاٹھ کا گھوڑا لوہے کازین যেমন কাঠের ঘোড়া তেমন লোহার জিন।[২১০১]

২৬. উর্দু ঃ যেমন মজুর তেমনি মজুরী।[২১০২]

২৭. ফরাসী ঃ কড়া রোগের কড়া ঔষুধ।[২১০৩]

২৮. ফরাসী ঃ বিষম রোগের বিষম চিকিৎসা ।[২১০৪]

২৯. মালয়ী ঃ যেমন দাও বাও।তেমনি চলবে নাও।[২১০৫]

৩০. মালয়ী ঃ যেমন ঢোলক বাজে নাচও তেমন জমে।[২১০৬]

৩১. হিব্রু ঃ যেমন বাগান তেমন মালী।[২১০৭]

৩২.বুলগেরিয়ান ঃ জামাইটি যেমন মিষ্টি ছেলেটি তেমনি তেতো।[২১০৮]

৩৩. দ্রাবিড় ঃ যেমন জোড়ে আঘাত তেমনি গোলার প্রতিঘাত।[২১০৯]

[২০৯৭]. *সাঙ্গদী ঃ ১৩৩৯।*

[২০৯৮]. *সরল ঃ ১২৯৭ ; সরল ঃ ১৯১।*

[২০৯৯]. *আ গাসকার ঃ ২৬৬।*

[২১০০]. *প্রাগুক্ত ।*

[২১০১]. *প্রাগুক্ত ।*

[২১০২]. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ২৪৫।*

[২১০৩]. *প্রাগুক্ত ঃ ২৯।*

[২১০৪]. *প্রবাদমালা ঃ ২/২৩।*

[২১০৫]. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ২৮।*

[২১০৬]. *প্রাগুক্ত ।*

[২১০৭]. *প্রাগুক্ত ঃ ৭৯।*

[২১০৮]. *প্রাগুক্ত ঃ ২০৬।*

[২১০৯]. *প্রাগুক্ত ঃ ২/৩৮।*

Dhaka University Institutional Repository

৯১. যেমন গাছ তেমন ফল

বীজ অনুযায়ী যেমন গাছ হয়ে থাকে গাছ অনুযায়ী তেমনি ফল হয়ে থাকে। তাই এক গাছ থেকে অন্য রকম ফল আশা করা যায়না। নিম্নের মাছাল গুলোতে এচরম সত্য বিষয়টিই প্রকাশিত হয়েছে।

১. আরবী ঃ إنك لا تجني من الشوك العنب তুমি কাঁটা গাছ থেকে আঙ্গুরে ফল আহরণ করতে পারবেনা।[২১১০]

২. আরবী ঃ هل يجتنون من الشوك عنابا কাঁটা গাছ থেকে কি আঙ্গুর ফল আহরণ করা হয় ?[২১১১]

৩. আরবী ঃ من يزرع الشوك لا يحصد به العنب যে কাঁটা গাছের আবাদ করবে সে আঙ্গুর ফল লাভ করতে পারবেনা।[২১১২]

৪. আরবী ঃ لايثمر الشوك العنب কাঁটা গাছে আঙ্গুর ফলে না।[২১১৩]

৫. আরবী ঃ الحجر لا يبض পাথর থেকে পানি বের হয়না ।[২১১৪]

৬. বাংলা ঃ যেমন আবাদ করবে তেমন ফসল কাটবে।[২১১৫]

৭.ইংরেজীঃ As is the tree so is the fruit.[2116]

৮.ইংরেজীঃ A good tree is a good shelter. [2117]

৯.দিনামার ঃ পাপ বৃক্ষ রোপনে পাপ ফল লাভ।[২১১৮]

১০.উর্দু ঃ কাঁটা বুনলে আঙ্গুর পাবে না।[২১১৯]

১১.আইরিশঃ বিষলতা থেকে বিষফল ছাড়া কিছু পাবেনা।[২১২০]

২১১০. *আল-মুনজিদ ঃ ৯৭৭ ; মুনজিদ ঃ ১১৬৯।*

২১১১. *সিফর মাত্তা ৭ ঃ ১৬ ।*

২১১২. *মুনজিদ ঃ ১১৯০।*

২১১৩. *আল-মাওরিদ ঃ ৭৩।*

২১১৪. *প্রাগুক্ত ।*

২১১৫. *দেব ঃ ৯৩৮ ।*

২১১৬. *প্রাগুক্ত ।*

২১১৭. *Wordsworth. 644.*

২১১৮. *প্রবাদমালা ঃ ২/১৭।*

২১১৯. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ২৪৫ ।*

২১২০. *প্রাগুক্ত ঃ ১১৯।*

Dhaka University Institutional Repository

১২.সংস্কৃত : যথা বৃক্ষ তথা ফলন (যেমন গাছ গাছ তেমন ফল) [২১২১]

৯২. লোভ

যার যা আছে তার চাইতে বেশী আশা করাই লোভ। এটি মানুষের অসৎ গুণাবলীর একটি। এটি মানুষকে পাপের পথে পরিচালিত করে যার পরিণাম মৃত্যু পর্যন্তও হতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার প্রবাদগুলোতে লোভের পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

১. আরবী : الطمع غرار و عقباه خسار লোভ এক ধরনের প্রবঞ্চনা যার পরিণাম ক্ষতিগ্রস্থতা।[২১২২]

২. আরবী : رب طمع يهدي غلي طبع অনেক লোভ খারাপ স্বভাবের দিকে ধাবিত করে।[২১২৩]

৩. আরবী : الطمع ضر و ما نفع লোভে ক্ষতি বৈ লাভ নেই।[২১২৪]

৪. আরবী : يا واخذ كلنه يا فاتيه كله হে সব গ্রহণকারী ! তোমার সব ফওত হয়ে যাবে।[২১২৫]

৫. আরবী : من طمع الكل خسر الكل যে সব পাওয়ার লোভ করে সে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়।[২১২৬]

৬. আরবী : رب أمنية جلبت منية অনেক আশা মৃত্যু টেনে আনে।[২১২৭]

৭. আরবী : كطالب القرن فجدعت أذنه শিং অন্বেষণকারীর ন্যায় যে কান হারিয়ে আসে।[২১২৮]

৮. আরবী : ذهب الحمار يطلب قرنين
فعاد مصلوم الأذنين
গাধা গেল শিং আনতে হারিয়ে এলো কান।[২১২৯]

৯. আরবী : ذهبت النعامةتطلب قرنين
فرجعت مضلمة الأذنين
উটপাখী গেল শিং আনতে হারিয়ে এলো দু'কান'।[২১৩০]

[২১২১]. *সরল : ১৩০৩।*

[২১২২]. *আল-মাওরিদ : ৪৫।*

[২১২৩]. *ময়দানী : ১/৩০৮।*

[২১২৪]. *আল-মাওরিদ : ৪৫।*

[২১২৫]. *কিন্দীল : ১০১।*

[২১২৬]. *বহুল প্রচলিত প্রবাদ।*

[২১২৭]. *ময়দানী : ১/৩০২।*

[২১২৮]. *জামহারা : ২/১৫০ ; ময়দানী : ২/১৩৯ ; আল-মুস্তাক্সা : ২/২১৮ ; ইবন সাল্লাম : ২৫০ ; আল-বকরী : ৩৬১।*

[২১২৯]. *জামহারা : ২/১৫০।*

Dhaka University Institutional Repository

১০. আরবী ঃ الحرمان السائل فوق حقه مستحق প্রাপ্যের অধিক চাইলে যাচঞাকারী সম্পূর্ন বঞ্চিত হয়।[২১৩১]

১১. আরবী ঃ من سأل صاحبه فوق طاقته فقد استوجب الحرمان সাধ্যাতিরিক্ত কিছু চাইলে যাচঞাকারীর বঞ্চিত হওয়া ওয়াজিব হয়ে যায়।[২১৩২]

১৩. আরবী ঃ شر ما نال امرء مالم ينل অপ্রাপ্য বস্তুর আকাংখ্যাকারী সবচে্ নিকৃষ্ট ব্যক্তি।[২১৩৩]

১৪. আরবী ঃ شر ما رام امرؤ مالم ينل অপ্রাপ্য বস্তুর ঈপ্সাকারী সবচে নিকৃষ্ট ব্যক্তি।[২১৩৪]

১৫. আরবী ঃ المرء تـواق مـالم يـنال অপ্রাপ্য বস্তুর প্রতি মানুষে আগ্রহ বেশী।[২১৩৫]

১৬. আরবী ঃ سقط العشاء به علي سرحان রাতের খাবার অন্বেষণকারী নেকড়ের গুহায় পতিত হয়।[২১৩৬]

১৭. আরবী ঃ كالباحث عن الشـفرة খাদ্য অন্বেষণকারী গর্তে নিপতিত ব্যক্তির ন্যায়।[২১৩৭]

১৮. আরবী ঃ كمبتغي الصيد في عريسة الأسد সিংহের গুহায় শিকার অন্বেষণকারীর ন্যায়।[২১৩৮]

১৯. আরবী ঃ تقطع اعناق الرجـال المطامـع লোভ মানুষের গর্দান কর্তন করে।[২১৩৯]

২০. আরবী ঃ ابن آدم ما يملاش عينيه إلا كف تراب আদম সন্তানের চক্ষুদ্বয় এক মুষ্টি মাটি ছাড়া ভরে না (সিরিয়া)।[২১৪০]

২১. আরবী ঃ الإنسان تنتلي عينو إلا من حفنة أتغاب আদম সন্তানের চক্ষুদয় একমুষ্টি মাটি ছাড়া ভরেনা (মুসিল)।[২১৪১]

২১৩০. *আল-বকরী ঃ ৩৬১ ; মু'জামুল আমছাল ঃ ২/২১৬।*

২১৩১. *আল-'ইকদুল ফরীদ ঃ ২/২২৭।*

২১৩২. *আল-মুস্তাক্সা ঃ ২/৩৫৬ ; ইবন সাল্লাম ঃ ২৩৫ ; আল-বকরী ঃ ৩৪২।*

২১৩৩. *আল-'ইকদুল ফরীদ ঃ ২/২২৭।*

২১৩৪. *জামহারা ঃ ১/৫৪৬; ময়দানীঃ ১/৩৫৯ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ২/১৩০ ; আল-বকরী ঃ ৩৪১ ; ইবন সাল্লাম ঃ ২৩৫।*

২১৩৫. *আল-মুস্তাক্সা ঃ ১/৩৪৬ ; ইবন সাল্লাম ঃ ২৮৮ ; আল-বকরী ঃ ৪০৯।*

২১৩৬. *জামহারা ঃ ১৫/১৪ ; ময়দানী ঃ ১/৩২৮ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ২/১১৯ ; ইবন সাল্লাম ঃ ২৫০; আল-বকরী ঃ ৩৬২।*

২১৩৭. *জামহারা ঃ ১/৩৬৩ ; ময়দানী ঃ ২/১৫৭ ; ইবন সাল্লাম ঃ ২৫০ ; আল-বকরী ঃ ৩৬২।*

২১৩৮. *জামহারা ঃ ২/১৫০ ; ময়দানী ঃ ২/১৫৭ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ২/২৩২ ; ইবন সাল্লা ঃ ৩৫১ ; আল-বকরী ঃ ৩৬৩ ; আল-মুনজিদ ঃ ৯৭৩ ; মুনজিদ ঃ ১১৬৩।*

২১৩৯. *জামহারা ঃ ১/২৭৭ ; ময়দানী ঃ ১/১৪৩ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ২/৩০ ; ইবন সাল্লাম ঃ ২৮৮ ; আল-বকরী ঃ ৪০৮।*

২১৪০. *কিন্দীল ঃ ১৩ ; শুকয়র ঃ ৯ ; শুকরী ঃ ১।*

Dhaka University Institutional Repository

২২. আরবী ঃ ما تشبع عين إبن آدم إلا من حفنة تغاب — আদম সন্তানের চক্ষু একমুষ্ঠি মাটি ছাড়া তৃপ্ত হয়না (মিসর)।[২১৪২]

২৩. আরবী ঃ ما يملا عين ابن آدم إلا التراب — আদম সন্তানের চোখ মাটি ছাড়া ভরেনা (আলজিরিয়া, মরক্কো)।[২১৪৩]

২৪. আরবী ঃ ما يملا عين ابن آدام إلا التراب — আদম সন্তানের চক্ষু মাটি ছাড়া ভরেনা।[২১৪৪]

২৫. আরবী ঃ عز من قنع و ذل من طمع — অল্পে তুষ্ট ব্যক্তি সম্মানিত এবং লোভী অপমানিত হয়।[২১৪৫]

২৬. আরবী ঃ أخرج الطمع من قلب ينحل القيد من رجلك — অন্তর হতে লোভ বের করে দাও তোমার পা থেকে শৃংখল খুলে যাবে।[২১৪৬]

২৭.Sudan: Greed for the things of this world will keep the soul out of paradise.[2147]

২৮. বাংলা ঃ অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।[২১৪৮]

২৯. বাংলা ঃ অতি লোভে তাঁতি ডুবে।[২১৪৯]

৩০. বাংলা ঃ অধিক খেতে করে আশা তার নাম বুদ্ধিনাশা।[২১৫০]

৩১. বাংলা ঃ অতি আশ সর্বনাশ ।[২১৫১]

৩২. বাংলা ঃ খাচ্ছিল তাতী তাঁত বুনে কাল কল্লে এঁড়ে কিনে।[২১৫২]

৩৩. বাংলা ঃ লোভে পাপ পাপে মৃত্যু ।[২১৫৩]

২১৪১. *হুযালী ঃ ১/৬৩।*

২১৪২. *প্রাগুক্ত ঃ ২/৩৭৯ ; বাজুরী ঃ ১৮।*

২১৪৩. *ইবন শানব ঃ ২/২৬০ . 666.*

২১৪৪. *Burckhardt.No.194.*

২১৪৫. *কিন্দীল ঃ ৩২।*

২১৪৬. *Burckhardt.No.249.*

২১৪৭. *Knappert : 61*

২১৪৮. *কাজী ঃ ৮৮ ; বিশ্বের প্রবাদ ঃ ২১৮ ; প্রবাদমালা ঃ ১/১২ ; সরল ঃ ১৩০৬ ; নুতন ঃ ১৫৩২ ; বাংলা প্রবাদ ঃ ২ ; প্রগল্প ঃ ১০।*

২১৪৯. *ডঃ বরুণ কুমার ; বাংলার লোক সাহিত্য চর্চা ঃ ৬০ ; চারু চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও ভূতনাথ কুন্ডু ; পশ্চিম সীমান্ত বাংলার প্রবাদ ও গল্পের আবাদ ঃ অরণ্যালোক পত্রিকা ; ১ম বর্ষ ১ম সংকলন ঃ ১৩৮৬ ; প্রগল্প ঃ ১২; সুবল ঃ ৯ ; সরল ঃ ১৩০৬।*

২১৫০. *প্রবাদমালা ঃ ৩/২ ; নুতন ঃ ১৫৩৩*

২১৫১. *নুতন ঃ ১৫৩২।*

২১৫২. *নুতনঃ ১৫৪৯ ; প্রগল্প ঃ ২৮ ; সুবল ঃ ৪৯ ; সরল ঃ ১৩২৬।*

২১৫৩. *নুতন ঃ ১৫৮১ ; হাবীব ঃ ২৯৩ ; মর্টন ঃ ১০১।*

Dhaka University Institutional Repository

৩৪. ইংরেজী ঃ Avarice Leads to vice and vice leads to dead .[2154]

৩৫. ইংরেজী ঃ Avarice begets sin and sin begets death.[2155]

৩৬. ইংরেজী ঃ Grasp all lose all.[2156]

৩৭. ইংরেজী ঃ All covet, all lost.[2157]

৩৮. ইংরেজী ঃ Kill the goose that lays golden eggs.[2158]

৩৯. ইংরেজী ঃ Grasp at the shadow and lose the substance.[2159]

৪০.ওলন্দাজ ঃ মাটি দিয়ে মুখ ভর্তি না হওয়া পর্যন্ত লোভের শান্তি নাই ।[২১৬০]

৪১.দিনামার ঃ অধিক উচ্চে উঠিতে চেষ্টাই অধঃ পাতে যাইবার পথ ।[২১৬১]

৪২. দ্রাবিড় ঃ রাজহাঁসের চাইল শিখতে গিয়ে কাক আপনার চাইল পর্যন্ত ভুলে যায় ।[২১৬২]

৪৩. রুস ঃ দুটি খরগোশ শিকার করিলে একটাও কিন্তু ধরা হয়না ।[২১৬৩]

৪৪.ফরাসী ঃ অতি লোভে সব ডোবে ।[২১৬৪]

৪৫. ইদ্দিস ঃ গাধাটা শিং খুজতে গিয়ে কানকাটা হয়ে ফিরে এলো ।[২১৬৫]

৯৩. শেষ ভাল

কাজের শেষ পরিণতির উপরে সব নির্ভর করে। কাজের শুরুটা ভাল কিন্তু শেষটা যদি খারাপ হয় তাহলে সবকিছুই ভন্ডুল হয়ে যায়। কাজের শুরুটা খারাপ হলেও পরিণতি যদি ভাল হয় তাহলেও সেটা ভাল। প্রথম জীবনে সুখে কাটিয়ে শেষ জীবনে দুঃখ করার চাইতে প্রথম জীবনে কষ্ট করে শেষ জীবনে সুখ করাই জীবনের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। নিম্নের প্রবাদগুলোতে এ বিষয়টিই প্রতিভাত হয়েছে।

২১৫৪. *Dev-939.*

২১৫৫. *Ibid.*

২১৫৬ *Al-Maurid : 45.*

২১৫৭. *Dev-923.*

২১৫৮. *Ibid.*

২১৫৯. *Ibid.*

২১৬০. *প্রবাদমালা ঃ ১৪ ।*

২১৬১. *প্রাগুক্ত ঃ ১৫ ।*

২১৬২. *প্রাগুক্ত ঃ ৩৮ ।*

২১৬৩. *প্রাগুক্ত ঃ ৫৫ ।*

২১৬৪. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ১২৬ ।*

২১৬৫. *প্রাগুক্ত ঃ ১৪৯ ।*

Dhaka University Institutional Repository

১. আরবী ঃ الأعما ل بخواتيمها সকল কাজ শেষ পরিণামের উপর নির্ভরশীল।[২১৬৬]

২. আরবী ঃ الأمور بخواتيمها কার্যাবলী শেষ পরিণতির উপর নির্ভরশীল।[২১৬৭]

৩. আরবী ঃ يضحك كثيرا من يضحك أخيرا যে শেষে হাসবে সেই বেশী হাসতে পারবে।[২১৬৮]

৪. বাংলা ঃ শেষ বেশ।[২১৬৯]

৫. বাংলা ঃ শেষ সুখই সুখ ।[২১৭০]

৬. বাংলা ঃ শেষ রক্ষাই রক্ষা।[২১৭১]

৭. বাংলা ঃ সব ভাল যার শেষ ভাল তার।[২১৭২]

৮. ইংরেজীঃ He laughs best who laughs last. [2173]

৯. ইংরেজীঃ All well that ends well. [2174]

১০.France : Rira been qui rira be dernier.[2175]

৯৪. শিক্ষা

বাপ শুধু ছেলে মেয়ের জন্ম দেয়। কিন্তু এদের একজন পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত করেন শিক্ষক মহোদয়গণ। তাই উস্তাদ ছাড়া কোন বিদ্যা অর্জন সম্ভব নয়। যদি হয় তাহবে ফ্যাসাদের কারণ। গুরুবিহীন কাজে সফলতার চাইতে বিফলতা বেশী। নিম্নের বিভিন্ন ভাষার প্রবাদগুলোতে এ সত্যটিই প্রকাশিত হয়েছে।

২১৬৬. *ময়দানী ঃ ২/২৪৩।*

২১৬৭. *আল-মাওরিদ ঃ ৪৬।*

২১৬৮. *প্রাগুক্ত ঃ ৪৬।*

২১৬৯. *সুবল ঃ ১৯৬।*

২১৭০. *প্রাগুক্ত ।*

২১৭১. *প্রাগুক্ত ।*

২১৭২. *প্রাগুক্ত ঃ ২০২।*

২১৭৩. *Dev- 936 ; আল-মাওরিদ ঃ ৪৬।*

২১৭৪. *Dev- 936 ; সুবল ঃ ১৯, ২০২*

২১৭৫. *Al-Maurid.46.*

Dhaka University Institutional Repository

১. আরবী ঃ من علمني حرفا صرت له عبيدا — যিনি আমাকে একটি বর্ণ শিক্ষা দিয়েছেন আমি তার দাস।[২১৭৬]

২. আরবী ঃ من علمني حرفا ملكني عبدا — যিনি আমাকে একটি বর্ণ শিক্ষা দিয়েছেন তিনি আমাকে দাস বানিয়েছেন (বাগদাদ)।[২১৭৭]

৩. আরবী ঃ صنعة بلا استاذ يدركها الفساد — উস্তাদ ছাড়া কাজে ব্যাঘাত ঘটে থাকে।[২১৭৮]

৪. আরবী ঃ صنعة بلا استاذ داخلها الفساد — উস্তাদ ছাড়া কাজের ভিতর ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়ে থাকে (সিরিয়া)।[২১৭৯]

৫. আরবী ঃ صنعة بلا استاد آخرها الفساد — গুরুবিহীন কাজের পরিণাম ফ্যাসাদ হয়ে থাকে (নজদ)।[২১৮০]

৬. আরবী ঃ صنعة بليا استاد مصيرها للنفاد — গুরুবিহীন কাজ ভন্ডুল হয়ে যায় (আরব)।[২১৮১]

৭. আরবী ঃ صنعة بلا استاد أخرها إلي فساد — গুরুবিহীন কাজের শেষ পরিণতি ভন্ডুল হয় (বাগদাদ)।[২১৮২]

৮. বাংলা ঃ বাপে বানায় ভুত উস্তাদে বানায় পুত।[২১৮৩]

৯. বাংলা ঃ গুরু করবে জেনে, জল খাবে ছেনে।[২১৮৪]

১০. বাংলা ঃ ঘাঁটায়ে বিদ্যা পায়, মুর্খ ঘাঁটায়ে মারখায়।[২১৮৫]

১১. বাংলা ঃ গুরু ছেড়ে গোবিন্দ ভজে, সে যেন নরকে ডজে।[২১৮৬]

১২. বাংলা ঃ গুরুর কথা না শুনে কানে, প্রাণ যায় হেচকা টানে।[২১৮৭]

২১৭৬. *কিন্দীল ঃ ৩৪১ ; বাজুরী ঃ ১৫৬ ; শুকয়র ঃ ৪৯।*

২১৭৭. *জালাল হানাফী ঃ ২/১১০।*

২১৭৮. *কিন্দীল ঃ ২৭১ ; তয়মুর ঃ ২২০ ; বাজুরী ঃ ৯১।*

২১৭৯. *শুকয়র ঃ ২৯।*

২১৮০. *আবূদী ঃ ৩৩৯।*

২১৮১. *জুহায়মান ঃ ২/৭৫।*

২১৮২. *জালাল হানাফী ঃ ১/১৩০।*

২১৮৩. *ইসলামপুর , জামালপুর।*

২১৮৪. *হাবীব ঃ ১৩১।*

২১৮৫. *প্রাগুক্ত ।*

২১৮৬. *প্রাগুক্ত ।*

Dhaka University Institutional Repository

১৩. বাংলা ঃ গুরু নাম সত্য, যে জানে মাহাত্ম।[২১৮৮]

১৪.ইংরেজী ঃ Teaching of others teacheth the teacher. [২১৮৯]

১৫. ইংরেজী ঃ Learning is the eye of the mind.[২১৯০]

১৬. ইংরেজী ঃ Learning in a prince is like a knife in the hand of a madman.[২১৯১]

১৭. ইংরেজী ঃ Learn not and know not.[২১৯২]

১৮.Swahili : Learning is the key to the world. [২১৯৩]

১৯.Swahili : You cannot learn all the hunters tricks in one day.[২১৯৪]

২০.Swahili : Learning is for life, eating is for today.[২১৯৫]

২১.Namibia : Learn with the left hand while you still have the right one.[২১৯৬]

২২.Swahili : Learning is like sailing the ocean no one has ever seen it all.[২১৯৭]

২৩.South Africa: If you learn it while young
you can do it when old.[২১৯৮]

২৪.Mali : An old man cannot learn a blacksmiths work.[২১৯৯]

[২১৮৭]. *প্রাগুক্ত।*

[২১৮৮]. *প্রাগুক্ত।*

[২১৮৯]. *Wordsworth. 602.*

[২১৯০]. *Ibid.*

[২১৯১]. *Ibid.*

[২১৯২]. *Ibid.*

[২১৯৩]. *Knappert.P.28.*

[২১৯৪]. *Ibid. 77.*

[২১৯৫]. *Ibid.*

[২১৯৬]. *Ibid.*

[২১৯৭]. *Ibid.*

[২১৯৮]. *Ibid . 78.*

[২১৯৯]. *Ibid.*

Dhaka University Institutional Repository

৯৫. শুরুতেই কৃতিত্ব প্রকাশ হয়।

কোন কাজের পরিণাম কিরূপ হবে তার আভাস শুরুতেই পাওয়া যায়।

১. আরবী ঃ الديك الفصيح من البيضة يصيح বাক দেয়া মোরগ ডিম থেকেই বাক দেয়া শুরু করে।[২২০০]

২. আরবী ঃ الفرخ الناجب من البيضة يبان কৃতি বাচ্চার কৃতিত্ব ডিমেই প্রকাশ পায় ।[২২০১]

৩. আরবী ঃ كلاب الصيد وجوههم مخربشة শিকারী কুকুর মুখেই চেনা যায়। [২২০২]

৪. বাংলা ঃ শিকারী বিড়াল গোঁফে চেনা যায়।[২২০৩]

৫. বাংলা ঃ উঠন্ত মূল পত্তনেই চেনা যায়।[২২০৪]

৬. বাংলা ঃ উঠন্ত বৃক্ষ পত্রেই চেনা যায়।[২২০৫]

৭. বাংলা ঃ যে মূলটা বাড়ে তার এক পাতাতেই চেনা যায়।[২২০৬]

৮. বাংলা ঃ গেছো ইদুর পোঁদে চেনা যায়।[২২০৭]

৯.ইংরেজীঃ The childhood shows the man, as morning shows the day.[2208]

১০.ইংরেজীঃ Coming event cust their shadows before.[2209]

১১.জাপানীঃ চন্দন গাছ অঙ্কুরেই সুগন্ধি ।[২২১০]

৯৬. শিষ্টাচার

২২০০. *Singer No.92.*

২২০১. *Burkhardt.No.48.*

২২০২. *Ibid. No. 537*

২২০৩. *নতুন ঃ ২২১০ , ১৫৫১, ১৫৮২ ; সুবল ঃ ১৯৩।*

২২০৪. *সুবল ঃ ২৭।*

২২০৫. *প্রাগুক্ত ।*

২২০৬. *প্রাগুক্ত ঃ ১৭৮।*

২২০৭. *মর্টন ঃ ৬৬।*

২২০৮. *সুবল ঃ ২৭ ।*

২২০৯. *প্রাগুক্ত ঃ।*

২২১০. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ৭।*

Dhaka University Institutional Repository

আদব বা শিষ্টাচার মানুষের মূল্যবান সম্পদ। যার এ সম্পদ আছে সে লাভবান হতে পারবে। সন্তানকে শৈশবেই এ শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া একান্ত কর্তব্য অন্যথা ফল বিপরীত হয়। নিচের প্রবাদগুলোতে শিষ্টাচারের গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে।

১. আরবী ঃ شخص بلا آدب كجسد بلا روح বেআদব মানুষ আত্মা বিহীন শরীরের ন্যায় (সুদান, মরক্কো ও আলজিরিয়া)।[২২১১]

২. আরবী ঃ آدب المرء خير من ذهبه আদব শিষ্টাচার স্বর্ণ অপেক্ষা মূল্যবান।[২২১২]

৩. আরবী الأدب خير ميراث শিষ্টাচার উত্তম উত্তরাধিকার।[২২১৩]

৪. আরবী ঃ من آدب ولده ربحه যে সন্তানকে আদব শিক্ষা দেয় সে লাভবান হয়[২২১৪]

৫. আরবী ঃ من منع عصاه مقت و من أحبه طلب له التأديب যে লাঠি পরিহার করে সে অন্যায় করে আর যে ওকে ভাল বাসে শিষ্টাচার তার অন্বেষণ করে।[২২১৫]

৬. আরবী ঃ نعم المؤدب العصا লাঠি শিষ্টাচারের উত্তম শিক্ষক।[২২১৬]

৭. বাংলা ঃ আদব শিখাও ফল পাবে।[২২১৭]

৮. বাংলা ঃ আদব মহামূল্যবান সম্পদ।[২২১৮]

৯. বাংলা ঃ অকালে না নোয় বাঁশ বাঁশ করে ট্যাশট্যাশ।[২২১৯]

১০.ইংরেজী ঃ Spare the rod and spoil the child.[২২২০]

১১. ইংরেজী ঃ There is no argument like that of the stick. [২২২১]

১২. ইংরেজী ঃ Train up a child in the way he should go.[২২২২]

[২২১১]. কিন্দীল ঃ ৫৯ ; নাউম শুকয়র ঃ আমছালুল আওয়াম ফী মিসর ওয়াসসুদান ওয়াশ-শাম, মিসর, ১৮৯৪, পৃ-৮৭ ; মুহম্মদ ইবন শনব ঃ আল-আমছালুল আমমিয়্যা ফিল জাযাইর ওয়াল মাঘ রির, প্যারিস, ১৯১৫, পৃ-২/৩০।

[২২১২]. মুনজিদ ঃ ১১৫৯।

[২২১৩]. আদদুররা আল-ফাখিরা ঃ ২/৪৫৫ ; আল-মুস্তাক্‌সা ঃ ১/২৯৮।

[২২১৪]. কিতাবুল মুকদ্দাস ঃ পুরাতন পুস্তক, সিফরিল আমছাল , ১৩ ঃ ২৪ ।

[২২১৫]. প্রাগুক্ত।

[২২১৬]. আল-মাওরিদ ঃ ৮।

[২২১৭]. ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ থেকে শ্রুত ।

[২২১৮]. প্রাগুক্ত ।

[২২১৯]. সুবল ঃ ৭ ; সরল ঃ ১৩২১ ।

[২২২০]. আল-মাওরিদ ঃ ৭৮।

[২২২১]. Dev – 937.

Dhaka University Institutional Repository

১৩. ইংরেজী ঃ As the spring is best, the tree is inclined.[২২২৩]

১৪. তুর্কি ঃ ছেলেবেলায় মারোনি চড়ও। এখন বুক ছাপড়ে মরো।[২২২৪]

১৫. তুর্কি ঃ মেয়েকে যে না শাসনে রাখে। পস্তাতে হবেই একদিন তাকে।[২২২৫]

১৬. ফরাসী ঃ ছড়ির মায়া করলে ছেলেও গোল্লায় যাবে।[২২২৬]

১৭. জার্মান ঃ মায়ের আদরের চেয়ে বাপের শাসন বেশী কাজের।[২২২৭]

৯৭. শিশু/পুত্র

শিশু সাধারণত তার মা বাবার যৌথ ফসল। তাই সে তার পিতা অথবা মাতার আকৃতি লাভ করে। ছেলে যেহেতু পিতার সাথে এবং মেয়ে মায়ের সাথে অবস্থান করে তাই ছেলে পিতার গুণ এবং মেয়ে মায়ের গুণ পেয়ে থাকে। নিম্নের বিভিন্ন ভাষার প্রবাদগুলোতে এর সত্যতা মিলে।

১. আরবী ঃ الولـــد سـر لابيـه পুত্র পিতার প্রতিবিম্ব।[২২২৮]

২. আরবী ঃ من أشبه أباه فما ظلم যে তার পিতার মত হয় সে জুলুম করতে পারেনা।[২২২৯]

৩. আরবী ঃ من شابه أبه فما ظلم যে তার পিতার মত হয় জুলুম করতে পারেনা।[২২৩০]

৪. আরবী ঃ إن هذا الشبل من ذاك الأسد এ সিংহের বাচ্চা ঐ সিংহেরই।[২২৩১]

৫. বাংলা ঃ যেমন মা তেমন ছা।[২২৩২]

৬. বাংলা ঃ যেমন মা তেমন ঝি, তার বাড়া নাতিনীটি।[২২৩৩]

[২২২২]. *সুবল ঃ ৭।*

[২২২৩]. *প্রাগুক্ত ।*

[২২২৪]. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ৮২।*

[২২২৫]. *প্রাগুক্ত ঃ ৮১।*

[২২২৬]. *প্রাগুক্ত ঃ ১২৩।*

[২২২৭]. *প্রাগুক্ত ঃ ১৩৫।*

[২২২৮]. *ময়দানী ঃ ১/৪৩২।*

[২২২৯]. *আল-মাওরিদ ঃ ৬১।*

[২২৩০]. *প্রাগুক্ত ।*

[২২৩১]. *প্রাগুক্ত ।*

[২২৩২]. *সুবল ঃ ১৭৭; বাংলা প্রবাদ ঃ ১৯৩।*

[২২৩৩]. *প্রাগুক্ত; সুবল ঃ ১৭৭।*

Dhaka University Institutional Repository

৭. বাংলা ঃ যেমন বাপ তেমন বেটা।[২২৩৪]

৮. ইংরেজীঃ Like father like son.[2235]

৯. ইংরেজীঃ A chip of the old bid block.[2236]

১০.Hausa : If you marry a widow you have her children as well.[2237]

১১.Yoruba: The son of a thief must not imitate his father.[2238]

১২.Uganda: As you bring your child up, so it will grow up.[2239]

১৩.Kenya : Without children it is a dead house.[2240]

১৪.Yaunde : Children speak only words they have heard.[2241]

১৫. রুস ঃ বুদ্ধিমান বাপ হলে বুদ্ধিমতী মেয়ে ; মুদ্ধিমতী মা হলে বুদ্ধিমান ছেলে।[২২৪২]

১৬.পশতু ঃ মাকে দেখেই মেয়েকে যায় চেনা।[২২৪৩]

১৭. ফার্সী ঃ ভিখিরির ছেলে ভিখিরি হয়।[২২৪৪]

১৮. উর্দু ঃ باب کا بیٹا سپائي کا گھوڑا کجھ نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا পিতার পুত্র এবং সিপাইর ঘোড়া কিছু না হলেও তার মতই হয়ে থাকে।[২২৪৫]

১৯. বাদাগাদিঃ যেমন মা তেমন ছা।[২২৪৬]

২২৩৪. *সুবল ঃ ১৭৭।*

২২৩৫. *সুবল ঃ ১৭৬।*

২২৩৬. *প্রাগুক্ত ঃ ১৭৭।*

২২৩৭. *Knappert. P.86.*

২২৩৮. *Ibid. 25*

২২৩৯. *Ibid.*

২২৪০. *Ibid.*

২২৪১. *Ibid.*

২২৪২. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ১৮৯।*

২২৪৩. *প্রাগুক্ত ঃ ৪৩।*

২২৪৪. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ৫৪।*

২২৪৫. *সরল ঃ ১৭৭।*

২২৪৬. *প্রবাদমালা ঃ ২/২৫।*

Dhaka University Institutional Repository

৯৯. সকাল

হাদীছ শরীফে এসেছে প্রাতেঃ কাজ শুরু না করলে তাতে বরকত হয়না। প্রাতেঃর মুক্ত নির্মল আবহাওয়া স্বাস্থ্যের জন্যে খুবই হিতকর। Morning walk is good for health. প্রবাদটি সহ নিম্নের প্রবাদগুলো প্রাতঃ কাজের গুরুত্ব বহন করে ।

১. আরবী ঃ بـــاكـر تـــسـعـــد সকালে উঠ সৌভাগ্যবান হতে পারবে।[২২৪৭]

২. আরবী ঃ البركة في البـــكـــور প্রাতঃ কাজে বরকত আছে।[২২৪৮]

৩. আরবী ঃ من سبق شم الحبق যে অগ্রগামী হবে সেই সুগন্ধি পাবে।[২২৪৯]

৪. বাংলা ঃ সকালে শুইয়া সকালে উঠে তার করি না বৈদ্যে লুটে।(ঢাকা)[২২৫০]

৫. বাংলা ঃ সকালে শয়ন আর সকালে উঠিবে সুস্থ্য, সুখী, ধনী মানী তবেত হইবে।[২২৫১]

৬. ইংরেজী ঃ Early to bed and early to risemakes a man healthy wealthy and wise.[2252]

৭. ফরাসী ঃ ভোরের পাখীই ফড়িং ধরে।[২২৫৩]

১০০. স্বজাতি

স্বজাতি বা স্বপেশার লোকেরা নিজেদের ক্ষতি করেনা। নিচের প্রবাদগুলোই এর বাস্তব প্রমাণ।

১. আরবী ঃ الكلـــــب لا يـــأكـــل كلـبـــا কুকুরের গোস্ত কুকুরে খায়না।[২২৫৪]

২. আরবী ঃ اللـــــص لا يـــــسرق لـصـــا এক চোর আরেক চোরের বাড়ী চুরি করেনা।[২২৫৫]

৩. আরবী ঃ اللص العيار ما يسرق جارته شئ সমঝদার চোর প্রতিবেশীর বাড়ীতে চুরি করেনা।[২২৫৬]

[২২৪৭]. *আল-মাওরিদ ঃ ১৬১।*

[২২৪৮]. *প্রাগুক্ত ঃ ৮৫।*

[২২৪৯]. *প্রাগুক্ত।*

[২২৫০]. *পাঠান ঃ ৮৬।*

[২২৫১]. *প্রাগুক্ত।*

[২২৫২]. *প্রাগুক্ত।*

[২২৫৩]. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ১২৬।*

[২২৫৪]. *আল-মাওরিদ ঃ ৩৩।*

[২২৫৫]. *প্রাগুক্ত।*

৪. বাংলা ঃ	কাকের গোস্ত কাকে খায়না।[২২৫৭]
৫. বাংলা ঃ	জোঁকের গায়ে জোঁক বসেনা।[২২৫৮]
৬. বাংলা ঃ	ভূতকে ভূত পায়না।[২২৫৯]
৭. ইংরেজীঃ	Dog does not eat dog.[২২৬০]
৮. ইংরেজীঃ	One raven will not pluck another eyes.[২২৬১]
৯. রোমকঃ	Bears do not bite one another.[২২৬২]
১০. প্রাচীন ইংরেজীঃ	A wolf will never make war upon another wolf.[২২৬৩]
১১. ইতালী ঃ	কাকের চক্ষু কাকে উৎপাটন করেনা।[২২৬৪]
১২. রুস ঃ	মাছিতে মাছি কামড়ায়না।[২২৬৫]
১৩.ওলন্দাজঃ	চোরের গৃহে চুরি করা দুঃসাধ্য।[২২৬৬]
১৪. পশতু ঃ	নেকড়ের মাও খায়না আপন ছানা।[২২৬৭]
১৫. তুর্কিঃ	কাক কাকের চোখ খুবলে খায়না।[২২৬৮]
১৬. গ্রীক ফরাসীঃ	কুকুর কুকুরের মাংস খায়না।[২২৬৯]
১৭. জার্মানঃ	কাক ঠোকরায়না কাকের চোখ।[২২৭০]

[২২৫৬]. *Bunkhardt.No.28.*

[২২৫৭]. *হাবীব ঃ ৩২৯ ; প্রবাদমালা ঃ ২/৪ ।*

[২২৫৮]. *হাবীব ঃ ৩২৯ ; প্রবাদমালা ঃ ২/৫৯ ।*

[২২৫৯]. *হাবীব ঃ ৩২৯ ।*

[২২৬০]. *আল-মাওরিদ ঃ ৩৩ ।*

[২২৬১]. *Dev-926.*

[২২৬২]. *প্রাগুক্ত ।*

[২২৬৩]. *প্রাগুক্ত ।*

[২২৬৪]. *প্রবাদমালা ঃ ২/৪ ।*

[২২৬৫]. *প্রাগুক্ত ঃ ২/৫৯*

[২২৬৬]. *প্রাগুক্ত ঃ ২/১২ ।*

[২২৬৭]. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ৪৩ ।*

[২২৬৮]. *প্রাগুক্ত ঃ ৮৭ ।*

[২২৬৯]. *প্রাগুক্ত ঃ ১২৯ ।*

Dhaka University Institutional Repository

১০১. সত্য/মিথ্যা

সত্য মিথ্যা মানুষের দুটি গুন ও দোষ। সত্য যত বিপদেই নিপতিত হোকনা কেন। সে প্রতিভাত হবেই হবে। আর মিথ্যা যত ভাল অবস্থায় থাকনা কেন সেটা একদিন না একদিন বাতিল হবেই হবে। নিম্নের প্রবাদগুলোতে এ বিষয়টিই ইঙ্গিত রয়েছে।

১. আরবী ঃ الصدق عز و الكذب خضوع — সত্যবাদিতা সম্মানজনক আর মিথ্যা অপমানজনক।[২২৭১]

২. আরবী ঃ الـــحـــق أغـــلـــب — সত্য সর্বদা জয়ী।[২২৭২]

৩. আরবী ঃ الحق أبلج و الباطل لجلج — সত্য স্পষ্ট অসত্য অস্পষ্ট।[২২৭৩]

৪. আরবী ঃ الحق يعلو ولا يعلي عليه — সত্য সর্বদা বিজয়ী হয়, বিজিত নয়।[২২৭৪]

৫. আরবী ঃ الكذب داء و الصدق شفاء — মিথ্যা রোগ আর সত্য প্রতিষেধক।[২২৭৫]

৬. বাংলা ঃ সত্যের মার নেই।[২২৭৬]

৭. বাংলা ঃ সত্যের জয় অসত্যের ক্ষয়।[২২৭৭]

৮. বাংলা ঃ সত্যের জয় সর্বত্র।[২২৭৮]

৯. বাংলা ঃ সত্যের দ্বারে আগড় নাই।[২২৭৯]

১০. বাংলা ঃ সত্যের বাড়া ধন নাই
মিথ্যার বাড়া পাপ নাই।[২২৮০]

২২৭০. *প্রাগুক্ত ঃ ১৪০।*

২২৭১. *ময়দানী ঃ ১/৪০৮ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ১/৩২৭ ; ইবন সাল্লাম ঃ ৪৮ ; আল-বকরী ঃ ৩৬ ; মু'জাম ঃ ২/৫৩১।*

২২৭২. *আল-মাওরিদ ঃ ৬২,৯০।*

২২৭৩. *প্রাগুক্ত ঃ ৯২।*

২২৭৪. *প্রাগুক্ত।*

২২৭৫. *আল-মুনজিদ ঃ ১০০৬ ; মুনজিদ ঃ ১২১৯ ময়দানী ঃ ২/১৬৬ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ২/৩৭ ; ইবন সাল্লাম ঃ ৪৯ ; আল-বকরী ঃ ৩৭ ; মু'জাম ঃ ২/৫৩১।*

২২৭৬. *ভট্টাচার্য ঃ ৬/৫৫০ ; বাংলা প্রবাদ।*

২২৭৭. *প্রাগুক্ত।*

২২৭৮. *সুবল ঃ ২০১।*

২২৭৯. *প্রাগুক্ত ; বাংলা প্রবাদ ঃ ২১১ ; নতুন ঃ ১৫৮৩।*

২২৮০. *প্রাগুক্ত।*

Dhaka University Institutional Repository

১০১. সত্য/মিথ্যা

সত্য মিথ্যা মানুষের দুটি গুন ও দোষ। সত্য যত বিপদেই নিপতিত হোকনা কেন। সে প্রতিভাত হবেই হবে। আর মিথ্যা যত ভাল অবস্থায় থাকনা কেন সেটা একদিন না একদিন বাতিল হবেই হবে। নিম্নের প্রবাদগুলোতে এ বিষয়টিই ইঙ্গিত রয়েছে।

১. আরবী ঃ الصدق عز و الكذب خضوع — সত্যবাদিতা সম্মানজনক আর মিথ্যা অপমানজনক।[২২৭১]

২. আরবী ঃ الـــحـــق أغـــلـــب — সত্য সর্বদা জয়ী।[২২৭২]

৩. আরবী ঃ الحق أبلج و الباطل لجلج — সত্য স্পষ্ট অসত্য অস্পষ্ট।[২২৭৩]

৪. আরবী ঃ الحق يعلو ولا يعلي عليه — সত্য সর্বদা বিজয়ী হয়, বিজিত নয়।[২২৭৪]

৫. আরবী ঃ الكذب داء و الصدق شفاء — মিথ্যা রোগ আর সত্য প্রতিষেধক।[২২৭৫]

৬. বাংলা ঃ সত্যের মার নেই।[২২৭৬]

৭. বাংলা ঃ সত্যের জয় অসত্যের ক্ষয়।[২২৭৭]

৮. বাংলা ঃ সত্যের জয় সর্বত্র।[২২৭৮]

৯. বাংলা ঃ সত্যের দ্বারে আগড় নাই।[২২৭৯]

১০. বাংলা ঃ সত্যের বাড়া ধন নাই
মিথ্যার বাড়া পাপ নাই।[২২৮০]

[২২৭০]. *প্রাগুক্ত ঃ ১৪০।*

[২২৭১]. *ময়দানী ঃ ১/৪০৮ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ১/৩২৭ ; ইবন সাল্লাম ঃ ৪৮ ; আল-বকরী ঃ ৩৬ ; মু'জাম ঃ ২/৫৩১।*

[২২৭২]. *আল-মাওরিদ ঃ ৬২,৯০।*

[২২৭৩]. *প্রাগুক্ত ঃ ৯২।*

[২২৭৪]. *প্রাগুক্ত।*

[২২৭৫]. *আল-মুনজিদ ঃ ১০০৬ ; মুনজিদ ঃ ১২১৯ ময়দানী ঃ ২/১৬৬ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ২/৩৭ ; ইবন সাল্লাম ঃ ৪৯ ; আল-বকরী ঃ ৩৭ ; মু'জাম ঃ ২/৫৩১।*

[২২৭৬]. *ভট্টাচার্য ঃ ৬/৫৫০ ; বাংলা প্রবাদ।*

[২২৭৭]. *প্রাগুক্ত।*

[২২৭৮]. *সুবল ঃ ২০১।*

[২২৭৯]. *প্রাগুক্ত ; বাংলা প্রবাদ ঃ ২১১ ; নতুন ঃ ১৫৮৩।*

[২২৮০]. *প্রাগুক্ত।*

Dhaka University Institutional Repository

২৬. জার্মান ঃ মিথ্যা কথা ফাঁসী কাষ্ঠে উঠ বার প্রথম সিঁড়ি।[২২৯৬]

২৭. ডাচ ঃ মিথ্যের পাগুলো বড় ক্ষুদে সত্য তাকে ধরে ফেলে।[২২৯৭]

২৮. দিনমারঃ মিথ্যা কথা ল্যাটিন ভাষা হইলে সকলেই পন্ডিত হত।[২২৯৮]

২৯. রুস ঃ সবগত হয় সত্য মাত্র রয়।[২২৯৯]

৩০. রুস ঃ মিথ্যের নদীতে শুধু মরা মাছ থাকে।[২৩০০]

৩১.স্প্যানিসঃ সত্য হচ্ছে তেলের মতো সর্বদাই ওপরে ভেসে ওঠে।[২৩০১]

৩২.স্পেনীয় ঃ পঙ্গু অপেক্ষা মিথ্যাবাদী শীঘ্র ধরা পড়ে।[২৩০২]

১০২. সাবধানতা

কোন কাজেই অবহেলা প্রদর্শন উচিৎ নয়। সব সময় সাবধানে থাকতে হয়। সাবধানে থাকলে মানুষ অনেক দুর্ঘটনা থেকে নিজকে মুক্ত রাখতে পারে। নিম্নের প্রবাদগুলো এ সম্পর্কেই।

১. আরবী ঃ من نظر في العواقب سلم من النوائب যে কাজের পরিণামে দৃষ্টি রাখে সে বিপদমুক্ত থাকে।[২৩০৩]

২. আরবী ঃ خذ اللص قبل أن يأخذك তোমার জিনিস চুরি করার পূর্বে চোরকে ধর।[২৩০৪]

৩. আরবী ঃ ليس للأمور لصاحب من لم ينظر في العواقب যে কাজের পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করেনা সে কাজের কর্তা নেই।[২৩০৫]

৪. আরবী ঃ دمث لجنبك قبل النوم مضطجعا নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে তোমার পার্শ্বটা শান্ত করে নাও।[২৩০৬]

২২৯৫. *প্রাগুক্ত ঃ ৫।*

২২৯৬. *প্রবাদমালা ঃ ২/৩।*

২২৯৭. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ১৮৩।*

২২৯৮. *প্রাবদমালা ঃ ২/১৭।*

২২৯৯. *প্রাগুক্ত ঃ ২/৬১।*

২৩০০. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ১৯১।*

২৩০১. *প্রাগুক্ত ঃ ১৬৬।*

২৩০২. *প্রবাদমালা ঃ ২/৯।*

২৩০৩. *আল-মাওরিদ ঃ ২১ ; মুনজিদ ঃ ১২৬৬ ; আল-মুনজিদ ঃ ১০১০।*

২৩০৪. *Burckhardt. No. 257.*

২৩০৫. *আল-মাওরিদ ঃ ২১।*

Dhaka University Institutional Repository

৫. বাংলা ঃ সাবধানের বিনাশ নেই।[২৩০৭]

৬. বাংলা ঃ সাবধানের মার নেই।[২৩০৮]

৭.ইংরেজীঃ Better be sure than sory.[২৩০৯]

৮. ইংরেজীঃ Safe bind safe find.[২৩১০]

৯. ইংরেজীঃ The cautions suffer no loss.[২৩১১]

১০. ইংরেজীঃ Forewarned is forearmed.[২৩১২]

১১. ইংরেজীঃ Look before you leap.[২৩১৩]

১২. ইংরেজীঃ A man forewarened is forearmed.[২৩১৪]

১৩. Mozambique: Be carefull when the crocodile attempts to smile.[২৩১৫]

১৪.তুর্কি আগেমাথা ঢাকো এরপর বোলতার চাক ভাঙো।[২৩১৬]

১০৩. সম্মতি

সম্মতি কয়েক ভাবে জানানো যায়। তম্মধ্যে একটি হলো নিরবতা। গররাজী থাকলে নিষেধ করতে হয়। তাই চুপ থাকাটা সম্মতি হিসাবে গণ্য করা হয়। নিচের প্রবাদগুলো এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতবহ।

১. আরবী ঃ ربما كان السكوت جوابا কখনো কখনো চুপ থাকাটাই উত্তর ধরে নেয়া হয়।[২৩১৭]

২৩০৬. প্রাগুক্ত।

২৩০৭. মর্টন ঃ ৩১।

২৩০৮. নতুন ঃ ১৫৮৫ ; সুবল ঃ ২০৮ ; সরল ঃ ১৪১১ ; বিশ্বের প্রবাদ ঃ ২১৯।

২৩০৯. আল-মাওরিদঃ৫।

২৩১০. Dev.940.

২৩১১. Ibid.

২৩১২. Ibid.

২৩১৩. Ibid. 923.

২৩১৪ সরল ঃ ১৪১১ ; সুবল ঃ ২০৮।

২৩১৫. Knappert : 54.

২৩১৬. বিশ্বের প্রবাদ ঃ ৮৯।

২৩১৭. মুনজিদ ঃ ১১৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

২. আরবী ঃ السكوت نصف الرضا। চুপ থাকাটা অর্ধেক রাজী।[২৩১৮]

৩. বাংলা ঃ নিরবতাই সম্মাতির লক্ষণ।[২৩১৯]

৪.সংস্কৃতঃ মৌণং সম্মতি লক্ষণ।[২৩২০]

৫. ইংরেজীঃ Silence gives consent.[২৩২১]

১০৪. সমদুঃখী

সমদুঃখী ভিন্ন অন্য কেহ দুঃখীর দুঃখ বুঝেনা। নিম্নের প্রবাদগুলো এরই বাস্তব প্রমাণ।

১. আরবী ঃ الثكلي تحب الثكلي। এক সন্তান হারা শোকাতুরা অন্য সন্তানহারা শোকাতুরাকে ভালবাসে।[২৩২২]

২. আরবী ঃ إن الشقي ينتحي الشقي। এক দুর্ভাগা অন্য দুর্ভাগার জন্যে ক্রন্দন করে।[২৩২৩]

৩. বাংলাঃ চির সুখীজন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে কি পারে
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভূ আশি বিষে দংশেনি যারে?[২৩২৪]

৪. বাংলাঃ বন্ধা গর্ভ যাতনা জানেনা।[২৩২৫]

৫. বাংলাঃ বাঁজি জানেনা প্রসব বেদনা।[২৩২৬]

৬. বাংলাঃ ব্যাথার ব্যথী সাথের সাথী।[২৩২৭]

৭. বাংলাঃ যত দুঃখের নীলমনি জানে তা রোহিনী।[২৩২৮]

২৩১৮. *বহুল প্রচলিত প্রবাদ।*

২৩১৯. *হাবীব ঃ ১১৩।*

২৩২০. *প্রাগুক্ত।*

২৩২১. *আল-মাওরিদ ঃ ৭৮।*

২৩২২. *ময়দানী ঃ ১/১২২ ; আল-মুনজিদ ঃ ৯৭৫ ; মুনজিদ ঃ ১১৬।*

২৩২৩. *হাবিব ঃ ৪৩২।*

২৩২৪. *কবি কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার, পাঠান ঃ ১৪৪ ; সুবল ঃ ১১৯-২০।*

২৩২৫. *প্রবাদমালা ঃ ২/৬০।*

২৩২৬. *সরল ঃ ১২০।*

২৩২৭. *হাবীব ঃ ৩২৯।*

Dhaka University Institutional Repository

৮. বাংলাঃ যে জন আপনা বুঝে, পর দুঃখ তার সাজে।[২৩২৯]

৯. বাংলাঃ পরের বেদন কি পরে জানে?[২৩৩০]

১০.ইংরেজীঃ None but the wearer known where the shoe pinches.[২৩৩১]

১১.ইংরেজীঃ One cannot really feel for another.[২৩৩২]

১২.ইংরেজীঃ The wearer best knows where the shoe pinches.[২৩৩৩]

১৩.রুস ঃ যাহার কখনও পীড়া হয় নাই, সে কখনও আরামের সুখ জানেনা।[২৩৩৪]

১৪.তুর্কিঃ যে খেতে পায় সে ক্ষুধার্তের দুঃখ বুঝেনা।[২৩৩৫]

১৫.আর্মেনীয়ঃ যে কাঁদে চোখের জলের ভাষা সেই বোঝে।[২৩৩৬]

১০৫. সম্পদ

অর্থ সম্পদ মানুষের পরম বন্ধু। এটা থাকলে সবাই আপন না থাকলে সবাই পর হয়ে যায়। সম্পদের কারণে সম্পদশালীর মাঝে অহংবোধ জন্মে তখন সে অমিতব্যায়ী হয়ে উঠে।

১. আরবী ঃ من ذهب ماله هان علي أهله যার সম্পদ নেই পরিবারের কাছে সে অপমানিত হবে।[২৩৩৭]

২. আরবী ঃ خير مالك ما نفعك যে সম্পদ তোমার কাজে আসে তাই উত্তম।[২৩৩৮]

৩. আরবী ঃ لم يضع من ما لك ما وعظك যে সম্পদ তোমাকে উপদেশ দেয় তা বিনষ্ট করোনা।[২৩৩৯]

৪. আরবী ঃ من يطل ذيله ينتطق به সম্পদশালীরা মিতব্যয়ী হয়না।[২৩৪০]

২৩২৮. *প্রাগুক্ত।*

২৩২৯. *প্রাগুক্ত ঃ ৩৩০।*

২৩৩০. *সুবল ঃ ১০৪।*

২৩৩১. *সরল ঃ ১২০।*

২৩৩২. *Dev-933.*

২৩৩৩. *Ibid ; সুবল ঃ ১০৪।*

২৩৩৪. *প্রবাদমালা ঃ ২/৬০।*

২৩৩৫. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ৯০।*

২৩৩৬. *প্রাগুক্ত ঃ ৯৫।*

২৩৩৭. *ময়দানী ঃ ২/৩১৯।*

২৩৩৮. *কিনদীল ঃ ২১৪ ; ইবন সাল্লাম ঃ ১৯৪ ; ময়দানী ঃ ১/২৪১।*

২৩৩৯. *ময়দানী ঃ ২/১৯১ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ২/২৯৫ ; জামহারা ঃ ২/২০২ ; আল-ফাখির ঃ ২৬৪ ; কিনদীল ঃ ২১৪।*

২৩৪০. *ময়দানী ঃ ২/৩০০ ; জামহারা ঃ ২/২৫৩ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ২/৩৬৪ ; ইবন সাল্লাম ঃ ১৯৮।*

Dhaka University Institutional Repository

৫. আরবী ঃكـــل ذات ذيــــل تـخــتـال   প্রত্যেক সম্পদশালীই অহংকারী হয়।[২৩৪১]

৬. আরবী ঃ إنه ليس لك حتي يخرج من يدك   যে সম্পদ তোমর হাতছাড়া হয়ে গেছে তা তোমার নয়।[২৩৪২]

৭. বাংলা ঃ যার আছে মাটি, তারে না আটি।[২৩৪৩]

৮. বাংলা ঃ অপরের হাতে ধন থুইয়া যে কয় আছে, তার ধন খাইছে বোয়াল মাছে।[২৩৪৪]

৯. বাংলা ঃ আপনার করে ধন মেলে সর্বক্ষণ, পরের ধন বসে দিন গুন্।[২৩৪৫]

১০.ইংরেজীঃ Wealth is enemy to health.[২৩৪৬]

১১.ইংরেজীঃ Wealth makes with waver.[২৩৪৭]

১২.ইংরেজীঃ Wealth makes worship.[২৩৪৮]

১৩.Swahili: All wealth is given us by god.[২৩৪৯]

১৪.Bambara: The brain is the best store room for wealth.[২৩৫০]

১৫.Buganda: The rich love each other, like the beard joining the hair.[২৩৫১]

১৬.Uganda: The rich man mocks the poor man.[২৩৫২]

১০৬. সম্মান

১. আরবীঃ لا كـــــرامة لـنـبـي فـي وطـنـه   কোন নবীই স্বদেশে সম্মান পাননি।[২৩৫৩]

[২৩৪১]. *ময়দানী ঃ ২/১৩৪ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ২/২২৬ ; জামহারা ঃ ২/২৫৩ ; ইবন সাল্লাম ঃ ১৯৮৩।*

[২৩৪২]. *কিনদীল ঃ ২১৪।*

[২৩৪৩]. *হাবীব ঃ ২৩২।*

[২৩৪৪]. *প্রাগুক্ত।*

[২৩৪৫]. *প্রাগুক্ত।*

[২৩৪৬]. *Wordsworth.67.*

[২৩৪৭]. *Ibid.*

[২৩৪৮]. *Ibid.*

[২৩৪৯]. *Knappert.P.143.*

[২৩৫০]. *Ibid.*

[২৩৫১]. *Ibid.*

[২৩৫২]. *Ibid.144.*

২. আরবীঃ مغنيـــة الـــحـــي لا تطـــــــــــرب — স্বগোত্রীয় গায়িকার জন্যে বাদ্য বাজানো হয়না।[২৩৫৪]

৩. আরবীঃ زامــــــــر الـــحـــي لا تـطــــــــــــرب — স্বগোত্রীয় বাদকের জন্যে বাদ্য বাজানো হয়না।[২৩৫৫]

৪. আরবীঃ بـــنــت الــــــــدار عــــــــــــوراء — ঘরের মেয়ে কানা/টেরা চোখ বিশিষ্ট হয়।[২৩৫৬]

৫. আরবীঃ ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه و في بيته — নবী স্বগৃহে এবং স্বদেশেই অপমানিত হয়।[২৩৫৭]

৬. আরবীঃ العار أطــــــــول مــــن الــعــمــــر — সম্মান বয়স হতেও দীর্ঘ জীবি।[২৩৫৮]

৭. আরবীঃ لــم يـهلــــك مــن عـــرف قــدره — যে নিজের মান সম্মান বুঝে না সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়না।[২৩৫৯]

৮. আরবীঃ صغـــار قــــــوم كـــبـــار أخـــريـــن — স্বগোত্রীয় ছোট অন্য গোত্রের কাছে সব চাইতে বড়।[২৩৬০]

৯. বাংলা ঃ গেয়ো যোগী ভিখ পায়না।[২৩৬১]

১০.ইংরেজীঃ A prophet is not without honour save in his own country. [2362]

১১.ইংরেজীঃ A prophet is not honoured in his own country.[2363]

১২.ইংরেজীঃ Familiarity breeds contempts.[2364]

১৩.জার্মানঃ জার্মানীর গাধা রোমের অধ্যাপক।[২৩৬৫]

১৪.রুস ঃ আপন ভাইয়ের কাছে প্রশংসা মানা
আপন ঘরের ধোয়ায় চক্ষু কানা।[২৩৬৬]

[২৩৫৩]. *আল-মাওরিদ ঃ ১৪ ।*

[২৩৫৪]. *প্রাগুক্ত ।*

[২৩৫৫]. *প্রাগুক্ত ; Buraknardt. No.320.*

[২৩৫৬]. *আল-মাওরিদ ঃ ১৪ ।*

[২৩৫৭]. *৩য় ইসহাহ ঃ ১৩ ঃ ৫৭ ।*

[২৩৫৮]. *তয়মুর ঃ ২৩৬ ; কিনদীল ঃ ২৭২ ।*

[২৩৫৯]. *ময়দানী ঃ ২/১৮২ ; আল-মুস্তাক্সা ঃ ২/২৯৫ ; ইবন সাল্লাম ঃ ২৯৪ ।*

[২৩৬০]. *Burckhardt.No.370.*

[২৩৬১]. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ২২৩ ; প্রবাদমালা ঃ ২/৫২ ; সুবল ঃ ৫৪ ; দেব ঃ ৯২৮ ।*

[২৩৬২]. *সুবল ঃ ৫৪ ।*

[২৩৬৩]. *আল-মাওরিদ ঃ ১৪ ।*

[২৩৬৪]. *Dev.928.*

[২৩৬৫]. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ১৪১ ।*

Dhaka University Institutional Repository

১০৬. স্বস্থানে বেশী আনন্দবোধ

মানুষ নিজের জায়গাতে বা স্বদেশে বেশী আনন্দবোধ করে থাকে। নিজের স্বল্প জায়গাতে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে পরের জায়গাতে পরাধীন হয়ে থাকার চেয়ে অনেক ভালো। যেমন ঃ

১. আরবী ঃ كـل كلـب ببـابه نـبـاح প্রত্যেক কুকুর স্বীয় ফটকে বেশী ঘেউ ঘেউ করে।[২৩৬৭]

২. আরবী ঃ كل ديك على مزابلته صياح প্রত্যেক মোরগ স্বীয় আঙ্গিনায় বেশী বাঁক দেয়।[২৩৬৮]

৩. আরবী ঃ على مزابلته يصيح الـديك মোরগ স্বীয় আঙ্গিনায় বেশী বাঁকে।[২৩৬৯]

৪. বাংলা ঃ আপন গ্রামে কুকুর রাজা।[২৩৭০]

৫. বাংলা ঃ আপন ঘরে সবাই রাজা। [২৩৭১]

৬. বাংলা ঃ শৃগাল আপ কোটে সিংহ।[২৩৭২]

৭.ইংরেজী ঃ Every cock proud on his own dunghil.[2373]

৮.ওলন্দাজ ঃ কুক্কুট আপন গোবর গাদায় মহাবীর।[২৩৭৪]

৯.জার্মান ঃ কুক্কুট মাত্রই আপন কোটে সিংহ।[২৩৭৫]

১০.দিনেমারঃ কয়লার মোটেও আপন ঘরে প্রভু।[২৩৭৬]

১১.ফার্সী ঃ নিজের ঘরে সবাই রাজা।[২৩৭৭]

[২৩৬৬]. *প্রবাদমালা ঃ ২/৫২।*

[২৩৬৭]. *আল-মুনজিদ ঃ ১০০৬; মুনজিদ ঃ ১২২০; আল-মাওরিদ ঃ ৭; Singer No. 46.*

[২৩৬৮]. *আল-মাওরিদ ঃ ৭।*

[২৩৬৯]. *প্রাগুক্ত ।*

[২৩৭০]. *সুবল ঃ ১৯।*

[২৩৭১]. *প্রাগুক্ত; সরল ঃ ১৩১১; বাংলা প্রবাদ ঃ ৩৮; মর্টন ঃ ৫৫।*

[২৩৭২]. *প্রবাদমালা ঃ ২/১২।*

[২৩৭৩]. *আল-মাওরিদ ঃ ৭।*

[২৩৭৪]. *প্রবাদমালা ঃ ২/ ১২।*

[২৩৭৫]. *প্রাগুক্ত ঃ ২/8।*

[২৩৭৬]. *প্রাগুক্ত ঃ ২/১৯।*

[২৩৭৭]. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ৫৮।*

Dhaka University Institutional Repository

১২.উর্দূ ঃ اپني گلي ميں كتا بهي شير هوتا ہے নিজের গলিতে কুকুরও সিংহ।[২৩৭৮]

১০৮. স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন

প্রত্যেক জিনিস তার স্ব স্ব স্থানেই অবস্থান করে। যদিও কিছু সময়ের জন্যে তা স্থানচ্যুত হয়। নিচের প্রবাদগুলোই তার প্রমাণ।

১. আরবী ঃ السيف ما يدخل إلا في جرابه তরবারী ওর খাপেই প্রবেশ করে।[২৩৭৯]

২. আরবী ঃ كل شئ يرجع إلي أصله প্রত্যেক জিনিস তার স্ব অবস্থানে প্রত্যাবর্তন করে।[২৩৮০]

৩. বাংলা ঃ গর্তের সাপ গর্তেই যায়।[২৩৮১]

৪. রুস ঃ গাছকে যতই কেন নুইয়ে ধরনা, সে খাড়া হবেই হবে।[২৩৮২]

৫.আর্মেনীয়ঃ কুকুর যত দুরেই দৌড়ে পালাক, মনিবের সঙ্গে ঠিক গ্রামে ফিরে আসে।[২৩৮৩]

৬. Kenya: The hippopotamus has go back to the river where he come from.[2384]

১০৯. সহযোগিতা

মানুষ সামাজিক জীব। পারস্পরিক সহযোহীতা ছাড়া কেউচলতে পারে না। নিম্নের প্রবাদগুলোই এর প্রমাণ।

১. আরবী ঃ أضئ لي أقدح لك আমার জন্যে আলো জ্বালাও তোমার জন্যে আরো উজ্জ্বল আলো জ্বালাব।[২৩৮৫]

২. আরবী ঃ اكدح لي أكدح لك তুমি আমার জন্যে পরিশ্রম কর তোমার জন্যে আমিও শ্রম দেব।[২৩৮৬]

২৩৭৮. আগাসকার ঃ ২৬১।

২৩৭৯. কিনদীল ঃ ১৬১।

২৩৮০. অধিক প্রচলিত প্রবাদ।

২৩৮১. ইসলামপুর, জামালপুর।

২৩৮২. প্রবাদমালা ঃ ২/৫৪।

২৩৮৩. বিশ্বের প্রবাদ ঃ পৃ-৯৪।

২৩৮৪. Knappert.P.41

২৩৮৫. মুনজিদ ঃ ১২০৫ ; আল- ইকদুল ফরীদ ঃ ২০৯ ; ময়দানী ঃ ১/৪২১ ; আল-বকরী ঃ ২০৫ ; আল-মুস্তাক্‌সা ঃ ১/২১৩ ; জামহারা ঃ ১/৫৬ ; ইবন সাল্লাম ঃ ১৩৭ ; আল-মুনজিদ ঃ ৯৯৭।

২৩৮৬. মুনজিদ ঃ ১২১৯ ; আল-মুনজিদ ঃ ১০০৬।

Dhaka University Institutional Repository

৩. আরবী ঃ خذ بيدي اليوم أخذ برجلك غدا আজ তুমি আমার হাত ধরো। আমি কাল তোমার পা ধরবো।[২৩৮৭]

৪. আরবী ঃ من خدم الناس صارت الناس خدامه যে মানুষের সেবক হবে মানুষ তার জন্যে বড় সেবক হবে।[২৩৮৮]

৫. বাংলা ঃ তুমি আমার জন্যে হাটু পানিতে নামলে আমি তোমর জন্যে কোমর পানিতে নামবো।[২৩৮৯]

৬.Congo : One finger cannot wash your face.[২৩৯০]

৭. Swahili: One cannot launch a ship.[২৩৯১]

৮. Swahili: Over many rollers can the ship be moved.[২৩৯২]

৯. Zulu : You have to ask your friend to help you put the load of firewood on your back.[২৩৯৩]

১০.Buganda: Many fishers together will catch even the small fishes.[২৩৯৪]

১১.Buganda: Teeth without gaps chew the meat.[২৩৯৫]

১২.Zaire : Paddle all together, left-right left- right.[২৩৯৬]

১৩.Zambia: One arm cannot work.[২৩৯৭]

১১০. সৎসঙ্গ

সৎ লোকের সঙ্গে মেলামেশা করলে সুখে থাকা যায়। পরন্ত অসৎ লোকের সংসর্গে নানারূপ বিপদ ঘটে থাকে। অনেক সময় কুসঙ্গে থাকার কারণে নির্দোষ ব্যক্তিকেও দোষ স্পর্শ করে। সুতরাং কুসঙ্গ সর্বদা বর্জনীয়। বিভিন্ন ভাষায় এ বিষয়ে বহু প্রবাদ আছে । যেমন -

---

[২৩৮৭]. *Burckhardt.No.258.*

[২৩৮৮]. *কিনদীল ঃ ২৮৩ ; তয়মুর ঃ ৩৮৫ ; শুকরী ঃ ৬৬।*

[২৩৮৯]. *ইসলামপুর, জামালপুর।*

[২৩৯০]. *Knappert.P.26.*

[২৩৯১]. *Ibid.*

[২৩৯২]. *Ibid.*

[২৩৯৩]. *Ibid.*

[২৩৯৪]. *Ibid.*

[২৩৯৫]. *Ibid.*

[২৩৯৬]. *Ibid.*

[২৩৯৭]. *Ibid*

Dhaka University Institutional Repository

১. আরবী ঃ	الـــوحــدة خــيــر مـــن جـــلـــيـــس الـــســوء	অসৎসঙ্গে উঠাবসার চাইতে একাকী থাকা অনেক ভাল।[২৩৯৮]
২. আরবী ঃ	مـــثـــل جـلـيـــس الـــســوء كـــالـــقـــيـــــــن	অসৎসঙ্গ কামারের ন্যায়।[২৩৯৯]
৩. আরবী ঃ	وحـــدة الإنسـان خـيـر مـن جـلـيـــس الـسـوء عـنــده	অসৎদের সঙ্গে উঠাবসা করার চাইতে একাকীত্ব উত্তম।[২৪০০]
৪. আরবী ঃ	جـلـيـس الـســـوء خـيـر مـن جـلـــوس الـمـــرء وحــده	একাকী থাকার চাইতে সৎ এর সাথে উঠা বাসা উত্তম।[২৪০১]
৫. আরবী ঃ	إن لا يـحـرق ثـوبـك بشـرره يـؤذيـك بـــدخـانـــــه	অসৎ সঙ্গ তোমার কাপড় যেন না পুড়ে এবং তার ধোয়া তোমাকে কষ্ট যেন না দেয়।[২৪০২]
৬. আরবী ঃ	لا تضلوا : المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة	পথভ্রষ্ট হয়োনা অসৎসঙ্গ উত্তম চরিত্র বিনষ্ট করে।[২৪০৩]

৭. বাংলা ঃ সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।[২৪০৪]

৮. বাংলা ঃ সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে।[২৪০৫]

৯. বাংলা ঃ সঙ্গ দোষে কিনা হয়, ছুঁচো ছুইলে গন্ধ হয়।[২৪০৬]

১০. বাংলা ঃ যে থাকে কয়লার কাছে, ময়লার আঁচ আছেই আছে।[২৪০৭]

১১. বাংলা ঃ ভাল মানুষের সাথে বসে গুয়াপান, অমানুষের কাছে বসে কাটাই দু'টি কান।[২৪০৮]

১২. বাংলা ঃ অধম উত্তম হয় উত্তমের সাথে।[২৪০৯]

[২৩৯৮]. ময়দানী ঃ ২/৩৬৬ ; জামহারা ঃ ২/৩৩০ ; ইবন সাল্লাম ঃ ১৩০ ; আল-মুনজিদ ঃ ১০১২ ; মুনজিদ ঃ ১২২৯।

[২৩৯৯]. ময়দানী ঃ ২/২৬৬ ; ইবন সাল্লাম ঃ ১৩০।

[২৪০০]. আল-মাওরিদ ঃ ৩৯।

[২৪০১]. প্রাগুক্ত।

[২৪০২]. ময়দানী ঃ ২/২৬৬ ; ইবন সাল্লাম ঃ ১৩০।

[২৪০৩]. ৩য় ইসহাহ ঃ ১৫ ঃ ৩৩।

[২৪০৪]. পাঠান ঃ ২১১ ; নূতন ঃ ১৫৮৩ ; সুবল ঃ ২০১।

[২৪০৫]. পাঠান ঃ ২১১ ; সুবল ঃ ১৯৯ ; সরল ঃ ১৪০৯ ; মর্টন ঃ ৬২।

[২৪০৬]. প্রাগুক্ত ঃ ২১২ ; নতুন ১৫৮৩ ; সুবল ঃ ১৯৯।

[২৪০৭]. প্রাগুক্ত।

[২৪০৮]. বাংলা প্রবাদে নারীমন ঃ ১০০।

[২৪০৯]. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. বাংলা ঃ পুষ্প সঙ্গে যেন কীট উঠে সুর সাথে ।[২৪১০]

১৪. বাংলা ঃ সঙ্গ দোষে গ্রাম নষ্ট ।[২৪১১]

১৫. বাংলা ঃ সঙ্গ দোষে চোর হয়, সাধু সঙ্গ গুণে ।[২৪১২]

১৬. বাংলা ঃ সঙ্গাদোষে শতগুণে নাশে ।[২৪১৩]

১৭.ইংরেজীঃ A rotten sheep infects the flock.[২৪১৪]

১৮. ইংরেজীঃ He that lies down with dogs must expect to rise with fleas.[২৪১৫]

১৯. ইংরেজীঃ He that goes with wolves learns to howl.[২৪১৬]

২০. ইংরেজীঃ A blacksheep tainsts the flock.[২৪১৭]

২১. ইংরেজীঃ A rotten apple ingures its companions.[২৪১৮]

২২. ইংরেজীঃ Virtue and vice are born of the company one keeps.[২৪১৯]

২৩. ইংরেজীঃ Keep good company and shall be of the number.[২৪২০]

২৪. ইংরেজীঃ One blacksheep spoils the whole flock.[২৪২১]

২৫. ইংরেজীঃ Better alone than is evil company.[২৪২২]

২৬. ইংরেজীঃ One sickly sheep infects the flock.[২৪২৩]

[২৪১০]. *প্রবাদমালা ঃ ৩/২ ।*

[২৪১১]. *সুবল ঃ ১৯৯ ; সরল ঃ ১৪০৯ ।*

[২৪১২]. *প্রাগুক্ত ।*

[২৪১৩]. *প্রগল্প ঃ ৮৭ ; সরল ঃ ১৪০৯ ; মর্টন ঃ ৮৫ ।*

[২৪১৪]. *Dev.923.*

[২৪১৫]. *Ibid.*

[২৪১৬]. *Ibid.*

[২৪১৭]. *Ibid.*

[২৪১৮]. *Ibid.*

[২৪১৯]. *Ibid.*

[২৪২০]. *Ibid.*

[২৪২১]. *Ibid. 932.*

[২৪২২]. *Ibid.*

[২৪২৩]. *সুবল ঃ ১৯৯ ।*

Dhaka University Institutional Repository

২৭. ইংরেজীঃ Evil communications corrupt good manners.[২৪২৪]

২৮. ইংরেজীঃ An wolf knows as wolf.[২৪২৫]

২৯. ইতালী ঃ কুকুরের সঙ্গে শয়ন করলে এঁটুলি গাত্রে উঠতে হবে।[২৪২৬]

৩০. ইতালী ঃ রন্ধনশালায় যার বাস, তার সঙ্গে ধোয়ার বাস।[২৪২৭]

৩১. জাপানী ঃ সিঁদুরে লাগলে হাত। হাত হবেই লালে লাল।[২৪২৮]

৩২. চীনা ঃ কালিতে হাত দিলে আঙ্গুল কালো হবেই।[২৪২৯]

৩৩. ফার্সী ঃ কামারের সঙ্গে বাস করলে কাপড় পুড়বেই।[২৪৩০]

৩৪. ইদ্দিশ ঃ চিমনিটা পরিস্কার করতে গিয়ে নিজেকে হতে হয় কালো আর চিমনিটা হয়ে যায় ফর্সা।[২৪৩১]

৩৫. রুস ঃ পচা আপেলের সঙ্গে থেকে ভালো আপেলগুলোও পচতে শুরু করে।[২৪৩২]

৩৬. ফরসী ঃ যার নেক্ড়িয়ার সঙ্গে বাস, সে হোয়া হোয়া ডাক ছাড়বে।[২৪৩৩]

৩৭.মহারাষ্টীয়ঃ কুসংসর্গে ধার্মিকের ধর্ম হয় ক্ষয়।
পোড়া কাঠ- সঙ্গে তরু পুড়ে ভস্ম হয়।[২৪৩৪]

৩৮. হিন্দী ঃ ভাল সঙ্গ বৈঠিয়ে খাইয়ে নাগর পান
বুরে সঙ্গ বৈঠিয়ে কাটাইয়ে নাক ঔর কান।[২৪৩৫]

৩৯.আরবী ঃ صحبة صالح ترا صالح كونند۔ সৎ এর সাথে বন্ধুত্ব সৎ বানায় আর অসৎ এর সাথে বন্ধুত্ব
صحبة طالح ترا طالح كونند অসৎ করে করে তোলে।[২৪৩৬]

২৪২৪. *সিদ্দীক ঃ আল-মাওরিদ ঃ ৩৯।*

২৪২৫. *সিদ্দীক ঃ ২৫৬।*

২৪২৬. *প্রবাদমালা ঃ ২/৫১।*

২৪২৭. *প্রাগুক্ত ঃ ২/৭।*

২৪২৮. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ১০।*

২৪২৯. *প্রাগুক্ত ঃ ২২।*

২৪৩০. *প্রাগুক্ত ঃ ৪৮।*

২৪৩১. *প্রাগুক্ত ঃ ১৫২।*

২৪৩২. *প্রাগুক্ত ঃ ১৯৩।*

২৪৩৩. *প্রবাদমালা ঃ ২/২২।*

২৪৩৪. *প্রাগুক্ত ঃ ৪৪।*

২৪৩৫. *বাংলার প্রবাদ নারীমন ঃ ১০০।*

Dhaka University Institutional Repository

১১১. সুযোগের সদ্ব্যবহার

সুযোগ সবার কাছেই এসে থাকে। কেউবা একে সময় মত কাজে লাগায়। কেউবা অলসতা বশতঃ কাজে লাগায়না। যারা সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারে তারাই লাভবান হয়। নিম্নের প্রবাদগুলো সেদিকেই ইঙ্গিত করছে।

১. আরবী ঃ الـدرة في حينـها قد توفر تسعا। সময়মত একটি মুদ্রা নয়টির সমান কাজ করে।[২৪৩৭]

২. আরবী ঃ درهم وقاية خير من قنطار علاج প্রয়োজনে এক দিরহাম বিপুল সম্পদ হতে উত্তম।[২৪৩৮]

৩. বাংলা ঃ সময়ে না দেয় চাষ, তার দুঃখ বার মাস।[২৪৩৯]

৪. বাংলা ঃ সময়ে একফোঁড়, অসময়ের দশফোঁড়।[২৪৪০]

৫. বাংলা ঃ সময়ের এককথা অসময়ে একশ কথার সমান।[২৪৪১]

৬. বাংলা ঃ ঝোপ বুঝে কোপ।[২৪৪২]

৭. ইংরেজীঃ Strike the iron while it is hot. [২৪৪৩]

৮. ইংরেজীঃ Make hay while the sun shines. [২৪৪৪]

৯. ইংরেজীঃ As the wind blows, you must set your sail.[২৪৪৫]

১০. ইংরেজীঃ A stitch in time saves nine.[২৪৪৬]

১১. ইংরেজীঃ A penny saved is penny gained.[২৪৪৭]

[২৪৩৬]. *বহু প্রচলিত প্রবাদ।*

[২৪৩৭]. *আল-মাওরিদ ঃ ১৫।*

[২৪৩৮]. *প্রাগুক্ত ঃ ১৫, ৭৬।*

[২৪৩৯]. *বাংলা প্রবাদে নারীমন ঃ ৯৯।*

[২৪৪০]. *নুতন ঃ ১৫৮৫ ; ভট্টাচার্য ঃ ৬/৫৫৩।*

[২৪৪১]. *ভট্টাচার্য ঃ ৬/৫৩৩।*

[২৪৪২]. *সুবল ঃ ৭৩।*

[২৪৪৩]. *Dev-930.*

[২৪৪৪]. *Ibid.*

[২৪৪৫]. *Ibid.*

[২৪৪৬]. *আল-মাওরিদ ঃ ১৫ ; সুবল ঃ ২০৩।*

[২৪৪৭]. *আল-মাওরিদ ঃ ১২।*

Dhaka University Institutional Repository

১২. ইংরেজীঃ Prevention is better than cure.[২৪৪৮]

১৩. ইংরেজীঃ When the sun shinth make hay.[২৪৪৯]

১৪. ইংরেজীঃ Make hay while the sun shines.[২৪৫০]

১৫.জাপানী/ফরাসী ঃ লোহা গরম থাকতেই ঘা মার।[২৪৫১]

১৬. ফার্সীঃ তন্দুর জ্বলতে জ্বলতেই রুটি সেঁকে নাও।[২৪৫২]

১৭. ফার্সী ঃ দিনের বেলায় পৌঁছতে চাওতো রাত থাকতে রওনা দাও।[২৪৫৩]

১৮. তামিলঃ অসময়ে এক বস্তা ঘাসই কাজে লেগে যায়।[২৪৫৪]

১৯.সিংহলীঃ দাঁত থাকতে থাকতে নারীকেল খাও।[২৪৫৫]

২০.উর্দু ঃ موقع کو هاته سے نه دو সুযোগ হাতছাড়া করতে নেই।[২৪৫৬]

১১২. সুযোগ একবারই আসে

সময় সুযোগ মানুষের জন্যে অমূল্য সম্পদ। এ সুযোগ কেউ কাজে লাগাতে পারে আবার কেউ পারেনা কিন্তু। এ সুযোগ জীবনে বারবার আসেনা। সেদিকই ইঙ্গিত করছে বিভিন্ন ভাষার প্রবাদগুলো।

১. আরবী ঃ عيد الميلاد لا يعيد إلا مرة كل عام জন্মদিনের খুশী বছরে একবারই আসে।[২৪৫৭]

২. আরবী ঃ ليس كل حين أحلب أشرب সব সময় দুগ্ধ দোহন করব আর পান করব তা হয়না।[২৪৫৮]

৩. আরবী ঃ ما كل عثرة تقال ولا كل فرصة تنال প্রতি পদস্খলন সমালোচনা হয়না আর প্রতি সুযোগেই পাওয়া যায় না।[২৪৫৯]

২৪৪৮. *প্রাগুক্ত ঃ ৭৬।*

২৪৪৯. *সাঙ্গদীঃ১৩৭২।*

২৪৫০. *বাংলা একাডেমী অভিধান ঃ ৪১০।*

২৪৫১. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ৬।*

২৪৫২. *প্রাগুক্ত ঃ ৫১।*

২৪৫৩. *প্রাগুক্ত ঃ ৫২।*

২৪৫৪. *প্রাগুক্ত ঃ ২৬৬।*

২৪৫৫. *প্রাগুক্ত ঃ ৪০।*

২৪৫৬. *সাঙ্গদী ঃ ১৩৭২।*

২৪৫৭. *আল-মাওরিদ ঃ৭৮।*

২৪৫৮. *জামহারা ঃ ১/১৯১ ; ময়দানী ঃ ২/১৯০ ; ইবন সাল্লাম ঃ ১৯২।*

Dhaka University Institutional Repository

৪. বাংলা ঃ প্রতি ডুবেই শালুক?[২৪৬০]

৫. বাংলা ঃ প্রতিবার কি শালুক-সঁদী (পদ্ম)?[২৪৬১]

৬. ইংরেজীঃ Christmas comes but once a year.[২৪৬২]

৭. ইংরেজীঃ Chance is a dicer.[২৪৬৩]

৮. ইংরেজীঃ Chance the ducks.[২৪৬৪]

৯. ইংরেজীঃ Chances in an hour.[২৪৬৫]

১১৩. দুঃসংবাদ

সাধারণতঃ শুভ সংবাদ পৌঁছতে দেরী হয়। কিন্তু দুঃসংবাদ এত দ্রুত সবার কানে কানে পৌঁছে যায় যে মনে হয় খবরটি বাতাসে পৌঁছে দিয়েছে। নিম্নের প্রবাদগুলোতে এ বিষয়টি প্রতিভাত হয়েছে।

১. আরবী ঃ الخبر السئ جناحان و هو مع الريح يطير খারাপ সংবাদের দুটি পাখা আছে, তাই বাতাসের সাথে উড়ে।[২৪৬৬]

২. বাংলা ঃ কুসংবাদ বাতাসের আগে যায়।[২৪৬৭]

৩.ইংরেজী ঃ Ill news travels fast.[২৪৬৮]

৪. ইংরেজীঃ Evil news runs apace.[২৪৬৯]

[২৪৫৯]. *আল-মুনজিদ ঃ ৯৯৯ ; মুনজিদ ঃ ১২০৭।*

[২৪৬০]. *জামালপুর।*

[২৪৬১]. *বাংলাপ্রবাদ ঃ ১ ৪০।*

[২৪৬২]. *আল-মাওরিদ ঃ ২৫।*

[২৪৬৩]. *Wordsworth.90*

[২৪৬৪]. *Ibid.*

[২৪৬৫]. *Ibid.*

[২৪৬৬]. *আল-মাওরিদ ঃ ৫৩।*

[২৪৬৭]. *সুবল ঃ ৪৬ ,১০৪।*

[২৪৬৮]. *Al-Maurid.P.53.*

[২৪৬৯]. *সুবল ঃ ৪৬।*

Dhaka University Institutional Repository

৫. তুর্কি ঃ ভুল খবর সুদুর বাগদাদ থেকেও ফিরে আসে।[২৪৭০]

১১৪. সাতেও না পাচেও না

দায়িত্ব সবাই পালন করেনা। কেউবা সরাসরি দায়িত্ব পালনে অস্বীকার করেন, কিন্তু দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার বিভিন্ন অজুহাত খুজে। নিম্নের প্রবাদগুলোতে সেদিকেই ইঙ্গিত করছে।

১. আরবী ঃ لا إبلي في هذا ولا جمل এ বিষয়ে আমার উটও নেই উটনীও নেই।[২৪৭১]

২. আরবী ঃ لا ناقتي في هذا ولا جمل এ ব্যাপারে আমার উটনীও নেই আমার উটও নেই।[২৪৭২]

৩. বাংলা ঃ ধারেও না, ধারায়ও না।[২৪৭৩]

৪. বাংলা ঃ তিনেও নাই, তেরতেও নাই।[২৪৭৪]

৫. বাংলা ঃ সাতেও নেই, পাঁচেও নাই।[২৪৭৫]

৬. বাংলা ঃ ছিপেও না বড়শীতেও না।[২৪৭৬]

১১৫. হারাম

মানুষ অনেক সময় হালাল হারামের বাছ-বিচার না করে সম্পদের পাহাড় গড়তে থাকে। কিন্তু এ সম্পদ তাকে কখনো নিষ্কৃত দেয়না। একটার পর একটা সমস্যা বা বিপদ লেগেই থাকে যা সমাধান করতে গিয়ে জমানো সম্পদ আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে যায়। নিম্নের প্রবাদগুলোতে এ সত্যটিই প্রতিভাত হয়েছে।

১. আরবী ঃ المال الحرام لا يدوم হারাম সম্পদ চিরস্থায়ী হয়না।[২৪৭৭]

২. আরবী ঃ مال الحرام للحرام سحب হারাম উপায়ে অর্জিত সম্পদ শয়তানের পেটে যায়।[২৪৭৮]

[২৪৭০]. বিশ্বের প্রবাদ ঃ ৮৮।

[২৪৭১]. আল-আব লুয়ুস চীক্স আল-ইসূঈ ঃ আনীসুল জুলাসা ফী শরহি দীওয়ানিল খানসা, বৈরুত, ১৮৯৬ পৃ-৭৯।

[২৪৭২]. আল-মুনজিদ ঃ ১০১১।

[২৪৭৩]. হাবীব ঃ ১৫৮, ২১৩।

[২৪৭৪] প্রাগুক্ত।

[২৪৭৫] প্রাগুক্ত ।

[২৪৭৬] প্রাগুক্ত।

[২৪৭৭]. আল-মাওরিদ ঃ ৭৭।

[২৪৭৮]. Singer. No.82.

Dhaka University Institutional Repository

৩. আরবী ঃ تيتي تيتي زي ما رحتي زي ما جيتي যে ভাবে এসেছিল সেভাবেই চলে গেছে।[২৪৭৯]

৪. আরবী ঃ تيتي تيتي زي ما رحتي جيتي যেভাবে এসেছিল সেভাবেই চলে গেছে।[২৪৮০]

৫. মুসিল ঃ تيتي مثل ما غحتي جيتي যেভাবে এসেছিল সেভাবেই চলে গেছে।[২৪৮১]

৬. আরবী ঃ تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي যেভাবে এসেছিল সেভাবেই চলে গেছে (সিরিয়)।[২৪৮২]

৭. আরবী ঃ تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي যেভাবে এসেছিল সেভাবেই চলে গেছে (হিমস)।[২৪৮৩]

৮. বাংলাঃ হারামে আরাম নাই।[২৪৮৪]

৯. বাংলাঃ পাপের ধন প্রায়শ্চিত্যে যায়।[২৪৮৫]

১০. বাংলাঃ চিৎপাতের কড়ি উৎপাতে যায়।[২৪৮৬]

১১. বাংলাঃ যেদামে কেনা সেদামে বিক্রি।[২৪৮৭]

১২.ইংরেজীঃ Ill got ill spent. [২৪৮৮]

১৩. ইংরেজীঃ Evil gotten evil spent.[2489]

১৪. ইংরেজীঃ Things easily got are easily gone.[2490]

১৫. ইংরেজীঃ Ill gotten gains never proper.[2491]

১৬. গ্রীক ঃ Dishonest gains are losses.[2492]

[২৪৭৯]. *কিনদীল ঃ ১৩৯।*

[২৪৮০]. *তয়মুর ঃ ৮০।*

[২৪৮১]. *হুযালী ঃ ১/১৩৮।*

[২৪৮২]. *কিনদীল ঃ ১৩৯।*

[২৪৮৩]. *প্রাগুক্ত।*

[২৪৮৪]. *ডঃ কাজী দ্বীন মুহম্মদ এর কাছ থেকে শ্রুত।*

[২৪৮৫]. *নুতন ঃ ১৫৫৮ ; সুবল ঃ ১০৭।*

[২৪৮৬]. *প্রাগুক্ত।*

[২৪৮৭]. *প্রগল্প ঃ ৭৯।*

[২৪৮৮]. *Dev-923.*

[২৪৮৯]. *সাঈদী ঃ ১৩৯০।*

[২৪৯০]. *প্রাগুক্ত।*

[২৪৯১]. *আল-মাওরিদ ঃ ৫৩।*

Dhaka University Institutional Repository

১৭. ফার্সী ঃ مال الحرام بود بجائےحرام رفت অবৈধ সম্পদ অবৈধ পথেই চলে যায়।[২৪৯৩]

১১৬. হিংসা

হিংসা মানুষের নিকৃষ্ট গুণাবলীর অন্যতম। হিংসুকের আর্থিক মানসিক এমনকি ধর্মীয় বিষয়েও বিরাট ক্ষতি হয়ে থাকে। নিম্নের প্রবাদগুলোতে এর সত্যতা মিলে।

১. আরবী ঃ إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب অগ্নি যেমন কাঠ জ্বালিয়ে দেয় হিংসাও তেমনি পুন্য বিনষ্ট করে।[২৪৯৪]

২. আরবী ঃ ظاهر العتاب خير من باطن الحقد অন্তরের বিদ্বেষ রাখার চাইতে প্রকাশ্য শত্রুতা উত্তম।[২৪৯৫]

৩. আরবী ঃ الحسود لا يسود হিংসুক নেতা হতে পারেনা।[২৪৯৬]

৪. আরবী ঃ عمر الحسود ما يسود হিংসুক জীবনেও নেতা হতে পারবেনা।[২৪৯৭]

৫. বাংলা ঃ পরহিংসা নরকবাস, যুগে যুগে সর্বনাশ।[২৪৯৮]

৬. বাংলা ঃ দয়ার মত ধর্ম নাই
হিংসার মত পাপ নাই।[২৪৯৯]

৭. বাংলা ঃ হিংসায় সব কর্ম পারে
কেবল পুত বিয়াতে নারে।[২৫০০]

৮. বাংলা ঃ হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব
ঘোর কুটিল পন্থা তার লোভ জটিলবন্ধ।[২৫০১]

২৪৯২. *প্রাগুক্ত।*

২৪৯৩. *সাঈদী ঃ ১৩৩৭।*

২৪৯৪. *আব্দুর রহমান আল-কাশগরী, আল-হাদীকা, পরিচ্ছেদ ,(الباء)*

২৪৯৫. *ময়দানী ঃ ১/৪৪৫)।*

২৪৯৬. *জুহায়মান ঃ ১/২৭৫ ; শুকয়র ঃ ২২ ; জালাল আল-হানফী ঃ আল-আমছালুল বাগদাদিয়্যা, বাগদাদ, ১৯৬৪, পৃ-১/১৫১)।*

২৪৯৭. *কিনদীল ঃ ২৭৩ ; তয়মুর ঃ২৫৩ ; বাজুরী ঃ ৩৬)*

২৪৯৮. *পাঠান ঃ ২০৩।*

২৪৯৯. *পাঠান ঃ ২০১ ; হাবীব ঃ ৩৪৭।*

২৫০০. *প্রাগুক্ত।*

Dhaka University Institutional Repository

৯.ইংরেজীঃ Better an open enemy than a false friend.[২৫০২]

১০.দিনামারঃ হিংসা জ্বররোগ হইলে জগৎ শুদ্ধ পীড়িত থাকিত।[২৫০৩]

১১.মহারাষ্ট্রিয় ঃ সেই সব লোক কভূ সুখী নাহি হয়, হিংসা মদে মত্ত মোহ মুগ্ধ অতিশয়।
অসন্তুষ্ট তথা যার রুষ্টভাব অতি, চিন্তাকুল আর যার পরঅন্নে গতি।[২৫০৪]

১২.রাশিয়ানঃ হিংসা কিন্তু পাতিহাসের পচা ডিমে তা দিয়ে রাজহাঁসের জন্ম দিতে পারেনা।[২৫০৫]

১৩.সংস্কৃতঃ অহিংসা পরমোধর্মং।[২৫০৬]

১১৭. হুবুহু মিল

কাজ করতে গিয়ে কোন কোন সময় অসংগতি হলেও কোন কোন সময় এমন মিল পাওয়া যায় যেন সোনায় সোহাগা । হুবুহু মিল এপ্রসঙ্গে আরবী ভাষার সবচাইতে বহুল প্রচলিত প্রবাদ হলোঃ

১. আরবী ঃ وافـــق شـــن طـبـقـــة শন (বর) তবাকা (কনে)এর সাথে হুবুহু মিলেছে।[২৫০৭]

২. বাংলা ঃ বাঘের যোগ্য বাঘিনী, শেওড়া গাছের পেতনী।[২৫০৮]

৩. বাংলা ঃ রাজার রাণী কানার কানী।[২৫০৯]

৪. বাংলা ঃ শাকের সঙ্গে কাচা লঙ্কা ডালের সঙ্গে ঘি।
মাংসের সঙ্গে আদা আর মায়ের সঙ্গে ঝি।[২৫১০]

৫. বাংলা ঃ যেমন হাঁড়ি, তেমন সরা।[২৫১১]

৬. বাংলা ঃ যেমন ভানু তেমন হনু।[২৫১২]

[২৫০১]. *প্রাগুক্ত।*

[২৫০২].

[২৫০৩]. *প্রবাদমালা ঃ ২/১৮।*

[২৫০৪]. *প্রাগুক্ত ঃ ২/৪৩।*

[২৫০৫]. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ১৯৫।*

[২৫০৬]. *সরল ঃ ১২৮৭ প্রবাদমালা ঃ ৩/৬, হাবীব ঃ ৩৪৭।*

[২৫০৭]. *আল-মুনজিদ ঃ ১০১৩; মুনজিদ ঃ ১২৩০।*

[২৫০৮]. *হাবীব ঃ ১১।*

[২৫০৯]. *প্রাগুক্ত।*

[২৫১০]. *প্রাগুক্ত।*

[২৫১১]. *প্রাগুক্ত।*

Dhaka University Institutional Repository

৭. বাংলা ঃ যেমন রাম, তেমন সীতা।[২৫১৩]

৮. বাংলা ঃ যেমন জগন্নাথ তেমন শুভদ্রা।[২৫১৪]

৯. বাংলা ঃ যেমন দেব, তেমন দেবী।[২৫১৫]

১০. বাংলা ঃ যেমন পেত্নী তেমন পেত্নী।[২৫১৬]

১১. বাংলা ঃ যেমন গুরু তেমন চেলা।[২৫১৭]

১২. বাংলা ঃ যেমন ক্ষেপা তেমন ক্ষেপী। [২৫১৮]

১৩. বাংলা ঃ যেমন নেড়া তেমন নেড়ী।[২৫১৯]

১৪. বাংলা ঃ যেমন কন্যা ভানুমতী তেমন পাত্র মেধো তাঁতী।[২৫২০]

১৫. বাংলা ঃ যেমন কন্যা রেবতী, তেমন পাত্র জোলা তাতী।[২৫২১]

১৬. বাংলা ঃ যেমন কন্যা মাঞ্জাদারী, তেমন পাত্র গৌরহরী।[২৫২২]

১৭. বাংলা ঃ যেমন দাদা গুণমনি, তেমন বউ রাসমনি।[২৫২৩]

[২৫১২]. প্রাগুক্ত।

[২৫১৩]. প্রাগুক্ত।

[২৫১৪]. প্রাগুক্ত।

[২৫১৫]. প্রাগুক্ত।

[২৫১৬]. প্রাগুক্ত।

[২৫১৭]. প্রাগুক্ত।

[২৫১৮]. প্রাগুক্ত।

[২৫১৯]. প্রাগুক্ত।

[২৫২০]. প্রাগুক্ত।

[২৫২১]. প্রাগুক্ত।

[২৫২২]. প্রাগুক্ত ; ভট্টাচার্য ঃ ৬/৪।

[২৫২৩]. হাবীব ঃ ১২।

Dhaka University Institutional Repository

১১৮. ক্ষুধা

মানুষের ক্ষুধা একটি জৈবিক চাহিদা। না খেয়ে মানুষ বাঁচতে পারেনা। কিন্তু ক্ষুধা মানুষকে নাস্তিকের পর্যায়ে নিয়ে যায়, ক্ষুধা থাকলে মানুষ সাধারণ খাবার গুলোও সাবার করতে পারে কিন্তু ক্ষুধা না থাকলে দামী খাবারও খাওয়া যায়না। নিচের প্রবাদগুলো এদিকেই ইঙ্গিত করছে।

১. আরবী ঃ الجوع أمهر الطباخين ক্ষুধা উত্তম পাচক।[২৫২৪]

২. আরবী ঃ الجوعي سريعو الغضب ক্ষুধা মানুষকে রাগের দিকে ধাবিত করে।[২৫২৫]

৩. আরবী ঃ الـجـــوع كـــافـــر ক্ষুধা মানুষকে নাফরমান বানায়।[২৫২৬]

৪. আরবী ঃ كاد الفقر أن يكون كفرا দারিদ্র মানুষকে প্রায় কাফের বানিয়ে ফেলে।[২৫২৭]

৫. বাংলা ঃ ক্ষিধে রুচি লবন
সঙ্গে তিন ব্য ঞ্জন[২৫২৮]

৬. বাংলা ঃ পেটে ক্ষুধা থাকলে হুধাও রুচে
বল্লায় কামড় দিলে বুড়াও নাচে।[২৫২৯]

৭. বাংলা ঃ ক্ষুধায় মানে না পান্তা ভাত,
ঘুমে মানে না ভাঙ্গা খাত,
পিরীত মানে না জাত অজাত।[2530]

৮. ইংরেজীঃ Hunger is the best sauce.[2531]

৯. ইংরেজীঃ Hunger breaks through stone walls.[2532]

১০. ইংরেজীঃ Hunger fetcheth the wolf out of the cookery.[2533]

২৫২৪. *আল-মাওরিদ ঃ ৪৯।*

২৫২৫. *প্রাগুক্ত ঃ ৮।*

২৫২৬. *প্রাগুক্ত ঃ ৯।*

২৫২৭. *প্রাগুক্ত।*

২৫২৮. *পাঠান ঃ ৮২।*

২৫২৯. *প্রাগুক্ত।*

২৫৩০. *আল-মাওরিদ ঃ ৪৯।*

২৫৩১. *আল-মাওরিদ ঃ ৪৯ ; Wordsworth.318.*

২৫৩২. *Wordsworth.318.*

২৫৩৩. *Ibid.*

Dhaka University Institutional Repository

১১. ইংরেজীঃ Hunger is not dainty.[2534]

১২. ইংরেজীঃ Hunger is sharper than thorn.[2535]

১৩. ইংরেজীঃ Hunger makes dinners, pastime suppers.[2536]

১৪. ইংরেজীঃ Hungry as a dog.[2537]

১৫. ইংরেজীঃ Hungry as hawk.[2538]

১৬. ইংরেজীঃ Hungry as a hunter.[2539]

১৭. ইংরেজীঃ Hungry as a wolf.[2540]

১৮. ইংরেজীঃ Hungry as a kite.[2541]

১৯.Turkish: The hungry stomach has no ears.[2542]

২০.Turkish: It is better to die in surfeit than live with an empty stomach.[2543]

২১. ওলন্দাজ, জার্মানঃ ক্ষুধার্ত জঠরের কর্ম নাই।[২৫৪৪]

২২. ওলন্দাজঃ ক্ষুধাই উত্তম চাটনী।[২৫৪৫]

২৩.মালেয়ালমঃ ক্ষুধার না চাই চাটনী, নিদ্রার না চাই শয্যা।[২৫৪৬]

২৪. ফার্সী ঃ ভুখা রয়তো নাস্তিক হয়।[২৫৪৭]

২৫৩৪. *Ibid.*

২৫৩৫. *Ibid.*

২৫৩৬. *Ibid.*

২৫৩৭. *Ibid.*

২৫৩৮. *Ibid.*

২৫৩৯. *Ibid.*

২৫৪০. *Ibid.*

২৫৪১. *Ibid.*

২৫৪২. *Paul lunde.65.*

২৫৪৩. *Ibid.108.*

২৫৪৪. *প্রবাদমালা ঃ ২/৪।*

২৫৪৫. *প্রাগুক্ত ঃ ২/১৫।*

২৫৪৬. *প্রাগুক্ত ঃ ২/৩০।*

২৫৪৭. *বিশ্বের প্রবাদ ঃ ৫২।*

Dhaka University Institutional Repository

২৫. ফরাসী ঃ ক্ষুধার্ত মানুষ যুক্তি তর্কের ধার ধারেনা।[২৫৪৮]

২৬.পর্তুগীজঃ ক্ষুধা সর্বদা দেয় কুমন্ত্রণা।[২৫৪৯]

২৭.রাশিয়ানঃ ক্ষিধে অন্ধকেও গাছের ফলটি দেখিয়ে দেয়।[২৫৫০]

২৮.বুলগেরিয়ঃ ক্ষিধের চোখ রুটি ছাড়া কিছু দেখতে পায়না।[২৫৫১]

২৯.বুলগেরিয়ঃ ক্ষুধার্ত চোখ কখনো বদলায়না।[২৫৫২]

৩০. উর্দু ঃ بهوكا مرتا كيا نه كرتا ক্ষুধার্ত ব্যক্তি মরতে গেলে কি সে না করে ।[২৫৫৩]

২৫৪৮. প্রাগুক্ত ঃ ১২৮।

২৫৪৯. প্রাগুক্ত ঃ ১৭৪।

২৫৫০. প্রাগুক্ত ঃ ১৯৫।

২৫৫১. প্রাগুক্ত ঃ ২০৯।

২৫৫২. প্রাগুক্ত ঃ ২১১।

২৫৫৩. আগাসকার ঃ ২৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহারঃ

আরবী ভাষায় মাছাল শব্দটির বিভিন্ন রকম ব্যবহার দেখা যায়। আলোচ্য অভিসন্দর্ভে 'মাছাল' প্রবাদ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। মূল ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কোন ঘটনার দৃষ্টান্ত বর্ণনায় ব্যবহৃত প্রজ্ঞাপূর্ণ বাক্যই মাছাল।

মাছাল ক্লাসিক আরবী সাহিত্যের সবচাইতে সমৃদ্ধশালী শাখা। উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এবং পূর্ণতা প্রাপ্তির দিক থেকে মাছালের মতো ক্লাসিক আরবীর কোন শাখাই ততো ব্যাপক নয়।

বিশ্ব সাহিত্যে আরবী সাহিত্যের একটি সম্মানজনক স্থান রয়েছে। গবেষণায় আমার কাছে যে বিষয়টি স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হয়েছে তা হলো আরবী প্রবাদের ন্যায় বিশ্বের কোন সাহিত্যের প্রবাদ ততো সমৃদ্ধ নয়। আরবী সাহিত্যে মাছালের যে সম্পদ আছে তা গুণে, মানে ও পরিমাণে অনন্য ও অসাধারণ। বিশিষ্ট ভাষাবিদ পন্ডিত আবূ 'উবায়দার মতে আরবী সাহিত্যে মাছাল সংখ্যা ১৪,০০০ (চৌদ্দ হাজার)।আরবী প্রবাদের দু'শতাধিক গ্রন্থ এবং এর কিছু কিছু সংকলন ও আলোচনা রয়েছে এমন আরো শতাধিক গ্রন্থ একথাটি স্পষ্টই প্রমাণ করে।

আরবী জাতিসংঘের অন্যতম ভাষা। এটি মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা। বিশ্বের আনাচে-কানাচে যেখানেই মুসলমান আছে সেখানেই এর কম-বেশী চর্চা হচ্ছে। ফলে সে মুসলমান যে কোন ভাষার হোকনা কেন তার প্রতি এর প্রভাব পড়ছেই। তাদের প্রবাদেও এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বাংলা ভাষায় "সবুরে মেওয়া ফলে" আরবী من صبر ظفر (সবুরকারী কৃতকার্য হয়) প্রবাদের প্রভাবেই রচিত। এটা সুস্পষ্ট।

পাশ্চাত্যে আরবী প্রবাদের গবেষণা কর্ম যথেষ্ঠ; কিন্তু বাংলাদেশে এর একশতাংশ কাজও হয়নি। আরবী প্রবাদের উচ্চতর গবেষণা বাংলাদেশে এটাই প্রথম।

আরবী সাহিত্যে বিভিন্ন প্রকারের মাছাল পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে আল আমছালুস সাইরা বা প্রচলিত মাছাল যা আল-আমছালুল মুজিযা বা সংক্ষিপ্ত মাছাল নামেই পরিচিত। সিংহভাগ মাছালই এধরনের। কিছু কিছু মাছাল আছে যেটা স্পষ্ট নয়। সাহিত্যিক ও গবেষকগণ এর বিভিন্ন কারণও উল্লেখ করেছেন। যেমন-বাক্যে মাছালের ব্যবহারে স্বল্পতা, অপরিচিত শব্দের সমাহার, মাছালের উৎস অজ্ঞাত ইত্যাদি।

গবেষকগণ মাছালের উৎস অজ্ঞাত থাকার বিভিন্ন কারণ চিহ্নিত করেছেন। তন্মধ্যে গবেষকগণ উৎস বিলুপ্ত হওয়া, উৎস অনভিহিত হওয়া অথবা প্রতিশব্দ সম্ভারে পূর্ণ আরবী ভাষায় একই শব্দের একাধিক অর্থ হওয়া ইত্যাদি।

অলিখিত অবস্থায় বংশ পরম্পরায় মুখে মুখে এর চর্চা চলতে থাকে বিধায় মাছালগুলো হুবুহু বর্ণিত না হয়ে বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে। গবেষকদের মতে মাছালের অধিক ব্যবহার, বিভিন্ন উপভাষা, ভাষাতাত্ত্বিক ও উচ্চারণগত পার্থক্য ভাবার্থে মাছাল বর্ণনা, নিকটতম ধ্বনি বিশিষ্ট বর্ণের সমাহার, একটির স্থলে আরেকটির ব্যবহার এবং মাছালের উৎস সম্পর্কে মতানৈক্য থাকায় ইত্যাদি কারনে মাছাল বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী সাহিত্যে মাছাল অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এর বাক্য সাধারণতঃ সংক্ষিপ্ত, অর্থবহ ও সর্বজন স্বীকৃত ও গৃহীত হয়ে থাকে। এতে উৎকৃষ্ট উপমা ও উত্তম ইঙ্গিত থাকে। ব্যাকরণের বাঁধাধরা নিয়ম থেকে মুক্ত বিধায় মাছাল অপরিবর্তিত ভাবে যুগযুগ ধরে একই অবস্থায় প্রচলিত।

মাছাল সাধারণতঃ ছোট ছোটও সহজবাক্যে উপস্থাপিত হয়। এতে বাক্যাবলী রসালো, সৌন্দর্যমন্ডিত ও জড়তা বিহীন হয় এবং সম্ভাব্য একটি বিষয়ের জন্যে উপস্থাপিত হয়।

আরবী সাহিত্যের পাঁচটি যুগের (জাহিলী, ইসলামী, উমায়্যা, আব্বাসী ও আধুনকি) সকল যুগেই মাছালের বিকাশধারা অব্যাহত আছে। তবে জাহিলী যুগ মাছালের সোনালী যুগ। এযুগেই মাছালের সৃষ্টি হয়েছে বেশী। মাছাল সংকলন সাহিত্য ও ইতিহাস গ্রন্থে এ যুগের মাছালের প্রাচুর্যতা পরিলক্ষিত হয়।

সমাজের যে কোন শ্রেণী এবং যে কোন স্তরের লোক তথা আপামর জনসাধারণের মুখেই মাছালের সৃষ্টি। এরা সর্বদা আড়ালে আবডালে থেকে মাছালের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে আসছে বিধায় মাছাল রচয়িতাদের খুঁজে পাওয়া খুবই দুস্কর। এর পরেও আরবী সাহিত্যের ইতিহাস এবং মাছাল সংকলনগুলোতে প্রতিযুগেই বেশ কিছু রচয়িতার নাম এবং তাদের নামে আরোপিত কিছু কিছু মাছালের উল্লেখ পাওয়া যায়।

জাহিলী যুগের উল্লেখযোগ্য মাছাল রচয়িতারা হলেন ঃ লোকমান, ইমরুউল কয়স, তারাফা, যুহয়র আলকামা, কুস্‌স্‌ ও আকছুম।

ইসলামী যুগে মাছাল সৃষ্টি হয় নতুন আঙ্গিকে। আল-কুরআন ও আল-হাদীছ জাহিলী যুগের সব কিছুতেই বিরাট পরিবর্তন এনে দেয়। মাছালের ক্ষেত্রেও এ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কুরআন ও হাদীছে উল্লেখিত মাছাল সাহিত্যে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করে।

আল-কুরআন ঐশীগ্রন্থ। ইসলামী শরীয়তের প্রধান উৎস। আল-কুরআনে মাছাল শব্দটি ১৭৯ স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। তবে আল-কুরআনে মাছাল সংখ্যা কত এ সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। আলিমগণ স্পষ্ট মাছাল, সুপ্ত মাছাল এ কিয়াসী মাছাল আল-কুরআনে এতিন শ্রেনীর মাছাল উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম প্রকার মাছালের সংখ্যাই বেশী।

ইসলামী চিন্তাবিদগণ আল-কুরআনের সম্মানার্থে এতে বর্ণিত মাছালগুলোকে আরবী সাধারণ মাছালের ন্যায় ব্যবহারের অনুমতি দেননি। কোন কোন আলিমের মতে কুরআনের মাছালগুলো বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই সাধারণ মাছালের মতো এগুলোর ব্যবহার বৈধ নয়।

ইসলামী শরীয়তে আল-কুরআনের পরেই হাদীছের স্থান। হাদীছ সৃজনশীল সাহিত্য। আরবী সাহিত্যের উন্মেষে হাদীছের অবদান অপরিসীম। রসূলুল্লাহ (সঃ)প্রেরিত হয়েছিলেন সংক্ষিপ্ত বাক্যে মনের ভাব প্রকাশ করতে) (بعثت بجوامع الكلم)। তাঁর বহু বাণী মাছালে পরিণত হয়েছে। 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনিল 'আস কর্তৃক রসুলুল্লাহ (সঃ) এর এক হাজার মাছাল কণ্ঠস্থ করণ এরই উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

রসূলুল্লাহ (সঃ) -এর সাহচর্যে এসে সাহাবীগণ সোনার মানুষে পরিণত হন। তাদের ভাষা হয় মার্জিত। তাঁদের থেকেও সৃষ্ট হয় বিভিন্ন মাছাল। এদের মধ্যে হযরত আলী (রাঃ) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

উমায়্যা যুগেও বিশেষ করে সাহিত্যামোদী হযরত আমীর মু'য়াভিয়ার শাসনামলে মাছালের বেশ বিকাশ ঘটে। তিনি প্রবাদ,উপাখ্যান,প্রাচীন কাহিনী,কিংবদন্তী ও কবিতা শুনতে খুবই ভালবাসতেন। তিনি নিজেও একজন প্রবাদকার ছিলেন। এ যুগের বিশেষ বিশেষ মাছাল রচয়িতারা হলেনঃ সাহাবান, উমর ইবন 'আব্দিল'আযীয, আখতাল ও ফরযদক।

আব্বাসী যুগ আরবী সাহিত্যের সোনালী যুগ। এযুগে মাছাল রচনার চাইতে সংকলিত হয় বেশী। এর পরেও এ যুগের সৃষ্ট মাছালের সংখ্যা একেবারে নগন্য নয়। আবুল 'আতাহিয়ার কবিতাকে যাতুল আমছাল বা মাছালের কবিতা বলা হয়। এ যুগের প্রখ্যাত মাছাল রচয়িতারা হলেন ইবনুল মুকাফ্ফা,আবুল আতাহিয়া, আবু তাম্মাম, বুহতরী, আল-মুতানাব্বী ও আবুল মালা আল-মা'আররী।

মাছাল সাধারণতঃ দু'ভাবে সংরক্ষিত হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। কবিও সাহিত্যিকদের মাধ্যমে এবং সংকলনের মাধ্যমে।

কবি ও সাহিত্যিকগণ তাদের কবিতা ও সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে এমন সববাক্যের সৃষ্টি করেছেন যা পরবর্তীকালে মাছাল হিসেবে আত্ম প্রকাশ করেছে। অথবা অন্যের প্রবাদগুলো তাদের রচনাকে সুষমামন্ডিত করতে ব্যবহার করেছেন। যা তাদের কাব্যে এবং সাহিত্যে সংরক্ষিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ সংকলনের মাধ্যমে মাছাল সংরক্ষিত হয়।

উমায়্যা যুগে মাছাল সংকলনের কাজ শুরু হয়। সুহার ইবন 'আয়্যাশ (অন্য বর্ণনা মতে মুফাদ্দল আদ্দব্বী) সর্বপ্রথম মাছাল সংকলন করেন বলে গবেষকগণ উল্লেখ করেছেন। সংকলনের মাধ্যমেই মাছাল সংরক্ষিত হয়েছে বেশী। আরবী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ মাছাল সংকলনগুলো হলো ময়দানীর 'মাজমা'উল আমছাল', যমখশরীর 'আল-মুস্তাক্সা ফী আমছালিল আরব', আল-'আসকারীর 'জামহারাতুল আমছাল', মুফাদদল আদদব্বীর 'আমছালুল আরব', ইবন সাল্লামের 'কিতাবুল আমছাল', মুহম্মদ কিনদীলের 'ওয়াহদাতুল আমছাল', A.P.Singer 'আমছালিল আওয়াম্ম ফী মিসরা ওয়াস্ সুদান', Burakardt. -এর 'Arabic proverbs', pule Lunde -এর 'A dictionary of Arabic and Islamic Proverbs'. ডঃ 'আব্দুল মজীদ আবিদীনের 'আল-আমছালুন নছরিয়্যা', ডঃ 'আব্দুল মজীদ কাতামিশের 'আল-আমছালুল আরবিয়্যাঃ', ডঃ জাবিরের 'আমছালুল কুরআন', আবুশ শায়খের 'আমছালুল হাদীছ', 'আব্দুল হামীদ মুরাদের 'মু'জামুল আমছাল', জালাল হানফীর 'আল-আমছালুল বাগদাদিয়্যা', মুহম্মদ তয়মুরের 'আল-আমছালুল 'আম্মিয়াতুল মিসরিয়্যাঃ', ইবন শনবের 'আল-আমছালুল 'আম্মিয়্যাঃ', আল-হুযালীর 'মু'জামুল আমছাল', হান্না আল-ফাখুরীর 'আল-হিকাম ওয়াল আমছাল', আল-বকরীর 'ফসলুল মাকাল' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রবাদ সকল জাতির সকল বিষয়ের বাস্তব প্রতিচ্ছবি বিধায় আপামর জনসাধারণের কাছে এর গ্রহনযোগ্যতা রয়েছে। বিশ্বের যে কোন অঞ্চলে যে কোন ভাষায় এর সন্ধান মেলে। সুরতে-শেকেলে, অবয়বে-বর্ণে মানুষের মধ্যে দুস্তর পার্থক্য থাকলেও এদের জীবন যাত্রার সার্বিক বিষয়ে অদ্ভুত মিল লক্ষ্য করা যায়। এদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ব্যাথা, বেদনা, আনন্দ-উল্লাস, চিন্তা-চেতনা, ভাবনা-কল্পনায় এমনকি ভাব প্রকাশের রীতি পদ্ধতিতে যথেষ্ট সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো এক দেশের প্রবাদ অন্য দেশের প্রবাদের অবিকল চিন্তা ধারণ করে আছে। 'ভালোবাসা' বিষয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ৬০টি প্রবাদ, 'মৃত্যু' বিষয়ে ৬৩ টি প্রবাদ, 'অভ্যাস' বিষয়ে ৭৭টি প্রবাদ, 'নারী' সম্পর্কে ৮১ টি প্রবাদ, 'বন্ধু' সম্পর্কে ৯১টি প্রবাদ এবং 'টাকা' বিষয়ে ১০৬ টি প্রবাদ এর বাস্তব প্রমাণ।

Dhaka University Institutional Repository

মাছাল জাতির জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রতীক। এতে জাতীয় জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী, ব্যক্তি চরিত্র ও সামাজিক সম্পর্ক ফুটে ওঠে। এমনিভাবে ঐ জাতির দৈনন্দিন জীবনের অনেক দিক,ভাগ এবং বিশ্বাস ও অভ্যাসের প্রতীক হচ্ছে মাছাল। সুতরাং সাহিত্যের সকল শাখার মধ্যে মাছাল একটি বিশেষ প্রশংসনীয় মর্যাদার অধিকারী।

মাছাল জাতির মুখপত্র। যে কোন স্তরের লোক মুখেই এর সৃষ্টি । সেজন্য এতে জাতীয় জীবন থেকে ব্যক্তি জীবনের স্বভাব চরিত্র কাজ কর্ম এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায়।

মাছাল জীবনের সঠিক প্রতিচ্ছবি। কবিতার মতো আবেগ, ভাব, মিথ্যা এবং অতিরঞ্জনের স্থান নেই এতে। সঠিক ও বাস্তবতার প্রতিফলনই মাছাল।

মাছাল গতিশীল হৃদয় গ্রহী। এজন্যে সহজে জনমনে দাগ কাটতে সক্ষম হয়। মানব মনে রয়েছে এর বিরাট প্রভাব। তাই স্থান-কাল-পাত্র ভেদে মানুষ এর ব্যবহার করে থাকে।

মাছাল বাক্যকে অলংকার ও বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রদান করে বাক্যকে গ্রহনীয়,ভাবগম্ভীর ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলে। আরবী গদ্য সাহিত্যকে গতিশীল করতে এর বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

তাই আরবদের কাছে মাছালের মুল্য ছিল অপরিসীম। ফলে তাদের মাধ্যমে মাছালের এতো ব্যাপক চর্চা হয়েছে এবং হচ্ছে। আরবী সাহিত্যে মাছালের উপর আরো গবেষণা,আলোচনার দাবী রাখে। এ অভিসন্দর্ভে যেসব দেশের প্রবাদ স্থান পেয়েছে তন্মধ্যে কিছু হলোঃ সৌদী আরব, মিসর, ইরাক, ইরান, লেবানন, মরক্কো, বাহ রাইন, জর্ডান, কুয়েত, লেবানন, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সুদান, তিউনিস, আলজেরিয়া, নাইজেরিয়া, ইরিত্রিয়া, আলবেনিয়া, তুর্কিস্তান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, তুরস্ক, সিরিয়া, ওমান, ইয়েমেন, মৌরিতানিয়া, মাল্টা, জার্মান, ইটালী, ফ্রান্স, চীন, জাপান, লিবিয়া, সুমাল, আমেরিকা, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, রাশিয়া, বেলজিয়াম, ওগান্ডা, বুগান্ডা, সিংহল, কুড়ু জায়ার, এংগুলা, নামিবিয়া, উত্তর আফ্রিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, তান্‌জানিয়া, তেতিলা, কিম্বড়ু, উম্বড়ু, কংগো, কেনিয়া, কিকুইয়্যা, ইয়াউন্ডে, ক্যামেরুন, জায়ার, বুড়ুন্ডী, ইউরুবা, জাম্বিয়া, ইথিওপিয়া, লাইবেরিয়া, ঘানা, টুগো, মুজাম্বিক, জিগুলা, ঘায়েনা, গিনি, মালাগাসি, বু গান্ডা, কাশ্মীর ইত্যাদি।

এতে আরবী ছাড়াও যে সব ভাষার প্রবাদ স্থান পেয়েছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ঃ ফার্সী, তুর্কী, উর্দু, হিন্দী, মৌরিশ, মালটিশ, জার্মান, ইতালী, স্পেনীশ, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনামার, ফরাসী, বাদাগাদি, মালেয়ালম, তামিল, সর্বিয়া, পাঞ্জাবী, চাইনিজ, হিব্রু, তুর্কি, আর্মেনীয়, গ্রীক, ফ্রেন্স, ইংরেজী, আইরিশ, ইদ্দিশ, বেলজিয়াম, ডাচ, হাঙ্গেরিয়, বুলগেরিয়, উড়িয়া, অসমিয়া, মারাঠী, কাশ্মিরী, তেলুগু, কানাডা, পশতু, সাওয়াহিলী, ডামা, হাউসা, ল্যাটিন, মালেয়ী, দ্রাবিড়. আর্মেনীয়, সিংহলী, তেতিলা বুলগেরিয়া ও বাংলাদেশ।

পরিশেষে বলা যায়, মাছাল একটি জাতির সামাজিক বাস্তব চিত্র। মাছাল সাহিত্যের মাধ্যমে 'আরব বিশ্বের লোকজ সংস্কৃতি তথা সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থার অনেক অজানা তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, যা অন্য কোন মাধ্যমে জানা সম্ভবপর ছিল না। প্রাক-ইসলামী যুগে এর উৎপত্তি এবং ইসলামী, উমায়্যা, আব্বাসী ও আধুনিক যুগে এর অব্যাহত বিকাশের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে এটি এক বিশাল ও সমৃদ্ধশালী সাহিত্য-শাখায় পরিণত হয়েছে। আরবী সাহিত্যে এর আবশ্যকতা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে আরবীর যে সন্মান জনক স্থান রচিত হয়েছে, তার মূলে মাছালের অবদানকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। সেজন্য আজ মাছাল সাহিত্য-গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যাপক আলোড়ন লক্ষ্য করা যায়। আরবী সহ বিশ্বের প্রসিদ্ধতম ভাষায় মাছালের ব্যাপক চর্চা হলেও বাংলা ভাষায় এটি প্রথম গবেষণা কর্ম। সেদিক থেকে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

Dhaka University Institutional Repository

এ গবেষণা কর্ম দিক-প্রান্তহীন বিশাল মহাসমুদ্রের মতই বিস্তৃত। মাছাল বিষয়ে ব্যাপক মূল্যায়ন কতটা সম্ভব, তা প্রাজ্ঞজন মাত্রই অনবহিত নন। তারপরও এর মাধ্যমে বাংলা ভাষায় সাবলিলভাবে মাছালের পরিচিতি, বিভিন্ন প্রকার মাছাল সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান, আরবী মাছালের পাশাপাশি বিশ্বের প্রায় শত ভাষার মাছালের আলোচনা, মাছালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এবং মাছাল প্রসঙ্গে সংকলিত অসংখ্য মৌলিক গ্রন্থপঞ্জীর মূল্যায়ন কম গুরুত্বের দাবী রাখে না । বিশেষ করে মাছাল সাহিত্যকে আরবী ও বাংলা ভাষা-ভাষীদের নিকট গুরুত্ববহ করে তোলার ক্ষেত্রে এবং বিশ্ব সাহিত্যের প্রবাদের সঙ্গে আরবী প্রবাদের এক সুনিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অবিস্মরণীয় । বাংলাদেশ তথা বিশ্বের সাহিত্যিক, পাঠক, গবেষকদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তত্ত্ব ও তথ্যের জন্য এ অভিসন্দর্ভটি একটি কার্যকরী ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে বলে আমি মনে করি। এদিক থেকে 'মাছাল (আরবী প্রবাদ) সাহিত্য' বিষয়ের অভিসন্দর্ভটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জীঃ

আরবী

লেখকের নাম	গ্রন্থাবলী	প্রকাশনার স্থান	হিজরী	খৃষ্টাব্দ
	আল-কুরআনুল কারীম			
অজ্ঞাত	আযীযুত তালেবীন, সম্পদনা মওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা	ঢাকা	তা, বি	
আউন, ডঃ জাম'আ আল-মাবরুক	আল-মুবাররদ হায়াতুহু ওয়া আছারুহু	বৈরুত	১৪০৮	১৯৮৮
আল-'আক্কাদ, 'আব্বাস মাহমূদ	আছরুল 'আরব ফী হাযারাতি উরুব্বা	মিসর		১৯৪৬
আল-আম্বরী, আবুল বারাকাত আবদুর রহমান ইবন মুহম্মদ	কিতাবু আসরারিল আরাবিয়্যাঃ	দামিশ্ক	১৩৭৭	১৯৫৭
আল-'আশা'	দীওয়ানুল 'আশা সম্পদনা ডঃ মুহম্মদ হুসয়ন	মিসর	তা.বি.	
আল-আবূদী	আল-আমছালুল 'আম্মিয়্যা	মিসর	১৩৭৯	১৯৫৯
আল-আযহারী	আল-আসাসুল মুব্তাকির	মিসর		১৯৫০
আল-'আস্কারী, আবূ হিলাল	জামহারাতু আমছালিল আরব	ইস্তাম্বুল	১৩০০	
আল-'আস্কারী, আবূ হিলাল	কিতাবুস সানা'আতায়ন সম্পাদনা আলী মুহাম্মদ আল-বাজাভী ও আবুল ফযল ইব্বরাহীম ১ম সং	কায়রো	১৩৯১	১৯৭১
আল-'আস্কারী, আবূ হিলাল	দীওয়ানুল মা'আনী	কায়রো		১৯৩৪
আল-'আস্কারী, আবূ হিলাল	আল-ফুরুক ফিল্লুঘা:			
আল-'আসকালানী, শিহাবুদ্দীন ইবন হজর	লিসানুল মীযান	হায়দরাবাদ	১৩৯১	১৯৭১
আল-'আসকালানী, শিহাবুদ্দীন ইবন হজর	আল-ইসাবা ফী হুসনিস সাহাবা	কায়রো	১৩২৮	
আল-'আসকালানী, শিহাবুদ্দীন ইবন হজর	তাহযীবুত তাওহীদ	হায়দরাবাদ	১৩৩৫	
আল-ইস্পাহানী, আবুল ফরজ	কিতাবুল অঘানী	মিসর		
আল-ইস্পাহানী আবুশ শায়খ আবু মুহাম্মদ 'আব্দুল্লাহ	কিতাবুল আমছাল ফিল হাদীছিন্নবভী ২য় সং	বোম্বে	১৪০৮	১৯৮৭
আল-ইস্পাহানী, আবূ নু'আয়ম	হিলয়াতুল আউলিয়া ওয়া তব্কাতল আসাফিয়্যা	মিসর		১৯৩২
আল-ইস্পাহানী, আবূ নু'আয়ম	যিকরু আখবার ইস্পাহান	লাইডেন		১৯৩১
আল-ইস্পাহানী, হামযা	আদ্দুররা আল-ফাখিরা ফী আমছালিস্ সাইরা, সম্পাদনা ডঃ 'আব্দুল মজীদ কাতামিশ	কায়রো	১৩৯১	১৯৭১

Dhaka University Institutional Repository

আল-ইস্‌কন্দরী, আহমদ	তারীখুল আদবিল 'আরবী	মিসর	তা.বি	
আল-ইস্‌কন্দরী, আহমদ ও মুস্‌তফা' আনানী	আল-ওসীত ফী আদবিল 'আরবী ওয়া তারীখিহী, ৭ম সং	মিসর	১৩৪৭	১৯২৮
আল-ইস্‌কন্দরী, আহমদ ও আরো অনেকেই	আল-মুফাসসল ফী তারীখিল আদবিল আরবী ফিল 'উসুরিল কাদীমাঃ ওয়াল ওয়াস্‌তাঃ ওয়াল হাদীছাঃ সম্পাদনা, ডঃ হাস্‌সান খাল্লাক	বৈরুত	১৪১৪	১৯৯৪
আল-কুশয়রী, মুসলিম ইবন হাজ্জাজ	সহীহ মুসলিম মা'আ শরহিহী লিন্‌নবভী	কায়রো	১৩৪৯	১৯৩০
কুতুব, মুহাম্মদ	শুবহাত হাওলাল ইসলাম, অনুবাদ সাজ্জাদ হোসেন	ঢাকা		
আল-কাত্তান, মা'ন্না	আল-মাবাহিছ ফী 'উলূমিল কুরআন, ৭ম সং	বৈরুত	১৪০০	১৯৮০
আল-খুলী, আল-বাহী	তাযকিরাতুদ দু'আত, ২য় সং	দারুত তুরাছ	১৪০৮	১৯৮৮
আল-ঘরভী,	আল-আমছাল ফী কিতাবি নহজিল বালাঘাঃ, ১ম সং	কুম, ইরান	১৪০১	১৯৮১
আল-ঘয়লানী, আশ্‌শায়খ মুস্‌তফা	রিজালুল্ মু'আল্লাকাতিল আশর, ২য় সং	বৈরুত	১৩৩২	১৯৯৩
আল-কালকাশান্দী, আবুল 'আব্বাস আহমদ আবূ আলী	সুবহুল আ'শা ফী সানা'আতিল ইন্‌শা	কায়রো	১৩৮৩	১৯৬৩
আল-কায়রোয়ানী, ইবন রশীক	আল-'উমদাঃ ফী মাহাসিনিশ্ শি'র ওয়া আদাবিহা ওয়া নকদিহী, মুহম্মদ মহিউদ্দীন, ৩য় সং	কায়রো	১৩৬৩	
আছ-ছা'আলিবী, আবূ মন্‌সূর	আত্‌তামছীল ওয়াল মুহাযারাত, সম্পাদনা 'আব্‌দুল ফাত্তাহ	দারু এহইয়াউল কুতুবিল 'আরাবিয়্যাঃ	১৩৮১	১৯৬১
আছ-ছা'আলিবী, আবূ মন্‌সূর	ফিকহুল লুঘাঃ	লিবিয়া-তিউনিস	১৪০১	১৯৮১
আছ-ছা'আলিবী, আবূ মন্‌সূর	খাসুল খাস	হায়দরাবাদ	১৪০৫	১৯৮৮
আছ-ছা'আলিবী, আবূ মন্‌সূর	আরা ইসুল মাজালিস	কায়রো	১৩৭৬	১৯৫৬
আবুল 'আব্বাস মুহম্মদ ইবন য়াযীদ	আল-কামিল ফিল্‌লুঘাঃ ওয়াল আদব ওয়ান নাহু ওয়াস সরফ	আল-হলবী	১৩৫৬	১৯৩৭
আবুল 'আব্বাস মুহম্মদ ইবন য়াযীদ	কাওয়া'ইদুশ শি'র, সম্পাদনা ডঃ মুহম্মদ 'আবদুল মুন'ঈম খাফাজী	কায়রো		১৯৫১
আল-জাহিয, আবূ 'উছমান	আল-বয়ান ওয়াত্ তাবঈন	বৈরুত	১৪০৫	১৯৮৫
আল-জাহিয, আবূ 'উছমান	কিতাবুল হায়ওয়ান	কায়রো	১৯৩৮	১৯৪৪
আল-জারিম, আলী ও হারুন, মুহম্মদ শফীক	দীওয়ানুল বারুদী	মিসর	১৩৬১ ১৩৯৫	১৯৪২ ১৯৭৫
আল-জুনদী, ইন'আম	আররাইদ ফিল আদাবিল 'আরবী	বৈরুত	১৪০৬	১৯৬৮
আল-জুমাহী, ইবন সাল্লাম	তবকাতু ফহুলিশ শু'আরা, সম্পাদনা মাহমুদ মুহম্মদ শাকির	কায়রো	১৩৯৪	১৯৭৪
আল-জুরজানী, 'আব্‌দুল কাহির	আসরারুল বালাঘাঃ, ৬ষ্ঠ সং	কায়রো	১৩৭৯	১৯৫৯
আল-জুরজানী, আলী ইবন 'আব্‌দুল আযীয	আল-ওয়াসাতা বায়নাল মুতানাব্বী ওয়া খসূমিহী, সম্পাদনা আলী আল-বাজাভী	কায়রো	১৩৭১	১৯৫১

Dhaka University Institutional Repository

জুলহায়েম	আল-আমছালুল আরাবিয়্যাতুল কাদীমাঃ আরবী অনুবাদ ডঃ রমযান আব্দুত তাওয়াব	বৈরুত	১৩৯৩	১৯৭৩
আল-জওযিয়্যা, ইবনুল কায়্যিম	আল-আমছাল ফিল কুরআনিল করীম	তান্তা	১৪০৬	১৯৮৬
আল-জওযিয়্যা, ইবনুল কায়্যিম	কিতাবুল ফাওয়াইদ,১ম সং	মিসর	১৩২৭	১৯০৯
আত্তাঈ, হাতীম	দীওয়ানু হাতিম আত্ তাঈ	লন্ডন	১৩৯২	১৯৭২
তাবানা, বদভী	দিরাসাতু নক্দিল আদবী	মিসর		১৯৬৫
আত্তালিসী	মিন বাওয়া'ইশ শি'রিল আরবী	তিউনিস লিবিয়া	১৪০৫	১৯৮৫
আত্তাবরানী	আল-মু'জামুল কবীর সম্পাদনা, হামীদ 'আব্দুল মজীদ আস-সলফী	বাগদাদ	১৩৮৮	১৯৬৮
আত্তাবরানী	আল-মু'জামুসসগীর, সম্পাদনা আব্দুর রহমান মুহম্মদ 'উছমান,	আল মদীতুঁল মুনওয়ারা	১৩৮৮	১৯৬৮
আত্তাহাভী, আবূ জা'ফর	মুশকিলুল আছার	হায়দারাবাদ	১৩৩৩	১৯১৪
আদ্-দব্বী, আল-মুফাদ্দল ইবন মুহম্মদ	আমছালুল 'আরব, সম্পাদনা, ডঃ ইহসান 'আব্বাস	বৈরুত	১৪০১	১৯৮১
আদ্-দব্বী, আল-মুফাদ্দল ইবন মুহম্মদ	আল-মুফাদ্দলিয়াত সম্পাদনা কারলূস য়া'কুর	বৈরুত		
আদ-দসূকী, 'ওমর	ফিল আদবিল হাদীছ ৭ম সং	বৈরুত	১৩৮৬	১৯৬৬
আদ-দামিশ্কী, মুহম্মদ আতোয়া	কিতাবুল মুন্তাখাব ফী তারীখিল আদাবিল আরবী	মিসর	১৩৩২	১৯১৩
আদ-দারিমী, 'আব্দুল্লাহ	সুনানুদ্দারিমী	কায়রো	১৩৯৮	১৯৭৮
আদ-দাউদী	তবকাতুল মুফাসসিরীন, সম্পাদনা আলী মুহম্মদ 'উমর	কায়রো	১৩৯২	১৯৭২
আন-নিশাপুরী, আবুল কাসিম আল-হাসান ইবন মুহম্মদ ইবন হাবীব	'উকালাউল মজানীন,১ম সং	মিসর	১৩৪৩	১৯২৪
আল-ফাখুরী, হান্না	আল-হিকাম ওয়াল আমছাল	দারুল মা'আরিফ	১৪০০	১৯৮০
আল-বুস্তানী, বতরুস	মুনতাকিয়াতু উদাবাইল 'আরব'	দারু মারুন গবূদ	১৩৯৯	১৯৭৯
আল-বুস্তানী, বতরুস	উদাবাউল 'আরব ফিল জাহিলিয়্যা ওয়া সদরিল ইসলাম	বৈরুত	১৪০৯	১৯৮৯
আল-বুখারী, আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল	সহীহুল বুখারী মা'আ শরহিহী ফতহিল বারী	কায়রো	১৩৭৫	১৯৫৫
আল-বুখারী, আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল	আল-আদবুল মুফরাদ	হিমস	১৩৮৯	১৯৬৯
আল-বুখারী, আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল	আত্তারীখুস সগীর	হায়দরাবাদ	১৪০২	১৯৮২
আল-বুহতরী	হামাসাতুল বুহতরী	মিসর	১৩৪৮	১৯২৯
আল-বগভী, হুসয়ন ইবন মাস'উদ	শরহুস সুন্না সম্পাদনা যুহয়র আশ-শাভীশ ও শু'আয়ব	বৈরুত	১৪০৩	১৯৮৩
আল-বাকলী, মুহম্মদ কিনদীল	ওয়াহ দাতুল আমছালুল 'আম্মিয়্যাঃ	কায়রো	১৩৮৮	১৯৬৮
আল-বাকিল্লানী, কাযী আবূ বকর	'ইজাযুল কুরআন	কায়রো		

Dhaka University Institutional Repository

আল-বাগদাদী, আবূ বকর আহমদ ইবন আলী আল-খতীব	তারীখ বাগদাদ	মিসর		১৯৩১
বাগদাদী, আব্দুল কাহির	খিযানাতুল আদব	বুলাক	১২৯৯	
আল-বালাযুরী	ফতুহুল বুলদান	লাইডেন	১৮৬৬	
আল-বকরী, আবূ 'উবয়দ	ফসলুল মাকাল ফী শরহি কিতাবিল আমছাল	বৈরুত	১৩৯১	১৯৭১
আল-বয়যাভী, কাযী নাসিরুদ্দীন	আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তাভীল	দিল্লী	তা.বি	
আল-বায়হাকী, আহমদ ইবনিল হুসয়ন	আল-জামি' লিশু'আবিল ঈমান, সম্পাদনা, ডঃ আবদুল 'আলী 'আব্দুল হামীদ হামিদ,	বোম্বে	১৪০৬	১৯৮৬
আস্সুয়ূতী, জালালুদ্দীন	আল-মুযহির ফী 'উলূমিল লুঘাঃ ওয়া আন ওয়া'ইহা	মিসর	তা.বি	
আস্সুয়ূতী, জালালুদ্দীন	আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন	মিসর	১৩৯৮	১৯৭৮
আস্সুয়ূতী, জালালুদ্দীন	তারীখুল খুলাফা	বৈরুত	১৩৮৯	১৯৬৯
আস্সুয়ূতী, জালালুদ্দীন	বুগয়াতুল ও'য়াত	কায়রো	১৩৮৪	১৯৬৮
আস্সুয়ূতী, জালালুদ্দীন ও জালালুদ্দীন মহল্লী	জালালাইন ৩য় সং	মিসর	১৩৭৪	১৯৫৪
আস্সাম'আনী	আল-আনসাব	হায়দরাবাদ	১৩৮২	১৯৬২
আস-সাবা'ঈ, বিয়ওমী	তারীখুল আদাবিল 'আরবী ফিল 'আসরিল জাহিলী	মিসর		১৯৪৮
আল-মাক্দেসী ,আনীস	তাতাউরুল আসালীবিন নছবিয়্যাঃ ফিল আদবিলঃ আরবী ৬ষ্ঠ সং	বৈরুত	১৩৯৯	১৯৭৯
আল-মানাভী, মুহম্মদ ইবন আব্দুর রউফ	ফয়যুল কাদীর বিশরহিল জামি'ইস সগীর	কায়রো		১৯৩৮
আল-ময়দানী, আবুল ফযল আহমদ ইবন মুহম্মদ	মাজামা'উল আমছাল সম্পাদনা, মুহম্মদ মুহিউদ্দীন 'আব্দুল হামীদ, ২য় সং	মিসর বৈরুত	 ১৩৯৩	১৯৫৬ ১৯৭২
মতর, ডঃ 'আবদুল আযীয	লাহনুল 'আম্মা ফী যুইদদিরাসাতিল লুঘাভিয়্যাতিল হাদীছ	আদ-দারুল কওমিয়্যা		১৯৬৬
আল-মওলা, মুহম্মদ আহমদ জাদ(আরো অনেকে)	কাসাসুল আরব	বৈরুত	১৪০৮	১৯৮৮
আল-মুহিব্বি	জানিউল জান্নাতায়ন	দামিশ্ক	১৩৪৮	
আল-মুতানাব্বী	দীওয়ানুল মুতানাব্বী	কায়রো	১৩০৭	১৯৩৮
আল-মুছান্না, আবূ 'উবায়দ মা'মার ইবন	আন্ নাকাইযু বায়না জরীর ওয়াল ফরযদক	মিসর	তাবি	
আল-মুতালাম্মিস	দীওয়ানুল মুতালাম্মিস, সম্পাদনা হাসান কামিল সয়রাফী	মাহাদু মাখতুতাতিল আ'রবিয়্যাঃ	১৩৯০	১৯৭০
আয-যমখশরী, জারুল্লাহ	আল-কাশশাফ	মিসর	তাবি	
আয-যমখশরী, জারুল্লাহ	আল-মুস্তাক্সা ফী আমছালিল 'আরব	বৈরুত	১৪০৮	১৯৮৮
আয-যমখশরী, জারুল্লাহ	আসাসুল বালাঘাঃ	কায়রো	১৩৪১	১৯২২
আয-যমখশরী, জারুল্লাহ	নাওয়াবিঘুল কালিম	মিসর	১২৮৭	

আয-যয়্যাত,আহমদ হাসান	তারীখুল আদাবিল 'আরবী, ২৪তম সং	মিসর	তাবি	
আয-যরকশী, বদরুদ্দীন মুহম্মদ ইবন 'আব্দিল্লাহ	আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন, সম্পাদনা, আবুল ফযল ইবরাহীম	ঈসা আল-হলবী	১৩৭৬	১৯৫৭
আয্-যাহাবী, শামসুদ্দীন মুহম্মদ	তায্কিরাতুল হুফ্ফায	হায়দরাবাদ		১৯৩৩
আর-রাযী, শরীফ	নহজুল বালাঘাঃ	কায়রো	১৩৯৫	১৯৭৫
আর রাযী, মুহাম্মদ ইবন আবী বকর	কিতাবুল আমছাল ওয়াল হিকাম, সম্পাদনা আব্দুর রাযযাক হুসয়ন, ১ম সং	ওমান	১৪০৬	১৯৮৬
আর রাযী,আবদুর রহমান ইবন মুহম্মদ	আল-জরহ ওয়াত তা'দীল	হায়দরাবাদ		১৯৫২
আর রাফিঈ,মুস্তফা সাদিক	তারীখু আদবিল 'আরবী, ১ম সং	কায়রো		১৯৫৩
আশ-শালকানী, ডঃ আব্দুল হামীদ	মাসাদিরুল লুঘাঃ	রিয়াদ	১৪০০	১৯৮০
আস-সুকরী, ইবন'উবায়দিল্লাহ	শরহু দীওয়ানি কা'বইবন যুহয়র	মিসর	১৩৪৮	১৯২৯
আস-সুহয়লী	আর রউযুল 'উনফ	কায়রো	১৩৩২	১৯১৪
আস্সিজিস্তানী	কিতাবুল মু'আম্মারীন মিনাল 'আরব	কায়রো	তা.বি	
আলী, অধ্যাপক জাওয়াদ	আল-মুফাস্সল ফী তারীখিল 'আরব কাবলাল ইসলাম	বৈরুত	১৩৯৬	১৯৭৬
আলী, মুহম্মদ'উছমান	ফী আদব মা কাবলাল ইসলাম দিরাসাঃ ওসফিয়্যাঃ তাহলীলীয়্যাঃ, ২য় সং	দারুল আওযাঈ	১৪০৩	১৯৮৩
আবূ তাম্মাম	দীওয়ানু আবী তাম্মাম সম্পাদনা, আব্দুহু আযাম	মিসর	১৩৮৫	১৯৬৫
আবূ নুওয়াস	দীওয়ানু আবী নুওয়াস, সম্পাদনা 'আব্দুল মজীদ আল-গাযালী	মিসর	১৩৭৩	১৯৫৩
আবূনাজী, ডঃ মাহমুদ হাসান	আশ্শানফারা শাইরুস্ সাহরাইল আবী	বৈরুত	১৪০৩	১৯৮৩
আবূ দাউদ, সুলায়মান ইবনিল আশ'আছ	সুনানু আবী দাউদ মা'আ শরহিহী আউনুল মা'বুদ	আল মদীনাতুল মুনওয়ারা	১৩৮৯	১৯৬৯
আত্ তিরমিযী, আবূ 'ঈসা মুহম্মদ ইবন ঈসা	জামিউত তিরমিযী মা'আ শারহিহী তুহফাতুল আহওয়াযী	আল-মদীনাতুল মুনওয়ারা	১৩৮৭	১৯৬৭
আদ্দব্বী, আল-মুফাদ্দল ইবন মুহম্মদ	আমছালুল 'আরব, সম্পাদনা ডঃ ইহসান 'আব্বাস	বৈরুত	১৪০১ ১৪০৩	১৯৮১ ১৯৮৩
আমীন, ডঃ আহমদ	ফজরুল ইসলাম	কায়রো	১৩৬৫	১৯৪৫
'আবদুল আহাদ, মওলানা সায়্যিদ	ইলমুল 'আরূয	ঢাকা	১৩৯৬	১৯৭৬
'আব্দুত তাওয়াব, ডঃ রমযান	লাহনুল 'আম্মাতি ওয়াত তাতাউরুল লঘভী	দারুল মা'আরিফ		১৯৬৭
'আব্বাস, ডঃ ইহসান,	তারীখুল আদবিল আন্দালুসী, ১ম সং	বৈরুত	১৩৮০	১৯৬০
আবশিহী, শিহাবুদ্দীন মুহম্মদ ইবন মাহমুদ	আল-মুস্তাতরফ ফী কুল্লি ফন্নিল মুসতায্রাফ	দারু এহইয়াউত তুরাছিল আরবী	তা.বি	
'আবিদীন, ডঃ আব্দুল মজীদ	আল-আমছাল ফিন্ নছরিল 'আরবিইল কাদীম	আলেক্সান্দ্রিয়া	১৪০৯	১৯৮৯
আহমদ , মওলানা মুশতাক	তাসহীলু রওযাতিল আদব ফী তাসহীলি কালামিল 'আরব	ঢাকা	তা.বি	
'আব্রাস, 'উবয়দ ইবনিল	দীওয়ানু 'উবয়দ ইবনিল আব্রাস	মিসর	১৩৭৭	১৯৫৪
আল-য়াসুঈ, আল-আব লুয়ূস চীখু	আনীসুল জুলাসা ফী শরহি দীওয়ানিল	বৈরুত	১৩১৪	১৮৯৬

	খান্সা			
আল-য়াসুঈ, আল-আব লুয়ুস চীখ	'ইলমুল আদব	বৈরুত		১৯২০
আল-য়াযেজী, আশশায়খ নাসিফ	মজম'উল আদব			
আল-হানফী, আশশায়খ জালাল	আল-আমছালুল বাগদাদিয়্যা ঃ	বাগদাদ		১৯৬৪
আল-হাম্বলী, আবুল ফালাহ ইবনুল ইমাদ	শাযারাতুয্যাহাব ফী আখবারি মান যাহার	রিয়াদ	তা.বি	
আল-হামদানী, বদীউয্যামান	মাকামাতুল হামদানী	অজ্ঞাত	তা.বি	
আবুল কাসিম	আল-মাকামাতুল হারীরীয়্যা ঃ	ঢাকা	তা.বি	
আল-হাসারী	যহরুল আদব ওয়া ছামরুল আলবাব	কায়রো	১৩৭৩	১৯৫৩
আল-হায়ছামী, নুরুদ্দীন আলী ইবন আবী বকর	মাজমা'উয যাওয়াইদ ও মাম্বাউল ফাওয়াইদ	বৈরুত	১৩৮৭	১৯৬৭
আল-হাকীম, মুহম্মদ ইবন আবদিল্লাহ	আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহায়ন	রিয়াদ	তা.বি	
আল-হাশিমী আহমদ	জাওয়াহিরুল আদব ফী আদবিয়্যাতি ওয়া ইনশাইল লুঘাতিল আরব	মিসর		১৯৩৭
আল-হারীরী , আবুল কাসিম	আল-মাকামাতুল হারীরীয়্যা ঃ অনুবাদ D: F. Steingass	লন্ডন	১৩১৬	১৮৯৮
আল-হুর ডঃ 'আব্দুল মজীদ	মা'আলিমুল আদবিল আমিলী	বৈরুত	১৪০৩	১৯৮২
আল-হুফী, আহমদ মুহম্মদ	তায়্যারাতুছ ছাকাফা বায়নাল আরব ওয়াল ফারস	মিসর	১৩৮৮	১৯৬৮
আল-হুময়দী, আব্দুল্লাহ 'ইবনুয্যুবয়র	মুসনাদ সম্পাদনা, শায়খ হাবীবুর রহমান	ভারত		১৯৬৩
আগাসকার ডঃ য়ুনুস	উর্দু কাহাওতী আওর উনকে সমাজী ও লিসানী পাহলু	বোম্বে		১৯৮৮
ইবনুল আছীর	আল-মুছান্না সম্পাদনা , ইয্যুদ্দীন তানুখী	দামিশক	১৩০৮	১৯৬০
ইবন 'আদী	আল-কামিল ফী যু'আফাইর রিজাল	বৈরুত	১৪০৫	১৯৮৫
ইবনুল আম্বরী	নুযহাতুল আলবা ফী তবকাতিল উদাবা সম্পাদনা , ডঃ ইব্রাহিম আস-সামিরাই	বাগদাদ	১৩৯০	১৯৭০
ইবন আহমদ, শামসুদ্দীন মুহম্মদ	মীযানুল ই'তিদাল সম্পাদনা , আলী আল-বাজাভী	কায়রো	১৩৮৩	১৯৬৩
ইবন আবী দুনিয়া	কিতাবুস সিমত সম্পাদনা , নজম 'আব্দুর রহমান ছলফ	বৈরুত	১৪০৬	১৯৮৬
ইবন আব্দিলবর	জামিউল বয়ানিল ইলম ওয়া ফযলিহী	বৈরুত	১৩৯৮	১৯৭৮
ইবন কাছীর	আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া	বৈরুত	১৩৮৬	১৯৬৬
ইবন খল্লিকান	অফয়াতুল আ'য়ান সম্পাদনা , ডঃ ইহসান 'আব্বাস	বৈরুত	১৩৮৮ ১৩৯২	১৯৬৮ ১৯৭২
ইবন-শায়ব	আল-ফিহরিস্ত	বাগদাদ	১৩৮২	১৯৬২
ইবন কুতাইবা	আদবুল কাতিব	লাইডেন	তাবি	
ইবনুল ওয়ারদ, 'উরওয়া	দীওয়ানু 'উরওয়া	বৈরুত	১৩৮৪	১৯৬৪
ইবন ছাবিত, হাস্সান	দীওয়ানু হাস্সান ইবনিছ ছাবিত সম্পাদনা , ডঃ ওয়ালীদ 'আরাফাত	বৈরুত	১৩৯৪	১৯৭৪
ইবনুল জওযীয়্যা ঃ	কিতাবুল ফাওয়াইদ ১ম সং	মিসর	১৩২৭	১৯০৯

ইবনুল জওযীয়্যা ঃ	আল-মওযু'আত	আল-মদীনাতুল মুনাও ওয়ারা	১৩৮৬	১৯৬৬
ইবন জা'ফর কুদামা	নকদুশ শি'র	কায়রো	১৩৮৩	১৯৬৩
ইবন জা'ফর কুদামা	নকদুন নছর	কায়রো	১৩৬১	১৯৪১
ইবন জিন্নি	আল-খাসাইস সম্পাদনা 'আব্দুস সালাম হারুন	কায়রো		১৯৩৮
ইবন নদীম	আল-ফিহরিস্ত সম্পাদনা রিয়া তাজাদ্দুদ	তেহরান	১৩৯১	১৯৭১
ইবন মাজা	সুনানু ইবন মাজা সম্পাদনা , ফুয়াদ আবদুল বাকী	কায়রো		১৯৫৩
ইবনুল মুকাফফা	কালীলাঃ ওয়া দিমনা ঃ			
ইবন রবী'আ,লবীদ	দীওয়ানুলবীদ সম্পাদনা , ইহসান 'আববাস	কুয়েত	১৩৮২	১৯৬২
ইবন সাল্লাম, আবূ 'উবয়দ	কিতাবুল আমছাল সম্পাদনা , ডঃ আব্দুল মজীদ কাতামিশ	বৈরুত	১৪০০	১৯৮০
ইবন হিশাম	আস-সিরাতুন্নবভিয়্যা সম্পাদনা, মুস্তফা সাকা ও আবদুল হাফিয শিবলী		তাবি	
ইবন শাদ্দাদ, আন্তারা	দীওয়ানু 'আন্তারা, সম্পাদনা,'আব্দুল মুন্‌'ঈম 'আব্দুর রউফ শিবলী	শিরকাতু ফন্নীত তাব'আ	তাবি	
ইবন আবী সুলমা, যুহয়র	দীওয়ানু যুহয়র ইবন আবী সুলমা	মিসর	১৩৬৩	১৯৪৪
ইবনিল 'আব্দ, তারাফা	দীওয়ানু তারাফা, সম্পাদনা, ইহসান আব্বাস	কুয়েত	১৩৮২	১৯৬২
ইবন হাম্বল, আহমদ	আল-মুসনাদ	কায়রো	১৩১৩	১৮৯৫
ইবন হাযম	জামহারাতু আনসাবিল আরব	কায়রো		১৯৪৮
ইমরুউল কয়স	দীওয়ানুল ইমরুউল কয়স সম্পাদনা , আবুল ফযল ইবরাহীম	মিসর	১৩৭৮	১৯৫৮
কাসিমী , আব্দুল আহাদ	দুরুসুল বালাছা	ঢাকা		১৯৬০
কাব্বিশ , আহমদ	তারীখুশ শি'রিল আরবী ইল হাদীছ	বৈরুত	তাবি	
জমীর , খাজা আব্দুল মজীদ	ফন্নুল আরবী ওয়া ফন্নুত তা'লীমা	লক্ষ্ণৌ	১৩৫২	১৯৩৩
		কায়রো	১৩৯৫	১৯৭৫
তাহান , ডঃ মাহমুদ	তাইসিরু মুস্তালাহিল হাদীছ		১৪০৫	১৯৮৫
দয়ফ, শওকী	আল-ফন ওয়া মাযাহিবুহু ফিন্নছ'রিল 'আরবী ২য় সং	বৈরুত	১৪০৬	১৯৮৬
দয়ফ, শওকী	তারীখুল আদাবিল আরবী	দারুল মাআরিফ	তাবি	
দয়ফ, শওকী	শওকী শাইরুল আসরিল হাদীছ	মিসর		১৯৫৩
দয়ফ, শওকী	আল-আদাবুল আরবী ইল মু'আসির	মিসর	তাবি	
দয়ফ, শওকী	আল-বারুদী রাইদুশ শি'রিল হাদীছ	মিসর	১৩৮৪	১৯৬৪
নদভী , সায়্যিদ সুলয়মান	তারীখ আরবিল কুরআন	আযমগড়	১৩৭৩	১৯৫৩
নু'আয়মা, মীখাইল	মাজমু'আতু মীখাঈল নু'আয়মা, ২য় সং	বৈরুত	১৪০৭	১৯৮৭
ফররুখ , ডঃ উমর	তারীখুল আদাবিল আরবী ৫ম সং	বৈরুত-লেবানন	১৪০৪	১৯৮৪
ফররুখ , ডঃ উমর	আব্‌কারিয়্যাতুল লুঘাতিল 'আরাবিয়্যাঃ	বৈরুত	১৪০১	১৯৮১
ফররুখ , ডঃ উমর	তারীখুল উলূম ইনদাল 'আরব	বৈরুত	১৪১০	১৯৯০

ও আরো অনেকে

ফায়্যায , ডঃ জাবির	আল-আমছাল ফিল কুরআনিক করীম	রিয়াদ	১৪১৫	১৯৯৫
ব্রুকলম্যান, কার্ল	তারীখুল আদাবিল আরবী অনুবাদ 'আব্দুল হালীম নাজ্জার	মিসর		১৯২৬
মাখলূফ, হুসয়ন মুহম্মদ	সফওয়াতুল বয়ান লিমা'আনীইল কুরআন ৩য় সং	কুয়েত	১৪০৭	১৯৮৭
ময়দানী,'আব্দুল 'আযীয	সিমতুল লা'লী	লাজনাতুত তালিফ ওয়াত তরজমা ওয়াননশর	১৩৫৬	১৯৩৭
মুবারক, ডঃ যকী	যহ্রুল আদব ওয়া ছামারুল আলবাব	বৈরুত	তাবি	
মুরাদ,আব্দুল হামীদ	মু'জামুল আমছালিল 'আরবিয়্যা:	রিয়াদ	১৪০৬	১৯৮৬
মুহম্মদ,শায়খ কামিল	মাহমুদ সামী আল-বারুদী	বৈরুত	১৪১৪	১৯৯৪
যায়দ,'আদী ইবন	দীওয়ানু'আদী ইবন যায়দ সম্পাদনা , 'আবদুল জব্বার আল-মু'আয়বাদ	বাগদাদ	১৩৮৫	১৯৬৫
যয়দান, জুরজী	তারীখ আদাবিল লুঘতিল আরাবিয়্যা ঃ ২য় সং	মিসর	১৩৪৩	১৯২৪
রহমান , শায়খ খালিদ আবদুর	আল-'ইকদুল কুরআন ওয়াল কুরআন ১ম সং		১৪১৪	১৯৯৪
শফী, মুফতী মুহম্মদ	মা'আরিফুল কুরআন অনুবাদ মওলানা মোঃ মহিউদ্দিন	ঢাকা	১৪১৩	১৯৯৩
শায়বা , ইবন আবী	আল-মুসান্নাফ ফিল হাদীছ ওয়াল আছার	বোম্বে	১৩৯৯	১৯৭৯
সউদী শিক্ষা মন্ত্রণালয়	আল-মুতালা'আ	সউদী	১৪০১	১৯৮১
সালিহ্, ডঃ মুহম্মদ রিশাদ মুহম্মদ	নকদুল মুওয়াযানা বায়নাত্ তাইয়ায়ন	কায়রো	১৪১২	১৯৯২
সুলয়মান, কাযী মুহম্মদ	রহমাতুললিল আলামিন	লাহোর		১৯৬০
সম্পাদনা পরিষদ	আল-মুনতাখাবুল 'আরবী লিল ফাযিল	ঢাকা	১৪০৬	১৯৮৬
সম্পাদনা পরিষদ	দাইরাতুল মা'আরিফ ইসলামিয়্যা (উর্দু)	লাহোর	১৩৯৩	১৯৭৩
সম্পাদনা পরিষদ	ইসলামী বিশ্বকোষ ৩য় খন্ড	ঢাকা	১৪০৭	১৯৮৭
সম্পাদনা পরিষদ	ইসলামী বিশ্বকোষ ৪র্থ খন্ড	ঢাকা	১৪০৮	১৯৮৭
সম্পাদনা পরিষদ	ইসলামী বিশ্বকোষ ৫ম খন্ড	ঢাকা	১৪০৯	১৯৮৮
সম্পাদনা পরিষদ	ইসলামী বিশ্বকোষ ১৬তম খন্ড	ঢাকা	১৪১৬	১৯৯৬
সম্পাদনা পরিষদ	ইসলামী বিশ্বকোষ ১৯তম খন্ড	ঢাকা	১৪১৬	১৯৯৫
সম্পাদনা পরিষদ	ইসলামী বিশ্বকোষ (সংক্ষিপ্ত)১ম	ঢাকা	১৪০৭	১৯৮৭
সম্পাদনা পরিষদ	ইসলামী বিশ্বকোষ(সংক্ষিপ)২য়	ঢাকা	১৪০৮	১৯৮৮
য়াকূতু, আররুমী	মু'জামুল উদাবা	কায়রো		১৯৩৬
হাসান, আব্বাস	আল-মুতানাব্বী ওয়া শওকী	কায়রো		১৯৭৩
হুসয়ন, ডঃ ত্বহা	হাদীসুল আরবিআ ৯ম সং	মিসর		
হুসয়ন, ডঃ ত্বহা	মিন হাদীছিশর্শির ওয়ান নছর ১০ম সং	মিসর	১৩৮৮	১৯৬৮
হুসয়ন, ডঃ 'আবদুল কাদির	আল-মুখতাসার ফী তারীখিল বালাঘা:	বৈরুত	১৪০২	১৯৮২

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা

আকরম খাঁ, মাওলানা	মোস্তফা চরিত	ঢাকা		১৯৭৫
আজমী, মওলানা নূর মুহম্মদ	আঞ্চলিক প্রবাদ	ফেনী		১৯৭৩
আলম, মাহবুবুল	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ৫ম সং	ঢাকা		১৯৯৪
আয়েশ উদ্দীন, মুহম্মদ	রাষ্ট্র চিন্তা পরিচিতি	ঢাকা		১৯৮১
আব্দুর রহীম, মওলানা মুহাম্মদ	হাদীছ সংকলনের ইতিহাস	ঢাকা	১৪১২	১৯৯২
আব্দুস সাত্তার	আধুনিক আরবী সাহিত্য	ঢাকা		১৯৭৪
আব্দুস সাত্তার	আরবী সাহিত্যে গল্প ঃ অতীত ও বর্তমান	ঢাকা		১৯৭৪
আলী, কেরামত	ইসলামের ইতিহাস	ঢাকা		১৯৮২
আলী,ডঃ এ,কে , এম,ইয়াকুব	মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প	ঢাকা		১৯৮৯
আলম, ডঃ রশীদুল	মুসলিম দর্শনের ভূমিকা	বগুড়া		১৯৭৩
ইবন ইমাম	বিশ্বের প্রবাদ	কলিকাতা		১৩৭২বাং
ইবন খালদুন	আরবী কাব্যতত্ত্ব অনুবাদ আবূ রুশদ	ঢাকা		১৯৬৪
কোরায়শী, গোলাম সামদানী	আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	ঢাকা		১৯৭৭
খান, ফরহাদ	প্রতীচ্য পুরাণ ১ম সং	ঢাকা		১৯৮৪
চক্রবর্তী, ডঃ বরুণ কুমার	বাংলা লোক সাহিত্য চর্চার ইতিহাস	কলিকাতা		১৯৯০
চক্রবর্তী,ডঃ বরুণ কুমার	প্রগল্প	ঢাকা		১৯৮৬
জেমস লঙ, রেভারেন্ড	প্রবাদমালা	কলিকাতা		১৯৮০
জালালাবাদী	আখলাকুন্নবী	ঢাকা		১৯৬৬
দে, সুশীল কুমার	বাংলা প্রবাদ	কলিকাতা		১৪০১বাং
দাস, শ্রী গোপাল ও সেন, সত্যরঞ্জন	প্রবাদ প্রবচন	কলিকাতা		১৯৫৭
দীন মুহম্মদ , ডঃ কাজী	লোক সাহিত্যে ধাঁধা ও প্রবাদ	ঢাকা		১৯৬৮
পাঠান, হানিফ	বাংলা প্রবাদ পরিচিতি	ঢাকা		১৯৭৬
বসু , দ্বারকানাথ	প্রবাদ পুস্তক	অজ্ঞাত		১৮৯৩
বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি	পবিত্র বাইবেল	ঢাকা		১৯৮৬
ভট্টাচার্য , শ্রী আশুতোষ	বাংলার লোক সাহিত্য	কলিকাতা		১৯৭২
ভট্টাচার্য, সুশীল কুমার	উত্তর বঙ্গের লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতি	কলিকাতা	তাবি	
ভট্টাচার্য, ডঃ জয়শ্রী	বাংলার প্রবাদে নারীমন	কলিকাতা	তাবি	
ভট্টাচার্য, ডঃ পাঁচু গোপাল	বাংলার বাগধারা ও তার ভাষা বৈজ্ঞানিক অধ্যায়ণ	কলিকাতা		১৯৯৪
মজিবুর রহমান, ডঃমুহম্মদ	সাহাবী কবি কা'ব ও তাঁর অমর কাব্য	ঢাকা	১৪০৪	১৯৮৪
মর্টন , উইলিয়াম	দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ সম্পাদনা, ডঃ বরুণ কুমার	কলিকাতা		১৯৯০
মিত্র, সুবল চন্দ্র	বাংলা প্রবাদ ও প্রবচন	ঢাকা		১৯৯৩
মুছলেহ উদ্দীন, আতম	আরবী সাহিত্যের ইতিহাস	ঢাকা	১৪০৫	১৯৮৫

Dhaka University Institutional Repository

রহমান , মুহাম্মদ হাবিবুর	বচন ও প্রবচন	ঢাকা		
শহীদুল্লাহ, ডঃ মুহম্মদ	প্রাচীন আরবী কবিতা	কলিকাতা		১৩৮৫বাং
সিদ্দীক, ডঃ মোঃ আবূ বকর	আরবী সাহিত্য সমালোচনা	ঢাকা		১৯৮৯
সিদ্দীকী, আশরাফ	বাংলার লোক সাহিত্য	ঢাকা		১৯৬৩
সেন, সত্যরঞ্জন	প্রবাদ রত্নাকর	কলিকাতা		১৯৫৭
সেনগুপ্ত , সত্য প্রসাদ	ইংরেজী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৪র্থ সং	কলিকাতা		১৯৯২

অভিধান

	আরবী - বাংলা অভিধান	ঢাকা		১৯৮৫
আল-আযহারী, আলাউদ্দীন		বৈরুত		১৯৯২
আল-ইস্পাহানী আর-রাগিব	আল-মুফরাদাত (আরবী-আরবী)			
আমীন, ডঃ.আহমদ	কামূসুল আদাত, ১ম সং	কায়রো		১৯৫৩
মালুফ আল য়াসূঈ	আল-মুনজিদ (আরবী - আরবী) ৩০ সং		১৪০৮	১৯৮৮
	আল-মুনজিদ (আরবী - উর্দু)	কলিকাতা	১৪০০	১৯৮০
আল-জওহরী	আস সিহাহ	কায়রো		১৯৮৬
আহমদ ফারিস	মু'জাম মাকাইসুল লুঘাঃ	কায়রো	১৪৬৬	১৯৪৬
ইবন মনযূর	লিসানুল আরব (আরবী- আরবী)			
ফিরোজ উদ্দীন	ফিরোজুল্লুঘা (উর্দু-উর্দু)	করাচী		১৯৮৩
করম, নজীব নজম	আল-কামূসুল 'আম্মা লিমিসর ওয়াস সুরিয়া	বৈরুত		১৯৩০
মুরতাযা, যুব আদী	তাজুল 'আরূস মিন জাওয়াহিরিল কামূস (আরবী-আরবী)	মিসর	১৩০৭	১৮৮৯
সম্পাদনা পরিষদ	বাংলাদেশের ব্যবহারিক অভিধান	ঢাকা		১৯৭৪
সাঈদী	সাঈদী ডিকশনারী	লক্ষ্ণৌ	তা.বি	
	নুতন বাংলা অভিধান	কলিকাতা		
সুবল , চন্দ্র শ্রী	সরল বাংলা অভিধান	কলিকাতা		১৯০৯
সাহিব, দিল মাহমুদ	লুঘাতি উর্দু (উর্দু-উর্দু)	লাহোর	তা.বি	
হাভা, জে,জি	আল-ফারাইদুদ দুররিয়্যা (আরবী-ইংরেজী)	বৈরুত		১৯১৫
Apperson , G.L.	The Wordsworth Dictionary of proverbs	Great Britain		1993
Baa'labak i,Monir	Al-Mourid (English-Arabic)	Bairut	1405	1985
Dev, Ashutosh	Students Favourite Dictionary			1996
Field, Could	A Dictionary of Oriental Qutations	London	N.D.	
Wher, Hans	Dictionary of Modern written	Newyork		1976

Dhaka University Institutional Repository

	Arabic (Arabic-English) 3rd ed.			
Wahba, Magdi	A Dictionary of litterary Terms (Arabic-English-France)	Bairut	1354	1974
Lunde, Paul and wintle, Justine	A Dictionary of Arabic and Islamic Proverbs	London		1984
Therodory Constanstine	A Dictionary of Modern Technical Terms (Ara-Eng)	Bairut		1995

জার্নাল / সাময়িকী

খান, হুমায়ুন	(আরবী প্রবাদ) অগ্রপথিক	বর্ষ-৮সংখ্যা-৬		১৯৯৩
গুপ্ত , ডঃ পাল্লব সেন	(প্রবাদ প্রসঙ্গ) প্রতিলিপি, সংখ্যা-শারদীয়			১৩৮৯বাং
গুপ্ত, ডঃ পাল্লব সেন	(প্রবাদ প্রসঙ্গ) লোক সংস্কৃতি বিশ্বজনীনতা ও জাতীয় সংহতি	পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা ১৫ মার্চ		১৯৮২
সোলায়মান, মুহম্মদ	(আরবী) কসীদা উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ The Islamic University studies সংখ্যা-৪/এ	ডিসেম্বর		১৯৯৫
রমযান , ডঃ সাঈদা	(শাইরুল বারুদী) Bulletin of the Feculty of Shariah and Islamic Studies, Ummul Quran University সংখ্যা-৫		১৪০০-১৪০১	
শেঠ, হরিহর	(জনবাদ মধ্যে ভাবধারার সমতা) ভারতবর্ষ পত্রিকা	ভাদ্র		১৩৩৫বাং
Arbarry, A.J.	Journal of Arabic Literature Vol-1			1970

ইংরেজী

Dhaka University Institutional Repository

	The Holy Bible	New york		1942
	Book of the Dead	Great Britan		1899
Ali, Maulana Muhammad	The Religion of Islam Ist Indian ed.	Dilhi		1994
Arbary, A.J.	The seven odes.	London		1967
Badruddin	Arabian poetry and poets.	Aligarh		1924
Bakalla , M.H	Arabic Culture	London	1404	1984
Browns, E.G.	A literary History of Persia	Cambridge		1953
Brugman, J.	An Intruduction to the History of Modern Arabic Literature in Egypt	Leiden		1984
Burckhardt, J.L.	Arabic proverbs (The manners and customs of the Modern Egypt)	London		1984
Editorial, Board	Encyclopedia of Religion Vol-9	London		1987
Editorial, Board	The Encyclopedia of Islam Vol-VI	London		1989
Editorial, Board	Encyclopedia of Britanica Vol-IX	London		1979
Faizullah Bhai, Shaikh	An Essay on the Pre-Islamic Arabic poety	Bombay		1843
Fariq, K.A	History of Arabic Literature	Dilhi		1972
Findlay, J.A	Jesus and his parables 2nd ed.	London		1951
Forster, E. M.	A passage to India Tran-Rabi Shekhor Sengupt,	Calcatta		1994
Freytag, G.W.	Arabum proverbia	Bonnens	N.D.	
Goldzihar	Mohammadan Studies English Translation	London		1967
Hell, Joseph	The Arab civilization Trans. by Khuda Baksh	England		1962
Hitti, P.K.	History of the Arabs	London		1984
Howart , Harbert &Ibrahim Shukur	Images from the Arab world	London		1944
Huart, Clement	A History of Arabic Literature.	London		1987
John, A.Haywood	Modern Arabic Literature	London		1965
Knappert, Jan.	The A-Z of African proverbs	London		1989
Margoliouth , D.S	Leetures on Arabic Historions	Dilhi		1977
Nicholon, R.A	A Literary History of the Arabs	Cambridge		1953
Qutub, Sayyed	In the Shade of Al-Quran (an abridged edition)	Rajshahi	1402	1981
Santhi	Santhis 150 proverbs.	Hydrabad	N.D.	
Savory, R.M.	Introduction to Islamic Civilization	Cambridge		1975
Siddique, Dr.Abu Bakar	A Critical Study of Abu Mansur Al-Thaalibis Contribution to Arabic literature.	Dhaka		1991
Singer, A.P.	Arabic proverbs	Egypt		1913